গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY JULY 5, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।

PART II

Resolutions Orders, and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নিদ্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

No 2774A

GENERAL —*The* 17*th June* 1881 —Mr T D Beighton Officiating District and Sessions Judge Rungpore is allowed leave for three months under Rule 2 Section 72 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 1st proximo

Mr I T G Campbell Joint Magistrate and Deputy Collector Rungpore is appointed to act as District and Session Judge of that district during the absence on leave of Mr T D Beighton or until further orders

The 18*th June* 1881 —Baboo Protap Chunder Chatterjee Deputy Magistrate and Deputy Collector is allowed leave for six month under Section 127 Chapter X of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under the orders of the 9th June 1880

Baboo Chunder Narain Coopta Deputy Magistrate and Deputy Collector Deoghur Sonthal Pergunnahs is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

Baboo Jugut Doorlab Bysack Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Magoorah Jessore is transferred to the Sonthal Pergunnahs and is posted to the Deoghur division in that district during the absence on leave of Baboo Chunder Narain Coopta or until further orders

Moulvi Syed Obedoollah Deputy Magistrate and Deputy Collector Khoolna Jessore is transferred to the sudder station of the Backergunge district

Baboo Lukhy Kumar Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector Moorshedabad is transferred to the district of Jessore and is appointed to have charge of the Khoolna division of that district

Baboo Anund Chunder Sen Deputy Magistrate and Deputy Collector Backergunge is appointed to have charge of the Patuakhally division of that district during the absence on leave of Baboo Chunder Seeker Banerjee or until further orders

Baboo Rajessure Narain Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector on special duty in Gya is allowed leave for eight days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 6th instant

The 20*th June* 1881 —Baboo Suresh Chunder Das Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector 24 Pergunnahs is transferred to Howrah

The 21*st June* 1881 —Mr I H Kenny Assistant Commissioner Palamow Lohardugga is appointed to officiate until further orders in the First Grade of Assistant Commissioners [illegible] on deputation

The 22*nd June* 1881 —Mr C P I Macaulay Officiating Secretary to the Government of Bengal in the Financial Department is allowed leave for two months and twenty seven days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 2nd proximo or any subsequent date on which he may avail himself of it

Mr H M Kisch Under Secretary to the Government of Bengal Judicial and Political Department is appointed to officiate as Secretary to the Government of Bengal in the Financial Department during the absence on leave of Mr C P I Macaulay or until further orders

Mr W D Bath Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector 24 Pergunnahs is appointed to officiate as Under Secretary to the Government of Bengal in the Judicial and Political Departments during the absence on deputation of Mr H M Kisch or until further orders

Baboo Tara Prosad Chatterjee Deputy Magistrate and Deputy Collector Bussirhat 24 Pergunnahs is allowed furlough for six months under Section 131 Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the 5th proximo

Baboo Prolad Das Haldar Deputy Magistrate and Deputy Collector is confirmed in his appointment as Manager of the Chota Nagpore Estate with effect from the date of the retirement of Major N Lowis

[*Calcutta Gazette* 29*th June* 1881]

The 23rd June 1881 —Mr H L Dampier, c s has reported his departure from India on furlough, on the 4th June 1881

Mr J R Hand Deputy Magistrate and Deputy Collector has reported his departure from India on furlough on the 18th May 1881

Mr H J Newbery c s has reported his departure from India on furlough on the 24th March 1881

The 27th June 1881 —Mr J C Price Officiating Magistrate and Collector of Midnapore on leave is appointed to be a Magistrate and Collector of the First Grade, with effect from the 18th April last

Mr T Norman Magistrate and Collector of Balasore on leave is appointed to be a Magistrate and Collector of the Second Grade with effect from the 18th April last

Mr H Mosley Officiating Magistrate and Collector of Moorshedabad is appointed to be a Magistrate and Collector of the Third Grade with effect from the 18th April last Mr Mosley will continue to act until further orders, in the Second Grade of Magistrates and Collectors

Mr J F Bradbury is appointed to be a Joint Magistrate and Deputy Collector of the First Grade with effect from the 18th April last Mr Bradbury will continue to act until further orders as District and Sessions Judge of Furreedpore

Mr H G Cooke temporary Joint Magistrate and Deputy Collector Balasore on leave is appointed to be a Joint Magistrate and Deputy Collector of the Second Grade with effect from the 18th April last Mr Cooke will continue to act until further orders in the First Grade of Joint Magistrates and Deputy Collectors

Mr I W Badcock is appointed temporarily to be a Joint Magistrate and Deputy Collector of the Second Grade with effect from the 28th April last *vice* Mr H G Cooke Mr Badcock will continue to act until further orders in the First Grade of Joint Magistrates and Deputy Collectors

ZOOLOGICAL GARDENS —*The 25th June* 1881 —Mr D F Martin Executive Engineer 2nd Calcutta Division is appointed to be a member of the Committee of Management of the Zoological Gardens Alipore

POLICE —*The 28th June* 1881 —Mr A Anley is appointed to be District Superintendent of Police Dinagepore with effect from the date on which he joined his appointment

ECCLESIASTICAL —*The 18th June* 1881 —The Rev H R Brown Baptist Minister Union Chapel Darjeeling is authorized under Clause 3 Section 5 Act XV of 1872 to solemnize marriages between persons one or both of whom is a Christian or Christians

REGISTRATION —*The 24th June* 1881 —Mr J B Pratt Special Sub Registrar of Arrah is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he availed himself of it

Moulvi Ishan Ali Khan Rural Sub Registrar of Russerah in the district of Durbhunga is appointed to act as Special Sub Registrar of Arrah during the absence, on leave of Mr J B Pratt or until further orders

EDUCATION —*The 18th June* 1881 —Mr W H Paulson B A Professor Kishnaghur College is appointed to be a Professor in the Presidency College with effect from the date on which the latter College re opens after the summer vacation

The 20th June 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Shahabad —

Baboo Rampersad Subordinate Judge
- „ Durga Dass Chowdry Deputy Magistrate and Deputy Collector
- „ Sewnundon Lall Roy Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector
- „ Chunder Narain Singh Deputy Magistrate and Deputy Collector
- „ Radha Shyam Singh, ditto ditto
- Dwarka Nath Bhattacherjee Moonsif
- „ Abinash Chander Ghose, Pleader
- „ Jodu Nath Sahai, ditto
- „ Gobind Prosad ditto
- „ Thacoor Prosad Sinha Zemindar

[*Government Gazette*, 5*th July* 1881]

১৮৮১ সাল ২৩ জুন।—শ্রীযুত এচ এল ডাম্পিয়র সাহেব, সি এস, নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮১ সালের ৪ জুনে ভারতবর্ষ হইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে অবন্ধু সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮১ সালের মে মাসের ৮ তারিখ ভারতবর্ষ হইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।

শ্রীযুত এচ জে, নি বেবি সাহেব সি এস নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮ সালের ২৪ মার্চে ভারতবর্ষ হইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।

৮৮ সাল ২৭ জুন।—মেদিনীপুরের ছুটী প্রাপ্ত একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জে সি প্রাইস সাহেব গত আপ্রিল মাসের ১৮ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটী প্রাপ্ত বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত টি বর্ম্মান সাহেব গত আপ্রিল মাসের ১৮ তারিখ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মুরশিদাবাদের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ মোসলী সাহেব গত আপ্রিল মাসের ১৮ তারিখ অবধি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুত জে এফ, ব্রডবরি সাহেব গত আপ্রিল মাসের ৮ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, তিনি ফরীদপুরে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

বালেশ্বরের কিয়ৎকালান জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এচ, জি কুক সাহেব গত আপ্রিল মাসের ১৮ তারিখ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। ইনি ছুটী লইয়াছেন, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় তিনি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুত এচ জি কুক সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত এফ ডবলিউ বাডকক সাহেব গত আপ্রিল মাসের ২৮ তারিখ অবধি কিয়ৎ কালের নিমিত্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় তিনি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

পশু পক্ষ্যাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যানবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৫ জুন।—কলিকাতার দ্বিতীয় খণ্ডের একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডি এফ মার্টিন সাহেব আলিপুরস্থ পশু পক্ষ্যাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যানের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—৮৮১ সাল ২৮ জুন।—শ্রীযুত এ আনলী সাহেব, যে তারিখে কর্ম্ম গ্রহণ করেন তদবধি দিনাজপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ধর্ম্মকর্য্য সম্পর্কীয়।—১৮৮১ সাল ৮ জুন।—দার্জিলিঙ্গের ইউনিয়ন চ্যাপেলের ব্যাপ্টিষ্ট মিনিষ্টার পাদরী শ্রীযুত এচ আর ব্রোন সাহেব খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বি এক বা উভয় ব্যক্তির বিবাহ সাধন করিতে ৮৭২ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ৩ প্রকরণমতে ক্ষমতা পাইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৪ জুন।—আরার বিশেষ সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত জে বি প্রাট সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ে ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত জে বি প্রাট সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত রসেড়ার গ্রাম্য সব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত মৌলবী হশানআলি খাঁ আরার বিশেষ সব রেজিষ্ট্রারের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক—৮৮১ সাল ৮ জুন।—কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত ডবলিউ এচ পলসন সাহেব, বি এ গ্রীষ্মের ছুটীর পর প্রেসিডেন্সী কালেজ খুলিবার তারিখ অবধি প্রেসিডেন্সী কালেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২০ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা শাহাবাদ জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত রমাপ্রসাদ বাবু।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী।

একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শিবনন্দন লাল রায়।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিংহ।

ঐ　　ঐ　　বাবু রাধাশ্যাম সিংহ।

মুনসেফ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য।

উকীল শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

„　,　বাবু যদুনাথ শাহায়।

„　গোবিন্দ প্রসাদ বাবু।

জমীদার　বাবু ঠাকুরপ্রসাদ সিংহ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ৮৮১। ৫ জুলাই।]

The 24th June 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Beerbhoom —

Baboo Promotho Nath Mookerjee Subordinate Judge, Beerbhoom
Kanai Lal Mookerjee Sudder Moonsif ditto
Nilmoni Bhuttacharjee Sub Inspector of Schools ditto

Baboo Koylash Chunder Bhattacharjee Headmaster of the Zillah School Noakholly is appointed to be a member of the District School Committee of Noakholly *vice* Mr William Dutt transferred

The 27th June 1881 —Mr R S Greenshields Assistant Magistrate and Collector, Rungpore is appointed to be Secretary to the District School Committee of Rungpore *vice* Baboo Rutun Lall Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector on leave

OPIUM —*The 21st June* 1881 —Mr T E Peppe Sub Deputy Opium Agent Shahabad, is allowed leave for one month under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

Mr W T Ryves Assistant Sub Deputy Opium Agent Gya is appointed to act as Sub Deputy Opium Agent of Shahabad during the absence on leave, of Mr T E Peppe or until further orders

MARINE —*The 25th June* 1881 —Mr L H Palmer Officiating Port Officer of Balasore and Chandbally is confirmed in that appointment from the date of the confirmation of Mr F W Webster as Assistant River Surveyor

MEDICAL —*The 13th June* 1881 —Assistant Surgeon Radha Raman Ghose attached to the Dispensary at Palamow in the district of Lohardugga is also appointed to have medical charge of the sub division and the subsidiary jail at Palamow

The 28th June 1881 —The services of Mr D J Tresham Apothecary attached to the Medical College Hospital Calcutta are replaced at the disposal of the Government of India in the Military Department

Assistant Surgeon Deenobundhoo Dutt attached to the Burdwan Dispensary was in medical charge of the Civil Station of Burdwan from the 23rd March to the 28th May 1881

Assistant Surgeon Lal Madhub Mookerjee is allowed furlough for one year under Section 131 Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the 1st July next

MUNICIPAL —*The 22nd June* 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Municipality of Kurseong in the district of Darjeeling —

The Rev J M Griffiths | Dr A B Morris

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the North Barrackpore Municipality of Baboo Shama Churn Banerjee to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The 23rd June 1881 —The following gentlemen are re appointed to be Commissioners of the Nusseerabad Municipality in the district of Mymensingh —

Baboo Chandra Kanta Ghose | Baboo Mohesh Chandra Sanyal
Baboo Ishan Chandra Chakravarti

The 25th June 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Municipality of Rungpore —

Baboo Amur Giri Sunnashi Zemindar | Baboo Janokee Bullubh Sen Zemindar
Baboo Peary Mohun Bose Zemindar's Agent

The 27th June 1881 —The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Muktagacha Municipality of Mr R H Greaves Joint Magistrate and Deputy Collector to be their Vice Chairman

The 27th June 1881 —The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Naraingunge Municipality of Mr I Wilson to be their Vice Chairman

The following Notification is republished from the *Assam Gazette* —

No 119 —*The 15th June* 1881 —Mr W C Fasson Assistant Superintendent of Police, Naga Hills has been transferred to the Kamrup district

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette, 5th July* 1881]

১৮৮১ সাল ২৪ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বীরভূম জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বীরভূমের সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়।
„ সদর মুনসেফ বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায়।
„ স্কুল সমূহের সব-ইন স্পেকটর শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত উলিয়ম দত্ত স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে নওয়াখালী জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নওয়াখালী জিলা স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৭ জুন।—ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর শ্রীযুত বাবু রতনলাল ঘোষ ছুটী লওয়াতে রঙ্গপুরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর শ্রীযুত আর, এস গ্রীনশিলডস সাহেব, রঙ্গপুর জিলার স্কুল কমিটীর সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২১ জুন।—শাহাবাদের আফীমের সব ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত টি, এফ পেপ সাহেব যেতারিখ অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত টি এফ পেপ সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কাল অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় গয়ার আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, টি, রাইবস সাহেব, শাহাবাদের আফীমের সব ডেপুটী এজেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

সমুদ্র সম্পর্কীয়।—১৮৮১ সাল ২৫ জুন।—শ্রীযুত এফ ডাবলিউ ওয়েবষ্টার সাহেবের আসিষ্টাণ্ট রিবর সর্বেয়রের পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইবার তারিখ অবধি বালেশ্বর ও চাঁদবালী বন্দরের একটিং কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুত ই এ, পার্কার সাহেব সেই পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসাবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১৩ জুন।—লোহারডগা জিলার অন্তর্গত পালামৌ ঔষধালয়ে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত রাধারমণ ঘোষ পালামৌ মহকুমার ও তথাকার জেলের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুন।—কলিকাতার মেডিকাল কালেজ হাস্পাতালে নিযুক্ত আপথ্যিকরি শ্রীযুত ডি, জে ট্রেশাম সাহেব মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে পুনঃসংস্থাপিত হইলেন।

বর্দ্ধমানের ঔষধালয়ে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত দীনবন্ধু দত্ত ১৮৮১ সালের ২৩ মার্চ অবধি ২৮ মে পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত ছিলেন।

আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত লালমাধব মুখোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩১ ধারামতে আগামি জুলাই মাসের ১ তারিখ অবধি এক বৎসরের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৩ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দার্জ্জিলিঙ্গ জিলার অন্তর্গত কর্সিয়ঙ্গ মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পাদরী শ্রীযুত জে এম গ্রিফিথস সাহেব। ডাক্তর শ্রীযুত এ বি মরিস সাহেব।

উত্তর বারাকপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৮৮১।৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮১ সাল ২৩ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত বসিরাবাদ মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষ। | শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র সান্ন্যাল।
শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১৮৮১ সাল ২৫ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রঙ্গপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জমীদার শ্রীযুত বাবু সমের গিরি সন্ন্যাসী। | জমীদার শ্রীযুত বাবু জানকীবল্লভ সেন।
জমীদারের কর্ম্মচারী শ্রীযুত বাবু পেয়ারীমোহন বসু।

১৮৮১ সাল ২৭ জুন।—মুক্তাগাছা মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত আর এচ গ্রীস সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮১ সাল ২৭ জুন।—নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত এফ, উইলসন সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

১১৯ নম্বর।—১৮৮১ সাল ১৫জুন।—নাগা পর্ব্বতের পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ সি বার্সন সাহেব কামরূপ জিলায় প্রেরিত হইলেন।

হরেস এ, কক্রেল।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

NOTIFICATION

The 27th June 1881 —Mr R H Anderson of the Bengal Civil Service having obtained a certificate of High Proficiency in Sanskrit, has been presented with the authorized donation of Rs 800

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 28th June 1881 —The report of the Central Examination Committee having been received the result of the half yearly examination of Assistant Magistrates and others held on the 9th May 1881 and the following days is published for general information —

I —SECOND OR HIGHER STANDARD

(1)—The following officers who had passed partially at previous examinations have now passed in the remaining subjects mentioned opposite their names —

Civil Officers

1	Mr H Cox	Bengali
2	Baboo Nanda Krishna Bose	Hindustani
3	Kumar Rameshwar Sing	Law
4	Moulvi Fuzlul Karim	Do
5	Baboo Radha Madhub Bose	Hindustani

(2)—The following officers have passed partially and are still liable to examination in the remaining subjects mentioned in column 4, opposite their names —

No	Name	Subjects passed	Still liable to examination in
	Civil Officers		
1	Baboo Poorna Chunder Mitter	Law and Bengali	Hindustani at option
2	Mr P W Carlyl	Law	Bengali by the lower standard and English and Hindustani by the higher standard
3	Baboo Poorna Chunder Chatterjee	Bengali	Law and Hindustani at option
4	Baboo Nobin Krishna Banerjee	Law and Bengali	Hindustani at option
5	Baboo Annada Prosad Sen	Law	Ditto ditto
6	Jugut Chunder Shome	Do	Ditto ditto
7	Radhakant Banerjee	Law and Bengali	Ditto ditto
8	Jugut Durlub Bysack	Law	Ditto ditto
9	Mahomed Serajul Huq	Do	Bengali
10	Mr J F Pabonau	Do	Hindustani at option
11	Moulvi Abdool Khalique	Hindustani	Law
12	Mr R S Greenshields	Law	Bengali
13	Baboo Rajendra Nath Ghose	Do	Hindustani at option
14	Dwarka Nath Mookerjee	Do	Ditto ditto
15	Mohendra Chunder Mozoomdar	Do	Ditto ditto
16	Pran Coomar Das	Do	Ditto ditto
17	,, Gobind Chunder Bysack	Do	Ditto ditto
18	, Kali Sunker Sen	Do	Ditto ditto
19	Mr W R Bright	Hindustani	Law and Bengali
20	Baboo Bhubuneshwar Dutt	Bengali	Law and Hindustani
21	Mr J C Arbuthnot	Ditto	Law
22	Baboo Sreenath Gupta	Law	Hindustani at option

[*Government Gazette, 5th July* 1881]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৭ জুন।—বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসের শ্রীযুত আর এচ আণ্ডার সন সাহেব স ষ্কৃ ত ভাষায় বিশেষ বিজ্ঞতার সর্টিফিকট পাওয়াতে নিয়মিত ৮০০৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

ক্রেস এ, কক্রেল।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুন।— ৮৮১ সালের মে মাসের ৯ তারিখে ও তৎপরের কএক দিন আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির যে যাণ্মাসিক পরীক্ষা হয় তৎকালবিষয়ে সদর পরীক্ষক কমিটীর রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়াতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

১।—দ্বিতীয় বা উচ্চতর কক্ষি।

(১)—নিম্নলিখিত যে কার্য্যকারকেরা পূর্ব্ব ২ পরীক্ষ কোন২ বিষয়ে উত্তী। হন তাঁহারা এইক্ষণে আপন২ নামের পার্শ্বলিখিত অবশিষ্ট বিষয়ে উত্তীর্ণ হ লেন।

সিবিল কার্য্যকারক।

১।	শ্রীযুত এচ কক্স সাহেব	বঙ্গভাষায়।
২।	বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু	হিন্দু স্থানী ভাষায়।
৩।	কুমা রামেশ্বর সিংহ	ব্যবস্থাবিদ্যায়।
৪।	মৌলবী ফজলল ক রম	ঐ
৫।	ব বু রাধামাধব বসু	হিন্দ স্থানী ভাষায়।

(২)—নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা কোন২ বিষয়ে পরীক্ষোত্তী। হইয়াছেন ও তাঁহাদের নামের পার্শ্ববর্ত্তি ৪ ঘরের লিখিত অ শিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিবার অপে া আছে।

নম্বর।	নাম।	এইক্ষণে যে২ বিষয়ে উত্তী হইলেন।	যে২ বিষয়ে পরী া দিবার অপ আছে।
		সিবিল কার্য্যকারক।	
১	শ্রীযুত বাবু পূর্ণ ন্দ্র সি	ব্যবস্থা দ্যায় ও বঙ্গভাষায়	ইচ্ছামতে হিন্দুস্থানী ভাষায়।
২	আর ডবলিউ বালাইল সাহেব	ব্যবস্থা বিদ্যায়	নিয়ত রষ্টি ও বঙ্গভাষায় ও ইচ্ছামতে হিন্দুস্থানী ভাষায়।
৩	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বঙ্গভাষায়	ব্য স্থ বিদ্যায় ও ইচ্ছামতে হিন্দুস্থানী ভাষায়।
৪	নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ব্যবস্থাবিদ্যায় ও বঙ্গভাষায়	চ্ছামতে হিন্দুস্থানী ভাষায়।
৫	অন্নদাপ্রসাদ সেন	ব্যবস্থাবিদ্যায়	ঐ ঐ
৬	জগচ্চন্দ্র সেন	ঐ	ঐ ঐ
৭	রাধাবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়	ব্যবস্থাবিদ্যায় ও বঙ্গভাষায়	ঐ ঐ
৮	জগদী শ বসাক	ব্যবস্থাবিদ্যায়	ঐ ঐ
৯	মহম্মদ সেরাজুল হক	ঐ	বঙ্গভাষায়।
১	জে টি ররনো সাহেব	ঐ	ইচ্ছামতে হিন্দুস্থানী ভাষায়।
১	মৌলবী আবদুল খালিক	হিন্দুস্থানী ভাষায়	ব্যবস্থা বিদ্যায়।
১২	আর এস গ্রীনশিলডস সাহেব	ব্যবস্থাবি দ্যায়	বঙ্গভাষায়।
১	বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	ঐ	ইচ্ছামতে হিন্দুস্থানী ভাষায়।
১৪	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	ঐ ঐ
১৫	মহেন্দ্র ন্দ্র মজুমদার	ঐ	ঐ ঐ
১৬	প্রাণকুমার দাস	ঐ	ঐ ঐ
১৭	গোবিন্দচন্দ্র সাক	ঐ	ঐ ঐ
১৮	কালীশঙ্কর সেন	ঐ	ঐ ঐ
১৯	ডবলিউ আর ব্রাইট সাহেব	হিন্দুস্থানী ভাষায়	ব্যবস্থা বিদ্যায় ও বঙ্গভাষায়।
২	বাবু ভুবনেশ্বর দত্ত	বঙ্গভাষায়	ব বস্থা বিদ্যায় ও হিন্দুস্থানী ভাষায়।
২১	জে সি আর্ব্বথনট সাহেব	ঐ	ব্যবস্থা বিদ্যায়।
২২	বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত	ব্যবস্থা বিদ্যায়	ইচ্ছামতে হিন্দুস্থানী ভাষায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

II.—First or Lower Standard

(1)—The following officers have passed completely —

Civil Officers

1 Mr T Inglis
2 „ W R Bright
3 Baboo Atul Behary Moitra
4 Mr W H Thompson
5 Baboo Mohendra Nath Mukerjee

(2)—The following officers who had passed partially at previous examinations, have now passed in the remaining subjects mentioned opposite their names —

(a)—Civil Officers

1	Baboo Nogendra Nath Pal Chowdry	Law
2	Syed Mahomed	Do
3	Baboo Nogendra Nath Sirkar	Do

(b)—Police Officers

1	Mr A R Wigram	Hindustani
2	„ H G Taylor	Bengali
3	„ W C Lasson	Ditto

(3)—The following officers have passed partially and are still liable to examination in the remaining subjects mentioned in column 4 opposite their names —

No	Name	Now passed	Still liable
	(a)—Civil Officers		
1	Baboo Jogendra Nath Banerjee	Bengali	Law
2	„ Shaik Mahomed Mookerjee	Ditto	Do
3	Mr U Colburn	Ditto	Do
4	Syed Abdur Rahman	Ditto	Do
5	Mr W T C Montriou	Ditto	Do
6	Baboo Mohini Deb Mookerjee	Ditto	Do
7	„ Ashootosh Gupta	Ditto	Do
8	„ Opendra Chunder Mookerjee	Ditto	Do
9	Mr A W [illegible]	Ditto	Do
10	„ W H Mackenzie	Hindustani	Do
11	Baboo Girindra Nath Mittra	Bengali	Do
	(b)—Police Officers		
1	Mr A B Barnard	Law	Bengali
2	„ R W Keown	Do	Ditto
3	„ R T Ward	Do	Ditto
4	„ H Fuller	Do	Ditto
5	„ T A Fullerton	Do	Hindustani

III.—Forest

Mr W Johnston Assistant Conservator of Forests has passed in Bengali by the lower standard

IV.—Medical

Dr A Torres Officiating Civil Surgeon, Midnapore, has passed in Bengali by the conversational test

Horace A Cockerell
Secy to the Govt of Bengal.

[*Government Gazette 5th July* 1881]

২।—প্রথম বা নিম্নতর কষ্টি।

(১)—নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সিবিল কার্য্যকারক।

১। শ্রীযুত টি ইংলিশ সাহেব।
২। ,, ডবলিউ, আর, ব্রাইট সাহেব।
৩। শ্রীযুত বাবু অটলবিহারী মৈত্র।
৪। ,, ডবলিউ এচ তামসন সাহেব।
৫। শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

(২) নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা পূর্ব্বং পরীক্ষায় কোনং বিষয়ে উত্তীর্ণ হন এইক্ষণে আপনং নামের পার্শ্বলিখিত অবশিষ্ট বিষয়ে উত্তীর্ণ হইলেন।

(a)—সিবিল কার্য্যকারক।

১।	শ্রীযুত বাবু নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী	ব্যবস্থা বিদ্যায়।
২।	,, সৈয়দ মহম্মদ	ঐ
৩।	,, বাবু নগেন্দ্রনাথ সরকার	ঐ

(b)—পোলীস কার্য্যকারক।

১।	শ্রীযুত এ, আর, উইগ্রাম সাহেব	হিন্দুস্থানী ভাষায়।
২।	,, এচ জি টেলর সাহেব	বঙ্গ ভাষায়।
৩।	,, ডবলিউ সি ফাসন সাহেব	ঐ

(৩) নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা কোনং বিষয়ে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এইক্ষণে তাঁহাদের নামের পার্শ্ববর্ত্তি ৪ ঘরের লিখিত অবশিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে।

নম্বর।	নাম।	এইক্ষণে যেং বিষয়ে উত্তীর্ণ হইলেন।	যেং বিষয়ে পরীক্ষা দিবার অপেক্ষা আছে।
	(a) সিবিল কার্য্যকারক।		
১	শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বঙ্গভাষায়	ব্যবস্থা বিদ্যায়।
২	বাবু শ্যামাকুমার মুখোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
৩	ইউ হোবর্ণ সাহেব	ঐ	ঐ
৪	সৈয়দ আব্দুল রহমান	ঐ	ঐ
৫	ডবলিউ এফ সি মক্রিউ সাহেব	ঐ	ঐ
৬	বাবু মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
৭	বাবু আশুতোষ গুপ্ত	ঐ	ঐ
৮	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
৯	এ ডবলিউ ইর্ক সাহেব	ঐ	ঐ
১০	ডবলিউ এচ মাকেঞ্জি সাহেব	হিন্দুস্থানী ভাষায়	ঐ
১১	বাবু [illegible]ন্দ্রনাথ মিত্র	বঙ্গভাষায়	ঐ
	(b) পোলীস কার্য্যকারক।		
১	শ্রীযুত এ বি বার্ণার্ড সাহেব	ব্যবস্থা বিদ্যায়	বঙ্গভাষায়।
২	আর ডবলিউ কেওন সাহেব	ঐ	ঐ
৩	আর এল ওয়াড সাহেব	ঐ	ঐ
৪	এচ টকর সাহেব	ঐ	ঐ
৫	এফ এ ফুলংটন সাহেব	ঐ	হিন্দুস্থানী ভাষায়।

৩।—বনবিষয়ক।

আসিষ্টান্ট বন রক্ষক শ্রীযুত ডবলিউ জনষ্টন সাহেব নিম্নতর কষ্টিমতে বঙ্গ ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন।

৪।—চিকিৎসাবিষয়ক।

মেদিনীপুরের একটিং সিবিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত এ, টোমিস সাহেব বঙ্গভাষায় কথোপকথন বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন।

হরেস এ কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

NOTIFICATION

The 28th June 1881 —It is hereby notified for general information that under the power vested in him by Section 234 of the Bengal Municipal Act V (B C) of 1876 the Lieutenant Governor is pleased on the recommendation of the Commissioners of the Municipality of Behar in the district of Patna, at a meeting to extend to that municipality the provisions of Sections 235 to 250, Part VII, Chapter II of the Act

It is further notified that under the power vested in him by Section 299 of the said Act V (B C) of 1876 the Lieutenant Governor is also pleased on the recommendation of the Commissioners similarly made, to extend to the aforesaid municipality of Behar the provisions of Part IX of the Act relating to municipal markets

COLMAN MACAULAY,
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 28th June 1881 —It is hereby notified for general information that in the exercise of the power conferred on him by Section 231 of the Bengal Municipal Act 1876 the Lieutenant Governor is pleased on the recommendation of the Commissioners of the Municipality of Cuttack at a meeting to order that the provisions of Sections 285 to 291 of the said Act shall be in force in the said Municipality

COLMAN MACAULAY,
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 28th June 1881 —It is hereby notified that under the authority vested in him by Section 3 Act IV (B C) of 1865 (an Act for the prohibition of the practice of inoculation) the Lieutenant Governor directs the extension of the provisions of the said Act to the undermentioned thanas in the district of Purneah with effect from the 1st August 1881 —

Sudder	Gondwrah	Matiari	Monihari
Dhamdaha	Raniganj	Kudwa	

COLMAN MACAULAY,
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 26th June 1881 —The Lieutenant Governor of Bengal is pleased to sanction the following changes of jurisdiction in the districts of Julpigori and Darjeeling with effect from the 1st July 1881 —

(1) The jotes mentioned in the subjoined list situated in talook Debgram, pergunnah Bykuntpore, in the district of Julpigori, are transferred to the Civil and Criminal jurisdic

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুন।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের মুনিসিপল বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২ ৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে তিনি পাটনা জিলার অন্তর্গত বিহার মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে উক্ত আইনের ২ অধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ২৩১ অবধি ২৫০ পর্য্যন্ত ধারার বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিলেন।

আরো সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৯৯ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে তিনি উক্ত কমিশনরদের কৃত তদ্রূপ অনুরোধক্রমে উক্ত বিহার মুনিসিপালিটীতে মুনিসিপাল বাজার সম্পর্কীয় উক্ত আইনের ৯ পরিচ্ছেদের বিধানও প্রচলিত করিলেন।

কোলমান মেকলে।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুন।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের মুনিসিপল বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ২৭৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি কটক মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে উক্ত আইনের ২৮৫ অবধি ২৯৪ পর্য্যন্ত ধারার বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রবল হইবার আজ্ঞা করিলেন।

কোলমান মেকলে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুন।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বসন্তরোগে টিকাদানের প্রথা নিষেধ বিষয়ক ১৮৬৫ সালের বাং ৪ আইনের ৩৭ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে তিনি পূর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সকল থানায় ১৮৮১ সালের আগষ্ট মাসের ১ তারিখ অবধি উক্ত আইনের বিধান প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করিলেন।

সদর।	গন্ধারা।	মাটিয়ারি।	মণিহারি।
ধামদহ।	বনীগঞ্জ।	কদওয়া।	

কোলমান মেকলে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৭ জুন।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখ অবধি জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙ্গ জিলার এলাকার নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন অনুমোদন করিলেন।

(৬১) জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর পরগণার দেবগ্রাম তালুকস্থিত এবং সম্বন্ধ নির্ঘণ্টপত্রে লিখিত সকল যোত দার্জিলিঙ্গ জিলার দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারাধিপত্যভুক্ত করা

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

tion of the Darjeeling district but will remain as at present, under the Revenue jurisdiction of the district of Julpigori —

Number serial	Names of Jotes	Names of Jotedars
1	Nebharoo babot jote	Kholve Singh
2	Medameedi jote	Ditto
3	Naran jote	Ditto
4	Hidar babot jote	Ditto
5	Kholye Singh babot jote	Ditto
6	Kholve Singh and Boktor	Ditto
7	Hariar babot jote	Kali Prosad Singh
8	Condogal jote	Ditto
9	Monbhog jote	Mr Stewart
10	Panbor babot jote	Soorjo Kant Borooah
11	Shiroo Hari Churun jote	Hari Churun Das
12	Kowa babot jote	Chubu Das
13	Sopoor babot	Robad Ali Prodhan
14	Oojanoo babot	Ditto
15	Silligori Railway Station land	Government holding khas

2 The Civil and Criminal jurisdiction in that portion of talook Debgram pergunnah Bykuntpore zillah Julpigori which is situate on the right (west) bank of the Mahanuddy river is also transferred to the district of Darjeeling with effect from the 1st July 1881

The land thus transferred consists of two plots bounded as follows —

Plot No 1 —On the *west* by the river Mahanuddy from the point where the jotes of Modum Shaheb and Kholye Singh touch the river down to the point where the jotes of Kholye Singh and Azim Prodhan meet on the river bank

On the *south* by the jotes of Azim Prodhan Chandvor Shaha and Chandoo Gope and the jote of Robad Ali Prodhan known as Koimari jote and the jote of Chubu Das known as Nobo Chand babot

On the *east* by Joorapani nuddy and the western boundaries of the jote of Aoola Das and on the *north* by the jotes of Modum Shaheb Ram Dhon Prodhan and Gobdor Byragi known as Gedra babot jote Khalpara jote and Bhedloo babot jote and the jotes of Kholye Singh known as Bhandaroo babot and Gopi babot

(These boundaries enclose the first plot in a ring fence)

Plot No 2 —On the *east* by the Mahanuddy river, and on all other sides by the Darjeeling district

3 The head quarters of the Deputy Magistrate and Tehsildar of the Terai will from the 1st July be transferred from Phansidewa to Silligori

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 27th June 1881 —It is hereby notified that thana Muslundpore in the district of Midnapore is excluded from the limits within which the possession and transport of salt are to be regulated by Act VII (B C) of 1864, and which were defined in Section 1 of the notification, dated the 18th October 1880 published in the *Calcutta Gazette* of the 27th October 1880

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette 5th July* 1881

গেল। কিন্তু তাহা একণকারনায় জলপাইগুড়ি জিলার রাজস্ব সম্পর্কীয় বিচারাধি তোর অন্তর্গত থাকিবে।

ক্রমিক নম্বর।	যোতের নাম।	যোতদারের নাম।
১	মেণ্ডাক বাবৎ যোত	খোলাই সিংহ।
২	মেদামেদ যোত	ঐ
৩	মায়াণ যোত	ঐ
৪	হেম র বাবৎ যোত	ঐ
৫	খোলাই সিংহ বাবৎ যোত	ঐ
৬	খোলাইসিংহ ও যোক্তর	ঐ
৭	হরিয়ার বাবৎ যোত	কালীপ্রসাদ সিংহ।
৮	গণ্ডগোল যোত	ঐ
৯	মোমভোগ যোত	ইয়ার্ট সাহেব।
১০	পান র বাবৎ যোত	সূর্য্যকান্ত বড়ুয়া।
১১	শেরু হরিচরণ যোত	হরিচরণ দাস।
১২	বকরা বাবৎ যোত	চবু দাস।
১৩	সোপু বাবৎ	রবাদআলি প্রধান।
১৪	টেক মুর বৎ	ঐ
১৫	শিলগুড়ি রেলওয়ে ষ্টেশনের ভূমি	গবর্ণমেণ্টের খাস যোত।

২। জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর পরগনার দলগ্রাম তালুকের যে অংশ মহানন্দী নদীর ডাইন (পশ্চিম) তটে আছে সেই অংশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারাধিপত্য ১৮৮১ সালের জুলাই অবধি দার্জিলিঙ্গ জিলাভুক্তও করা গেল।

তদ্রূপে ভুক্ত ভূখণ্ড জমির সীমা এই।

১ম খণ্ড।—পশ্চিম সীমা মোদম সাহেব ও খোলাই সিংহের যোত যে স্থানে মহানন্দী স্পর্শ করে সেই স্থানঅবধি ঐ নদীর ভাটো খোলাই সিংহ ও শাজিম প্রধানের যোত ঐ নদীর তটের যে স্থানে মিলে সেই স্থান পর্য্যন্ত মহানন্দা নদী।

দক্ষিণ সীমা আজিম প্রধান ও চাঁদবর শাহ ও চাঁদু গোঁ রের যোত, ও কয়নাড়ি যোত নামে রবাদ আলি প্রধা নর যোত ও নবাদ বাবৎ নামে চবু দাসের যোত।

পূর্ব্ব সীমা জুবাপানি নদী ও তাওসা দাসের যোতের পশ্চিম সীমা এবং উত্তর সীমা শেপু বাবৎ যোত ও খাপাড়া যোত ও ভেদনু বাবৎ যাত নামে মোদম সাহেবের ও রামধন প্রধানের ও জদোব বৈরাগীর যোত ও ডাণ্ডাক বাবৎ ও গোপী বাবৎ নামে খোলাই সিংহের যোত।

(ঐ ২ সীমাক্রমে প্রথম খণ্ডভূমি বেষ্টিত)

২য় খণ্ড।—পূর্ব্ব সীমা মহানন্দা নদী ও অন্য সকল দিকের সীমা দার্জিলিঙ্গ জিলা।

৩। তেরাইর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ও তহশীলদারের সদর স্থান ১ জুলাই অবধি ফাঁসিদেওয়া হইতে সিলিগুড়িতে উঠিয়া যাইবে।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৭ জুন।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যে সীমার মধ্যে লবণ নিক্ষেপ ও চালান করা ১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের বিধানমতে হইবে সেই সীমার মধ্যে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত মঙ্গলপুর থানা ধরা যাইবে না। ঐ সময় ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত ১৮৮০ সালের ১৮ অকটোবরের বিজ্ঞাপনের ১ ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এ মাকেঞ্জি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

JUDICIAL DEPARTMENT

No 2775A

The 23rd June 1881 —Baboo Sarat Chunder Chatterjee, Pleader, is appointed to be an Honorary Magistrate in the district of Hooghly, and is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

The 24th June 1881 —Shah Latafut Hossein Second Moonsif of Arrareah in the district of Purneah, is appointed to be a Moonsif in the district of Shahabad and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district *vice* Baboo Lall Gopal Sen Shah Latafut Hossein will however continue to act at Tajpore until relieved by Moulvi Mahomed Nurool Hossein

Baboo Sarat Chunder Mookerjee, Second Moonsif of Brahmunbariah in the district of Tipperah is appointed to be a Moonsif in the district of Purneah, and to be ordinarily stationed at Arrareah *vice* Shah Latafut Hossein

Baboo Lall Gopal Sen B I Second Moonsif of Arrah in the district of Shahabad is appointed to be a Moonsif in the district of Tipperah and to be ordinarily stationed at Ramroyngram *vice* Baboo Koylash Chunder Mozoomdar

Baboo Lall Gopal Sen is vested with the powers of a Small Cause Court Judge for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs 50

The 28th June 1881 —Baboo Mohendro Nath Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector Monghyr is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

Baboo Mohendro Nath Roy Second Moonsif of Alipore 24 Pergunnahs is vested with the powers of a Small Cause Court Judge for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs 50

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFS —*The 24th June* 1881 —Baboo Krishna Nath Roy Sudder Moonsif of Furreedpore is allowed leave of absence for ten days under Rule I Section 72 of the Civil Leave Code with effect from the 27th June 1881 or from such date as he may avail himself of it

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 20th June 1881 Under Section Act I (B C) of 1876 (an Act to provide for the voluntary registration of Mahomedan marriages and divorces) the Lieutenant Governor has been pleased to grant a license to Moulvie Tamizuddin authorizing him to register Mahomedan marriages and divorces and to exercise the other functions of a Mahomedan Registrar within the police station of Sundip in the district of Noakholly, during the absence on leave of Moulvie Hasan Ali

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 20th June 1881 —Under Section 3 Act I (B C) of 1876 (an Act to provide for the voluntary registration of Mahomedan marriages and divorces) the Lieutenant Governor has been pleased to grant a license to Moulvie Abdurrauf authorizing him to register Mahomedan marriages and divorces, and to exercise the other functions of a Mahomedan Registrar within the police stations of Khoolna and Boitaghata, in the district of Jessore, in the place of Quazi Serajul Huq, resigned

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette* 5*th July* 1881]

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

২৭৭৫ A নম্বর।

১৮৮১ সাল ২৩ জুন।—উকীল শ্রীযুত বাবু শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী জিলার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৪ জুন।—শ্রীযুত বাবু লালগোপাল সেনের পরিবর্ত্তে পুরুলিয়া জিলার অন্তর্গত অররিয়ার দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত শাহ লতাফত হুসেন শাহাবাদ জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সাসারামস্থ সেই জীলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।—শ্রীযুত শাহ লতাফৎহুসেন শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ অফজল হুসেনের প্রাপ্ত কর্ম্মের ভারার্পণ না করণ পর্য্যন্ত তাজপুরে কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুত শাহ লতাফৎ হুসেনের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুরুলিয়া জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সাসারামস্থ অররিয়ায় অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র মজুমদারের পরিবর্ত্তে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত আবার দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু লালগোপাল সেন, বি, এল, ত্রিপুরা জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সাবান্যস্ত রামরায়গ্রামে অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু লালগোপাল সেন, ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুন।—মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত আলিপুরের দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮১ সাল ২৪ জুন।—ফরীদপুরের সদর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণনাথ রায় ৮৮১ সালের ২৭ জুন অবধি অথবা যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণমতে দশ দিনের ছুটী পাইলেন।

হরেস এ কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২০ জুন।—শ্রীযুত মৌলবী হসন আলির ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব মুসলমানদের বিবাহ ও তালাক এখ্‌তিয়ারমতে রেজিষ্টারী করিবার বিধান করণার্থে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৩ ধারামতে শ্রীযুত মৌলবী তমিজুদ্দিনকে লাইসেন্স দিয়া নওয়াখালির জিলার অন্তর্গত সন্দ্বীপ পোলীস থানার এলাকার মধ্যে মুসলমানদের বিবাহ ও তালাক রেজিষ্টরী করিবার ও মুসলমান রেজিষ্ট্রারের অন্যান্য ক্ষমতামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিলেন।

হরেস এ, কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২০ জুন।—শ্রীযুত কাজি শেরাজল হক কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সাহেব মুসলমানদের বিবাহ ও তালাক এখ্‌তিয়ারমতে রেজিষ্টারী করিবার বিধান করণার্থে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৩ ধারা মতে তৎপদে শ্রীযুত মৌলবি আবদুল রৌফাকে লাইসেন্স দিয়া যশোহর জিলার অন্তর্গত খুলনা ও বৈত্তাঘাটা পোলীস থানার এলাকার মধ্যে মুসলমানদের বিবাহ ও তালাক রেজিষ্টরী করিবার ও মুসলমান রেজিষ্ট্রারের অন্যান্য ক্ষমতামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিলেন।

হরেস এ কক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT,—BENGAL.

ESTABLISHMENT

The 27th June 1881

No 156 —*Notifications* —Mr W P Milne, Assistant Engineer First Grade Burdwan Division passed the lower standard examination on the 16th June 1881

No 157 —Mr S Finney Assistant Engineer, First Grade, Northern Bengal State Railway availed himself, on the forenoon of the 29th May 1881, of the one month's privilege leave granted him in notification No 106 of the 30th idem

No 158 —Mr R S J Routh Assistant Engineer Second Grade Tirhoot State Railway availed himself, on the afternoon of the 18th instant, of the three months privilege leave granted him in notification No 93 of the 23rd May last

RAILWAY

The 27th June 1881

No 159 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz for station purpose of the East Indian Railway Company in the village of Naricumpo, pergunnah Burdwan zillah Burdwan it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 26 beegahs and 5 chittacks of standard measurement bounded on the *north* by Fazilut Meah Sabu Meah, Sheik Sekoo Bholanath Dev Haradhan Pal Mohendra Nath Ghosh Johori Lal Mondle Aturali Darogah Sheik Jadu Mondle Rajnarain Surnokar and Sheik Kefatoolla s land and Omesh Chandra Mookerjea s bungalow compound wall on the *south* by the East Indian Railway permanent land on the *east* by late Issur Chandra Ghosh's land and on the *west* by level crossing road No 53 is required within the aforesaid village of said Naricumpo

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

IRRIGATION

The 27th June 1881

No 160 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose viz for an extension of the Kao Nulla Improvement at Doomraon it is hereby declared that for the above purpose two strips of land one measuring about 1,750 feet in length by 40 feet in breadth the other measuring about 2 500 feet in length and varying from 100 to 400 feet in width containing an aggregate area of 26 acres and 2 roods more or less, and situated in mouzah Doomraon pergunnah Bhozepore, are required in the district of Shahabad

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

The 28th June 1881

No 161 —*Posting* —With reference to Government of India Public Works Department Notification No 185 dated the 13th May 1881 Captain F W Joseph Executive Engineer Second Grade reported his arrival at Calcutta on the forenoon of the 20th instant and is posted to the Eastern Circle

No 162 —*Leave* —Baboo Rakhal Das Chatterjee Assistant Engineer Second Grade Dacca Division is granted privilege leave for two months under Chapter X, Section 186 of the Civil Leave Code

G F F S NEILL *Major* M S C
Asst Secy to the Govt of Bengal
P W Dept

[*Government Gazette* 5*th July* 1881]

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

সিরিশতা বিষয়ক।

৮৮১ সাল ২৭ জুন।

১৫৬ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—বর্দ্ধমান খণ্ডের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডবলিউ পি, মিলান সাহেব ১৮৮১ সালের ১৬ জুন নিম্নতর কষ্টির পরীক্ষাতে উত্তীর্ন হইলেন।

১৫৭ নম্বর।—বঙ্গদেশের উত্তরদিকের ষ্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এম, সিনে সাহেব ১৮৮১ সালের মে মাসের ৩০ তারিখের ১০৬ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে এক মাসের অনুগ্রহের ছুটী পান তাহা ঐ মাসের ২৯ তারিখের পুর্ব্বাহ্নে গ্রহণ করিলেন।

১৫৮ নম্বর।—ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত আর এস জে রৌথ সাহেব গত মে মাসের ২৩ তারিখের ৯৩ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পান তাহা এই মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্নে গ্রহণ করিলেন।

রেলওয়ে বিষয়ক।

৮৮১ সাল ২৭ জুন।

১৫৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত বর্দ্ধমান পরগনার মারীকম্পাগ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির ষ্টেশনের জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত মারীকম্পা গ্রামে কষ্টিতে ন্যূনাধিক ২৮৶ ।৴ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ফজিলৎ মিঞার ও সাবু মিঞার ও সেখ মোকুর ও ভোলানাথ দেব ও হারাধন পালের ও মহেন্দ্রনাথ ঘোষের ও জহরিলাল মণ্ডলের ও আতরালি দারোগার ও সেখ যদুমণ্ডলের ও রাজনারায়ণ স্বর্ণকারের ও সেখ কেরামতুল্লার ভূমি এবং উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গলা ঘরের হাতার প্রাচীর দক্ষিণ সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের চিরকালীন ভূমি, পূর্ব্ব সীমা মৃত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের ভূমি ও পশ্চিম সীমা ৫৩ নং পথের সমান সোমাথ্য।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

জলসেচন সম্পর্কীয়।

১৮৮১ সাল ৭ জুন।

১৬০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ডুমরাওন উৎকর্ষসাধিত কেওনালার বর্দ্ধিতাংশের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার ডুমরাওন মৌজায় স্থিত দুই খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। একখণ্ড প্রায় ৭৫ ফুট দীর্ঘ ও ৪০ ফুট প্রস্থ পরিমিত এবং অন্য খণ্ড প্রায় ২৫০০ ফুট দীর্ঘ ও ১০০ অবধি ৪০০ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ মোটে ন্যূনাধিক ২৬ একর ২ রুড।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

৮৮১ সাল ২৮ জুন।

১৬১ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮১ সালের ১৩ মের ১৮৫ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়র কাপ্তান শ্রীযুত এফ ডাবলিউ জোসেফ সাহেব এই মাসের ২ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন রিপোর্ট করিয়া পূর্ব্বচক্রে অবস্থিত হইলেন।

১৬২ নম্বর।—ছুটী।—ঢাকা খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৬ ধারামতে ছয় মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর এম এস, সি
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

শিক্ষাবিষয়ক—বিজ্ঞাপন।

১৮৭৮ সালের জুন মাসের ৩০ তারিখের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণানুসারে ১৮৮১ সালের আপ্রিল মাসে সংস্কৃত উপাধির যে পরীক্ষা হয় সেই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের ও তদ্ভিন্ন তাঁহাদিগকে যেং উপাধি ও পুরস্কার দেওয়া গেল তাহার নির্ঘণ্টপত্র।

গুণানুসারে ছাত্রদের নাম।	ছাত্রদিগ র গবর্ণমেণ্টের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকদিগের নাম।	অধ্যাপকদিগকে গবর্ণমেণ্টের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকের স্থান।	প্রদত্ত উপাধি।	মন্তব্য।
		কাব্য বা সাহিত্য শাস্ত্র।				
	টাকা।		টাকা।			
১। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১০৲	শ্রীযদুনাথ বিদ্যারত্ন	২০০৲	পূর্ব্বস্থলী	বিদ্যালঙ্কার	রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুরের দত্ত ছাত্র বৃত্তি মাসে ৪৲ টাকা।
২। শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য		কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক		কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ	বিদ্যাবিনোদ	গঙ্গামোহন মুখোপাধ্যায়ের দত্ত পুরস্কার ৫০৲ টাকা।
৩। শ্রীকৃষ্ণনাথ চক্রবর্ত্তী	২৫৲	শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার	৫০৲	শেরপুর	বিদ্যারত্ন।	
৪। শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য	২৫৲	শ্রীযদুনাথ বিদ্যারত্ন		পূর্ব্বস্থলী	কবিরত্ন।	
৫। শ্রীরামকমল চট্টোপাধ্যায়	২৫৲	কেহ নহে		নাই	বিদ্যাভূষণ।	
৬। শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য	২৫৲	শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি		বর্দ্ধমানের সংস্কৃত কালেজ	কবিরত্ন।	
৭ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	...	শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন	২০৲	পূর্ব্বস্থলী	বিদ্যাবাগীশ	ধনপৎ সিংহের দত্ত পুরস্কার ১৲ টকা
৮। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী		কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক		কলিকাতারসংস্কৃত কালেজ	বিদ্যালঙ্কার।	
৯। শ্রীতারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য		শ্রীতারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন	৫০৲	মূলাযোড়ের সংস্কৃত কালেজ	বিদ্যানিধি।	
১০। শ্রীযোগেন্দ্র মিত্র		শ্রীগোপীনাথ মিত্র	৫০৲	পুরীর সংস্কৃত কালেজ	কাব্যবিশারদ।	
১১। শ্রীশিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		শ্রীচন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ		কুমারখালী	বিদ্যার্ণব।	রাজা শ্যামানন্দ দের দত্ত পুরস্কার ৩৲ টাকা ও গৌরী শ্যামের দত্ত পুরস্কার ৪০৲ টাকা।
১২। শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী		শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর		কলিকাতার ফ্রি সংস্কৃত কালেজ	বিদ্যাবিনোদ।	
১৩। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য		শ্রীযদুনাথ বিদ্যারত্ন		পূর্ব্বস্থলী	বিদ্যাভূষণ।	
১৪। শ্রীমতিলাল আচার্য্য		ঐ		ঐ	বিদ্যালঙ্কার।	
১৫। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য		শ্রীদিগম্বর তর্কসিদ্ধান্ত		ভাটপাড়া	বিদ্যাচঞ্চু।	
১৬। শ্রীদক্ষিণাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য		শ্রীতারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন		মূলাযোড়ের সংস্কৃত কলেজ	কাব্যচঞ্চু।	
শ্রীকালীকুমার ভট্টাচার্য্য		কেহ নহে		নাই	কাব্যচঞ্চু।	
		স্মৃতি বা ব্যবস্থা শাস্ত্র (A নব্য)				
১। শ্রীমুকুন্দকিশোর গোস্বামী	১০৲	শ্রীজগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম	১০৲	ঢাকার অন্তর্গত ফরিদপুর	স্মৃতিরত্ন	রাজা লোকনাথ রায় বাহাদুরের দত্ত ছাত্র বৃত্তি মাসে ৭ টাকা ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের দত্ত ছাত্র বৃত্তি মাসে ৮৲ টাকা।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

গুণানুসারে ছাত্রদের নাম।	ছাত্রদিগকে গবর্ণমেণ্টের দত্ত পুরস্কার	অধ্যাপকদিগের নাম।	অধ্যাপকদিগকে গবর্ণমেণ্টের দত্ত পুরস্কার	অধ্যাপনের স্থান।	প্রদত্ত উপাধি।	মন্তব্য।
		স্মৃতি বা ব্যবস্থাশাস্ত্র (A নব্য) (চলিতেছে।				
২ শ্রীজগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য	৫০৲	শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ন্যায়রত্ন	৫ ৲	ঢাকায় অন্তর্গত কনৈল	স্মৃতিভূষণ	পার্ব্বতীদেবীর দত্ত পুরস্কার ১ ৲ টাকা।
৩। শ্রীরামচরণ চট্টোপাধ্যায়	২৫৲	শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন		পূর্ব্বস্থলী	স্মৃতিরত্ন।	
৪। শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য		শ্রীজগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম		ঢাকার অন্তর্গত কনৈল	স্মৃতিশিরোমণি	দ্বারভাঙ্গার মহারাজার দত্ত পুরস্কার ২০৲ টাকা।
৫। শ্রীরাম নাথ চক্রবর্ত্তী		শ্রীশম্ভুনাথ তর্কভূষণ		গুপ্তিপাড়া	স্মৃতিকণ্ঠ।	রাজ্ঞী শ্রীচরণ বালবাড়ের দত্ত পুরস্কার ১০৲ টাকা।
৬। শ্রীকালীকুমার ভট্টাচার্য্য		শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যারত্ন	৫০৲	মূলাযোড়ের সংস্কৃত কালেজ	স্মৃতিভূষণ।	
৭ শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন		পূর্ব্বস্থলী	স্মৃতিশিরোমণি।	
৮। শ্রীগুরুদাস চক্রবর্ত্তী		শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার		সহর শেরপুর	স্মৃতিকণ্ঠ।	
৯। শ্রীঅখিলচন্দ্র ভট্টাচার্য		শ্রীশ মোহন বিদ্যাবাগীশ		নবদ্বীপ	স্মৃতিভূষণ।	
১ । শ্রীরামতনু ভট্টাচার্য		শ্রীজগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম		ঢাকার অন্তর্গত কনৈল	স্মৃতিচূড়ামণি।	
		দর্শন বা তর্কশাস্ত্র (B ন্যায় শাস্ত্র।				
১। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য	৫০৲	শ্রীভুবনমোহন বিদ্যারত্ন	৫ ৲	নবদ্বীপ	ন্যায়চঞ্চু	দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত বাহাদুরের দত্ত ছাত্রবৃত্তি মাসে ৮৲ টাকা ও হরকুমার ঠাকুরের স্বর্ণ কেয়ূর ও পার্ব্বতী দেবীর দত্ত পুরস্কার ৫ ৲ টাকা।
২। শ্রীমথুরেশ্বর ভট্টাচার্য্য		শ্রীরামধন তর্কপঞ্চানন	১ ০৲	কোঁড়কদি	ন্যায়বাগীশ	ভোলানাথ দত্তের দত্ত পুরস্কার ৫ ৲ টাকা ও জগমোহন মুখোপাধ্যায়ের দত্ত পুরস্কার ৫ ৲ টাকা ও ধনপৎসিংহের দত্ত পুরস্কার ৲ ৲ টাকা।
৩ শ্রীকৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্য	২৫৲	শ্রীরামধন তর্কপঞ্চানন		ঐ	ন্যায়ভূষণ	নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরীর দত্ত পুরস্কার ৫ ৲ টাকা।
		D।—সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল দর্শন।				
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য		সংস্কৃত কালেজের একটিং প্রিন্সিপল		কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ	সাঙ্খ্যশাস্ত্রী	দ্বারভাঙ্গার মহারাজার দত্ত ছাত্রবৃত্তি মাসে ১৫৲ টাকা ও রাজা হরিনাথ রায় বাহাদুরের দত্ত ছাত্রবৃত্তি মাসে ৬৲ টাকা ও যোড়াসাঁকোর হরিসাধন সমাজের দত্ত রূপার পদক।

এ ক্রফট
সাধারণের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের ডৈরেক্টর।

[*Government Gazette, 5th July* 1881]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

রাজধানী নগর সমূহে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারী সিলেক্ট কমিটীর মেম্বর আমাদের হস্তে অর্পিত হয়। আমরা তৎসম্বন্ধে এই রিপোর্ট করিতেছি যে আমরা উক্ত পাণ্ডুলিপি ও পার্শ্ব-লিখিত কাগজপত্র বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮ সালের ৯ নবেম্বরের ৭৫১৯নং পত্র ও তৎসহিত কাগজ পত্র [১নং কাগজপত্র]।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮ সালের ২ নবেম্বরের ২৬২৪ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজ পত্র [২নং কাগজপত্র]।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮ সালের ১৭ নবেম্বরের ২৬৬ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৩ নং কাগজপত্র]।

বোম্বাই হাই কোর্টের উকীল ডি, গীলী সাহেবের ৮৮ সালের ২৬ নবেম্বরের পত্র [৪নং কাগজপত্র।]

কলিকাতা হাই কোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুত জে সিএল হুয়াইট সাহেবের ১৮৮ সালের ১৩ ডিসেম্বরের মন্তব লিপি [৫ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের ৮৮১ সালের ৭ জানুয়ারির ৬ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৬নং কাগজপত্র]।

কলিকাতা হাই কোর্টের রেজেষ্ট্রার শ্রীযুত জে, ক্রাফর্ড সাহেবের ১৮৮১ সালের ৩ নং ৭ নং পত্র [৭ নং কাগজ পত্র]।

উক্ত সাহেবের ১৮৮১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারির ২৭৯ নং পত্র [৭নং কাগজপত্র]।

কলিকাতা হাই কোর্টের বারিষ্টার শ্রীযুত এচ জে ফিকেন সাহেবের ১৮৮১ সালের ১ ফেব্রুয়ারির পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৮ নং কাগজপত্র]।

২। হাই কোর্টের আপীল বিচারাধিকারের অধীন আদালত সমূহের উপর হাই কোর্ট বিষয়ক আইনের ৫ ধারামতে হাই কোর্টের যে ক্ষমতা আছে পাণ্ডুলিপির ৬ ধারায় একটি প্রকরণ যোগ করিয়া আমরা ছোট আদালতের উপর হাই কোর্টের সেই ক্ষমতা করিয়া দিয়াছি।

৩। আমরা জজদের নিয়োগ সংক্রান্ত ৭ ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া বিধান করিয়াছি যে জজদের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ কোন হাই কোর্টের আডবোকেট হইবেন। আমরা বিবেচনা করি যে, হাই কোর্টের আডবোকেট দল হইতে ছোট আদালতের বারিষ্টার জজ দিগেকে মনোনীত করা উচিত কারণ তাঁহারা এদেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এরূপ ভরসা করা যায়।

৪। পাণ্ডুলিপি যখন প্রথমে উপস্থিত করা যায়, তাহাতে জজদের পদ ও মর্য্যাদা তাঁহাদের নিয়োগ বিষয়ক জ্যেষ্ঠতা সাপেক্ষ ছিল। এই নিয়ম চলিত না, কারণ দেখা যাইতেছে যে আদালতের প্রত্যেক বিচারাসনের বিশেষ পদ ও বেতন আছে এবং কর্ম্ম প্রার্থিদের গুণ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে আদালতের বিশেষ বিচারাসন দেওয়া যায়। এই নিমিত্ত নিয়োগ যে তারিখেই করা যাউক না নিয়ত দ্বিতীয় জজের পদ তৃতীয় জজের পদ অপেক্ষা উচ্চতর, তৃতীয় জজের পদ চতুর্থ জজের পদ অপেক্ষা উচ্চতর হওয়া উচিত ইত্যাদি। এই কারণে আমরা চীফ জজ সর্ব্বোচ্চ পদস্থ হইবেন ৮ ধারায় এই বিধান করিয়া অবশিষ্ট জজদের পদ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ধার্য্য করিতে পারিবেন, এই মর্ম্মের কথা সন্নিবেশ করিয়াছি।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

৫। প্রথম উপস্থিত করা পাণ্ডুলিপিতে ছোট আদালতের যেরূপ সংগঠন ছিল, তাহাতে আমরা আর একটি পরিবর্ত্তন করিয়াছি। যে কর্ম্ম একজন লোকে করিলে ভাল হয় বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে তদ্রূপ কতকগুলি কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আদালতের হস্তে না রাখিয়া চীফ জজের প্রতি অর্পণ করা গিয়াছে (৩ ধারা এবং ৬১ ও ৬২ ধারা দেখ)।

৬। পাণ্ডুলিপির এই অংশে আর কেবল এই সংশোধনটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একজন রেজিষ্ট্রার নিয়োগের বিধান করিয়া ১৩ ধারায় একটি প্রকরণ যোগ করা গিয়াছে এবং ২৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমায় তাঁহাকে বিচার নিষ্পত্তি দিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পণ করিয়া একটি ধারা (১৪ ধারা) সন্নিবেশ করা গিয়াছে। বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার অনুরোধক্রমে এই সংশোধনটি করা গিয়াছে মফস্বলের ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৬৫ সালের ১১ আইনে ইহার নজীর আছে।

৭। মোকদ্দমার বিচারাধিপত্য সংক্রান্ত অধ্যায়ের প্রতি এক্ষণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা প্রথম যে পরিবর্ত্তন করিয়াছি তাহা প্রথম উপস্থিত করা পাণ্ডুলিপির ৬ ধারার তুল্য সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ১৮ ধারায় লক্ষিত হইবে। প্রথমোক্ত ধারা যেরূপ ছিল তাহা করিবার হেতু অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনাপত্রের ৭ ধারায় নিম্নলিখিত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হয় —

“১৮৫০ সালের ৯ আইনে ঐ আদালতের প্রতি ৫০০ টাকা মূল্য পর্য্যন্ত বিচারাধিপত্য অর্পণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবার এই নিয়ম করা হয় যে যে প্রতিবাদিরা বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করে বা কর্ম্ম চালায় কেবল তাহারাই উক্ত বিচারাধিপত্যাধীন হইবে। পক্ষান্তরে ১৮৬৪ সালের ২৬ আইনে ৫০ টাকা অবধি ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত বিচারাধিপত্যদান কালে তদনুসারে কার্য্য করিবার আর একটী হেতু প্রদত্ত হয় অর্থাৎ বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে মোকদ্দমার হেতু উৎপন্ন হওয়া। যে সকল কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে তাঁহাদের অধিকাংশের মত এই যে বিচারাধিপত্যের মূল সর্ব্বপ্রকার মূল্যের মোকদ্দমায় একই হওয়া উচিত। অন্য দিকে কেহ২ আবার একরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন রূপ সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া না দিলে দূরদেশবাসী প্রতিবাদির বিরুদ্ধে অল্প মূল্যের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতার অপব্যবহার হইতে পারে। মান্দ্রাজের হাইকোর্টের জজেরা ও শ্রীযুত বর্ষ্টীড সাহেব যে মত অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই যথার্থ বলিয়া বোধ হয় অর্থাৎ এই বিষয়ে হাই কোর্টের ও ছোট আদালতের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকা উচিত নহে সুতরাং পাণ্ডুলিপি এরূপে প্রস্তুত করা গিয়াছে যে পেটেণ্টপত্রক্রমে হাইকোর্টের যেরূপ বিচারাধিপত্য আছে এই বিষয় ছোট আদালতের প্রতি ঠিক সেইরূপ বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইয়াছে।

দূরদেশবাসী প্রতিবাদির বিরুদ্ধে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে আবার আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে এবং আমরা এই আপত্তি বলবৎ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। এতন্নিমিত্ত ঐ আদালতের স্থানীয় বিচারাধিপত্যের সীমার মধ্যে যে প্রতিবাদী বাস করেন তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার প্রস্তাব থাকিলে আদালতের অনুমতি লইতে হইবে আমরা এই মর্ম্মের শব্দ সন্নিবেশ করিয়াছি এবং মূল্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আমরা সকল মোকদ্দমায় এই বিধান খাটাইয়াছি। এ বিষয়ে ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য হাইকোর্টের বিচারাধিপত্যের সমান করিবার মূল কল্পনা এইরূপে ভঙ্গ হওয়াতে আমরা ঐ ধারার অবশিষ্টাংশ দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের তদ্রূপ বিধানের অনুযায়ী করা ভাল বিবেচনা করিয়াছি।

৮। পরবর্ত্তী ধারায় কএক শ্রেণীর মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত করা গিয়াছে। আমরা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা বিষয়ক ঐ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ উঠাইয়া দিয়াছি। কারণ ইহার সম্বন্ধে সাধারণত আপত্তি আছে দেখা যায় এবং আমরা নিম্নলিখিত প্রকরণগুলি যোগ করিয়াছি।—

(১) সাধারণত চুক্তিমত বিশেষ কার্য্য করিবার কিম্বা চুক্তি অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমা (পাণ্ডুলিপি যে আকারে প্রথম উপস্থিত হয়, তাহাতে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি বিষয়ক এরূপ মোকদ্দমা বাদ দেওয়া হইয়াছিল)

(২) বিদ্বেষ জনিত অভিযোগ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা,

(৩) নিদর্শনপত্র রহিত বা সংশোধন করিবার মোকদ্দমা

(৪) সমুদ্রগামী জাহাজের উপর সাধারণ গড়পড়তা ও বিমা সংক্রান্ত মোকদ্দমা,

(৫) সমুদ্রপথে জাহাজে২ ধাক্কা লাগিলে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা

(৬) পেটেণ্ট বা গ্রন্থস্বত্ব বা ব্যবসায়ির চিহ্ন সম্বন্ধীয় নিয়ম ভঙ্গ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা

(৭) অংশিত্ব বিলোপের নিমিত্ত কিম্বা অংশিত্ব সংক্রান্ত কারবারের হিসাব নিমিত্ত মোকদ্দমা

(৮) কেবল স্বত্বনির্ণায়ক ডিক্রীর নিমিত্ত মোকদ্দমা

(৯) ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ড ঘটিত প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর বাদির দাওয়া যে মোকদ্দমায় নির্ভর রাখে সেই মোকদ্দমা

(১০) কোন পদ পাইবার মোকদ্দমা

(১১) স্বাধীন রাজ্য বা শাসনকারী সর্দ্দারদের বিরুদ্ধে অথবা ভিন্নদেশীয় রাজদূতের বা রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা।

এই সকল মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত করিবার কারণ এত স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তাহা নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

৯। আমরা (নূতন) ২১ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণটি উঠাইয়া দিয়াছি। ছোট আদালতের পরওয়ানার চলে ঐ আদালতের কোন কর্ম্মচারী অন্যায় কার্য্য করিলে তাহার বিরুদ্ধে যদি বাদী ছোট আদালতে না করিয়া হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে সঙ্কল্প করেন তবে কোনং স্থলে খরচা পাইতে পারিবেন না ঐ প্রকরণে এই বিধান ছিল। আমরা বিবেচনা করি যে এরূপ স্থলে বাদির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত।

১০। আমরা (নূতন) ২২ ধারার শেষ ভাগও উঠাইয়া দিয়াছি। অন্যান্য যে স্থলে ছোট আদালতের এলাকাধীন মোকদ্দমা হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায় সেই স্থলে যেং হেতুতে জজ খরচা দিবার সর্টিফিকেট দিতে পারিবেন ঐ ভাগে তাহার নির্দ্দেশ ছিল। আমরা বিবেচনা করি যে এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে জজের স্বেচ্ছাধীন থাকা উচিত।

১১। পরে মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ৫ অধ্যায় লইয়া আমরা বলিতে চাই যে ছোট আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অনেকাংশ খাটান বিষয়ক ঐ অধ্যায়ের প্রথম ধারার বিরুদ্ধে যেং আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে আমরা তৎসমুদয় অতি সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি।

যে সকল শ্রেণীর লোকদের প্রায় সর্ব্বদাই সামান্য রকমের মোকদ্দমায় বাদী রূপে উপস্থিত হইতে হয় এই সকল আপত্তি সাধারণের নিকট হইতে যত দূর আসিয়াছে প্রধানত উক্ত শ্রেণীর লোকদিগের নিকট হইতেই উঠিয়াছে এবং আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি এই ভবিষ্য তাহাদের আশঙ্কা হইয়াছে যে নিয়মিত কার্য্য, প্রণালীর এত অধিক অংশ ছোট আদালতের মোকদ্দমায় খাটাইলে গোলযোগ ও বিলম্ব হইবে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে ঐরূপে যে সকল বিধান বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহার অধিকাংশই কেবল ব্যতিরেকস্থলে প্রযুজ্য এবং আমরা বিবেচনা করি যে চলিত মোকদ্দমায় যে বিধান প্রয়োগ করিতে হইবে কেহ তাহাদের সূত্র অনুসরণ করিলে দেখিতে পাইবেন যে কার্য্যপ্রণালীটি অত্যন্ত সরল। অধিকন্তু আমরা দেখিতেছি যে উক্ত আইনের অনেক অংশ প্রকৃত প্রস্তাবে কিয়ৎকাল হইতে মান্দ্রাজের ছোট আদালতে চলিত আছে এবং স্থিতিরীতি বিষয়ক বৃত্তান্ত দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে তথাকার প্রত্যেক জজের যে পরিমাণ কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাহা কলিকাতার ও বোম্বাইয়ের ছোট আদালতের কর্ম্মাপেক্ষা কম নহে আরো আমরা দেখিতেছি যে কলিকাতার ছোট আদালতের জজেরাও বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন না করিয়া এই আইনের দ্বিতীয় তফশীলের অন্তর্গত অধিকাংশ ধারাই প্রয়োগ করিবার প্রস্তাব করেন।

১২। সে যাহা হউক আমরা ঐ উক্ত আশঙ্কার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তফসীলের দফা দফা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কিয়দংশ বাদ দিয়াছি তন্মধ্যে আবেদনপত্রের সহিত আবেদনপত্রের বা সংক্ষেপ বর্ণনাপত্রের নকল দিবার আদেশসূচক বিধান এবং প্রকাশ করণ সংক্রান্ত ও বিচার লিখিয়া দিতে হইবার বিধান ও পাগলের মোকদ্দমা বিষয়ক সমুদয় অধ্যায়টি।

অধিকন্তু আমরা জজদের কর্ম্ম লাঘব করা যায় উদ্দেশে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৩৭ ধারার আদর্শে পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটি ধারা (৩২ ধারা) সন্নিবেশ করিয়াছি। উহাতে ছোট আদালতে প্রতি এরূপ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে যাহা বিচার সম্পর্কীয় নয় বা বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যের মত নয় তাহা উক্ত আইনে জজের দ্বারা করিবার আদেশ থাকিলেও আমলা দ্বারা করা যাইতে পারিবে। আমরা বিবেচনা করি যে কার্য্যপ্রণালী এক্ষণে যেরূপ স্থিরীকৃত হইল তাহা অনিষ্টকর না হইয়া যত দূর সরল হইতে পারে হইয়াছে এবং অধিকাংশ মোকদ্দমাকারী ব্যক্তিই এইরূপ চাহে।

১৩। আমরা একটি ধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যে উপকার প্রদত্ত হয় তাহা পাইবার স্বত্ব কিম্বা যে উপকার প্রদত্ত না হয় তাহার স্বত্বাভাব ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে এই আইনমতে কোন নিষ্পত্তি সিদ্ধান্ত হইবে না। পূর্ব্বনিষ্পত্তি সংক্রান্ত মত এইবিধ নক্রমে অনেক পরিমাণে কর্ত্তিত হওয়াতে নিঃসন্দেহ জেদী লোকের যে সকল প্রশ্ন একবার সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখিয়া উৎকৃষ্টরূপে নিষ্পত্তি করা গিয়াছে তাহা আবার তুলিতে পারিবে কিন্তু বহুমূল্য সম্পত্তির স্বত্ব ঘটিত কঠিন প্রশ্ন ও বহু বিস্তীর্ণ ব্যাপার নিয়ামক জটিল বিবাদ স্থল সমন্ধে প্রথম যে কোন সামান্য মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এই আইন সদৃশ কোন আইনমতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কাপেক্ষা পূর্ব্বনিষ্পন্ন বিষয়ের কথা তুলা আমাদের বিশেষ ভয়াবহ বোধ হয় না।

১৪। যেং স্থলে বাদি সম্পূর্ণরূপ হারে না কিন্তু আপনার দাওয়ার সম্পূর্ণরূপ টাকা পায় না এবং যেং স্থলে ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তির ক্রোক সম্বন্ধে অমূলক আপত্তি উত্থাপিত হয় সেইং স্থলের প্রতি আমরা (নূতন) ২৭ ধারা বর্ত্তাইয়াছি।

১৫। ৩০ ধারাটি নূতন। যাহা কিছু ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া রাখা হয় তাহা স্থানান্তর করিবার অধিকার সম্বন্ধে এদেশের বর্ত্তমান আইন প্রজাদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল দেখা যায় কিন্তু ইংলণ্ডে যেং দ্রব্য ফিএরি ফেশিয়াস্ পরওয়ানা ক্রমে লওয়া যাইতে পারে তাহাও হাই কোর্টে না গেলে ছোট আদালতের কোন ডিক্রীদার ঐ ডিক্রীজারী ক্রমে পাইতে পারেন না বোধ হয়। অন্তত এরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে যদিও কলিকাতায় প্রজারা খোলার ঘর উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে, তথাপি ছোট আদালতের ডিক্রীজারীক্রমে ঐ ঘর লওয়া যাইতে পারে না। ভূম্যধিকারীরা এটি কষ্টকর বলিয়া অনুযোগ করেন এবং আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের অনুযোগ অযৌক্তিক নহে। কিন্তু আমাদের মতে প্রতিকার এই বিশেষ স্থলেই আবদ্ধ রাখা উচিত নহে। এই নিমিত্ত, আমরা বিধান করিয়াছি যে প্রজাই সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে প্রজা যে কোন দ্রব্য স্থানান্তর করিতে পারে, তাহা অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী ক্রমে লওয়া যাইতে পারিবে।

১৬। আমরা কলিকাতার ছোট আদালতের জজদের অনুরোধ ক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩০ ধারার শেষাংশের পরিবর্ত্তে একটি ধারা (২৮ ধারা) দিয়া বিধান করিয়াছি যে যে তারিখে ডিক্রী করা যায় সেই তারিখ অবধি ৩ বৎসর গত হইলে পর ছোট আদালতের কোন ডিক্রী জারী করা যাইবে না কিন্তু ডিক্রীমত খাতক বলে ছলে তিনবৎসরের মধ্যে ডিক্রীজারী করিতে না দিলে এই নিয়ম খাটিবে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

৭। আমার পাণ্ডুলিপির ৩৪ ধারায় ১৮৫০ সালের ৯ আইনের ৩১ ধারা পুনঃসন্নিবেশ করিয়াছি ঐ ধারায় বেতন জন্য কিম্বা ঠিকা কাজ বা চাকরস্বরূপ কর্ম্মজন্য ৫০৲ টাকার অনধিক টাকা নাবালগের পাওনা থাকিলে সে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় তাহা পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারিবে এইরূপ অনুমতি আছে কিন্তু যে স্থলে চুক্তি বিষয়ক আইনের ৭০ ধারায় ও ঐ টাকা পাওনা হয় ভ্রান্তিনিবারণার্থে আমরা কেবল সেই স্থলেই স্পষ্ট বাক্যে এই বিধান খাটাইয়াছি আমাদের বিশ্বাস এই যে কেবল উক্ত আইন ক্রমেই নাবালগে এক্ষণে ঐরূপ টাকা পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

১। কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে আর একটি উল্লেখ যোগ্য সংশোধন আছে। কএকটী ধারা (৩৬ অবধি ৩৮ পর্য্যন্ত ধারা) সন্নিবেশ করিয়া ১৪ ধারামত রেজিষ্ট্রারের উপর যে বিচারাধিপত্য অর্পণ করা যাইতে পারিবে তদনুসারে কার্য্য হইবার বিধান করা গিয়াছে।

১৯। আমরা একটি নূতন অধ্যায় (৬ অধ্যায়) সন্নিবেশ করিয়া, তন্মধ্যে নূতন বিচার হইবার বিধান বিষয়ক ধারা এবং ৫০০৲ টাকার অধিক মূল্যের মোকদ্দমা হাইকোর্টে উপস্থিত করা মোকদ্দমার ন্যায় এ কোর্টে পুনর্ব্বার শুনানী হইবার প্রণালী সংস্থাপক আর কএকটি ধারা দিয়াছি। এই ধারাগুলি শ্রীযুত কেনেডী সাহেব প্রস্তাব করেন, এবং এগুলি আসল গুর দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক মহারাণী বিক্টোরিয়ার ৪ ও ৫ বর্ষের আইনের ৫৭ অধ্যায়ের বিধান মূলক এই ধারাগুলির সম্বন্ধে এই সুবিধা আছে যে যে স্থলে অবিচার হয় নিম্ন আদালতে বিস্তারিতরূপে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার প্রয়োজন না হইয়াও আপীলের পরিবর্ত্ত একটি ব্যবস্থা হয়।

২০। যাত্রহীনতা ও প্রবেট বিষয়ক কোন২ শ্রেণীর মোকদ্দমায় যে২ অধ্যায় ক্রমে ছোট আদালতের প্রতি বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইত সেই২ অধ্যায় আমরা উঠাইয়া দিয়াছি কারণ আমাদের বিশ্বাস এই যে জটিলতা ও কাঠিন্য নিবন্ধন যে সকল মোকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠান উচিত ছোট আদালত যদি সেই সকল মোকদ্দমা না শুনেন, তবে হাইকোর্টের যে সময় বাঁচবে তাহা অতি সামান্য। হাইকোর্টের এক্ষণে এই রূপ অনেক ক্ষুদ্র কার্য্য করিতে হয় সন্দেহ নাই কিন্তু ইহার অধিকাংশ উক্ত কোর্টের আফিসে হয়, এবং তাহাতে জজদের অল্পই সময় ব্যয় বা পরিশ্রম করিতে হয়।

প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতা পত্র দিবার সম্বন্ধে আমরা ইহাও বলিতে পারি আমাদের বিশ্বাস এই যে ১৮৮১ সালের ৯ আইনে সর্টিফিকেট প্রণালী যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে এই অভিপ্রেত উদ্দেশ্য অধিকতর সিদ্ধ হইবে।

২১। ব্যবহারাজীব নিয়োগ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ না হইলে তাঁহাকে যে ফী দেওয়া যায় খরচাস্বরূপ তাহার আদায় নিবারণার্থে ৫৯ ধারা যে স্থলে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য ২০ টাকার কম সেইস্থলে আবদ্ধ রাখিয়াছি আমরা বুঝিতে পারিনা কেন, যে স্থলে অধিকতর টাকা লইয়া বিবাদ, সেই স্থলে খরচ দিবার সামান্য বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

২২। পরিশেষে আমরা ছোট আদালতে ব্যবহারজীবিদের আপন কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে একটি (৭২) ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি। ইহার প্রথম প্রকরণে বিধান আছে যে হাইকোর্টের আডবোকেট আটর্নি ও উকীল ভিন্ন এবং এক্ষণে যাহারা ছোট আদালতের উকীল আছেন তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তি ছোট আদালতে উপস্থিত হইতে, বাদপ্রতিবাদ করিতে বা কর্ম্ম করিতে পারিবেন না। যাঁহাদের কার্য্যস্থল কেবল ছোট আদালত হইবে এরূপ একদল নিম্ন শ্রেণীর ব্যবহারাজীব গ্রহণ করা আমরা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি না এতন্নিমিত্ত যে সকল উকীলদিগকে পূর্ব্বে গ্রহণ করা গিয়াছে তাঁহাদের স্বত্বে হস্তক্ষেপ না করিলেও আমরা অন্য লোক গ্রহণ করা বন্ধ করিতে চাই।

এক্ষণে প্রথম ছোট আদালতের প্রতি যে বর্দ্ধিত বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইল, তদনুসারে মোকদ্দমা শ্রবণ সময়ে উকীলস্বরূপ মোকদ্দমা চালাইবার স্বত্ব উক্ত ধারার দ্বিতীয় প্রকরণে কেবল হাইকোর্টের আডবোকেট ও উকীলদিগকেই দেওয়া গেল এবং ঐ প্রকরণে এই আদেশ আছে যে কোন ব্যারিষ্টার ঐরূপে মোকদ্দমা চালাইলে হাইকোর্টের কোন আটর্নির বা উকীলের নিকট কিম্বা ছোট আদালতের কোন উকীলের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন। শেষোক্ত আদেশের হেতু স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

পক্ষদের আপন২ মোকদ্দমা চালাইবার ও পরস্পরের জন্য উপস্থিত হইবার স্বত্ব ও স্বীকৃত মোক্তারদের স্বত্ব এই ধারায় রক্ষা করা গিয়াছে ইহা বলা বাহুল্য।

২৩। অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনাপত্র সহ এই পাণ্ডুলিপি ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছেন মান্দ্রাজের বোম্বাইয়ের ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের স্থানে একপ রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। আমরা বিবেচনা করি যে এক্ষণে যে সকল পরিবর্ত্তন করা গেল তাহাতে ইহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়, এইনিমিত্ত এই আইন যে তারিখে প্রচলিত হইবার কথা ছিল তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস করিয়াছি এবং আমাদের অনুরোধ এই যে ইহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করা যায়।

১৮৮১ সাল ৪ মার্চ।

হুইটলী ষ্টোক্স।
জে জিবস্।
সি সি পল।
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

আমি বিবেচনা করি যে ২২ ধারার টাকার সীমা ২০০০ টাকা হইতে কমাইয়া ১০০০ টাকা করা উচিত অন্যান্য বিষয়ে রিপোর্টের সহিত আমার ঐকমত্য আছে।

জে, পিট কেনেডী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগ।

২ নম্বর।

১৮৮০ সালের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি।

নির্ঘণ্ট।

হেতুবাদ।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

২ অধ্যায়।

আদালত সংস্থাপনের ও তাহার কার্য্যকারকদের কথা।

৩ অধ্যায়।

ঐ আদালতে যে আইন চলিবে তাহার কথা।

৪ অধ্যায়।

মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিচারাধিপত্যের কথা।

ধারা।

৫৭। দরিদ্র ব্যক্তিদের ফী ও খরচার কথা।

৫৮। ফী পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৯। ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত করিবার খরচের কথা।

৬০। আদালতের বন্ধের বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ৩ ও ৫ ও ২৫ ধারা সংরক্ষণের কথা।

---

১০ অধ্যায়।

সামান্য আমলাদের অসদাচরণের কথা।

৬১। কর্ম্মচারিদের জরিমানা হইতে পারিবার কথা।

৬২। আজ্ঞা বা ওয়ারেণ্ট জারী করিতে বেলিফের বা অন্য কর্ম্মচারির ক্রুটির কথা।

৬৩। কর্ম্মচারিদের বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা ক্রুটির কথা।

৬৪। আদালতের সাক্ষিগকে সমন প্রভৃতি দিতে পারিবার কথা।

৬৫। আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

---

১১ অধ্যায়।

আদালতের প্রতি অবজ্ঞার কথা।

৬৬। কোন২ অবজ্ঞার স্থলে আদালতের কার্য্য প্রণালীর কথা।

৬৭। উক্তরূপ স্থলে যাহা লিপিবদ্ধ হইবে তাহার কথা।

৬৮। ৬৬ ধারামতে মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৬৯। অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কর্ম্ম করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৭০। উত্তর দিতে বা দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিবার বা হেফাজতে রাখিবার কথা।

৭১। ৬৬ ও ৭০ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

---

২ অধ্যায়।

বিবিধ কথা।

৭২। কে উপস্থিত হইতে পারিবে ইত্যাদি কথা।

৭৩। যে ব্যক্তিদের দ্বারা পরওয়ানা জারী করা যাইতে পারে, তাহাদের কথা।

৭৪। রেজিষ্টর ও রিটর্ণের কথা।

৭৫। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বা হাই কোর্টের আদেশমতে ছোট আদালতের কাগজপত্রাদি দিতে হইবার কথা।

৭৬। পর্ব্বদিন ও বন্দের দিনের কথা।

৭৭। ছোট আদালতের দ্বারা ধৃতকরণ হইতে কোন২ ব্যক্তির মুক্ত থাকিবার কথা।

৭৮। ছোট আদালতের ডিক্রীর উপর মোকদ্দমা না হইবার কথা।

৭৯। যে স্থানে কারাবদ্ধ হইবে সেই স্থানের কথা।

৮০। আইনমতে কৃত কোন কর্ম্মহেতুক মোকদ্দমার প্রস্তাবের কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।

ধারা।

৮১। অভিযোগের মিয়াদের কথা।

প্রথম তফসীল।—যেং আইন রহিত হইল।

দ্বিতীয় তফসীল।—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের যেং অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তান গেল।

তৃতীয় তফসীল।—সমন ও অন্যান্য পরওয়ানা নিমিত্ত ফী।

২নম্বর।

রাজধানী নগর সমূহে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ। — কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

---

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। এই আইন 'রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে এবং ইহা ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে প্রবল হইবে।

সংক্ষেপ নাম। আরম্ভ।

কিন্তু এই আইনের কোন কথায় সৈন্যদের সুধারা ও নিয়ম বিধান বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ১৪৪ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

২ ধারা। যে তারিখে এই আইন প্রবল হইবে সেই তারিখ অবধি এই আইনের প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইনগুলির যে পরিমাণ তাহাতে উল্লিখিত হইল, সেই পরিমাণ রহিত হইবে।

যেং আইন রহিত হইল তাহার কথা।

কিন্তু উক্ত কোন আইনমতে যে সকল আদালত সংস্থাপিত ও নিয়োগ কৃত হইয়াছে তৎসমুদয়, যতদূর হইতে পারে, এই আইনমতে সংস্থাপিত ও কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

যে তারিখে এই আইন প্রবল হয় তাহার পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ আইনে এতদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা যথাসাধ্য এই আইনের বা সেই বিষয় সংক্রান্ত এই আইনের বিধানের উল্লেখ বলিয়া পঠিত হইবে।

পূর্ব্ব২ আইনে উল্লেখের কথা।

৩ ধারা। কলিকাতার ভূমির রাজস্ব রক্ষাকরণের ১৮৫ সালের ২৩ আইনের ৩ ধারার 'উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্টমতে" এই কথা রহিত হইল এবং 'উক্ত আইনের লিখিত অল্প কর্জ্জ আদায়ের জন্যে আদালতের কমিশনর সাহেবের" ও "উক্ত কমিশনরদের এই ২ কথার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক স্থলে "কলিকাতার ছোট আদালতের জজদের" এই কথা দিতে হইবে।

আইন সংশোধনের কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৮ ধারায় "৩৯ অধ্যায়ের" এই অঙ্ক ও শব্দের পর এবং 'রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের" এই অঙ্ক ও শব্দ গুলি দিতে হইবে।

৪ ধারা। এই আইনে "ছোট আদালত" শব্দে এই আইনমতে কলিকাতা মান্দ্রাজ বা বোম্বাই নগরে সংস্থাপিত ছোট আদালত বুঝাইবে।

ছোট আদালত শব্দের অর্থ।

---

২ অধ্যায়।

আদালত সংস্থাপনের ও তাহার কার্য্যকারকদের কথা।

৫ ধারা। কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে এক একটি আদালত থাকিবে। তাহা কলিকাতার বা স্থল বিশেষে মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের ছোট আদালত নামে খ্যাত হইবে।

ছোট আদালত সংস্থাপনের কথা।

৬ ধারা। ঐ ছোট আদালত ৮৬৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখের হাইকোর্ট সংক্রান্ত পেটেন্টপত্রের ও দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের মর্ম্মানুসারে কলিকাতার বা স্থল বিশেষে মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানের অধীন আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং হাইকোর্টের আপীলী বিচারাধিপত্যের অধীন আদালত সম্বন্ধে মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারামতে ঐ কোর্টের যে ক্ষমতা আছে ছোট আদালত সম্বন্ধেও সেই ক্ষমতা থাকিবে।

ঐ আদালত হাই কোর্টের তত্ত্বাবধানের অধীন বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া একজন চীফ জজ ও আর যত জন উচিত বোধ করেন ততজন লোককে ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন কিন্তু চীফ জজ সমেত ঐ রূপ নিযুক্ত ব্যক্তিদের অন্যূন তিন ভাগের এক ভাগ উক্ত কোন হাই কোর্টের আড্‌বোকেট হইবে।

জজদিগকে নিযুক্ত স্থগিত ও পদচ্যুত করিবার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ঐ রূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া উক্তরূপে নিযুক্ত কোন জজকে স্থগিত করিতে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

৮ ধারা। চীফ জজ পদে ও মর্য্যাদায় জজদের মধ্যে প্রথম গণ্য হইবেন।

জজদের পদ ও মর্য্যাদার কথা।

অন্য জজেরা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ যেরূপ আদেশ করেন তদনুসারে পদ ও মর্য্যাদা পাইবেন।

৯ ধারা। এই আইনে বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রবল থাকে তাহাতে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, হাই কোর্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ছোট আদালত এই আইনক্রমে বা চলিত অন্য আইনক্রমে ছোট আদালতের প্রতি প্রদত্ত কোন ক্ষমতানুসারে যে রূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপে এক বা একাধিক জজের দ্বারা কার্য্য হইবার বিধান করণার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

আদালতের ক্ষমতা তাহার মেম্বরদের প্রতি অর্পণ করিবার কথা।

১০ ধারা। উক্ত বিধি প্রবল মানিয়া, শ্রীযুত চীফ জজ সাহেব সময়ে২ ভিন্ন২ জজদের মধ্যে আদালতের কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার যেরূপ বন্দোবস্ত উচিত বোধ করেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

চীফ জজের দ্বারা আদালতের কর্ম্ম বিভাগের কথা।

১১ ধারা। পশ্চাল্লিখিতমতে যে স্থলে প্রকারান্তরের বিধান করা গিয়াছে সেই স্থল ছাড়া অন্য কোন স্থলে দুই কিম্বা তদধিক জজ একত্র অধিবিষ্ট হইয়া কোন প্রশ্নসম্বন্ধে ভিন্নমত হইলে, অধিকাংশের মত প্রবল হইবে, এবং আদালত সমান দুই দলে বিভক্ত হইলে, ঐ ভিন্নমত জজদের মধ্যে যদি চীফ জজ একজন হন তিনি কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে ভিন্ন মত জজদের মধ্যে পদ মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ জজ, যে পক্ষে থাকেন সেই পক্ষের মত প্রবল হইবে।

মতভেদ হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

১২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যৎকালে যে প্রকারের আদেশ করিবেন, ছোট আদালত সেই প্রকারের আকারের ও আয়তনের মোহর ব্যবহার করিবেন।

যে মোহর ব্যবহার করিতে হইবে তাহার কথা।

১৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ ঐ আদালতের রেজিষ্ট্রার নামে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তিনি উক্ত আদালতের প্রধান আমলা হইবেন,।

রেজিষ্ট্রার ও আমলা নিযুক্ত করিবার কথা।

এবং আদালতের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহার্থে ও এই আইন বা প্রচলিত অন্য কোন আইনক্রমে তৎপ্রতি যেং ক্ষমতা প্রদত্ত ও যেং কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছে সেইং ক্ষমতানুসারে সেইং কর্ম্ম সম্পাদনার্থ যত জন আবশ্যক হয় চীফ জজ তত জন ক্লার্ক বেলিফ ও অন্য আমলা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

চীফ জজ হাই কোর্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে সময়ে২ এতদর্থে বিধি করিয়া যেরূপ আজ্ঞা করেন তদনুসারে উক্তরূপে নিযুক্ত রেজিষ্ট্রার ও অন্য কর্ম্মচারিরা উক্ত ক্ষমতাক্রমে আমলার কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন।

উক্ত কর্ম্মচারিদের ক্ষমতার ও কর্ম্মের কথা।

চীফ জজ উক্তরূপে নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারিকে স্থগিত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন, কিন্তু যে রেজিষ্ট্রারের বা কর্ম্মচারির মাসিক বেতন একশত টাকা বা তদধিক তাহাকে পদচ্যুত করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা অপেক্ষা করিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

কুড়ি টাকার অনধিক মূল্যের মোকদ্দমায় রেজিষ্ট্রারকে জজের ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

১৪ ধারা। যে মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য কুড়ি টাকার অনধিক সেই মোকদ্দমার বিচার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রারের প্রতি এই আইনমত জজের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন। আর রেজিষ্ট্রার যেকোন মোকদ্দমার বিচার করিতে সক্ষম, ছোট আদালতের কোন জজ উচিত বোধ করিলে চীফ জজের আজ্ঞাধীনে সেই মোকদ্দমা আপন ফাইল হইতে রেজিষ্ট্রারের ফাইলে চালান করিতে পারিবেন

জজ বা অন্য কর্ম্মচারির ব্যবসায় বা কারবার না করিবার কথা।

১৫ ধারা। যে জজ বা অন্য কর্ম্মচারী এই আইনমতে নিযুক্ত হন, তিনি যতকাল ঐ রূপ জজ বা কর্ম্মচারী থাকেন ততকাল স্বয়ং বা অন্য কোন ব্যক্তির অংশী স্বরূপ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আডবোকেট, আটর্ণি, উকীল বা অন্য ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় বা কর্ম্ম করিবেন না কিম্বা আপন হিসাবে বা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে অথবা অন্য কোন ব্যক্তির অংশী স্বরূপ কোন কারবার বা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবেন না।

উক্তরূপ কোন জজ বা কর্ম্মচারী ঐ প্রকারে ব্যবসায় ব কর্ম্ম করিলে বা কারবারাদিতে লিপ্ত হইলে, তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৮ ধারামত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কিন্তু উক্তরূপ কোন জজ বা কর্ম্মচারী রাজকীয় সনন্দ, পেটেণ্টপত্র, পালিয়ামেণ্টের আইন কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষীয় কোন ব্যবস্থাপক সমাজের আইনক্রমে সমবায়িত বা রেজিষ্টরী করা কোন কোম্পানির মেম্বর হইতে যে পারিবেন না এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

---

৩ অধ্যায়।

ঐ আদালতে যে আইন চলিবে তাহার কথা।

এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতিতে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি হাইকোর্টে যে আইন অনুসারে কার্য্য হয় তদনুসারে হইবার কথা।

১৬ ধারা। কার্য্যপ্রণালী ও রীতি সংক্রান্ত প্রশ্নভিন্ন অন্য যে সকল প্রশ্ন এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ছোট আদালতে উত্থিত হয় হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য কালে ঐ কোর্ট যে আইন অনুসারে কার্য্য করেন সেই আইন অনুসারে ঐ সকল প্রশ্ন লইয়া কার্য্য ও নিষ্পত্তি হইবে।

---

৪ অধ্যায়।

মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিচারাধিপত্যের কথা।

আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার কথা।

১৭ ধারা। হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যের যৎকালে যে স্থানীয় সীমা থাকে প্রত্যেক ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের সেই স্থানীয় সীমা হইবে।

ছোট আদালতের যে সকল মোকদ্দমায় বিচারাধিপত্য থাকিবে, তাহার কথা।

১৮ ধারা। ৯ ধারায় বর্জ্জিত কথা মানিয়া ছোট আদালতের সমুদয় দেওয়ানী ভাবের মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক হইবে না।

আর ইহাও আবশ্যক যে, (ক) নালিশের হেতু সম্পূর্ণরূপে বা অংশত ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে উত্থিত হইয়াছে, এবং নালিশ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে ঐ আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অনুমতি দিয়াছেন, কিম্বা

(খ) মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে সকল প্রতিবাদী যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করেন বা ব্যবসায় চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন, কিম্বা

(গ) প্রতিবাদিদের মধ্যে কোন জন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করেন বা ব্যবসায় চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন; এবং হয় মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, না হয় যে প্রতিবাদিরা পূর্ব্বোক্ত স্থানে বাস না করেন বা ব্যবসায় না চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম না করেন তাঁহারা ঐ রূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণবিষয়ে সম্মত হইয়াছেন।

১ ব্যাখ্যা।—কোন মোকদ্দমার উভয় পক্ষে কোন বিপরীত দাওয়া স্বীকার করাতে, দাওয়ার টাকা কমিয়া দুই হাজার টাকার অনধিক হইলে, ছোট আদালতের উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

২ ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তির এক স্থানে নিয়ত নিবাস ও অন্য স্থানে কেবল কিয়ৎকালীন কার্য্যের নিমিত্ত বাসা থাকিলে, তাঁহার কিয়ৎ কালের নিমিত্ত বাসার স্থানে নালিশের হেতু উত্থিত হইলে তৎ সম্পর্কে উভয় স্থানেই তাঁহার বাস হইতেছে এমত জ্ঞান হইবে।

৩ ব্যাখ্যা।— কোন সমবায়িত সমাজ কিম্বা কোম্পানি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত আপনার একই বা প্রধান কার্য্যালয়ে ব্যবসায় চালাইতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে অথবা অন্যস্থানে তাহার নিম্নতর কার্য্যালয় থাকিলে ও সেই স্থানে নালিশের কোন হেতু ঘটিলে, তৎসম্পর্কে সেই স্থানে ব্যবসায় চালাইতেছেন এমত জ্ঞান হইবে।

যেং মোকদ্দমায় এই আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না তাহার কথা।

১৯ ধারা। নিম্নলিখিত মোকদ্দমায় ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না, অর্থাৎ,

(ক) রাজস্ব ধার্য্য বা আদায় করণ সংক্রান্ত মোকদ্দমায়,

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব বা কোন গবর্ণর সাহেব, কিম্বা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের বা মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার কোন সভ্য স্বীয় পদোপলক্ষে অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে কোন ব্যক্তি, যে কার্য্য করিবার আজ্ঞা দেন বা যে কার্য্য করেন, তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমায়;

(গ) কোন জজ বা বিচারসম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারক আপন পদের কার্য্যোপলক্ষে, অথবা কোন আদালতের বা উক্তরূপ কোন জজের বা বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যকারকের কোন বিচার বা আজ্ঞাক্রমে কোন ব্যক্তি, যে কোন কার্য্য করিবার আজ্ঞা দেন বা যে কার্য্য করেন, তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমায়,

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমায়,

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তির বাটওয়ারা হইবার মোকদ্দমায়,

(চ) স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক সিদ্ধি করিবার বা বন্ধক হইতে তাহা মুক্ত করিবার মোকদ্দমায়,

(ছ) স্থাবর সম্পত্তিগত অন্য কোন স্বত্ব বা স্বার্থ নিরূপণ করিবার মোকদ্দমায়

(জ) চুক্তিমত বিশেষ কার্য্য করিবার বা চুক্তি অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমায়,

(ঝ) নিষেধ আজ্ঞা পাইবার মোকদ্দমায়

(ঞ) নিদর্শনপত্র রহিত বা সংশোধন করিবার মোকদ্দমায়,

(ট) ন্যাসমত কার্য্য হইবার মোকদ্দমায়

(ঠ) সমুদ্রগামী জাহাজ সম্পর্কীয় সাধারণ গড় পড়তা ও বিমা বিষয়ক মোকদ্দমায়

(ড) সমুদ্র পথে জাহাজে জাহাজে ধাক্কা লাগিলে, তৎসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়,

(ঢ) পেটেন্ট, গ্রন্থ স্বত্ব বা ব্যবসায়ির চিহ্ন সংক্রান্ত নিয়ম ভঙ্গ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়,

(ণ) অংশিত্ব বিলোপ করিবার বা অংশিত্ব ঘটিত কারবারের হিসাব পাইবার মোকদ্দমায়

(ত) আদালতের ডিক্রীক্রমে সম্পত্তি ও তাহার যথাযোগ্য কার্য্যনির্ব্বাহের হিসাব পাইবার মোকদ্দমায়,

(থ) লিখিত বা বাচনিক অপবাদ রটনা, বিদ্বেষ জনিত অভিযোগ, পরস্ত্রী গমন বা বিবাহের অঙ্গীকার ভঙ্গ নিবন্ধন ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়

(দ) দাম্পত্য স্বত্ব পুনঃ প্রাপ্তির স্ত্রী পুন প্রাপণের কিম্বা বিবাহ বন্ধনচ্ছেদের মোকদ্দমায়,

(ধ) কেবল স্বত্ব নির্ণায়ক ডিক্রী পাইবার মোকদ্দমায়,

(ন) যে মোকদ্দমায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া কাণ্ড ঘটিত প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর বাদির দাওয়া নির্ভর করে, সেই মোকদ্দমায়

(প) পৈতৃক পদ পাইবার মোকদ্দমায়,

(ফ) স্বাধীন রাজা বা শাসনকারী সর্দ্দারদের বিরুদ্ধে, কিম্বা ভিন্নদেশীয় রাজদূতের বা রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মোকদ্দমায়,

(ব) কোন হাই কোর্টের বিচারপত্র অনুযায়ী মোকদ্দমায়

(ভ) প্রচলিত কোন আইনক্রমে যে২ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ছোট আদালতের নাই সেই২ মোকদ্দমায়

অর্থগত বিচারাধিপত্যের অতিক্রান্ত মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আদালতের বিচার করিতে পারিবার কথা।

২০ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক না হইলে যে মোকদ্দমা ছোট আদালতের গ্রাহ্য হইত সেই মোকদ্দমায় উভয় পক্ষ যদি লিখিয়া এই রূপ নিয়মপত্র করিয়া থাকেন যে উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিতে ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে তবে বিবাদী বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক হইলেও, উক্ত আদালতের ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার বিচারাধিপত্য থাকিবে।

উক্তরূপ প্রত্যেক নিয়মপত্র আদালতে দাখিল করিতে হইবে, এবং দাখিল করা গেলে তৎসংক্রান্ত উভয় পক্ষ উক্ত আদালতের বিচারাধিপত্যের অধীন হইবেন এবং উক্ত মোকদ্দমায় ঐ আদালতের নিষ্পত্তি দ্বারা বদ্ধ হইবেন।

আদালতের কর্মচারী কর্তৃক বা তদ্বিরুদ্ধ মোকদ্দমার কথা।

২১ ধারা। যে সকল মোকদ্দমায় ছোট আদালতের কোন কর্মচারী স্বীয় পদোপলক্ষে এক পক্ষ, সেই সকল মোকদ্দমা উক্ত আদালতের পরওয়ানা আদিক্রমে গৃহীত সম্পত্তির বা তদুৎপন্ন টাকার বা তাহার মূল্যের সম্বন্ধে না হইলে বাদির ইচ্ছামতে, এই আইন বিধিবদ্ধ না হইলে যেরূপ হইত সেই রূপে, হাই কোর্টে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

ছোট আদালতের বিচার্য্য অন্য মোকদ্দমা বাদী হাই কোর্টে উপস্থিত করিলে খরচার কথা।

২২ ধারা। ২১ ধারার লিখিত মোকদ্দমা ভিন্ন ছোট আদালতের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা যদি হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায়, এবং যদি উক্ত মোকদ্দমায় বাদী, চুক্তিমূলক মোকদ্দমা হইলে দুই হাজার টাকার বা সেই মূল্যের কম পরিমাণে, এবং অন্য কোন রূপ মোকদ্দমা হইলে তিন শত টাকার বা সেই মূল্যের কম পরিমাণে ডিক্রী পান তবে বাদিকে কোন খরচা দেওয়া যাইবে না।

উক্তরূপ কোন মোকদ্দমায় বাদী ডিক্রী না পাইলে, মওক্কেলের নিকট আটর্ণি যেরূপ খরচা পান প্রতিবাদী সেইরূপ খরচা পাইবার অধিকারী হইবেন।

যে জজ সাহেব উক্তরূপ কোন মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি উহা হাই কোর্টে উপস্থিত হইবার যোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেট দিলে, পূর্ব্ববর্ত্তী বিধি উহার প্রতি বর্ত্তিবে না।

---

৫ অধ্যায়।

মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কোন২ অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তিবার কথা।

২৩ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যে২ অধ্যায় ও ধারা নির্দ্দিষ্ট হইল সেই২ অধ্যায় ও ধারা ছোট আদালতে চলিবে ও উক্ত আদালতের বিবেচনায় যত দূর বর্ত্তিতে পারে তত দূর বর্ত্তান যাইবে এবং এই আইনের বিশেষ বিধান দ্বারা যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল যে স্থলে তাহার বিরুদ্ধ হয় সেই স্থল ছাড়া উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী ছোট আদালতের বিচার্য্য সকল মোকদ্দমায় অনুসৃত হইবে।

কৃত নিষ্পত্তি বিষয়ের কথা।

২৪ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৩ ধারায় বিপরীত ভাবের কথা থাকিলেও এই আইনের বিধানমতে যে নিষ্পত্তি করা যায় তৎক্রমে যে উপকারের আদেশ হয় সেই নিষ্পত্তির সমক্ষে সেই উপকার পাইবার স্বত্ব

তিরিক্ত, কিম্বা বাদির যে উপকার পাইবার দাওয়া ঐ নিষ্পত্তিক্রমে বারিত হয় ঐ সময়ে সেই উপকার পাইবার স্বত্বাভাবাতিরিক্ত অন্য কিছুর সম্বন্ধে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে না ।

উদাহরণ ।

(ক) আনন্দ যে বাটী আপনার বলে, বলরাম তাহার হানি করাতে, আনন্দ বলরামের নামে ছোট আদালতে হানি পূরণের মোকদ্দমা উপস্থিত করে । বলরাম আনন্দের বাটী বলিয়া স্বীকার করে না । আদালত নিষ্পত্তি করেন যে বাটী আনন্দের ও তিনি হানিপূরণ স্বরূপ ১০০৲ টাকা পাইবার স্বত্ববান্ । আনন্দের হানি পূরণ পাইবার সম্বন্ধে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত, কিন্তু ঐ বাটীতে তাঁহার স্বত্বসম্বন্ধে নহে এবং বলরাম ঐ বাটীর আরো হানি করাতে আনন্দ তাহার নামে পরে মোকদ্দমা আনিলে, আনন্দের স্বত্ব নাই বলিতে বলরামের কোন বাধা নাই ।

(খ) বলরামের লিখিত নিবন্ধপত্রক্রমে প্রাপ্য বলিয়া কিস্তির টাকার নিমিত্ত আনন্দ বলরামের নামে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে । বলরাম নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে । আদালত লিখিয়া দেওয়া সপ্রমাণ হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করেন, এবং কিস্তির টাকার নিমিত্ত আনন্দকে ডিক্রী দেন । সেই নিবন্ধপত্রক্রমে পরবর্ত্তী এক কিস্তি নিমিত্ত আনন্দ পরে বলরামের নামে নালিশ করে, আবার লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করিতে বলরামের কোন বাধা নাই ।

(গ) (খ) উদাহরণের লিখিত স্থলে আনন্দ বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে । বলরাম নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে এবং আদালত বলরামের স্বাক্ষর জাল করা হইয়াছে নির্ণয় করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করেন । ইহাতে আবার ঐ নিবন্ধ পত্রসূত্রে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে আনন্দের কোন বাধা নাই ।

(ঘ) আনন্দ একটি ঘোড়া পাইবার নিমিত্ত বলরামের নামে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে আনন্দ বলে ঐ ঘোড়াটি আমার সম্পত্তি ও আপন ইচ্ছামত কালের নিমিত্ত বলরামকে ব্যবহার করিতে দিয়াছি । বলরাম ঘোড়া আনন্দের বলিয়া স্বীকার করে না । আদালত ঘোড়া আনন্দের বলিয়া নির্ণয় করেন, এবং তাঁহাকে দখল পাইবার ডিক্রী দেন ও আনন্দ ঘোড়া দখল করিয়া লয় । বলরাম ঘোড়া আপনার বলিয়া পরে তাহার দখল পাইবার নিমিত্ত আনন্দের নামে মোকদ্দমা করে । পূর্ব্ব মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বলে বলরামের মোকদ্দমা করিবার কোন বাধা হইবে না ।

বিপরীত দাওয়ার স্থল ছাড়া বর্ণনাপত্র না হইবার কথা ।

২৫ ধারা । দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১ ধারাক্রমে বিপরীত দাওয়ার স্থল ভিন্ন কোনস্থলে আদালতের আদেশমতে না হইলে বর্ণনাপত্র গ্রহণ করা যাইবে না ।

যে দলীল প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হয় তাহা ফেরত দিবার কথা ।

২৬ ধারা । মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি আট দিনের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার নূতন বিচার বা পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা না গেলে অথবা ঐ সময়ের মধ্যে প্রার্থনা করা গেলেও তাহা অগ্রাহ্য হইলে, কিম্বা নূতন বিচার বা স্থলবিশেষে পুনর্ব্বার শুনানী শেষ হইলে, কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষ হউন বা নাই হউন ঐ মোকদ্দমায় যে দলীল উপস্থিত করিলেন ও যাহা নথীর মধ্যে রাখা গেল তাহা ফেরত লইতে চাহিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৪৩ ধারামতে ঐ দলীল আটক করিয়া রাখা না গেলে তাঁহার ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে ।

কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত কোন ঘটনার পূর্ব্ব কোন সময়ে কোন ব্যক্তি দলীল ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিয়া উপযুক্ত কার্য্যকারককে আসল দলীলের পরিবর্ত্তে ঐ দলীলের প্রমিত নকল দিলে দলীলখানি তাঁহাকে ফেরত দেওয়া যাইতে পারিবে । পরন্তু ডিক্রীর বলে কোন দলীল ব্যর্থ কি অকর্ম্মণ্য করা গেল সেই দলীল ফেরত দেওয়া যাইবে না ।

দলীল ফিরিয়া পাইবার রসীদ বহী রাখা যাইবে প্রমাণস্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয় তাহা ফেরত দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তি তাহা লইয়া যান তিনি ঐ বহীতে রসীদ লিখিয়া দিবেন ।

প্রতিবাদিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা ।

২৭ ধারা । যে কোন মোকদ্দমায় প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া দাওয়া অস্বীকার করে, কোনং স্থলে বাদির এবং বাদী দাওয়ার সমুদয় টাকার ডিক্রী না পায় ছোট আদালত আপন বিবেচনায় যত টাকা উচিত বোধ করেন প্রতিবাদির কষ্ট ও উপস্থিতি হেতুক ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহাকে তত টাকা দিবার নিমিত্ত বাদির প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ ধারামতে যে কোন দাওয়া বা আপত্তি করা যায় তাহা অগ্রাহ্য করা গেলে, ছোট আদালত যে বা যং টাকা উচিত বোধ করেন আপন বিবেচনামতে পূর্ব্বোক্তরূপ ক্ষতিপূরণস্বরূপ ডিক্রীদারকে বা ডিক্রীমত খাতককে বা উভয়কে সেই বা সেইং টাকা দিবার নিমিত্ত ঐ দাওয়া বা আপত্তিকারী ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

এই ধারার আজ্ঞামত যে টাকা দেয় হয় তাহা দেওয়া না গেলে, যে ব্যক্তির অনুকূলে ঐ আজ্ঞা হয় তিনি যে ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা করা যায় তাহার বিরুদ্ধে উহা ঐ আদালতের ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করিতে পারিবেন ।

ডিক্রীজারীর প্রার্থনা সম্বন্ধে বাধার কথা ।

২৮ ধারা । ডিক্রীর তারিখ অবধি তিন বৎসর গত হইলে পর এই আইনমত ডিক্রী জারী করিবার কোন প্রার্থনা পত্র গ্রাহ্য করা যাইবে না ।

কিন্তু ঐ তারিখের পর তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রীমত খাতক বলে ছলে ঐ ডিক্রীজারী করিতে না দিলে এই নিয়ম খাটিবে না ।

যে কর্ম্মচারী ওয়ারণ্ট জারী করেন তাঁহার সহিত ডিক্রীদারের যাইবার কথা ।

২৯ ধারা । ছোট আদালত ডিক্রীমত খাতককে ধৃত করিবার বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার ওয়ারণ্ট দিলে, আদালতের যে কর্ম্মচারির প্রতি ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিবার ভার অর্পিত হয় তাঁহার সহিত ডিক্রীদার বা তৎপক্ষীয় অন্য কোন ব্যক্তি যাইয়া ডিক্রীমত খাতককে বা স্থলবিশেষে যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিবে ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮১ । ৫ জুলাই ।]

স্থাবর সম্পত্তি সংলগ্ন যে দ্রব্য প্রজা স্থানান্তর করিতে পারে তাহা ডিক্রী জারীতে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৩০ ধারা। ছোট আদালতের কোন ডিক্রীমত খাতক স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় প্রজা হইলে, ঐ সম্পত্তিতে যাহা কিছু সংলগ্ন থাকে এবং যাহা তাঁহার প্রজাসম্বন্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে তিনি ভূম্যধিকারির অনুমতি বিনা আইন অনুসারে স্থানান্তর করিতে পারিতেন, তাহা উক্ত ডিক্রী জারীর কার্য্য পক্ষে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত ডিক্রী জারী ক্রমে বিক্রীত হইলে ক্রেতা তাহা পৃথক্ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন, কিন্তু ডিক্রীমত খাতক ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিলে উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু করিতে বাধ্য হইতেন তাহা না করিয়া ক্রেতা ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিবেন না।

উপযুক্ত জামিন দিলে ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দিবার কথা

৩১ ধারা। ছোট আদালতের ডিক্রী জারী ক্রমে যে ডিক্রীমত খাতককে ধরা যায়, সেই ব্যক্তি যত টাকা দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হয় সেই টাকার ও খরচার আদালতের সুবোধমত জামিন দিলে, উক্ত আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন২ স্থলে আদালতের ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

৩২ ধারা। যদি ছোট আদালতের প্রতীতি হয় যে উক্ত আদালতের ডিক্রীমত কোন খাতক পীড়া বা অন্য উপযুক্ত কারণে ডিক্রীর টাকা, অথবা উক্ত আদালত কিস্তিক্রমে ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা করিয়া থাকিলে কোন কিস্তির টাকা, দিতে অক্ষম, তবে উক্ত আদালত সময়ে২ যদ্রূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপ সময়ের নিমিত্ত ও তদ্রূপ নিয়মে ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

ছোট আদালতের ডিক্রী অন্য আদালত দ্বারা জারী করিবার কথা।

৩৩ ধারা। যদি ছোট আদালতের ডিক্রীমত খাতকের ডিক্রীর টাকা শোধ হইবার উপযুক্ত অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে না থাকে, তবে উক্ত আদালত ডিক্রীদারের প্রার্থনাক্রমে, ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত তাহা

(ক) উক্ত স্থানীয় সীমার অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তির উপর জারী করিতে হইলে, হাই কোর্টে; এবং

(খ) অন্য সকল স্থলে যে দেওয়ানী আদালতের সাধারণ এলাকার মধ্যে উক্ত ডিক্রীমত খাতক বা তাহার অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি থাকে, সেই আদালতে পাঠাইতে পারিবেন।

ডিক্রী অন্য আদালতে পাঠান গেলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

যে আদালত ডিক্রী দেন সেই আদালত ভিন্ন অন্য আদালত দ্বারা ডিক্রী জারীর যে কার্য্যপ্রণালী দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উক্তরূপ স্থলসমূহে সেই কার্য্য প্রণালী অনুসৃত হইবে

নাবালগদের কোন২ স্থলে বয়ঃ প্রাপ্তের ন্যায় নালিশ করিতে পারিবার কথা

৩৪ ধারা। এই আইনে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন যত দূর বর্ত্তান গিয়াছে তাহাতে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ৭০ ধারামতে বেতন বা ঠিকা কার্য্য বা চুক্তের কার্য্য অন্য কোন না বালগের যে টাকা পাওনা হয়, তাহা পাঁচশত টাকার অধিক না হইলে, সেই নাবালগ বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে যেরূপ নালিশ করিতে পারিত ঐ টাকার নিমিত্ত সেইরূপে নালিশ করিতে পারিবে।

যে কার্য্য বিচারকার্য্যনয় তাহা করিবার ভার অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

৩৫ ধারা। বিচারকার্য্য না হইয়া কিম্বা বিচার কার্য্যের ভাবাপন্ন হইয়া যে কার্য্য এই আইনক্রমে বর্ত্তান দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনমতে বিচারপতির দ্বারা করা যাইবার আদেশ থাকে তাহা, এবং ঐরূপে বর্ত্তান উক্ত আইনের ৩৯৪ ধারামতে হিসাব পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি করার্থে নিযুক্ত আমীনের দ্বারা যে কার্য্য করা যাইতে পারে তাহা, ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রারের দ্বারা কিম্বা ঐ আদালতের অন্য যে কার্য্যকারককে উক্ত আদালত এতদর্থে সময়ে২ নিযুক্ত করেন তাঁহার দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

এই ধারার মর্ম্মানুসারে যে২ কার্য্য বিচার কার্য্য নয় ও যাহা বিচারকার্য্যের ভাবাপন্ন বলিয়া জানা যাবে হাই কোর্ট সময়ে২ বিধি করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

রেজিষ্ট্রারের জজের ন্যায় মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৩৬ ধারা। ১৪ ধারামতে রেজিষ্ট্রার যে২ মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে পারেন, ছোট আদালতের কোন জজ তাহা যেরূপ শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন তিনিও সর্ব্বতোভাবে সেইরূপে শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু উক্ত আদালতের কোন জজ, চীফ জজের আজ্ঞা মানিয়া, যখন উচিত বোধ করেন, রেজিষ্ট্রারের ফাইল হইতে কোন মোকদ্দমা আপন ফাইলে উঠাইয়া আনিতে পারেন।

জজের মত ক্ষমতানুসারে রেজিষ্ট্রারের নম্বর ডিক্রী জারী করিতে পারিবার কথা।

৩৭ ধারা। আদালত যে কোন মূল্যের ডিক্রী করেন রেজিষ্ট্রার তাহা জারী করিবার প্রার্থনা পত্র গ্রহণ এবং ডিক্রীমত খাতকদিগকে হেফাজতে সমর্পণ ও মুক্ত করিতে পারিবেন, এবং ঐ আদালতের কোন জজ এই আইন মতে যে কোন আজ্ঞা করিতে পারিতেন তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

রেজিষ্ট্রার যে ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন তাহা কোন জজের কৃত হইলে যেরূপে হইত সেইরূপে নূতন বিচারের নিয়মাধীন হইবার কথা।

৩৮ ধারা। কোন মোকদ্দমার বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে রেজিষ্ট্রার যে কোন ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন, তাহা উক্ত আদালতের কোন জজের কৃত হইলে নূতন বিচার সম্বন্ধে যেই বিধানের নিয়মাধীন হইত সেইই বিধানের নিয়মাধীন হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

৬ অধ্যায় ।

নূতন বিচার ও পুনর্ব্বার শুনানী হইবার কথা ।

আদালতের বিচার ও আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবার কথা ।

ছোট আদালতে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা ।

৩৯ ধারা । পশ্চাল্লিখিত বিশেষ বিধানের স্থল ভিন্ন কোন মোকদ্দমায় ছোট আদালতের প্রত্যেক ডিক্রী ও আজ্ঞা চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইবে, কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫২৯ ধারামত ডিক্রী ভিন্ন কোন মোকদ্দমার ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি আট দিনের মধ্যে কোন পক্ষ প্রার্থনা করিলে আদালত যেরূপ নিয়ম যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন সেইরূপ নিয়মে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে এবং আনুষ্ঠানিক কার্য্য তৎকালের নিমিত্ত স্থগিত রাখিতে পারিবেন ।

পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনাপত্রের কথা ।

৪০ ধারা । কোন মোকদ্দমায় বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক হইলে, বিচার হইবার পর আট দিনের মধ্যে কোন পক্ষ ঐ মোকদ্দমার পুনর্ব্বার শুনানী হয় এই আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনা করিতে পারিবেন ।

ঐ প্রার্থনাপত্র আফিডেবিট দ্বারা সমর্থন করিতে হইবে এবং প্রার্থক আডবোকেট উকীল বা আটর্ণি দ্বারা উপস্থিত হইলে ঐ প্রার্থনাপত্র সমর্থনার্থ শুনানীর সময়ের প্রধান উকীলের লিখিত এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে যে তাঁহার মতে ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বার শুনিবার বিশিষ্ট হেতু আছে । ঐ প্রার্থনাপত্র শুনিয়া যদি হাই কোর্টের এরূপ মত হয় যে বিচারে ভ্রম বা ত্রুটি হইয়াছে কিম্বা উক্তরূপ পুনর্ব্বার শুনানীর অন্যান্য বিশিষ্ট হেতু আছে তবে কোর্ট এক পক্ষের কথা শুনিয়া যেরূপ নিয়ম উচিত বোধ করেন সেইরূপ নিয়মে ঐ রূপ পুনর্ব্বার শুনানী হইবার আজ্ঞা দিয়া তাহার দিন ধার্য্য করিবেন উহার সংবাদ বিপক্ষ পক্ষকে দেওয়া যাইবে ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৪৫ ৫৪৬ ও ৫৪৭ ধারায় আপীল হইলে ডিক্রী স্থগিত ও জারী করণ সংক্রান্ত যে ২ বিধি আছে তাহা এই ধারামত প্রার্থনাপত্র ছোট আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল বলিয়া গণ্য হইলে যেরূপে বর্ত্তিত সেইরূপে ঐ প্রার্থনাপত্রের প্রতি বর্ত্তিবে ।

পুনর্ব্বার শুনানী হইবার সময়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা ।

৪১ ধারা । ৪০ ধারামতে যে দিন ধার্য্য করা যায় সেই দিন কিম্বা শুনানীর দিনান্তর নিরূপিত হইয়া থাকিলে সেই দিন হাই কোর্ট বা ঐ কোর্টের কোন জজ হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্য ক্রমে উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় ঐ মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন । ছোট আদালতের বাদী ঐ মোকদ্দমায় বাদী বলিয়া ও ছোট আদালতের প্রতিবাদী প্রতীবাদী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং মোকদ্দমার বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার আজ্ঞা হয় নাই বলিয়া জ্ঞান হইবে । এই ধারামতে যে মোকদ্দমার পুনর্ব্বার শুনানী হয়, তাহাতে এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্য ক্রমে উপস্থিত মোকদ্দমা সংক্রান্ত ঐ কোর্টের রীতি ও কার্য্য প্রণালী অনুসৃত হইবে । কিন্তু এই ধারামত কোন বিচার ডিক্রী বা আজ্ঞার উপর আপীল হইবে না ।

হাই কোর্টের ডিক্রী জারী করণের কথা ।

৪২ ধারা । উক্তরূপ পুনর্ব্বার শুনানী হইলে কোন হাই কোর্ট যে প্রত্যেক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন তাহা ঐ কোর্টের অন্যান্য ডিক্রীর ন্যায় ঐ হাই-কোর্ট জারী করিতে পারিবেন কিম্বা উক্ত হাই কোর্ট আপন বিবেচনামতে তাহা জারী করিবার নিমিত্ত ঐ ছোট আদালতে পাঠাইতে পারিবেন ।

---

৭ অধ্যায় ।

স্থাবর সম্পত্তির পুনঃ প্রাপ্তি বা অধিকার সম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্যের কথা ।

বিনা অনুমতিতে যে ব্যক্তি সম্পত্তি দখল করিয়া থাকে তাহাকে সমন দিবার কথা ।

৪৩ ধারা । যে কোন স্থাবর সম্পত্তি ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকে এবং প্রতিযোগিতার অতুচ্চ খাজানার হারে যাহার বার্ষিক মূল্য এক হাজার টাকার অধিক না হয়, কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অথবা যৎসূত্রে ঐ অন্য ব্যক্তির দাওয়া সেই ব্যক্তির প্রজাভাবে বা অনুমতিক্রমে যদি সেই ভূমি দখল করিয়া থাকেন

এবং যদি ঐ প্রজা ভাব শেষ বা অনুমতি রহিত হইয়া থাকে

এবং উক্ত প্রজা বা দখলকার অথবা তাহার অধীনে বা নিয়োগ ক্রমে ভূমিভোগী কোন ব্যক্তি (ইহারা পরে দখলকারী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে) উক্ত অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে এবিষয়ে আদেশ পাইলেও তদনুসারে ঐ সম্পত্তি দিতে অস্বীকার করিলে,

(পরে দরখাস্তকারী বলিয়া অভিহিত) ঐ অন্য ব্যক্তি দখলকারির বিরুদ্ধে সমন দিবার নিমিত্ত ছোট আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন । ঐ সমনে উক্ত দখলকারির প্রতি এই আদেশ থাকিবে, যে, ঐ সম্পত্তি দিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি কেন বল প্রয়োগ করা যাইবে না, সমননির্দ্দিষ্ট তারিখে তাহার কারণ দর্শাইবেন ।

সমন জারী করিবার কথা ।

৪৪ ধারা । দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে প্রতিবাদির উপর সমন জারী করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে সেই প্রণালীমতে দখলকারির উপর সমন জারী করা যাইবে ।

দখল দেওয়াইবার আজ্ঞার কথা ।

৪৫ ধারা । যদি দখলকারী নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না হয় ও বিপরীত কারণ না দর্শায় তবে দরখাস্তকারী ৪৩ ধারামতে দরখাস্ত করিতে স্বত্ববান্ ছোট আদালতের এই রূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে তিনি উক্ত আদালতের বেলিফের প্রতি অনুজ্ঞাপত্র

[গবর্ণমেণ্টগেজেট । ১৮৮১ । ৫ জুলাই ।]

পাইবার অধিকারী হইবেন ঐ অনুজ্ঞাপত্রে উক্ত আদালত যে তারিখের নাম করা উচিত বোধ করেন সেই তারিখে দরখাস্তকারিকে ঐ সম্পত্তির দখল দেওয়াইবার নিমিত্ত বেলিফের প্রতি আদেশ থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—যদি দখলকারী প্রমাণ করিতে পারেন যে, যে স্বত্বের বলে প্রজাভাব সৃষ্ট বা অনুমতি প্রদত্ত, হয় দরখাস্তের তারিখের পূর্ব্বে সে স্বত্ব লোপ হইয়াছে তাহা হইলে তিনি এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী কারণ দর্শাইয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

উক্ত অনুজ্ঞাপত্রের বলে বেলিফের সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া দখল দিতে পারিবার কথা।

৪৬ ধারা। উক্তরূপ কোন অনুজ্ঞাপত্র যে বেলিফকে দেওয়া যায়, উহার বলে সেই বেলিফ পূর্ব্বাহ্ন ছয়টার ওপর অপরাহ্ন ছটার পূর্ব্বে সাহায্য জন্য যত জন লোক আবশ্যক বোধ করেন লইয়া অনুজ্ঞাপত্র লিখিত সম্পত্তিতে প্রবেশ পূর্ব্বক দরখাস্তকারিকে তাহার দখল দেওয়াইতে পারিবেন, এবং দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তি দখল পাইবার স্বত্ব

অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দেওন প্রভৃতিনিমিত্ত জজ বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন কার্য্যানুষ্ঠান না হইতে পারিবার কথা।

ছিল না কেবল এই কারণে উক্ত অনুজ্ঞাপত্রদাতা ছোট আদালতের কোন জজের বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে অথবা ঐ অনুজ্ঞাপত্রমতে কার্য্যসাধক বা পূর্ব্বোক্তরূপ কোন সমন জারীকারী কোন বেলিফ বা অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্তরূপ কোন অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দিবার বা সাধন বা জারী করিবার নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা বা অভিযোগ চালান যাইবে না।

দরখাস্তকারির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তিহেতুক তাঁহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না করিবার কথা।

৪৭ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময়ে উক্ত দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে, উক্ত আজ্ঞাক্রমে দখল লইতে কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তি বা দোষ বা অনিয়ম যদি ঘটে, তজ্জন্য তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার পক্ষে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না। কিন্তু

দখলকারির ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।

উক্ত ভ্রান্তি বা দোষ বা অনিয়ম নিবন্ধন কোন ব্যক্তির ক্ষতি হইলে, সেই অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তি ঐ ক্ষতিপূরণের আদায় নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

উক্তরূপ কোন ক্ষতির প্রমাণ না হইলে, মোকদ্দমা ডিসমিস করা যাইবে এবং যে কোন স্থলে ক্ষতির প্রমাণ হয়, সেই স্থলে আদালতের অবধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দশ টাকার অধিক না হইলে যে জজ বিচার করেন তিনি যদি এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট না দেন যে তাঁহার মতে বাদিকে সম্পূর্ণ খরচা দেওয়া উচিত, তবে আদালত বাদিকে ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত খরচা দিবেন না।

অন্যায়ভাবে আজ্ঞা পাইলে দরখাস্তকারির দায়ের কথা।

৪৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দরখাস্তকারী কোন সম্পত্তির দখল পাইলে, যদি পূর্ব্বোক্তরূপ আজ্ঞা পাইবার দরখাস্ত করিবার সময়ে তাঁহার ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব না থাকে, তবে ঐ আজ্ঞাক্রমে যে ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করেন, এই আইনের কোন কথায় সেই ব্যক্তির মোকদ্দমা হইতে উক্ত দরখাস্তকারী বঞ্চিত হইবেন এরূপ জ্ঞান হইবে না।

এরূপ স্থলে আজ্ঞা পাইবার দরখাস্তই অনধিকার প্রবেশের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময়ে, উক্ত দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব না থাকিলে, যদি উক্ত আজ্ঞা দেওয়া হয়, তবে তৎক্রমে দখল না লইলেও দরখাস্তকারী দখলকারির বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

দখলকারী দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার জামিন দিলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

৪৯ ধারা। এই ৪৩ ধারামত দরখাস্ত করা গেলে দখলকারী নিজে যদি দুইজন জামিনের সহযোগে, ছোট আদালত সম্পত্তির মূল্য ও পশ্চাল্লিখিত মোকদ্দমার সম্ভাবিত খরচার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যত টাকা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন তত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া, অবিলম্বে দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের ক্ষতিপূরণ নিমিত্ত হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে এবং ঐ মোকদ্দমা আপনি না চালাইলে বা দরখাস্তকারির অনুকূলে বিচার হইলে মোকদ্দমার সমুদয় খরচা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন, তবে যাবৎ ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয় ছোট আদালত উক্ত দরখাস্তের অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

উক্তরূপ কোন মোকদ্দমায় দখলকারী দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইলে ৪৫ ধারাক্রমে যদি কোন আজ্ঞা করা হইয়া থাকে তাহা রহিত হইয়া এই ডিক্রী প্রবল হইবে।

এই ধারামত মোকদ্দমায় ২২ ধারার কোন কথা খাটিবে না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন দ্বারা কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত হইবার কথা।

৫০ ধারা। এই অধ্যায়মত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্যে, এই আইনের প্রকারান্তরের বিধান স্থল ছাড়া অন্যত্র ছোট আদালত যত দূর হইতে পারে, প্রথমস্থলীয় আদালতের নিমিত্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিবেন।

দখল পাওয়া গেলে স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত মোকদ্দমার বাধা না হইবার কথা।

৫১ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন স্থাবর সম্পত্তির দখল পাওয়া গেলে, তাহার স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন বাধা হইবে না।

---

৮ অধ্যায়।

হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

প্রশ্নার্পণ যে সময়ে করিতেই হইবে তাহার কথা।

৫২ ধারা। যদি ছোট আদালতের দুই বা তদধিক জজ কোন মোকদ্দমায় বা এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে একত্র আসীন হইয়া আইনঘটিত বা আইনতুল্য বলবৎ রীতিঘটিত কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে

কিম্বা যদ্দ্বারা মোকদ্দমার গুণাগুণ স্পৃষ্ট হয় কোন দলীলের এরূপ অর্থকরণ সম্বন্ধে ভিন্নমত হন,

কিম্বা কোন মোকদ্দমার বা উক্তরূপ কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে যদি উক্তরূপ কোন প্রশ্ন উঠে এবং কোন পক্ষ প্রার্থনা করেন,

তবে ছোট আদালত উক্ত মোকদ্দমার বৃত্তান্তঘটিত বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৬১৭ ধারামতে উক্ত বর্ণনাপত্র হাই কোর্টের মত জন্য অর্পণ করিয়া হয় রায় দেওয়া স্থগিত রাখিবেন, না হয় উক্ত মত সাপেক্ষ করিয়া রায় দিবেন।

যে পক্ষের বিরুদ্ধে সাপেক্ষ রায় দেওয়া যায় উক্তরূপ প্রত্যর্পণ হইলে তাহার জামিন দিতে হইবার কথা।

৫৩ ধারা। হাই কোর্টের মত সাপেক্ষ করিয়া ৫২ ধারামতে রায় দেওয়া গেলে, যে পক্ষের বিরুদ্ধে ঐ রায় দেওয়া যায় তিনি অবিলম্বে হাই কোর্টে প্রত্যর্পণ করিবার খরচার ও রায়ের লিখিত টাকার জামিন দিবেন। ছোট আদালত ঐ জামিন মঞ্জুর করিবেন।

কিন্তু যে জজ কোন মোকদ্দমার বিচার করেন, তিনি ঐ মোকদ্দমার রায়ের লিখিত টাকা আদালতে দিবার আজ্ঞা করিলে এবং তদনুসারে তাহা দেওয়া গেলে ঐ টাকার নিমিত্ত কোনরূপ জামিন দিবার আদেশ করা যাইবে না।

উক্তরূপ জামিন না দেওয়া গেলে ঐ পক্ষ রায় মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

পূর্ব্বোক্তরূপ জামিন অবিলম্বে দেওয়া না গেলে যে পক্ষের বিরুদ্ধে উক্তরূপ সাপেক্ষ রায় দেওয়া হইয়াছে সেই পক্ষ তাহা মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

৯ অধ্যায়।

ফী ও খরচার কথা।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ফীর কথা।

৫৪ ধারা। প্রত্যেক মোকদ্দমার আবেদনপত্রে ও ৪০ ও ৪৩ ধারামত প্রার্থনাপত্রে

(ক) বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচ শত টাকার অনধিক হইলে, ঐ পরিমাণ বা মূল্যের উপর টাকা প্রতি দুইআনার অনধিক,

(খ) বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক হইলে ৬২।।০ ও পাঁচশত টাকার অতিরিক্ত পরিমাণ বা মূল্যের উপর টাকা প্রতি এক আনার অনধিক, ফী দেওয়া যাইবে, এবং যাবৎ ঐ ফী দেওয়া না যায়, উক্তরূপ কোন আবেদন বা প্রার্থনাপত্র গ্রহণ করা যাইবে না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৮ অধ্যায়মত নিয়মপত্র দাখিল করিতে হইলে ১০ টাকা ফী দিতে হইবে।

পরওয়ানার ফীর কথা।

৫৫ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য এই আইনের তৃতীয় তফসীলের প্রথম ঘরের নির্দ্দিষ্ট টাকার অধিক, কিন্তু দ্বিতীয় ঘরের নির্দ্দিষ্ট টাকার অনধিক হইলে উক্ত তফসীলের তৃতীয় ও চতুর্থ ঘরে যে২ ফী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ২ ঘর যে২ পরওয়ানা সম্পর্কীয় হয় এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে সেই২ পরওয়ানা বাহির হইবার পূর্ব্বে সেই২ ফী দিতে হইবে। যে ব্যক্তির পক্ষে যে পরওয়ানা বাহির হয়, সেই ব্যক্তির সেই পরওয়ানার ফী দিতে হইবে।

শুনানীর পূর্ব্বে আপোষে মিটাইলে অর্দ্ধেক ফী ফিরাইয়া দিবার কথা।

৫৬ ধারা। উক্তরূপ কোন মোকদ্দমার বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যের শুনানী হইবার পূর্ব্বে পক্ষেরা আপোষে তাহা মিটাইয়া ফেলিলে, তৎকাল পর্য্যন্ত যত ফী দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে যেপক্ষ যাহা দিয়াছেন ছোট আদালত তাঁহাকে তাহার অর্দ্ধেক ফিরাইয়া দিবেন।

দরিদ্র ব্যক্তিদের ফী ও খরচার কথা।

৫৭ ধারা। কোন দরিদ্র ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বা ৪৩ ধারামত দরখাস্ত দিলে, ছোট আদালত যদি উচিত বিবেচনা করেন, ৫৪ ও ৫৫ ধারার উল্লিখিত ফী না লইয়া অথবা উক্ত ফীর কিয়দংশ লইয়া ঐ মোকদ্দমা ও দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া রেজিষ্টরী করিতে পারিবেন।

ফী পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৮ ধারা। ৫৪ ও ৫৫ ধারামতে যে ফী দিতে হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া তাহার পরিমাণ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন স্থলে উক্ত ফীর পরিমাণ ঐ ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হইবে না।

ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত করিবার খরচের কথা।

৫৯ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য বিশ টাকার অধিক না হইলে কোন পক্ষ আডবোকেট উকীল, আটর্নি বা অন্য কোন ব্যবহারাজীবিকে নিযুক্ত করিয়া যাহা খরচ করেন, তাহা এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ছোট আদালতে খরচা বলিয়া দেওয়া যাইবে না কিন্তু যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ঘটনা বশতঃ উক্তরূপ ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত করা যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা হইলে ঐ খরচ দেওয়া যাইবে।

আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ৩ও ৫ ও ২৫ ধারা সংরক্ষণের কথা।

৬০ ধারা। এই অধ্যায়ের কোন কথায় আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ৩ ও ৫ ও ২৫ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

১০ অধ্যায়।

সামান্য আমলাদের অসদাচরণের কথা।

কর্ম্মচারিদের জরিমানা হইতে পারিবার কথা।

৬১ ধারা। কোন ক্লার্ক, বেলিফ বা আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা আপন পদের কার্য্য সম্পাদনে অসদাচরণ বা উপেক্ষা দোষে দোষী হইলে, চীফ জজ আজ্ঞা দিয়া তাহার এক মাসের

বেতনের অনধিক পরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবেন এবং ঐ জরিমানা তাহার বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

৬২ ধারা। যদি কোন ক্লার্ক বেলিফ বা ছোট আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা আপন পদোপলক্ষে কোন আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিতে নিযুক্ত হইয়া উপেক্ষা বা না জানার ভান বা ত্রুটি করিয়া উক্ত আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিবার সুযোগ হারায়, তবে উক্তরূপ উপেক্ষা বা না জানার ভান বা ত্রুটি করাতে যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে যে টাকার নিমিত্ত উক্ত আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট দেওয়া হইয়াছিল কোন স্থলে সেই টাকার অধিক না হয় এরূপ যত টাকা চীফ জজ ঐ কারণ নিবন্ধন ঐ ব্যক্তির ক্ষতির পরিমাণ তুল্য জ্ঞান করেন উক্ত চীফ জজের আজ্ঞাক্রমে ঐ ক্লার্ক বেলিফ বা আমলা তত টাকা দিতে দায়ী হইবে।

আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিতে বেলিফ বা অন্য কর্ম্মচারির ত্রুটির কথা।

৬৩ ধারা। কোন ক্লার্ক বেলিফ বা ছোট আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা উক্ত আদালতের পরওয়ানা উপলক্ষ করিয়া বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা অসদাচরণ করিয়াছে বলিয়া, অথবা উক্ত আদালতের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া যে টাকা আদায় করে তাহা বা তাহার হিসাব যথাবিধি দেয় নাই বলিয়া তাহার নামে যদি অভিযোগ হয় তবে আদালত উক্ত অভিযোগের তদন্ত লইয়া সেরূপ উচিত বোধ করেন উক্ত কর্ম্মচারির উক্ত বলপূর্ব্বক গৃহীত টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবার বা পূর্ব্বোক্তরূপে আদায় করা কোন টাকা ও ক্ষতিপূরণ ও খরচা দিতে হইবার সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারিদের বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা ত্রুটির কথা।

৬৪ ধারা। এই আইনমত মোকদ্দমায় সাক্ষিদিগকে সমন দিয়া হাজির করাইবার ও বলপূর্ব্বক দলীল উপস্থিত করাইবার যে২ ক্ষমতা ছোট আদালতের আছে এই অধ্যায়মত তদন্ত কার্য্যে উক্ত আদালতের সেই২ ক্ষমতা থাকিবে।

আদালতের সাক্ষিদিগকে সমন প্রভৃতি দিতে পারিবার কথা।

৬৫ ধারা। টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার এই অধ্যায়মত আজ্ঞাক্রমে টাকা দেওয়া না গেলে যে ব্যক্তিকে ঐ টাকা দেয় হয় সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞা আপনার অনুকূলে ছোট আদালতের ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করিতে পারিবেন।

আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

---

১১ অধ্যায়।

আদালতের প্রতি অবজ্ঞার কথা।

৬৬ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭৫, ১৭৮ ১৭৯ ১৮০ বা ২২৮ ধারায় যেরূপ অপরাধের বর্ণনা আছে ছোট আদালতের দৃষ্টি গোচরে বা সম্মুখে তদ্রূপ কোন অপরাধ করা গেলে, উক্ত আদালত অপরাধিকে হেফাজতে রাখাইতে পারিবেন এবং সেই দিন আদালত বরখাস্ত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে উচিত বোধ করিলে অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধির দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড এবং তাহা না দিলে দেওয়ানী জেলে এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত কাল গত হইবার পূর্ব্বে অর্থদণ্ডের টাকা দিলে অপরাধী মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

কোন২ অবজ্ঞার স্থলে আদালতের কার্য্য প্রণালীর কথা।

৬৭ ধারা। উক্তরূপ প্রত্যেক স্থলে, ঐ আদালত যে২ বৃত্তান্ত লইয়া অপরাধ হয় তাহা ও অপরাধির কৃত কোন উক্তি থাকিলে তাহা, এবং নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

উক্তরূপ স্থলে যাহা লিপিবদ্ধ হইবে তাহার কথা।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৮ ধারামত অপরাধ হইলে, যে সময়ে বাধা প্রাপ্ত বা অপমানিত হন, সেই সময়ে আদালত যে বিচার সংক্রান্ত কার্য্যে অধিবিষ্ট ছিলেন সেই কার্য্যের ভাব ও চলনের অবস্থা এবং উক্ত বাধা বা অপমানের প্রকৃতি ঐ লিপিবদ্ধ কথার মধ্যে হইতে হইবে।

৬৮ ধারা। যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ৬৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট ও আপনার দৃষ্টি গোচরে বা সম্মুখে কৃত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন কারাদণ্ড কিম্বা দুই-শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড হওয়া উচিত অথবা যদি অন্য কোন কারণে আদালত বিবেচনা করেন যে ৬৬ ধারামতে উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত নহে, তবে আদালত যে২ বৃত্তান্ত লইয়া অপরাধ হয় তাহা এবং পূর্ব্বলিখিত বিধিমত অপরাধির উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া মোকদ্দমা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটর নিকট পাঠাইতে পারিবেন এবং ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে বলিয়া জামিন লইবার আদেশ দিতে পারিবেন, অথবা উপযুক্ত জামিন না দেওয়া গেলে ঐ ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

৬৬ ধারমতে মোকদ্দমা লইয়া কর্য্য হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লইয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের যে ধারা অনুসারে তাহার নামে অভিযোগ হয় অপরাধির প্রতি সেই ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৬৯ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করা গেলে তাহা করিতে অস্বীকার করা কিম্বা সেই কর্ম্ম না করা অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করা বা কার্য্যের বাধা দেওয়া প্রযুক্ত, আদালত ৬৬ বা ৬৮ ধারামতে ঐ অপরাধির দণ্ডনিরূপণ করিলে কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইলে, যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা বা আদেশ মানিতে স্বীকার করে অথবা আদালতের সন্তোষমতে অপরাধ স্বীকার করে, তবে আদালত স্বেচ্ছামতে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে পারিবেন।

অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

৭০ ধারা। ছোট আদালতের সম্মুখে কোন সাক্ষিকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সে তাহার উত্তর দিতে কিম্বা তাহার অধিকারগত বা ক্ষমতাধীন যে দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হয় তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে, এবং অস্বীকার করণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না দেখাইলে, ঐ আদালত ঐ ব্যক্তির সাত দিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে কিম্বা তাহাকে তত দিন আদালতের কোন কর্ম্মচারির হেফাজাতে অর্পণ করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে উত্তর দিতে বা স্থলবিশেষ উক্ত দলীল উপস্থিত করিতে সম্মত হইলে, তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও অস্বীকার করিতে থাকিলে এই আইনের ৬৬ বা ৬৮ ধারার বিধানমতে তাহাকে লইয়া কার্য্য হইতে পারিবে।

উত্তর দিতে বা দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার বা হেফাজতে রাখিবার কথা।

৭১ ধারা। ৬৬ বা ৭০ ধারামত আজ্ঞাক্রমে কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করিলে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ৮৭৭ সালের আইনের অপীল সংক্রান্ত বিধান সমূহ যত দূর বর্ত্তিতে পারে এই ধারামত আপীলের প্রতি বর্ত্তিবে।

৬৬ ও ৭০ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

---

১২ অধ্যায়।

বিবিধ কথা।

৭২ ধারা। হাই কোর্টের অ্যাডবোকেট উকীল বা আটর্ণি ভিন্ন অথবা যিনি এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে ছোট আদালতের উকীল থাকেন তদ্ভিন্ন, কোন ব্যক্তি এই আইনমত ছোট আদালতের কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উপস্থিত হইতে, বাদানুবাদ করিতে বা কর্ম্ম করিতে পারিবেন না, এবং

কে উপস্থিত হইতে পারিবে ইত্যাদি কথা।

(ক) হাই কোর্টের উকীলের বা আটর্ণির নিকট কিম্বা ছোট আদালতের উকীলের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হাই কোর্টের অ্যাডবোকেট কিম্বা

(খ) হাই কোর্টের উকীল ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি, বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য এক হাজার টাকার অধিক হইলে ঐ রূপ কোন মোকদ্দমার শুনানী সময়ে আদালতে বক্তৃতা বা সাক্ষিদিগকে পরীক্ষা করিবেন না।

কোন ব্যক্তির নিজের কিম্বা মোকদ্দমা সংক্রান্ত অন্য কোন ব্যক্তির মোকদ্দমা চালাইবার যে স্বত্ব আছে অথবা এই আইন ক্রমে বর্ত্তমান দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনমতে কোন ব্যক্তির স্বীকৃত মোক্তারের যে স্বত্ব আছে এই ধারার কোন কথায় তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

৭৩ ধারা। দলীল উপস্থিত করিবার নোটিস সাক্ষিদের সমন, এবং (প্রতিবাদির প্রতি সমন ও জারীর পরওয়ানা ছাড়া) এই আইনমতে ছোট আদালতের প্রতি প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে অন্য যে সকল পরওয়ানা দেওয়া যায় তৎসমুদয়, আদালতসাধারণ বা বিশেষ আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিলে আদালত সময়২ এতদর্থে যে ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করেন তাহাদের দ্বারা জারী করা যাইতে পারিবে।

যে ব্যক্তিদের দ্বারা পরওয়ানা জারী করা যাইতে পারে, তাহাদের কথা।

৭৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদনাধীনে হাই কোর্ট যেরূপ নির্দ্দেশ করেন ছোট আদালত সেইরূপ রেজিষ্টর বহী ও হিসাব রাখিবেন এবং হাই কোর্টে সেইরূপ বর্ণনাপত্র ও রিটর্ণ পাঠাইবেন।

রেজিষ্টর ও রিটর্ণের কথা।

৭৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বা স্থলবিশেষে হাই কোর্ট যেরূপ পাঠ ও প্রণালী উপযুক্ত জ্ঞান করেন সেইরূপ পাঠে ও প্রণালীতে উক্ত গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট সময়ে২ কাগজ পত্র রিটর্ণ ও বর্ণনাপত্র পাঠাইবার যে আদেশ করেন ছোট আদালত সেই আদেশ পালন করিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বা হাই কোর্টের আদেশ মতে ছোট আদালতের কাগজপত্রাদি দিতে হইবার কথা।

৭৬ ধারা। আদালতে যে২ পর্ব্বদিন ও বন্দের দিন পালিত হইবে ছোট আদালত প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন নিমিত্ত প্রেরণ করিবেন।

পর্ব্বদিন ও বন্দের দিনের কথা।

উক্ত অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়া গেলে ঐ তালিকা স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং তদনুসারে উক্ত পর্ব্বের দিন ও বন্দের দিন পালিত হইবে।

৭৭ ধারা। শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ও তাঁহার মন্ত্রিসভার সভ্যদিগকে মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব ও তাঁহাদের মন্ত্রিসভার সভ্যদিগকে, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবকে এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে সংস্থাপিত হাই কোর্টের চীফ জষ্টিস ও জজদিগকে এরূপ ছোট আদালতের আজ্ঞাক্রমে ধৃত করা যাইতে পারিবে না।

ছোট আদালতের দ্বারা ধৃতকরণ হইতে কোন২ ব্যক্তির মুক্ত থাকিবার কথা।

৭৮ ধারা। ছোট আদালতের কোন ডিক্রীর উপর মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

ছোট আদালতের ডিক্রীর উপর মোকদ্দমা না হইবার কথা।

৭৯ ধারা। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ যে স্থান নিরূপণ করেন যে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিতে ছোট আদালতের আজ্ঞা হয় তাহাকে সেই স্থানে কারাবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারিবে।

যে স্থানে কারাবদ্ধ হইবে সেই স্থানের কথা।

৮০ ধারা। এই আইনমত কোন কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তবে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে বাদিকে যথোচিত ক্ষতিপূরণ দিবার প্রস্তাব করা হইয়া থাকিলে বাদী কিছু পাইতে পারিবে না।

আইনমতে ধৃত কোন কর্ম্মহেতুক মোকদ্দমায় প্রস্তাবের কথা।

৮১ ধারা। এই আইনমতে কোন কর্ম্ম করা হইয়াছে বলিয়া যে সকল অভিযোগ হয় তৎসমুদয় ঐ অপরাধ করা গেলে পর তিন মাসের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে।

অভিযোগের মিয়াদের কথা।

প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

যেং ব্যবস্থা রহিত হইল।

A—সুপ্রীম কোর্টের চার্টর।

তারিখ।		যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৭৭৪ সালের ২৬ মার্চ	কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	২১ প্রকরণ।
১৮০০ সাল ২৬ ডিসেম্বর	মান্দ্রাজের সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	৪৭ প্রকরণ।
১৮২৩ সাল ৮ ডিসেম্বর	বোম্বাইয়ের সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	৪৯ প্রকরণ।

B—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয় বা সংক্ষেপ নাম।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৫ সা ৯ আ	কলিকাতা ও মন্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্পকর্জ ও দাওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ মতে আদায় করণের আইন	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।
৮৭৫ সা ২০ আ	১৮৫ সালের ৯ আইন সংশোধন করিবার আইন	সমুদয়।
১৮৬৪ সা ২৬ আ	কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ঐ২ আদালতে অধিক সংখ্যক বিচার কর্ত্তাকে নিযুক্ত করণের বিধান করিবার আইন	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।
১৮৭৭ সা ১ আ	দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইন	৮ ধারা ২ প্রকরণ।

C—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৬৭ সা ৬ আ	বোম্বাইয়ের ছোট আদালত দ্বারা যে সকল ব্যক্তি কারারুদ্ধ হয় তাহাদের খোরাকীর উৎকৃষ্টতর বিধান করণার্থ আইন।	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮ ৫ জুলাই।]

দ্বিতীয় তফসীল।

(২৩ ধারা দেখ।)

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের যে২ অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তান গেল।

পরিভাষা। ২ ধারা। অর্থকরণের ধারা।

১ অধ্যায়।—১১ ধারা ছাড়া আদালতের এলাকার ও পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

২ অধ্যায়।—১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ ধারা ২০ ধারার ৪ প্রকরণ, এবং ২২ অবধি ২৪ পর্য্যন্ত ধারা, ২৫ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ ছাড়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

৩ অধ্যায়।—৩৭ ধারার (খ) ও শেষ প্রকরণ ছাড়া উভয় পক্ষ ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনা করণ ও ক্রিয়া বিষয়ক বিধি।

৪ অধ্যায়।—৪২ ধারা ও ৪৪ ধারার ক বিধি ছাড়া মোকদ্দমার আকার বিষয়ক বিধি।

৫ অধ্যায়।—৫৩ ধারার (ঙ) প্রকরণ ও ৫৫ ধারা ও ৫৭ ধারার (খ) প্রকরণ ও ৫৮ ও ৬২ ধারা ছাড়া মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ক বিধি।

৬ অধ্যায়।—৬৪ ধারার ' ও ৫৮ ধারার আদেশমতে তাহার নকল কি সংক্ষেপ বর্ণনা পত্র অর্পণ করা গেলে এই ২ কথা ও ৬৫ ও ৬৬ ও ৮৬ ধারা ছাড়া সমন বাহির করণ ও দেওন বিষয়ক বিধি।

৭ অধ্যায়।—উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফল বিষয়ক বিধি।

৮ অধ্যায়।—১০ ১১২ ও ১১৩ ধারা ছাড়া বর্ণনাপত্র ও দাওয়ার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি।

৯ অধ্যায়।—১১৯ ধারা ছাড়া আদালতের দ্বারা উভয় পক্ষের পরীক্ষা লওন বিষয়ক বিধি।

১০ অধ্যায়।—দলীলের সন্ধান লওন ও গ্রাহ্য করণ ইত্যাদি বিষয়ক বিধি। ২৮ অবধি ৩৩ পর্য্যন্ত ধারা ৩৫ ধারা ও যত দূর প্রশ্নের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা ছাড়া ৩৬ ধারা, দ্বিতীয় প্রকরণ ছাড়া ১৩৭ ধারা ১৩৮ ধারা শেষ বাক্য ছাড়া ১৩৯ ধারা, উপনিধি ও "তাহা অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিখিয়া" এই কথা ছাড়া ১৪০ ধারা এবং ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ও ৪৫ ধারা।

১১ অধ্যায়।—ইস্যু নির্ণয় করণ বিষয়ক বিধি। ৫০ ও ১৫১ ধারা।

১২ অধ্যায়।—৫৪ ধারা ও ১৫৫ ধারা ছাড়া প্রথম শ্রবণের সময়ে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণ বিষয়ক বিধি।

১৩ অধ্যায়।—মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

১৪ অধ্যায়।—৬৮ ১৬৯ ৭ ও ৭৫ ধারা ছাড়া সাক্ষিদের নামে সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন বিষয়ক বিধি।

১৫ অধ্যায়।—১৮২ অবধি ৯১ পর্য্যন্ত ধারা ছাড়া মোকদ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওন বিষয়ক বিধি।

১৬ অধ্যায়।—আফিডেবিট বিষয়ক বিধি।

১৭ অধ্যায় — ২০০ ২০১ ২০২ ২০৪ ২০৭ এবং ২১১ অবধি ২১৫ পর্য্যন্ত ধারা ছাড়া, বিচার ও ডিক্রী বিষয়ক বিধি।

১৮ অধ্যায় —খরচা বিষয়ক বিধি।

১৯ অধ্যায়।—ডিক্রী জারী করণ বিষয়ক বিধি ২৩০ ধারার প্রথম দুই প্রকরণ ২৩১ অবধি ২৩৬ পর্য্যন্ত ধারা ২৪৩ অবধি ২৫৯ পর্য্যন্ত ধারা, ২৬৬ ধারা (অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও তাহার ডিক্রীর সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে ২৬৭ অবধি ২৭১ পর্য্যন্ত ধারা ২৭৩ ধারা (অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় ডিক্রীর সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে) ২৭৫ অবধি ৩০৩ পর্য্যন্ত ধারা ৩২৮ অবধি ৩৩৩ পর্য্যন্ত ধারা ৩৩৬ ধারা (শেষ তিন প্রকরণ ছাড়া) ৩৩৭ অবধি ৩৪৩ পর্য্যন্ত ধারা।

২১ অধ্যায়।—কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণ শোধ করণের অক্ষমতা হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

২২ অধ্যায়।—মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোষে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

২৩ অধ্যায়।—আদালতে টাকা দেওন বিষয়ক বিধি

২৪ অধ্যায়।—খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি।

২৫ অধ্যায়।—৩৯৬ ধারা ছাড়া ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

২৭ অধ্যায়।— গবর্ণমেণ্টের বা রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৮ অধ্যায়।—৪৩৩ ধারা ছাড়া ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্নদেশীয় ও এতদ্দেশীয় সরদারের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৯ অধ্যায়।—সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩০ অধ্যায়।—ট্রষ্টী দর ও উইলক্রমে নিরুপিত কর্ম্ম সম্পাদকদের ও ত্রবানিরুপনাধিকারিদের দ্বারা ও তাহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩১ অধ্যায়।—নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩২ অধ্যায়।—সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৩ অধ্যায়।—দরিদ্রপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৪ অধ্যায়।—স্থাবর সম্পত্তির ক্রোক সম্বন্ধীয় ভিন্ন নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।

৩৫ অধ্যায়।—মোকদ্দমার চলন কালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ও ৫০১ ধারা।

৩৬ অধ্যায়।—গ্রাহকদের নিযুক্ত করণ বিষয়ক বিধি ৫০৩ ধারা।

৩৭ অধ্যায়।—আপীল সংক্রান্ত ৫২২ ধারার বিধান ছাড়া সালিসীতে অর্পণ করণ বিষয়ক বিধি।

৩৮ অধ্যায়।—৫২৭ ধারার (খ) প্রকরণের যে অংশ স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কীয় সেই অংশ ছাড়া, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৪৬ অধ্যায়।—হাই কোর্টে প্রশ্নকরণ ও পুনরালোচনা করণ বিষয়ক বিধি।

৪৯ অধ্যায়।—বিবিধ বিধি ৬৪০ অবধি ৬৫১ পর্য্যন্ত ধারা।

তৃতীয় তফসীল।

(৫৭ ধারা দেখ)

সমন ও অন্যান্য পরওয়ানা নিমিত্ত ফী।

বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য নিম্নলিখিত টাকার অধিক	কিন্তু নিম্নলিখিত টাকার অনধিক হইলে	সমনের ফী	অন্যান্য পরওয়ানার ফী।
		টাকা	টাকা
	১০	৵০	
১	২	।	।
২	৫০	।	।
৫	১	১	১
১	২	১।	২
২	৩	১।	৩
৩	৪	১৸	৪
৪	৫	২	৫
৫০	৬	২।	৬
৬	৭	২॥	৭
৭০	৮	৸	৮
৮	৵	১	৯
৯০	১	৺।	১
১	১১	৩৶	১
১	১২	৩	১১
১২০	১৩	৩।৶	১১॥
১৩	১৪	৩৸	২
১৪	১৫	৺৸৶	২
১৫	১৬	৪	১৩
১৬০০	১৭	৪৶	১১
১৭	১৮	৪	১৪
১৮০	১৯০	৪৶	১৪॥
১৯০	২	৪॥০	১৫

জে পিট কেনেডী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA M A AND B L

Bengali Translator

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 5, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তিহার প্রভৃতি।

জিলা মেদিনীপুর।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ৮৮১ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৫ জুলাই আমলি ১২৮৮ সালের ১২ শ্রাবণ বাঙ্গালা ১২৮৮ সালের ১ শ্রাবণ সোমবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ২৩ মে।

তফসীল

তরতীব নম্বর।	এ রেজষ্টরি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১	৮৬	৫৪	ম আলালপাড়া পং গাগনাপুর	নমুনামণী দাসী নদানন্দ নাসাত্ত না বালকের মাতা ও রক্ষক ও বসুমতি দাসী নবদ্বীপচাঁদ নাসাত্ত নাবালগের মাতা ও রক্ষক ও দ্বারিকানাথ ও দর্পনারায়ণ নাসাত্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমাকিঙ্করী দেবী ও শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ও ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভূঞার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেবী যদুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালগের মাতা রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও মধুসূদন নাসত্ত।	১১৯৬৸৶২		
				বাদ মধুসূদন নাসাত্তর পৃথক হিসাব যাহা নিলাম হইবেক না	৪৪৮৸৵৯		
				বাকী নমুনামণী দাসী নদানন্দনাসাত্ত নাবালকের মাতা ও রক্ষক ও বসুমতী দাসী নবদ্বীপচাঁদ নাসাত্ত নাবালকের মাতা ও রক্ষক ও দ্বারিকানাথ ও দর্পনারাণ নাসাত্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমাকিঙ্করী দেবী ও শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য ও গিরিশচন্দ্র পাল ও ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভূঞার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেবী যদুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালকের মাতা রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী ৮৫।৶৭ জন্য নিলাম হইবেক।	৭৪৮৴৫	৩৫৶৭	
২	১৭৩	৯৪	ম বেড়া বেড়া পং কাশীযোড়	উদ্ধবনারায়ণ নানাস্ত্র	৯৯১।১১	৪৬৮৸৶১	
৩	২৩০	১৫	ম কাঁটাপাল পং খড়্গপুর	কুঞ্জবেহারি রায় ও শ্রীনাথচরণ পাল ও রামকুমার দে ও দ্বারিকানাথ পাল ও ক্ষেত্রমোহন পাল ও প্রাণগোবিন্দ নাগ ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও জ্যোতীন্দ্রকুমার ও রবীন্দ্রকুমার ও নগেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার ও গুণেন্দ্রকুমার নাগ নাবালগগণ কোর্টওয়ার্ডসের অধীন মেনেজার দ্বারিকানাথ নাগ	মাররোড়হণ্ড ১ ৩ ৭	১৫৪৸৶৪	
৪	৩	১৮৭	ম নালগোবিন্দপুর ও গোপালপুর পং অমরশী	গঙ্গারাম মাইতি ও আনন্দলাল রায় ও কুড়ারাম রায় ও গঙ্গারাম মাইতি ও শ্রীমত্যা নতীকন বিবি মাতা রক্ষক লাল খাঁ ও আলতাপ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আলাদাদ খাঁ ও চাঁদমণী ও মধুসূদন সিংহ	৬০৩।৵৯		
				বাদ কুড়ারাম রায় ও গঙ্গারাম মাইতি পৃঃ হিঃ ৬০।৯ বাদ শ্রীমত্যা নতীকন বিবি মাতা রক্ষক লাল খাঁ ও আলতাপ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আলাদাদ খাঁর পৃঃ হিঃ ১১২৸৶ বাদ চাঁদমণীর পৃঃ হিঃ ৭৫।৵১০ বাদ মধুসূদন সিংহের পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না ৪৭৶৩	২৯৪৸১০		

তরতীব নম্বর।	এঃ রেজেষ্টরি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				বাকী গঙ্গারাম মাইতি ও আনন্দলাল রায়ের এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী ১৫৮/২ জন্য নিলাম হইবেক	৩০৭৮১১	১৫৮/২	
৫	৪০০	২৫৯	মঃ বাড়ুয়াশিয়াম ও ফুলডিহা পং খাজার	লক্ষ্মীনারায়ণ মহাপাত্র ও শ্রীমতী প্যারীমনী দাসী প্রকাশিত পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী কমলেকামিনী দাসী বনিতা ভরিতাচরণ পাল ও ভগীরথ জানা ও মানিকরাম খাটুয়া ও চৌ জন্মেজয় মল্লীক ও কৃষ্ণপ্রসাদ ও মধুসূদন অট্ট ও ও বল্লভরাম ও অযোধ্যারাম খাটুয়া ও করালীচরণ দত্ত ও তারামনী দাসী রামপ্রসাদ রায়ের বনিতা ও সীতানাথ ও রমানাথ ঘোষ ও মানিকরাম খাটুয়া।	৫০২।/১০		
				বাদ সীতানাথ ও রমানাথ ঘোষ ও মানিকরাম খাটুয়ার পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না	১১৫৷৷৶০		
				বাকী লক্ষ্মীনারায়ণ মহাপাত্র ও শ্রীমতী প্যারিমনী দাসী প্রকাশিত পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী কমলেকামিনী দাসী বনিতা ভরিতাচরণ পাল ও ও ভগীরথ জানা ও মানিকরাম খাটুয়া ও চৌঃ জন্মেজয় মল্লীক ও কৃষ্ণপ্রসাদ ও মধুসূদন অট্ট ও বল্লভরাম ও অযোধ্যারাম খাটুয়া ও করালীচরণ দত্ত ও তারামনী দাসী রাম প্রসাদ রায়ের বনিতার এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী ১৯।/৪ জন্য নিলাম হইবেক।	৩৮৬৷৷৶৭	১৯।/৪	
৬	৪১২	২৭১	ম বাড় বাঁশী পং খজার।	হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও জনার্দ্দন মাইতি ও খয়রাত রালিও শ্যামরাউত ও মধুসূদন মানা ও প্যারিমনী দাসী ও শ্রীমতী স্বর্ণমনী ও নরহরি মান্নিক ও বেচারাম আচার্য্য ও বাড়েশ্বর বেরা ও অক্ষয়নারাণ বেরা ও নবদ্বীপ চন্দ্র রায় স্বয়ং শিবচন্দ্র রায় নাবালগ ভ্রাতাগণের রক্ষক ও বৈদ্যনাথ সভপতি ও শ্রীমতী রত্নমণী ও মধুসূদন রায় ও ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়রাম ও মধুসূদন জানা ও ঠাকুরদাস ও মাধবচন্দ্র ও ক্ষেত্রমোহন ও লালমোহন ও নরেন্দ্রনাথ পাল ও নবীনচন্দ্র ও অক্রুর চন্দ্র বৰ্দ্ধন ও জগমোহন ও যুধিষ্ঠির দাস ও গোবিন্দরাম মণ্ডল ও নীলমণি মণ্ডল ও কৃষ্ণপ্রসাদ ও মধুসূদন অট্ট ও জগমোহন ও যুধিষ্ঠির দাস ও জয়নারায়ণ দে ও রাধামোহন মাইতি ও দ্বারিকানাথ মাইতি ও গোপীনাথ মাইতি ও রাধানাথ সাহু ও শ্রীমত্যা আদরমণী দেব্যা ও রঘুনাথ দাস পহরাজ ও সীতানাথ দাস পহরাজ মহাপাত্র ও শ্রীমত্যা ঈশ্বরমণী দেব্যা ও শ্রীমতী আনন্দমণী দাসী ও শ্রীমতী আনন্দমণী দাসী শ্রীমতী দিগম্বরী ভাগবৎচন্দ্র দের পত্নী ও মাতঙ্গিনী দাসী স্বরূপ নারাণ মাইতির পত্নী ও তারকনাথ ও ভোলানাথ নাবালকের মাতা ও মহাক্ষেত্র ও শ্রীমতী শশীমণী ও শ্রীমতী আহলাদিনী দাসী ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী দামুমণী দাসী ও কোর্টঅবওয়ার্ডসের অধীন মেদিনীপুরের দ্বারিকানাথ দাস ডঃ জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও জ্যোতীন্দ্রকুমার ও রবীন্দ্রকুমার ও নগেন্দ্রকুমার ও ভূপেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার দাস নাবালক লালমোহন ও ইন্দ্রমোহন ও ভুবনমোহন সেইরূপ।	১৯১৫৬৮/১	২১৯০৮	

তরতীব নম্বর।	এঃরেজিষ্টরি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ও মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
৭	৪১৩	২৭২	মঃ বেলকীপঃ খান্দার	শ্রীমত্যা আদরমনী দেব্যা ও চৌ রঘুনাথ দাস পরস্তাজ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস ও ঈশ্বরামনী ও চৌ প্রেমচাঁদ নাবাল ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন নাবাল ও মদনগোপাল নাবাল ও ঈশ্বরচন্দ্র নাবাল ও মহেন্দ্রনাথ নাবাল। বাদ শ্রীমত্যা আদরমনী দেব্যা ও চৌ রঘুনাথ দাস পরস্তাজ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস ও ঈশ্বরামনী ও চৌঃ প্রেমচাঁদ নাবালগর এজমালি অংশ ৪৪১৶৩ বাদ ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন নাবালগর পৃ, হিঃ ১২৬৶৬ বাদ মদনগোপাল নাবালগর পৃ হিঃ ১২৬৶৭ বাদ মহেন্দ্রনাথ নাবালগর পৃঃ হিঃ নিলাম হইবেক না। ১২৬৶৬ বাকী ঈশ্বরচন্দ্র নাবালগরপৃথক হিসাব যাহার সরকারি বাকী ৫৮।৶৯ জন্য নিলাম হইবেক	৯৪৬॥৶৪ ৮২০।৶১০ ১২৬৶৬	৫৮।৶৯	
৮	৪৭৪	৩০৫	ম বুড়ান পঃ বাটীটাকি।	মহেন্দ্রনাথ রায় ও বলরাম ও রাম কানাই রায় বামাকালী দেবী ও রাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাদ বামাকালী দেবীর পৃঃহিঃ১৩৭॥৶৬ বাদ রাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃঃ হিঃ নিলাম হইবেক না ১৩৭॥৶৫ বাকী মহেন্দ্রনাথ রায় ও বলরাম ও রামকানাই রায়ের এজমালি অংশ যাহা সরকারী বাকী ২৸৶৩ জন্য নিলাম হইবেক।	৫৫০৸৴১০ ২৭৫।৶১১ ২৭৫।৶১১	২৸৶৩	
৯	৬৬১	৩৯১	ম ভিতর বিষন্দ রঃ।০ আনা পঃ ভর্গে বালিসীতা।	গঙ্গারায়ণ ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্র নাথ ও গোপেন্দ্র নাথ প্যারীমোহন ও উদ্ধব নারায়ণ নাবাল।	১৬৫৮৸৶৯	৫১৭৸২	
১০	৬৬২	৩৯২	মঃ ভিতর বিষন্দ র।০ আনা। পঃ ভর্গে বালীসীতা।	দ্বারিকা নাথ নাবাল ও নবীনচাঁদ নাবাল নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা বসুমতী দাসী ও নন্দানন্দ নাবাল নাবালকের মাতা রক্ষক শ্রীমত্যা যমুনামনী দাসী ও দর্পনারায়ণ নাবাল ও প্যারীমোহন দাস ও উমেশচন্দ্র দাস ও গোলোকচন্দ্র ও মধুসূদন নাবালগর। বাদ গোলোকচন্দ্র ও মধুসূদন নাবালগর পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না। বাকী দ্বারিকা নাথ নাবাল ও নবীনচাঁদ নাবাল নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা বসুমতী দাসী ও নন্দানন্দ নাবাল নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা যমুনামনী দাসী ও দর্পনারায়ণ নাবাল ও প্যারীমোহন দাস ও	১৬৫৮৸৶১০ ৮২৯।৶৫ ৮২৯।৶৫	৪।৶১১	

তরতীব নম্বর।	এরেজিষ্টরি নম্বর	তৌজী নম্বর	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিং
				উমেশ চন্দ্র দাসের এজমালি অংশ যাহা সরকারি বকী ৪।৶১১ জন্য নিলাম হইবেক।			
১১	৮২	৭৬৩	ম চাকই ওঃবসাই পংবা,টিটাকি	প্রেমচাঁদ সামন্ত ও উদ্ধব নারায়ণ সামন্ত।	৭৭৮।৫	৩৩৬৻৫	
১২	৮৬	৬	মঃ ছুচকড়া পং কেদার কুণ্ডু	মহেন্দ্রনাথ ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্র নাথ ও গোপেন্দ্র নাথ ও প্যারী মোহন সামন্ত ও প্রেমচাঁদ সামন্ত।	৯৬১৸০		
				বাদ মহেন্দ্রনাথ ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারী মোহন সামন্তর এজমালি অংশ নিলাম হইবেক না।	৬৪১৶৮		
				বাকী প্রেমচাঁদ সামন্তর পৃথক হিসাব যাহা সরকারি বাকী ১০৻ জন্য নিলাম হইবেক।	৩২॥৶৪	১৫০৻৩	
১৩	৯৯	৫১৪	ম ভুঞা পং কেদার কুণ্ডু	শ্রীধর চরণ মন্না ও শ্রীমত্যা দাসমণী দাসী।	১১৩৫। ৩	২৬৫॥৶০	
১৪	৯১৬	৫৬	ম দক্ষি ময়না ডাল পং কি কাশীযোড়া।	রাজীবলোচন সামন্ত ও শ্রীমত্য গণেশমণী দেই ও সহদেব ও গোপাল ও নারায়ণ ও অখি চন্দ্র ও দীনবন্ধু ও বৈষ্ণব দাস কুণ্ডু	৬২৬৸৴৭	।৶৮	
১৫	১১১৭	৬১৫	ম ওমুক গোতা প কাশীযোড়া।	বংশীধর রায়	সাঃপুলিস ৩ ৮৸৲	৭ ৫৶৯	
১৬	১ ৪৩	৬৪	মঃ গুমাই প বঙ্গ।	বিশ্বাম্বর ও শ্রীকান্ত ও রাধামন ত্রৈলোক নাথ বাগ ও শ্রীমত্যা দাসমণী দাসী	১৪৫ ।৶১	১৬৯॥৶৬	
১৭	১ ১	৬৫	গুমাই প বাটী টাকি।	চন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্রনাথ প্যারীমোহন সামন্ত ও প্রেমময়ী দাসী ও সুবলচরণ পাঞ্জা ও শ্রীমত্যা রঙ্গমতা দেই ও শ্রীমত্যা আহ্লাদিনী দাসী ও বৃন্দাবন পাঞ্জা।	৬৫৫৶২	৪৭৸৴৪	
১৮	১২০১	৬৭৮	ম গেঁওখালি প্র কেদার কুণ্ডু	গোবিন্দ বাগ ও দ্বারিকানাথ দাস মেসাজার জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও জ্যোতীন্দ্রকুমার ও রবীন্দ্র কুমার ও নগেন্দ্র কুমার ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্র কুমার নাং কোর্ট অব ওয়ার্ডস	৭২৪৸	১৭৸৶৮	
১৯	১ ১৬	৭৩	ম হাতদুয়া চক পং ময়না চৌর।	কমল কুমারী দাসী হরেকৃষ্ণ মাইতির পত্নী ও সুখদময়ী দাসী গোপাল চন্দ্র মাইতির পত্নী।	২৯৮৲৩	১৮৭।১০	
২০	১ ৪৭	৭৪৩	ম ইন্দা পং খড়্গপুর।	দাসমণী দাসী	১১৩ ৸৶	৫২৯৸৶২	
২১	১৩৫৫	৭৪৮	ম কশাড়া পং কি কাশীযোড়া।	দ্বারিকানাথ দে ও জীবন রাম ভুঞা ও গণেশমণী দেই ও মহেন্দ্র নাথ ও দেবেন্দ্র নাথ ও যোগেন্দ্র নাথ ও উপেন্দ্র নাথ দে।	৬১৪৴২	৻৭	
২২	১৩৫৯	৭৫২	ম আমবাড় পং কি কাশী যোড়া।	কাদেরা চরণ মণ্ডল ও আয়মন নেসা বিবি ও উম্মল ফতেমা ও শ্রীমতী ইজাতন্নেসা ও আবদুল মামুদ ও শ্রীমত্যা সেলামতননেসা ও শ্রীমত্যা উম্মলজন ও রোকিয়া বিবি ও শ্রীমতী কেরামতননেসা ও শ্রীমত্যা জরিবননেসা ও শ্রীমত্য উম্মল বকেতন।	১২৫২।৶৯	৫৮৭৲	

তরতীব নম্বর।	এং রেভেনিউ রোল নম্বর।	তৌজি নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
২৩	১৪২০	৭৯৫	ম জকলা পং খড়্গপুর।	দ্বারিকানাথ ও দর্পনারায়ন দাস ও যমুনামণী দাসী মাতা মহাক্ষেত্র সদানন্দ নাবালগ ও বসুমতী দাসী মাতা রক্ষক নবদ্বীপচাঁদ নাবালগ নাবালগ ও প্রসন্নকুমারী দাসী ও উমাচরণ মহাপাত্র।	৮৭৩।৶	২৯২॥৴৩	
২৪	১৫৩০	৮৫৮	মঃ কামপুর পং গগনেশ্বর।	রাজবল্লভ ও সুধাময় চৌধুরী ও দ্বারিকানাথ মিস ও হৃষিকেশ পাহাড়ি ও গোলোকমণী ও অক্ষয় নারাণ ও অক্ষয়নারাণ মাইতি ও শ্রীনিবাস পাহাড়ি বাদ অক্ষয়ণ বাণ মাইতির পৃথক হিসাব ১ ৫৶৫ বাদ অক্ষয়নারাণ মাইতির পৃথক হিসাব ৬॥৶৯ বাদ শ্রীনিবাস পাহাড়ির পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না। ৩৮।৴ ০ বাকী রাজবল্লভ চৌধুরী ও সুধাময় চৌধুরী ও দ্বারিকনাথ মিত্র ও হৃষিকেশ পাহাড়ির এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী ১ ৸৶৯ জন্য নিলাম হইবেক।	৮ ৬।০৮ ১৭৫।৴ ৩৬২।৶	১৯৸৶৯	*
২৫	১৭৭৫	৲	ম খশরবন প কাশীযোড়া	অক্ষয়নারাণ ও অমৃতলাল ও বসন্তলাল ও পান্নালাল ও প্রমথলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।	নায়পুলীস ৪১২২।৶৴	৻৬	
২৬	১৭৮২	৯৭৩	ম লুটমীয়া পং জুমকাপর	অক্ষয় নারাণ দাস ও বাধাগোবিন্দ ও জগবন্ধু ও শশীশেখর ও বৈষ্ণবদাস পাঞ্জা ও প্রেমচাঁদ দাস ও বৈকুণ্ঠ নাথ জানা ও ব্রজদাস পাঞ্জা।	৮৫৯॥৶৮	২৬৪।৶৫	
২৭	১৮২১	৮৪	ম মাগুরি কাশীযোড়া	দীনবন্ধু মন্না স্বয়ং ও রক্ষক নবদ্বীপ চাঁদ মন্না ও প্রেমচাঁদ ও গোপী নাথ ও মদনলাল নাবালগ ও শ্রীমত্যা পার্ব্বতী দাসী ম তারকব্রহ্মজীবন ও রামলোচন ও রামস্মরণ নাবালগ নাবালক গণ।	১ ৭ ৸৴৭	২২ ৸৶১০	
২৮	১০৭১	২০৫	ম মকরমপুর পং পটাশপুর।	হরলাহীলাল ভকত ও শ্রীমতী অভয়া সুন্দরী দাসী।	১৩৪৬৲	৪৭৩৶	
২৯	১৯৯৪	১০৮৮	ম নারানবাড় ওঃ নারায়নরাড় পং কাশীযোড়া	জীবন কৃষ্ণ ও কুঞ্জবিহারি গোস্বামী ও শ্রীমত্যা হরসুন্দরী দেবী ও রমানাথ গোস্বামী ও শ্যামাচরণ লাহিড়ি ও জগমোহন গোস্বামী ও রামপ্রসাদ বেরা ও রূপনারায়ন মাইতি ও ফকিরচন্দ্র পট্টনাএক ও তারাপ্রসাদ নাবালগ ও কৃষ্ণচরণ পণ্ডা রূপ নারা মাইতি। বাদ তারাপ্রসাদ নাবালগ ও কৃষ্ণচরণ পণ্ডা ও রূপনারায়ণ মাইতি ও ফকিরচন্দ্র পট্টনাএকের পৃথক হিসাব যাহা নিলাম হইবেক না। বাকী জীবনকৃষ্ণ কুঞ্জবিহারি গোস্বামী ও শ্রীমত্যা হরসুন্দরী দেবী ও রমানাথ গোস্বামী ও শ্যামাচরণলাহিড়ি ও জগমোহন গোস্বামি ও রামপ্রসাদ	৬৯২।৶ ১৭২ ৸৴৭		

তৌজী নম্বর।	এঃ রেজীষ্টরি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদরজমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				বাদ বক্তীনারাণ ও উদয়নারাণ দুইর পৃ হি ১২৪॥৵৯ বাদ রাজীবলোচন দাসের পৃ হি ৫২।৫ বাদ গোলোকচরণ প্রধানের পৃঃ হিঃ ১৬৩৵৩ বাদ উমেশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃ হি ২৯৮।১০ বাদ উমাপ্রসাদ রায় মহাশয় স্বয়ং ও নহাফেজ নারায়ণপ্রসাদ ও রাধিকা প্রসাদ ও রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় নাবালকের পৃ হি ৩১৬।১১ বাদ শ্রীমত্যা নবিনাকালী দেব্যার পৃঃ হি নিলাম হইবেক না ৩৩৵৬	৭১৪৮।৵১		
				বাকী কসী দত্তনন্দিনী ও রামনারাণ ভূঞা ও উদ্ধব নারায়ণ ভূঞা ও দেবীপ্রসাদ দে ও নারায়ণপ্রসাদ দে ও গঙ্গামোহন দে বৈকুণ্ঠনাথ দে ও বনমালীচরণ মাইতি ও হরিশচন্দ্র বসু ও সক্কীনন্দীরালী খাঁ ও শ্রীমতী চিত্রামণী দাসী ও রাম চাঁদনন্দী ও শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও জীবনগোবিন্দ দে ও জগবন্ধু রায় এজমালী অংশ যাহা ৩৯৪৲ জন্য নিলাম হইবেক।	১৭৭২।৶	৩৯৪৲	
				বাকী শ্রীমতী চন্দ্রামণী দাসী ও দিন বন্ধু দাস দীগরের মাতা ও কাশী নাথ দাসের পৃথক হিসাব যাহা সরকারী বাকী ১৮।২ জন্য নিলাম হইবেক।	৪১।১	১৮।২	
৩১	২০১	১১ ০	ম। নিশ্চিন্ত্যা ও খাগড়াগেড্যা পং সবঙ্গ।	অক্ষয়নারায়ণ সেন ও মদনমোহন দে ও রাজনারায়ণ সেন ও ইন্দ্র মোহন দে ও রঙ্গলতা দেই নাদরে নহাফেজ রাধানাথ দে ও ঠাকুরদাস দে নাবালক জানকী দেই ও রঙ্গদেই ও শ্রীমতী হরমনোমোহিনী দাসী ও দুর্গামণী দাসী ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী।	৬৫৩॥৵৭	১২০৵৶৯	
৩২	২১ ৩	১১৪২	ম পশ্চিম মার্কণ্ডপুর পং কাশীযোড়া।	শ্রীমত্যা ব্রহ্মময়ী ও ভগবতচন্দ্র দে ও হরগোবিন্দ পাল ও শ্রীমত্যা নারাণ দাসী ও দিনবন্ধু দে ও চন্দ্রমোহন ব্রহ্ম ও রামকিঙ্কর সী ও সার্থকরাম দত্ত পূর্ণানন্দ কুণ্ডু ও রামপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ মামা দ্রব ময়ী মাতা মৃত ঈশানচন্দ্র পাল।	৮২৬॥৵৮	৪৭।৶৭	
৩৩	২১৪৩	১১৭৬	ম পালপাড়া পং অমরশী।	শ্রীমত্যা রত্নমণী দেই রাজনারায়ণ রায়ের পত্নী বেরারাম মাইতি শ্রীমত্যা অহল্যা দেই ও হটুচরণ ও ক্ষেত্রমোহন গুছাত ও হরসাহীলাল ভকত ও আনন্দ লাল রায় ও মহেশচন্দ্র রায় ও লক্ষ্মীনারায়ণ ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ ও চন্দ্রমোহন ও নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পোষ্য মাতা ও নহাফেজ শ্রীমত্যা পার্ব্বতী দাসী ও রাজনারায়ণ মাইতি ও জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী ও কুঞ্জবিহারি গোস্বামী ও নাথ গোস্বামী ও শ্রীমতী হর সুন্দরী দেবী ও শ্যামাচরণ লাহিড়ি ও তারাপ্রসাদ রায় ও শ্রীমত্যা সাবিত্রা দেই নরসিং হনারায়ণ মাইতির পত্নী।	৮১৫।১		

তায়দাদ নম্বর।	এঃ রেজিষ্টরী নম্বর।	তৌজী নম্বর	নাম মহাল ও পরগনা	নাম মালিক	সদর জমা	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক	কৈফিয়ৎ।
				বাদ রাজনারায়ণ মাইতির পৃ হিঃ ১৪৯॥/ বাদ জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী ও কুঞ্জবিহারি গোস্বামী ও রমানাথ গোস্বামী ও শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী ও শ্যামাচরণলাহিড়ি পৃ হিঃ ২৮৸৶১ বাদ ভবাপ্রসাদ রায়ের পৃ হি ১ ॥৶১১ বাদ শ্রীমত্যা সবিত্রা দেই নরসিংহ নারায়ণ মাইতির পত্নীর পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক যা ১৭॥/১১	৫১৬॥৶৭		
				বাকী শ্রীমত্যা রতনমণী দেই রাজনারায়ণ রায়ের পত্নী ও বেচারাম মাইতি ও শ্রীমত্যা অহল্যা দেই ও হটুচরণ ও ক্ষেত্রমোহন গুছাত ও হরিহীলাল ভকত ও আনন্দলাল রায় ও মহেশচন্দ্র রায় ও লক্ষ্মীনারায়ণ ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ ও চন্দ্রমোহন ও নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পোষ্যমাতা ও মহাতেজ শ্রীমত্যা পার্ব্বতী দাসীর এজমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী ৩৬৸/১১ জন্য নিলাম হইবেক।	৪৯৮॥৶৩	৩৬৸/১১	
৩৪	২১৪৯	১৮১	ম পাঁচ জরী পঃ বজরপুর।	৺ কৃষ্ণনাথ জানা ও দ্বারিকনাথ চৌধুরী ও রাইচরণ চৌধুরী ও প্রেমচাঁদ চৌধুরী।	৬৫ ॥৶৮	১৫২।৶৮	
৩৫	২১৫৯	১১৯১	ম পশ্চিম সাড়া ও বেতাল খটায়ান পঃ ভুঞা মুঠা।	আনন্দলাল রায় ও শ্রীমত্যা সত্যভামা ও শ্রীমত্যা ব্রহ্মময়ী পোষ্যমাতা ও রক্ষক উপেন্দ্রলাল রায় নাবালক মুর বিলাল রায়।	৩৬২ ॥৶৮	৭ ৶১	
৩৬	২১৮	১২৮	ম পদীমা পকরুণ চোর।	শ্রীমত্যা থকমণী দেই চৌধুরাণী চৌধুরী গোপেন্দ্র নন্দনদাস মহাপাত্র।	৭৪ ॥৪	৩১৫৸/৬	
৩৭	২২৮১	২৫২	ম রাজনগর প কি কাশীযোড়া।	দ্বারিকানাথ দে ও মধুসূদন অধিকারি ও হরগোবিন্দ সামন্ত ভ্রাতা রক্ষক ভজগোবিন্দ সামন্ত নাবালক ও স্বরূপনারাণ ও গোপালচন্দ্র ও গোপীনাথ সামন্ত ও শ্রীমত্যা দুর্গা দাসী ৺ জানকীনাথ সামন্তের পত্নী ও উদয়চরণ মাইতি ও ভাগবতচরণ সামন্ত ও গোপালচন্দ্র সামন্ত ও চৈতন্যচরণ সামন্ত ও শ্রীমতী রসময়ী দাসী ও পেলারাম চৌধুরী ও কালাচাঁদ সামন্ত শ্রীমত্যা গান্ধারী দাসী রামচাঁদ সামন্তের পত্নী ও গোবিন্দ দাসী ও প্রসন্ন কুমার দে স্বয়ং জয়নারায়ণ দে নাবালকের পিতা ও রক্ষক ও শ্রীমত্যা গৌরীদাসী ৺ পঞ্চানন সামন্তের পত্নী।	মায়পুলিস ১ ৯৬৸৶৩	১/৯	
৩৮	২৩৫৭	১২৯৮	ম রাধানগর প খটনগর।	পঞ্চানন ও নর নারায়ণ কামনগোই ও গুরু প্রসাদ দে ও পঞ্চানন আচার্য্য ও জীতরাম রায় ও সাধুচরণ মান্না ও হাড়চরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ জানা ও নরনারায়ণ জানা ও উমাপ্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ ও লালমোহন দাস ও গোলোকচরণ ব্রহ্ম ও দামোদর ও বলরাম ব্রহ্ম ও শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী রামনারায়ণ রায়ের পত্নী ও বাদল খাঁ।	২৬৫৪৸/২		

তরতীব নম্বর।	এংরেজি ষ্টৌরি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
		*		বাদ গোলোক চরণ ও দামোদর ও কমল নয়ন পৃঃ ঝি ৯৮৶৯ বাদ শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী রামনারায়ন রায়ের বনতার পৃ ঝি ২৮।৵৭ বাদ বদন খাঁর পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না ৪১৮৵১ বক্রী পঞ্চানন ও নরনারায়ণ কানন গোঁই ও গুরুপ্রসাদ দে ও পঞ্চানন আচার্য্য ও জীবরাম রায় ও সাধুচরণ নাথ ও কাড়চরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ জানা ও হরনারায়ন জানা ও উমা প্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ ও লালমোহন দাসের একমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী ৯॥৵৯ জন্য নিলাম হইবেক	১ ৯॥৵২ ২৪৮৫৶	৯।৵৯	
৩৯	২৪৮৫	১৩০৮	ম সাহডদা প সবঙ্গ।	গদাধর ধাড়া ও প্রাণকৃষ্ণ রায় ও লালমোহন রায় ও দুর্গাপ্রসাদ রায় ও আনন্দলাল রায় ও শ্রীমতী সচী দাসী ও শ্রীমত্যা হরমোহিনী দাসী	১৯১৭।৶৮	৩০।৷৵৮	
৪	২৫১৪	১৩৯৪	ম সীমুল্যাগর।৶ আনা পঃ ভুক্তামুঠা	আনন্দলাল রায় ও শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী পেষমাতা ও রক্ষক নহ ক্ষেত্র ও উটপ্রনাথ রায় নাবালক ও শ্রীমত্যা সত্যভামা	১ ৭ ॥৵৬	৬৭৶২	
৪১	২৭ ১	১৪৮০	ম তের্বাবওরফে নিরিক্কিরাড় পঃ কাশীযোড়া	শ্রীনারায়ণ দাস মজুমদার ও শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মী জনার্দ্দন জীউ সেবাত দিগম্বর পণ্ডা বাদ শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মীজনার্দ্দন জীউর সেবাত দিগম্বর পণ্ডার পৃথক হিসাব যাহা নিলাম হইবেক না বাকি নারাণ দাস মজুমদারের ইজমালী অংশ যাহা নিলাম হইবেক	৯২৮ ৩৩৫ ৫৯৩	২৭৭৮৴ ২৭৭৮৴	
৪২	২৭৩৫	১৫০৭	মঃ ভিলদা পাড়া প বড়ইচো	শ্রীসৃষ্টিধর মহাপাত্র ও নীলবর্ণ কর মহাপাত্র ও চূড়ামণী ঘোষ ও নীলমণি ঘোষ ও শ্রীমত্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেব্যা মাতা মহাক্ষেত্র রামকুমার ও প্রসন্নকুমার কর মহাপাত্র নাবালগগণ ও শ্রীমত্যাভিলেতমা দেব্যা শিবনারায়ণ কর মহাপাত্রের পত্নী ও ভুবনপ্রসাদ কর মহাপাত্র ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী মাতা রক্ষক রমানাথ ও দীননাথ কর মহাপাত্র নাবালক ও শ্রীশ্রীমতী যশোদা দেবী ও রাধাকৃষ্ণ দাস	৫ ৫৴১	৭।৷৶	
৪৩	২৭৫৯	১৫৭৮	মঃ উসুদপুর পঃ কাশীযোড়া	চান্দহরি মাইতি ও নবকুমার মাইতি ও ত্রৈলোক্যনাথ মাইতি ও গোপীনাথ মাইতি ও ঈশানচন্দ্র মাইতি ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গিরিধারী লাল ও জগদীশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অরুনচন্দ্র করণ	১৩১৭।৶৪	৮৶৫	
৪৪	পট্টার নম্বর। ৫৬	তৌজীর নম্বর ২৭	মঃ ভেড়ুল ডাঙ্গা পঃ কল্যাণপুর।	স্বরূপচন্দ্র পাত্র	৬	২৮৴১।	

W FIDDIAN,
Offg Collector

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

EDUCATIONAL NOTICE

Text books in Vernacular Medical Schools

IN the Resolution of the Government of Bengal dated 13th December 1880, on the subject of text books in Vernacular Medical Schools it was notified that an Urdu text book on medicine an Urdu and a Bengali text book on Midwifery, and an Urdu text book on Medical Jurisprudence were required, and it was announced that measures would be taken to procure by public competition translations of approved text books in those subjects In accordance with the orders quoted persons intending to enter into the competition in any subject are now invited to submit specimen translations of one of the following series of extracts —

(a) *Roberts Hand book of Medicine* (4th ed, 1880) The following passages to be translated into *Urdu* —

Vol I pp 345 to 365 "Physical Examination of the Chest" To be condensed in translation

Vol II, pp 156 to 163 'Dysentery' A comprehensive *resumé* to be given of the most approved methods of the treatment of dysentery in India

(b) *Playfair's Midwifery* (2nd ed, 1878) The following passages to be translated into *Bengali* or *Urdu* —

Vol I pp 306 to 322 "Mechanism of delivery in Head Presentations' To be condensed

Vol II pp 155 to 173 Turning" To be condensed

Vol II pp 281 to 293 Puerperal Eclampsia' To be condensed

(c) *Kanai Lal Dey's Medical Jurisprudence* The following passage to be translated into *Urdu* —

Pages 314 to 329 'Poisons"

2 Those passages which are to be condensed in translation should be reduced to about one third of their original length

3 The specimen translations should be submitted not later than the 1st October 1881 to Dr K C Chandra Professor Medical College the President of the Committee of Selection Four *printed* copies of each translation should be sent for the use of the members of the Committee Manuscript translations will not be received

4 Each of the translators selected by the Committee will be required to finish within a time to be hereafter fixed the translation of the work which he has undertaken and if he completes it to the satisfaction of the Committee a reward of Rs 500 will be paid him and his translation will be adopted as a text book All the profits of sale will be left to the translator, but the selling price of each work will be settled beforehand in communication with the translator and in consideration of the cost of production

A W CROFT, *Director of Public Instruction*

Dated Calcutta the 1st June 1881

INSOLVENCY NOTICE

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA

In the matter of REBECCA GIBSON SHELVERTON an insolvent

Notice is hereby given that Tuesday, the 5th day of July next is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee from the 11th day of March 1881 until the 31st day of May last has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk Any creditor or other person interested who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing

The like notice In the matter of FREDERICK THOMAS STRAW, an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from the 1st day of August 1880 to the 31st day of May last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of ALLAN McDOUGAL CLARK, (J H FERGUSSON & CO) an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from the 1st day of August 1879 to the 31st day of May last, has been filed in the Chief Clerk's Office

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE, *Calcutta the 1st July* 1881

A B MILLER, *Official Assignee*

(14—1)

[*Government Gazette*, 5*th July* 1881]

NOTIFICATION

The 27th June 1881 —In continuation of the notification dated the 21st February 1881, and published in the *Calcutta Gazette* of the 23rd idem the Lieutenant Governor with the previous sanction of His Excellency the Governor General in Council, is pleased to direct that the words "or Docking Company" be inserted after the words "Insurance Company" in the last line of Rule 8 of the "*ad-interim*" rules framed under Section 68, Act VII of 1880 (the Indian Merchant Shipping Act), for the grant of certificates to Ship Surveyors practising in the Port of Calcutta, and for the conduct of enquiries into charges of incompetency and misconduct on the part of the holders of such certificates

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

বিজ্ঞাপন ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করাণ যাইতেছে যে জেলা ঢাকারঅধীন মুনশীগঞ্জ মহকুমার সংলগ্ন ধলেশ্বরী নদীর তীরে যে প্রতি বৎসর বিখ্যাত কার্ত্তিক বারুণীর মেলা হইয়া থাকে তাহা ইংরাজি ১৮৮১ সনের ৫ই নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ২১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভঙ্গ হইবেক, বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি ।

C C STEVENS,
জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ।

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতার ভূম্যাধিদিগকে ও তাঁহাদের কর্ম্মচারিদিগকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে গবর্ণমেন্ট রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্য বিভাগে ৮৮১ সালের ৯ফেব্রুয়ারির ৩৭৫—১৬৭ L R, নং পত্রক্রমে ক্ষুদ্র২ যোত নিষ্করকরণের পণস্বরূপ গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য ৩০ বৎসরের বার্ষিক রাজস্ব ধার্য্য করিয়াছেন ।

উপরোক্ত হারে ফী দিয়া এই আফিসে দরখাস্ত করিলে যোত নিষ্কর করা যাইতে পারিবে ।

কলিকাতার কালেক্টরী
৫ নং চচ লেন ।
৮৮১ সাল ৯ মার্চ ।

জি, এম গুড্রিক,
ডেপুটী কালেক্টর ।

The Hymns of the Rig Veda, in the Samhita and Pada Text, by Professor F Max Müller M A in two Volumes *Price Rs 24 packing and postage Rs* 1 12

∴ The Rig Veda the oldest book of Indian literature has very properly been made one of the principal class books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India and though at present a scholar like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only yet as soon as editions translations grammars and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country —*Extract from Preface*

OFFICE OF SUPDT GOVT PRINTING No 8 Hastings Street Calcutta

গবর্ণমেণ্টদ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিনকোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক । কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪৷৷০ টাকা, প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮৷৷০ টাকা, প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬৷৷০ টাকা ।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫৷৷০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০৷৷০ টাকা ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা ।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়

উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ৷৷০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal by C D Field M A, LL D, of the Inner Temple Barrister at law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission

Price Rs 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat

N B —Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিষ্টার আট লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা ।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৴০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন ।

মন্তব্য । উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮১ । ৫ জুলাই ।]

Rates of Subscription to the Bengali Government Gazette
FROM 1st JANUARY 1872

Payable in advance

For one year, without postage	... Rs	10 0 0
Ditto with postage	"	12 8 0

When postage stamps are remitted in payment of subscription, one anna in The Rupee should be added for discount.

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার।

ডাকমাসুল বিনা এক বৎসরের	১০৲
ডাকমাসুল যুক্ত ঐ	১২।০

ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠান গেলে টাকা প্রতি এক আনা মূল্যের একং ডাক টিকিট ডিস্কৌণ্ট দিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

NOTICE

In continuation of notice dated the 20th November 1877 intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in, the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied, or advertisement notice, &c inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretaria

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

NOTE —*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

	Rs.
Full page per issue	20
Half "	10
Casual advertisements,—4 annas per line	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টান্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদে দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সাল। ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

	টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা "	১০৲
কখনং ইশ্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পঁক্তি	।০

[*Government Gazette* 5*th July* 1881]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন মরিস্ লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1012—760—5-7 81.

[REGISTERED NO 30]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 12, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL

No 2900A

GENERAL —*The 27th June* 1881 —Mr Stephen Ulfat Hossein Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Chumparun, is allowed leave for one month and two days, under Section 136, Rule 2, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 9th proximo or any subsequent date on which he may avail himself of it

The 28th June 1881 —Moulvi Anwaruddin Ahmed, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Noakholly is allowed furlough for two years under Section 181 Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 10th August next or any subsequent date on which he may avail himself of it

Mr A J Fraser Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Bhuddruck division of the Balasore district is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

Mr W R Ricketts, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jajpore Cuttack is transferred to Balasore and is appointed to have charge of the Bhuddruck division of that district during the absence on leave of Mr A J Fraser, or until further orders

The 29th June 1881 —Mr J D Mac lean, C S, has reported his departure from India on furlough on the 5th May last

The 30th June 1881 —Moulvi Mahomed Azhar, Sub Deputy Collector Atia, Mymensingh having resumed charge of his duties on the forenoon of the 1st instant, the unexpired portion of the leave granted to him under the orders of the 7th February last is cancelled

Mr L B B King, District and Sessions Judge of Dinagepore, is allowed leave for two months, under Sections 72 2 and 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 18th proximo

Mr R H Greaves Joint Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is appointed to act as District and Sessions Judge of Dinagepore, during the absence, on leave, of Mr L B B King or until further orders

Mr B L Gupta Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, 24 Pergunnahs, is appointed to be a Presidency Magistrate Calcutta *vice* Mr Amir Ali, resigned

Mr Gupta is also appointed to act temporarily as Coroner of Calcutta

The 1st July 1881 —Baboo Nanda Krishna Bose Assistant Magistrate and Collector Rajshahye, is vested with the powers of a Deputy Collector

The Deputy Commissioner of Police, Calcutta, is appointed, under the Indian Factories Act 1881, to be *ex officio* Inspector of Factories in Calcutta

The Senior Joint Magistrate of the 24 Pergunnahs for the time being is appointed under the Indian Factories Act 1881 to be *ex officio* Inspector of Factories in that district

The Commissioners of Divisions, and the Commissioner of Police Calcutta are vested with power to hear appeals from the orders of Inspectors of Factories subordinate to them under Section 12(*c*) of the Indian Factories Act 1881

Mr J F K Hewitt, Commissioner of Chota Nagpore, is allowed leave for three months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo, or any subsequent date on which he may avail himself of it

Mr C T Metcalfe C S I, Magistrate and Collector of Patna, is appointed to act as Commissioner of Chota Nagpore, during the absence, on leave of Mr J F K Hewitt or until further orders

Mr H Farrer Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Seraigunge Pubna is appointed to act, until further orders as a Joint Magistrate and Deputy Collector of the First Grade, with effect from the 10th ultimo *vice* Mr L C Abbott

Mr C J S Faulder Assistant Magistrate and Collector Mudhubunnee, Durbhunga is appointed to act until further orders as a Joint Magistrate and Deputy Collector of the Second Grade, with effect from the 10th ultimo *vice* Mr H Farrer

[*Government Gazette*, 12*th July* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

৮৯ ০A নম্বর।

সাধারণ।— ৮৮১ সাল ২৭ জুন।— চাম্পারণের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত জীফন অলকং হুসেন আগামি মাসের ৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫অধ্যায়ের ১৩৬ধারামতে এক মাস দুই দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১সাল ২৮ জুন।—নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত মৌলবী আনওয়ার উদ্দীন আহমদ আগামি আগষ্ট মাসের ১০তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখ ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০অধ্যায়ের ১৩১ধারামতে দুই বৎসরের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

বালেশ্বর জিলার অন্তর্গত ভদ্রক মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত এ জে ফ্রেসর সাহেব যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫অধ্যায়ের ৭১ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এ, জে ফ্রেসর সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় কটকের অন্তর্গত যাজপুরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত ডবলিউ, আর রিকেটস্ সাহেব বালেশ্বরে প্রেরিত হইয়া উক্ত জিলার অন্তর্গত ভদ্রক মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

৮৮১ সাল ২৯ জুন।—শ্রীযুত জে ডি, মাকলীন সাহেব, সি, এস, নিয়মিত ছুটী লইয়া গত মে মাসের ৫ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।

৮৮১ সাল ৩০ জুন।— ময়মনসিংহের অন্তর্গত আটিয়ার সব ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ অজহর এই মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে আপন কর্ম্মের ভার পুনর্গ্রহণ করাতে গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তাহার অবশিষ্টাংশ রহিত করা গেল।

দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত এল, বি বি কিং সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ২ ও ৭১ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এল বি, বি, কিং সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ময়মনসিংহের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত আর এচ গ্রীবস সাহেব দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত আমির আলি কর্ম্ম ত্যাগ করাতে ২৪ পরগনার একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বি, এল গুপ্ত কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন

শ্রীযুত গুপ্ত বিষয়ান্তরে কলিকাতার করনরের কর্ম্ম করিতেও নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১ জুলাই —রাজশাহীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

কলিকাতার পোলীসের ডেপুটী কমিশনর ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনমতে স্বীয়পদোপলক্ষে কলিকাতার কারখানার ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

যিনি যে সময়ে ২৪ পরগনার পদজ্যেষ্ঠ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট হন তিনি ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনমতে স্বীয়পদোপলক্ষে উক্ত জিলার অন্তর্গত কারখানা সমূহের ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

দেশ খণ্ডের কমিশনর সাহেবেরা ও কলিকাতার পোলীসের কমিশনর সাহেব আপনং অধীন কারখানা সমূহের ইনস্পেক্টরদের আজ্ঞার উপর ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ১২ (গ) ধারামতে আপীল শুনিবার ক্ষমতা পাইলেন।

ছোটনাগপুরের কমিশনর শ্রীযুত জে, এফ, কে হিউইট সাহেব আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত জে এফ হিউইট সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত সি টি মেটকাফ সাহেব, সি, এস, আই ছোটনাগপুরের কমিশনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এল, সি আবট সাহেবের পরিবর্ত্তে পাবনার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এচ ফেরর সাহেব গত মাসের ১০ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এচ, ফেরর সাহেবের পরিবর্ত্তে দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত মধুবনির আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত সি, জে, এস ফন্ডর সাহেব গত মাসের ১০ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮১। ১২ জুলাই]

The 2nd July 1881 —Mr R L Mangles, v c Member of the Board of Revenue returned from furlough on the 20th ultimo

The 4th July 1881 —Baboo Rakhal Das Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is vested with the powers of a Collector under Act VII (B C) of 1880

POLICE —*The 25th June* 1881 —Mr H N Harris, District Superintendent of Police, Rungpore is allowed leave for six weeks, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the afternoon of the 7th instant

Mr P A Sandilands, Officiating Assistant Superintendent of Police, is appointed to have charge of the District Police of Rungpore during the absence, on leave, of Mr H N Harris, or until further orders

The 27th June 1881 —Mr H M Reily, District Superintendent of Police Moorshedabad is allowed leave for two months and twenty days, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 3rd proximo

Mr J F Needham, Assistant Superintendent of Police, in charge of the police of City Patna, is appointed to act as District Superintendent of Police, Moorshedabad during the absence, on leave, of Mr H M Reily, or until further orders

Mr G B Havelock, Assistant Superintendent of Police, Patna is appointed to have charge of the police of City Patna, in addition to his own duties during the absence on deputation, of Mr J F Needham, or until further orders

REGISTRATION —*The 29th June* 1881 —Moulvi Fuzlul Karim, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Monghyr, is also appointed to be Sub Registrar at the sudder station of that district, with effect from the 2nd instant, *vice* Mr E R Middleton transferred

Baboo Mohendro Nath Mookerjea, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Lohardugga, is also appointed to be Sub Registrar of the sudder sub division of that district with effect from the 25th May last, *vice* Baboo Nilmoney Koour, on leave

EDUCATION —*The 29th June* 1881 —Mr H M Percival, M A an Assistant Professor in the Presidency College is appointed to the Fourth Class of the Bengal Educational Service with effect from the 24th February 1881

The 5th July 1881 —Mr S C Hill, B A, B SC who has been appointed by Her Majesty's Secretary of State for India to the Fourth Class of the Bengal Educational Service, is appointed to be a Professor in the Dacca College

OPIUM —*The 29th June* 1881 —Mr W Cracroft, an Assistant Sub Deputy Opium Agent in the Benares Opium Agency having returned to duty on the 2nd instant the unexpired portion of the leave granted to him under the orders of the 4th October last is cancelled

MEDICAL —*The 30th June* 1881 —Surgeon Major H S Muir, I 5 Royal Artillery, is appointed to have medical charge of the Lock Hospital at Barrackpore, in addition to his other duties *vice* Surgeon Major E R Johnson, transferred

Assistant Surgeon Nocoor Chunder Banerjee, attached to the Bhagulpore Dispensary, is appointed to have charge of the Tikaree Dispensary

Assistant Surgeon Nemy Churn Chatterjee attached to the Tikaree Dispensary, is appointed to have charge of the Bhagulpore Dispensary

PORT TRUST —*The 5th July* 1881 —Mr L C Abbott, Officiating Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is appointed under the provisions of Act V (B C) of 1870, to act as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta

MUNICIPAL —*The 29th June* 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Municipality of Cuttack —

Baboo Abinash Chunder Chatterjea | Baboo Suderson Dass

The Lieutenant Governor approves the re election, by the Commissioners of the Bydabatty Municipality, of Baboo Gobind Chundra Mookerjee to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The Lieutenant Governor also re appoints the following gentlemen to be Commissioner of the above Municipality —

Mr A S Crabb | Baboo Chundra Nath Mookerjee

[*Government Gazette*, 12th July 1881]

১৮৮১ সাল ২ জুলাই।—রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বর শ্রীযুত আর এল মাঙ্গেলস সাহেব বি, সি গত মাসের ১০ তারিখে নিয়মিত ছুটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

১৮৮১ সাল ৪ জুলাই।—ময়মনসিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাখাল দাস মুখোপাধ্যায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৫ জুন।—রঙ্গপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, এল হারিস সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ৭ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি ছয় সপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এচ, এল, হারিস সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত পি এ, সাণ্ডিলাণ্ডস সাহেব রংপুরের ডিষ্ট্রিক্ট পোলীসের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৭ জুন।—মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ এম, রাইলী সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি মাসের ৩ তারিখ অবধি দুই মাস বিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এচ, এম, রাইলী সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শহর পাটনার পোলীসের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, এফ নিচাম সাহেব মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত জে এফ নিচাম সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাটনার পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জি, বি, হাবলক সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত শহর পাটনার পোলীসের অধ্যক্ষতা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৯ জুন।—শ্রীযুত ই, আর, মিডলটন সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে মুঙ্গেরের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত মৌলবী ফজলল করিম উক্ত জিলার সদর মোকামের সব রেজিষ্ট্রারের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু নীলমণি কুমার ছুটী লওয়াতে লোহারডগার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গত মে মাসের ২৫ তারিখ অবধি উক্ত জিলার সদর মহকুমার সব রেজিষ্ট্রারের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৯ জুন।—প্রেসিডেন্সী কালেজে সহকারি অধ্যাপক শ্রীযুত এচ এম পার্সিবল সাহেব, এম এ ১৮৮১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি অবধি বঙ্গদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব কর্তৃক বঙ্গদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীতে নিযুক্ত শ্রীযুত এস, সি, হিল সাহেব, বি, এ, ও বি এস সি, ঢাকা কালেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৯ জুন।—বারাণসের আফীম এজেন্সীর আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত ডাব্লিউ ক্রাফ্রফর্ড সাহেব, এই মাসের ২ তারিখে কর্ম্মে প্রত্যাগমন করাতে গত অক্টোবর মাসের ৪ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তাহার অবশিষ্টাংশ রহিত করা গেল।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৩ জুন।—সর্জন মেজর শ্রীযুত ই, আর, জনসন সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ৫ রয়ল আর্টিলরির সর্জন মেজর শ্রীযুত এচ এস মুর সাহেব আপন অন্যান্য কর্ম্মাতিরিক্ত বারাকপুর লাক হাস্পাতালের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ভাগলপুরের ঔষধালয়ে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত মকুন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, টিকারীর ঔষধালয়ের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

টিকারীর ঔষধালয়ে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত নিমাই চরণ চট্টোপাধ্যায়, ভাগলপুর ঔষধালয়ের কার্য্যেরভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

পোর্টট্রষ্ট বিষয়ক।—১৮৮ সাল ৫ জুলাই।—হাবড়ার একটিং মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত এল সি আবট সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দর সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৯ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কটক মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	শ্রীযুত বাবু সুদর্শন দাস।

বৈদ্যবাটী মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ১৮৮১।৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত মহাশয়দিগকে উপরোক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিলেন।

শ্রীযুত এ, এস, ক্রাব সাহেব।	শ্রীযুত বাবু চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

The 30th June 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Sasseeram Municipality —

The Sub-Deputy Magistrate, *ex officio*	Moonshi Jug Mohun Lal, Mooktear
Assistant Surgeon Akbar Khan	Shah Mohiuddin Ahmed Shajada Nasin.
Moulvi Ahmed Khan Pleader	Amir Singh, Mahajan
Moonshi Debi Persad, ditto	Bicha Ram, ditto
Shah Atta Hossein, ditto	Shah Abdur Razack Zemindar
Mir Ali Nobi Mooktear	Sheik Quadir Buxsh ditto
Moonshi Mohesh Persad ditto	Amir Khan ditto

The following gentlemen are re appointed to be Commissioners of the above Municipality —

Moonshi Thakur Persad Mooktear	Shah Abdur Quadir Zemindar
Mirza Hossein Buxsh ditto	Baboo Lalji Sukul ditto

The 2nd July 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Baraset Municipality —

Baboo Khettei Nath Mookerjee	Baboo Rajendra Nath Dutt

Baboo Rakhal Chundra Mookerjee

Baboo Kunje Behari Basu is re appointed to be a Commissioner of the above Municipality

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Santipore Municipality of Baboo Paramartha Gangulı to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The Lieutenant Governor approves the re election by the Commissioners of the Jhalokatty Municipality of Mr J I Pereira to be their Vice Chairman

ROAD CESS —*The 29th June* 1881 —Mr C R Marriott Assistant Magistrate and Collector is appointed to be Vice Chairman of the District Road Cess Committee Backergunge

The 1st July 1881 —Baboo Purmessur Mookerjee is appointed to be Vice Chairman of the Branch Road Cess Committee at Serampore in the district of Hooghly

Baboo Govinda Chandra Bysack Officiating Deputy Magistrate, is appointed to be Vice Chairman of the Branch Road Cess Committee at Brahmanberiah in the district of Tipperah.

Baboo Norendro Kumar Dutt is appointed to be a member of the Branch Road Cess Committee at Brahmanberiah

The 2nd July 1881 —Baboo Chundi Churn Bose Deputy Magistrate and Deputy Collector is appointed to be a member and Vice Chairman of the District Road Cess Committee Hazaribagh *vice* Baboo Radha Madhub Bose transferred

The following gentlemen are appointed to be members of the Branch Road Cess Committee at Cox s Bazar in the district of Chittagong —

Magistrate and Collector Chairman (*ex officio*)	Moulvi Wahed Ali Zemindar
Sub divisional Officer Vice Chairman „	„ Nazir Ali ,
J W Neish, Esq , Tea planter	Ashruf Mea „

Mea Ashruf Ali Zemindar

ERRATA —*The 5th July* 1881 —In the notification of the 15th June last published at page 611 of the *Calcutta Gazette* of the 22nd idem, confirming Mr S Reid, Officiating River Surveyor and Mr F W Webster, Officiating Assistant River Surveyor in their respective appointments, for Mr S Reid, substitute Mr S Reed, and for Mr F W Webster substitute Mr F Webster

The following Notifications are republished from the *Assam Gazette* —

No 37 —The 23rd June 1881 —The services of Mr A Auley, District Superintendent of Police on leave are placed at the disposal of the Government of Bengal, for employment in that province

No 43 —The 23rd June 1881 —Mr W B Savi Assistant Superintendent of Police on return from furlough reported his arrival at Dhubri, and received charge of the office of District Superintendent of Police Goalpara, from Mr L W Eden, Inspector, on the afternoon of the 11th instant

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal.

[*Government Gazette 12th July* 1881.]

১৮৮১ সাল ৩০ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা শাসীরাম মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, স্বীয় পদোপলক্ষে।
আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত আকবর খাঁ।
উকীল ,, মৌলবী আহম্মদ খাঁ।
ঐ ,, মুনশী দেবী প্রসাদ।
ঐ ,, শাহ আক্তা হুসেন।
মোক্তার ,, মির আল নবি।
ঐ ,, মুনশী মহেশপ্রসাদ।
মোক্তার শ্রীযুত মুনশী জগমোহন লাল।
শ্রীযুত শাহ মহিউদ্দীন আহম্মদ, শাজাদা নাসিম।
মহাজন শ্রীযুত আমির সিংহ।
ঐ ,, বেচারাম।
জমীদার ,, সাহ আবদুর রজাক।
ঐ ,, সেখ কাদের বক্স।
ঐ ,, আমির খাঁ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উপরোক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

মোক্তার শ্রীযুত মুনশী ঠাকুর প্রসাদ।
ঐ ,, মির্জা হুসেন বক্স।
জমীদার শ্রীযুত শাহ আবদুল কাদের।
ঐ ,, বাবু লালজী সুকুল।

১৮৮১ সাল ২ জুলাই।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বারাসত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত।
শ্রীযুত বাবু রাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুত বাবু কুঞ্জবিহারী বসু উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শান্তিপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু শবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে ১৮৮১—৮২ সালের নিমিত্তে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

ঝালকাটী মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত জে এফ, পেরিরা সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৯ জুন।—আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত সি, অর মেরিয়ট সাহেব বাকরগঞ্জ জিলার পথকর কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু পরমেশ্বর মুখোপাধ্যায় হুগলী জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরের শাখাপথকর কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

একটী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়াস শাখাপথকর কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু নরেন্দ্রকুমার দত্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শাখা পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বসু স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চণ্ডীচরণ বসু কালীবাগ জিলার পথকর কমিটীর মেম্বর ও প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত কক্সবাজার শাখা পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেব স্বীয় পদোপলক্ষে সভাপতি।
মহকুমার কর্তৃপক্ষ, প্রতিনিধি সভাপতি।
চ কর শ্রীযুত জে ডবলিউ নীস সাহেব।
জমীদার শ্রীযুত মৌলবী ওয়াহেদ আলি।
,, ,, মৌলবী নাজির আলি।
,, মিঞা আসরফ,।
জমীদার শ্রীযুত মিঞা আশরফ আলি।

অশুদ্ধ শোধন।—৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—'একটি রিবর সরবেয়র শ্রীযুত এস, রিড সাহেবকে এবং একটিং আসিষ্টাণ্ট রিবর সরবেয়র শ্রীযুত এফ ডবলিউ ওয়েবষ্টর সাহেবকে ক্রমান্বয়ে স্ব২ পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত জুন মাসের ২৮ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ৬০৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ মাসের ১৫ তারিখের বিজ্ঞাপনে শ্রীযুত এস, রিড সাহেব" এই নামের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত এস রীড সাহেব এবং 'শ্রীযুত এফ ডবলিউ, ওয়েবষ্টর সাহেব' এই নামের পরিবর্ত্তে 'শ্রীযুত এফ, ওয়েবষ্টর সাহেব" দিতে হইবে।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

৩৭ নম্বর।—১৮৮১ সাল ২৩ জুন।—ছুটীপ্রাপ্ত পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এ, আনলী সাহেব বঙ্গদেশে নিযুক্ত হওনার্থে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

৪৩ নম্বর।—৮৮১ সাল ২৩ জুন। পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ বি, সাবি সাহেব নিয়মিত ছুটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ধুবড়ীতে পঁহুছিয়াছেন রিপোর্ট করিয়া ইন্সপেক্টর শ্রীযুত ই ডবলিউ, টডেন সাহেবের স্থানে এই মাসের ১১ তারিখের অপরাহ্নে গোয়ালপাড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

হরেস এ, ককেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী॥

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

NOTIFICATION

The 30th June 1881 —The following addition to Rule 3 of the rules passed under section 32 of the LicenseTax Act, II (B C) of 1880, is sanctioned by the Lieutenant Governor and published for general information —

When one firm claims to be a branch of another firm and to be consequently exempt from liability to separate assessment the Collector should satisfy himself that the partners of the firm in his district are the same as the partners of the firm of which it is alleged to be a branch This the Collector will generally be able to do by communicating with the Collector of the district in which the principal firm is said to carry on business In cases of doubt the *onus* of proof will be on the assessees who will be at liberty to show from their accounts the relations in which the two firms stand towards each other, and whether the profits of each firm are divided between the same set of partners or not

COLMAN MACAULAY,
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 29th June 1881 —Under the provisions of Section 73 of the Indian Merchant Shipping Act, VII of 1880, and with the previous sanction of the Governor General in Council the Lieutenant Governor is pleased to appoint the Sea Customs' Collectors of Balasore, Cuttack, and Pooree, to be Receivers of Wreck within the limits of their jurisdiction, and the Port Officer of Chittagong to be Receiver of Wreck along the Northern and Eastern coast lines of the Bay of Bengal from the D'Apres Shoal to the Naf Estuary

2 The following officers will be subject to the orders of the Receivers of Wreck, and act as their agents within the limits mentioned below —

(1)—In Balasore—

(*a*)—The Sea Customs Officer of Subarnarekha River to the Hanskarah Nuddee

(*b*)—The Customs' Officer of Chanooah and Sartha from the Hanskarah Nuddee to the mouth of the Burabalong River

(*c*)—The Customs Officer of Balasore from the Burabalong to the Lychunpore River

(*d*)—The Customs Officer of Lychunpore, from the Lychunpore River to a point 15 miles north of Shortt's Island

(*e*)—The Port Officer of Chandbally, from 15 miles north of Shortt s Island to the Damra River

(2)—In Cuttack —

(*f*)—The Port Officer at False Point, within the limits of his jurisdiction

(3)—In Chittagong—

(*g*)—The Sub divisional Officer of Cox's Bazar, within the local limits of his jurisdiction

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 29th June 1881 —Under Section 81 of the Indian Merchant Shipping Act, VII of 1880 the Lieutenant Governor is pleased to appoint the Port Officer of Chittagong to be Inspector of Lights and Fog Signals within the limits of his jurisdiction

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 5th July 1881 —Under the provisions of Section 9 of Act IV (B C) of 1880, the Lieutenant Governor authorizes the Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta to raise a loan of ten lakhs of rupees (Rs 10,00,000) bearing interest at the rate of 4½ per centum per annum, on the security of the whole of the property vested in, or acquired

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৩০ জুন।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব লাইসেন্স টাক্স বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৩২ ধারামতে প্রচারিত বিধির ৩ ধারার নিম্নলিখিত সংযোগ অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতার্থ প্রকাশ করা গেল।

এক কুঠী অন্য কুঠীর শাখা বলিয়া তদ্ধেতু স্বতন্ত্র টাক্স ধার্য্য হওনের দায়হইতে মুক্ত হইবার দাওয়া করিলে, কালেক্টর সাহেব আপন জিলার অন্তর্গত কুঠীর অংশীদার যাঁহারা, তাঁহারাই যে কথিত সেই কুঠীর অংশীদার ইহ হুকুমমতে জানিবেন। প্রধান কুঠী যে জিলায় কর্ম্ম চালান বলিয়া কথিত সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে লিখন পঠন করিয়া তাহা সাধ্যানুযায়ী জানিতে পারিবেন। কোন স্থলে সন্দেহ উপস্থিত হইলে যাঁহার উপর টাক্স ধার্য্য করা যায়, প্রমাণের ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে, উভয় কুঠীর মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ থাকে ও প্রত্যেক কুঠীর লভ্য সেই ২ অংশীদের মধ্যে বিভাগ হয় কিনা, খাতা বহীহইতে ইহা তিনি দেখাইতে পারিবেন।

কোলম্যান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৯ জুন।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৭৩ ধারার বিধানমতে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বালেশ্বর ও কটক ও পুরীর সামুদ্রিক কষ্টমস কালেক্টরদিগকে তাঁহাদের স্ব২ বিচারাধিপত্যের সীমার মধ্যে নৌভঙ্গ গ্রাহকের পদে নিযুক্ত করিলেন ও চট্টগ্রামের বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ ডি আপ্রেস পোল অবধি মাকন্টুয়ারি পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের উত্তর ও পূর্ব্ব কূলের রেখার সঙ্গে২ নৌভঙ্গ গ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

২। নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা নৌভঙ্গ গ্রাহকের আজ্ঞাধীন হইবেন ও নিম্নলিখিত সীমার মধ্যে তাঁহাদের এজেন্টস্বরূপ কর্ম্ম করিবেন।

( )—বালেশ্বরে—

(a)—হাঁসকারা নদী পর্য্যন্ত সুবর্ণরেখা নদীর সামুদ্রিক কষ্টমের কর্ত্তৃপক্ষ।

(b)—হাঁসকারা নদী অবধি বড়বলঙ্গ নদীর মহনা পর্য্যন্ত চাদুয়া ও শার্থার কষ্টমের কর্ত্তৃপক্ষ।

(c)—বড়বলঙ্গ নদী অবধি লাইচনপুর নদী পর্য্যন্ত বালেশ্বরের কষ্টমের কর্ত্তৃপক্ষ।

(d)—লাইচনপুর নদী অবধি শর্টস দ্বীপের উত্তর ১৫ মাইল বিশেষ স্থান পর্য্যন্ত লাইচনপুরের কষ্টমের কর্ত্তৃপক্ষ।

(e)—শর্টস দ্বীপের উত্তর ১৫ মাইল অবধি দামড়া নদী পর্য্যন্ত চাঁদবালী বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ।

(২)—কটকে—

(f)—ফলস পাইন্টের বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ আপন এলাকার সীমার মধ্যে।

(৩)—চট্টগ্রামে—

(g)—কক্স বাজার মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ, আপন এলাকার সীমার মধ্যে।

এ, মাকেঞ্জি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৯ জুন।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৮১ ধারামতে চট্টগ্রাম বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহার এলাকার অন্তর্গত সীমার মধ্যে আলোক ও কুয়াসার সিকনেলের ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

এ, মাকেঞ্জি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—কলিকাতা বন্দর সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশ্যনরদের প্রতি ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতে যে সকল সম্পত্তি অর্পিত হইয়াছে বা তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই সমুদয় প্রতিভূ রাখিয়া ১৮৮১ সালের ১ আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের ১০ ধারায় লিখিত বর্ণিত নিয়মাধীনে মাত্র উক্ত কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমোদিত কার্য্যের ও নিয়মের আনুমানিক

by, them under the said Act, subject only to the exceptions contained in Section 10 thereof as amended by Act I (B C) of 1881 for the purpose of enabling the said Commissioners to meet the estimated cost of works and arrangements sanctioned by the Lieutenant Governor

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 5th July 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Pubna Municipality for a public purpose viz for a Mahomedan burial ground in mouza Salgaria, pergunna Bajuras Nazirpur in the district of Pubna, it is hereby declared that for the above purpose a piece of ground measuring more or less 2 bighas 18 cottas 15 chittacks is required The land is bounded on the east by the ditch of Gobordhan Dhooly south by the public lane west by the path made by Kisto Sundar Audhikary and north by the land of the said Kisto Sundar Audhikary

This declaration is made under the provision of Section 6 Act X of 1870 to all whom it may concern

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT

No 2901A

The 27th June 1881 —Baboo Gopi Krishna Banerjee B L is appointed to act as a Moonsif in the district of Rungpore and to be ordinarily stationed at the sudder station, *vice* Baboo Ashootosh Addy on leave

The 30th June 1881 —The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench at the sudder station of the Backergunge district, and are vested with the powers of a Magistrate of the 3rd class —

Mr J H Reily Superintendent of Nawab Ashanulla's estates in Backergunge

Surgeon G A I Harris Officiating Civil Surgeon

The 1st July 1881 —The Lieutenant Governor accepts the resignation tendered by Mr S Rushton of his appointment of Honorary Magistrate in the district of Howrah

Baboo Uma Churn Banerjee Deputy Magistrate and Deputy Collector Dinagepore is vested with powers under Section 521 of the Criminal Procedure Code

The 4th July 1881 —Baboo Mohendro Nath Das is appointed to act as a Moonsif in the district of Dacca and to be ordinarily stationed at Kallygunge, during the absence, on leave of Baboo Mohim Chunder Ghose, or until further orders

The 5th July 1881 —Baboo Kanti Chunder Bhadoory Moonsif of Bholepore in the district of Beerbhoom is appointed to be Moonsif of Netrokona in the district of Mymensingh

Baboo Kanti Chunder Bhadoory is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes within the local limits of the Netrokona Moonsifee for the trial of suits cognizable by such a court up to the amount of Rs 50

Baboo Gobind Chunder Bose a Moonsif of Netrokona in the district of Mymensingh, on leave is appointed to be Moonsif of Bholepore, in the district of Beerbhoom

Baboo Upendra Nath Ghose Moonsif of Kusba Noornuggur, in the district of Tipperah on leave is appointed to be Moonsif of Kooshtea in the district of Nuddea

Baboo Behari Lal Banerjee Moonsif of Kooshtea, in the district of Nuddea is appointed to be Moonsif of Kusba Noornuggur in the district of Tipperah

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFS —*The 30th June* 1881 —Baboo Mohim Chandra Ghose, Second Moonsif of Kallygunge in the district of Dacca, is allowed leave of absence for six months under Section 129, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from 1st July 1881, or from such date as he may avail himself of it

[*Government Gazette*, 12*th July* 1881]

ব্যয় পোষাইতে পারে এই অভিপ্রায়ে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৯ ধারার বিধানমতে উক্ত কমিশনরদিগকে বার্ষিক শতকরা ৪৸০ টাকা সুদে দশ লক্ষ (০,০০০০০) টাকা ঋণ করিবার ক্ষমতা দিলেন।

এ ম্যাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাবনা জিলার অন্তর্গত বাজুরাস মাজিরপুর পরগনার শালগাড়ীয়া মৌজার মুসলমানদের কবরস্থান নিমিত্তে পাবনা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে মুনাফিক ৩।১৩৸৵ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্তভূমির পূর্ব্ব সীমা গোবর্দ্ধন ঢুলির গর্ত্ত, দক্ষিণ সীমা রাজপথ, পশ্চিম সীমা কৃষ্ণসুন্দর অধিকারীর কৃত্ত পথ ও উত্তর সীমা উক্ত কৃষ্ণসুন্দর অধিকারীর ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্ট।

২৯০১ A নম্বর।

১৮৮১ সাল ২৭ জুন।—শ্রীযুত বাবু আশুতোষ আচ ছুটী লওয়াতে শ্রীযুত বাবু গোপীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল রঙ্গপুর জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮১ সাল ১০ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বাকরগঞ্জ জিলার সদর মোকামে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নবাব আশাসুল্লার বাকরগঞ্জস্থ ইষ্টেটের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে এচ, রাইলী সাহেব।

একটিং সিবিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুত জি এ এফ হারিস সাহেব।

৮৮১ সাল ১ জুলাই।—শ্রীযুত এল রমজন সাহেব হাবড়া জিলার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

দিনাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫২১ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

৮৮১ সাল ৪ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ দাস ঢাকা জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কালীগঞ্জে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—বীরভূম জিলার অন্তর্গত বোলপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কান্তিচন্দ্র ভাদুড়ী ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নেত্রকোনার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কান্তিচন্দ্র ভাদুড়ী নেত্রকোনা মুনসেফীর স্থান সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নেত্রকোনার ছুটী প্রাপ্ত মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু বীরভূম জিলার অন্তর্গত বোলপুরের মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কসবা নুরনগরের ছুটী প্রাপ্ত মুনসেফ শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কসবা নুরনগরের মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮১ সাল ৩০ জুন।—ঢাকা জিলার অন্তর্গত কালীগঞ্জের দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ ১৮৮১ সালের ১ জুলাই অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ০ অধ্যায়ের ১২৯ ধারামতে ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

Baboo Shyam Kishore Bose Moonsif of Chintamon, in the district of Dinagepore is allowed leave of absence for two months, under Section 127 Chapter X of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him on the 1st June 1881

The 4th July 1881 —Baboo Denesh Chundra Roy, Second Moonsif of Gybanda, in the district of Rungpore, is allowed leave of absence for one month, under Section 72 1 of the Civil Leave Code, with effect from the 9th July 1881, or from such date as he may avail himself of it

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 1st July 1881 —Under the provisions of Clause *c* Section 197 of the Civil Procedure Code (Act X of 1877) the Lieutenant Governor vests all District Judges in Bengal with the power of appointing Commissioners to administer oaths on affidavits made under the said Code

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 28th June 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose—viz, for a police station in the village of Shikarpore talook Shikarpore pergunnah Bykantpore zillah Julpigoree,—it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less, three bighas three cottahs, eight chittacks of standard measurement, bounded on the north by the Shikarpore Railway Station land, on the east by the road from Sunnyasee Haut to Rajgunge road and on the south and west by Dolo and Golamoo Nussyo s jote is required within the aforesaid village of Shikarpore

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT,—BENGAL

ESTABLISHMENT

The 4th July 1881

No 164 —*Posting* —With reference to notification No 161, dated 28th June 1881 Captain F W Joseph, Executive Engineer, Second Grade, is attached to the office of the Superintending Engineer Eastern Circle which he joined on the forenoon of the 28th ultimo

No 165 —*Notification* —Mr O C Lees, Assistant Engineer Second Grade Balasore Division, passed the Lower and Departmental Standard Examinations in native languages on the 4th and 6th April last respectively

No 166 —*Transfer* —Mr J P Cleghorn, Assistant Engineer, First Grade, is transferred in the interests of the public service from the Arrah to the Buxar Division, which he joined on the forenoon of the 15th ultimo

No 167 —*Notifications* —Mr A G Bremner, Assistant Engineer, First Grade, Julpigori Division availed himself on the afternoon of the 21st ultimo, of the privilege leave granted him in Notification No 125, dated 9th June 1881

No 168 —With reference to the orders marginally noted, Baboo Prosono Coomar Duneary, Assistant Engineer, Second Grade Hazaribagh Division, availed himself of the privilege leave granted him on the afternoon of the 4th ultimo, and returned to duty on the forenoon of the 10th idem

No 126 dated 10th June 1881
146 dated 20th Jun 1881

[*Government Gazette*, 12*th July* 1881

দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত চিন্তামনের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শ্যামকিশোর বসু ১৮৮১ সালের ১ জুনে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৭ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৪ জুলাই।—রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত গাইবান্ধার দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু দিনেশচন্দ্র রায় ১৮৮১ সালের ৯ জুলাই অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২-১ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

হরেস এ, কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১ জুলাই।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ১০ আইনের ১৯৭ ধারার (গ) প্রকরণের বিধানমতে সকল জিলার জজ সাহেব দিগকে আফিডেবিটক্রমে শপথ করাইবার নিমিত্ত কমিশ্যানর নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দিলেন।

হরেস এ কক্রেল।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

৮৮১ সাল ২৮ জুন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর পরগনার শীকারপুর তালুকের শীকারপুর গ্রামে পোলীস থানা করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত উক্ত শীকারপুর গ্রামে কল্পিমতে ন্যূনাধিক ৩/৩॥ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা শীকারপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের ভূমি, পূর্ব্বসীমা সন্ন্যাসীহাট অবধি রাজগঞ্জ পথ পর্য্যন্ত পথ, দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা দোলো ও গোলামু নেছার যোত।

১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

হরেস এ, কক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

সিরিশতা বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ৪ জুলাই।

১৬৪ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।— ১৮৮১ সালের ২৮ জুনের ১৬১ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর একসেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র কাপ্তান শ্রীযুত এক, ডবলিউ, জোসেফ সাহেব পূর্ব্ব চক্রের সুপরিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়রের আফিসে নিযুক্ত হইয়া গত মাসের ২৮ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে তথায় কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

১৬৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—বালেশ্বর খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ও, সি, লীস সাহেব গত আপ্রিল মাসের ক্রমান্বয়ে ৪ ও ৬ তারিখে এদেশীয় ভাষার নিম্নতর ও কার্য্য বিভাগ সংক্রান্ত কল্পিমত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৬৬ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে পি, ক্লেম্বর্ণ সাহেব রাজকার্য্যের স্বার্থের নিমিত্তে আরাখণ্ড হইতে বক্সার খণ্ডে প্রেরিত হইয়া গত মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে তথায় কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

১৬৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—জলপাইগুড়ি খণ্ডের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এ, জি, ব্রেমনর সাহেব ১৮৮১ সালের ৯ জুনের ১২৫ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে অনুগ্রহের ছুটী পান তাহা গত মাসের ২১ তারিখের অপরাহ্নে গ্রহণ করিলেন।

১৬৮ নম্বর।—পার্শ্বলিখিত আজ্ঞার উপলক্ষে হাজারিবাগ খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু প্রমথকুমার দলিয়ারী অনুগ্রহের যে ছুটী পান তাহা গত মাসের ৪ তারিখের অপরাহ্নে গ্রহণ করিবা ঐ মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে কর্ম্মে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

১৮৮১ সালের ১০ জুনের ১২৬ নং।
১৮৮১ সালের ২ জুনের ১৪৬ নং।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

No 169 —With reference to Notification No 140 of the 14th ultimo, Mr R B Buckley, Executive Engineer, Second Grade, made over charge of the Buxar Division to Mr J P Scotland, Executive Engineer, Fourth Grade, temporary rank, on the afternoon of the 22nd idem

No 170 —With reference to Notification No 147, dated 20th June 1881, Mr F B Claudet Assistant Engineer Second Grade, joined the Julpigori Division on the forenoon of the 24th ultimo

No 171 —Mr K H Stephen, Assistant Engineer, Second Grade, Gunduck Division, passed the Departmental Standard Examination in native languages on the 29th ultimo

No 172 —Mr T Beatty, Executive Engineer, Second Grade, returned to duty from privilege leave and took over charge of the Nuddea Rivers Division from Mr G J R Leeson on the afternoon of the 24th ultimo

No 173 —*Leave* —Mr S Finney, Assistant Engineer, First Grade, Northern Bengal State Railway, is granted one month's privilege leave in extension of the leave granted him in Notification No 106 of the 30th May 1881

CIVIL BUILDINGS

The 4th July 1881

No 174 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for constructing two court houses and record rooms for the moonsifs of Khulna, in the village of Helatolla pergunnah Khalispore, zillah Jessore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 beegahs 15 cottahs 10 chittacks of standard measurement bounded on the Strand road on the bank of the Bhyrub river, on the south by the present moonsif's lodging house, on the east by the road leading from the Jessore road to the Strand road, *via* Ramnagur zemindar's cutcherry house, and on the west by the lodging house at present occupied by the moonsif s sheristadar Baboo Tarani Churn Ghosh, and pleader Baboo Kalinath Mookerjee is required within the aforesaid village of Helatolla

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870 o all whom it may concern

The 5th July 1881

No 175 —*Posting* —With reference to the Government of India Public Works Department Notification No 18J dated the 13th May last Mr J Barron, Executive Engineer Third Grade, is posted to the Sone Circle and will, until further orders be attached to the office of the Superintending Engineer

G F F S NEILL *Major*, M S C
Asst Secy to the Govt of Bengal,
P W Dept

১৬৯ নম্বর ।—গত মাসের ১৪ তারিখের ১৪ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর একসেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত আর, বি, বকলে সাহেব ঐ মাসের ২২ তারিখের অপরাহ্নে চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎকালীন একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে, পি, স্কটলাণ্ড সাহেবের পুর্ত্তি বন্যার খণ্ডের কর্ম্মের ভারার্পণ করিলেন।

১৭০ নম্বর।—১৮৮১ সালের ২০ জুনের ১৪৭ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এফ, বি, ক্লাওেট সাহেব, গত মাসের ২৪ তারিখের অপরাহ্নে জলপাইগুড়ি খণ্ডে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

১৭১ নম্বর।—গণ্ডক খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত কে, এচ ফীকন সাহেব গত মাসের ২৯ তারিখে এদেশীয় ভাষার কার্য্য বিভাগ সংক্রান্ত কষ্টিমত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৭২ নম্বর।—দ্বিতীয় শ্রেণীর একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত টি, বিয়াটী সাহেব অনুগ্রহের ছুটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীযুত জে জি আর, লীসন সাহেবের স্থানে গত মাসের ২৪ তারিখের অপরাহ্নে নদীয়ার নদী খণ্ডের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

১৭৩ নম্বর।—ছুটী।—বঙ্গদেশের উত্তর দিকের ষ্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এস, ফিনে সাহেব ১৮৮১ সালের ৩০ মের ১০৬ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত এক মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

সিবিল অট্টালিকা বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ৪ জুলাই।

১৭৪ নম্বর। বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ যশোহর জিলার অন্তর্গত খালিসপুর পরগণার হেলাটোলা গ্রামে খুলনার মুনসেফের নিমিত্ত দুই কাছারীঘর ও মহাফেজখানা প্রস্তুত করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এইকথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত হেলাটোলা গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৪৮০ ॥৶ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তরসীমা ভৈরবনদের ধারের পথ, দক্ষিণসীমা বর্ত্তমান মুনসেফের বাসাবাড়ী পূর্ব্ব সীমা যশোহরের পথ হইতে রামনগরের জমীদারের কাছারী বাড়ি দিয়া নদীর ধারের পথ পর্য্যন্ত গাদি পথ। পশ্চিম সীমা মুনসেফের সিরিশ্তাদার শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ ঘোষ ও উকীল শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুখোপাধ্যায়ের এইক্ষণকার বাসাবাড়ী।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।

১৭৫ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গত মে মাসের ১৩ তারিখের ১৮৫ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে তৃতীয় শ্রেণীর একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে বারো সাহেব, সোণ চক্রে অবস্থাপিত হইলেন, ও যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়রের আফিসে নিযুক্ত থাকিবেন।

জি, এফ, ই এল, নীল, মেজর এম, এস, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।

চতুর্থ খণ্ড।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।]

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

রাজধানী নগর সমূহে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারী সিলেক্ট কমিটীর মেম্বর আমাদেব হস্তে অর্পিত হয়। আমরা তৎসম্বন্ধে এই রিপোর্ট করিতেছি যে, আমরা উক্ত পাণ্ডুলিপি ও পার্শ্ব-লিখিত কাগজপত্র বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮০ সালের ৯ নবেম্বরের ৭৫১৯নং পত্র ও তৎসহিত কাগজ পত্র [১নং কাগজপত্র]।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮০ সালের ২ নবেম্বরের ২৬২৪ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজ পত্র [২নং কাগজপত্র]।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮০ সালের ১৭ নবেম্বরের ২৬৬২ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৩ নং কাগজপত্র]।

বোম্বাই হাই কোর্টের উকীল ডি, সীলী সাহেবের ৮৮০ সালের ২৬ নবেম্বরের পত্র [৪নং কাগজপত্র।]

কলিকাতা হাই কোর্টের জজ মাম্যবর শ্রীযুত জে, সিউএল হুয়াইট সাহেবের ১৮৮০ সালের ১৩ ডিসেম্বরের মন্তব্যলিপি [৫ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮১ সালের ৭ জানুয়ারির ৬৭ J নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৬নং কাগজপত্র]।

কলিকাতা হাই কোর্টের রেজেষ্ট্রার শ্রীযুত জে, ক্রার্ক সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৩০ মের ৯৭০ নং পত্র [৭ নং কাগজ পত্র]।

উক্ত সাহেবের ১৮৮১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারির ২৭৯ নং পত্র [৭নং কাগজপত্র]।

কলিকাতা হাই কোর্টের বারিষ্টার শ্রীযুত এচ, জে, টিকেন সাহেবের ১৮৮১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৮ নং কাগজপত্র]।

২। হাই কোর্টের আপীলী বিচারাধিপত্যের অধীন আদালত সমূহের উপর হাই কোর্ট বিষয়ক আইনের ১৫ ধারামতে হাই কোর্টের যে ক্ষমতা আছে পাণ্ডুলিপির ৬ ধারায় একটি প্রকরণ যোগ করিয়া আমরা ছোট আদালতের উপর হাই কোর্টের সেই ক্ষমতা করিয়া দিয়াছি।

৩। আমরা জজদের নিয়োগ সংক্রান্ত ৭ ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া বিধান করিয়াছি যে জজদের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ কোন হাই কোর্টের আডবোকেট হইবেন। আমরা বিবেচনা করি যে, হাই কোর্টের আডবোকেট দল হইতে ছোট আদালতের বারিষ্টার জজদিগকে মনোনীত করা উচিত, কারণ তাঁহারা এদেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ কবিয়াছেন এরূপ ভরসা করা যায়।

৪। পাণ্ডুলিপি যখন প্রথমে উপস্থিত করা যায়, তাহাতে জজদের পদ ও মর্য্যাদা তাঁহাদের নিয়োগ বিষয়ক জ্যেষ্ঠতা সাপেক্ষ ছিল। এই নিয়ম চলিত না, কারণ দেখা যাইতেছে যে আদালতের প্রত্যেক বিচারাসনের বিশেষ পদ ও বেতন আছে এবং কর্ম্ম প্রার্থিদের গুণ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে আদালতের বিশেষ বিচারাসন দেওয়া যায়। এই নিমিত্ত নিয়োগ যে তারিখেই করা যাউক না নিয়ত দ্বিতীয় জজের পদ তৃতীয় জজের পদ অপেক্ষা উচ্চতর, তৃতীয় জজের পদ চতুর্থ জজের পদ অপেক্ষা উচ্চতর হওয়া উচিত, ইত্যাদি। এই কারণে আমরা চীফ জজ সর্ব্বোচ্চ পদস্থ হইবেন ৮ ধারায় এই বিধান করিয়া অবশিষ্ট জজদের পদ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ধার্য্য করিতে পারিবেন, এই মর্ম্মের কথা সন্নিবেশ করিয়াছি।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

৫। প্রথম উপস্থিত করা পাণ্ডুলিপিতে ছোট আদালতের যেরূপ সংগঠন ছিল, তাহাতে আমরা আর একটি পরিবর্ত্তন করিয়াছি। যে কর্ম্ম একজন লোকে করিলে ভাল হয় বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে, তদ্রূপ কতকগুলি কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আদালতের হস্তে না রাখিয়া চীফ জজের প্রতি অর্পণ করা গিয়াছে (৩ ধারা এবং ৬১ ও ৬২ ধারা দেখ)।

৬। পাণ্ডুলিপির এই অংশে আর কেবল এই সংশোধনটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একজন রেজিষ্ট্রার নিয়োগের বিধান করিয়া ১৩ ধারায় একটি প্রকরণ যোগ করা গিয়াছে এবং ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমায় তাঁহাকে বিচারাধিপত্য দিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পণ করিয়া একটি ধারা (১৪ ধারা) সন্নিবেশ করা গিয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে এই সংশোধনটি করা গিয়াছে, মফঃসলের ছোট আদালত বিষয়ক ৮৬৫ সালের ১১ আইনে ইহার নজীর আছে।

৭। মোকদ্দমার বিচারাধিপত্য সংক্রান্ত অধ্যায়ের প্রতি এক্ষণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আমরা প্রথম যে পরিবর্ত্তন করিয়াছি তাহা প্রথম উপস্থিত করা পাণ্ডুলিপির ৬ ধারার তুল্য সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ১৮ ধারায় লক্ষিত হইবে। প্রথমে ঐ ধারা যেরূপ ছিল তাহা করিবার হেতু অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনাপত্রের ৭ ধারার নিম্নলিখিত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হয় —

" ৮৫০ সালের ৯ আইনে ঐ আদালতের প্রতি ৫০০ টাকা মূল্য পর্য্যন্ত বিচারাধিপত্য অর্পণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবার এই নিয়ম করা হয় যে যে প্রতিবাদিরা বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্য বাস করে বা কর্ম্ম চালায় কেবল তাহারাই উক্ত বিচারাধিপত্যাধীন হইবে। পক্ষান্তরে ১৮৬৪ সালের ২৬ আইনে ৫০০ টাকা অবধি ১০ টাকা পর্য্যন্ত বিচারাধিপত্যদান কালে তদনুসারে কার্য্য করিবার আর একটী হেতু প্রদত্ত হয় অর্থাৎ বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে মোকদ্দমার হেতু উত্থিত হওয়া। যে সকল কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে তাঁহাদের অধিকাংশের মত এই যে, বিচারাধিপত্যের মূল সর্ব্বপ্রকার মূল্যের মোকদ্দমায় একই হওয়া উচিত। অন্য দিকে কেহ২ আবার এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে কোন রূপ সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া না দিলে দূরদেশবাসী প্রতিবাদির বিরুদ্ধে অল্প মূল্যের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতার অপব্যবহার হইতে পারে। মান্দ্রাজের হাই কোর্টের জজেরা ও শ্রীযুত বর্ডীভ সাহেব যে মত অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ এই বিষয়ে হাই কোর্টের ও ছোট আদালতের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকা উচিত নহে সুতরাং পাণ্ডুলিপি এরূপে প্রস্তুত করা গিয়াছে যে, পেটেণ্টপত্রক্রমে হাই কোর্টের যেরূপ বিচারাধিপত্য আছে এই বিষয়ে ছোট আদালতের প্রতি ঠিক সেইরূপ বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইয়াছে।

দূরদেশবাসী প্রতিবাদির বিরুদ্ধে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে আবার আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে এবং আমরা এই আপত্তির বলবত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। এনিমিত্ত ঐ আদালতের স্থানীয় বিচারাধিপত্যের সীমার বাহিরে যে প্রতিবাদী বাস করেন তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার প্রস্তাব থাকিলে আদালতের অনুমতি লইতে হইবে আমরা এই মর্ম্মের শব্দ সন্নিবেশ করিয়াছি, এবং মূল্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আমরা সকল মোকদ্দমায় এই বিধান খাটাইয়াছি। এই বিষয়ে ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য হাই কোর্টের বিচারাধিপত্যের সমান করিবার মূল কল্পনা এইরূপে ভঙ্গ হওয়াতে, আমরা ঐ ধারার অবশিষ্টাংশ দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের তদ্রূপ বিধানের অনুযায়ী করা ভাল বিবেচনা করিয়াছি।

৮। পরবর্ত্তী ধারায় কএক শ্রেণীর মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত করা গিয়াছে। আমরা 'মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা" বিষয়ক ঐ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ উঠাইয়া দিয়াছি। কারণ ইহার সম্বন্ধে সাধারণত আপত্তি আছে দেখা যায়, এবং আমরা নিম্নলিখিত প্রকরণগুলি যোগ করিয়াছি।—

(১) সাধারণত চুক্তিমত বিশেষ কার্য্য করিবার কিম্বা চুক্তি অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমা (পাণ্ডুলিপি যে আকারে প্রথম উপস্থিত হয়, তাহাতে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি বিষয়ক এরূপ মোকদ্দমা বাদ দেওয়া হইয়াছিল)

(২) বিদ্বেষ জনিত অভিযোগ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা

(৩) নিদর্শনপত্র রহিত বা সংশোধন করিবার মোকদ্দমা,

(৪) সমুদ্রগামী জাহাজের উপর সাধারণ গড়পড়তা ও বিমা সংক্রান্ত মোকদ্দমা,

(৫) সমুদ্রপথে জাহাজের ধাক্কা লাগিলে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা,

(৬) পেটেণ্ট বা গ্রন্থস্বত্ব বা ব্যবসায়ির চিহ্ন সম্বন্ধীয় নিয়ম ভঙ্গ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা,

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

(৭) অংশিত্ব বিলোপের নিমিত্ত কিম্বা অংশিত্ব সংক্রান্ত কারবারের হিসাব নিমিত্ত মোকদ্দমা,

(৮) কেবল স্বত্বনির্ণায়ক ডিক্রীর নিমিত্ত মোকদ্দমা,

(৯) ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়া কাণ্ড ঘটিত প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর বাদির দাওয়া যে মোকদ্দমায় নির্ভর রাখে সেই মোকদ্দমা,

(১০) পৈতৃক পদ পাইবার মোকদ্দমা,

(১১) স্বাধীন রাজা বা শাসনকারী সর্দ্দারদের বিরুদ্ধে অথবা ভিন্নদেশীয় রাজদূতের বা রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা।

এই সকল মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত করিবার কারণ এত স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তাহা নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

৯। আমরা (নূতন) ২১ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণটি উঠাইয়া দিয়াছি। ছোট আদালতের পরওয়ানার স্থলে ঐ আদালতর কোন কর্ম্মচারী অন্যায় কার্য্য করিলে তাহার বিরুদ্ধে যদি বাদী ছোট আদালতে না করিয়া হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে সঙ্কল্প করেন, তবে কোন২ স্থলে খরচা পাইতে পারিবেন না, ঐ প্রকরণে এই বিধান ছিল। আমরা বিবেচনা করি যে এরূপ স্থলে বাদির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত।

১০। আমরা (নূতন) ২২ ধারার শেষ ভাগও উঠাইয়া দিয়াছি। অন্যান্য যে স্থলে ছোট আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমা হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায়, সেই স্থলে যেং হেতুতে জজ খরচা দিবার সর্টিফিকেট দিতে পারিবেন ঐ ভাগে তাহার নির্দ্দেশ ছিল। আমরা বিবেচনা করি যে এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে জজের স্বেচ্ছাধীন থাকা উচিত।

১১। পরে মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ৫ অধ্যায় লইয়া আমরা বলিতে চাই যে ছোট আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অনেকাংশ খাটান বিষয়ক ঐ অধ্যায়ের প্রথম ধারার বিরুদ্ধে যেং আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে আমরা তৎসমুদয় অতি সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি।

যে সকল শ্রেণীর লোকদের প্রায় সর্ব্বদাই সামান্য রকমের মোকদ্দমায় বাদী স্বরূপ উপস্থিত হইতে হয়, এই সকল আপত্তি সাধারণের নিকট হইতে যত দূর আসিয়াছে প্রধানত উক্ত শ্রেণীর লোকদিগের নিকট হইতেই উঠিয়াছে, এবং আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি এই ভাবিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা হইয়াছে যে নিয়মিত কার্য্য প্রণালীর এত অধিক অংশ ছোট আদালতের মোকদ্দমায় খাটাইলে গোলযোগ ও বিলম্ব হইবে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে ঐরূপে যে সকল বিধান বর্জ্জন গিয়াছে তাহার অধিকাংশই কেবল ব্যতিরেকস্থলে প্রযুজ্য এবং আমরা বিবেচনা করি যে চলিত মোকদ্দমায় যেং বিধান প্রয়োগ করিতে হইবে কেহ তাহাদের সূত্র অনুসরণ করিলে দেখিতে পাইবেন যে কার্য্যপ্রণালীটি অত্যন্ত সরল। অধিকন্তু আমরা দেখিতেছি যে উক্ত আইনের অনেক অংশ প্রকৃত প্রস্তাবে কিয়ৎকাল হইতে মান্দ্রাজের ছোট আদালতে চলিত আছে এবং স্থিতিরীতি বিষয়ক বৃত্তান্ত দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে তথাকার প্রত্যেক জজ যে পরিমাণ কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাহা কলিকাতার ও বোম্বাইয়ের ছোট আদালতের কর্ম্মাপেক্ষা কম নহে, আরো আমরা দেখিতেছি যে কলিকাতার ছোট আদালতের জজেরাই বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন না করিয়া এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের অন্তর্গত অধিকাংশ ধারাই প্রয়োগ করিবার প্রস্তাব করেন।

১২। সে যাহা হউক, আমরা ব্যক্ত আশঙ্কার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তফসীলের দফা দফা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কিয়দংশ বাদ দিয়াছি, তন্মধ্যে আবেদনপত্রের সহিত আবেদনপত্রের বা সংক্ষেপ বর্ণনাপত্রের নকল দিবার আদেশসূচক বিধান, এবং প্রকাশ করণ সংক্রান্ত ও বিচার লিখিয়া দিতে হইবার বিধান ও পাগলের মোকদ্দমা বিষয়ক সমুদয় অধ্যায়টি।

অধিকন্তু আমরা জজদের কর্ম্ম ভার কমাইবার উদ্দেশে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৩৭ ধারার আদর্শে পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটি ধারা (৩৫ ধারা) সন্নিবেশ করিয়াছি। উহাতে ছোট আদালতে প্রতি এরূপ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে যাহা বিচার সম্পর্কীয় নয় বা বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যের মত তাহা উক্ত আইনে জজের দ্বারা করিবার আদেশ থাকিলেও আমলা দ্বারা করা যাইতে পারিবে। আমরা বিবেচনা করি যে কার্য্যপ্রণালী এক্ষণে যেরূপ স্থিরীকৃত হইল তাহা অনিষ্টকর না হইয়া যত দূর সরল হইতে পারে হইয়াছে এবং অধিকাংশ মোকদ্দমাকারী ব্যক্তিই এইরূপ চাহে।

১৩। আমরা একটি ধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে, যে উপকার প্রদত্ত হয় তাহা পাইবার স্বত্ব কিম্বা যে উপকার প্রদত্ত না হয় তাহার অভাব ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে এই আইনমত কোন নিষ্পত্তি সিদ্ধান্ত হইবে না। পূর্ব্বনিষ্পত্তি সংক্রান্ত মত এই বিধানক্রমে অনেক পরিমাণে কর্ত্তিত হওয়াতে, নিঃসন্দেহ দেনী লোকেরা যে

সকল প্রশ্ন একবার সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখিয়া উৎকৃষ্টরূপে নিষ্পত্তি করা গিয়াছে তাহা আবার তুলিতে পারিবে, কিন্তু বহুমূল্য সম্পত্তির স্বত্ব ঘটিত কঠিন প্রশ্ন ও বহু বিস্তীর্ণ ব্যাপার নিয়ামক জটিল বিবাদ স্থল সমন্ধে প্রথম যে কোন সামান্য মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এই আইন সদৃশ কোন আইনমতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কাপেক্ষা পূর্ব্বনিষ্পন্ন বিষয়ের কথা তুলা আমাদের বিশেষ ভয়াবহ বোধ হয় না।

১৪। যেং স্থলে বাদি সম্পূর্ণরূপ হারে না, কিন্তু আপনার দাওয়ার সম্পূর্ণরূপ টাকা পায় না এবং যেং স্থলে ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তির ক্রোক সম্বন্ধে অমূলক আপত্তি উত্থাপিত হয়, সেইং স্থলের প্রতি আমরা (নূতন) ২৭ ধারা বর্ত্তাইয়াছি।

১৫। ৩০ ধারাটি নূতন। যাহা কিছু ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া রাখা হয় তাহা স্থানান্তর করিবার অধিকার সম্বন্ধে এদেশের বর্ত্তমান আইন প্রজাদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল দেখা যায় কিন্তু ইংলণ্ডে যেং দ্রব্য "ফিএরি ফেশিয়াস" পরওয়ানা ক্রমে লওয়া যাইতে পারে, তাহাও হাই কোর্টে না গেলে ছোট আদালতের কোন ডিক্রীদার ঐ ডিক্রীজারী ক্রমে পাইতে পারেন না বোধ হয়। অন্তত এরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে, যদিও কলিকাতার প্রজারা খোলার ঘর উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে, তথাপি ছোট আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে ঐ ঘর লওয়া যাইতে পারে না। ভূম্যধিকারিরা এটি কষ্টকর বলিয়া অনুযোগ করেন, এবং আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের অনুযোগ অযৌক্তিক নহে। কিন্তু আমাদের মতে প্রতিকার এই বিশেষ স্থলেই আবদ্ধ রাখা উচিত নহে। এই নিমিত্ত, আমারা বিধান করিয়াছি যে প্রজাই সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে প্রজা যে কোন দ্রব্য স্থানান্তর করিতে পারে, তাহা অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারীক্রমে লওয়া যাইতে পারিবে।

১৬। আমরা কলিকাতার ছোট আদালতের জজদের অনুরোধক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩০ ধারার শেষাংশের পরিবর্ত্তে একটি ধারা (২৮ ধারা) দিয়া বিধান করিয়াছি যে, যে তারিখে ডিক্রী করা যায় সেই তারিখ অবধি ৩ বৎসর গত হইলে পর ছোট আদালতের কোন ডিক্রী জারী করা যাইবে না কিন্তু ডিক্রীমত খাতক বলে ছলে তিনবৎসরের মধ্য ডিক্রীজারী করিতে না দিলে, এই নিয়ম খাটিবে না।

১৭। আমরা পাণ্ডুলিপির ৩৪ ধারায় ১৮৫০ সালের ৯ আইনের ৩১ ধারা পুনঃসন্নিবেশ করিয়াছি, ঐ ধারায় বেতন জন্য কিম্বা ঠিকা কাজ বা চাকরস্বরূপ কর্ম্মজন্য ৫০০৲ টাকার অনধিক টাকা নাবালগের পাওনা থাকিলে সে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় তাহা পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারিবে, এইরূপ অনুমতি আছে, কিন্তু যে স্থলে চুক্তি বিষয়ক আইনের ৭০ ধারামতে ঐ টাকা পাওনা হয় ভ্রান্তিনিবারণার্থে আমরা কেবল সেই স্থলেই স্পষ্ট বাক্যে এই বিধান খাটাইয়াছি, আমাদের বিশ্বাস এই যে কেবল উক্ত আইন ক্রমেই নাবালগে এক্ষণে ঐরূপ টাকা পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

১৮। কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংশোধন আছে। কএকটী ধারা (৩৬ অবধি ৩৮ পর্য্যন্ত ধারা) সন্নিবেশ করিয়া ১৪ ধারামত রেজিষ্ট্রারের উপর যে বিচারাধিপত্য অর্পণ করা যাইতে পারিবে তদনুসারে কার্য্য হইবার বিধান করা গিয়াছে।

১৯। আমরা একটি নূতন অধ্যায় (৬ অধ্যায়) সন্নিবেশ করিয়া, তন্মধ্যে নূতন বিচার হইবার বিধান বিষয়ক ধারা এবং ৫০০৲ টাকার অধিক মূল্যের মোকদ্দমার হাই কোর্টে উপস্থিত করা মোকদ্দমার ন্যায় ঐ কোর্টে পুনর্ব্বার শুনানী হইবার প্রণালী সংস্থাপক আর কএকটি ধারা দিয়াছি। এই ধারাগুলি শ্রীযুক্ত কেনেডী সাহেব প্রস্তাব করেন, এবং এগুলি আয়র্লণ্ডের দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক মহারাণী বিক্টোরিয়ার ১৪ ও ১৫ বৎসরের আইনের ৫৭ অধ্যায়ের বিধান মূলক, এই ধারাগুলির সম্বন্ধে এই সুবিধা আছে যে, যে স্থলে অবিচার হয়, নিম্ন আদালতে বিস্তারিত রূপে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার প্রয়োজন না হইয়াও আপীলের পরিবর্ত্তে একটি ব্যবস্থা হয়।

২০। গোত্রহীনতা ও প্রবেট বিষয়ক কোনং শ্রেণীর মোকদ্দমার যেং অধ্যায় ক্রমে ছোট আদালতের প্রতি বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইত সেইং অধ্যায় আমরা উঠাইয়া দিয়াছি, কারণ, আমাদের বিশ্বাস এই যে, জটিলতা ও কাঠিন্য নিবন্ধন যে সকল মোকদ্দমা হাই কোর্টে পাঠান উচিত ছোট আদালত যদি সেই সকল মোকদ্দমা না শুনেন, তবে হাই কোর্টের যে সময় বাঁচিবে তাহা অতি সামান্য। হাই কোর্টের এক্ষণে এইরূপ অনেক ক্ষুদ্র কার্য্য করিতে হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার অধিকাংশ উক্ত কোর্টের আফিসে হয়; এবং তাহাতে জজদের অল্পই সময় ব্যয় বা পরিশ্রম করিতে হয়।

প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতাপত্র দিবার সম্বন্ধে আমরা ইহাও বলিতে পারি, আমাদের বিশ্বাস এই যে ১৮৮৪ সালের ৯ আইনে সর্টিফিকেট প্রণালী যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে এই অভিপ্রেত উদ্দেশ্য অধিকতর সিদ্ধ হইবে।

২১। ব্যবহারাজীব নিয়োগ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ না হইলে, তাঁহাকে যে ফী দেওয়া যায় খরচাস্বরূপ তাহার আদায় নিবারণার্থে ৫৯ ধারা যে স্থলে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য ২০ টাকার কম সেইস্থলেই আবদ্ধ রাখিয়াছি আমরা বুঝিতে পারিনা কেন, যে স্থলে অধিকতর টাকা লইয়া বিবাদ, সেই স্থলে খরচা দিবার সামান্য বিধির প্রয়োগ হইবে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

২২। পরিশেষে আমরা ছোট আদালতে ব্যবহারজীবিদের আপনং কর্ম্ম নিরূপণার্থ একটি (৭২) ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি। ইহার প্রথম প্রকরণে বিধান আছে যে, হাই কোর্টের আডবোকেট, আটর্নি ও উকীল ভিন্ন এবং এক্ষণে যাঁহারা ছোট আদালতের উকীল আছেন তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তি ছোট আদালতে উপস্থিত হইতে বাদপ্রতিবাদ করিতে বা কর্ম্ম করিতে পারিবেন না। যাঁহাদের কার্য্যস্থল কেবল ছোট আদালত হইবে, এরূপ একদল নিম্ন শ্রেণীর ব্যবহারাজীব গ্রহণ করা আমরা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি না এনিমিত্ত যে সকল উকীলদিগকে পূর্ব্বে গ্রহণ করা গিয়াছে তাঁহাদের স্বত্বে হস্তক্ষেপ না করিলেও আমরা অন্য লোক গ্রহণ করা বন্ধ করিতে চাই।

এক্ষণে প্রথম ছোট আদালতের প্রতি যে বর্দ্ধিত বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইল, তদনুসারে মোকদ্দমা শ্রবণ সময়ে উকীলস্বরূপ মোকদ্দমা চালাইবার স্বত্ব উক্ত ধারার দ্বিতীয় প্রকরণে কেবল হাই কোর্টের আডবোকেট ও উকীল দিগকেই দেওয়া গেল এবং ঐ প্রকরণে এই আদেশ আছে যে কোন বারিষ্টার ঐরূপে মোকদ্দমা চালাইলে হাই কোর্টের কোন আটর্নির বা উকীলের নিকট কিম্বা ছোট আদালতের কোন উকীলের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন। শেষোক্ত আদেশের হেতু স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

পক্ষদের আপনং মোকদ্দমা চালাইবার ও পরস্পরের জন্য উপস্থিত হইবার স্বত্ব ও স্বীকৃত মোক্তারদের স্বত্ব এই ধারায় রক্ষা করা গিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য।

২৩। অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনাপত্র সহ এই পাণ্ডুলিপি ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছেন, মান্দ্রাজের বোম্বাইয়ের ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের স্থানে এরূপ রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। আমরা বিবেচনা করি যে এক্ষণে যে সকল পরিবর্ত্তন করা গেল তাহাতে ইহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় এইনিমিত্ত এই আইন যে তারিখে প্রচলিত হইবার কথা ছিল তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস করিয়াছি, এবং আমাদের অনুরোধ এই যে ইহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করা যায়।

১৮৮১ সাল, ৪ মার্চ।

হুইটলী ষ্টোক্স।
জে গিবস।
সি সি পল।
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

আমি বিবেচনা করি যে ৭২ ধারার টাকার সীমা ২০০০ টাকা হইতে কমাইয়া ১০০০ টাকা করা উচিত অন্যান্য বিষয়ে রিপোর্টের সহিত আমার ঐকমত্য আছে।

জে, পিট কেনেডী।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগ।

২ নম্বর।

১৮৮০ সালের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি।

নির্ঘণ্ট।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই]

ধারা।

২০। অর্থগত বিচারাধিপত্যের অতিক্রান্ত মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আদালতের বিচার করিতে পারিবার কথা।

২১। আদালতের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বা বিরুদ্ধ মোকদ্দমার কথা।

২২। ছোট আদালতের বিচার্য্য অন্য মোকদ্দমা বাদী হাই কোর্টে উপস্থিত করিলে খরচার কথা।

৫ অধ্যায়।

মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৩। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কোন২ অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তিবার কথা।

২৪। কৃত নিষ্পত্তি বিষয়ের কথা।

২৫। বিপরীত দাওয়ায় স্থলছাড় বয়নাপত্র না হইবার কথা।

২৬। যে দলীল প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হয়, তাহা ফেরত দিবার কথা।

২৭। কোন২ স্থলে বাদির প্রতিবাদিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

২৮। ডিক্রীজারীর প্রার্থনা সম্বন্ধে বাধার কথা।

২৯। যে কর্ম্মচারী ওয়ারেণ্ট জারী করেন তাঁহার সহিত ডিক্রীদারের যাইবার কথা।

৩০। স্থাবর সম্পত্তি সংলগ্ন যে দ্রব্য প্রজা স্থানান্তর করিতে পারে তাহা ডিক্রী জারীতে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৩১। উপযুক্ত জামিন দিলে ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৩২। কোন২ স্থলে আদালতের ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

৩৩। ছোট আদালতের ডিক্রী অন্য আদালত দ্বারা জারী করিবার কথা।

ডিক্রী অন্য আদালতে পাঠান গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৪। নাবালগদের কোন২ স্থলে বয়ঃপ্রাপ্তের ন্যায় নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৩৫। যে কার্য্য বিচার কার্য্য নয় তাহা করিবার ভার অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

৩৬। রেজিষ্ট্রারের জজের ন্যায় মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার কথা।

উপবিধি।

৩৭। জজের মত ক্ষমতানুসারে রেজিষ্ট্রারের সমুদয় ডিক্রীজারী করিতে পারিবার কথা।

৩৮। রেজিষ্ট্রার যে ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন তাহা কোন জজের কৃত হইলে যেরূপে হইত সেই রূপে নূতন বিচারের নিয়মাধীন হইবার কথা।

৬ অধ্যায়।

নূতন বিচার ও পুনর্ব্বার শুনানী হইবার কথা।

৩৯। আদালতের বিচার ও আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবার কথা।

ছোট আদালতে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৪০। পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনাপত্রের কথা।

৪১। পুনর্ব্বার শুনানী হইবার সময়ের কার্য্যপ্রণালী কথা।

৪২। হাই কোর্টের ডিক্রীজারী করণের কথা।

৭ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির পুনঃপ্রাপ্তি বা অধিকার সম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্যের কথা।

৪৩। বিনা অনুমতিতে যে ব্যক্তি সম্পত্তি দখল করিয়া থাকে তাহাকে সমন দিবার কথা।

৪৪। সমন জারী করিবার কথা।

৪৫। দখল দেওয়াইবার আজ্ঞার কথা।

৪৬। উক্ত অনুজ্ঞাপত্রের বলে মালিকের সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া দখল দিতে পারিবার কথা।

অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দেওন প্রভৃতি নিমিত্ত জজ বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন কার্য্যানুষ্ঠান না হইতে পারিবার কথা।

৪৭। দরখাস্তকারির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তিহেতুক তাঁহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না করিবার কথা।

দখলকারির ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।

৪৮। অন্যায়ভাবে আজ্ঞা পাইলে দরখাস্তকারির দায়ের কথা।

এরূপস্থলে আজ্ঞা পাইবার দরখাস্তই অনধিকার প্রবেশের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৪৯। দখলকারী দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার জামিন দিলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

৫০। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন দ্বারা কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত হইবার কথা।

৫১। দখল পাওয়া গেলে স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত মোকদ্দমার বাধা না হইবার কথা।

৮ অধ্যায়।

হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

৫২। প্রশ্নার্পণ যে সময়ে করিতেই হইবে, তাহার কথা।

৫৩। যে পক্ষের বিরুদ্ধে সাপেক্ষ রায় দেওয়া যায় উক্তরূপ প্রশ্নার্পণ হইলে তাহার জামিন দিতে হইবার কথা।

উক্তরূপ জামিন না দেওয়া গেলে, ঐ পক্ষ বা মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

৯ অধ্যায়।

ফী ও খরচার কথা।

৫৪। মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ফীর কথা।

৫৫। পরওয়ানার ফীর কথা।

৫৬। শুনানীর পূর্ব্বে আপোষে মিটাইলে, অর্দ্ধেক ফী ফিরাইয়া দিবার কথা।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।

২ নম্বর।

রাজধানী নগর সমূহে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম। আরম্ভ।

১ ধারা। এই আইন 'রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে এবং ইহা ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে প্রবল হইবে।

কিন্তু এই আইনের কোন কথায় সৈন্যদের সুশাসন ও নিয়ম বিধান বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ১৪৪ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

২ ধারা। যে তারিখে এই আইন প্রবল হইবে সেই তারিখ অবধি এই আইনের প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইন গুলির যে পরিমাণ তাহাতে উল্লিখিত হইল সেই পরিমাণ রহিত হইবে।

কিন্তু উক্ত কোন আইনমতে যে সকল আদালত সংস্থাপিত ও নিয়োগ কৃত হইয়াছে তৎসমুদয়, যতদূর হইতে পারে এই আইনমতে সংস্থাপিত ও কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

পূর্ব্ব ২ আইনে উল্লেখের কথা।

যে তারিখে এই আইন প্রবল হয় তাহার পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ আইনে এতদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা যথাসাধ্য এই আইনের বা সেই বিষয় সংক্রান্ত এই আইনের বিধানের উল্লেখ বলিয়া পঠিত হইবে।

আইন সংশোধনের কথা।

৩ ধারা। কলিকাতার ভূমির রাজস্ব রক্ষাকরণের ১৮৫০ সালের ২৩ আইনের ৩ ধারায় উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্টমতে এই কথা বহিত হইল এবং 'উক্ত আইনের লিখিত অল্প কর্জ্জ আদায়ের জন্যে আদালতের কমিশনর সাহেবের' ও "উক্ত কমিশনরদের এই ২ কথার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক স্থলে কলিকাতার ছোট আদালতের জজদের" এই কথা দিতে হইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৮ ধারায় ' ৩৯ অধ্যায়ের" এই অঙ্ক ও শব্দের পর এবং ' রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের " এই অঙ্ক ও শব্দ গুলি দিতে হইবে।

ছোট আদালত শব্দের অর্থ।

৪ ধারা। এই আইনে ' ছোট আদালত " শব্দে এই আইনমতে কলিকাতা মান্দ্রাজ বা বোম্বাই নগরে সংস্থাপিত ছোট আদালত বুঝাইবে।

---

২ অধ্যায়।

আদালত সংস্থাপনের ও তাহার কার্য্যকারকদের কথা।

ছোট আদালত সংস্থাপনের কথা

৫ ধারা। কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে এক একটি আদালত থাকিবে। তাহা কলিকাতার বা স্থল বিশেষে মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের ছোট আদালত নামে খ্যাত হইবে।

ঐ আদালত হাই কোর্টের তত্ত্বাবধানের অধীন বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৬ ধারা। ঐ ছোট আদালত ১৮৬৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখের হাই কোর্ট সংক্রান্ত পেটেণ্টপত্রের ও দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের মর্ম্মানুসারে কলিকাতার বা স্থল বিশেষে মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের হাই কোর্টের তত্ত্বাবধানের অধীন আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং হাই কোর্টের আপীলী বিচারাধিপত্যের অধীন আদালত সম্বন্ধে মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারামতে ঐ কোর্টের যে ক্ষমতা আছে ছোট আদালত সম্বন্ধেও সেই ক্ষমতা থাকিবে।

জজদিগকে নিযুক্ত স্থগিত ও পদচ্যুত করিবার কথা।

৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া একজন চীফ জজ ও আর যত জন উচিত বোধ করেন ততজন লোককে ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন কিন্তু চীফ জজ সমেত ঐ রূপ নিযুক্ত ব্যক্তিদের অন্যূন তিন ভাগের এক ভাগ উক্ত কোন হাই কোর্টের আডাবোকেট হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ রূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া উক্তরূপে নিযুক্ত কোন জজকে স্থগিত করিতে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

জজদের পদ ও মর্য্যাদার কথা।

৮ ধারা। চীফ জজ পদে ও মর্য্যাদায় জজদের মধ্যে প্রথম গণ্য হইবেন।

অন্য জজেরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যেরূপ আদেশ করেন তদনুসারে পদ ও মর্য্যাদা পাইবেন।

আদালতের ক্ষমতা তাহার মেম্বরদের প্রতি অর্পণ করিবার কথা।

৯ ধারা। এই আইনে বা যৎকালে অন্য কোন আইন প্রবল থাকে তাহাতে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, হাই কোর্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ছোট আদালত এই আইনক্রমে বা চলিত অন্য আইনক্রমে ছোট আদালতের প্রতি প্রদত্ত কোন ক্ষমতানুসারে যে রূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপে এক বা একাধিক জজের দ্বারা কার্য্য হইবার বিধান করণার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

চীফ জজের দ্বারা আদালতের কর্ম্ম বিভাগের কথা।

১০ ধারা। উক্ত বিধি প্রবল থাকিয়া, শ্রীযুত চীফ জজ সাহেব সময়ে২ ভিন্ন২ জজদের মধ্যে আদালতের কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার যেরূপ বন্দোবস্ত উচিত বোধ করেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

মতভেদ হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

১১ ধারা। পশ্চাল্লিখিতমতে যে স্থলে প্রকারান্তরের বিধান করা গিয়াছে সেই স্থল ছাড়া অন্য কোন স্থলে দুই কিম্বা তদধিক জজ একত্র অধিবিষ্ট হইয়া কোন প্রশ্নসম্বন্ধে ভিন্নমত হইলে অধিকাংশের মত প্রবল হইবে, এবং আদালত সমান দুই দলে বিভক্ত হইলে, ঐ ভিন্নমত জজদের মধ্যে যদি চীফ জজ একজন হন তিনি, কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে ভিন্ন মত জজদের মধ্যে পদ মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ জজ, যে পক্ষে থাকেন সেই পক্ষের মত প্রবল হইবে।

যে মোহর ব্যবহার করিতে হইবে তাহার কথা।

১২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যৎকালে যে প্রকারের আদেশ করিবেন ছোট আদালত সেই প্রকারের আকারের ও আয়তনের মোহর ব্যবহার করিবেন।

রেজিষ্ট্রার ও আমলা নিযুক্ত করিবার কথা।

১৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ ঐ আদালতের রেজিষ্ট্রার নামে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তিনি উক্ত আদালতের প্রধান আমলা হইবেন,।

এবং আদালতের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহার্থ ও এই আইন বা প্রচলিত অন্য কোন আইনক্রমে তৎপ্রতি যে২ ক্ষমতা প্রদত্ত ও যে২ কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছে সেই২ ক্ষমতানুসারে সেই২ কর্ম্ম সম্পাদনার্থ যত জন আবশ্যক হয় চিফ জজ তত জন ক্লার্ক বেলিফ ও অন্য আমলা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

উক্ত কর্ম্মচারিদের ক্ষমতার ও কর্ম্মের কথা।

চীফ জজ হাই কোর্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে সময়ে২ এতদর্থে বিধি করিয়া যেরূপ আজ্ঞা করেন, তদনুসারে উক্তরূপে নিযুক্ত রেজিষ্ট্রার ও অন্য কর্ম্মচারিরা উক্ত ক্ষমতাক্রমে আমলার কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন।

চীফ জজ উক্তরূপে নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারিকে স্থগিত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন, কিন্তু যে রেজিষ্ট্রারের বা কর্ম্মচারির মাসিক বেতন একশত টাকা বা তদধিক তাহাকে পদচ্যুত করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা অপেক্ষা করিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

১৪ ধারা। যে মোকদ্দমায় বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য কুড়ি টাকার অনধিক সেই মোকদ্দমার বিচার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রারের প্রতি এই আইনমত জজের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন। আর রেজিষ্ট্রার যে কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে সক্ষম ছোট আদালতের কোন জজ উচিত বোধ করিলে চীফ জজের আজ্ঞাধীনে সেই মোকদ্দমা আপন ফাইল হইতে রেজিষ্ট্রারের ফাইলে চালান করিতে পারিবেন।

কুড়ি টাকার অনধিক মূল্যের মোকদ্দমায় রেজিষ্ট্রারকে জজের ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

১৫ ধারা। যে জজ বা অন্য কর্ম্মচারী এই আইনমতে নিযুক্ত হন, তিনি যতকাল ঐ রূপ জজ বা কর্ম্মচারী থাকেন তত কাল স্বয়ং বা অন্য কোন ব্যক্তির অংশী স্বরূপ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আডবোকেট, আটর্ণি, উকীল বা অন্য ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় বা কর্ম্ম করিবেন না কিম্বা আপন হিসাবে বা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে অথবা অন্য কোন ব্যক্তির অংশীস্বরূপ কোন কারবার বা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবেন না।

জজ বা অন্য কর্ম্মচারির ব্যবসায় বা কারবার না করিবার কথা।

উক্তরূপ কোন জজ বা কর্ম্মচারী ঐ প্রকারে ব্যবসায় বা কর্ম্ম করিলে বা কারবারাদিতে লিপ্ত হইলে, তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৮ ধারামত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কিন্তু উক্তরূপ কোন জজ বা কর্ম্মচারী রাজকীয় সনন্দ, পেটেণ্টপত্র পার্লিয়ামেণ্টের আইন কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষীয় কোন ব্যবস্থাপক সমাজের আইনক্রমে সমবায়িত বা রেজিস্টরী করা কোন কোম্পানির মেম্বর হইতে যে পারিবেন না এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

---

৩ অধ্যায়।

ঐ আদালতে যে আইন চলিবে তাহার কথা।

১৬ ধারা। কার্য্যপ্রণালী ও রীতি সংক্রান্ত প্রশ্নভিন্ন অন্য যে সকল প্রশ্ন এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ছোট আদালতে উত্থিত হয় হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্যকালে ঐ কোর্ট যে আইন অনুসারে কার্য্য করেন সেই আইন অনুসারে ঐ সকল প্রশ্ন লইয়া কার্য্য ও নিষ্পত্তি হইবে।

এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতিতে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি হাইকোর্টে যে আইন অনুসারে কার্য্য হয় তদনুসারে হইবার কথা।

---

৪ অধ্যায়।

মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিচারাধিপত্যের কথা।

১৭ ধারা। হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যের যৎকালে যে স্থানীয় সীমা থাকে প্রত্যেক ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের সেই স্থানীয় সীমা হইবে।

আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার কথা।

১৮ ধারা। ৯ ধারার বর্জ্জিত কথা মানিয়া ছোট আদালতের সমুদয় দেওয়ানী ভাবের মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক হইবে না।

আদালতের যে সকল মোকদ্দমায় বিচারাধিপত্য থাকিবে তাহার কথা।

আর ইহাও আবশ্যক যে, (ক) নালিশের হেতু সম্পূর্ণরূপে বা অংশত ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে উত্থিত হইয়াছে এবং নালিশ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে ঐ আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অনুমতি দিয়াছেন কিম্বা

(খ) মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে সকল প্রতিবাদী যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করেন বা ব্যবসায় চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন, কিম্বা

(গ) প্রতিবাদিদের মধ্যে কোন জন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করেন বা ব্যবসায় চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন; এবং হয় মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে না হয় যে প্রতিবাদিরা পূর্ব্বোক্ত স্থানে বাস না করেন বা ব্যবসায় না চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম না করেন তাঁহারা ঐ রূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণবিষয়ে সম্মত হইয়াছেন।

১ ব্যাখ্যা।—কোন মোকদ্দমায় উভয় পক্ষে কোন বিপরীত দাওয়া স্বীকার করাতে, দাওয়ার টাকা কমিয়া দুই হাজার টাকার অনধিক হইলে, ছোট আদালতের উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

২ ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তির একস্থানে নিয়ত নিবাস ও অন্য স্থানে কেবল কিয়ৎকালীন কার্য্যের নিমিত্ত বাসা থাকিলে, তাঁহার কিয়ৎকালের নিমিত্ত বাসার স্থানে নালিশের হেতু উত্থিত হইলে, তৎ সম্পর্কে উভয় স্থানেই তাঁহার বাস হইতেছে এমত জ্ঞান হইবে।

৩ ব্যাখ্যা।— কোন সমবায়িত সমাজ কিম্বা কোম্পানি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত আপনার একই বা প্রধান কার্য্যালয়ে ব্যবসায় চালাইতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে অথবা অন্যস্থানে তাহার নিম্নতর কার্য্যালয় থাকিলে ও সেই স্থানে নালিশের কোন হেতু ঘটিলে, তৎসম্পর্কে সেই স্থানে ব্যবসায় চালাইতেছেন এমত জ্ঞান হইবে।

১৯ ধারা। নিম্নলিখিত মোকদ্দমায় ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না, অর্থাৎ,

যে২ মোকদ্দমায় এই আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না তাহার কথা।

(ক) রাজস্ব ধার্য্য বা আদায় করণ সংক্রান্ত মোকদ্দমায়;

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব বা কোন গবর্ণর সাহেব, কিম্বা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের বা মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার কোন সভ্য স্বীয় পদোপলক্ষে অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে [illegible] ব্যক্তি, যে কার্য্য করিবার আজ্ঞা দেন বা [illegible] করেন, তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমায়,

(গ) কোন জজ বা বিচারসম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারক আপন পদের কার্য্যোপলক্ষে, অথবা কোন আদালতের বা উক্তরূপ কোন জজের বা বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যকারকের কোন বিচার বা আজ্ঞাক্রমে কোন ব্যক্তি, যে কোন কার্য্য করিবার আজ্ঞা দেন বা যে কার্য্য করেন, তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমায়

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমায়

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তির বাটওয়ারা হইবার মোকদ্দমায়,

(চ) স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক সিদ্ধি করিবার বা বন্ধক হইতে তাহা মুক্ত করিবার মোকদ্দমায়

(ছ) স্থাবর সম্পত্তিগত অন্য কোন স্বত্ব বা স্বার্থ নিরূপণ করিবার মোকদ্দমায়

(জ) চুক্তিমত বিশেষ কার্য্য করিবার বা চুক্তি অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমায়

(ঝ) নিষেধ আজ্ঞা পাইবার মোকদ্দমায়

(ঞ) নিদর্শনপত্র রহিত বা সংশোধন করিবার মোকদ্দমায়

(ট) ন্যাসমত কার্য্য হইবার মোকদ্দমায়

(ঠ) সমুদ্রগামী জাহাজ সম্পর্কীয় সাধারণ গড়পড়তা ও বিমা বিষয়ক মোকদ্দমায়

(ড) সমুদ্র পথে জাহাজে জাহাজে ধাক্কা লাগিলে, তৎসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়

(ঢ) পেটেন্ট, গ্রন্থ স্বত্ব বা ব্যবসায়ির চিহ্ন সংক্রান্ত নিয়ম ভঙ্গ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়

(ণ) অংশিত্ব বিলোপ করিবার বা অংশিত্ব ঘটিত কারবারের হিসাব পাইবার মোকদ্দমায়

(ত) আদালতের ডিক্রীক্রমে সম্পত্তি ও তাহার যথাযোগ্য কার্য্য নির্ব্বাহের হিসাব পাইবার মোকদ্দমায়

(থ) লিখিত বা বাচনিক অপবাদ রটনা বিদ্বেষ জনিত অভিযোগ, পরস্ত্রী গমন বা বিবাহের অঙ্গীকার ভঙ্গ নিবন্ধন ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়

(দ) দাম্পত্য স্বত্ব পুন প্রাপ্তির স্ত্রী পুন প্রাপণের কিম্বা বিবাহ বন্ধনচ্ছেদের মোকদ্দমায়

(ধ) কেবল স্বত্ব নির্ণায়ক ডিক্রী পাইবার মোকদ্দমায়,

(ন) যে মোকদ্দমায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া কাণ্ড ঘটিত প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর বাদির দাওয়া নির্ভর করে, সেই মোকদ্দমায়

(প) পৈতৃক পদ পাইবার মোকদ্দমায়

(ফ) স্বাধীন রাজা বা শাসনকারী সর্দারদের বিরুদ্ধে কিম্বা ভিন্নদেশীয় রাজদূতের বা রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মোকদ্দমায়

(ব) কোন হাই কোর্টের বিচারপত্র অনুযায়ী মোকদ্দমায়

(ভ) প্রচলিত কোন আইনক্রমে যেং মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ছোট আদালতের নাই সেইং মোকদ্দমায়

অর্থগত বিচারাধিপত্যের অতিক্রান্ত মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আদালতের বিচার করিতে পারিবার কথা।

২০ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক না হইলে যে মোকদ্দমা ছোট আদালতের গ্রাহ্য হইত সেই মোকদ্দমায় উভয় পক্ষ যদি লিখিয়া এই রূপ নিয়মপত্র করিয়া থাকেন যে উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিতে ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে, তবে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক হইলেও, উক্ত আদালতের ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার বিচারাধিপত্য থাকিবে।

উক্তরূপ প্রত্যেক নিয়মপত্র আদালতে দাখিল করিতে হইবে এবং দাখিল করা গেলে তৎসংক্রান্ত উভয় পক্ষ উক্ত আদালতের বিচারাধিপত্যের অধীন হইবেন এবং উক্ত মোকদ্দমায় ঐ আদালতের নিষ্পত্তি দ্বারা বদ্ধ হইবেন।

আদালতের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বা তদ্বিরুদ্ধ মোকদ্দমার কথা।

২১ ধারা। যে সকল মোকদ্দমায় ছোট আদালতের কোন কর্ম্মচারী স্বীয় পদোপলক্ষে এক পক্ষ সেই সকল মোকদ্দমা উক্ত আদালতের পরওয়ানা জারীক্রমে গৃহীত সম্পত্তির বা তদুৎপন্ন টাকার বা তাহার মূল্যের সম্বন্ধে না হইলে বাদির ইচ্ছামতে, এই আইন বিধিবদ্ধ না হইলে, যেরূপ হইত সেই রূপে, হাই কোর্টে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

ছোট আদালতের বিচার্য্য অন্য মোকদ্দমা বাদী হাই কোর্টে উপস্থিত করিলে খরচার কথা।

২২ ধারা। ২১ ধারার লিখিত মোকদ্দমা ভিন্ন ছোট আদালতের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা যদি হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায় এবং যদি উক্ত মোকদ্দমার বাদী, চুক্তিমূলক মোকদ্দমা হইলে দুই হাজার টাকার বা সেই মূল্যের কম পরিমাণে এবং অন্য কোন রূপ মোকদ্দমা হইলে তিনি শত টাকার বা সেই মূল্যের কম পরিমাণে ডিক্রী পান তবে বাদিকে কোন খরচা দেওয়া যাইবে না।

উক্তরূপ কোন মোকদ্দমায় বাদী ডিক্রী না পাইলে মওক্কেলের নিকট আটর্নি যেরূপ খরচা পান প্রতিবাদী সেইরূপ খরচা পাইবার অধিকারী হইবেন।

যে জজ সাহেব উক্তরূপ কোন মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি উহা হাই কোর্টে উপস্থিত হইবার যোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেট দিলে পূর্ব্ববর্ত্তী বিধি উহার প্রতি বর্ত্তিবে না।

---

৫ অধ্যায়।

মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কোনং অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তিবার কথা।

২৩ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যেং অধ্যায় ও ধারা নির্দ্দিষ্ট হইল সেইং অধ্যায় ও ধারা ছোট আদালতে চলিবে ও উক্ত আদালতের বিবেচনায় যত দূর বর্ত্তিতে পারে তত দূর বর্ত্তান যাইবে এবং এই আইনের বিশেষ বিধান দ্বারা যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল যে স্থলে তাহার বিরুদ্ধ হয় সেই স্থল ছাড়া উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী ছোট আদালতের বিচার্য্য সকল মোকদ্দমায় অনুসৃত হইবে।

কৃত নিষ্পত্তি বিষয়ের কথা।

২৪ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৩ ধারার বিপরীত ভাবের কথা থাকিলেও এই আইনের বিধানমতে যে নিষ্পত্তি করা যায় তৎক্রমে যে উপকারের আদেশ হয় সেই নিষ্পত্তির সময়ে সেই উপকার পাইবার স্বত্ত্বা

তিরিক্ত, কিম্বা বাদির যে উপকার পাইবার দাওয়া ঐ নিষ্পত্তিক্রমে বারিত হয় ঐ সময়ে সেই উপকার পাইবার স্বত্বাভাবাতিরিক্ত অন্য কিছুর সম্বন্ধে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যে বাটী আপনার বলে বলরাম তাহার হানি করাতে, আনন্দ বলরামের নামে ছোট আদালতে হানি পূরণের মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বলরাম আনন্দের বাটী বলিয়া স্বীকার করে না। আদালত নিষ্পত্তি করেন যে বাটী আনন্দের ও তিনি হানিপূরণস্বরূপ ১০০৲ টাকা পাইবার স্বত্ববান্। আনন্দের হানি পূরণ পাইবার সম্বন্ধে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত, কিন্তু ঐ বাটীতে তাঁহার স্বত্বসম্বন্ধে নহে এবং বলরাম ঐ বাটীর আরো হানি করাতে আনন্দ তাহার নামে পরে মোকদ্দমা আনিলে, আনন্দের স্বত্ব নাই বলিতে বলরামের কোন বাধা নাই।

(খ) বলরামের লিখিত নিবন্ধপত্রক্রমে প্রাপ্য বলিয়া কিস্তির টাকার নিমিত্ত আনন্দ বলরামের নামে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বলরাম নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে। আদালত লিখিয়া দেওয়া সপ্রমাণ হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করেন, এবং কিস্তির টাকার নিমিত্ত আনন্দকে ডিক্রী দেন। সেই নিবন্ধপত্রক্রমে পরবর্ত্তী এক কিস্তি নিমিত্ত আনন্দ পরে বলরামের নামে নালিশ করে আবার লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করিতে বলরামের কোন বাধা নাই।

(গ) (খ) উদাহরণের লিখিত স্থলে আনন্দ বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বলরাম নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে এবং আদালত বলরামের স্বাক্ষর জাল করা হইয়াছে নির্ণয় করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করেন। ইহাতে আবার ঐ নিবন্ধপত্রসূত্রে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে আনন্দের কোন বাধা নাই।

(ঘ) আনন্দ একটি ঘোড়া পাইবার নিমিত্ত বলরামের নামে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। আনন্দ বলে, ঐ ঘোড়াটি আমার সম্পত্তি ও আপন ইচ্ছামত কালের নিমিত্ত বলরামকে ব্যবহার করিতে দিয়াছি। বলরাম ঘোড়া আনন্দের বলিয়া স্বীকার করে না। আদালত ঘোড়া আনন্দের বলিয়া নির্ণয় করেন, এবং তাঁহাকে দখল পাইবার ডিক্রী দেন ও আনন্দ ঘোড়া দখল করিয়া লয়। বলরাম ঘোড়া আপনার বলিয়া পরে তাহার দখল পাইবার নিমিত্ত আনন্দের নামে মোকদ্দমা করে। পূর্ব্ব মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বলে বলরামের মোকদ্দমা করিবার কোন বাধা হইবে না।

২৫ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১১ ধারাক্রমে বিপরীত দাওয়ার স্থল ভিন্ন কোনস্থলে আদালতের আদেশমতে না হইলে বর্ণনাপত্র গ্রহণ করা যাইবে না।

বিপরীত দাওয়ার স্থল ছাড়া বর্ণনাপত্র না হইবার কথা।

২৬ ধারা। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি আট দিনের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার নূতন বিচার বা পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা না গেলে, অথবা ঐ সময়ের মধ্যে প্রার্থনা করা গেলেও তাহা অগ্রাহ্য হইলে, কিম্বা নূতন বিচার বা স্থলবিশেষে পুনর্ব্বার শুনানী শেষ হইলে, কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষ হউন বা নাই হউন ঐ মোকদ্দমায় যে দলীল উপস্থিত করিলেন ও যাহা নথীর মধ্যে রাখা গেল তাহা ফেরত লইতে চাহিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৩ ধারামতে ঐ দলীল আটক করিয়া রাখা না গেলে তাঁহার ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে।

যে দলীল প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হয় তাহা ফেরত দিবার কথা।

কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত কোন ঘটনার পূর্ব্ব কোন সময়ে কোন ব্যক্তি দলীল ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিয়া উপযুক্ত কার্য্যকারককে আসল দলীলের পরিবর্ত্তে ঐ দলীলের প্রমাণিত নকল দিলে দলীল খানি তাঁহাকে ফেরত দেওয়া যাইতে পারিবে। পরন্তু ডিক্রীর বলে কোন দলীল ব্যর্থ কি অকর্ম্মণ্য করা গেলে সেই দলীল ফেরত দেওয়া যাইবে না।

দলীল ফিরিয়া পাইবার রসীদ বহী রাখা যাইবে প্রমাণস্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয় তাহা ফেরত দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তি তাহা লইয়া যান তিনি ঐ বহীতে রসীদ লিখিয়া দিবেন।

২৭ ধারা। যে কোন মোকদ্দমায় প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া দাওয়া অস্বীকার করে, এবং বাদী দাওয়ার সমুদয় টাকার ডিক্রী না পায় ছোট আদালত আপন বিবেচনায় যত টাকা উচিত বোধ করেন প্রতিবাদির কষ্ট ও উপস্থিতি হেতুক ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহাকে তত টাকা দিবার নিমিত্ত বাদির প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোনং স্থলে বাদির প্রতিবাদিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ ধারামতে যে কোন দাওয়া বা আপত্তি করা যায় তাহা অগ্রাহ্য করা গেলে, ছোট আদালত যে বা যেং টাকা উচিত বোধ করেন আপন বিবেচনামতে পূর্ব্বোক্তরূপ ক্ষতিপূরণস্বরূপ ডিক্রীদারকে বা ডিক্রীমত খাতককে বা উভয়কে সেই বা সেইং টাকা দিবার নিমিত্ত ঐ দাওয়া বা আপত্তিকারী ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই ধারার আজ্ঞামত যে টাকা দেয় হয় তাহা দেওয়া না গেলে, যে ব্যক্তির অনুকুলে ঐ আজ্ঞা হয় তিনি যে ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা করা যায় তাহার বিরুদ্ধে উহা ঐ আদালতের ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করিতে পারিবেন।

২৮ ধারা। ডিক্রীর তারিখ অবধি তিন বৎসর গত হইলে পর এই আইনমত ডিক্রী জারী করিবার কোন প্রার্থনা পত্র গ্রাহ্য করা যাইবে না।

ডিক্রীজারীর প্রার্থনা সম্বন্ধে বাধার কথা।

কিন্তু ঐ তারিখের পর তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রীমত খাতক বলে ছলে ঐ ডিক্রীজারী করিতে না দিলে এই নিয়ম খাটিবে না।

২৯ ধারা। ছোট আদালত ডিক্রীমত খাতককে ধৃত করিবার বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার ওয়ারন্ট দিলে আদালতের যে কর্ম্মচারির প্রতি ঐ ওয়ারন্ট জারী করিবার ভার অর্পিত হয় তাঁহার সহিত ডিক্রীদার বা তৎ পক্ষীয় অন্য কোন ব্যক্তি যাইয়া ডিক্রীমত খাতককে বা স্থলবিশেষে যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিবে।

যে কর্ম্মচারী ওয়ারন্ট জারী করেন তাঁহার সহিত ডিক্রীদারের যাইবার কথা।

স্থাবর সম্পত্তি সংলগ্ন যেদ্রব্য প্রজা স্থানান্তর করিতে পারে তাহা ডিক্রী জারীতে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৩০ ধারা। ছোট আদালতের কোন ডিক্রীমত খাতক স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় প্রজা হইলে ঐ সম্পত্তিতে যাহা কিছু সংলগ্ন থাকে এবং যাহা তাঁহার প্রজাসম্বন্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে তিনি ভূম্যধিকারির অনুমতি বিনা আইন অনুসারে স্থানান্তর করিতে পারিতেন, তাহা উক্ত ডিক্রী জারীর কার্য্য পক্ষে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত ডিক্রী জারী ক্রমে বিক্রীত হইলে ক্রেতা তাহা পৃথক্ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন, কিন্তু ডিক্রীমত খাতক ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিলে উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু করিতে বাধ্য হইতেন তাহা না করিয়া ক্রেতা ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিবেন না।

উপযুক্ত জামিন দিলে ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৩১ ধারা। ছোট আদালতের ডিক্রী জারী ক্রমে যে ডিক্রীমত খাতককে ধরা যায়, সেই ব্যক্তি যত টাকা দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হয় সেই টাকার ও খরচার আদালতের ছন্দোমত জামিন দিলে, উক্ত আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন২ স্থলে আদালতের ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

৩২ ধারা। যদি ছোট আদালতের প্রতীতি হয় যে উক্ত আদালতের ডিক্রীমত কোন খাতক পীড়া বা অন্য উপযুক্ত কারণে ডিক্রীর টাকা, অথবা উক্ত আদালত কিস্তিক্রমে ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা করিয়া থাকিলে কোন কিস্তির টাকা, দিতে অক্ষম, তবে উক্ত আদালত সময়ে২ যদ্রূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপ সময়ের নিমিত্ত ও তদ্রূপ নিয়মে ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

ছোট আদালতের ডিক্রী অন্য আদালত দ্বারা জারী করিবার কথা।

৩৩ ধারা। যদি ছোট আদালতের ডিক্রীমত খাতকের ডিক্রীর টাকা শোধ হইবার উপযুক্ত অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদালতের বিচারাধিপত্যের, স্থানীয় সীমার মধ্যে না থাকে, তবে উক্ত আদালত ডিক্রীদারের প্রার্থনাক্রমে ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত তাহা

(ক) উক্ত স্থানীয় সীমার অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তির উপর জারী করিতে হইলে, হাই কোর্টে, এবং

(খ) অন্য সকল স্থলে যে দেওয়ানী আদালতের সাধারণ এলাকার মধ্যে উক্ত ডিক্রীমত খাতক বা তাহার অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি থাকে, সেই আদালতে পাঠাইতে পারিবেন।

ডিক্রী অন্য আদালতে পাঠান গেলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

যে আদালত ডিক্রী দেন সেই আদালত ভিন্ন অন্য আদালত দ্বারা ডিক্রী জারীর যে কার্য্যপ্রণালী দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উক্তরূপ স্থলসমূহে সেই কার্য্য প্রণালী অনুসৃত হইবে

নাবালগদের কোন২ স্থলে বয়ঃ প্রাপ্তের ন্যায় নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৩৪ ধারা। এই আইনে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন যত দূর বর্ত্তান গিয়াছে তাহাতে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ৭০ ধারামতে বেতন বা ঠিকা কার্য্য বা চাকরের কর্ম্ম জন্য কোন নাবালগের যে টাকা পাওনা হয়, তাহা পাঁচশত টাকার অধিক না হইলে, সেই নাবালগ বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে যেরূপ নালিশ করিতে পারিত ঐ টাকার নিমিত্ত সেইরূপে নালিশ করিতে পারিবে।

যে কার্য্য বিচা কার্য্য নয় তাহা করিবার ভার অর্পণ করিতে পারি বার কথা।

৩৫ ধারা। বিচারকার্য্য না হইয়া কিম্বা বিচার কার্য্যের ভাবাপন্ন হইয়া যে কার্য্য এই আইনক্রমে বর্ত্তান দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনমতে বিচারপতির দ্বারা করা যাইবার আদেশ থাকে তাহা এবং ঐরূপে বর্ত্তান উক্ত আইনের ৩৯৪ ধারামতে হিসাব পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি করণার্থে নিযুক্ত আমীনের দ্বারা যে কার্য্য করা যাইতে পারে তাহা, ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রারের দ্বারা কিম্বা ঐ আদালতের অন্য যে কার্য্যকারককে উক্ত আদালত এতদর্থে সময়ে২ নিযুক্ত করেন তাঁহার দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

এই ধারার মর্ম্মানুসারে যে২ কার্য্য বিচার কার্য্য নয় ও যাহা বিচারকার্য্যের ভাবাপন্ন বলিয়া জানা যাইবে হাই কোর্ট সময়ে২ বিধি করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

রেজিষ্ট্রার জজের ন্যায় মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৩৬ ধারা। ১৪ ধারামতে রেজিষ্ট্রার যে২ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে পারেন, ছোট আদালতের কোন জজ তাহা যেরূপে শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন তিনিও সর্ব্বতোভাবে সেইরূপে শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু উক্ত আদালতের কোন জজ চীফ জজের আজ্ঞা মানিয়া, যখন উচিত বোধ করেন, রেজিষ্ট্রারের ফাইল হইতে কোন মোকদ্দমা আপন ফাইলে উঠাইয়া আনিতে পারেন।

জজের মত ক্ষমতানুসারে রেজিষ্ট্রারের সমুদয় ডিক্রী জারী করিতে পারিবার কথা।

৩৭ ধারা। আদালত যে কোন মূল্যের ডিক্রী করেন রেজিষ্ট্রার তাহা জারী করিবার প্রার্থনা পত্রগ্রহণ এবং ডিক্রীমত খাতকদিগকে হেফাজতে সমর্পণ ও মুক্ত করিতে পারিবেন, এবং ঐ আদালতের কোন জজ এই আইন মতে যে কোন আজ্ঞা করিতে পারিতেন তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

রেজিষ্ট্রার যে ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন তাহা কোন জজের কৃত হইলে যে রূপে হইত সেইরূপে নূতন বিচারের নিয়মাধীন হইবার কথা।

৩৮ ধারা। কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কর্ম্মে রেজিষ্ট্রার যে কোন ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন, তাহা উক্ত আদালতের কোন জজে কৃত হইলে নূতন বিচার সম্বন্ধে যে২ বিধানের নিয়মাধীন হইত সেই২ বিধানের নিয়মাধীন হইবে।

৬ অধ্যায়।

নূতন বিচার ও পুনর্ব্বার শুনানী হইবার কথা।

৩৯ ধারা। পশ্চাল্লিখিত বিশেষ বিধানের স্থল ভিন্ন কোন মোকদ্দমায় ছোট আদালতের প্রত্যেক ডিক্রী ও আজ্ঞা চূড়ান্ত ও নিষ্পত্তি হইবে কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫২২ ধারামত ডিক্রী ভিন্ন কোন মোকদ্দমার ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি আট দিনের মধ্যে কোন পক্ষ প্রার্থনা করিলে আদালত যেরূপ নিয়ম যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন সেইরূপ নিয়মে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিবে এবং আনুষ্ঠানিক কার্য্য তৎকালের নিমিত্ত স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

আদালতের বিচার ও আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবার কথা।

ছোট আদালতে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৪০ ধারা। কোন মোকদ্দমায় বিবাদ য় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক হইলে, বিচার হইবার পর আট দিনের মধ্যে কোন পক্ষ ঐ মোকদ্দমার পুনর্ব্বার শুনানী হয় এই আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

পুনর্ব্বার শুনানী হই বার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনাপত্রের কথা।

ঐ প্রার্থনাপত্র আফিডেবিট দ্বারা সমর্থন করিতে হইবে এবং প্রার্থক আডবোকেট উকীল বা আটর্নি দ্বারা উপস্থিত হইলে ঐ প্রার্থনাপত্র সমর্থনার্থ শুনানীর স ময়ের প্রধান উকীলের লিখিত এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে যে তাঁহার মতে ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বার শুনিবার বিশিষ্ট হেতু আছে। ঐ প্রার্থনাপত্র শু নিয়া যদি হাই কোর্টের এরূপ মত হয় যে বিচারে ভ্রম বা ত্রুটি হইয়াছে কিম্বা উক্তরূপ পুনর্ব্বার শুনানীর অন্যান্য বিশিষ্ট হেতু আছে তবে কোর্ট এক পক্ষের কথা শুনিয়া যেরূপ নিয়ম উচিত বোধ করেন সেইরূপ নিয়মে ঐ রূপ পুনর্ব্বার শুনানী হইবার আজ্ঞা দিয়া তাহার দিন ধার্য্য করিবেন উহার স বাদ বিপক্ষ পক্ষকে দেওয়া যাইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৪৫ ৫৪৬ ও ৫৪৭ ধারায় আপীল হইলে ডিক্রী স্থগিত ও জারী করণ স ক্রান্ত যে ২ বিধি আছে, তাহা এই ধারামত প্রার্থনাপত্র ছোট আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল বলিয়া গণ্য হইলে যেরূপে বর্ত্তিত সেইরূপে ঐ প্রার্থনাপত্রের প্রতি বর্ত্তিবে।

৪১ ধারা। ৪০ ধারামতে যে দিনধার্য্য করা যায় সেই দিন কিম্বা শুনানীর দিনান্তর নিরূপিত হইয়া থাকিলে সেই দিন হাই কোর্ট বা ঐ কোর্টের কোন জজ হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যক্রমে উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় ঐ মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ছোট আদালতের বাদী ঐ মোকদ্দমায় বাদী বলিয়া ও ছোট আদালতের প্রতিবাদী প্রতিবাদী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং মোকদ্দমার বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার আজ্ঞা হয় নাই বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারামতে যে মোকদ্দমার পুনর্ব্বার শুনানী হয় তাহাতে এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যক্রমে উপস্থিত মোকদ্দমা স ক্রান্ত ঐ কোর্টের রীতি ও কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হইবে। কিন্তু এই ধারামত কোন বিচার ডিক্রী বা আজ্ঞার উপর আপীল হইবেনা।

পুনর্ব্বার শুনানী হইবার সময়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২ ধারা। উক্তরূপ পুনর্ব্বার শুনানী হইলে কোন হাই কোর্ট যে প্রত্যেক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন তাহা ঐ কোর্টের অন্যান্য ডিক্রীর ন্যায় ঐ হাই-কোর্ট জারী করিতে পারিবেন কিম্বা উক্ত হাই কোর্ট আপন বিবেচনামতে তাহা জারী করিবার নিমিত্ত ঐ ছোট আদালতে পাঠাইতে পারিবেন।

হাই কোর্টের ডিক্রী জারী করণের কথা।

---

৭ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির পুনঃ প্রাপ্ত বা অধিকার সম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্যের কথা।

৪৩ ধারা। যে কোন স্থাবর সম্পত্তি ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকে এবং প্রতিযোগিতার অত্যুচ্চ খাজানার হারে যাহার বার্ষিক মূল্য এক হাজার টাকার অধিক না হয়, কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অথবা যৎসূত্রে ঐ অন্য ব্যক্তির দাওয়া সেই ব্যক্তির প্রজাভাবে বা অনুমতিক্রমে যদি সেই ভূমি দখল করিয়া থাকেন

বিনা অনুমতিতে যে ব্যক্তি সম্পত্তি দখল করিয়া থাকে তাহাকে সমন দিবার কথা।

এবং যদি ঐ প্রজাভাব শেষ বা অনুমতি রহিত হইয়া থাকে

এবং উক্ত প্রজা বা দখলকার অথবা তাহার অধীনে বা নিয়োগ ক্রমে ভূমিভোগী কোন ব্যক্তি (ইহারা পরে দখলকারী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে) উক্ত অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে তদ্বিষয়ে আদেশ পাইলেও তদনুসারে ঐ সম্পত্তি দিতে অস্বীকার করিলে

(পরে দরখাস্তকারী বলিয়া অভিহিত) ঐ অন্য ব্যক্তি দখলকারির বিরুদ্ধে সমন দিবার নিমিত্ত ছোট আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন। ঐ সমনে উক্ত দখলকারির প্রতি এই আদেশ থাকিবে, যে ঐ সম্পত্তি দিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি কেন বল প্রয়োগ করা যাইবে না সমন নির্দ্দিষ্ট তারিখে তাহার কারণ দর্শাইবেন।

৪৪ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে প্রতিবাদির উপর সমন জারী করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে সেই প্রণালীমতে দখলকারির উপর সমন জারী করা যাইবে।

সমন জারী করিবার কথা।

৪৫ ধারা। যদি দখলকারী নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না হয় ও বিপরীত কারণ না দর্শায় তবে দরখাস্তকারী ৪৩ ধারামতে দরখাস্ত করিতে স্বত্ববান্ ছোট আদালতের এই রূপ বোধ জন্মিলে তিনি উক্ত আদালতের বেলিফের প্রতি অনুজ্ঞাপত্র

দখল দেওয়াইবার আজ্ঞার কথা।

পাইবার অধিকারী হইবেন; ঐ অনুজ্ঞাপত্রে উক্ত আদালত যে তারিখের নাম করা উচিত বোধ করেন সেই তারিখে দরখাস্তকারিকে ঐ সম্পত্তির দখল দেওয়াইবার নিমিত্ত বেলিফের প্রতি আদেশ থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—যদি দখলকারী প্রমাণ করিতে পারেন যে, যে স্বত্বের বলে প্রজাভাব স্পষ্ট বা অনুমতি প্রদত্ত, হয় দরখাস্তের তারিখের পূর্ব্বে সে স্বত্ব লোপ হইয়াছে তাহা হইলে তিনি এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী কারণ দর্শাইয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

৪৬ ধারা। উক্তরূপ কোন অনুজ্ঞাপত্র যে বেলিফকে দেওয়া যায়, উহার বলে সেই বেলিফ পূর্ব্বাহ্ন ছয়টার পর ও অপরাহ্ন ছটার পূর্ব্বে সাহায্য জন্য যত জন লোক আবশ্যক বোধ করেন লইয়া অনুজ্ঞাপত্র লিখিত সম্পত্তিতে প্রবেশ পূর্ব্বক দরখাস্তকারিকে তাহার দখল দেওয়াইতে পারিবেন, এবং দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তি দখল পাইবার স্বত্ব ছিল না কেবল এই কারণে উক্ত অনুজ্ঞাপত্রদাতা ছোট আদালতের কোন জজের বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে অথবা ঐ অনুজ্ঞাপত্রমতে কার্য্যসাধক বা পূর্ব্বোক্তরূপ কোন সমন জারীকারী কোন বেলিফ বা অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্তরূপ কোন অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দিবার বা সাধন বা জারী করিবার নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা বা অভিযোগ চালান যাইবে না।

উক্ত অনুজ্ঞাপত্রের বলে বেলিফের সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া দখল দিতে পারিবার কথা।

অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দেওন প্রভৃতি নিমিত্ত জজ বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন কার্য্যানুষ্ঠান না হইতে পারিবার কথা।

৪৭ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময়ে উক্ত দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে, উক্ত আজ্ঞাক্রমে দখল লইতে কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তি বা দোষ বা অনিয়ম যদি ঘটে, তজ্জন্য তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার পক্ষে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না, কিন্তু উক্ত ভ্রান্তি বা দোষ বা অনিয়ম নিবন্ধন কোন ব্যক্তির ক্ষতি হইলে, সেই অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তি ঐ ক্ষতিপূরণের আদায় নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

দরখাস্তকারির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তিহেতুক তাঁহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না করিবার কথা

দখলকারির ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।

উক্তরূপ কোন ক্ষতির প্রমাণ না হইলে মোকদ্দমা ডিসমিস করা যাইবে এবং যে কোন স্থলে ক্ষতির প্রমাণ হয়, সেই স্থলে আদালতের অবধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দশ টাকার অধিক না হইলে যে জজ বিচার করেন তিনি যদি এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট না দেন যে তাঁহার মতে বাদিকে সম্পূর্ণ খরচা দেওয়া উচিত, তবে আদালত বাদিকে ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত খরচা দিবেন না।

৪৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দরখাস্তকারী কোন সম্পত্তির দখল পাইলে, যদি পূর্ব্বোক্তরূপ আজ্ঞা পাইবার দরখাস্ত করিবার সময়ে তাঁহার ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব না থাকে, তবে ঐ আজ্ঞাক্রমে যে ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করেন, এই আইনের কোন কথায় সেই ব্যক্তির মোকদ্দমা হইতে উক্ত দরখাস্তকারী রক্ষিত হইবেন এরূপ জ্ঞান হইবে না।

অন্যায়ভাবে আজ্ঞা পাইলে দরখাস্তকারির দায়ের কথা।

পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময়ে, উক্ত দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব না থাকিলে, যদি উক্ত আজ্ঞা দেওয়া হয়, তবে তৎক্রমে দখল না লইলেও দরখাস্তকারী দখলকারির বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এরূপ স্থলে আজ্ঞা পাইবার দরখাস্তই অনধিকার প্রবেশের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৪৯ ধারা। এই ৪৩ ধারামত দরখাস্ত করা গেলে দখলকারী নিজে যদি দুইজন জামিনের সহযোগে, ছোট আদালত সম্পত্তির মূল্য ও পশ্চাল্লিখিত মোকদ্দমার সম্ভাবিত খরচার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যত টাকা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন তত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া, অবিলম্বে দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের ক্ষতিপূরণ নিমিত্ত হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে এবং ঐ মোকদ্দমা আপনি না চালাইলে বা দরখাস্তকারির অনুকূলে বিচার হইলে মোকদ্দমার সমুদয় খরচা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন তবে যাবৎ ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয় ছোট আদালত উক্ত দরখাস্তের অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

দখলকারী দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার জামিন দিলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

উক্তরূপ কোন মোকদ্দমায় দখলকারী দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইলে ৪৫ ধারাক্রমে যদি কোন আজ্ঞা করা হইয়া থাকে তাহা রহিত হইয়া এই ডিক্রী প্রবল হইবে।

এই ধারামত মোকদ্দমায় ২২ ধারার কোন কথা খাটিবে না।

৫০ ধারা। এই অধ্যায়মত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্যে, এই আইনের প্রকারান্তরের বিধান স্থল ছাড়া অন্যত্র ছোট আদালত যত দূর হইতে পারে, প্রথমস্থলীয় আদালতের নিমিত্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিবেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন দ্বারা কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত হইবার কথা।

৫১ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন স্থাবর সম্পত্তির দখল পাওয়া গেলে, তাহার স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন বাধা হইবে না।

দখল পাওয়া গেলে স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত মোকদ্দমার বাধা না হইবার কথা।

---

৮ অধ্যায়।

হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

৫২ ধারা। যদি ছোট আদালতের দুই বা ততোধিক জজ কোন মোকদ্দমায় বা এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে একত্র আসীন হইয়া আইনঘটিত বা আইনতুল্য বলবৎ রীতিঘটিত কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে

প্রশ্নার্পণ যে সময়ে করিতেই হইবে তাহার কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৭১। ১২ জুলাই।]

কিম্বা যাহাতে মোকদ্দমার গুণাগুণ স্পৃষ্ট হয় কোন দলীলের এরূপ অর্থকরণ সম্বন্ধে ভিন্নমত হয়,

কিম্বা কোন মোকদ্দমায় বা উক্তরূপ কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, যদি উক্তরূপ কোন প্রশ্ন উঠে এবং কোন পক্ষ প্রার্থনা করেন

তবে ছোট আদালত উক্ত মোকদ্দমার বৃত্তান্তঘটিত বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬ ৭ ধারামতে উক্ত বর্ণনাপত্র হাই কোর্টের মত জন্য অর্পণ করিয়া হয় রায় দেওয়া স্থগিত রাখিবেন, না হয় উক্ত মত সাপেক্ষ করিয়া রায় দিবেন।

যে পক্ষের বিরুদ্ধে সাপেক্ষ রায় দেওয়া যায় উক্তরূপ প্রত্যর্পণ হইলে তাহার জামিন দিতে হইবার কথা।

৫৩ ধারা। হাই কোর্টের মত সাপেক্ষ করিয়া ৫২ ধারামতে রায় দেওয়া গেলে, যে পক্ষের বিরুদ্ধে ঐ রায় দেওয়া যায় তিনি অবিলম্বে হাই কোর্টে প্রত্যর্পণ করিবার খরচার ও রায়ের লিখিত টাকার জামিন দিবেন। ছোট আদালত ঐ জামিন মঞ্জুর করিবেন

কিন্তু যে জজ কোন মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি ঐ মোকদ্দমার রায়ের লিখিত টাকা আদালতে দিবার আজ্ঞা করিলে এবং তদনুসারে তাহা দেওয়া গেলে ঐ টাকার নিমিত্ত কোনরূপ জামিন দিবার আদেশ করা যাইবে না।

উক্তরূপ জামিন না দেওয়া গেলে ঐ পক্ষ রায় মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

পূর্ব্বোক্তরূপ জামিন অবিলম্বে দেওয়া না গেলে, যে পক্ষের বিরুদ্ধে উক্তরূপ সাপেক্ষ রায় দেওয়া হইয়াছে সেই পক্ষ তাহা মানিয়া লইয়াছে, বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

---

৯ অধ্যায়।

ফী ও খরচার কথা।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ফীর কথা।

৫৪ ধারা। প্রত্যেক মোকদ্দমার আবেদনপত্রে ও ৪০ ও ৪৩ ধারার উক্ত প্রার্থনাপত্রে

(ক) বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচ শত টাকার অনধিক হইলে, ঐ পরিমাণ বা মূল্যের উপর টাকা প্রতি দুই আনার অনধিক,

(খ) বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক হইলে ৬২॥ ও পাঁচশত টাকার অতিরিক্ত পরিমাণ বা মূল্যের উপর টাকা প্রতি এক আনার অনধিক, ফী দেওয়া যাইবে, এবং যাবৎ ঐ ফী দেওয়া না যায়, উক্তরূপ কোন আবেদন বা প্রার্থনাপত্র গ্রহণ করা যাইবে না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৮ অধ্যায়মত নিয়মপত্র দাখিল করিতে হইলে ১০ টাকা ফী দিতে হইবে।

পরওয়ানার ফীর কথা।

৫৫ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য এই আইনের তৃতীয় তফসীলের প্রথম ঘরের নির্দ্দিষ্ট টাকার অধিক, কিন্তু দ্বিতীয় ঘরের নির্দ্দিষ্ট টাকার অনধিক হইলে উক্ত তফসীলের তৃতীয় ও চতুর্থ ঘরে যে২ ফী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ২ ঘর যে২ পরওয়ানা সম্পর্কীয় হয় এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে সেই২ পরওয়ানা বাহির হইবার পূর্ব্বে সেই২ ফী দিতে হইবে। যে ব্যক্তির পক্ষে যে পরওয়ানা বাহির হয়, সেই ব্যক্তির সেই পরওয়ানার ফী দিতে হইবে।

শুনানীর পূর্ব্বে আপোষে মিটাইলে অর্দ্ধেক ফী ফিরাইয়া দিবার কথা।

৫৬ ধারা। উক্তরূপ কোন মোকদ্দমার বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যের শুনানী হইবার পূর্ব্বে পক্ষেরা আপোষে তাহা মিটাইয়া ফেলিলে, তৎকাল পর্য্যন্ত যত ফী দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে যেপক্ষ যাহা দিয়াছেন, ছোট আদালত তাঁহাকে তাহার অর্দ্ধেক ফিরাইয়া দিবেন।

দরিদ্র ব্যক্তিদের ফী ও খরচার কথা।

৫৭ ধারা। কোন দরিদ্র ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বা ৪৩ ধারামত দরখাস্ত দিলে ছোট আদালত, যদি উচিত বিবেচনা করেন, ৫৪ ও ৫৫ ধারার উল্লিখিত ফী না লইয়া অথবা উক্ত ফীর কিয়দংশ লইয়া ঐ মোকদ্দমা ও দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া রেজিষ্টরী করিতে পারিবেন।

ফী পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৮ ধারা। ৫৪ ও ৫৫ ধারামতে যে ফী দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ রাজকার গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া তাহার পরিমাণ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন স্থলে উক্ত ফীর পরিমাণ ঐ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হইবে না।

ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত করিবার খরচের কথা।

৫৯ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য বিশ টাকার অধিক না হইলে কোন পক্ষ আডবোকেট, উকীল, আটর্ণি বা অন্য কোন ব্যবহারাজীবিকে নিযুক্ত করিয়া যাহা খরচ করেন, তাহা এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ছোট আদালতে খরচা বলিয়া দেওয়া যাইবে না কিন্তু যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ঘটনা বশতঃ উক্তরূপ ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত করা যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা হইলে ঐ খরচ দেওয়া যাইবে।

আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ৩ ও ৫ ও ২৫ ধারা সংরক্ষণের কথা।

৬০ ধারা। এই অধ্যায়ের কোন কথায় আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ৩ ও ৫ ও ২৫ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

---

১০ অধ্যায়।

সামান্য আমলাদের অসদাচরণের কথা।

কর্ম্মচারিদের জরিমানা হইতে পারিবার কথা।

৬১ ধারা। কোন ক্লার্ক, বেলিফ বা আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা আপন পদের কার্য্য সম্পাদনে অসদাচরণ বা উপেক্ষা দোষে দোষী হইলে, চীফ জজ আজ্ঞা দিয়া তাহার এক মাসের

বেতনের অনধিক পরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবেন এবং ঐ জরিমানা তাহার বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিতে বেলিফ কিম্বা অন্য কর্ম্মচারির ত্রুটির কথা।

৬২ ধারা। যদি কোন ক্লার্ক বেলিফ বা ছোট আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা আপন পদোপলক্ষে কোন আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিতে নিযুক্ত হইয়া উপেক্ষা বা অন্যায় আচরণ বা ত্রুটি করিয়া উক্ত আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিবার সুযোগ হারায় তবে উক্তরূপ উপেক্ষা বা অন্যায় আচরণ বা ত্রুটি করাতে যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে যে টাকার নিমিত্ত উক্ত আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট দেওয়া হইয়াছিল কোন স্থলে সেই টাকার অধিক না হয় এরূপ যত টাকা চীফ জজ ঐ কারণ নিবন্ধন ঐ ব্যক্তির ক্ষতির পরিমাণ তুল্য জ্ঞান করেন উক্ত চীফ জজের আজ্ঞাক্রমে ঐ ক্লার্ক বেলিফ বা আমলা তত টাকা দিতে দায়ী হইবে।

কর্ম্মচারিদের বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা ত্রুটির কথা।

৬৩ ধারা। কোন ক্লার্ক বেলিফ বা ছোট আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা উক্ত আদালতের পরওয়ানা উপলক্ষ করিয়া বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা অসদাচরণ করিয়াছে বলিয়া অথবা উক্ত আদালতের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া যে টাকা আদায় করে তাহা বা তাহার হিসাব যথাবিধি দেয় নাই বলিয়া তাহার নামে যদি অভিযোগ হয় তবে আদালত উক্ত অভিযোগের তদন্ত লইয়া যেরূপ উচিত বোধ করেন উক্ত কর্ম্মচারির উক্ত বলপূর্ব্বক গৃহীত টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবার বা পূর্ব্বোক্তরূপে আদায় করা কোন টাকা ও ক্ষতিপূরণ ও খরচা দিতে হইবার সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আদালতের সাক্ষিদিগকে সমন প্রভৃতি দিতে পারিবার কথা।

৬৪ ধারা। এই আইনমত মোকদ্দমায় সাক্ষিদিগকে সমন দিয়া হাজির করাইবার ও বলপূর্ব্বক দলীল উপস্থিত করাইবার যে২ ক্ষমতা ছোট আদালতের আছে এই অধ্যায়মত তদন্ত কার্য্যে উক্ত আদালতের সেই২ ক্ষমতা থাকিবে।

আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

৬৫ ধারা। টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার এই অধ্যায়মত আজ্ঞাক্রমে টাকা দেওয়া না গেলে যে ব্যক্তিকে এ টাকা দেয় হয় সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞা আপনার অনুকূলে ছোট আদালতের ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করিতে পারিবেন।

---

১ অধ্যায়।

আদালতের প্রতি অবজ্ঞার কথা।

কোন২ অবজ্ঞার স্থলে আদালতের কার্য্য প্রণালীর কথা।

৬৬ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭৫ ১৭৮ ১৭৯ ১৮০ বা ২২৮ ধারায় যেরূপ অপরাধের বর্ণনা আছে ছোট আদালতের দৃষ্টিগোচরে বা সম্মুখে তদ্রূপ কোন অপরাধ করা গেলে উক্ত আদালত অপরাধিকে হেফাজতে রাখাইতে পারিবেন এবং সেই দিন আদালত বরখাস্ত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে উচিত বোধ করিলে অপরাধ বিচার করিয়া অপরাধির দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড এবং তাহা না দিলে দেওয়ানী জেল এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত কাল গত হইবার পূর্ব্বে অর্থদণ্ডের টাকা দিলে অপরাধী মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

উক্তরূপ স্থলে যাহা লিপিবদ্ধ হইবে তাহার কথা।

৬৭ ধারা। উক্তরূপ প্রত্যেক স্থলে ঐ আদালত যে২ বৃত্তান্ত লইয়া অপরাধ হয় তাহা ও অপরাধির কৃত কোন উক্তি থাকিলে তাহা এবং নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৮ ধারামত অপরাধ হইলে যে সময়ে বাধা প্রাপ্ত বা অপমানিত হন সেই সময়ে আদালত যে বিচার সংক্রান্ত কার্য্যে অধিবিষ্ট ছিলেন সেই কার্য্যের ভাব ও চলনের অবস্থা এবং উক্ত বাধা বা অপমানের প্রকৃতি ঐ লিপিবদ্ধ কথায় দর্শাইতে হইবে।

৬১ ধারামতে মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৬৮ ধারা। যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ৬৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট ও আপনার দৃষ্টিগোচরে বা সম্মুখে কৃত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন কারাদণ্ড কিম্বা দুইশত টাকার অধিক অর্থদণ্ড হওয়া উচিত অথবা যদি অন্য কোন কারণে আদালত বিবেচনা করেন যে ৬৬ ধারামতে উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত নহে তবে আদালত যে২ বৃত্তান্ত লইয়া অপরাধ হয় তাহা এবং পূর্ব্বলিখিত বিধিমত অপরাধির উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া মোকদ্দমা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে পারিবেন এবং ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে ইহার জামিন লইবার আদেশ দিতে পারিবেন অথবা উপযুক্ত জামিন না দেওয়া গেলে ঐ ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লইয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের যে ধারা অনুসারে তাহার নামে অভিযোগ হয় অপরাধির প্রতি সেই ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৬৯ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করা গেলে তাহা করিতে অস্বীকার করা কিম্বা সেই কর্ম্ম না করা অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করা বা কার্য্যের বাধা দেওয়া প্রযুক্ত আদালত ৬৬ বা ৬৮ ধারামতে ঐ অপরাধির দণ্ডনিরূপণ করিলে কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইলে যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা বা আদেশ মান্য করে অথবা আদালতের হৃদ্বোধমতে অপরাধ স্বীকার করে তবে আদালত স্বেচ্ছামতে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে পারিবেন।

উত্তর দিতে বা দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার বা হেফাজতে রাখিবার কথা।

৭০ ধারা। ছোট আদালতের সম্মুখে কোন সাক্ষিকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সে তাহার উত্তর দিতে কিম্বা তাহার অধিকারগত বা ক্ষমতাধীন যে দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হয় তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে, এবং অস্বীকার করণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না দেখাইলে, ঐ আদালত ঐ ব্যক্তির সাত দিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে, কিম্বা তাহাকে তত দিন আদালতের কোন কর্ম্মচারির হেফাজাতে অর্পণ করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে উত্তর দিতে বা স্থলবিশেষ উক্ত দলীল উপস্থিত করিতে সম্মত হইলে, তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও অস্বীকার করিতে থাকিলে, এই আইনের ৬৬ বা ৬৮ ধারার বিধানমতে তাহাকে লইয়া কার্য্য হইতে পারিবে।

৬৬ ও ৭ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৭১ ধারা। ৬৬ বা ৭০ ধারামত আজ্ঞাক্রমে কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করিলে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ৮৭৭ সালের আইনের আপীল সংক্রান্ত বিধান সমূহ যত দূর বর্ত্তিতে পারে, এই ধারামত আপীলের প্রতি বর্ত্তিবে।

---

১২ অধ্যায়।

বিবিধ কথা।

কে উপস্থিত হইতে পারিবে ইত্যাদি কথা।

৭২ ধারা। হাই কোর্টের আডবোকেট উকীল বা আটর্ণি ভিন্ন, অথবা যিনি এই আইন প্রচালত হইবার সময়ে ছোট আদালতের উকীল থাকেন তদ্ভিন্ন, কোন ব্যক্তি এই আইনমত ছোট আদালতের কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উপস্থিত হইতে, বাদানুবাদ করিতে বা কর্ম্ম করিতে পারিবেন না, এবং

(ক) হাই কোর্টের উকীলের বা আটর্ণির নিকট কিম্বা ছোট আদালতের উকীলের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হাই কোর্টের আডবোকেট কিম্বা

(খ) হাই কোর্টের উকীল ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি, বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য এক হাজার টাকার অধিক হইলে ঐ রূপ কোন মোকদ্দমার শুনানী সময়ে আদালতে বক্তৃতা বা সাক্ষি দিগকে পরীক্ষা করিবেন না।

কোন ব্যক্তির নিজের কিম্বা মোকদ্দমা সংক্রান্ত অন্য কোন ব্যক্তির মোকদ্দমা চালাইবার যে স্বত্ব আছে অথবা এই আইনক্রমে বর্ত্তমান দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনমতে কোন ব্যক্তির স্বীকৃত মোক্তারের যে স্বত্ব আছে এই ধারার কোন কথায় তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

যে ব্যক্তিদের দ্বারা পরওয়ানা জারী করা যাইতে পারে, তাহাদের কথা।

৭৩ ধারা। দলীল উপস্থিত করিবার নোটিস, সাক্ষিদের সমন, এবং (প্রতিবাদির প্রতি সমন ও জারীর পরওয়ানা ছাড়া) এই আইনমতে ছোট আদালতের প্রতি প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে অন্য যে সকল পরওয়ানা দেওয়া যায় তৎসমুদয়, আদালত সামান্য বা বিশেষ আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিলে, আদালত সময়ে২ এতদর্থে যে ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করেন তাহাদের দ্বারা জারী করা যাইতে পারিবে।

রেজিষ্টর ও রিটর্ণের কথা।

৭৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদনাধীনে হাই কোর্ট যেরূপ নির্দ্দেশ করেন ছোট আদালত সেইরূপ রেজিষ্টর বহী ও হিসাব রাখিবেন এবং হাই কোর্টে সেইরূপ বর্ণনাপত্র ও রিটর্ণ পাঠাইবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বা হাই কোর্টের আদেশ মতে ছোট আদালতের কাগজপত্রাদি দিতে হইবার কথা।

৭৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বা স্থলবিশেষে হাই কোর্ট যেরূপ পাঠ ও প্রণালী উপযুক্ত জ্ঞান করেন, সেইরূপ পাঠে ও প্রণালীতে উক্ত গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট সময়ে২ কাগজপত্র রিটর্ণ ও বর্ণনাপত্র পাঠাইবার যে আদেশ করেন ছোট আদালত সেই আদেশ পালন করিবেন।

পর্ব্বদিন ও বন্ধের দিনের কথা।

৭৬ ধারা। আদালতে যে২ পর্ব্বদিন ও বন্ধের দিন পালিত হইবে ছোট আদালত প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন নিমিত্ত প্রেরণ করিবেন।

উক্ত অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়া গেলে ঐ তালিকা স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং তদনুসারে উক্ত পর্ব্বের দিন ও বন্ধের দিন পালিত হইবে।

ছোট আদালতের দ্বারা ধৃতকরণ হইতে কোন২ ব্যক্তির মুক্ত থাকিবার কথা।

৭৭ ধারা। শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ও তাঁহার মন্ত্রিসভার সভ্যদিগকে মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব ও তাঁহাদের মন্ত্রিসভার সভ্যদিগকে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবকে এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে সংস্থাপিত হাই কোর্টের চীফ জষ্টিস ও জজদিগকে এরূপ ছোট আদালতের আজ্ঞাক্রমে ধৃত করা যাইতে পারিবে না।

ছোট আদালতের ডিক্রীর উপর মোকদ্দমা না হইবার কথা।

৭৮ ধারা। ছোট আদালতের কোন ডিক্রীর উপর মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

যে স্থানে কারাবদ্ধ হইবে সেই স্থানের কথা।

৭৯ ধারা। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ যে স্থান নিরূপণ করেন যে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিতে ছোট আদালতের আজ্ঞা হয় তাহাকে সেই স্থানে কারাবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারিবে।

আইনমতে ধৃত কোন কর্ম্মহেতুক মোকদ্দমায় প্রস্তাবের কথা।

৮০ ধারা। এই আইনমত কোন কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধ যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তবে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে বাদিকে যথোচিত ক্ষতিপূরণ দিবার প্রস্তাব করা হইয়া থাকিলে বাদী কিছু পাইতে পারিবে না।

অভিযোগের মিয়াদের কথা।

৮১ ধারা। এই আইনমতে কোন কর্ম্ম করা হইয়াছে বলিয়া যে সকল অভিযোগ হয় তৎসমুদয় ঐ অপরাধ করা গেলে পর তিন মাসের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে।

প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

যেং ব্যবস্থা রহিত হইল।

A —সুপ্রীম কোর্টের চার্টর।

তরিখ।		যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৭৭৪ সালের ২৬ মার্চ	কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	১১ প্রকরণ।
১৮ সাল ২৬ ডিসেম্বর	মান্দ্রাজের সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	৪৭ প্রকরণ।
১৮ ৩ সাল ৮ ডিসেম্বর	বোম্বাইয়ের সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	৪৯ প্রকরণ।

B —মন্ত্রিসভাবিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনেরল সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয় বা সংক্ষেপ নাম।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১ সা ৯ আ	কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্পকর্জ ও দাওয়া পর্ব্বাপেক্ষা সহজ মতে আদায় করণের আইন	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।
১৮৭৫ সা ২০ আ	১৮৫ সালের ৯ আইন সংশোধন করিবার আইন	সমুদয়।
১৮৩৪ সা ২৬ আ	কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ঐ২ আদালতে অধিক সংখ্যক বিচার কর্তাকে নিযুক্ত করণের বিধান করিবার আইন	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।
১৮৭৭ সা ১ আ	দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইন	৮ ধারা ২ প্রকরণ।

C —মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত গবর্নর সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
৮ ৭ সা ৬ আ	বোম্বাইয়ের ছোট আদালত দ্বারা যে সকল ব্যক্তি কারারুদ্ধ হয় তাহাদের খোরাকীর উৎকৃষ্টতর বিধান করণার্থ আইন।	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ জুলাই।]

দ্বিতীয় তফসীল।

(২৩ ধারা দেখ।)

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যে২ অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তাবে না।

পরিভাষা। ২ ধারা। অর্থকরণের ধারা।

১ অধ্যায়।—১১ ধারা ছাড়া আদালতের এলাকার ও পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

২ অধ্যায়।—১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ ধারা, ২০ ধারার ৪ প্রকরণ, এবং ২২ অবধি ২৪ পর্য্যন্ত ধারা, ২৫ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ ছাড়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

৩ অধ্যায়।—৩৭ ধারার (খ) ও শেষ প্রকরণ ছাড়া, উভয় পক্ষ ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনা করণ ও ক্রিয়া বিষয়ক বিধি।

৪ অধ্যায়।—৪২ ধারা ও ৪৪ ধারার ক বিধি ছাড়া মোকদ্দমার আকার বিষয়ক বিধি।

৫ অধ্যায়।—৫৩ ধারার (ঙ) প্রকরণ ও ৫৫ ধারা ও ৫৭ ধারার (খ) প্রকরণ ও ৫৮ ও ৬২ ধারা ছাড়া মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ক বিধি।

৬ অধ্যায়।—৬৪ ধারার ' ও ৫৮ ধারার আদেশমতে তাহার নকল কি সংক্ষেপ বর্ণনাপত্র অর্পণ করা গেলে এই ২ কথা ও ৬৫ ও ৬৬ ও ৮৬ ধারা ছাড়া সমন বাহির করণ ও দেওন বিষয়ক বিধি।

৭ অধ্যায়।—উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফল বিষয়ক বিধি।

৮ অধ্যায়।—১১০ ১১২ ও ১৩ ধারা ছাড়া বর্ণনাপত্র ও দাওয়ার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি।

৯ অধ্যায়।—১১৯ ধারা ছাড়া আদালতের দ্বারা উভয় পক্ষের পরীক্ষা লওন বিষয়ক বিধি।

১০ অধ্যায়।—দলীলের সন্ধান লওন ও গ্রাহ্য করণ ইত্যাদি বিষয়ক বিধি। ২৮ অবধি ৩৩ পর্য্যন্ত ধারা ১৩৫ ধারা ও যত দূর প্রশ্নের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা ছাড়া ৩৬ ধারা, দ্বিতীয় প্রকরণ ছাড়া ১৩৭ ধারা, ১৩৮ ধারা, শেষ বাক্য ছাড়া ৩৯ ধারা, উপবিধি ও "তাহা অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিখিয়া" এই কথা ছাড়া ১৪০ ধারা এবং ১৪১ ১৪২, ১৪৩, ও ৪৫ ধারা।

১১ অধ্যায়।—তর্ক নির্ণয় করণ বিষয়ক বিধি। ১৫০ ও ১৫১ ধারা

১২ অধ্যায়।— ৫৪ ধারা ও ১৫৫ ধারা ছাড়া প্রথম শ্রবণের সময় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণ বিষয়ক বিধি।

১৩ অধ্যায়।—মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

১৪ অধ্যায়।— ৬৮, ১৬৯ ৭ ও ৭৫ ধারা ছাড়া সাক্ষিদের নামে সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন বিষয়ক বিধি।

১৫ অধ্যায়।—১৮২ অবধি ৯১ পর্য্যন্ত ধারা ছাড়া মোকদ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওন বিষয়ক বিধি।

১৬ অধ্যায়।—আফিডেবিট বিষয়ক বিধি।

১৭ অধ্যায়।— ২০০, ২০১ ২০২, ২০৪, ২০৭, এবং ২১১ অবধি ২১৫ পর্য্যন্ত ধারা ছাড়া, বিচার ও ডিক্রী বিষয়ক বিধি।

১৮ অধ্যায়।—খরচা বিষয়ক বিধি।

১৯ অধ্যায়।—ডিক্রী জারী করণ বিষয়ক বিধি ২৩০ ধারার প্রথম দুই প্রকরণ ২৩১ অবধি ২৩৬ পর্য্যন্ত ধারা ২৪৩ অবধি ২৫৯ পর্য্যন্ত ধার ২৬৬ ধারা (অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও তাহার ডিক্রীর সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে) ২৬৭ অবধি ২৭১ পর্য্যন্ত ধারা ২৭৩ ধারা (অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় ডিক্রীর সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে) ২৭৫ অবধি ৩০৩ পর্য্যন্ত ধারা ৩২৮ অবধি ৩৩৩ পর্য্যন্ত ধারা ৩৩৬ ধারা (শেষ তিন প্রকরণ ছাড়া) ৩৩৭ অবধি ৩৪৩ পর্য্যন্ত ধারা।

২১ অধ্যায়।—কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণ শোধ করণের অক্ষমতা হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

২২ অধ্যায়।—মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোষে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

২৩ অধ্যায়।—আদালতে টাকা দেওন বিষয়ক বিধি।

২৪ অধ্যায়।—খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি।

২৫ অধ্যায়।—৩৯৬ ধারা ছাড়া ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

২৭ অধ্যায়।— গবর্ণমেণ্টের বা রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৮ অধ্যায়।—৪৩৩ ধারা ছাড়া ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্নদেশীয় ও এতদ্দেশীয় সর্দ্দারদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৯ অধ্যায়।—সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩০ অধ্যায়।—ট্রষ্টীদের ও উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্ম সম্পাদকদের ও দ্রব্যানিরূপণাধিকারিদের দ্বারা ও তাহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩১ অধ্যায়।—নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩২ অধ্যায়।—সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

৩৩ অধ্যায়।—স্বার্থপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৪ অধ্যায়।—স্থাবর সম্পত্তির ক্রোক সম্বন্ধীয় ভিন্ন নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।

৩৫ অধ্যায়।—মোকদ্দমার চলন কালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০ ও ৫০১ ধারা।

৩৬ অধ্যায়।—গ্রাহকদের নিযুক্ত করণ বিষয়ক বিধি ৫০৩ ধারা।

৩৭ অধ্যায়।—আপীল সংক্রান্ত ৫২২ ধারার বিধান ছাড়া, সালিসীতে অর্পণ করণ বিষয়ক বিধি।

৩৮ অধ্যায়।—৫২৭ ধারার (খ) প্রকরণের যে অংশ স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কীয় সেই অংশ ছাড়া, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৪৬ অধ্যায়।—হাই কোর্টে প্রশ্নকরণ ও পুনরালোচনা করণ বিষয়ক বিধি।

৪৯ অধ্যায়।—বিবিধ বিধি ৬৪০ অবধি ৬৫১ পর্য্যন্ত ধারা।

তৃতীয় তফসীল।

(৫৫ ধারা দেখ)

সমন ও অন্যান্য পরওয়ানা নিমিত্ত ফী।

বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য নিম্নলিখিত টাকার অধিক	কিন্তু নিম্নলিখিত টাকার অনধিক হইলে	সমনের ফী	অন্যান্য পরওয়ানার ফী।
		টাকা	টাকা
	১০	৵০	৵০
১০	২	।	।
২	৫০	।০	।।০
৫	১ ০	১	১
১ ০	২০০	১।	২
২০	৩	১।।০	৩
৩ ০	৪	১৸	৪
৪	৫০	২	৫
৫ ০	৬০	২।	৬
৬০	৭ ০	২।।০	৭
৭০০	৮০	২৸	৮
৮০	৯	৩	৯
৯ ০	১	৩।০	১
১ ০	১ ১ ০	৩।৶	১ ।।
১১০	১ ২	৩।	১১
১ ২ ০	১ ৩ ০	৩।।৶	১১।।
১ ৩	১ ৪	৩৸	১২
১ ৪	১ ৫ ০	৩৸৶	১২।
১ ৫	১ ৬	৪	১ ৩
১৬০০	১ ৭	৪৶	১৩।
১৭ ০	১৮০	৪।০	১৪
১৮ ০	১ ৯	৪ ৶	১৪।।
১ ৯	২	৪।।	১৫

জে, পিট কেনেডী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA M A AND B L

Bengali Translato

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮১ সালের ৪ মার্চ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।—

১৮৮১ সালের ৬ নম্বর।

সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

নির্ঘণ্ট।

হেতুবাদ।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

১। সংক্ষেপ নাম।
ব্যাপ্তি।
আরম্ভ।

২। যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

৩। অর্থ করণের ধারা।

৪। কোন২ আডমিরলটি কোর্টের প্রতি যে২ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা রক্ষা করিবার কথা।
ফৌজদারী উচ্চতম আদালতের দ্বারা সেই ক্ষমতামতে কার্য্য হইবার কথা।

২ অধ্যায়।

জাহাজ সম্বন্ধে দুর্ঘটনা ঘটিলে এবং কাপ্তান মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের নামে অভিযোগ হইলে তাহার অনুসন্ধান বিষয়ক বিধি।

৫। এই অধ্যায় কোন২ জাহাজের প্রতি না বর্ত্তিবার কথা।

৬। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে দুর্ঘটনার সংবাদ জানাইতে হওবার কথা।

৭। অনুসন্ধান লইবার জন্যে বিশেষ আদালত নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৮। দুর্ঘটনার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন অন্যান্য আদালতের কথা।

৯। কাপ্তান, মালিম, ও ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইলে, তাহার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতার কথা।

১০। অযোগ্যতার বা অসদাচরণের অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১১। অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর শুনিবার কথা।

১২। সাক্ষ্য ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধান সম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতার কথা।
এসেসরের কথা।

ধারা।

১৩। সাক্ষিদিগকে ধরিয়া আনিবার ও জাহাজে উঠিবার ও জাহাজ আটক রাখিবার ক্ষমতার কথা।

১৪। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।
প্রমাণ দিবার জন্য ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিবার কথা।
জবানবন্দীর কথা।

১৫। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আদালতের রিপোর্ট করিবার কথা।

৩ অধ্যায়।

সর্টিফিকেট স্থগিত ও রহিত করিবার ও নূতন সর্টিফিকেট দিবার বিধি।

১৬। ইংলণ্ডের আইনমত সর্টিফিকেট রহিত ও স্থগিত করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণের কথা।
ঐ সর্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে স্থানীয় সর্টিফিকেট দিতে পারিবার কথা।

১৭। কোন২ সর্টিফিকট স্থগিত রাখিতে কি রহিত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।
এই আইনমতে অনুসন্ধান হইলে পর।
অন্যান্য আইনমতে অনুসন্ধান লওনের পর।
কোন অপরাধ নির্ণয় করা গেলে।
অন্য ব্যক্তি তাঁহার উপর নিযুক্ত হইলে।

১৮। কাপ্তান প্রভৃতির সার্টিফিকেটদিতে হইবার কথা।

১৯। অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা।

২০। বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডে রিপো করিবার কথা।

২১। রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা অন্যথা করিবার ক্ষমতার কথা।
নূতন সর্টিফিকেট দিবার ক্ষমতার কথা।

৪ অধ্যায়।

নাবিকদের সঙ্গে বন্দোবস্তের কথা।

২২। এই অধ্যায় ১৮৫৯ সালের ১ আইনের অংশ বলিয়া পঠিত হইবার কথা।

২৩। নাবিকদের সঙ্গে কাপ্তান সাহেবদের বন্দোবস্ত করিতে হইবার কথা।

২৪। বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ ও তাহার মর্ম্মের কথা।

২৫। আহারীয় দ্রব্যের যে ফর্দ্দ খালাসী দিগকে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

২৬। খালাসীকে জাহাজে লইলে তদ্বিষয়ের বিধান।

২৭। ব্রিটিষ কি উপনিবেশের জাহাজের বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ।

৫ অধ্যায়।

বন্দর পরিদর্শকদের কথা।

২৮। ১৮৭৫ সালের ১২ আইনে যাহা যোগ করিতে হইবে তাহার কথা।

ধারা।

৬ অধ্যায়।

বিবিধ বিষয়ক বিধি।

২৯। মোকদ্দমা উপস্থিত করণার্থ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরির নাম ধরিয়া মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করিবার কথা।

৩০। কাপ্তানের পরীক্ষাদির বিষয়ের যেং বিধান আছে তাহা কোনং জাহাজের প্রতি না খাটিবার কথা।

৩১। ১৮৪১ সালের ১০ আইনের ২, ১৫ ১৭ ও ২৩ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

সওদাগরী জাহাজ সংক্রান্ত আইন আরো সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

জাহাজ সম্পর্কীয় দুর্ঘটনার ও কাপ্তান মালিম ও ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুসন্ধান সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা বিহিত

হেতুবাদ।

এবং পশ্চাল্লিখিত অন্যান্য প্রকারে সওদাগরী জাহাজের নিয়ম ও কর্তৃত্ব করণের বিধান করাও বিহিত অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

---

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। এই আইন ‘ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ৮৮১ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে,

সংক্ষেপ নাম।

এই আইন ব্রিটিস ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে

ব্যাপ্তি

এবং ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

আরম্ভ

২ ধারা। ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ৮৭৫ সালের আইন এবং (কোনং নাবিকদের ও অপ্রেণ্টিসদের প্রাপ্য বেতন ও তাঁহাদের জন্যে খরচ করা টাকা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে আদায় করিবার বিধান করণার্থ, ও ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজবিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন ও ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক ৮৭৫ সালের আইন সংশোধন করণার্থ) ১৮৭৮ সালের ১৩ আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

যেং আইন রহিত হইল তাহার কথা।

কিন্তু উক্ত উভয় বা কোন আইনক্রমে যে সকল আনুষ্ঠানিক কার্য্য আরব্ধ কর্ম্মচারী নিযুক্ত ক্ষমতা অর্পিত অনুসন্ধান গৃহীত সর্টিফিকেট রহিত বা স্থগিত বন্দোবস্ত কৃত ও ব্যক্তি ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় তৎসমুদয় যথাক্রমে এই আইনমতে আরব্ধ নিযুক্ত, অর্পিত গৃহীত রহিত বা স্থগিত কৃত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

অর্থকরণে ধারা।

৩ ধারা। এই আইনে দাঁড়দ্বারা টানা না গিয়া যে কোন প্রকারের যান জল পথে ব্যবহৃত হয়, তাহাই ‘জাহাজ’ শব্দে গণ্য।

জাহাজ শব্দের অর্থ।

আড়কাঠী বা হারবর মাষ্টর ভিন্ন যে কোন ব্যক্তির হস্তে যখন কোন জাহাজের অধ্যক্ষতা বা কর্ত্তৃত্বভার থাকে, ‘কাপ্তান” শব্দে তখন সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

কাপ্তান।

৪ ধারা। ভারতবর্ষের মধ্যে যেং আদালতের সমুদ্রপথেকৃত অপরাধের বিচারাধিপত্য থাকে সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইনের ২৪০ ধারামতে কিম্বা (সওদাগরী জাহাজ সংক্রান্ত আইন সংশোধনের) ১৮৫৯ সালের ১ আইনের ৮০ ধারামতে সেইং আদালতের প্রতি যেং ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে, এই আইনের কোন কথাদ্বারা তাহার ব্যাঘাত হইবে না।

কোনং আডমিরলটি কোর্টের প্রতি যেং ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা রক্ষা করিবার কথা।

ভারতবর্ষের কোন বন্দরে যদি সমুদ্রে কৃত অপরাধের বিচার করণার্থে কোন আদালতের আধিপত্য না থাকে, তবে সেই বন্দরে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করণার্থে যে উচ্চতম আদালতের সাধারণ ক্ষমতা থাকে সেই আদালত শেষোক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন।

ফৌজদারী উচ্চতম আদালতের দ্বারা সেই ক্ষমতামতে কার্য্য হইবার কথা।

---

২ অধ্যায়।

জাহাজ সম্বন্ধে দুর্ঘটনা ঘটিলে এবং কাপ্তান, মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের নামে অভিযোগ হইলে তাহার অনুসন্ধান বিষয়ক বিধি।

৫ ধারা। যে কোন জাহাজ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকারগত হয় বা তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে কিম্বা ভিন্ন দেশীয় কোন রাজার বা রাজ্যাধিকারের জাহাজ হয় তৎপ্রতি এই অধ্যায়ের কোন কথা বর্ত্তিবে না।

এই অধ্যায় কোনং জাহাজের প্রতি না বর্ত্তিবার কথা।

৬ ধারা। নিম্নলিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে দুর্ঘটনার সম্বাদ জানাইতে হইবার কথা।

(ক) ব্রিটিস ভারতবর্ষের সমুদ্র তীরে কি তাহার নিকটে কোন জাহাজ মারা পড়িলে, বা পরিত্যাগ করা গেলে বা ডেঙ্গায় উঠিলে কিম্বা হানিগ্রস্ত হইলে

(খ) কিম্বা উক্ত সমুদ্রতীরে কি তাহার নিকট জাহাজে কোন প্রকারের দুর্ঘটনা হওয়াতে প্রাণের হানি হইলে

(গ) কিম্বা উক্ত সমুদ্র তীরে কি তাহার নিকটে এক জাহাজের দ্বারা অন্য জাহাজ মারা পড়িলে কি তাহার ভারি হানি হইলে,

(ঘ) কিম্বা অন্য কোন স্থানে জাহাজ মারা পড়িলে কি পরিত্যাগ করা গেলে বা ডেঙ্গায় উঠিলে কিম্বা তাহার হানি হইলে, কিম্বা ঐ জাহাজে কিম্বা জাহাজের কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে, এবং তাহার উপযুক্ত সাক্ষী ব্রিটিস ভারতবর্ষে কোন স্থানে উপস্থিত হইলে বা পাওয়া গেলে

(ঙ) কিম্বা কোন জাহাজ মারা পড়িয়াছে বলিয়া অনুমান হইলে যে অবস্থায় ঐ জাহাজ সমুদ্রে যায় বা ঐ জাহাজের কথা শেষ শুনা যায় ব্রিটিস ভারতবর্ষে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে

কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এ দর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ঐ ব্যাপার বিশ্বাসযোগ্য সম্বাদ

পাইবা মাত্র লিখিয়া ঐ সংবাদ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন।

(ক), (খ) ও (গ) প্রকরণের লিখিত স্থলে কাপ্তান কি আডকাটী কি হারবর মাষ্টর সাহেব কিম্বা জাহাজ বৎকালে মারা পড়িল কি ত্যাগ করা গেল কি ডেঙ্গায় উঠিল কি তাহার হানি কি দুর্ঘটনা হইল তৎকালে অন্য যে ব্যক্তির জিম্মায় ছিল সেই ব্যক্তি কিম্বা দুইখান জাহাজ হইলে যে জাহাজ যাহার জিম্মায় থাকে তিনি এবং

(ঘ) প্রকরণের লিখিত স্থল হইলে যেখানে জাহাজ মারা যায় বা পরিত্যক্ত হয় বা ডেঙ্গায় উঠে বা তাহার হানি হয় বা দুর্ঘটনা ঘটে সেই স্থান হইতে ঐ জাহাজ বরাবর ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন স্থানে গেলে ঐ জাহাজের কাপ্তান যে সময়ে ঐ স্থানে জাহাজ উপস্থিত হয় সেই সময়ে

যে মাজিষ্ট্রেট অতি নিকটে থাকেন তাঁহাকে, কিম্বা কোন বন্দরে পঁহুছিলে, পূর্ব্বোক্তমতে যে কর্ম্মকারক নিযুক্ত হন তাঁহাকে অগৌণেই ঐ জাহাজ মারা পড়ার কি পরিত্যাগ হওয়ার কি ডেঙ্গায় উঠিবার কিম্বা তাহার হানি হওয়ার কি দুর্ঘটনা ঘটিবার সংবাদ দিবেন।

এই ধারামতে যে ব্যক্তি সম্বাদ দিতে আবদ্ধ হন, তিনি ইচ্ছা করিয়া ঐ সম্বাদ না দিলে, তাঁহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও সেই দণ্ড না দিলে তাঁহার তিন মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

৭ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কোন স্থলে ৬ ধারার (ক) (খ) (গ) (ঘ) বা (ঙ) প্রকরণের লিখিত বৃত্তান্ত সম্বন্ধ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেমতে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বা বিহিত জ্ঞান করিলে, পূর্ব্বোক্ত সম্বাদ দেওয়া গেলে বা না গেলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আদালত নিযুক্ত করিয়া তৎপ্রতি ঐ অনুসন্ধান লইবার আদেশ করিতে ও অনুসন্ধান লইবার স্থান ও নির্ণয় করিতে পারিবেন দুই জনের অন্যূন ও চারি জনের অনধিক ব্যক্তি লইয়া ঐ আদালত হইবে।

অনুসন্ধান লইবার জন্যে বিশেষ আদালত নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

অনুসন্ধান যে স্থানে লওয়া যায় সেই স্থানের কি তাহার নিকটে যিনি মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করেন তিনি তাঁহাদের একজন ও সমুদ্র ব্যাপারে অভিজ্ঞ অন্য ব্যক্তি একজন হইবেন। আর এক কি দুই জন নিযুক্ত হইলে, তাঁহারাও সমুদ্র ব্যাপারে কিম্বা বাণিজ্য ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোক হইবেন।

৮ ধারা। সমুদ্রে যে অপরাধ করা যায় ভারতবর্ষের মধ্যে সেই অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের প্রতি, এবং ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যেই বন্দরে তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন আদালত না থাকে সেই২ বন্দরে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করণার্থে সাধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট উচ্চতম আদালতের প্রতি এতৎক্রমে এই অনুমতি দেওয়া গেল যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ পাইলে ৭ ধারার উল্লিখিত অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

দুর্ঘটনার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন অন্যান্য আদালতের কথা।

৯ ধারা। যদি কোন আদালত ৭ বা ৮ ধারামতে অনুসন্ধান লন, তবে প্রচলিত কোন আইনমতে বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সর্টিফিকেটধারী কোন কাপ্তানের বা মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে ঐ অনুসন্ধানক্রমে অযোগ্যতা বা অসদাচরণের অভিযোগ উপস্থিত হইলে, কিম্বা তাঁহার কোন অন্যায় কার্য্য বা ত্রুটি হেতুক পূর্ব্বোক্তরূপ মারা যাওয়া বা পরিত্যাগ বা ডেঙ্গায় উঠা বা হানি বা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে, উক্ত আদালত ঐ অভিযোগের অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

কাপ্তান মালিম ও ইঞ্জিনীয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইলে, তাহার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতার কথা।

যে স্থলে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখা যায় যে অনুসন্ধানক্রমে উক্তরূপ কোন কাপ্তানের বা মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ অযোগ্যতার বা অসদাচরণের বা অন্যায় কার্য্যের বা ত্রুটির অভিযোগ উপস্থিত হইবে, সেই স্থলে উক্ত আদালত সাধ্য হইলে উক্ত অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যে রিপোর্টক্রমে ঐ অনুসন্ধান লইবার আদেশ হয় তাহাকে সেই রিপোর্টের নকল দেওয়াইবেন।

১০ ধারা। ৭ বা ৮ ধারামত অনুসন্ধান ভিন্ন প্রকারান্তরে কোন কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়রের নামে অযোগ্যতার কি অসদাচরণের অভিযোগ করার হেতু আছে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে যে স্থানে পক্ষদের ও সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়া সুবিধা সেই স্থানের বা তন্নিকটস্থ ৮ ধারার লিখিত কোন আদালতে ঐ গবর্ণমেণ্ট ঐ হেতুর বর্ণনাপত্র পাঠাইয়া উক্ত আদালতের প্রতি ঐ অভিযোগের অনুসন্ধান লইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

অযোগ্যতার বা অসদাচরণের অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত যে বর্ণনাপত্র পাঠান আদালত অনুসন্ধানের কার্য্য আরম্ভ করার পূর্ব্বে ঐ অভিযুক্ত কাপ্তান মালিম বা ইঞ্জিনিয়রকে সেই বর্ণনাপত্রের নকল দেওয়াইবেন।

১১ ধারা। কাপ্তান বা মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধ এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান করণার্থ ঐ আদালত উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে সমন করিয়া নিজে কি অন্যের দ্বারা প্রতিবাদ করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর শুনিবার কথা।

১২ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানের কার্য্য করিবার জন্যে সাক্ষিদিগকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করান ও তাহাদের জবানবন্দী লওন ও দলীল উপস্থিত করান ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধান করণ সম্পর্কে সন্ধানকারী আদালতের নিম্নলিখিতরূপ ক্ষমতা থাকিবে যথা

সাক্ষ্য ও অনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধান সম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতার কথা।

(ক) উক্ত আদালত বিশেষ আদালত হইলে, যে স্থানে অনুসন্ধান লওয়া যায় সেই স্থানে সাধারণ ফৌজদারী বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত প্রধান আদালত যে২ ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন সেই২ ক্ষমতা।

(খ) উক্ত আদালত আডমিরালটী বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত আদালত কিম্বা সাধারণ ফৌজদারী বিচারাধিপত্যপ্রাপ্ত প্রধান আদালত হইলে ঐ আডমিরালটী বা,

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮১। ১২ জুলাই।

স্থল বিশেষে, ফৌজদারী বিচারাধিপত্য ক্রমে ঐ আদালত যেং [illegible] অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন, সেইং ক্ষমতা।

আসেসরের কথা।

জাহাজ সম্পর্কীয় নানা ব্যাপারে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি আসেসরের কর্ম্ম করিতে সম্মত হইলে, বিশেষ আদালত ছাড়া অনুসন্ধানকারী কোন আদালত বিহিত বিবেচনা করিলে ঐ অনুসন্ধানের কার্য্যার্থে তাঁহাকে আসেসর করিতে পারিবেন।

সেই ব্যক্তি অনুসন্ধান লওন সময়ে উপস্থিত থাকিয়া আপনার মত লিখিয়া জানাইবেন। ঐ লিপিখানি মোকদ্দমার নথীর মধ্যে থাকিবে। কিন্তু এই আইনক্রমে কিম্বা প্রচলিত অন্য আইনক্রমে আদালতের প্রতি যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিবার ভার আদালতের হস্তে থাকিবে।

সাক্ষিদিগকে ধরিয়া আনিবার ও জাহাজে উঠিবার ও জাহাজ আটক রাখিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। কোন আদালত এই আইনমতে অনুসন্ধান লওন সময়ে প্রমাণ পাইবার জন্যে কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া আনা আবশ্যক জ্ঞান করিলে তাঁহাকে গ্রেফ্তার করিবার পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন, ও সেই ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিবার জন্য কোন কর্ম্মকারককে জাহাজে উঠিতে অনুমতি দিতে পারিবেন (কিন্তু এই বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা প্রবল মানিবেন)।

কোন কর্ম্মকারক উক্ত প্রকারে জাহাজে উঠিতে অনুমতি পাইলে, বলপূর্ব্বক উঠিবার জন্যে পোলীসের কি কষ্টমের কোন কার্য্যকারকের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য লইতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিবার জন্য যুক্তিমতে যতকাল আবশ্যক ততকাল ঐ জাহাজ ধৃত করিয়া আটক রাখিতে পারিবেন ও উক্ত প্রত্যেক জন কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৮৬ ধারানুসারে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই ধারার বলে কোন ব্যক্তিকে চল্লিশ ঘণ্টার অধিক কাল আটক রাখিতে হইবে না।

বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

১৪ ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে যে আইন প্রচলিত আছে কোন ব্যক্তি এমত কোন আইনমতে দণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধ করিয়াছে, এই আইনমতে অনুসন্ধান লওন সময়ে ইহা দৃষ্ট হইলে যে আদালত অনুসন্ধান লইতেছেন, হাই কোর্ট সময়েং এই আইনের সঙ্গত যেং বিধি নির্দ্ধার্য্য করেন সেই আদালত সেইং বিধি প্রবল মানিয়া ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করাইতে কিম্বা উপযুক্ত আদালতের সম্মুখে বিচার হইবার জন্য তাঁহাকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাঁহার স্থানে হাজির জামিন লইতে পারিবেন ও সেই বিচার কালে প্রমাণ দিবার জন্যে কোন ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করিতে পারিবেন, ও এই ধারার কার্য্য পক্ষে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

প্রমাণ দিবার জন্যে ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

জবানবন্দীর কথা।

ও যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয় সেই মোকদ্দমার বিচার করণসময়ে সেই বিষয়ে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য আবশ্যক হইলে এই অধ্যায়মতে যে আদালত অনুসন্ধান লন সেই আদালতের সম্মুখে ঐ সাক্ষী পূর্ব্বে সেই বিষয়ের যে জবানবন্দী দেন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা কিম্বা আদালতের বিচারপতি দ্বারা সেই জবানবন্দী যথার্থ বলিয়া দস্তখৎ করা গেলে,

(ক) যে আদালতে বিচার চলিতেছে সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ সাক্ষিকে পাওয়া যায় না এবং

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঐ জবানবন্দী দেওয়া যায় এইং বিষয়ের প্রমাণ হইলে, ঐ জবানবন্দী গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঐ জবানবন্দী দেওয়া যায় মাজিষ্ট্রেট কিম্বা আদালতের বিচারপতি এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট লিখিয়া দিলে, ইহার বিপরীত প্রমাণ না করা গেলে সর্টিফিকেটই ঐ কথার প্রচুর প্রমাণ হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আদালতের রিপোর্ট করিবার কথা।

১৫ ধারা। আদালত এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া যেং সিদ্ধান্তে উপনীত হন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রমাণ সমেত তাহার সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাঠাইবেন।

১৮৫৪ সাল অবধি ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক যে সকল আইন হইয়াছে তৎক্রমে যেং স্থলে বাণিজ্যবিষয়ক বোর্ডে আদালতের রিপোর্ট পাঠান আবশ্যক সেইং স্থলে উক্ত রিপোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পাঠাইতে হইবে এবং উক্ত রিপোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে পাঠান গেলে এই ধারার আজ্ঞা উপযুক্তরূপে পালন করা হইবে।

---

৩ অধ্যায়।

সর্টিফিকেট স্থগিত ও রহিত করিবার ও নূতন সর্টিফিকেট দিবার বিধি।

ইংলণ্ডের আইনমত সর্টিফিকেট রহিত ও স্থগিত করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণের কথা।

১৬ ধারা। ১৮৫৪ সাল অবধি ১৮৮০ পর্য্যন্ত সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক যে সকল আইন হইয়াছে তৎক্রমে এই আইনের ৭ ৮, ৯ ও ১০ ধারামত অনুসন্ধান যেং আদালত লন সেইং আদালতের প্রতি উক্ত কোন সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনমত সর্টিফিকেট কিম্বা যে সকল সর্টিফিকেটের প্রতি ১৮৬৯ সালের (ঔপনিবেশিক) সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনমতে উক্ত কোন আইনের বিধান বর্ত্তে সেই সকল সর্টিফিকেট রহিত বা স্থগিত করিবার যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

ঐ সর্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে স্থানীয় সর্টিফিকেট দিতে পারিবার কথা।

উক্তরূপ কোন আদালত ঐ রূপ কোন সর্টিফিকেট রহিত বা স্থগিত করিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবার সময়ে উক্ত গবর্ণমেণ্টকে এই পরামর্শ দিতে পারিবেন যে পরীক্ষা না করিয়া ঐ সর্টিফিকেটধারিকে ঐ সর্টিফিকেট কাপ্তানের সর্টিফিকট হইলে কাপ্তানের

বা মালিমের সর্টিফিকেট, এবং ঐ সর্টিফিকেট মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট হইলে, মালিমের বা স্থল বিশেষ ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট দেন এবং উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উচিত বিবেচনা করিলে এবং ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে ঐ সর্টিফিকেট দিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, পরীক্ষা না করিয়া উক্ত আইনক্রমে ঐ সর্টিফিকেট দিতে পারিবেন। ১৮৬৯ সালের উক্ত (ঔপনিবেশিক) সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের কার্য্য পক্ষে না হইলে উক্তরূপে যে সর্টিফিকেট দেওয়া যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেওয়া গেলে যেরূপ ফলবৎ হইত সেইরূপ ফলবৎ হইবে।

কোন সর্টিফিকট স্থগিত রাখিতে কি রহিত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

১৭ ধারা। কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র সাহেবকে যোগ্যতার কি পূর্ব্বে কর্ম্ম করার যে সর্টিফিকেট দেন এবং যাহার প্রতি ১৮৬৯ সালের (ঔপনিবেশিক) সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের বিধান বর্ত্তে না সেই বা অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত স্থলে সেই সর্টিফিকেট স্থগিত রাখিতে কিম্বা রহিত করিতে পারিবেন, অর্থাৎ

এই আইন মতে অনুসন্ধান হইলে পর

(ক) এই আইনমতে অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর ঐ কাপ্তান কিম্বা মালিম কি ইঞ্জিনিয়র সাহেবের অন্যায্য কর্ম্ম কি ত্রুটির দ্বারা জাহাজ মারা পড়ে কিম্বা ডেঙ্গায় উঠে কিম্বা তাহা পরিত্যাগ করিতে হয় কিম্বা জাহাজের কোন গুরুতর হানি কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রাণের হানি হয় আদালত এই মর্ম্মের রিপোর্ট করিলে, কিম্বা ঐ কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র অযোগ্য, কিম্বা মত্ততা কি নিষ্ঠুরতা কি অন্য অসদাচারসূচক কোন গুরুতর কর্ম্মের অপরাধী বলিয়া রিপোর্ট করিলে

অন্যান্য আইন মতে অনুসন্ধান লওনের পর।

(খ) ১৮৫৪ সাল অবধি ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক যে সকল আইন হইয়াছে সেই সকল আইনমতে কোন অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর, কিম্বা ব্রিটিশ অধিকারান্তর্গত কোন দেশে কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়রদের নামে অযোগ্যতার কি অসদাচারের অভিযোগের অনুসন্ধান কিম্বা জাহাজভঙ্গের বা জাহাজ সংক্রান্ত অন্য দুর্ঘটনার অনুসন্ধান লওনার্থে যৎকালে যে আদালত ব্যবস্থাপক সভা হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন সেই আদালত কর্তৃক অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর ঐ কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র অযোগ্য কিম্বা মত্ততা কি নিষ্ঠুরতা কি অন্য অসদাচারসূচক কোন গুরুতর কর্ম্মের অপরাধী কিম্বা তাহার অন্যায্য কর্ম্ম কি ত্রুটির দ্বারা কোন জাহাজ মারা পড়িয়াছে কিম্বা ডেঙ্গায় উঠিয়াছে কিম্বা তাহা পরিত্যাগ করা গিয়াছে কিম্বা জাহাজের ভারি হানি কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রাণের হানি হইয়াছে ঐ আদালত এই মর্ম্মের রিপোর্ট করিলে,

কোন অপরাধ নির্ণয় করা গেলে।

(গ) যে অপরাধ ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে করা গেলে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় না কিম্বা ইংলণ্ডে করা গেলে ফেলোনিহয় তাহার এমত অপরাধ যে নির্ণয় হইয়াছিল ইহা দেখান যাইতে পারিলে,

অন্য ব্যক্তি তাঁহার উপর নিযুক্ত হইলে।

(ঘ) কাপ্তানের বেলা কোন আডমিরলটী কোর্টের কিম্বা সওদাগরী জাহাজবিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইনের কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের বিধানক্রমে সংস্থাপিত জাহাজীয় আদালতের আজ্ঞাক্রমে, তাঁহার প্রাপ্য কর্ম্মে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা গেলে।

পরন্তু যে ব্যক্তি সর্টিফিকেট প্রাপ্ত হন অনুসন্ধান লওন কার্য্যের আরম্ভের পূর্ব্বে তাঁহাকে ৯ ধারার কিম্বা স্থল বিশেষে ১০ ধারার আদেশমত রিপোর্টের বা বর্ণনা-পত্রের নকল দেওয়া গিয়াছে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা হুকুমোধমতে না জানিলে, যে স্থানে কোন কাপ্তানের বা মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের নামে অভিযোগের অনুসন্ধান লওয়া গিয়াছে, সেই স্থলে এই ধারার (ক) প্রকরণমতে কোন সার্টিফিকেট স্থগিত রাখা কি রহিত করা যাইবে না।

কাপ্তান প্রভৃতির সর্টিফিকট দিতে হইবার কথা।

১৮ ধারা। ১৭ ধারামতে কোন কাপ্তানের কি মালিমের কি ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট রহিত করা কি স্থগিত রাখা গেলে, তিনি শিপিং মাষ্টরকে, কিম্বা যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ সর্টিফিকেট রহিত করিলেন কি স্থগিত রাখিলেন সেই গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ব্যক্তির হাতে ঐ সার্টিফিকট দিতে আজ্ঞা করেন তাঁহাকে দিবেন না দিলে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাঁহার পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা।

১৯ ধারা। কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র স্থানীয় যে গবর্ণমেণ্টের স্থানে সর্টিফিকেট পান, তদ্ভিন্ন কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ১৭ ধারামতে ঐ সার্টিফিকেট রহিত করা কি স্থগিত রাখা গেলে, যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সর্টিফিকেট রহিত করিলেন কি স্থগিত রাখিলেন সেই স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ সর্টিফিকেট দেন সেই গবর্ণমেণ্টের নিকট আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের রিপোর্ট করিবেন ও সর্টিফিকেট রহিত কি স্থগিত করণের কথা জানাইবেন।

বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডে রিপোর্ট করিবার কথা।

২০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ৭ ধারামতে কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট রহিত করিলে কি স্থগিত রাখিলে, সেই রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার কথা সাধ্যমতে ত্বরায় বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডে রিপোর্ট করিবেন।

রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা অন্যথা করিবার ক্ষমতার কথা।

২১ ধারা। স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট ১৭ ধারামতে রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা করিলে পর যে কোন সময়ে সেই আজ্ঞা অন্যথা করিতে পারিবেন

নূতন সর্টিফিকেট দিবার ক্ষমতার কথা।

কিম্বা এই রূপে যে ব্যক্তির সর্টিফিকেট রহিত করিয়াছেন তাঁহাকে তুল্য কিম্বা নিম্নতর শ্রেণীর নূতন সর্টিফিকেট দিতে পারিবেন।

উক্তরূপে যে সর্টিফিকেট দেওয়া যায়, তাহা ১৮৬৯ সালের উক্ত (ঔপনিবেশিক) সওদাগরী জাহাজ বিষ-

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট ১৮৮১ ১২ জুলাই।]

রূক আইনের কার্য্যভিন্ন অন্য স্থলে পরীক্ষা করিয়া দিলে যেরূপ ফলবৎ হইত সেইরূপ ফলবৎ হইবে।

১৮৫৯ সালের ১ আইনমতে বিলাত বাণিজ্যে নিযুক্ত কোন জাহাজের যোগ্যতার সর্টিফিকেট এই ধারার কার্য্যপক্ষে বিদেশগমনার্থে কোন জাহাজের ঐ আইনমত যোগ্যতার সর্টিফিকেট অপেক্ষা নিম্নতর শ্রেণীর সর্টিফিকেট বলিয়া গণ্য হইবে।

এই ধারামতে আজ্ঞা অন্যথা করা গেলে কিম্বা নূতন সর্টিফকেট দেওয়া গেলে, সাধ্যমত ত্বরায় বাণিজ্যবিষয়ক বোর্ডে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে।

---

৪ অধ্যায়।

নাবিকদের সঙ্গে বন্দোবস্তের কথা।

এই অধ্যায় ১৮৫৯ সালের ১আইনের অংশ বলিয়া পঠিত হইবার কথা।

২২ধারা। এই অধ্যায় ৮৫৯ সালের ১ আইনের সহিত পঠিত হইবে ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে।

নাবিকদের সঙ্গে কাপ্তান সাহেবদের বন্দোবস্ত করিতে হইবার কথা।

২৩ ধারা। কেবল বিলাত বাণিজ্য ব্যাপারে নিযুক্ত যে জাহাজে তিন শত টনের অধিক না হবে, এমত জাহাজ ছাড়া, অন্য সকল জাহাজের কাপ্তান ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন বন্দর হইতে যেং নাবিকদিগকে জাহাজের মাল্লাগণ বলিয়া সমুদ্রে লইয়া যান, তাঁহাদের প্রত্যেক জনের সঙ্গে তাঁহার নিম্নলিখিতমতে বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ ও তাহার মর্ম্মের কথা।

২৪ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব যে পাঠ অনুমোদন করেন উক্ত প্রত্যেক বন্দোবস্ত সেই পাঠে লেখা যাইবে, ও প্রথম স্বাক্ষর করিবার সময়ে তাহাতে তারিখ লেখা যাইবে। তাহাতে কোন নাবিকের দস্তখৎ করিবার পূর্ব্বে কাপ্তানের দস্তখৎ করিতে হইবে। ঐ বন্দোবস্তের নিয়ম বলিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মের কথা লেখা যাইবে, যথা,

(ক) প্রস্তাবিত যাত্রার বা করারের ভাব, ও যাত্রায় যত দিন লাগিবে ও করার যত দিন প্রবল থাকিবে সাধ্যমতে এইং কথা প্রকাশ থাকিবে, অথবা যাত্রায় যত দিনের অধিক না লাগিবে কিম্বা করার যত দিনের অধিক প্রবল না থাকিবে, ও জগতের যেং স্থানে কি খণ্ডে যাত্রা করা না হইবে কিম্বা যেং স্থানের কি খণ্ডের পক্ষে করার না খাটিবে তাহা।

(খ) যেং প্রকারের যত জন মাল্লা লওয়া যাইবে ও তাহাদের মধ্যে যত জন খালাসীর কর্ম্ম করিবে।

(গ) প্রত্যেক জন নাবিকের যে সময়ে জাহাজে যাইতে বা কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

(ঘ) প্রত্যেক জন নাবিকের যেরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে।

(ঙ) প্রত্যেক জন নাবিক যত বেতন পাইবে।

(চ) প্রত্যেক জন নাবিককে আহারীয় যত দ্রব্য দেওয়া যাইবে তাহার ফর্দ্দ।

(ছ) ও জাহাজে যে প্রকারের আচরণ করিতে হইবে, ও অনুপযুক্ত আচরণ হইলে জরীমানার ও আহার কমাইয়া দেওনের কিম্বা অন্য দণ্ডের যে বিধান উপযুক্ত বলিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত হয় ও নাবিকেরা মানিতে স্বীকার করেন, সেই বিধান ঐ বন্দোবস্তপত্রে লেখা যাইবে।

ও সেই বন্দোবস্তপত্র এমন করিয়া লেখা যাইবে যেন কাপ্তান সাহেবের ও একং জন নাবিকের মধ্যে বেতন আগাম পাইবার ও গরমবস্ত্র পাইবার যে নিয়ম সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক প্রচলিত কোন আইনের বিধানের অসঙ্গত না হয় এমত নিয়মও করা যাইতে পারে, ও অন্য যেং নিয়ম আইনের বিপরীত না হয় তাহা যেন ঐ পত্রের মধ্যে লেখা যাইতে পারে।

আহারীয় দ্রব্যের যে ফর্দ্দ খালাসী দিগকে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

২৫ ধারা। খালাসীদের বা এদেশীয় অন্য নাবিকদের সহিত বন্দোবস্ত হইলে, ঐরূপ প্রত্যেক জন নাবিককে আহারীয় যত দ্রব্য দেওয়া যাইবে বলিয়া বন্দোবস্ত হয় তাহার ফর্দ্দ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সময়েং যে ফর্দ্দ ধার্য্য ও প্রকাশ করেন তদপেক্ষা কম মাত্রায় হইবে না।

কোন কাপ্তান কোন খালাসীর বা এদেশীয় অন্য কোন নাবিকের সহিত উক্তরূপ ধার্য্যকৃত ও প্রকাশিত ফর্দ্দ অপেক্ষা কম মাত্রায় আহারীয় দ্রব্যের ফর্দ্দের বন্দোবস্ত করিলে তাঁহার দুইশতটাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খালাসীকে জাহাজে লইলে তদ্বিষয়ের বিধান।

২৬ ধারা। ভারতবর্ষের মধ্যে নয়এমত কোন বন্দর কোন খালাসীর কি এদেশীয় অন্য নাবিকের কর্ম্ম করিবার মিয়াদ ফুরাইবে এমত বন্দোবস্ত হইয়া থাকিলে ২৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট কথার অতিরিক্ত ঐ ব্যক্তি যে বন্দরে জাহাজে উঠিলেন কিম্বা অন্য যে বন্দরে যাইতে সম্মত হন সেই বন্দরে অন্য যে জাহাজ যাইতে উদ্যত আছে তাঁহাকে এমত জাহাজে উপযুক্ত কর্ম্ম করাইয়া দিবার কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বন্দরে বিনা খরচে কিম্বা অন্য যে নিয়মে সম্মত হন এমত নিয়মে পঁহুছাইয়া দিবার করারও ঐ বন্দোবস্ত পত্রে লেখা থাকিবে, উক্তরূপ প্রত্যেক করারে জাহাজের মালিকের কিম্বা তাঁহার পক্ষে কাপ্তানের দস্তখৎ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় ব্রিটিষ ভারতবর্ষ দেশীয় যে লোককে জাহাজের মাল্লাগণের মধ্যে ধরিয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন বন্দর হইতে সমুদ্রে লইয়া যাওয়া যায় নাবিকশব্দে তিনিও গণ্য।

ব্রিটিষ কি উপনিবেশের যাহাজের বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ।

২৭ধারা। গ্রেটব্রিটন ও ঐরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের কিম্বা ব্রিটিষ অধিকারের অন্তর্গত কোন দেশের কোন জাহাজের মাল্লাগণের সঙ্গে কাপ্তান সাহেবের কোন বন্দোবস্ত থাকিলে ও জাহাজ যে স্থানের হয়, কিম্বা মাল্লাগণের সঙ্গে যে স্থানে করার করা গেল, ঐ বন্দোবস্তপত্র সেই স্থানের আইনমতে উপযুক্ত পাঠানুসারে লেখা থাকিলে যদি সেই কাপ্তান সাহেব ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন বন্দরে খালাসী বা দেশীয় অন্য নাবিক ছাড়া একমত্র নাবিককে করার করিয়া লন তবে সেই নাবিক সেই প্রকারের লিখিত বন্দোবস্তপত্রে দস্তখৎ করিতে পারিবেন, এই আইনমত যে বন্দোবস্তপত্র করা যায় তাহাতে তাঁহার দস্তখৎ করিবার প্রয়োজন নাই।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।

৫ অধ্যায়।

বন্দর পরিদর্শকের কথা।

২৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের ৮ ধারার পর নিম্ন লিখিত ধারাগুলি দিতে হইবে যথা

১৮৭৫ সালের ১২ আইনে যাহা যোগ করিতে হইবে তাহার কথা।

"৮ ক ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং এই আইনের নিয়মাধীনে কোন বন্দরে বন্দর পরিদর্শক নামক একজন কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে ও তাঁহাকে স্থগিত বা অবসৃত করিতে পারিবেন

বন্দর পরিদর্শক নিয়োগ করণের ও তাঁহার ক্ষমতার কথা।

"উক্তরূপে যে প্রত্যেক কার্য্যকারককে নিযুক্ত করা যায়, তিনি যে বন্দরের নিমিত্ত নিযুক্ত হন সেই বন্দরের সীমার মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন যথা

"(ক) তিনি যে কোন সময়ে কোন জাহাজে প্রবেশ করিয়া তাহা ও তাহার প্রত্যেক অংশ এবং ঐ জাহাজস্থ ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারার্থ যে আহারীয় দ্রব্য ও জল দেওয়া হয় তাহা এবং নাবিকদের জন্য যে ঔষধ ও সরঞ্জাম ও স্থান থাকে তাহা দেখিতে পারিবেন

"(খ) তিনি ঐ জাহাজের সকল বা কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসকস্বরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন

"(গ) ঐ জাহাজের ব্যক্তিবর্গের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অবস্থার তদন্ত লইবার নিমিত্ত তিনি যে লগ বা অন্য কোন বহী বা কাগজ বা দলীল আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে ও সেই আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন,

"(ঘ) তিনি উক্ত কর্য্যের নিমিত্ত ঐরূপ সকল বা কোন ব্যক্তিকে তলব করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং তিনি যে কোন তদন্ত লওয়া উচিত বোধ করেন তৎসম্বন্ধে উত্তর দিবার আদেশ করিতে পারিবেন

"(ঙ) তিনি উক্তরূপে যে ব্যক্তির পরীক্ষা করেন সেই ব্যক্তি যে উক্তি করে তাহার সত্যতার প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

১৮ খ ধারা। কোন জাহাজ উপস্থিত হইলে পর উক্ত বন্দর পরিদর্শক ঐ জাহাজে প্রথম প্রবেশ করিয়াই অনুসন্ধান লইবেন যে ঐ জাহাজের কোন খালাসী বা দেশীয় অন্য নাবিক কাপ্তানের বা মল্লাদের কাহারও নামে নালিশ করিতে চাহে কি না।

বন্দরপরিদর্শকের নালিশের তদন্ত লইবার কথা।

"উক্তরূপ কোন নাবিক নালিশ করিতে চাহিলে বন্দর পরিদর্শক ঐ নালিশ শুনিয়া তাহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাহার সত্যতা নিরূপণার্থে ১৮ক ধারার লিখিত যে কোন ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে বন্দরপরিদর্শকের নিকট যে কোন নালিশ করা যায় তাহার বিশেষ বিবরণ ও তদ্বিষয়ে তাহার নিজের মত লিখিয়া তিনি শিপিং মাষ্টরের নিকট অর্পণ স্বরূপ রিপোর্ট পাঠাইবেন।

নালিশসম্বন্ধে শিপিং মাষ্টরের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা।

৬ অধ্যায়।

বিবিধ বিষয়ক বিধি।

২৯ ধারা। সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইনের ২১৩ ধারামতে ও সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৫৫ সালের আইনের ১৬ ধারামতে যে বেতন বা খরচ আদায় হইতে পারে, তাহার দায়ে ঐ২ ধারামতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালতের এলাকার মধ্যে কোন জাহাজের প্রতি বর্ত্তিলে কিম্বা কোন কাপ্তানের কি স্বামির কি অন্য ব্যক্তির স্থানে আদায় হইতে পারিলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব যে ব্যক্তিদিগকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন, সময়েং ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সাধারণ কি বিশেষরূপে তাঁহাদিগকে সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইনের ২১৩ ধারার বিধানমতে ঐ বেতন ও খরচের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাহা আদায় করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণার্থে ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

তদ্রূপে যে ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তিনি তদনুসারে উক্ত কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেন ও ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ৫৭ ধারার ৭ প্রকরণের তাৎপর্য্যানুসারে ঐ ব্যক্তিকে রাজকীয় পদভুক্ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এই ধারামত সকল মোকদ্দমা ও মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নাম ধরিয়া উপস্থিত করিয়া চালাইতে হইবে।

ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরির নাম ধরিয়া মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করিবার কথা।

৩০ ধারা। কোন জাহাজ ১৮৫০ সালের ১০ আইনমতে রেজেষ্টরী করা গেলে ও বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া ভারতবর্ষের অন্তর্গত নানা বন্দরের ও আরব সমুদ্রাঞ্চল দেশের মধ্যে যাতায়াত করিলে যদি সেই জাহাজে কেবল ভারতের লোক ও খালাসী কিম্বা আসিয়া খণ্ডের অন্তর্গত অন্য দেশীয় নাখোদা ও নাবিক থাকেন তবে সেই জাহাজের প্রতি ৮৫৯ সালের উক্ত ১আইনের ৯ অবধি ১৬ পর্য্যন্ত ধারা খাটিবে না।

কাপ্তানের পরীক্ষা দিবার বিষয়ের যেং বিধান আছে তাহা কোনং জাহাজের প্রতি না খাটিবার কথা।

৩১ ধারা। ৮৪১ সালের উক্ত ১ আইনের উক্ত ২ ১৫ ১৭ ও ২৩ ধারায় নানা বাজারনামার আডবোকেট জেনরল সাহেব শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে সন্ধান জ্ঞান হইলে

১৮৪১ সালের ১ আইনের ২ ১৫ ১৭ ও ২৩ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

"পূর্ব্বোক্ত সন্ধানমতে" পূর্ব্বোক্ত সন্ধানমতে' "পূর্ব্বোক্ত সন্ধানমতে, এইং কথা যে স্থানে আছে তাহার পরিবর্ত্তে এইং কথা দিতে হইবে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইলে।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের যে পাণ্ডুলিপি পরে ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন হইয়াছে সেই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটী ৮৮০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে যে রিপোর্ট করেন তাহার ৮ প্রকরণ নিম্নলিখিতরূপ ছিল

"৮। আমরা মূল পাণ্ডুলিপির ৭ ও ৮ অধ্যায় উঠাইয়া দিয়াছি কারণ আমরা বিবেচনা করি যে ঐ দুই অধ্যায়ে যেং বিষয়ের কথা আছে তাহা এরূপ একটি পাণ্ডুলিপির অধিকতর উপযোগী হইবে যাহাতে ১৮৭৫ সালের ৪ আইন ও তৎসংশোধনার্থ ১৮৭৮ সালের ১৩ আইনের ধারা গুলি সংগৃহীত হইবে।"

২। যে দুইটি অধ্যায় উঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহাতে যে প্রকারের কথা ছিল, তাহা ঐ পাণ্ডুলিপি সংযুক্ত ১৮৭৯ সালের ২৯ আগষ্ট তারিখের অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনার নিম্নলিখিত কএক প্রকরণ দৃষ্টে জানা যাইবে।

"২১। বন্দর বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের কথা যোগ করণ দ্বারা ৭ অধ্যায় বন্দর পরিদর্শক নামক এক-জন কার্য্যকারক নিয়োগ করিবার বিধান করা গিয়াছে। এই কার্য্যকারক স্বাস্থ্য রক্ষক সাহেব এক্ষণে যেং কর্ম্ম করেন (এবং যাহা করিবার নিমিত্ত পাণ্ডুলিপি ত তাঁহার প্রতি আইনমত ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে) তদতিরিক্ত বন্দরে কোন জাহাজ উপস্থিত হইলে মল্লাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কাপ্তানের বা মল্লাদের অন্যান্য ব্যক্তিদের নামে যে নালিশ করে তাহার তদন্ত লইবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইউরোপীয় জাহাজে কর্ম্ম করিবার সময় খালাসীদের ও প্রাচ্যদেশীয় অন্য নাবিকদের রক্ষার্থ শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের ইচ্ছানুসারে শেষোক্ত বিধানটি সন্নিবেশ করা গিয়াছে।

"২২। ৮ অধ্যায়ে ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের দুইটি সংশোধন করা গিয়াছে। যেং স্থল সম্বন্ধে এক্ষণে কোন বিধান নাই সেই ২ স্থলে অনুসন্ধানার্থে সামুদ্রিক আদালত বসাইবার ক্ষমতা দিবার নিমিত্ত উক্ত আইনের ৩ ধারার বিধানের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা গিয়াছে। স্থানীয় সামুদ্রিক কর্ত্তৃপক্ষ দিগের অনুরোধক্রমে এই পরিবর্ত্তনটি সন্নিবেশ হইয়াছে এবং ইহা সম্প্রতি সংশোধিত ইংলণ্ডের ব্যবস্থার বিধানের অনুযায়ী। অন্য সংশোধন ক্রমে আহারীয় দ্রব্যের কম্তি ধার্য্য করিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। কোন খালাসী বা দেশীয় নাবিকের সহিত ঐ ফর্দ্দ অপেক্ষা কম দ্রব্য দিবার চুক্তি করিলে কাপ্তানের দণ্ড হইবে উক্ত নাবিকদিগের রক্ষণার্থ এইরূপ বিধান করা প্রয়োজনীয় দৃষ্ট হইয়াছে।"

৩। উপরিস্থিত সিলেক্ট কমিটীর পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশে বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে।

কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ৮৭৫ সালের ও ১৮৭৮ সালের আইনের বিধান গুলি সংগ্রহ করিয়া সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ৮৭৯ সালের আইনের পাণ্ডুলিপির পরিত্যক্ত বিষয় সহযোগে পুনর্ব্বার বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে মাত্র, এমন নহে, ইহাতে আর কিছু আছে।

রাজকীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের বিধান বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডের যে সর্টিফিকেটের প্রতি বর্ত্তে সেই সর্টিফিকেট স্থগিত ও রহিত করিবার বিষয়ে ৮৭৫ ও ১৮৭৮ সালের আইনের স্থানেং বিধান আছে। রাজকীয় আইনের বিধানের সহিত আমাদের আইনের বিধান মিলাইয়া দেখিলে দৃষ্ট হয় যে পালিয়ামেণ্ট যাহার বিধান করিয়াছেন এরূপ কএকটি বিষয়ে আমাদের আইনেও বিধান আছে এটি বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের আইন যে স্থলে ঠিক প্রতিলিপি নহে, আইনের সিদ্ধতা সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে তাহার কথা থাকুক, একই বিষয়ে দুই প্রকারের বিধান থাকায় কার্য্যের পক্ষে অসুবিধা হয়। এই নিমিত্ত এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা যে২ আইন রহিত করা গেল সেই ২ আইনের বিধান পুনর্ব্বার বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে রাজকীয় আইনে যে সকল বিষয়ের বিধান নাই এবং যৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে স্পষ্টই জানা যায় সেই সকল বিষয়েই পাণ্ডুলিপির বিধান আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান আইনের কোনং বিধান পরিত্যাগ করিতে ও কোনং বিধান সংশোধন করিতে হইয়াছে।

৪। এই পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সুযোগে ১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ২৬ ধারা সংশোধন করিয়া বিধান করা গিয়াছে যে ব্রিটিষভারতবর্ষে যে বন্দর নহে সেই বন্দরে কোন খালাসীর কর্ম্মের মিয়াদ ফুরাইলে কাপ্তানের সহিত তাহার যে বন্দোবস্ত হয় তাহাতে তাহাকে ব্রিটিষ ভারতবর্ষে ফেরত পাঠাইবার করার লিখিত থাকিলে এবং যে বন্দর সম্ভবত ব্রিটিষ ভারতবর্ষে নয় এরূপ অন্য যে বন্দরের বন্দোবস্ত হয় সেই বন্দরে যে জাহাজ যাইতেছে সেই জাহাজে কর্ম্ম করিয়া দিবার করার করিলেই হইবে না। ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে প্রাচ্যদেশীয় বাণিজ্যকার্য্যে দেশীয় নাবিকদের নিয়োগ বৃদ্ধি সহকারে এবং ইউরোপের বন্দরে দুরবস্থায় পতিত আশিয়ানিবাসী নাবিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি সহকারে অন্য কারণে না হইলেও অর্থনীতি শাস্ত্রানুগত হেতুবশত গবর্ণমেন্টের এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত যাহাতে যে ব্যক্তিরা ভারতবর্ষীয় নাবিকদিগকে লইয়া যায় তাহাদের খরচে ঐ নাবিকেরা এতদ্দেশে প্রত্যাগমন করিতে পারে।

৫। ১৮৩৯ সালের ১৯ আইনমতে যে ডাকাইতদের সৃষ্টি হয় তাহাদের বিচার করণার্থ আদালতের প্রতি ১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ৩১ ধারাক্রমে কোনং ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। এই পাণ্ডুলিপি হইতে ঐ ধারা উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে কারণ প্রথমোক্ত আইন সংশোধনার্থ স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপিতে এই বিষয়ের বিধান হওয়া উচিত।

হুইটলী ষ্টোকস।

১৮৮১ সাল, ২৪ ফেব্রুয়ারি।

ডি ফিটজ প্যাট্রিক
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M A B L *Bengali Translator*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ জুলাই।]

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগ।

পৈবর্ত্তীভূমি দ্বীপ ও পরিত্যক্ত নদীগর্ভ সংক্রান্ত ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারী সিলেক্ট কমিটীর মেম্বর আমাদের হস্তে অর্পিত হয়। আমরা সবিনয়ে তৎসম্বন্ধে এই রিপোর্ট করিতেছি যে আমরা ঐ পাণ্ডুলিপি ও পার্শ্বলিখিত কাগজ পত্র এবং ১৮৭৯ সালের মার্চ্চ মাসে স্থিরীকৃত পাণ্ডু-লিপি লইয়া গত ইণ্ডিয়ান লা কমিশ্যনের রিপোর্টের যে অংশে বিচার আছে সেই অংশ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি।

২। শ্রীযুত স্যার সি টর্ণর সাহেব ও শ্রীযুত জষ্টিস ওয়েষ্ট সাহেব যেং পাণ্ডুলিপির প্রস্তাব করেন তাহা আমরা প্রণিধান করিয়া দেখিয়াছি কিন্তু আমরা তন্মধ্যে কোনটি অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিতে পারি না। স্যার সি টর্ণর সাহেবের প্রস্তাব অবলম্বন করিলে ব্যবস্থাটি কোনং অংশে সরল হয়, কিন্তু আদালতের হস্তে স্বেচ্ছাক্রমে ও পথদর্শক বিধি বিনা গুরুতর কঠিন প্রশ্নের নিষ্পত্তির ভার দিয়া এই সুবিধা হয়।

৩। আমাদের বিবেচনায় লা কমিশ্যনে যে পাণ্ডুলিপি অর্পিত হয়, তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন হইবে। তন্মধ্যে কেবল দুইটি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। নবোৎপন্ন যে ভূমিতে তটস্থ ভূস্বামিদের স্বত্ব আছে বলিয়া স্বীকৃত হয় সেই ভূমি যে প্রকারে তাঁহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া যাইবে ইহা নির্ণয় করণার্থ প্রথমে যে কএকটি বিধির প্রস্তাব হয় তৎপরিবর্ত্তে একটি সরল বিধি অবলম্বন করিতে হইবে এবং সম্মুখবর্ত্তি স্থান শব্দের লক্ষণ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

৪। পূর্ব্ব বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বোধ হয় যে প্রতিদ্বন্দ্বী তটস্থ ভূস্বামিদের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার ও তাঁহাদের মধ্যে ভূমি বিভাগ করিয়া দিবার যে বিধি শেষ স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপিতে ছিল, তাহাতে কার্য্যে গোলযোগ হওবার সম্ভাবনা।

ঐ বিধি নদীর পক্ষে একরূপ, সমুদ্র ও হ্রদের পক্ষে অন্যরূপ এবং দ্বীপের পক্ষে একরূপ, এবং তটে উৎপন্ন ভূমির ও পরিত্যক্ত নদী গর্ভের পক্ষে অন্যরূপ। এই সকল বিভেদ হেতুক কেবল যে আইন জটিলতর হইয়াছে এমন নহে কিন্তু একরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে পাণ্ডুলিপিতে যাহার মীমাংসার সম্পূর্ণ বিধান নাই। কোনং স্থলে আবার (৪ ও ৬ ধারা দেখ) ভবিষ্যতে স্বামীর গবর্ণমেন্ট বিধি করিয়া বড়ং গোলযোগ চুকাইবেন এইরূপে নিয়ম করিয়া দুর্দ্দম গোলযোগ পড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। অধিকন্তু প্রশ্নের মীমাংসা "স্রোত সূত্রে" সাপেক্ষ করিয়া প্রশ্নের জটিলতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই স্রোত সূত্র এরূপ রেখা বা রেখাশ্রেণী যে উহা অনেক সময়ে নিরূপণ করাই কঠিন এবং নিরূপণ করা গেলেও উহা অত্যন্ত বিষমাকার হইতে পারে। আর ৭ ও ৯ ধারামতে লম্বক টানিবার যে বিশেষ কথা আছে তৎসম্বন্ধে বোধ হয় যে কখনং এরূপ স্থল উপস্থিত হইবে যাহাতে এরূপ লম্বক টানা যাইতে পারে না।

৫। এই সকল গোলযোগ এড়াইবার নিমিত্ত আমরা এই বিষয়ে পাণ্ডুলিপির প্রথম বিধানের পরিবর্ত্তে দুইটি বিধি দিবার প্রস্তাব করিয়াছি। নূতন পৈবর্ত্তী ভূমিতে দুই বা তদধিক তটস্থ ভূস্বামির যেং স্থলে দাওয়া থাকিবার সম্ভাবনা, তৎসমুদয়ই ঐ দুই বিধির মধ্যে পড়িবে। যে স্থলে অলক্ষিত ভাবে পৈবর্ত্তী হইয়া নূতন ভূমি-

বোম্বাই গবর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২৫ মার্চ্চের ১৬০৫ নং পত্র [২২ নং কাগজপত্র]।

দক্ষিণ কানাড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জে ডবলিউ বেষ্ট সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৩ আপ্রিলের ৮ নং পত্র [২৩ নং কাগজ পত্র]।

মহীশূরের চীফ কমিশ্যনর সাহেবের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৭৯ সালের ২৬ আপ্রিলের ৭৫১-১১ নং পত্র (২৪ নং কাগজ পত্র]।

হাইদরাবাদের রেসিডেণ্ট সাহেবের বিবার সংক্রান্ত সেক্রেটরীর ১৮৭৯ সালের ৫ মের ৬ নং পত্র [২৫ নং কাগজ পত্র]।

আসামের চীফ কমিশ্যনর সাহেবের সেক্রেটরীর ১৮৭৯ সালের ২ মের ৭৫৫ নং পত্র [২৬ নং কাগজ পত্র]।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের একটিং চীফ সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ১৯ মের ২৬২৯ নং পত্র [২৭ নং কাগজপত্র]।

আজমীর ও মেরবারের চীফ কমিশ্যনরসাহেবের ১৮৭৯ সালের ২১ মের ৩৮৮ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [২৮ নং কাগজপত্র]

মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশ্যনর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর ১৮৭৯ সালের ১৯ মের ২২২২-১৩ নং পত্র [২৯ নং কাগজপত্র]।

দেবী প্রসাদ প্রভৃতি রায়পুরের জমিদারের ১৮৭৯ সালের ৩ মের ৮ নং আবেদন পত্রের অনুবাদ [৩০ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২৭ মের ১২৩৪—৫১৬ L R নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৩১ নং কাগজপত্র]।

পঞ্জাবের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ১৯ জুনের ১৬ C নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৩২ নং কাগজপত্র]।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের একটিং চীফ সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৬ জুনের ১০২২ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র]।

ব্রোচ জিলার এলস নিবাসী কোনং ব্যক্তির ১৮৭৯ সালের ১৫ জুনের পত্র [৩৪ নং কাগজপত্র]।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের একটিং চীফ সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ১৩ জুনের ১৩৮৭ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৩৫ নং কাগজপত্র]।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের একটিং চীফ সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২৬ জুনের ১৪ ১ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র]।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের একটিং চীফ সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২৬ জুনের ১০০৮ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৩৭ নং কাগজপত্র]।

ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশের চীফ কমিশ্যনর সাহেবের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৭৯ সালের ১ জুলাইয়ের ৩ নং পত্র [৩৮ নং কাগজপত্র]।

উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যাপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৪ আগষ্টের ১৭০৯ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র]।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী শ্রীযুত ডি ফিটজ পাট্রিক সাহেবের ১৮৮১ সালের ২২ জানুয়ারির মন্তব্যলিপি ও তৎসহিত কাগজপত্র [৪০ নং কাগজপত্র]।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

উপস্থিত হয়, প্রথম বিধি সেই স্থলে খাটিবে বলিয়া অভিপ্রেত ; অন্য যে সকল পৈবস্তী ভূমিতে তটস্থ ভূস্বামিদের স্বত্ব থাকিবার সম্ভাবনা দ্বিতীয় বিধি তৎসম্বন্ধে খাটিবে।

৬। প্রথম শ্রেণীর স্থল গুলি আমাদের বিশেষ সরল বলিয়া বোধ হয়। আমরা বিবেচনা করি যে যখন কোন এক ভূস্বামির অধিকৃত তটাংশে অলক্ষিত ভাবে ক্রমশঃ ভূমি উৎপন্ন হয়, ঐ ভূমি যে দিকে যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাউক না কেন তিনি ঐ ভূমি পাইবেন। পৈবস্তী ভূমি বা তাহার কোন অংশ দুই সম্মুখবর্ত্তি স্থানের সংযোগ স্থলে উৎপন্ন হইলেই কেবল বিবাদ উপস্থিত হয় এবং আমরা বিধান করিয়াছি (৪ ধারায়) যে এই স্থলে উভয় সম্মুখবর্ত্তি স্থানের মধ্যগত কোণ দ্বিখণ্ডকারী রেখা বিভাগকারী রেখা হইবে।

৭। দ্বিতীয় বিধির স্থলে আবার সর্ব্ব প্রকার জটিলতা উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে যে বিধি সরল রূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে যাহা সাধারণত সহজে প্রযোগ করা যাইতে পারে এবং যাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে কখনও গুরুতর গোলযোগ হইবে না, এবং পথদর্শক নির্দ্দিষ্ট সূত্রভাবে ঐ শ্রেণীর মোকদ্দমার জন্য আমাদের মোটামোটি বিধি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে সেই শ্রেণীর মোকদ্দমায় যত দূর আশা করা যাইতে পারে তত দূর যদ্দ্বারা নূতন ভূমির ন্যায়সঙ্গত বিভাগ হইবার সম্ভাবনা আমরা এরূপ একটি বিধির বিধান করিয়াছি

আমাদের প্রস্তাবিত বিধি এই (৬ ধারা) যে পৈবস্তী ভূমির যে অংশ তটস্থ যে ভূস্বামী স্বীয় সম্মুখবর্ত্তি স্থানের কোন স্থল হইতে অতি নিকটবর্ত্তী দেখাইতে পারিবেন সেই অংশ তাঁহার হইবে কিন্তু ভূমির যে অংশ পাইতে এক ভূস্বামী স্বত্ববান্ অন্যের প্রাপ্য অংশ হইতে তদ্বিভেদকারী রেখা কোনরূপ চাপাংশ হইলে ঐ চাপের পরিবর্ত্তে জ্যা ধরা যাইবে। প্রতিদ্বন্দ্বী সম্মুখবর্ত্তি স্থানের অবস্থানানুসারে এই বিধি নির্দ্দিষ্ট বিভেদকারী রেখা ভিন্ন২ প্রকারের হইবে কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই সহজে টানা যাইতে পারিবে।

সামান্যত ইহা উভয় সম্মুখবর্ত্তি স্থানের মধ্যগত কোণের দ্বিখণ্ডকারী রেখা হইবে কিম্বা নদীর ভিন্ন২ তটে সমান্তরাল সম্মুখবর্ত্তি স্থান বিশিষ্ট স্রোত হইলে বিভেদকারী রেখা উভয় সম্মুখবর্ত্তি স্থানের সমান্তরাল এবং সমান্তর হইবে। অন্যান্য স্থলে ঐ রেখা দুই সম্মুখবর্ত্তি স্থানের প্রান্তদ্বয় সংযোগকারী রেখার মধ্যবিন্দু হইতে উত্তোলিত লম্ব হইবে এবং কোন২ স্থলে আবার উহা ক্ষেপণীর জ্যা হইবে। শেষোক্ত রেখা প্রথম দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ স্থল বলিয়া বোধ হইতে পারে এনিমিত্ত আমরা এই ব্যাখ্যাটি দেওয়া ভাল বিবেচনা করিয়া ক্ষেপণী না টানিয়া ও তাহার প্রকৃতি ও গুণ না জানিয়া যে কেহ ঐ জ্যা টানিতে পারে। কোন গোলযোগ বিনা কোন পাটওয়ারী বা আমীন যে দুইটি বিন্দু ধার্য্য করিতে পারে ঐ রেখা বস্তুতঃ সেই দুই বিন্দু সংযোগকারী রেখা। এই স্থলে চাপের পরিবর্ত্তে জ্যা ধরিবার সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে ইহাতে প্রশ্ন যে কেবল সরল হইয়া আইসে এমন নহে, অনেকে যাহা ভূমির অধিকতর ন্যায়সঙ্গত বিভাগ বলিয়া বিবেচনা করেন আমাদের বিশ্বাস যে ইহাতে তাহাও হয়।

৮। সম্মুখবর্ত্তী স্থানের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীযুত ইলিয়ট সাহেব আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন যে প্রথম যে লক্ষণ শেষ স্বীকৃত পাণ্ডুলিপিতে অবলম্বিত হয় তাহাতে কখন২ বিষম ফলোৎপত্তি হইতে পারে। মনে কর তটস্থ স্রোত নদীর বিশেষ বক্র পুটাকার ভাগ সম্পূর্ণরূপে ঘেরিয়া আছে, তাহা হইলে সম্মুখবর্ত্তী স্থান ভিন্ন তটের কএকগজ দূরবর্ত্তী হইতে পারে এমন কি উহার অনেকাংশ অবচ্ছিন্ন করিতেও পারে। এক্ষণে ভূমি ভাগ করিবার যে নূতন বিধি অবলম্বিত হইল এই বিধির দ্বারা এই সকল বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা এই নিমিত্ত আমরা নূতন লক্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

"সম্মুখবর্ত্তী স্থান" শব্দ সন্নিবেশ করিবার উদ্দেশ্য বিষমাকার নদী তীরের পরিবর্ত্তে সরল রেখা লওয়া এবং এইরূপে আমাদের বিধি প্রযোগ সহজ করা। প্রথম লক্ষণের দোষ এই যে প্রত্যেক স্রোতের সমস্ত তটস্থ সীমার পরিবর্ত্তে একটি সরলরেখা ধরিবার আদেশ থাকাতে এইরূপে কৌশলে যে তটস্থ সীমা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা কোন২ স্থলে প্রকৃত সীমা হইতে অত্যন্ত তফাৎ হইয়া পড়ে এবং একপ স্থলে একটি রেখার পরিবর্ত্তে তটের প্রকৃত রেখার অধিকতর অনুবর্ত্তি দুইটি কিম্বা আবশ্যক হইলে তদধিক রেখা অবলম্বন করিতে হইবে এইরূপ নির্দ্দেশ করিলে প্রতিকার হইতে পারে বোধ হয়। সম্মুখবর্ত্তী স্থান টানিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় তফসীলে যে আদেশ দিয়াছি তদ্দ্বারা আমরা এই বিষয়ের বিধান করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

৯। আমরা 'স্বামী' শব্দের লক্ষণ উঠাইয়া ফেলিয়াছি, কারণ আমরা বিবেচনা করি যে কে তটস্থ ভূমির স্বামী ইহা নির্দ্দিষ্ট কোন স্থলে নিরূপণ করিবার ভার আদালতের উপর বিশ্বাস করিয়া রাখা যাইতে পারে এবং স্রোত সূত্র শব্দের লক্ষণও আমরা বাদ দিয়াছি, কারণ ঐ শব্দটি বর্ত্তমান স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপির অঙ্গীভূত নহে।

১০। আমরা বিবেচনা করি যে কেবল পঞ্জাবে নয়, অন্যান্য যে সকল দেশে এই পাণ্ডুলিপি প্রচলিত হইবে তথাকার দেশাচার রক্ষা করিতে হইবে। এই নিমিত্ত এই রক্ষণের ধারাটি আমরা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তাইয়াছি, কিন্তু ১৮৭৯ সালের মার্চ্চ মাসের সিলেক্ট কমিটীর স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপিতে ঐ ধারার যে উপবিধি ছিল তাহা আমরা বাদ দিয়াছি, কারণ উহা যে বিষয় সংক্রান্ত তাহা বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপির অভিপ্রায় বহির্ভূত।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

১১। ২ নং পাণ্ডুলিপি সিলেক্ট কমিটীর প্রথম রিপোর্ট সহিত ইংরাজীতে বোম্বাইয়ে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পঞ্জাব, মধ্য প্রদেশে ও ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশে এবং দেশীয় ভাষায় বোম্বাইয়ে ও পঞ্জাবে ও মধ্য প্রদেশে প্রকাশ করা গিয়াছে। যাবৎ গেজেটে প্রকাশিত না হয় ও ইহার নূতন আকারের উপর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের মত পাইবার জন্য ইহা উঁহাদের নিকটে না পাঠান যায়, তাবৎ এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমরা আর কিছু করিবার প্রস্তাব করি না। অধিকন্তু ইহা শ্রীযুত স্টেট সেক্রেটরী সাহেবের আদেশক্রমে দেশীয় ভাষাসমূহে পুনর্ব্বার অনুবাদ করাইতে ও বিবেচনা নিমিত্ত তাঁহার নিকট পাঠাইতে হইবে। বস্তুত বিষয়ের জটিলতা ও দুর্ব্বোধ্যতা বিবেচনা করিয়া আমাদের ইচ্ছা এই যে আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবগুলি উপস্থিত প্রশ্নসমূহের চূড়ান্ত মীমাংসারূপ জ্ঞান না করিয়া বিচারার্থে প্রদত্ত পরামর্শরূপে গৃহীত হয়।

৮৮ সাল ১ মার্চ।

হুইটলী ষ্টোকস।
রিবর্স টমসন
জে০ পিট কোলভী।
জি সি পল।
বি ডবলিউ কলবিন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপক কার্য্যবিভাগ।

৩ নম্বর।

পৈবস্তীভূমি ও দ্বীপ ও পরিত্যক্ত নদীগর্ভ সংক্রান্ত আইন নির্দ্ধারণ ও সংশোধন করিবার নিমিত্ত আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

পৈবস্তী ভূমি ও দ্বীপ ও পরিত্যক্ত নদীগর্ভ সংক্রান্ত আইন নির্দ্ধারণ ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম।
যে স্থানে প্রচলিত হইবে তাহার কথা।
যে সময়াবধি প্রবল হইবে তাহার কথা।

১ ধারা। এই আইন পৈবস্তীভূমিবিষয়ক ১৮৮০ সালের ভারতবর্ষীয় আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে। এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমুদয় স্থানের প্রতি বর্ত্তিবে এবং ১৮৮২ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিবসে প্রবল হইবে।

যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

২ ধারা। এতৎসংযুক্ত তফসীলে যে আইন ও ব্যবস্থা ও বিধি উল্লিখিত আছে তাহা তৃতীয় ঘরের নির্দ্দিষ্ট মতে রহিত করা যাইবে। উক্ত যে ব্যবস্থা ও বিধি রহিত হইল তৎপরের প্রচলিত যে আইনে সেই ব্যবস্থা ও বিধির উল্লেখ আছে সেই২ আইনের সেই উল্লিখিত কথা এই আইন সংক্রান্ত উল্লেখ বলিয়া পাঠ করা যাইবে।

অর্থকরণের ধারা।

৩ ধারা। এই আইনে—

যে ভূমি জল দ্বারা পরিবেষ্টিত ও কৃষি কি পশুচারণ কি অন্য হিতকর কার্য্যে নিয়োজিত হইবার যোগ্য "দ্বীপ" শব্দে সেই ভূমি বুঝায়। এই শব্দে নদীতে অথবা হ্রদে উৎপন্ন হইয়া যে ভূমি বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকে ও কেবল শুষ্ককালে দৃশ্য হয় তাহাও বুঝাইবে কিন্তু যে ভূমি জোয়ার ভাটা বিশিষ্ট নদীতে কি হ্রদ অথবা সমুদ্রে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত বৎসর সামান্য জোয়ারে ডুবিয়া যায় তাহা বুঝাইবে না।

কোন যোত সম্বন্ধে 'সম্মুখবর্ত্তি স্থান' শব্দের ব্যবহার হইলে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মতে ঐ যোতের নিমিত্ত যে রেখা বা যেই২ সরল রেখা নিরূপিত হয় ঐ শব্দে সেই রেখা বা সেই২ সরল রেখা বুঝাইবে।

এবং শুষ্ককালে পূর্ব্বা চব্বিশ ঘণ্টা উল্লিখিত পৈবস্তী-ভূমির পার্শ্ববর্ত্তি জলপথ পাঁচ ফুটের অনধিক গভীর থাকিলে তাহা হাঁটিয়া পার হইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

২। পৈবস্তী ভূমির ও দ্বীপের কথা।

তট কি তীরস্থ পৈবস্তী ভূমি তট স্বামীর স্বত্ব হয় তাহার কথা।

৪ ধারা। নদীর তটে কিম্বা সমুদ্রের কি হ্রদের তীরে মৃত্তিকা জমা হওয়াতে অথবা নদীর কি সমুদ্রের কি হ্রদের জল সরিয়া যাওয়াতে কোন ভূমি প্রাকৃতিক কোন কারণে অনুভবাতীত ভাবে ক্রমশঃ উৎপন্ন হইলে ঐ তটের কি তীরের স্বামী উক্ত পৈবস্তী ভূমি পাইবার স্বত্ববান হইবেন।

দুই যোতের সম্মুখবর্ত্তি স্থলে উক্ত পৈবস্তী ভূমি উৎপন্ন হইলে সংযোগস্থলে দুই সম্মুখবর্ত্তি স্থানের সংযোগে যে কোণ হয় সেই কোণ সমদ্বিখণ্ড করিয়া সংযোগস্থল দিয়া যে রেখা টানা যায় সেই রেখার যে পার্শ্বে যাহার ভূমি থাকে সেই স্বামী পৈবস্তী ভূমির সেই পার্শ্বের অংশ পাইবেন।

জলপথ হাঁটিয়া পার হইবার অযোগ্য হইলে দ্বীপে যাঁহার স্বত্ব হয় তাহার কথা।

৫ ধারা। কোন দ্বীপ প্রাকৃতিক কোন কারণে মৃত্তিকা জমা হইয়া অথবা নদী কি সমুদ্র কি হ্রদ সরিয়া যাওয়ায় পৈবস্তী হইলে ও সেই দ্বীপের ও উভয় তটের কি তীরের মধ্যবর্ত্তী জলপথের কোন স্থানে হাঁটিয়া পার হইতে না পারা গেলে গবর্ণমেণ্ট উক্ত দ্বীপ পাইবার স্বত্ববান হইবেন।

দ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী এক বা উভয় জলপথ হাঁটিয়া পার হইবার যোগ্য হইলে

৬ ধারা। কোন দ্বীপ প্রাকৃতিক কোনকারণে মৃত্তিকা জমা হইয়া অথবা নদী কি সমুদ্র কি হ্রদ সরিয়া যাওয়ায় পৈবস্তী হইলে এবং ঐ দ্বীপ ও এক বা উভয় তীরের মধ্যবর্ত্তী জলপথ হাঁটিয়া পার হইবার যোগ্য হইলে

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮ । ১২ জুলাই।]

এবং প্রাকৃতিক কোন কারণে মৃত্তি । জম হওয়াতে কিম্বা নদী কি সমুদ্র কি হ্রদ সরিয়া যাওয়াতে, ঐ নদীর কি সমুদ্রের কি হ্রদের তটে অলক্ষিত ভাবে ক্রমশ না হইয়া কোন ভূমি উৎপন্ন হইলে

লক্ষিতরূপে ভূমি উৎপন্ন হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

এবং কোন নদী হঠাৎ স্বগত পরিত্যাগ করিলে

উক্তরূপে যে দ্বীপ ব ভূমি উৎপন্ন হয় এবং নদী গর্ভ পরিত্যক্ত হয় তাহার যে অংশ তটের যে স্বামী আপন যোত্তের সম্মুখবর্ত্তী স্থানের কোন স্থলের অতি নিকটবর্ত্তী দেখাইতে পারিবেন তিনি সেই অংশের অধিকারী হইবেন।

কিন্তু উক্তরূপে যে দ্বীপ উৎপন্ন হয় সেই দ্বীপ ও এক তীরের মধ্যবর্ত্তি জলপথ হাঁটিয়া পার হইবার যোগ্য হইলে এবং সেই দ্বীপ ও অপর তীরের মধ্যবর্ত্তি জলপথ হাঁটিয়া পার হইবার যোগ্য না হইলে প্রথমোক্ত তীরের স্বামীরাই কেবল উক্ত দ্বীপ পাইবার স্বত্ববান হইবেন।

পরন্তু এই ধারামতে এক স্বামী যে পৈবস্তী ভূমি পাইবার স্বত্ববান্ এই ধারামতে অন্য স্বামির প্রাপ্য পৈবস্তী ভূমি হইতে তৎপ্রত্যেকের বেখা কোনরূপ চাপা শ হইলে ঐ চাপা শেব জন্য উহার পরিবর্ত্তে বরিয়া লইতে হইবে।

৩। বিবিধ বিধির কথা।

৭ ধারা। এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে কোথায় নদীর শেস হইতেছে ও সমুদ্রের আরম্ভ হইতেছে জ্ঞান করা যাইবে কোন জোয়ার ভাটা বিশিষ্ট নদীর সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ইহা সময়ে২ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

জোয়ার ভাটা বিশিষ্ট নদী কোথায় শেষ হইতেছে ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবার কথা।

এই ধারামতে যে প্রত্যক নির্দ্দেশ করা যায় তাহা রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাই ব ও প্রকাশ করা গেলে আইনতুল্য বলবৎ হইবে। আর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক করা না গেলে তদ্রূপ নির্দ্দেশ রহিত কি পরিবর্ত্তিত করা যাইবে না।

৮ ধারা। এই আইনের কোন কথা দ্বারা—

বর্জিত কথা।

(ক) ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করণ কিম্বা খাজানা বৃদ্ধি কি কম করণ বিষয়ক কোন আইনের বিঘ্ন জন্মিবে না অথবা

(খ) কোন ব্যক্তি তটের কি তীরের স্বামী হইয়া কোন পৈবস্তী ভূমি কি দ্বীপ কি পরিত্যক্ত নদীগর্ভ পাইবার স্বত্ববান বলিয়া ব্যক্ত হইলে তটে কি তীরে তাঁহার যে স্বত্ব আছে উক্ত ভূমিতে কি দ্বীপে কি নদীগর্ভে তাঁহাকে তদপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ স্বত্ব দেওয়া যাইবে না অথবা

(গ) গবর্ণমেণ্টদ্বারা প্রদত্ত যে হেব যে পরিমাণ কোন সনদ কিম্বা গবর্ণমেন্টের অনুমতানুসারে সম্পাদিত কোন নিদর্শনপত্রদ্বারা পাট্টাকৃত হইয়াছে সেই পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারিবে না অথবা

(ঘ) সামান্য কোন ব্যক্তিবা কোন স্রোত অন্যমুখ কর ইবার কি ভূমি পৈবস্তী করাইবার অভিপ্রায়ে কোন কার্য্য করিলে সেই কার্য্যের পক্ষে অনুমতি দেওয়া যাইবে না অথবা

(ঙ) নৌকা গমনের যোগ্য নদীর তটের কি গর্ভের কি জলপথের কোন খণ্ডে সামান্য কোন ব্যক্তিরা অন্যায়রূপে অধিকার করিবার ক্ষমতা পাইতে পারিবে না অথবা

(চ) উক্ত নদী দিয়া নৌকা নির্বিঘ্নে ও রীতিমতে চালাইবার কিম্বা নদীর ধার দিয়া গুণ টানিয়া কি প্রকারান্তরে লইয়া যাইবার বাধা হ তেছে এতৎপক্ষে নিয়মিতরূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কার্য্যক রক এরূপ জ্ঞান করিলে তিনি সেই বাধা উঠাইতে নিষিদ্ধ হইবেন না অথবা

(ছ) গবর্ণমেন্টের এতৎপক্ষে নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক উক্ত নদীর বেগ ও স্রোত নিরূপণ ও তজ্জন্য রক্ষা ও বিতরণ করণ কার্য্যে নিবারিত হইবেন না কিম্বা

(জ) ভূমি যে স্থানে উৎপন্ন হয় গবর্ণমেণ্ট কি সামান্য কোন ব্যক্তি সেই স্থানের স্বামী বলিয়া প্রমাণ হইলে বা

পুরাতন গর্ভ পরিত্যক্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে গবর্ণমেন্টের কি সামান্য কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল ইহার প্রমাণ হইলে

গবর্ণমেন্টের বা উক্ত সামান্য স্বামির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

৯ ধারা। এই আইনের কোন কথাতে পৈবস্তী ভূমির কি দ্বীপের কি পরিত্যক্ত নদীগর্ভের স্বত্ব সংক্রান্ত নির্দ্দিষ্ট ও সংস্থাপিত কোন দেশাচারের বিঘ্ন জন্মিবে না কিন্তু (পঞ্জাব দেশীয় ভূমির রাজস্ববিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনের ৬ ধারার উল্লিখিত বর্জ্জিত স্থল ছাড়া) উক্ত দেশাচার প্রমাণ করিবার ভার তদ্দাওকারী ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।

দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

প্রমাণের ভারের কথা।

১০ ধারা। ৪ ও ৫ ধারার উল্লিখিত উৎপন্ন ভূমিতে ও দ্বীপে ও পরিত্যক্ত নদীগর্ভে উপরের লিখিত বিধানমতে কাহারও স্বত্ব না হইলে তাহাতে গবর্ণমেন্টের স্বত্ব বর্ত্তিবে।

যে পৈবস্তী ভূমি প্রভৃতি সম্পর্কে উপরের লিখিত কোন ধারায় বিধান নাই তাহাতে গবর্ণমেন্টের স্বত্ব থাকিবার কথা।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮ । ২ জুলাই]

প্রথম তফসীল।

(ক) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়।	যতদূর রহিত হইল।
১৮৭২ সালের ৪ আ	পঞ্জাব দেশের ব্যবস্থা বিষয়ক আইন।	১৮২৫ সালের বঙ্গীয় ১১ আইনের সঙ্গে যতদূর সম্পর্ক রাখে
১৮৭৫ সালের [illegible] আ	মধ্য প্রদেশের ব্যবস্থা বিষয়ক আইন।	ঐ
১৮৭৬ সালের ১৮ আ	অযোধ্যা দেশের ব্যবস্থা বিষয়ক আইন।	ঐ

(খ) বঙ্গীয় ব্যবস্থা।

সাল ও নম্বর	যে বিষয়।	যতদূর রহিত হইল।
১৮২৫ সালের ১১ আ	পৈবস্তী ভূমি।	সমুদয়।

(গ) বঙ্গীয় আইন।

সাল ও নম্বর	যে বিষয়	যতদূর রহিত হইল।
১৮৮৮ সালের ৭ আ	১৮৪৭ সালের ৯ আইন সংশোধনার্থ আইন।	২ ও ৪ ধারা।

(ঘ) বিধি।

তারিখ।	যে বিষয়।	যতদূর রহিত হইল।
১৮৫২ সালের ২২ মে।	সমুদ্র প্রদেশে শিকস্তী ও পৈবস্তী বিষয়ক।	১ ২ ৩ ৪ ৫ ও ২ দফা।

দ্বিতীয় তফসীল।

কোন যোতের সম্মুখবর্ত্তি স্থান নিরূপণের বিধি।

যোতের তটস্থ সীমার অন্ত্য বিন্দুদ্বয় সংযোগ করিয়া একটি সরল রেখা টান এবং ঐ রেখাকেই সম্মুখবর্ত্তি স্থান বলিয়া গ্রহণ কর কিন্তু

(ক) যে স্থানে উক্ত রেখা বা উহার কোন অংশ সম্যকরূপে যোতের তটস্থ সীমার বাহিরে পড়ে এবং ঐ রেখার বা তদংশের উপরিস্থিত কোন বিন্দু ঐ বিন্দু হইতে উত্তোলিত ঐ রেখার লম্বের দিকে মাপ লইলে ঐ সীমা হইতে যতদূর হয় অন্য কোন যোতের তটস্থ সীমা হইতে তদপেক্ষা কম দূর হয় কিম্বা

(খ) যে স্থলে উক্ত রেখা বা তাহার কোন অংশ সম্যকরূপে ঐ যোতের তটস্থ সীমার মধ্যে পড়ে এবং তদ্দ্বারা ঐ সীমার যে অংশ বিচ্ছিন্ন হয় তাহাতে এমন কোন বিন্দু থাকে যাহা হইতে উক্ত রেখার বা রেখাংশের প্রান্তদ্বয়ে সরল রেখা টানিলে ১৬০ অংশের ন্যূন পরিমাণের কোণ জন্মে

সেই স্থলে উক্ত রেখা বা, স্থল বিশেষে, রেখাংশ অগ্রাহ্য করিতে হইবে এবং তৎপরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত মতে অন্যান্য রেখা গ্রহণ করিতে হইবে —

২। (ক) প্রকরণের লিখিত হেতু ধরিয়া উক্ত রেখা বা তাহার কোন অংশ অগ্রাহ্য করা গেলে তৎপরিবর্ত্তে যেই রেখা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিত মতে নিরূপণ করিতে হইবে —

ঐ রেখার বা রেখাংশের মধ্যবিন্দু হইতে উহার লম্ব উত্তোলন কর। ঐ লম্ব যে বিন্দুতে তটস্থ সীমা অবচ্ছিন্ন করে সেই বিন্দুর সহিত ঐ রেখা বা রেখাংশের প্রান্তদ্বয় সংযোগ কর এবং উক্ত সংযোগকারী রেখাদ্বয়কে সীমার সেই অংশের সম্মুখবর্ত্তি স্থান বলিয়া গ্রহণ কর। কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে ঐ রেখাদ্বয়ের কোনটির উপরিস্থিত এমন কোন বিন্দু আছে যাহা ঐ বিন্দু হইতে উত্তোলিত ঐ রেখার লম্বের দিকে মাপ লইলে উক্ত যোতের তটস্থ সীমা হইতে যতদূর হয় অন্য কোন যোতের তটস্থ সীমা হইতে তদপেক্ষা কম দূর হয় তবে ঐ রেখা অগ্রাহ্য করিতে হইবে ও তাহার মধ্যবিন্দু হইতে উহার লম্ব টানিতে হইবে এবং ঐ লম্ব যে বিন্দুতে ঐ যোতের তটস্থ সীমা অবচ্ছিন্ন করে সেই বিন্দু পর্য্যন্ত ঐ রেখার প্রান্তদ্বয় হইতে সরল রেখা টানিতে হইবে। এই প্রণালী বারম্বার অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে যাবৎ এরূপ সরল রেখাশ্রেণী না পাওয়া যায় যাহার কোনটির উপর এমন কোন বিন্দু থাকে না যে বিন্দু ঐ বিন্দু হইতে উত্তোলিত ঐ রেখার লম্বের দিকে মাপ লইলে ঐ যোতের তটস্থ সীমা হইতে যতদূর হয় অন্য কোন যোতের তটস্থ সীমা হইতে তদপেক্ষা কম দূর হয়।

৩। (খ) প্রকরণের লিখিত হেতু ধরিয়া উক্ত রেখা বা তাহার কোন অংশ অগ্রাহ্য করা গেলে তৎপরিবর্ত্তে যেই রেখা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিত মতে নিরূপণ করিতে হইবে —

ঐ রেখার বা রেখাংশের মধ্যবিন্দু হইতে উহার লম্ব উত্তোলন কর। ঐ লম্ব যে বিন্দুতে তটস্থ সীমা অবচ্ছিন্ন করে সেই বিন্দুর সহিত ঐ রেখার বা রেখাংশের প্রান্তদ্বয় সংযোগ কর এবং উক্ত সংযোগকারি রেখাদ্বয়কে সীমার সেই অংশের সম্মুখবর্ত্তি স্থান বলিয়া গ্রহণ কর। কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে তদ্দ্বারা ঐ সীমার যে অংশ অবচ্ছিন্ন হয় তাহার কোন বিন্দু হইতে ঐ রেখাদ্বয়ের কোনটির প্রান্তদ্বয় পর্য্যন্ত সরল রেখা টানিলে ১৬০ অংশের ন্যূন পরিমাণের কোণ উৎপন্ন হয় তবে ঐ সংযোগকারি রেখা অগ্রাহ্য করিতে হইবে ও উহার মধ্যবিন্দু হইতে উহার লম্ব টানিতে হইবে এবং ঐ লম্ব যে বিন্দুতে ঐ যোতের তটস্থ সীমা অবচ্ছিন্ন করে সেই বিন্দু পর্য্যন্ত ঐ রেখার প্রান্তদ্বয় হইতে সরল রেখা টানিতে হইবে। এই প্রণালী বারম্বার অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে যাবৎ এরূপ সরল রেখাশ্রেণী না পাওয়া যায় যাহার কোনটির প্রান্তদ্বয়ের সহিত উক্ত রেখাবচ্ছিন্ন সীমাংশের কোন বিন্দু সংযোগকারী রেখাদ্বয়ের যোগে ১৬০ অংশের ন্যূন পরিমাণের কোণ জন্মে।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA M A AND B L

Bengali Translator

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 12, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENT — ভূমি বিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা মেদিনীপুর।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

৮৫৯ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ৮৮১ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৫ জুলাই আমলি ২৮৮ সালের ১২ শ্রাবণ বাঙ্গালা ১২৮৮ সালের ১১ শ্রাবণ সোমবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ৮৮১ সাল তারিখ ২৩ মে।

তফসীল

তবতৌর নম্বর।	এ রেজষ্টরি নম্বর	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১	৮৬	৫৪	ম আলালপাড়া প গাগনাপুর	যমুনামনী দাসী সদানন্দ নাসাস্ত নাবালকের মাতা ও রক্ষক ও বসুমতি দাসী নবদ্বীপচাঁদ নাসাস্ত নাবালগের মাতা ও রক্ষক ও দ্বারিকানাথ ও দর্পনারায়ণ নাসাস্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী বনবিহারী দেবী ও শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ও ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভূঞার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেবী যদুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালগের মাতা রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও মধুসূদন নাসাস্ত।	১১৯৬৮/২		*
				বাদ মধুসূদন নাসাস্তর পৃথক হিসাব যাহা নিলাম হইবেক না	৪৪৮৮/৯		
				বাকী যমুনামনী দাসী সদানন্দ নাসাস্ত নাবালকের মাতা ও রক্ষক ও বসুমতী দাসী নবদ্বীপচাঁদ নাসাস্ত নাবালকের মাতা ও রক্ষক ও দ্বারিকানাথ ও দর্পনারায়ণ নাসাস্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী বনবিহারী দেবী ও শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য ও গিরিশচন্দ্র পাল ও ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভূঞার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেবী যদুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালকের মাতা রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর এজমালি অংশ যাহা সরবারি বাবৎ ৩৫।৶৭ জন্য নিলাম হইবেক।	৭৪৮/৫	৩৫।৶৭	
২	১৭৩	৯৪	ম বেড়া বেড়া প কাশীযোড়া	উদ্ধবনারায়ণ নাসাস্ত	৯৯১।১১	৪৬৮৸৵১০	
৩	২০	১৫৫৭	ম কাঁটাপাল প খড়গপুর	কুঞ্জবেহারি রায় ও শ্রীনাথচরণ পাল ও রামকুমার দে ও দ্বারিকানাথ পাল ও ক্ষেত্রমোহন পাল ও প্রাণগোবিন্দ নাগ ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও জ্যোতীন্দ্রকুমার ও রবীন্দ্রকুমার ও নগেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার ও গুণেন্দ্রকুমার নাগ নাবালগগণ কোর্টওয়ার্ডসের অধীন মেনেজার দ্বারিকানাথ পাল	নায়রোড়ফণ্ড ১৩৲	১৫৪৸৶৪	
৪	৬	৮৭	ম বালগোবিন্দপুর ও গোপালপুর প অমরশী	গঙ্গারাম মাইতি ও আনন্দলাল রায় ও কুড়ারাম রায় ও গঙ্গারাম মাইতি ও শ্রীমত্যা নতীফন বিবি মাতা রক্ষক লাল খাঁ ও আলতাপ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আলাদাদ খাঁ ও চাঁদমণী ও মধুসূদন সিংহ	৬০৩৷৷/৯		
				বাদ কুড়ারাম রায় ও গঙ্গারাম মাইতি পৃ হি ৬০।৯			
				বাদ শ্রীমত্যা নতীফন বিবি মাতা রক্ষক লাল খাঁ ও আলতাপ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আলাদাদ খাঁর পৃ হি ১১২৸৶			
				বাদ চাঁদমণীর পৃ হি ৭৫৷৷৵১০			
				বাদ মধুসূদন সিংহের পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না ৪৭৲৩	২৯৫৸১০		

তরতীব নম্বর।	এঃ রেজ-ষ্টরি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পর গনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হই বেক।	কৈফিয়ৎ।
				বাকী গঙ্গারাম মাইতি ও আনন্দলাল রায়ের এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী ১৫৮/২ জন্য নিলাম হইবেক	৩০৭৮১১	১৫৮/২	
৫	৪০	২৫৯	মঃ বাড়মাণিরাম ও কুলডিহা পং খান্দার	লক্ষ্মীনারায়ণ মহাপাত্র ও শ্রীমতী প্যারীমনী দাসী প্রকাশিত পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী কমলেকামিনী দাসী বনিতা তরিতাচরণ পাল ও ভগীরথ জানা ও মানিকরাম খাটুয়া ও চৌ জন্মেজয় মল্লীক ও কৃষ্ণপ্রসাদ ও মধুসূদন অট্ট ও ও বল্লভরাম ও অযোধ্যানাথ খাটুয়া ও করালীচরণ দত্ত ও তারামণী দাসী রামপ্রসাদ রায়ের বনিতা ও সীতানাথ ও রমানাথ ঘোষ ও মানিকরাম খাটুয়া।	৫ ২।/১০		
				বাদ সীতানাথ ও রমানাথ ঘোষ ও মানিকরাম খাটুয়ার পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না	১১৫॥৶৩		
				বাকী লক্ষ্মীনারায়ণ মহাপাত্র ও শ্রীমতী প্যারিমনী দাসী প্রকাশিত পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী কমলেক মিনী দাসী বনিতা তরিতাচরণ পাল ও ও ভগীরথ জানা ও মানিকরাম খাটুয়া ও চৌঃ জন্মেজয় মল্লীক ও কৃষ্ণপ্রসাদ ও মধুসূদন অট্ট ও বল্লভরাম ও অযোধ্যারাম খাটুয়া ও করালীচরণ দত্ত ও তারামনী দাসী রাম প্রসাদ রায়ের বনিতার একমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী ৯।/৪ জন্য নিলাম হইবেক।	৩৮৬॥৶৭	১৭।/৪	
৬	৪১২	২৭১	মঃ বাড় বাঁশী পং খান্দার।	হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও জনার্দ্দন মাইতি ও খয়রাত য়ালি ও শ্যামরাউত ও মধুসুদন মান্না ও প্যারিমনী দাসী ও শ্রীমতী স্বর্ণমনী ও নরহরি নায়িক ও বেচারাম আচার্য্য ও নাড়েশ্বর বেরা ও অক্ষয়নারাণ বেরা ও নবদ্বীপ চন্দ্র রায় স্বয়ং শিবচন্দ্র রায় নাবালগ ভ্রাতাগনের রক্ষক ও বৈদ্যনাথ সভপতি ও শ্রীমতী রত্নমনী ও মধুসুদন রায় ও ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়রাম ও মধুসুদন জানা ও ঠাকুরদাস ও মাধবচন্দ্র ও ক্ষেত্রমোহন ও লালমোহন ও মহেন্দ্রনাথ পাল ও নবীনচন্দ্র ও অরুণ চন্দ্র বর্দ্ধন ও জগমোহন ও যুধিষ্ঠির দাস ও গোবিন্দরাম মণ্ডল ও নীলমনি মণ্ডল ও কৃষ্ণপ্রসাদ ও মধুসুদন অট্ট ও জগমোহন ও যুধিষ্ঠির দাস ও জয়নারায়ণ দে ও রাধামোহন মাইতি ও নারিকানাথ মাইতি ও গোপীনাথ মাইতি ও রা ধানাথ সাহু ও শ্রীমত্যা আদরমনী দেব্যা ও রঘুনাথ দাস পহরাজ ও সীতানাথ দাস পহরাজ মহাপাত্র ও শ্রীমত্যা ঈশ্বরমনী দেব্যা ও শ্রীমতী আদরমনী দাসী ও শ্রীমতী আনন্দমনী দাসী শ্রীমতী দিগম্বরী ভাগবৎচন্দ্র সের পত্নী ও নাতজিনী দাসী স্বরূপ নারাণ মাইতির পত্নী ও তারকনাথ ও ভোলানাথ নাবালকের মাতা ও মহাদেব ও শ্রীমতী শশীমণী ও শ্রীমতী আহলাদিনী দাসী ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী দাসুমনী দাসী ও কোর্টঅবওয়ার্ডসের অধীন মেমেজার দ্বারিকানাথ মাল তঃ জ্ঞানেন্দ্র-কুমার ও জ্যোতীন্দ্রকুমার ও রবীন্দ্রকুমার ও নগেন্দ্রকুমার ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্র-কুমার নাম নাবালক লালমোহন ও ইন্দ্রমোহন ও ভুবনমোহন সেইরূপ।	১৭১৫৬৮/১	২১৭০৮	

তরতীব নম্বর।	এঃরেজিষ্ট রি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ও মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
৭	৪১৩	২৭২	ম বেলকীপঃ খাম্দার	শ্রীমত্যা আদরমণী দেব্যা ও চৌ রঘুনাথ দাস পহরাজ মহাপাত্র ও সীত নাথ দাস ও ঈশ্বরামণী ও চৌঃ প্রেমচাঁদ নাসাস্ত ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন নাসাস্ত ও মদনগোপাল নাসাস্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র নাসাস্ত ও মহেন্দ্রনাথ নাসাস্ত।	৯৪৬৷৷৶৪		
				বাদ শ্রীমত্যা আদরমণী দেব্যা ও চৌ রঘুনাথ দাস পরহাজ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস ও ঈশ্বরামণী ও চৌ প্রেমচাঁদ দাস ভর এজমালি অংশ ৪৪১৷৵৩			
				বাদ ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন নাসাস্তর পৃ হি ১২৬৶৬			
				বাদ মদনগোপাল নাসাস্তর পৃ হিঃ ১২৬৶৭			
				বাদ মহেন্দ্রনাথ নাসাস্তর পৃ হি নিলাম হইবেক না ১২৬৶৬	৮২০৷৶১		
				বাকী ঈশ্বরচন্দ্র নাসাস্তরপৃথক হিসাব যাহার সরকারি বাকী ৫৮৷৶৯ জন্য নিলাম হইবেক	১২৬৶৬	৫৮ ৶৯	
৮	৪৭৪	৩০৫	ম বুড়াল পঃ বাটিটাকি।	মহেন্দ্রনাথ রায় ও বলরাম ও রাম কাণাই রায় বামাকালী দেবী ও রাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫ ৷৵১০		
				বাদ বামাকালী দেবীর পৃ হি ১৩৭৷৷৶৬			
				বাদ রাধিক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃ হি নিলাম হইবেক না ১৩৭৷৷৶৫	২৭৫৷৶১১		
				বাকী মহেন্দ্রনাথ রায় ও বলরাম ও রামকাণাই রায়ের এজমালি অংশ যাহা সরকারী বাকী ২৷৵৩ জন্য নিলাম হইবেক।	২৭৫৷৶১১	২৷৵৩	
৯	৬৬১	৩৯১	ম ভিতর বিমন্দ র ।০ আনা পঃ ভর্পে বা লিসীতা।	গঙ্গারায়ণ ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্র নাথ ও গোপেন্দ্র নাথ প্যারীমোহন ও উদ্ধব নারায়ণ নাসাস্ত।	১৬৫৮৷৵৯	৫১৭৷৵২	
১০	৬৬২	৩৯১	ম ভিতর বিমন্দ রঃ।০ আনা। পঃ ভর্পে বালী সীতা।	দ্বারিকা নাথ নাসাস্ত ও নবদ্বীপচাঁদ নাসাস্ত নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা বসুমতী দাসী ও সদানন্দ নাসাস্ত নাবালকের মাতা রক্ষক শ্রীমত্যা যমুনামণী দাসী ও দর্পনারায়ণ নাসাস্ত ও প্যারীমোহন দাস ও উমেশচন্দ্র দাস ও গোলোক চন্দ্র ও মধুসুদন নাসাস্ত।	১৬৫৮৷৵১		
				বাদ গোলোকচন্দ্র ও মধুসদন নাসাস্তর পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না।	৮২৯৷৶৫		
				বাকী দ্বারিকা নাথ নাসাস্ত ও নবদ্বীপচাঁদ নাসাস্ত নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা বসুমতী দাসী ও সদানন্দ নাসাস্ত নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা যমুনামণী দাসী ও দর্পনারায়ণ নাসাস্ত ও প্যারীমোহন দাস ও	৮২৯৷৶৫	৪৷৶১১	

তৌজীর নম্বর।	এংরেজি টৌরি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিৎ।
				উমেশ চন্দ্র দাসের একমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী ৪।৶১১ জন্য নিলাম হইবেক।			
১১	৮২০	৪৬৩	মঃ চাকদীও বনাই পঃ বাটিটাকি।	প্রেমচাঁদ নাগাস্ত ও উদ্ধব নারায়ণ নাসস্ত।	৭১৮॥৫	৩৩৬৻৫	
১২	৮৯৬	৫০৬	মঃ চুচহড়া পঃ কেদর কুণ্ডু।	মহেন্দ্রনাথ ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্র নাথ ও গোপেন্দ্র নাথ ও প্যারী মোহন নাগাস্ত ও প্রেমচাঁদ নাগাস্ত।	৯৬১৸০		
				বাদ মহেন্দ্র নাথ ও ইন্দ্রনাথ ও উপে ন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারী মোহন না স্তর একমালি অংশ নিলাম হইবেক না	৬৪১৶৮		
				বাকী প্রেমচাঁদ নাগাস্তর পৃথক হিসাব যহা সরকারি বাকী ১৫ ৻৩ জন্য নিলাম হইবেক।	৩২০॥৴৪	১৪ ৻৩	
১৩	৯০৯	৫১৪	ম ভুক্তা পঃ কেদার কুণ্ডু	শ্রীধর চরণ মন্ত্রী ও শ্রীমত্যা দাসমণী দাসী।	১১৩৫॥৩	২৬৫॥৶০	
১৪	৯৩৬	৫২৬	ম দক্ষিণ ময়না ডাল পঃ কি কাশীযোড়া।	রাজীবলোচন সামান্ত ও শ্রীমত্যা গণেশমণী দেই ও সহদেব ও গোপাল ও নারায়ণ ও অখিল চন্দ্র ৻ দীনবন্ধু ও বৈষ্ণব দাস কুণ্ডু	৬২৬৸৴৭	ỉ৴৮	
১৫	১১১৭	৬১৫	মঃ গুমুক পোতা প কাশীযোড়া।	ধরনীধর রায়	বাদপুলিস ৩১৮৻৭	৭২৫৶৯	
১৬	১১৪৩	৬৪০	ম গুমাই প সবঙ্গ।	রাধাশ্যাম ও শ্রীকান্ত ও তারাধন ত্রৈলোক্যনাথ বাগ ও শ্রীমত্যা দাস মণী দাসী	১৪৫ ।৶১	১৬৯॥৶৬	
১৭	১১৭১	৬৫৩	ম গুমাই প বাটি টাকি।	ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্র নাথ ও গোপে ন্দ্রনাথ প্যারীমোহন না স্ত ও প্রেমময়ী দাসী ও সুবলচরণ পাত্র ও শ্রীমত্যা রঙ্গলতা দেই ও শ্রীমত্যা আহ্লাদিনী দাসী ও বৃন্দ দাস পাত্র।	৬৫৫৶২	৪৭৸৶৪	
১৮	১২০১	৬৭৮	মঃ গোপ্তান পঃ কেদার কুণ্ডু।	প্রাণগোবিন্দ নাগ ও দ্বারিকানাথ নাল মেনাজার জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও জ্যো তীন্দ্রকুমার ও রবীন্দ্র কুমার ও নগেন্দ্র কুমার ও গুণেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্র কুমার নাগ ডঃ কোর্ট অব ওয়ার্ডস	৭২৪৸০	১৭৸৶৮	
১৯	১৩১৬	৭৩১	ম হাত দুয়া চক পঃ ময়না চোর।	কমল কুমারী দাসী হরেকৃষ্ণ মাইতির পত্নী ও সুখদা ময়ী দাসী গোপাল চন্দ্র মাইতির পত্নী।	২৯৬৩৻১০	১৬৮৭। ১০	
২০	১৩৪৭	৭৪৩	ম ইন্দা পঃ খড়্গ পুর।	দাসমণী দাসী	১১৩ ৸৶	৫২৯৮৶২	
২১	১৩৫৫	৭৪৮	ম জলাড়া পঃ কি কাশী যোড়া।	দ্বারিকানাথ দে ও জীতনারাণ ভুক্তা ও গণেশমণী দেই ও মহেন্দ্র নাথ ও দেবেন্দ্র নাথ ও যোগেন্দ্র নাথ ও উপেন্দ্র নাথ দে।	৬১৪৴২	৻৭	
২২	১৩৫৯	৭৫২	ম জানাবাড় পঃ কি কাশী যোড়া।	কামেদা চরণ পাল ও আয়মন নেসা বিবি ও উম্মল কতেমা ও শ্রীমতী ইজাতনেসা ও আবদুল মামুদ ও শ্রীমত্যা সেলামতননেসা ও শ্রীমত্যা উম্মলবজল ও বোকনাম বিবি ও শ্রীমতী কেরামতননেসা ও শ্রীমত্যা জনিবননেসা ও শ্রীমত্যা উম্মল বরকাত।	১২৫২।৶৯	৫৻৭৲	

তরতীব নম্বর।	এ কেসেরি ইরি নম্বর।	তৌজি নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
২৩	১৪২০	৭৯৫	ম জকলা পং খড়্গপুর।	দ্বারিকানাথ ও দর্পনারায়ন নাবালগ ও যমুনামণী দাসী মাতা মহাকেজ সদানন্দ নাবালগ ও বসুমতী দাসী মাতা রক্ষক নবদ্বীপচাঁদ নাবালগ নাবালগ ও প্রসন্নকুমারী দাসী ও উমাচরণ মহাপাত্র।	৮৭৩৷৶	২৯২৷৷৴৩	
২৪	১৫৩০	৮৫৮	ম কাশপুর পং গগনেশ্বর।	রাজবল্লভ ও সুধাময় চৌধুরী ও দ্বারিকানাথ মিস ও হৃষিকেশ পাহাড়ি ও গোলোকমণী ও অক্ষয় নারাণ ও অক্ষয়নারাণ মাইতি ও শ্রীনিবাস পাহাড়ি বাদ অক্ষয়নারাণ মাইতির পৃথক হিসাব ১ ৫৶৫ বাদ অক্ষয়নারাণ মাইতির পৃথক হিসাব ৩৬৷৶৯ বাদ শ্রীনিবাস পাহাড়ির পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না। ৩৩৷৷৴ বাকী রাজবল্লভ চৌধুরী ও সুধাময় চৌধুরী ও দ্বারিকানাথ মিত্র ও হৃষিকেশ পাহাড়ির একমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী ১৯৸৶৯ জমা নিলাম হইবেক।	৮ ৬৷৶৮ ১৭৫৷৴ ৩৬২৶৬	১৯৸৶৯	
২৫	১৭৭৫	৯৩১	মঃ ধ ারবম প কাশীয়োড়া	অক্রুরনারাণ ও অমৃতলাল ও বসন্তলাল ও পা ীনাল ও প্রমথলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।	মায়পুলীস ৪১২২৷৶৴	৻৬	
২৬	১৭৮২	৯৭৩	ম লুটমীয়া পং জুনকাপুর	অক্ষয় নারাণ দাস ও রাধাগোবিন্দ ও জগবন্ধু ও শশীশেখর ও বৈষ্ণবদাস পাঞ্জা ও প্রেমচাঁদ দাস ও বৈকুণ্ঠ নাথ জানা ও ব্রজদাস পাঞ্জা।	৮৫৯৷৷৶৮	২৬৪৷৶৫	
২৭	১৮২১	৮৪	ম মাগুরি পং কশীযোড়া	দীন বন্ধু নন্দী স্বয়ং ও রক্ষক নবদ্বীপ চাঁ নন্দী ও প্রেমচাঁদ ও গোপী নাথ ও নন্দলাল নাবালগ ও শ্রীমত্যা পার্ব্বতী দাসী ম তা রক্ষক রামজীবন ও রামলোচন ও রামস্মরণ নাবালগ নাবালক গণ।	৩৭৭৬৸৶৭	২২ ৸৶১০	
২৮	১৯৭১	২০৫	মঃ মকরুম পুর পং পটাশপুর।	হরমাহীলাল ভকত ও শ্রীমতী অভয়া সুন্দরী দাসী।	১৩৪৬৲	৪৭৻৶	
২৯	১৯৯৪	১০৮৮	মঃ নারাণবাড় ওঃ নারায়ণরাড় পং কাশীযোড়া	জীবন কৃষ্ণ ও কুঞ্জবিহারি গোস্বামী ও শ্রীমত্যা হরসুন্দরী দেবী ও রমানাথ গোস্বামী ও শ্যামাচরণ লাহিড়ি ও জগমোহন গোস্বামী ও রামপ্রসাদ দে ও রূপনারায়ন মাইতি ও ফকিরচন্দ্র পট্টনাএক ও তারাপ্রসাদ নাবালগ ও কৃষ্ণচরণ পণ্ডা রূপ নারাণ মাইতি। বাদ তারাপ্রসাদ নাবালগ ও কৃষ্ণচরণ পণ্ডা ও রূপনারায়ণ মাইতির ও ফকিরচন্দ্র পট্টনাএকের পৃথক হিসাব যাহা নিলাম হইবেক না। বাকী জীবনকৃষ্ণ কুঞ্জবেহারি গোস্বামী ও শ্রীমত্যা হরসুন্দরী দেবী ও রমানাথ গোস্বামী ও শ্যামাচরণলাহিড়ি ও জগমোহন গোস্বামি ও রামপ্রসাদ	৬৯২৷৶ ১৭২৮৴৭		

জমাতৌজি নম্বর।	এঃ রেজিষ্টরি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
৬০	২০০৭	১ ৯৭	মঃ নমাকার বল্লভপুর পঃ মেদিনীপুর ও গৈরহ।	বেরা ও রু।নারায়ণ মাইতির এজ মালিঅংশ যাহা সরকারি বাকী ১ /৬ জন্য নিলাম হইবেক। কমীদত্তম মেসা ও রামনারায়ণ ভূঞা ও উদ্ধব নারায়ণ ভূঞা ও দেবী প্রসাদ দে ও নারাণ প্রসাদ ও গঙ্গা মোহন ও বৈকুণ্ঠনাথ দে ও এমনা-	৫১৮।৭ ৯০১২/১১	১০/৬	

লি চরন মাইতি ও হরিশচন্দ্র বসু ও সিদ্ধি মজীবালি খাঁ ও শ্রীমতী চিত্রামণী দাসী ও রামচাঁদ মন্দী ও শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও জীবনগোবিন্দ দে ও জগবন্ধু রায় ও শ্রীনাথচরণ মন্দী ও জন্মেজয় মল্লীক ও চন্দ্রমোহন সিং ও জগবন্ধু পাল ও রামনিধি কুণ্ডু ও বৈকুণ্ঠনাথ কুণ্ডু ও মদনগোপাল মাসান্ত ও উদ্ধবনারাণ মাসান্ত ও গোলোক চন্দ্র মাসান্ত ও দ্বারিকানাথ ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও শ্রীমতী যমুনামনী দাসী মাতা ও রক্ষক সদানন্দ মাসান্ত নাবালগ ও শ্রীমত্যা বসুমতী দাসী মাতা ও রক্ষক মহাকেজ নব দ্বীপ চাঁদ মাসান্ত ও গোপীনাথ মাসান্ত ও গোপীনাথ মাসান্ত ও মহেন্দ্রনাথ মাস ও সাবিত্রা দাসী ও পূর্ণানন্দ কুণ্ডু ও ধর্ম্ম দাসী ও নবীনচন্দ্র নাগ ও শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী ম তা রক্ষক আসুতোষ নাবালকের ও শ্রীমতী বিন্দুবাসীনী দাসী ও শ্রীমতী মঙ্গলা দাসী ও শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেব্যা মাতা সৃষ্টিধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী চন্দ্রমনী দাসী দীনবন্ধু দাস দিগরের মাতা কাশীনাথ দাসের বনিতা ও শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী বনিতা অভয়চরণ বিশ্বাস ও বাবু আনন্দলাল রায় পেদারে মহাকেজ বাবু মুরারিলাল রায় ও শ্রীমতী বেচমনী দাসী ও উমাচরণ ঘোষ ও কালীমোহন মিত্র ও মহেন্দ্রনারাণ দে ও গোবিন্দনারাণ দে ও অক্ষয়নারাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেব্যা নাদরে অমৃতলাল বসন্তলাল ও পা।নালাল ও প্রথমলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী নি স্তারিণী দাসী ও পঞ্চানন ও ভগবানচন্দ্র রায় ও শ্রীমত্যা স্বর্ণময়ী দাসী ও হারাধন ঘোষ ও শ্রীমত্যা শিবসুন্দরী দাসী ও ঈশানচন্দ্র রায় ও রামচন্দ্র রায়। ও কেশবলাল ঘোষ ও সৈয়দ মহম্মদ হুসেন ও শ্রীমত্যা হরসুন্দরী ও গঙ্গাগোবিন্দ বসু ও শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দাসী গঙ্গাগোবিন্দ বসুর বনিতা ও শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসী রামকুমার বসুর বনিতা ও শ্রীমতী থ কসুন্দরী ভজগোবিন্দ বসুর বনিতা ও বস্তীনারায়ণ ও উদয়নারাণ তুই ও রাজীবলোচন দাস ও গে লোকচরণ প্রধান ও উমেশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উমাপ্রসাদ রায় মহাশয় স্বয়ং ও মহাকেজ নারায়ণ প্রসাদ ও রাধিকা প্রসাদ ও রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় নাবালকগণ শ্রীমত্যা নবীনাকালী দেব্যা।

বাদ শ্রীনাথচরণ নন্দীর পৃ হি ৮৯৶৯

বাদ জন্মেজয় মল্লিকের পৃ হি ১৮ ॥

বাদ চন্দ্রমোহন সিংহের পৃ হিঃ ৬০।/১

বাদ জগবন্ধু পালের পৃ হিঃ ১৶২৮/২

বাদ রামনিধি কুণ্ডুর পৃঃ হি ১০৭/৬

বাদ বৈকুণ্ঠনাথ কুণ্ডুর পৃঃ হিঃ ১৫১।৶২

বাদ মদনগোপাল মাসান্তর পৃঃ হিঃ ৶২।

বাদ উদ্ধবনারায়ণ মাসান্তর পৃ হি ১১৬।/১

বাদ গোলোকচন্দ্র মাসান্তর পৃঃ হি ৪১৲। ১

বাদ দ্বারিকানাথ ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও শ্রীমত্যা যমুনামনী দাসী মাতা ও রক্ষক সদানন্দ মাসান্ত নাবালক ও শ্রীমত্যা বসুমতী দাসী মাতা ও রক্ষক মহাকেজ নবদ্বীপ চাঁদ মাসন্তর পৃঃ হি ৪ ৫ ৶

তৌজীর নম্বর।	এঃ রেজি টরি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হই বেক।
				বাদ গে পীনাথ নাগাস্তর পৃ হিঃ ১২ ৶১১		
				বাদ গোপীনাথ নাগাস্তর পৃ হি ৫৪।৴৯		
				বাদ মহেন্দ্রনাথ নাগাস্তর পৃঃ হি ১১৬।।৬		
				বাদ শ্রীমতী সাবিত্রা দ,সীর পৃ হি ১ ৩।।৶৯		
				বাদ পূর্ণানন্দ কুণ্ডুর পৃ হিঃ ১১২৶৩		
				বাদ স্বর্ণদাসীর পৃ হি ৭২ ৫		
				বাদ মহ ক চন্দ্রনাগের পৃঃ হিঃ ৪৭৩।।৬		
				বাদ শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী মাতা আশুতো।ষ ঘোষ নাবালক শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসীর পৃ হি. ৯ ৯৶২		
				বাদ শ্রীমতী মঙ্গলা দাসীর পৃ হিঃ ৬১।৴৪		
				ব দ শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেব্যা মাত, সৃষ্টিধর বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ হি ১০৫৸		
				বাদ শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী বণিতা অভয়চরণ বিশ্বাসের পৃ হি ১১৮৴৯		
				বাদ বাবু আনন্দলাল রায় পেদরে মহাক্ষেত্র বাবু মুরারিলাল রায়ের পৃঃ হি ২ ৮।৶২		
				বাদ শ্রীমতী বেচমণি দ সীর প হি ৬৫৸৶১১		
				বাদ উমাচরণ ঘোষেব পৃ হি ২১।৴১		
				বাদ কালিমোহন মিত্র ও মহেন্দ্রনারায়ণ ৫ ও গোবিন্দনারায়ণ দেব পৃঃ হি ১৭৫।৶৮		
				বাদ অক্ষয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেব্যা মাদবে অমৃতলাল ও বন্‌লাল ও প্যারী লাল ও প্রমথলাল বন্দ্যোপাধ্যা য়ের পৃ হি ৫৩৯৸৶৭		
				বাদ শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসীর পৃ হি ১১।০		
				বাদ গঙ্গানন্দ ও ভগবান চন্দ্র রায় ও শ্রীমত্যা শিবসুন্দরী দাসী ও ঈশান চন্দ্র রায় ও রামচন্দ্র রায় ও শ্রীমত্যা স্বর্ণময়ী দাসী ও হারাধন ঘোষ ও কেশবলাল ঘোষের পৃ হি ১১৫৻২		
				বাদ সৈয়দ মহম্মদ হুসেনের পৃঃ হিঃ ২৪৫৸৶৩		
				বাদ শ্রীমত্যা হরসুন্দরীর পৃঃ হিঃ ৭৯৻১০		
				বাদ গঙ্গাগোবিন্দ বসু ও শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দাসী গঙ্গাগোবিন্দ বসুর বণিতা ও শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসী রামকুমার বসুর বণিতা ও শ্রীমতী থাকসুন্দরী ভজগোবিন্দ বসুর বণিতার পৃঃ হিঃ ২৬৩।৶৬		

EDUCATIONAL NOTICE

Text books in Vernacular Medical Schools

In the Resolution of the Government of Bengal, dated 13th December 1880 on the subject of text-books in Vernacular Medical Schools it was notified that an Urdu text book on medicine an Urdu and a Bengali text book on Midwifery and an Urdu text book on Medical Jurisprudence, were required and it was announced that measures would be taken to procure by public competition translations of approved text books in those subjects In accordance with the orders quoted persons intending to enter into the competition in any subject are now invited to submit specimen translations of one of the following series of extracts —

(*a*) *Roberts Hand book of Medicine* (4th ed, 1880) The following passages to be translated into *Urdu* —

Vol I pp 345 to 365 "Physical Examination of the Chest" To be condensed in translation

Vol II, pp 156 to 163 'Dysentery" A comprehensive *resume* to be given of the most approved methods of the treatment of dysentery in India

(*b*) *Playfair's Midwifery* (2nd ed, 1878) The following passages to be translated into *Bengali* or *Urdu* —

Vol I, pp 306 to 322 Mechanism of delivery in Head Presentations" To be condensed

Vol II pp 155 to 173 'Turning' To be condensed

Vol II, pp 281 to 293 'Puerperal Eclampsia' To be condensed

(*c*) *Kanai Lal Dey's Medical Jurisprudence* The following passage to be translated into *Urdu* —

Pages 314 to 329 'Poisons'

2 Those passages which are to be condensed in translation should be reduced to about one third of their original length

3 The specimen translations should be submitted not later than the 1st October 1881 to Dr R C Chandra Professor Medical College, the President of the Committee of Selection Four *printed* copies of each translation should be sent for the use of the members of the Committee Manuscript translations will not be received

4 Each of the translators selected by the Committee will be required to finish, within a time to be hereafter fixed, the translation of the work which he has undertaken and if he completes it to the satisfaction of the Committee a reward of Rs 500 will be paid him and his translation will be adopted as a text book All the profits of sale will be left to the translator but the selling price of each work will be settled beforehand in communication with the translator, and in consideration of the cost of production

A W Croft *Director of Public Instruction*

Dated Calcutta the 1st June 1881

INSOLVENCY NOTICE

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA

In the matter of REBECCA GIBSON SHIRLVERTON an insolvent

Notice is hereby given that Tuesday, the 5th day of July next is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee from the 11th day of March 1881 until the 31st day of May last has been filed, and may be inspected in the Office of the Chief Clerk Any creditor or other person interested who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing

---

The like notice In the matter of FREDERICK THOMAS STRAW an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from the 1st day of August 1880 to the 31st day of May last, has been filed in the Chief Clerk's Office

---

The like notice In the matter of ALLAN McDOUGAL CLARK (J H FERGUSSON & CO) an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from the 1st day of August 1879 to the 31st day of May last, has been filed in the Chief Clerk's Office

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE, *Calcutta, the 1st July* 1881

A B MILLER *Official Assignee*

(11—1)

INSOLVENCY NOTICE

OURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA

In the matter of JOSEPH ARDWISE, an insolvent

On Tuesday the 14th day of June last upon the application of the Assignee in this matter it was ordered that the said Assignee do pay a dividend at the rate of Rs 9 per cent upon the several claims admitted on the schedule of the said insolvent so soon as such claims shall be duly substantiated to the satisfaction of the said Assignee, notice whereof is hereby given

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE,
Calcutta 1st *July* 1881

A B MILLER,
Official Assignee

(15—1)

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করাণ যাইতেছে যে জেলা ঢাকারঅধীন মুনশীগঞ্জ মহকুমার নগর ধলেশ্বরী নদীর তীরে যে প্রতি বৎসর বিখ্যাত কার্ত্তিক বারুণীর মেলা হইয়া থাকে তাহা ইংরাজি ৮৮১ সনের ৫ই নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ২১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভঙ্গ হইবেক, বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি।

C C STEVENS,
জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট।

The Hymns of the Rig Veda in the Samhita and Pada Text, by Professor F Max Muller M A in two Volumes *Price Rs 24 packing and postage Rs* 1 12

** The Rig Veda the oldest book of Indian literature has very properly been made one of the principal class books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only yet as soon as editions translations grammars and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country —*Extract fr m Preface*

OFFICE OF SUPDT GOVT, PRINTING No 8 Hastings Street Calcutta

গবর্ণমেণ্টদ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিনকোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা, প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা, প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ৬॥০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা, ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়

উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ॥০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা ডাকমাসুল দিতে হইবে।

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal by C D Field M A, LL D, of the Inner Temple Barrister at Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan Member of the Rent Commission

Price Rs 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant Bengal Secretariat

N B—Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার আট লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশ্যনের মেম্বর ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিলড, এম, এ ও এল এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌন্টান্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য। উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

Rates of Subscription to the Bengali Government Gazette
FROM 1st JANUARY 1872

Payable in advance

For one year, without postage	Rs 10	0	0
Ditto, with postage	,, 12	8	0

When postage stamps are remitted in payment of subscription, one anna in the Rupee should be added for discount.

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার।

ডাকমাসুল বিনা এক বৎসরের	১০৲
ডাকমাসুল সুদ্ধ ঐ	১২৷৷০

ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠান গেলে টাকা প্রতি এক আনা মূল্যের একং খান ডাকের টিকিট ডিস্কৌণ্ট দিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

NOTICE

IN continuation of notice dated the 20th November 1877 intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in, the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied or advertisement notice, &c inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA,
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

NOTE —*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

	Rs
Full page per issue	20
Half ..	10

Casual advertisements —4 annas per line

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সাল। ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা ,, ...	১০৲
অবসং হপাতহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন মরিস্ লুইস্ সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1056—740—12 7 81

Numb 2190 ২১৯০ [REGISTERED NO 30]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 19, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART II

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

No 29J1A

GENERAL —*The 29th June* 1881 —Mr J T Jaibo, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Sungoo Division in the Chittagong Hill Tracts i allowed leave for three months under Section 136 Rule 2, Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

Mr A R Wigram Officiating Assistant Superintendent of Police Chittagong Hil Tracts is appointed to have temporary charge of the Sungoo Division of that district in addition to his own duties, during the absence on leave, of Mr J T Jarbo or until further orders

The 2nd July 1881 —Mr F T Pargiter Commissioner of Sunderbuns is appointed temporarily as Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector of the 24 Pergunnahs, in addition to his duties as Com ioner of Sunderbuns

Mr W I Oldham Deputy Commissioner Sonthal Pergunnahs is allowed leave for one month under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he availed himself of it

Mr S S Jones Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector Deoghur Sonthal Pergunnahs is appointed to act as Deputy Commissioner of that District during the absence on leave of Mr W B Oldham or until further orders

Mr C Owen Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Beerbhoom i transferred to the Sonthal Pergunnahs and is appointed to have charge of the Deoghur division of that district during the absence on deputation of Mr S S Jones or until further orders

Baboo Brohmo Nath Sen Deputy Magistrate and Deputy Collector on leave is posted to the district of the 24 Pergunnahs and is appointed to have charge of the Baraset division of that district

Baboo Hurry Choitanya Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector now acting as head assistant of the Revenue Department in the Bengal Secretariat is confirmed in the latter appointment *vice* Baboo Brohmo Nath Sen

The 5th July 1881 —Captain J F Rivett Carnac Officiating Cantonment Magistrate of Dum-Dum is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 4th instant or any subsequent date on which he may avail himself of it

Major W Hopkinson Cantonment Magistrate of Barrackpore is appointed to act in addition to his own duties as Cantonment Magistrate of Dum Dum and Judge of the Small Cause Court in that Cantonment during the absence on leave of Captain J F Rivett Carnac or until further orders

Mr F H Barrow is appointed to act until further orders in the First Grade of Joint Magistrates and Deputy Collectors at Shahabad with effect from the date on which he was relieved of his appointment as Officiating Magistrate and Collector of that district

The 6th July 1881 —Mr J C Arbuthnot Assistant Magistrate and Collector Bhagulpore is transferred temporarily to the Sudder Station of the Purneah District

Mr J B Taylor Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector Sewan Sarun transferred to the Sudder Station of the Bhagulpore District

The 7th July 1881 —Mr A W Paul Joint Magistrate and Deputy Collector of Darjeeling is appointed to act as Magistrate and Collector of Patna during the absence on deputation of Mr C T Metcalfe C S I or until further orders

Baboo Komul Narain Chuckerbutty is appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the Second Grade in the Burdwan Division *vice* Baboo Jogendro Nath Gupta deputed to Income Tax duty

Mr H G C ol Joint Magistrate and Deputy Collector Balasore on leave is posted temporarily to the Sudder Station of the 24 Pergunnahs District

[*Government Gazette*, 12*th July* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

২৯৫১A নম্বর।

সাধারণ।— ৮৮১ সাল ২৯ জুন।— চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের অন্তর্গত সঙ্গু মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত একটি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত জে টি জার্ব্বো সাহেব যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করেন তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩১ ধারার ২ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত জে টি জার্ব্বো সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের পোলীসের একটি আসিস্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এ আর উইগ্রাম সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত উক্ত জিলার অন্তর্গত সঙ্গু মহকুমার কার্য্যের কিয়ৎকালীন ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

৮৮ সাল ২ জুলাই।—সুন্দরবনের কমিশ্যনর শ্রীযুত এফ ই পরগিটর সাহেব সুন্দরবনের কমিশ্যনর স্বরূপ আপন কর্ম্মাতিরিক্ত কিয়ৎকালের জন্য ২৪ পরগনার একটি জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার ডেপুটী কমিশ্যনর শ্রীযুত ডবলিউ, বি ওলডহাম সাহেব যে তারিখ ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ বি ওলডহাম সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দেবগড়ের একটি জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত এস এস, জোন্স সাহেব উক্ত জিলার ডেপুটী কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত এস এস জোন্স সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বীরভূমের একটি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি ওএন সাহেব সাঁওতাল পরগনায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত দেবগড় মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন

ছুটী প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ব্রহ্মনাথ সেন ২৪ পরগনা জিলায় অবস্থাপিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত বারাসত মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ব্রহ্মনাথ সেনের পরিবর্ত্তে বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়টের রিবিনিউ ডিপার্টমেণ্টে এক্ষণে হেড আসিস্টাণ্টের কর্ম্মকারি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু হরিচৈতন্য ঘোষ সেই পদে স্থায়িরূপ নিযুক্ত হইলেন।

৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—দমদমা সেনানিবেশের একটি ম্যাজিষ্ট্রেট কাপ্তান শ্রীযুত জে এফ বিরেট কর্ণাক সাহেব এই মাসের ৪ তারিখ অবধি অথবা তৎপর যে তারিখে কর্ম্ম গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

কাপ্তান শ্রীযুত জে এফ বিরেট কর্ণাক সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বারাকপুর সেনানিবেশের ম্যাজিষ্ট্রেট মেজর শ্রীযুত ডবলিউ হপকিন্সন সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত দমদমা সেনানিবেশের ম্যাজিষ্ট্রেটের এবং উক্ত সেনানিবেশের ছোট আদালতের জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এফ এচ বারো সাহেব, শাহাবাদ জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেকটরস্বরূপ স্বীয় কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিবার তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শাহাবাদে জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটরদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

৮৮১ সাল ৬ জুলাই —ভাগলপুরের আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জে সি আর্ব্বথনট সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে পূর্ণিয়া জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের একটি জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এফ বি ডেনর সাহেব ভাগলপুর জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৭ জুলাই।—রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত সি টি মেটকাফ সি, এস আই সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় দার্জিলিঙ্গের জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, ডবলিউ পাল সাহেব, পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু নাগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লাইসেন্স টাক্স সম্পর্কীয় কার্য্যে প্রেরিত হওয়াতে শ্রীযুত বাবু কমল নারায়ন চক্রবর্ত্তী কিয়ৎকালের নিমিত্তে দুমকা খণ্ডে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটী প্রাপ্ত বালেশ্বরের জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, জি কুক সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

The 8th July 1881 —Baboo Kali Prosonno Sircar Deputy Magistrate and Deputy Collector Baraset 24 Pergunnahs, is appointed to have charge of the Busseerhat Division of that district

Baboo Rajkissore Narain, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector on special duty in Gya is allowed leave for one day under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under the orders of the 18th June last

Baboo Ram Narain Banerjee Officiating Personal Assistant to the Commissioner of the Rajshahye and Cooch Behar Division, is allowed leave for six months under Sections 127 and 1[illegible] of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under orders of the 4th April last

Baboo Shiva Prosono Sen Sub Deputy Collector Contai Midnapore is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved

Baboo Kasi Kinker Sen Deputy Magistrate and Deputy Collector of Balasore, is allowed leave for six months under Section 129 Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved

Baboo Sreenath Gupta Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Maldah is transferred to the Sudder Station of the Balasore District

The 9th July 1881 —Mr C G M Shircore Deputy Magistrate and Deputy Collector Nowada Gya is allowed leave under Section 133 Chapter X of the Civil Leave Code from the afternoon of the 20th May to the forenoon of the 6th June 1881

Mr N S Alexander Magistrate and Collector of Mymensingh is allowed leave for two months and twenty three days under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th proximo

Mr J C Price Officiating Magistrate and Collector of Midnapore on leave, is appointed to act as Magistrate and Collector of Mymensingh, during the absence, on leave, of Mr N S Alexander or until further orders

Mr J C Veasey Officiating Magistrate and Collector of Backergunge is allowed leave for twenty one days under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 19th instant

Mr C R Marriott Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Backergunge is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on leave, of Mr J C Veasey or until further orders

Baboo Gonesh Pershad Singh Temporary Sub Deputy Collector employed in the Kanika Estate in the district of Cuttack, is appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the First Grade

The 10th July 1881 —Mr T E Coxhead, Officiating Magistrate and Collector of Dinagepore is allowed leave for two months and four days, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant

Mr H G Cooke, Joint-Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Magistrate and Collector of Dinagepore, during the absence, on leave, of Mr T E Coxhead, or until further orders

The 12th July 1881 —Major W L Samuells, Assistant Commissioner Hazareebagh, is transferred to Manbhoom, and is appointed to have charge of the Gobindpore division of that district

Mr H H Risley, Assistant Commissioner, Gobindpore, Manbhoom, is transferred to Hazareebagh, and is posted to the Sudder Station of that district

Baboo Pran Kissen Das, Temporary Sub Deputy Collector, Ranaghat, Nuddea, is appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the First Grade, *vice* Baboo Juggut Chunder Roy appointed an Assessor under the Bengal License Tax Act

Baboo Brojo Nath Bhuttacharjee is appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the Second Grade in the Presidency Division, *vice* Baboo Radha Kissore Sett, appointed an Assessor under the Bengal License Tax Act

Baboo Hurry Mohun Dutt is appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the Second Grade in the Presidency Division, *vice* Baboo Pran Kissen Das

[*Government Gazette*, *19th July* 1881]

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—২৪ পরগনার অন্তর্গত বারাসতের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার উক্ত জিলার অন্তর্গত বসীরহাট মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

গয়ায় বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত একটিং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু রাজকিশোর নারায়ণ গত জুন মাসের ১৮ তারিখের আজ্ঞাতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক দিনের ছুটী পাইলেন।

রাজশাহী ও কুচবিহার খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের একটিং পর্সনেল আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত আপ্রিল মাসের ৪ তারিখের আজ্ঞাতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১২৭ ও ৩৯ ধারামতে ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথির সব ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু শিবপ্রসন্ন সেন, অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর সেন, অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৯ ধারামতে ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

মালদহের একটিং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত বালেশ্বর জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৯ জুলাই। গয়ার অন্তর্গত নবদার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি জি এম পার্কোর সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ১৩৩ ধারামতে ৮৮১ সালের ২০ মের অপরাহ্ণ অবধি ৯ জুনের পূর্ব্বাহ্ণ পর্য্যন্ত ছুটী পাইলেন।

ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এন এস আলেকজাণ্ডর সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি মাসের ১০ তারিখ অবধি দুই মাস তেইশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এন এস আলেকজাণ্ডর সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ছুটীপ্রাপ্ত মেদিনীপুরের একটিং ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর শ্রীযুত জে সি, প্রাইস সাহেব ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেকটরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বাকরগঞ্জের একটিং ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জে সি বীস সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ১৯ তারিখ অবধি একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত জে, সি বীস সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বাকরগঞ্জের একটিং জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত সি আর মেরিয়ট সাহেব উক্ত জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেকটরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কটক জিলার অন্তর্গত কনিকা ইষ্টেটে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু গণেশপ্রসাদ সিংহ কিয়ৎকালের নিমিত্তে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেকটরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

৮৮১ সাল ০ জুলাই।—দিনাজপুরের একটিং ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত টি ই কক্সহেড সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি দুই মাস চারি দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত টি ই কক্সহেড সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ২৪ পরগনার জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এচ জি কুক সাহেব দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮ সাল ১২ জুলাই।—হাজারীবাগের আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর মেজর শ্রীযুত ডবলিউ এ সামুয়েলস সাহেব মানভূমে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মানভূমের অন্তর্গত গোবিন্দপুরের আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত এচ এচ রিসলী সাহেব হাজারীবাগে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু জগচ্চন্দ্র রায় বঙ্গদেশের লাইসেন্স টাক্স বিষয়ক আইনমতে আসেসরের পদে নিযুক্ত হওয়াতে নদীয়ার অন্তর্গত রাণাঘাটের কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কিয়ৎকালের নিমিত্ত প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাধাকিশোর সেন বঙ্গদেশের লাইসেন্স টাক্স বিষয়ক আইনমতে আসেসরের পদে নিযুক্ত হওয়াতে শ্রীযুত বাবু ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য কিয়ৎকালের নিমিত্ত রাজশাহী খণ্ডে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ দাসের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন দত্ত কিয়ৎকালের নিমিত্তে রাজশাহী খণ্ডে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

Lieutenant W Hastings Officiating Cantonment Magistrate of Dinapore, is also appointed to have charge of the sub division of Dinapore during the absence on leave of Captain H Boileau or until further order with effect from the date on which he took over charge

POLICE —*The 7th July* 1881 —Mr J M I Gouldsbury District Superintendent of Police Singhbhoom is allowed leave for two months and twenty one days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 20th instant or any subsequent date on which he may avail himself of it

Mr H S Schurr Assistant Superintendent of Police Serampore Hooghly is appointed to act as District Superintendent of Police Singhbhoom during the absence on leave of Mr J M F Gouldsbury or until further orders

EDUCATION —*The 8th July* 1881 —Baboo Byomkesh Chuckerbutty is appointed to be a lecturer in physical science in the Sheebpore Engineering College

The 12th July 1881 —The District Superintendent of Police Sonthal Pergunnahs for the time being is appointed to be an *ex officio* member of the District School Committee of that District

OPIUM —*The 7th July* 1881 —Mr J A Elster Officiating Sub Deputy Opium Agent Motihari Behar Agency is allowed furlough for one year under Section 131 Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the 1 th instant

Mr N I Ryves Sub Deputy Opium Agent of Bettiah is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

The 11th July 1881 —Mr J S R Innes an Assistant Sub Deputy Opium Agent in the Benares Agency is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 15th instant or any subsequent date on which he may avail himself of it

Mr Neville Morris is appointed to act as an Assistant Sub Deputy Opium Agent in the Benares Agency during the absence on leave of Mr J S R Innes or until further orders

Mr C M Jerdon Sub Deputy Opium Agent Futtehgurh Benares Agency is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 18th instant

Mr H Hastings Assistant Sub Deputy Opium Agent Ghazipore Benares Agency is appointed to act as Sub Deputy Opium Agent of Futtehgurh during the absence on leave of Mr C M Jerdon or until further orders

Mr A Elliott Assistant Sub Deputy Opium Agent Bulhee Behar Agency is appointed to act as Sub Deputy Opium Agent of Motihari during the absence on leave of ... C Field or until further orders

Mr ... T ... Assistant Sub Deputy Opium Agent Gya Behar Agency is appointed to act as Sub Deputy Opium Agent of Bettiah during the absence on leave of Mr N I ... until further orders

The ... the orders of the 21 t ultimo appointing Mr W I Ryves to act as Sub Deputy Opium Agent of Shahabad ... Mr I I Pepp ... on leave

Mr C ... Assistant Sub Deputy Opium Agent Dehree Behar Agency is appointed to act as Sub Deputy Opium Agent of Shahabad during the absence on leave of Mr I I Pepp ... or until further order

Surgeon Major I W Sheppard Principal Assistant to the Opium Agent of Behar is allowed leave for two months and twenty days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 1st proximo

Mr ... Sub Deputy Opium Agent Patna is appointed to act as Principal Assistant to the Opium Agent of Behar during the absence on leave of Surgeon Major I W Sheppard or until further order

[*Government Gazette 19th July* 1881]

কপ্তান শ্রীযুত বয়লো সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় দানাপুর সেনানীবেশের একটিং মাজিষ্ট্রেট ক্যান্টনমেন্ট শ্রীযুত ডবলিউ হেষ্টিংস সাহেব কর্ম্মের ভার গ্রহণের তারিখ অবধি দানাপুর মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থ নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৭ জুলাই।—সিংহভূমের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, এম ই, গুন্‌সবরি সাহেব এই মাসের ২ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাস একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত জে এম ই গুন্‌সবরি সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ এস [illegible] সাহেব সিংহভূমের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮ সাল ৮ জুলাই—শ্রীযুত বাবু বোমকেশ চক্রবর্ত্তী শিবপুর ইঞ্জিনিয়রিং কালেজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞাপনের উপদেশকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

৮৮১ সাল ১২ জুলাই।—যিনি যে সময়ে সাঁওতালপরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হন তিনি স্বীয় পদোপলক্ষে সেই জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

আফীসবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৭ জুলাই।—বিহার এজেন্টীর অন্তর্গত মতিহারীর আফীসের একটিং সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত জে এম ইটর সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩১ ধারামতে এই মাসের ৫ তারিখ অবধি এক বৎসরের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

বেতিয়ার আফীসের সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত এন টি রাইস সাহেব অন্যের প্রতি কর্ম্মভারার্পণের তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

৮৮১ সালের ১১ জুলাই।—বাণারস এজেন্টীর আফীসের আসিষ্টান্ট সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত জে এস আর ইনেস সাহেব এই মাসের ৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত জে এস আর ইনেস সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত নোবল মরিস সাহেব বাণারস এজেন্টীতে আফীসের আসিষ্টান্ট সব ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বাণারস এজেন্টীর অন্তর্গত ফতেগড়ের আফীসের সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত সি এন জার্ডিন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ১৮ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত জি, এম জার্ডিন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বাণারস এজেন্টীর অন্তর্গত গাজীপুরের আফীসের আসিষ্টান্ট সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত এচ হেষ্টিংস সাহেব ফতেগড়ের আফীসের সব ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জি ফিলড সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বিহার এজেন্টীর অন্তর্গত বেহার আফীসের আসিষ্টান্ট সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত এ এলিয়ট সাহেব বেহারের আফীসের সব ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এন টি রাইস সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বিহার এজেন্টীর অন্তর্গত পাটনার আফীসের আসিষ্টান্ট সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত ডবলিউ টি রাইস সাহেব বেতিয়ার আফীসের সব ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত টি এম পোপ সাহেবের ছুটী লওয়াতে শাহাবাদের আফীসের সব ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করাতে শ্রীযুত ডবলিউ টি [illegible] স সাহেবের নিয়োগ বিষয়ক গত মাসের ২ তারিখের আজ্ঞা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

শ্রীযুত টি এম পোপ সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বিহার এজেন্টীর অন্তর্গত [illegible] হবার আফীসের আসিষ্টান্ট সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত সি এ সি জ[illegible] সাহেব শাহাবাদের আফীসের সব ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বিহারের আফীসের এজেন্টের প্রধান আসিষ্টান্ট সর্জন মেজর শ্রীযুত ডি ডবলিউ ষ্টোপার্ড সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামী মাসের ১ তারিখ অবধি ছুই মাস বিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

সর্জন মেজর শ্রীযুত ডি ডবলিউ ষ্টেপার্ড সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাটনার আফীসের সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত এ এচ টার্নর সাহেব বিহারের আফীসের এজেন্টের প্রধান আসিষ্টান্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮ । ১৯ জুলাই।]

The 12th July 1881 —Mr R Fraser, an Assistant Sub-Deputy Opium Agent in the Benares Agency is allowed leave for one month and fifteen days under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 1st proximo, or any subsequent date on which he may avail himself of it

MEDICAL —*The 5th July* 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the Management of the Dispensary at Tangail in the district of Mymensingh —

Baboo Nilmoni Nag 1st Moonsiff of Attia
,, Tara Prosunno Ghose 2nd
,, Doorganath Chuckerbutty, Medical Practitioner
Doorga Dass Bose Pleader and Talookdar

The 7th July 1881 —Assistant Surgeon Poorno Chunder Sing attached to the Burrisal Dispensary was in medical charge of the Civil Station of Burrisal from the 21st April 1881 to the 26th idem

The 11th July 1881 —Baboo Shib Chunder Banerjee is appointed to be a member of the Committee for the Management of the Bhagulpore Dispensary

SANITATION —*The 7th July* 1881 —Surgeon Major R Lidderdale, Sanitary Commissioner for Bengal is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 30th instant or any subsequent date on which he may avail himself of it

Surgeon Major A S Lethbridge, Inspector General of Jails, is appointed to act, in addition to his own duties as Sanitary Commissioner for Bengal during the absence on leave of Surgeon Major R Lidderdale, or until further orders

MUNICIPAL —*The 4th July* 1881 —The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Burrisal Municipality of Baboo Behari Lal Roy, Zemindar to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The 6th July 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Motihari Municipality in the District of Chumparun —

Baboo Shama Churn Pandey | Baboo Prosana Kumar Bosu

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the above Municipality of Mr J Posford Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice Chairman

The Lieutenant Governor approves the re election by the Commissioners of the Chunderkona Municipality of Baboo Srihury Churn Chapri to be their Vice Chairman

The Lieutenant Governor approves the re election by the Commissioners of the Ramjeebunpore Municipality of Baboo Tara Chand Gangooly to be their Vice Chairman

The Lieutenant Governor approves the re election by the Commissioners of the Khurpoy Municipality of Baboo Ram Chunder Tewary to be their Vice Chairman

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Ghattal Municipality of Baboo Tara Prosunno Gangooly to be their Vice Chairman

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ghattal Municipality —

Baboo Surja Kumar Bosu | Baboo Raj Kumar Das

Baboo Debendro Nath Ghosal is appointed to be a Commissioner of the Chunderkona Municipality

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ramjeebunpore Municipality —

Baboo Ram Nath Piri | Baboo Srihuri Churn Adyah

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Khurpoy Municipality —

Baboo Nobin Chunder Haldar | Baboo Mohendro Lal Chutoorbedi
Baboo Oroon Chunder Sircar

The [illegible]th July 1881 —Baboo Troilokyanath Bose is appointed to be a Commissioner of the Municipality of Mozufferpore and the following gentlemen are appointed to be Commissioners of the same Municipality —

Moonshi [illegible] Zemindar and Pleader | Sheikh Bahadoor Hossein, Zemindar

[*Government Gazette 19th July* 1881]

১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।—বানারস এজেন্টীর আফীসের আসিষ্টান্ট সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত আর ফ্লেনর সাহেব আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাস পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত তাঁদৈল ঔষধালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

আটিয়ার প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু নীলমণি নাগ।
ঐ দ্বিতীয় ঐ , বাবু তারাপ্রসন্ন ঘোষ।
চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু দুর্গানাথ চক্রবর্ত্তী।
উকীল ও তালুকদার শ্রীযুত বাবু দুর্গাদাস বসু।

১৮৮১ সাল ৭ জুলাই।—বরিশাল ঔষধালয়ে নিযুক্ত আসিস্টান্ট সর্জন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র সিংহ ১৮৮১ সালের আপ্রিল মাসের ২১ তারিখ অবধি ২৬ তারিখ পর্য্যন্ত বরিশালের সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত ছিলেন।

১৮৮১ সাল ১১ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু শিশি চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ভাগলপুর ঔষধালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

স্বাস্থ্যরক্ষাসম্পর্কীয়।—১৮৮১ সাল ৭ জুলাই।—বঙ্গদেশের সানিটরী কমিশ্যনর সর্জন মেজর শ্রীযুত আর, লিডারডেল সাহেব এই মাসের ৩ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

সর্জন মেজর শ্রীযুত আর লিডারডেল সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জেলসমূহের ইন্সপেক্টর জেনরল সর্জন মেজর শ্রীযুত এ এস লেথব্রিজ সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত বঙ্গদেশের সানিটরী কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপাল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৪ জুলাই।—বরীশাল মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা জমীদার শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল রায়কে ১৮৮১। ৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮১ সাল ৬ জুলাই।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা চাম্পারণ জিলার অন্তর্গত মতিহারী মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ পাঁড়ে। | শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার বসু।

উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা একটিং জাইন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে পোস্ফর্ড সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

চন্দ্রকোণা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু শ্রীহরিচরণ চপরিকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

রামজীবনপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

ক্ষীরপাই মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র তেওয়ারীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

ঘাটাল মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু তারাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ঘাটাল মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার বসু। শ্রীযুত বাবু রাজকুমার দাস।

শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঘোষাল চন্দ্রকোণা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রামজীবনপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রামনাথ পাঁড়ে। | শ্রীযুত বাবু শ্রীহরিচরণ আঢ্য।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ক্ষীরপাই মুনসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু মতিচন্দ্র হালদার। | শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রলাল চতুর্ব্বেদি।

শ্রীযুত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

১৮৮১ সাল ৭ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু মজফরপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে এবং নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জমীদার ও উকীল শ্রীযুত সীতারাম মুনশী। | জমীদার শ্রীযুত সেখ বাহাদুর হুসেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ৮৮১। ১৯ জুলাই।]

The 8th July 1881 —The Lieutenant Governor approves the re election by the Commissioners of the North Dum Dum Municipality of Baboo Nobin Chunder Banerjee to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The Lieutenant Governor approves the re election by the Commissioners of the Nalchitty Municipality in the district of Backergunge of Baboo Bono Mally Roy to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above Municipality —

Baboo Sadhu Churn Pal | Baboo Har Kumar Mullick
Baboo Radha Churn Bandopadhya

The 11th July 1881 —The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Colgong Municipality in the district of Bhagulpore of Moulvi Syed Waquar Hossein to be their Vice Chairman *vice* Mr T D Griffith, resigned

ROAD CESS —*The 7th July* 1881 —Mr E I Shuttleworth, District Superintendent of Police Patna, is appointed to be a member of the District Road Cess Committee of Patna, *vice* Major H M Ramsay

The 8th July 1881 —Mr J H Reily, Superintendent of Nawab Ashan Ullah s estate is appointed to be a member of the District Road Cess Committee of Backergunge, *vice* Mr W L Owen, resigned

The 12th July 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the District Road Cess Committee of Rajshahye —

Dr E C Bensley, Civil Surgeon
Mr C H Pope Indigo Planter Kharchaka
Mr A Gallois, Manager, Silk Factory, Kajlah
Mr J H Livermore, Manager for Messrs Watson and Company, Motihar

The following gentlemen are re appointed to be members of the District Road Cess Committee of Rungpore —

Baboo Nobodeep Chunder Shaw, Zemindar
Baboo Peary Lal Roy, Pleader

Mr C H Pillans, Manager, Phoolbaree Tea Association, is appointed to be a member of the District Road Cess Committee of Julpigoree

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 6th July 1881 —It is hereby notified for general information that with the concurrence of the Commissioners of the Municipality of Purulia, in the district of Manbhoom, the Lieutenant Governor has been pleased to withdraw, with effect from 1st July 1881, the sanction given by him to the levy of a fee on the registration of carts in the said Municipality in orders dated the 11th March 1881, published at page 316, part I of the *Calcutta Gazette* of the 16th idem

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 12th July 1881 —It is hereby notified that the Commissioners of the Pooree Municipality have, at a meeting convened expressly for the purpose, of which due notice was given determined, with the sanction of the Lieutenant Governor, to impose within the limits of the said Municipality, a rate, under Section 77(*b*), Act V (B C) of 1876, on the annual value of all holdings situated within the Municipality

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—দমদমা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৮৮১। ৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নলছিটী মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু বনমালী রায়কে ১৮৮১। ৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু সাধুচরণ পাল। | শ্রীযুত বাবু হরকুমার মল্লিক।

শ্রীযুত বাবু রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৮১ সাল ১১ জুলাই।—শ্রীযুত টি ডি গ্রিফিথ সাহেব কর্ম্মত্যাগ করাতে ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত কাহালগাঁ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ ওয়াকব হুসনকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৭ জুলাই।—মন্দর শ্রীযুত এ, এম রাম স সাহেবের পরিবর্ত্তে পাটনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ই, আই, শটলওয়ার্থ সাহেব, পাটনা জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—শ্রীযুত ডবলিউ এল ওয়েন সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে নবাব আশানুল্লার ইষ্টেটের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে এচ, রাইলী সাহেব, বাকরগঞ্জ জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজশাহী জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সিবিল সর্জন ডাক্তর শ্রীযুত ই, সি, বেনসলী সাহেব।
খরচকার নীলকর শ্রীযুত সি, এচ পোপ সাহেব।
কাজলা রেশম কুঠীর কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত এ গালোইস সাহেব।
মেসর্স ওয়াটসন কোম্পানির মতিহারের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত জে এচ, লিবরমের সাহেব।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রঙ্গপুর জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

জমীদার শ্রীযুত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র শা।
উকীল শ্রীযুত বাবু পিয়ারীলাল রায়।

ফুলবাড়ী টি, আসোসিএশনের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত সি, এচ, পিলাজ সাহেব জলপাইগুড়ি জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

হরেস এ, কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৬ জুলাই।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮১ সালের মার্চ্চ মাসের ২২ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ মাসের ১১ তারিখের আজ্ঞাতে মানভূম জিলার অন্তর্গত পুরুলিয়া মুনিসিপালিটীর মধ্যে গরুর গাড়ী রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত যে ফী লইবার অনুমতি দিয়াছিলেন উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের সম্মতিক্রমে ৮৮১ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখ অবধি তাহা রহিত করিলেন।

এচ, এম, কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে পুরী মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা উপযুক্তমতে নোটিস দিয়া সভা করিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমোদনক্রমে উক্ত মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত সকল যোতের বার্ষিক মূল্যের উপর ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৭ (খ) ধারামতে রেট ধার্য্য করিতে স্থির করিয়াছেন।

এচ, এম, কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

NOTIFICATION

The 6th July 1881 —Under Section 4 of Act IX of 1847 and Section 3 of Act V (B C) of 1875 it is hereby notified that the Dearah Surveys of the banks of the Ganges commencing from Pangsha in the district of Furreedpore, and extending downwards through the districts of Furreedpore Dacca and Backergunge to Island Gazeer Chur in the district of Backergunge and of the banks of the Megna commencing from the point where the districts of Tipperah and Noakholly meet and extending upwards through the districts of Tipperah Dacca and Mymensingh to the confluence of the Megna and Ghora Ootra, and of the banks of the Dhuleshwari situated in the districts of Dacca and Mymensingh from base lines laid down by the Dearah Survey Parties, have been completed and approved by Government

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 12th July 1881 —The Lieutenant Governor sanctions the transfer of the undermentioned villages from the district of Mymensingh to that of Tipperah and *vice versâ* and declares that the rivers Megna and the lower or south Dhullessur shall henceforth be the boundary between the two districts —

List of villages transferred from Thana Bazeedpur in the district of Mymensingh to Thana Brahmunberiah in the district of Tipperah

Number	Name of village	Thakbust number	Name of pergunnah
1	Parmanundpur	411	Joanshahye
	Futtehpur	412	
	Rancedeea	410	
	Oorooacl	413	
5	Kakorcea	409	
	Doobajaeel	408	
	Dhamaoora	407	
	Solakandee	415	
	Baropaecka	414	
10	Dhautullya	416	
	Ghoongeeakhye and Noorpur	406	
	Burronuggur	421	
	Futtehpur	420	
	Foolkarkandee	419	
15	Hashimpur	417	
	Koybutpur *alias* Korealpur	418	
	Kedar Kandee	405	
	Bekeenuggur	404	
	Baroacel (part of)	403	
20	Tulceedeea	422	
	Kutchoona and Digha	423	
	Kotalkandee	424	
	Joynuggur &c	425	
	Dulkandeea	457	
25	Peyalapur	458	
26	Shabeea Rampur	459	

List of villages transferred from Thana Brahmunberiah in the district of Tipperah to Thana Bazeedpur in the district of Mymensingh

Number	Name of village	Thakbust number	Name of pergunnah
1	Sckemanpur	2232	Burdakhat
	Huz [illegible]	2233	
	Nuee[illegible]bad	2235	
	Jaar Dewlutpur	2234	
5	Radhanuggur	2236	
	Joar Alumnuggur	2237	
7	Jaheel Chandpur	2238	

N B —[illegible] ted and surveyed by the R[illegible] S[illegible] [illegible]

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette*, 19*th July* 1881]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৬ জুলাই।— ৮৪৭ সালের ৯ আইনের ৪ ধারা ও ১৮৭৫ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, গঙ্গা নদীর ধারের দ্বিহারা জরীপ ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত পাংশাহইতে আরম্ভ হইয়া ভাটিদিকে ফরীদপুর ও ঢাকা ও বাকরগঞ্জ জিলা দিয়া বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত গাজীরচর পর্য্যন্ত ও মেঘনানদীর ধারের যে স্থানে ত্রিপুরা ও নওয়াখালী জিলা মিলে সেই স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া উজানদিকে ত্রিপুরা ও ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলার মধ্যে দিয়া মেঘনা ও ঘোরা উত্তরের সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত, এবং দ্বিহারা জরীপী কার্য্যকারকেরা যে ব্যাস রেখা করিয়াছেন তাহা হইতে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলায় স্থিত চলেশ্বরী নদীর ধারের জরীপীকার্য্য কার্য্য সমাপ্ত হওয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইয়াছে।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত সকল গ্রাম ময়মনসিংহ জিলা হইতে ত্রিপুর জিলাভুক্ত হওয়ার এবং ত্রিপুরা জিলা হইতে ময়মনসিংহ জিলাভুক্ত হইবার অনুমতি করিয়া মেঘনা ও দক্ষিণ ধনেশ্বর এই অবধি উক্ত দুই জিলার মধ্যবর্ত্তি সামা হইবে বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত বাজিৎপুর থানা হইতে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানাভুক্ত সকল গ্রামের নির্ঘণ্ট পত্র

নম্বর।	গ্রামের নাম।	থাকবস্তের নম্বর।	পরগনার নাম।
১	পরমানন্দপুর	৪১১	
	কতেপুর	৪১২	
	বগাড়িয়া	৪ ০	
	উকষাএল	৪১৩	
৫	কাকুড়িয়া	৪০৯	
	ছুবাজাঙ্গল	৪০৮	
	ধামাউরা	৪০৭	
	সোলাকান্দি	৪১৫	
	বড়পাইকা	৪১৪	
১০	ধানতলা	৪১৬	
	মুন্সিয়াখাই ও মুরপুর	৪০৬	
	বড নগর	৪২১	
	ইচ্ছু পুর	৪২০	
	ফুলকার কান্দি	৪১৯	
১৫	কসিমপুর	৪১৭	জোয়ানশাহী।
	ইবর্দ্ধপুর বা করিয়ালপুর	৪১৮	
	কে দবার কান্দি	৪০৫	
	বেকী নগর	৪০৪	
	বাবোআলি ল(কতক অংশ)	৪০৩	
২০	ফকীরদিয়া	৪২২	
	কচুয়া ও দীঘা	৪২৩	
	কোটালকান্দি	৪২৪	
	জয়নগর প্রভৃতি	৪২৫	
	দক্ষিণ ডিয়া	৪৫৭	
২৫	পেয়ালাপুর	৪৫৮	
২৬	সাবিয়া রামপুর	৪৫৯	

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানাহইতে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত বাজীৎপুর থানাভুক্ত সকল গ্রামের নির্ঘণ্টপত্র।

নম্বর।	গ্রামের নাম।	থাকবস্তের নাম।	পরগনার নাম।
১	সলীমানপুর	২২৩২	
	হুজুরীপুর	২২৩৩	
	নারীয়াবাদ	২২৩৫	
	জোয়ার দৌলৎপুর	২২৩৪	বরদাখাত।
৫	বাথরনগর	২২৩৬	
	জোয়ার আলীনগর	২২৩৭	
৭	তালুকচাঁদপুর	২ ৩৮	

মন্তব্য।—র জস্বের জরীপী কার্য্য বিভাগের কার্য্যকারকেরা চিহ্ন দিয়া ও জরীপ সারিয়া ম নচি ত্রে ও রিপোর্টে যেং গ্রামের যেং নাম প্রকাশ করিয়াছেন উপরোক্ত নির্ঘণ্টপত্রে সেইং গ্রামের সেইং নাম দওয়া গেল।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

JUDICIAL DEPARTMENT

No 2924

The 29th June 1881 —Mr A R Wigram, Officiating Assistant Superintendent of Police Chittagong Hill Tracts who has, under separate orders of this date, been appointed to have temporary charge of the Sungoo Division of that district, is vested with the powers equivalent to those of a Magistrate of the Third Class

The orders of the 28th March last appointing Moulvie Abdool Hameed, Attorney at Law to act as a Moonsif in the district of Dinagepore during the absence, on deputation of Baboo Nilmadhub Samunto, are cancelled with effect from the date on which he left his post

The 2nd July 1881 —Mr F E Pargiter Commissioner of Sunderbuns who has under separate orders of this date, been posted to the sudder station of the 24 Pergunnahs is vested with the powers of a Magistrate of the First Class and with the power to try summarily the offences mentioned in Section 222 of the Criminal Procedure Code

Baboo Brommonath Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Baraset, 24 Pergunnahs, is vested with the powers of a Magistrate of the First Class

The 6th July 1881 —The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Dacca Bench and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class —

F Sills Esq Executive Engineer

Baboo Dena Nath Dhar Government Pleader

" Gobinda Chandra Das Pleader

" Eshan Chandra Das Pleader

Baboo Raj Krishna Ghosal an ex Assistant Engineer is appointed to be an Honorary Magistrate for the Baraset Bench in the district of the 24 Pergunnahs, and is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

The 7th July 1881 —Mr Gasper Gregory Barrister at Law is appointed, under Section 8 Act IV of 1877 to be a Presidency Magistrate for the Town of Calcutta

The 8th July 1881 —Nawab Mir Mahomed Ally is appointed, under Section 8, Act IV of 1877 to be a Presidency Magistrate for the Town of Calcutta

Baboo Sreenath Gupta Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is vested with the powers of a Magistrate of the First Class

The 9th July 1881 —Dr Tameez Khan Khan Bahadoor, is appointed, under Section 8 Act IV of 1877 to be a Presidency Magistrate for the Town of Calcutta

The 12th July 1881 —Lieutenant W Hastings Officiating Cantonment Magistrate of Dinapore is vested with the powers of a Magistrate of the First Class, with effect from the date on which he took over charge

Baboo Rajani Nath Ghose is appointed to act as a Moonsif in the District of Jessore and to be ordinarily stationed at Khoolna during the absence on leave, of Baboo Shyam Lall Haldar, or until further orders

Mirza Mahomed Khalil Shirazi is appointed under Section 8, Act IV of 1877, to be a Presidency Magistrate for the Town of Calcutta

Baboo Jugut Doorlub Bysack, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Deoghur Sonthal Pergunnahs is vested with the powers of a Moonsif in that Sub Division

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFS —*The 5th July* 1881 —The leave for ten days under Section 72 Rule 1 of the Civil Leave Code granted to Baboo Saroda Proshad Chatterjee Moonsif of Doobrajpore, in the district of Beerbhoom, under the orders of the 23rd May 1881 is cancelled

The 8th July 1881 —Baboo Sham Lal Haldar Moonsif of Khoolnah, in the district of Jessore is allowed leave of absence for one month and ten days under Section 72, Rule 1 of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette, 19th July* 1881]

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্ট।

২৯১২ A নম্বর।

১৮৮১ সাল ২৯ জুন।—অদ্যকার তারিখের স্বতন্ত্র আজ্ঞা ক্রমে চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশ জিলার অন্তর্গত সজু মহকুমার কার্য্যের কিয়ৎকালীন ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত উক্ত প্রদেশের পোলীসের অসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এ, আর, উহ্‌গ্রাম সাহেব, তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার তুল্য ক্ষমতা পাইলেন।

রাজনগর্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত বাবু নীলমাধব সামন্তের অনুপস্থিতি কালে আর্টিকেল্‌ট লা শ্রীযুত মৌলবী আবদুল হামিদের দিনাজপুর জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করণার্থে নিয়োগ বিষয়ক গত মার্চ মাসের ১৮ তারিখের আজ্ঞা, তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগ করণের তারিখ অবধি রহিত করা গেল।

১৮৮১ সাল ২ জুলাই।—অদ্যকার তারিখের স্বতন্ত্র আজ্ঞা ক্রমে ২৪ পরগনার সদর মোকামে অবস্থাপিত সুন্দরবনের কমিশ্যনর শ্রীযুত এফ, ই পরগিটর সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২২২ ধারার লিখিত অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

২৪ পরগনার অন্তর্গত বারাসতের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ব্রজনাথ সেন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৬ জুলাই।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ঢাকা বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এফ সিল্‌ন সাহেব।
গবর্ণমেণ্টের উকীল শ্রীযুত বাবু দীননাথ ধর।
উকীল শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস।
উকীল শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র দাস।

অতিরিক্ত অসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ ঘোষাল ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারাসত বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৭ জুলাই।—বারিষ্টার আট্‌লা শ্রীযুত গাস্পর গ্রেগরি সাহেব ১৮৭৭ সালের ৪ আইনের ৮ ধারামতে কলিকাতা নগরে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—শ্রীযুত নবাব মীর মহম্মদ আলি ১৮৭৭ সালের ৪ আইনের ৮ ধারামতে কলিকাতা নগরে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বালেশ্বরের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৯ জুলাই।—ডাক্তর শ্রীযুত তামজ খাঁ খাবাহাদুর ৮৭৭ সালের ৪ আইনের ৮ ধারামতে কলিকাতা নগরে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১ জুলাই।—দানাপুর সেনানীবেশের একটিং মাজিষ্ট্রেট লেপ্টেনেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ হেষ্টিংস সাহেব কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্যাম লাল হালদারের ছুটী পর্য্যুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত বাবু রজনীনাথ ঘোষ যশোহর জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত খুলনায় অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত মির্জা মহম্মদ খালিল শিরাজি ৮৭৭ সালের ৪ আইনের ৮ ধারামতে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দেবগড়ের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগচ্চন্দ্র বসাক উক্ত মহকুমায় মুনসেফের ক্ষমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—বীরভূম জিলার অন্তর্গত দুবরাজপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮১ সালের ২১ মের আজ্ঞা ক্রমে সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণ মতে যে দশ দিনের ছুটী পান তাহা রহিত করা গেল।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—যশোহর জিলার অন্তর্গত খুলনার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল হালদার যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাস দশ দিনের ছুটী পাইলেন।

হরেস এ কক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮১। ১৯ জুলাই।]

NOTIFICATION

The 6th July 1881 —It is hereby notified under the provisions of Section 15 of Act V of 1861 that as the villages of Madartoli Hazulpati Kataltali Bitmare Charuck Khola Karaitolla Geemooa, and Amtalli, in the Perozepore sub division in the district of Backergunge are still in a disturbed and dangerous state owing to the existence of disputes regarding the possession of lands and collection of rents whilst two more villages Jamirtoolah and Goalbareah have become involved in disputes likely to lead to a breach of the peace the Lieutenant Governor has sanctioned the retention of a reduced special force of one Head Constable and four Constables for a further period of 12 months commencing from the 1st July 1881 to the 30th June 1882 to be quartered at the said ten villages

2 The cost of the force noted below will be assessed and levied from the inhabitant of the villages in proportion to their respective means —

	Rs	A	P
1 Head Constable at Rs 25	25	0	0
4 Constables at Rs 9 each	36	0	0
Total monthly cost	61	0	0
For 12 months	732	0	0
Contingencies	73	3	0
Pensionary charges	91	8	0
Clothing	20	0	0
Repairs of Barracks	50	0	0
Total annual cost	966	11	0

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT,—BENGAL.

ESTABLISHMENT

The 8th July 1881

No 176 —*Transfer* —Mr G J R Leeson Executive Engineer Third Grade is transferred in the interest of the public service from the Nuddea Rivers to the Circular and Eastern Canals Division which he joined on the forenoon of the 27th ultimo

The 11th July 1881

No 177 —*Corrigenda* —In notification No 170 of the 4th instant, for Mr F B Claudet, read Mr F B Claudet and in notification No 175 of the 5th instant for Mr J Barrow read Mr J Barron

No 178 —*Notifications* —Mr T H Wickes Superintending Engineer Class III temporary rank availed himself on the afternoon of the 9th instant of the privilege leave granted him in notification No 150 of the 21st ultimo

No 179 —Mr A J Hughes Executive Engineer First Grade reported his return from privilege leave on the forenoon of the 8th instant, and is appointed to officiate as Superintending Engineer of the Central Circle during the absence on privilege leave of Mr T H Wickes or until further orders Mr Hughes took over charge of the Central Circle on the afternoon of the 9th idem

[*Government Gazette*, 19*th July* 1881]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৬ জুলাই।—১৮৬১ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার বিধানমতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুর মহকুমার মাদারগুলি ও ভগলপাটি ও কাঁঠালতলি ও গিতমারি চড়ক ও খোলা ও করাইতলা ও লীমুরা ও আমতলি গ্রামে জমির দখল ও খাজানা আদায় লইয়া বিবাদহেতু অদ্যাপি গোলযোগ ও আশঙ্কাযন্ত্র থাকায় এবং জমির তুলা ও গোয়ালবাড়িয়া নামক আর দুই গ্রামে যাহাতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা এরূপ বিবাদে লিপ্ত হওয়াতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮১ সালের ১ জুলাই অবধি ১৮৮২ সালের ৩০ জুন পর্য্যন্ত আর বার মাসের জন্যে এক জন হেডকনেষ্টবল ও চারিজন কনষ্টাবলের দ্বারা নিযুক্ত এক বিশেষ পোলীস দল উক্ত দশ গ্রামে রাখিবার অনুমতি দিলেন।

২। উক্ত পোলীস দলের নিম্নলিখিত খরচ উক্ত গ্রামবাসিদের অবস্থানুসারে হারাহারীমতে ধার্য্য হইয়া আদায় করা যাইবে।

	টাকা।
২৫৲ টাকার হিসাবে এক জন হেডকনেষ্টবল	২৫৲
৯৲ টাকার হিসাবে চারিজন কনষ্টাবল	৩৬৲
মাসিক মোট খরচ	৬১৲
বার মাসের	৭৩২৲
নৈমিত্তিক খরচ	৭৩৷৶০
পেনশ্যানের উপলক্ষে খরচ	৯১॥০
কাপড়ের খরচ	২০৲
বার্ষিক মেরামতের	৫০৲
বার্ষিক মোট খরচ	৯৬৬॥৶০

হরেস এ, কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

সিরিশতা বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।

১৭৬ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জি, জে, আর লীসন সাহেব রাজ কার্য্যের সার্থের নিমিত্তে নদীয়ার নদী খণ্ড হইতে সরকুলার ও পূর্ব্ব খাল খণ্ডে প্রেরিত হইয়া গত মাসের ২৭ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে তথায় কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

১৮৮১ সাল ১১ জুলাই।

১৭৭ নম্বর।—অশুদ্ধশোধন —এই মাসের ৪ তারিখের ১৭ ন, বিজ্ঞাপনে "শ্রীযুত এফ বি, ক্লাওেট সাহেব" এই নামের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত এফ, বি, ক্লুডেট সাহেব এবং এই মাসের ৫ তারিখের ১৫ন, বিজ্ঞাপনে "শ্রীযুত জে বারো সাহেব এই নামের পরিবর্ত্তে 'শ্রীযুত জে, বারন সাহেব' এই ২ নাম পাঠ করিতে হইবে।

১৭৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন সুপরিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত টি, এচ উইল্স সাহেব গত মাসের ২১ তারিখের ১২০ নম্বর বিজ্ঞাপনক্রমে যে অনুগ্রহের ছুটী পান তাহা এই মাসের ৯তারিখের অপরাহ্নে গ্রহণ করিলেন।

১৭৯ নম্বর।—শ্রীযুত টি, এচ, উইল্স সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় প্রথম শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এ, জে হিউন সাহেব অনুগ্রহের ছুটীহইতে এই মাসের৮ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে প্রত্যাগমন করিয়াছেন রিপোর্ট করিয়া সদর চক্রের সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়রের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুত হিউন সাহেব এই মাসের ৯তারিখের অপরাহ্নে সদর চক্রের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮১। ১৯ জুলাই।]

RAILWAY

The 11*th July* 1881

No 180 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose viz for the construction of works in connection with the extension of the Calcutta and South Eastern State Railway from Sonapore to Mugrahaut it is hereby declared that for the above purpose five detached pieces of land, four adjoining the main line of miles Nos 1, 6, 8, and 10, and one at a distance of 1,200 feet from mile No 1, aggregating about 30 beegahs, more or less, situated in villages Sonapore, Poorundurpore, Koondrool, and Chundunpore district 24 Pergunnahs, are required

This declaration is made, under the provisions of section 6 Act X of 1870, to all whom it may concern

No 181 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz for the Public Works Inspector s bungalow in the village of Koourdah pergunnah Beehea, zillah Shahabad it is hereby declared that for above purpose 1 plot of land is required as follows —

Plot No 1 —Measuring standard 1 beegah 15 cottahs 8 dhoors, bounded on the north by the Railway Company's land south by the public road east and west by Brego Nath Shaw s land

The 12*th July* 1881

No 182 —*Leave* |—Mr A N Stewart Supervisor and Collector of the Calcutta and Eastern Canals is granted leave on medical certificate for fifteen months with subsidiary leave for not more than 10 days under Civil Leave Code Chapter X Sections 127 and 134

No 184 —*Promotion* —In accordance with the provisions of Public Works Code Chapter II—ii—53, Honorary Lieutenant Sidney Smith Saunders is promoted to the rank of Assistant Engineer second grade, with effect from the 25th January 1881

RAILWAY

The 1[illegible]*th July* 1881

No 185 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for the Tirhoot State Railway Eastern Extension for an Inspection Bungalow in the village of Berhampur, pergunnah Loam zillah Durbhangah it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 7 beeghas 9 cottahs 11 chittacks of standard measurement bounded on all sides by the other lands of the village is required within the aforesaid village of Berhampur

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

G F E S NEILL, *Major* M S C

Asst Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

[*Government Gazette,* 19*th July* 1881]

রেলওয়ে বিষয়ক।

৮৮১ সাল ১১ জুলাই।

৮০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সোণাপুর অবধি মগ্রাহাট পর্য্যন্ত কলিকাতা ও দক্ষিণ পূর্ব্ব ষ্টেট রেলওয়ের বর্দ্ধিতাংশ স ক্রান্ত কার্য্য প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত সোণাপুর ও পুরন্দরপুর ও কুন্দুল ও চন্দনপুর গ্রামে মোটে ন্যূনাধিক ৩০৴ বিঘা স্বতন্ত্র পাঁচ খণ্ড ভূমির প্রয়োজন তন্মধ্যে চারিখণ্ড মূল পথের ১ ও ৬ ও ৮ ও ১০ মাইলের নিকটবর্ত্তি এবং এক খণ্ড ১ নং মাইল হইতে ১২০০ ফুট দূরে স্থিত।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

১৮১ নম্বর।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত বীহিয়া পরগনার কুঅবদা গ্রামে পবলিক ওর্কস সম্পর্কীয় ইনস্পেক্টরের বাঙ্গলা ঘর করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে নিম্নলিখিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

১ নং খণ্ড।—কষ্টিমতে ৬ কাঠা ৮ ধুর পরিমিত। তাহার উত্তর সীমা রেলওয়ে কোম্পানির ভূমি দক্ষিণ সীমা রাজপথ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা ব্রজনাথ শার জমি।

১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।

১৮২ নম্বর।—ছুটী।—কলিকাতার ও পূর্ব্ব খাল সমূহের সুপরবাইসর ও কালেক্টর শ্রীযুত এ এন ষ্টুয়ার্ট সাহেব, চিকিৎসকের সার্টিফিকটক্রমে সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৭ ও ১৩৪ ধারামতে পনের মাসের ছুটী ও দশদিনের অনধিক আনুষঙ্গিক ছুটী পাইলেন।

১৮৪ নম্বর।—পদবৃদ্ধির কথা।—পবলিক ওর্কস বিধপুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২ পরিচ্ছেদের ৫৩ ধারার বিধানানুসারে অনররি লেপ্টেনেন্ট শ্রীযুত সিডনি স্মিথ সণ্ডার্স সাহেব ৮৮১ সালের ২৫ জানুয়ারি অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়রের শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ২ জুলাই।

১৮৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত লোয়াম পরগনার বেরহামপুর গ্রামে ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের পূর্ব্বদিকের বর্দ্ধিতাংশের কনিস্পেকশন বাঙ্গালা ঘর করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত বেরহামপুর গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৭।১০।।৶ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির চতু সীমা উক্ত গ্রামের অন্যান্য ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এস নীল মেজর এম এস সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।

চতুর্থ খণ্ড।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

রাজধানী নগর সমূহে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারী সিলেক্ট কমিটীর মেম্বর আমাদের হস্তে অর্পিত হয়। আমরা তৎসম্বন্ধে এই রিপোর্ট করিতেছি যে আমরা উক্ত পাণ্ডুলিপি ও পার্শ্বলিখিত কাগজপত্র বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮ সালের ৯ নবেম্বরের ৭৫১৯নং পত্র ও তৎসহিত কাগজ পত্র [১নং কাগজপত্র]।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮ সালের ২ নবেম্বরের ২৬২৪ ম পত্র ও তৎসহিত কাগজ পত্র [২নং কাগজপত্র]।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮ সালের ১৭ নবেম্বরের ২৬৬১ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৩নং কাগজপত্র]।

বোম্বাই হাই কোর্টের উকীল ভি নী সাহেবের ৮৮ সালের ২৬ নবেম্বরের পত্র [৪নং কাগজপত্র।]

কলিকাতা হাই কোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুত জে সিউএল হুয়াইট সাহেবের ১৮৮ সালের ১৩ ডিসেম্বরের মন্তব লিপি [৫নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮১ সালের ৭ জানুয়ারির ৬৭ J নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৬নং কাগজপত্র]।

কলিকাতা হাই কোর্টের রেজেষ্ট্রার শ্রীযুত জে ক্রাফর্ড সাহেবের ১৮ ৯ সালের ৩ মের ৯৭ নং পত্র [৭নং কাগজপত্র]।

উক্ত সাহেবের ১৮৮১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারির ২৭৯ নং পত্র [৭নং কাগজপত্র]।

কলিকাতা হাই কোর্টের বারিষ্টার শ্রীযুত এচ জে ডিকেন্স সাহেবের ১৮৮১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৮নং কাগজপত্র]।

২। হাই কোর্টের আপীল বিচারাধিকারের অধীন আদালতসমূহের উপর হাই কোর্ট বিষয়ক আইনের ৫ ধারামতে হাই কোর্টের যে ক্ষমতা আছে পাণ্ডুলিপির ৬ ধারায় একটি প্রকরণ যোগ করিয়া আমরা ছোট আদালতের উপর হাই কোর্টের সেই ক্ষমতা করিয়া দিয়াছি।

৩। আমরা জজদের নিয়োগ সংক্রান্ত ৭ ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া বিধান করিয়াছি যে জজদের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ কোন হাই কোর্টের আডবোকেট হইবেন। আমরা বিবেচনা করি যে, হাই কোর্টের আডবোকেট দল হইতে ছোট আদালতের বারিষ্টার জজদিগকে মনোনীত করা উচিত কারণ তাঁহারা এদেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এরূপ ভরসা করা যায়।

৪। পাণ্ডুলিপি যখন প্রথমে প্রস্তুত করা যায় তাহাতে জজদের পদ ও মর্য্যাদা তাঁহাদের নিয়োগ বিষয়ক জ্যেষ্ঠতা সাপেক্ষ ছিল। এই নিয়ম চলিত না, কারণ দেখা যাইতেছে যে আদালতের প্রত্যেক বিচারাসনের বিশেষ পদ ও বেতন আছে এবং কর্ম্ম প্রার্থিদের গুণ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে আদালতের বিশেষ বিচারাসন দেওয় যায়। এই নিমিত্ত নিয়োগ যে তারিখেই করা যাউক না দ্বিতীয় জজের পদ তৃতীয় জজের পদ অপেক্ষা উচ্চতর, তৃতীয় জজের পদ চতুর্থ জজের পদ অপেক্ষা উচ্চতর হওয়া উচিত ইত্যাদি। এই কারণে আমরা চীফ জজ সর্ব্বোচ্চ পদস্থ হইবেন ৮ ধারায় এই বিধান করিয়া অবশিষ্ট জজদের পদ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ধার্য্য করিতে পারিবেন, এই মর্ম্মের কথা সন্নিবেশ করিয়াছি।

৫। প্রথম উপস্থিত করা পাণ্ডুলিপিতে ছোট আদালতের যেরূপ সংগঠন ছিল, তাহাতে আমরা আর একটি পরিবর্ত্তন করিয়াছি। যে কর্ম্ম একজন লোকে করিল ভাল হয় বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে তদ্রূপ কতকগুলি কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আদালতের হস্তে না রাখিয়া চীফ জজের প্রতি অর্পণ করা গিয়াছে (৩ ধারা এবং ৬১ ও ৬২ ধারা দেখ)।

৬। পাণ্ডুলিপির এই অংশে আর কেবল এই সংশোধনটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একজন রেজিষ্ট্রার নিয়োগের বিধান করিয়া ১৩ ধারার একটি প্রকরণ যোগ করা গিয়াছে এবং ২ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমায় তাঁহাকে বিচারাধিপত্য দিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পণ করিয়া একটি ধারা (১৪ ধারা) সন্নিবেশ করা গিয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে এই সংশোধনটি করা গিয়াছে মফস্বলের ছোট আদালত বিষয়ক ৮৬৫ সালের ১১ আইনে ইহার নজীর আছে।

৭। মোকদ্দমার বিচারাধিপত্য সংক্রান্ত অধ্যায়ের প্রতি এক্ষণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা প্রথম যে পরিবর্ত্তন করিয়াছি তাহা প্রথম উপস্থিত করা পাণ্ডুলিপির ৬ ধারার তুল্য সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ১৮ ধারায় লক্ষিত হইবে। প্রথমে ঐ ধারা যেরূপ ছিল তাহা করিবার হেতু অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনাপত্রের ৭ ধারায় নিম্নলিখিত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হয় —

'৮৫০ সালের ৯ আইনে ঐ আদালতের প্রতি ৫০০ টাকা মূল্য পর্য্যন্ত বিচারাধিপত্য অর্পণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবার এই নিয়ম করা হয় যে প্রতিবাদিরা বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করে বা কর্ম্ম চালায় কেবল তাহারাই উক্ত বিচারাধিপত্যাধীন হইবে। পক্ষান্তরে ৮৬৪ সালের ২৬ আইনে ৫০ টাকা অবধি ১০ টাকা পর্য্যন্ত বিচারাধিপত্যদান কালে তদনুসারে কার্য্য করিবার আর একটী হেতু প্রদত্ত হয় অর্থাৎ বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে মোকদ্দমার হেতু উপস্থিত হওয়া। যে সকল কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে তাঁহাদের অধিকাংশের মত এই যে বিচারাধিপত্যের মূল সর্ব্বপ্রকার মূল্যের মোকদ্দমায় একই হওয়া উচিত। অন্য দিকে কেহ২ আবার এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে কোন রূপ সীমা নিদ্ধারণ করিয়া না দিলে দূরদেশবাসী প্রতিবাদির বিরুদ্ধে অল্প মূল্যের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতার অপব্যবহার হইতে পারে। মান্দ্রাজের হাইকোর্টের জজেরা ও শ্রীযুত বর্ষ্টীড সাহেব যে মত অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই যথার্থ বলিয়া বোধ হয় অর্থাৎ এই বিষয়ে হাইকোর্টের ও ছোট আদালতের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকা উচিত নহে সুতরাং পাণ্ডুলিপি এরূপে প্রস্তুত করা গিয়াছে যে পেটেণ্টপত্রক্রমে হাইকোর্টের যেরূপ বিচারাধিপত্য আছে এই বিষয়ে ছোট আদালতের প্রতি ঠিক সেইরূপ বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইয়াছে।

দূরদেশবাসী প্রতিবাদির বিরুদ্ধে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে আবার আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে এবং আমরা এই আপত্তির বলবত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। এনিমিত্ত ঐ আদালতের স্থানীয় বিচারাধিপত্যের সীমার বাহিরে যে প্রতিবাদী বাস করেন তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার প্রস্তাব থাকিলে আদালতের অনুমতি লইতে হইবে আমরা এই মর্ম্মের শব্দ সন্নিবেশ করিয়াছি এবং মূল্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আমরা সকল মোকদ্দমায় এই বিধান খাটাইয়াছি। এ বিষয়ে ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য হাইকোর্টের বিচারাধিপত্যের সমান করিবার মূল কল্পনা এরূপে ভঙ্গ হওয়াতে আমরা ঐ ধারার অবশিষ্টাংশ দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের তদ্রূপ বিধানের অনুযায়ী করা ভাল বিবেচনা করিয়াছি।

৮। পরবর্ত্তী ধারায় কএক শ্রেণীর মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত করা গিয়াছে। আমরা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরি সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা বিষয়ক ঐ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ উঠাইয়া দিয়াছি। কারণ তাহার সম্বন্ধে সাধারণত আপত্তি আছে দেখা যায় এবং আমরা নিম্নলিখিত প্রকরণগুলি যোগ করিয়াছি।—

(১) সাধারণত চুক্তিমত বিশেষ কার্য্য করিবার কিম্বা চুক্তি অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমা (পাণ্ডুলিপি যে আকারে প্রথম উপস্থিত হয় তাহাতে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি বিষয়ক এরূপ মোকদ্দমা বাদ দেওয়া হইয়াছিল)

(২) বিদ্বেষ জনিত অভিযোগ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা

(৩) নিদর্শনপত্র সংহিতা সংশোধন করিবার মোকদ্দমা

(৪) সমুদ্রগামী জাহাজের উপর সাধারণ গড়পড়তা ও বিমা সংক্রান্ত মোকদ্দমা

(৫) সমুদ্রপথে জাহাজের ধাক্কা লাগিলে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা

(৬) পেটেণ্ট বা গ্রন্থস্বত্ব বা ব্যবসায়ির চিহ্ন সম্বন্ধীয় নিয়ম ভঙ্গ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১০ জুলাই।]

(৭) অপ্রাপ্তবয়স্ক বিলোপের নিমিত্ত কিম্বা অংশিত্ব সংক্রান্ত কারবারের হিসাব নিমিত্ত যে মকদ্দমা

(৮) কেবল স্বত্বনির্ণায়ক ডিক্রীর নিমিত্ত মোকদ্দমা

(৯) ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ড ঘটিত প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর বাদির দাওয়া যে মোকদ্দমায় নির্ভর রাখে সেই মোকদ্দমা

(১০) পৈতৃক পদ পাইবার মোকদ্দমা

(১১) স্বাধীন রাজা বা শাসনকারী সর্দারদের বিরুদ্ধে অথবা ভিন্নদেশীয় রাজদূতের বা রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা।

এই সকল মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত করিবার কারণ এত স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তাহ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

৯। আমরা (নূতন) ২১ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণটি উঠাইয়া দিয়াছি। ছোট আদালতের পরওয়ানার স্থলে ঐ আদালতের কোন কর্ম্মচারী অন্যায় কার্য্য করিলে তাহার বিরুদ্ধে যদি বাদী ছোট আদালতে না করিয়া হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে সঙ্কল্প করেন তবে কোনহ স্থলে খরচা পাইতে পারিবেন না, ঐ প্রকরণে এই বিধান ছিল। আমরা বিবেচনা করি যে এরূপ স্থলে বাদির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত।

১০। আমরা (নূতন) ২২ ধারার শেষ ভাগও উঠাইয়া দিয়াছি। অন্যান্য যে স্থলে ছোট আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমা হাইকোর্টে উপস্থিত করা যায় সেই স্থলে যেহ হেতুতে জজ খরচা দিবার সর্টিফিকেট দিতে পারিবেন ঐ ভাগে তাহার নির্দ্দেশ ছিল। আমরা বিবেচনা করি যে এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে জজের স্বেচ্ছাধীন থাকা উচিত।

১১। পরে মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ৫ অধ্যায় লইয়া আমরা বলিতে চাই যে ছোট আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অনেকাংশ খাটান বিষয়ক ঐ অধ্যায়ের প্রথম ধারার বিরুদ্ধে যেহ আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে আমরা তৎসমুদয় অতি সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি।

যে সকল শ্রেণীর লোকদের প্রায় সর্ব্বদাই সামান্য রকমের মোকদ্দমায় বাদী স্বরূপ উপস্থিত হইতে হয় এই সকল আপত্তি সাধারণের নিকট হইতে যত দূর আসিয়াছে প্রধান উক্ত শ্রেণীর লোকদের নিকট হইতেই উঠিয়াছে এবং আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি এই ভাবিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা হইয়াছে যে নিয়মিত কার্য্য প্রণালীর এত অধিক অংশ ছোট আদালতের মোকদ্দমায় খাটাইলে গোলযোগ ও বিলম্ব হইবে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে ঐরূপে যে সকল বিধান বর্ত্তান গিয়াছে তাহার অধিকাংশই কেবল বাদি বিশেষস্থলে প্রযুজ্য এবং আমরা বিবেচনা করি যে চলিত মোকদ্দমায় যে বিধান প্রয়োগ করিতে হইবে কেহ তাহাদের সূত্র অনুসরণ করিলে দেখিতে পাইবেন যে কার্য্যপ্রণালীটি অত্যন্ত সরল। অধিকন্তু আমরা দেখিতেছি যে উক্ত আইনের অনেক অংশ প্রকৃত প্রস্তাবে কিয়ৎকাল হইতে মান্দ্রাজের ছোট আদালতে চলিত আছে এবং স্থিতিরীতি বিষয়ক বৃত্তান্ত দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে তথাকার প্রত্যেক জজ যে পরিমাণ কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাহা কলিকাতার ও বোম্বাইয়ের ছোট আদালতের কর্ম্মাপেক্ষা কম নহে আরো আমরা দেখিতেছি যে কলিকাতার ছোট আদালতের জজেরাই বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন না করিয়া এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের অন্তর্গত অধিকাংশ ধারাই প্রয়োগ করিবার প্রস্তাব করেন।

১২। সে যাহা হউক আমরা ব্যক্ত আশঙ্কার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তফসীলের দফা দফা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কিয়দংশ বাদ দিয়াছি তন্মধ্যে আবেদনপত্রের সহিত আবেদনপত্রের বা সংক্ষেপ বর্ণনাপত্রের নকল দিবার আদেশসূচক বিধান, এবং প্রকাশ করণ সংক্রান্ত ও বিচার লিখিয়া দিতে হইবার বিধান ও পাপরের মোকদ্দমা বিষয়ক সমুদয় অধ্যায়টি।

অধিকন্তু আমরা জজদের কর্ম্ম ভার কমাইবার উদ্দেশে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৩৭ ধারার আদর্শে পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটি ধারা (৩২ ধারা) সন্নিবেশ করিয়াছি। উহাতে ছোট আদালতে প্রতি এরূপ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে যাহা বিচার সম্পর্কীয় নয় বা বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যের মত তাহা উক্ত আইনে জজের দ্বারা করিবার আদেশ থাকিলেও আমলা দ্বারা করা যাইতে পারিবে। আমরা বিবেচনা করি যে কার্য্যপ্রণালী এক্ষণে যেরূপ স্থিরীকৃত হইল তাহা অনিষ্টকর না হইয়া যত দূর সরল হইতে পারে হইয়াছে এবং অধিকাংশ মোকদ্দমাকারী ব্যক্তিই এইরূপ চাহে।

১৩। আমরা একটি ধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যে উপকার প্রদত্ত হয় তাহা পাইবার স্বত্ব কিম্বা যে উপকার প্রদত্ত না হয় তাহার স্বত্বাধিকার ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে এই আইনমত কোন নিষ্পত্তি সিদ্ধান্ত হইবে না। পূর্ব্বনিষ্পত্তি সংক্রান্ত মত এই বিধানক্রমে অনেক পরিমাণে কর্ত্তিত হওয়াতে নিঃসন্দেহ শ্রেণী লোকের যে

সকল প্রশ্ন একবার সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখিয়া উৎকৃষ্ট রূপে নিষ্পত্তি করা গিয়াছে তাহা আবার তুলিতে পারিবে, কিন্তু বহুমূল্য সম্পত্তির স্বত্ব ঘটিত কঠিন প্রশ্ন ও বহু বিস্তীর্ণ ব্যাপার নিয়ামক জটিল বিবাদ স্থল সময়ে প্রথম যে কোন সামান্য মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এই আইন সদৃশ কোন আইনমতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কাপেক্ষা পূর্ব্বনিষ্পন্ন বিষয়ের কথা তুলা আমাদের বিশেষ ভয়াবহ বোধ হয় না।

১৪। যেং স্থলে বাদি সম্পূর্ণরূপ হারে না কিন্তু আপনার দাওয়ার সম্পূর্ণরূপ টাকা পায় না এবং যেং স্থলে ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তির ক্রোক সম্বন্ধে অমূলক আপত্তি উত্থাপিত হয় সেইং স্থলের প্রতি আমরা (নূতন) ২ ধারা বর্ত্তাইয়াছি।

১৫। ৩০ ধারাটি নূতন। যাহা কিছু ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া রাখা হয় তাহা স্থানান্তর করিবার অধিকার সম্বন্ধে এদেশের বর্ত্তমান আইন প্রজাদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল দেখা যায় কিন্তু ইংলণ্ডে যেং দ্রব্য "ফিক্সচার্স অথবা ফেশিয়াস" পরওয়ানাক্রমে লওয়া যাইতে পারে, তাহাও হাই কোর্টে না গেলে ছোট আদালতের কোন ডিক্রীদার ঐ ডিক্রীজারীক্রমে পাইতে পারেন না বোধ হয়। অন্তত এরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে, যদি কলিকাতায় প্রজারা খোলার ঘর উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে, তথাপি ছোট আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে ঐ ঘর লওয়া যাইতে পারে না। ভূম্যধিকারিরা এটি কষ্টকর বলিয়া অনুযোগ করেন এবং আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের অনুযোগ অযৌক্তিক নহে। কিন্তু আমাদের মতে প্রতিকার এই বিশেষ স্থলেই আবদ্ধ রাখা উচিত নহে। এই নিমিত্ত আমরা বিধান করিয়াছি যে প্রজাই সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে প্রজা যে কোন দ্রব্য স্থানান্তর করিতে পারে, তাহা অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারীক্রমে লওয়া যাইতে পারিবে।

১৬। আমরা কলিকাতার ছোট আদালতের জজদের অনুরোধক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩০ ধারার শেষাংশের পরিবর্ত্তে একটি ধারা (২৮ ধারা) দিয়া বিধান করিয়াছি যে যে তারিখে ডিক্রী করা যায় সেই তারিখ অবধি ৩ বৎসর গত হইলে পর ছোট আদালতের কোন ডিক্রী জারী করা যাইবে না কিন্তু ডিক্রীমত খাতক বলে ছলে তিনবৎসরের মধ্য ডিক্রীজারী করিতে না দিলে এই নিয়ম খাটিবে না।

১৭। আমরা পাণ্ডুলিপির ৩৪ ধারায় ১৮৫০ সালের ৯ আইনের ৩১ ধারা পুনঃসন্নিবেশ করিয়াছি, ঐ ধারা বেতন জন্য কিম্বা ঠিকা কাজ বা চাকরস্বরূপ কর্ম্মজন্য ৫০০৲ টাকার অনধিক টাকা নাবালগের পাওনা থাকিলে সে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় তাহা পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারিবে এইরূপ অনুমতি আছে কিন্তু যে স্থলে চুক্তি বিষয়ক আইনের ৭০ ধারামতে ঐ টাকা পাওনা হয় ভ্রান্তিনিবারণার্থে আমরা কেবল সেই স্থলেই ঐ বাক্যে এই বিধান খাটাইয়াছি আমাদের বিশ্বাস এই যে কেবল উক্ত আইনক্রমেই নাবালগে এক্ষণে ঐরূপ টাকা পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

১৮। কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংশোধন আছে। কএকটী ধারা (৩৬ অবধি ৩৮ পর্য্যন্ত ধারা) সন্নিবেশ করিয়া ১৪ ধারামত রেজিষ্ট্রারের উপর যে বিচারাধিপত্য অর্পণ করা যাইতে পারিবে তদনুসারে কার্য্য হইবার বিধান করা গিয়াছে।

১৯। আমরা একটি নূতন অধ্যায় (৬ অধ্যায়) সন্নিবেশ করিয়া, তন্মধ্যে নূতন বিচার হইবার বিধান বিষয়ক ধারা এবং ৫০০৲ টাকার অধিক মূল্যের মোকদ্দমার হাই কোর্টে উপস্থিত করা মোকদ্দমার ন্যায় ঐ কোর্টে পুনর্ব্বার শুনানী হইবার প্রণালী সংস্থাপক আর কএকটি ধারা দিয়াছি। এই ধারাগুলি শ্রীযুত কেনেডী সাহেব প্রস্তাব করেন এবং এগুলি আইল গুর দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক মহারাণী বিক্টোরিয়ার ৪ ও ১৫ বৎসরের আইনের ৫৭ অধ্যায়ের বিধান মূলক এই ধারাগুলির সম্বন্ধে এই সুবিধা আছে যে যে স্থলে অবিচার হয় নিম্ন আদালতে বিস্তারিত রূপে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার প্রয়োজন না হইয়াও আপীলের পরিবর্ত্তে একটি ব্যবস্থা হয়

২০। যৌত্রহীনতা ও প্রবেট বিষয়ক কোনং শ্রেণীর মোকদ্দমায় যেং অধ্যায় ক্রমে ছোট আদালতের প্রতি বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইত সেইং অধ্যায় আমরা উঠাইয়া দিয়াছি কারণ, আমাদের বিশ্বাস এই যে জটিলতা কাঠিন্য নিবন্ধন যে সকল মোকদ্দমা হাই কোর্টে পাঠান উচিত ছোট আদালত যদি সেই সকল মোকদ্দমা না শুনেন, তবে হাই কোর্টের যে সময় বাঁচিবে তাহা অতি সামান্য। হাই কোর্টের এক্ষণে এইরূপ অনেক ক্ষুদ্র কার্য্য করিতে হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার অধিকাংশ উক্ত কোর্টের আফিসে হয়, এবং তাহাতে জজদের অল্প সময় ব্যয় বা পরিশ্রম করিতে হয়।

প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতাপত্র দিবার সম্বন্ধে আমরা ইহাও বলিতে পারি আমাদের বিশ্বাস এই যে, ১৮৮১ সালে ৯ আইনে সর্টিফিকেট প্রণালী যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে এই অভিপ্রেত উদ্দেশ্য অধিকতর সিদ্ধ হইবে

২১। ব্যবহারাজীব নিয়োগ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ না হইলে, তাঁহাকে যে ফী দেওয়া যায় খরচাস্বরূপ তাহার আদায় নিবারণার্থ ২৯ ধারা যে স্থলে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য ২০ টাকার কম সেই স্থলে আবদ্ধ রাখিয়াছি। আমরা বুঝিতে পারিনা কেন, যে স্থলে অধিকতর টাকা লইয়া বিবাদ, সেই স্থলে খরচা দিবার সামান্য বিধির প্রয়োগ হইবে না।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

২২। পরিশেষে আমরা ছোট আদালতে ব্যবহারজীবিদের আপনং কর্ম্ম নিরূপণার্থ একটি (৭২) ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি। ইহার প্রথম প্রকরণে বিধান আছে যে হাই কোর্টের আডবোকেট, আর্টর্নি ও উকীল ভিন্ন এবং এক্ষণে যাঁহারা ছোট আদালতের উকীল আছেন তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তি ছোট আদালতে উপস্থিত হইতে বাদপ্রতিবাদ করিতে বা কর্ম্ম করিতে পারিবেন না। যাঁহাদের কার্য্যস্থল কেবল ছোট আদালত হইবে এরূপ একদল নিম্ন শ্রেণীর ব্যবহারাজীব গ্রহণ করা আমরা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি না এনিমিত্ত যে সকল উকীলদিগকে পূর্ব্বে গ্রহণ করা গিয়াছে তাঁহাদের স্বত্বে হস্তক্ষেপ না করিলেও আমরা অন্য লোক গ্রহণ করা বন্ধ করিতে চাই।

এক্ষণে প্রথম ছোট আদালতের প্রতি যে বর্দ্ধিত বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইল তদনুসারে মোকদ্দমা শ্রবণ সময়ে উকীলস্বরূপ মোকদ্দমা চালাইবার স্বত্ব উক্ত ধারার দ্বিতীয় প্রকরণে কেবল হাই কোর্টের আডবোকেট ও উকীল দিগকেই দেওয়া গেল এবং ঐ প্রকরণে এই আদেশ আছে যে কোন ব্যবিষ্টার ঐরূপে মোকদ্দমা চালাইলে হাই কোর্টের কোন আটর্নির বা উকীলের নিকট কিম্বা ছোট আদালতের কোন উকীলের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন। শেষোক্ত আদেশের হেতু স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

পক্ষদের আপনং মোকদ্দমা চালাইবার ও পরস্পরের জন্য উপস্থিত হইবার স্বত্ব ও স্বীকৃত মোক্তারদের স্বত্ব এই ধারায় রক্ষা করা গিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য।

২৩। অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণন পত্র সহ এই পাণ্ডুলিপি ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছেন মান্দ্রাজের বোম্বাইয়ের ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের স্থানে একরূপ রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। আমরা বিবেচনা করি যে এক্ষণে যে সকল পরিবর্ত্তন করা গেল তাহাতে ইহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় এইনিমিত্ত এই আইন যে তারিখে প্রচলিত হইবার কথা ছিল তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস করিয়াছি এবং আমাদের অনুরোধ এই যে ইহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করা যায়।

১৮৮১ সাল, ৪ মার্চ।

হুইটলী ষ্টোক্‌স।
জে গিবস।
সি সি পল।
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

আমি বিবেচনা করি যে ২২ ধারার টাকার সীমা ২০০০ টাকা হইতে কমাইয়া ১০০০ টাকা করা উচিত অন্যান্য বিষয়ে রিপোর্টের সহিত আমার ঐকমত্য আছে।

জে, পিট কেনেডী।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগ।

২ নম্বর।

১৮৮০ সালের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি।

নির্ঘণ্ট।

হেতুবাদ।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

১। সংক্ষেপ নাম আরম্ভ।
২। যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।
পূর্ব্ব২ আইনে উল্লেখের কথা।
৩। আইন সংশোধনের কথা।
৪। 'ছোট আদালত' শব্দের অর্থ।

২ অধ্যায়।

আদালত সংস্থাপনের ও তাহার কার্য্যকারকদের কথা।

৫। ছোট আদালত সংস্থাপনের কথা।
৬। ঐ আদালত হাই কোর্টের তত্ত্বাবধানের অধীন বলিয়া গণ্য হইবার কথা।
৭। জজদিগকে নিযুক্ত স্থগিত ও পদচ্যুত করিবার কথা।
৮। জজদের পদ ও মর্য্যাদার কথা।

ধারা।

৯। আদালতের ক্ষমতা তাহার মেম্বরদের প্রতি অর্পণ করিবার কথা।
১০। চীফ জজের দ্বারা আদালতের কর্ম্ম বিভাগের কথা।
১১। মত ভেদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
১২। যে মোহর ব্যবহার করিতে হইবে তাহার কথা।
১৩। রেজিষ্ট্রার ও আমলা নিযুক্ত করিবার কথা।
উক্ত কর্ম্মচারিদের ক্ষমতার ও কর্ম্মের কথা।
১৪। কুড়ি টাকার অনধিক মূল্যের মোকদ্দমায় রেজিষ্ট্রারকে জজের ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।
১৫। জজ বা অন্য কর্ম্মচারির ব্যবসায় না করিবার কথা।

৩ অধ্যায়।

ঐ আদালতে যে আইন চলিবে তাহার কথা।

১৬। এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতিতে যে সকল প্রশ্ন উপস্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি হাই কোর্টে যে আইন অনুসারে কার্য্য হয় তদনুসারে হইবার কথা।

৪ অধ্যায়।

মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিচারাধিপত্যের কথা।

১৭। আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার কথা।
১৮। আদালতের যে সকল মোকদ্দমায় বিচারাধিপত্য থাকিবে তাহার কথা।
১৯। যে২ মোকদ্দমায় এই আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না তাহার কথা।

ধারা।

২০। অর্থগত বিচারাধিপত্যের অতিক্রান্ত মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আদালতের বিচার করিতে পারিবার কথা।

২১। আদালতের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বা তদ্বিরুদ্ধ মোকদ্দমার কথা।

২২। ছোট আদালতের বিচার্য্য অন্য মোকদ্দমা বাদী হাই কোর্টে উপস্থিত করিলে খরচার কথা।

৫ অধ্যায়।

মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৩। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কোন২ অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তিবার কথা।

২৪। কৃত নিষ্পত্তি বিষয়ের কথা।

২৫। বিপরীত দাওয়ার স্থল ছাড়া বর্ণনাপত্র না হইবার কথা।

২৬। যে দলীল প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হয়, তাহা ফেরত দিবার কথা।

২৭। কোন২ স্থলে বাদির প্রতিবাদিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

২৮। ডিক্রীজারীর প্রার্থনা সম্বন্ধে বাধার কথা।

২৯। যে কর্ম্মচারী ওয়ারেন্ট জারী করেন তাঁহার সহিত ডিক্রীদারের ব্যবহার কথা।

৩০। স্থাবর সম্পত্তি সংলগ্ন যে দ্রব্য প্রজা স্থানান্তর করিতে পারে তাহা ডিক্রী জারীতে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৩১। উপযুক্ত জামিন দিলে ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৩২। কোন২ স্থলে আদালতের ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

৩৩। ছোট আদালতের ডিক্রী অন্য আদালত দ্বারা জারী করিবার কথা।

ডিক্রী অন্য আদালতে পাঠান গেলে, কার্য্য প্রণালীর কথা।

৩৪। নাবালগদের কোন২ স্থলে বয়ঃপ্রাপ্তের ন্যায় নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৩৫। যে কার্য্য আদালতের কার্য্য নয় তাহা করিবার ভার অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

৩৬। রেজিষ্ট্রারের জজের ন্যায় মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার কথা।

উপবিধি।

৩৭। জজের মত ক্ষমতানুসারে রেজিষ্ট্রার বর সমুদয় ডিক্রীজারী করিতে পারিবার কথা।

৩৮। রেজিষ্ট্রার যে ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন তাহা কোন জজের কৃত হইলে যেরূপে হইত সেইরূপে নূতন বিচারের নিয়মাধীন হইবার কথা।

৬ অধ্যায়।

নূতন বিচার ও পুনর্ব্বার শুনানী হইবার কথা।

৩৯। আদালতের বিচার ও আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবার কথা।

ছোট আদালতে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৪০। পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনাপত্রের কথা।

৪১। পুনর্ব্বার শুনানী হইবার সময়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২। হাই কোর্টের ডিক্রীজারী করণের কথা।

৭ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির পুনঃপ্রাপ্তি বা অধিকার সম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্যের কথা।

৪৩। বিনা অনুমতিতে যে ব্যক্তি সম্পত্তি দখল করিয়া থাকে তাহাকে সমন দিবার কথা।

৪৪। সমন জারী করিবার কথা।

৪৫। দখল দেওয়াইবার আজ্ঞার কথা।

৪৬। উক্ত অনুজ্ঞাপত্রের বলে বেলিফের সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া দখল দিতে পারিবার কথা।

অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দেওন প্রভৃতি নিমিত্ত জজ বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন কার্য্যানুষ্ঠান না হইতে পারিবার কথা।

৪৭। দরখাস্তকারির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তিহেতুক তাঁহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না করিবার কথা।

দখলকারির ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।

৪৮। স্বত্বাভাবে আজ্ঞা পাইলে দরখাস্তকারির দায়ের কথা।

এরূপস্থলে আজ্ঞা পাইবার দরখাস্তই অনধিকার প্রবেশের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৪৯। দখলকারী দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার জামিন দিলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

৫০। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন দ্বারা কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত হইবার কথা।

৫১। দখল পাওয়া গেলে স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত মোকদ্দমার বাধা না হইবার কথা।

৮ অধ্যায়।

হাই কোর্টে প্রশ্নাপণ করিবার কথা।

৫২। প্রশ্নার্পণ যে সময়ে কৃত হইবে, তাহার কথা।

৫৩। যে পক্ষের বিরুদ্ধে সাপেক্ষ রায় দেওয়া যায় উক্তরূপ প্রশ্নাপণ হইলে তাহার জামিন দিতে হইবার কথা।

উক্তরূপ জামিন না দেওয়া গেলে ঐ পক্ষ রায় মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

৯ অধ্যায়।

ফী ও খরচার কথা।

৫৪। মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ফীর কথা।

৫৫। পরওয়ানার ফীর কথা।

৫৬। শুনানীর পূর্ব্বে আপোষে মিটাইলে, অৰ্দ্ধেক ফী ফিরাইয়া দিবার কথা।

২নম্বর।

রাজধানী নগর সমূহে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ। কলিকাতা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম। আরম্ভ। ১ ধারা। এই আইন রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে এবং ইহা ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে প্রবল হইবে।

কিন্তু এই আইনের কোন কথায় সৈন্যদের সুবারা ও নিয়ম বিধান বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ১৪৪ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

যেং আইন রহিত হইল তাহার কথা। ২ ধারা। যে তারিখে এই আইন প্রবল হইবে সেই তারিখ অবধি এই আইনের প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইন গুলির যে পরিমাণ তাহাতে উল্লিখিত হইল, সেই পরিমাণ রহিত হইবে।

কিন্তু উক্ত কোন আইনমতে যে সকল আদালত সংস্থাপিত ও নিয়োগ কৃত হইয়াছে তৎসমুদয় যতদূর হইতে পারে এই আইনমতে সংস্থাপিত ও কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

পূর্ব্ব২ আইনে উল্লেখের কথা। যে তারিখে এই আইন প্রবল হয় তাহার পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ আইনে এতদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইনের উল্লেখ থাকিলে উহা যথাসাধ্য এই আইনের বা সেই বিষয় সংক্রান্ত এই আইনের বিধানের উল্লেখ বলিয়া পঠিত হইবে।

আইন সংশোধনের কথা। ৩ ধারা। কলিকাতার ভূমির রাজস্ব রক্ষাকরণের ১৮৫০ সালের ২৩ আইনের ৩ ধারায় উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্টমতে" এই কথা রহিত হইল এবং "উক্ত আইনের লিখিত অল্প কর্জ্জ আদায়ের জন্যে আদালতের কমিশ্যনর সাহেবের ও উক্ত কমিশ্যনরদের এই২ কথার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক স্থলে কলিকাতার ছোট আদালতের জজদের এই কথা দিতে হইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৮ ধারায় "৩৯ অধ্যায়ের" এই অঙ্ক ও শব্দের পর এবং 'রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের' এই অঙ্ক ও শব্দগুলি দিতে হইবে।

৪ ধারা। ছোট আদালত শব্দের অর্থ। এই আইনে ছোট আদালত শব্দে এই আইনমতে কলিকাতা মান্দ্রাজ বা বোম্বাই নগরে সংস্থাপিত ছোট আদালত বুঝাইবে।

---

২ অধ্যায়।

আদালত সংস্থাপনের ও তাহার কার্য্যকারকদের কথা।

৫ ধারা। ছোট আদালত সংস্থাপনের কথা। কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে এক একটি আদালত থাকিবে। তাহা কলিকাতার বা স্থলবিশেষে মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের ছোট আদালত নামে খ্যাত হইবে।

৬ ধারা। ঐ আদালত হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানের অধীন বলিয়া গণ্য হইবার কথা। ঐ ছোট আদালত ১৮৬৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখের হাইকোর্ট সংক্রান্ত পেটেন্টপত্রের ও দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের মর্ম্মানুসারে কলিকাতার বা স্থলবিশেষে মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানের অধীন আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং হাইকোর্টের আপীলী বিচারাধিপত্যের অধীন আদালত সম্বন্ধে মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারামতে ঐ কোর্টের যে ক্ষমতা আছে ছোট আদালত সম্বন্ধেও সেই ক্ষমতা থাকিবে।

৭ ধারা। জজদিগকে নিযুক্ত স্থগিত ও পদচ্যুত করিবার কথা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ বাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া একজন চীফ জজ ও আর যত জন উচিত বোধ করেন ততজন লোককে ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন কিন্তু চীফ জজ সমেত ঐ রূপ নিযুক্ত ব্যক্তি সকল অন্যূন তিন ভাগের এক ভাগ উক্ত কোন হাই কোর্টের আড্‌বোকেট হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ঐ রূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া উক্তরূপে নিযুক্ত কোন জজকে স্থগিত করিতে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

৮ ধারা। জজদের পদ ও মর্য্যাদার কথা। চীফ জজ পদে ও মর্য্যাদায় জজদের মধ্যে প্রথম গণ্য হইবেন।

অন্য জজেরা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ যেরূপ আদেশ করেন তদনুসারে পদ ও মর্য্যাদা পাইবেন।

গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।।

৯ ধারা। আদালতের ক্ষমতা তাহার মেম্বরদের প্রতি অর্পণ করিবার কথা। এই আইনে বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রবল থাকে তাহাতে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, হাই কোর্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ছোট আদালত এই আইনক্রমে বা চলিত অন্য আইনক্রমে ছোট আদালতের প্রতি প্রদত্ত কাম ক্ষমতানুসারে যে রূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপে এক বা একাধিক জজের দ্বারা কার্য্য হইবার বিধান করণার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১০ ধারা। চীফ জজের দ্বারা আদালতের কর্ম্ম বিভাগের কথা। উক্ত বিধি প্রবল মানিয়া, শ্রীযুত চীফ জজ সাহেব সময়ে২ ভিন্ন২ জজদের মধ্যে আদালতের কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার যেরূপ বন্দোবস্ত উচিত বোধ করেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

১১ ধারা। মতভেদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। পশ্চাল্লিখিতমতে যে স্থল প্রকারান্তরের বিধান করা গিয়াছে সেই স্থল ছাড়া অন্য কোন স্থলে দুই কিম্বা তদধিক জজ একত্র অধিবিষ্ট হইয়া কোন প্রশ্নসম্বন্ধে ভিন্নমত হইলে, অধিকাংশের মত প্রবল হইবে, এবং আদালত সমান দুই দলে বিভক্ত হইলে, ঐ ভিন্নমত জজদের মধ্যে যদি চীফ জজ একজন হন তিনি কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে ভিন্নমত জজদের মধ্যে পদ মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ জজ যে পক্ষে থাকেন সেই পক্ষের মত প্রবল হইবে।

১২ ধারা। যে মোহর ব্যবহার করিতে হইবে তাহার কথা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যৎকালে যে প্রকারের আদেশ করিবেন ছোট আদালত সেই প্রকারের আকারের ও আয়তনের মোহর ব্যবহার করিবেন।

১৩ ধারা। রেজিষ্ট্রার ও আমলা নিযুক্ত করিবার কথা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ ঐ আদালতের রেজিষ্ট্রার নামে এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তিনি উক্ত আদালতের প্রধান আমলা হইবেন।

এবং আদালতের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহার্থ ও এই আইন বা প্রচলিত অন্য কোন আইনক্রমে তৎপ্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত ও যে২ কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছে সেই২ ক্ষমতানুসারে সেই২ কর্ম্ম সম্পাদনার্থ যত জন আবশ্যক হয় চিফ জজ তত জন ক্লার্ক বেলিফ ও অন্য আমলা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

উক্ত কর্ম্মচারিদের ক্ষমতার ও কর্ম্মের কথা। চীফ জজ হাই কোর্টের কর্তৃত্বাধীনে সময়ে২ এতদর্থে বিধি করিয়া যেরূপ আজ্ঞা করেন, তদনুসারে উক্তরূপে নিযুক্ত রেজিষ্ট্রার ও অন্য কর্ম্মচারিরা উক্ত ক্ষমতাক্রমে আমলার কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন।

চীফ জজ উক্তরূপে নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারিকে স্থগিত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন কিন্তু যে রেজিষ্ট্রারের বা কর্ম্মচারির মাসিক বেতন একশত টাকা বা তদধিক তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা অপেক্ষা করিতে হইবে।

তিরিক্ত, কিম্বা বাদির যে উপকার পাইবার দাওয়া ঐ নিষ্পত্তিক্রমে বারিত হয় ঐ সময়ে সেই উপকার পাইবার স্বত্বাভাবাতিরিক্ত অন্য কিছুর সম্বান্ধে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যে বাটী আপনার বলে বলরাম তাহার হানি করাতে, আনন্দ বলরামের নামে ছোট আদালতে হানি পুরণের মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বলরাম আনন্দের বাটী বলিয়া স্বীকার করে না। আদালত নিষ্পত্তি করেন যে বাটী আনন্দের ও তিনি হানিপূরণ স্বরূপ ১০০৲ টাকা পাইবার স্বত্ববান্। আনন্দের হানি পূরণ পাইবার সম্বন্ধে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত, কিন্তু ঐ বাটীতে তাঁহার স্বত্বসম্বন্ধে নহে এবং বলরাম ঐ বাটীর আরো হানি করাতে আনন্দ তাহার নামে পরে মোকদ্দমা আনিলে, আনন্দের স্বত্ব নাই বলিতে বলরামের কোন বাধা নাই।

(খ) বলরামের লিখিত নিবন্ধপত্রক্রমে প্রাপ্য বলিয়া কিস্তির টাকার নিমিত্ত আনন্দ বলরামের নামে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বলরাম নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে। আদালত লিখিয়া দেওয়া সপ্রমাণ হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করেন, এবং কিস্তির টাকার নিমিত্ত আনন্দকে ডিক্রী দেন। সেই নিবন্ধপত্রক্রমে পরবর্ত্তী এক কিস্তি নিমিত্ত আনন্দ পরে বলরামের নামে নালিশ করে আবার লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করিতে বলরামের কোন বাধা নাই।

(গ) (খ) উদাহরণের লিখিত স্থলে আনন্দ বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বলরাম নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে এবং আদালত বলরামের স্বাক্ষর জাল করা হইয়াছে নির্ণয় করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করেন। ইহাতে আবার ঐ নিবন্ধপত্রসূত্রে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে আনন্দের কোন বাধা নাই।

(ঘ) আনন্দ একটি ঘোড়া পাইবার নিমিত্ত বলরামের নামে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। আনন্দ বলে ঐ ঘোড়াটি আমার সম্পত্তি ও আপন ইচ্ছামত কালের নিমিত্ত বলরামকে ব্যবহার করিতে দিয়াছি। বলরাম ঘোড়া আনন্দের বলিয়া স্বীকার করে না। আদালত ঘোড়া আনন্দের বলিয়া নির্ণয় করেন, এবং তাঁহাকে দখল পাইবার ডিক্রী দেন ও আনন্দ ঘোড়া দখল করিয়া লয়। বলরাম ঘোড়া আপনার বলিয়া পরে তাহার দখল পাইবার নিমিত্ত আনন্দের নামে মোকদ্দমা করে। পূর্ব্ব মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বলে বলরামের মোকদ্দমা করিবার কোন বাধা হইবে না।

২৫ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১ ধারাক্রমে বিপরীত দাওয়ার স্থল ভিন্ন কোনস্থলে আদালতের আদেশমতে না হইলে বর্ণনাপত্র গ্রহণ করা যাইবে না।

বিপরীত দাওয়ার স্থল ছাড়া বর্ণনাপত্র না হইবার কথা।

২৬ ধারা। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি আট দিনের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার নূতন বিচার বা পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা না গেলে, অথবা ঐ সময়ের মধ্যে প্রার্থনা করা গেলেও তাহা অগ্রাহ্য হইলে কিম্বা নূতন বিচার বা স্থলবিশেষে পুনর্ব্বার শুনানী শেষ হইলে কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষ হউন বা নাই হউন ঐ মোকদ্দমায় যে দলীল উপস্থিত করিলেন ও যাহা নথীর মধ্যে রাখা গেল তাহা ফেরত লইতে চাহিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৩ ধারামতে ঐ দলীল আটক করিয়া রাখা না গেলে তাঁহার ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে।

যে দলীল প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হয় তাহা ফেরত দিবার কথা।

কিন্তু পুর্ব্বোল্লিখিত কোন ঘটনার পূর্ব্বে কোন সময়ে কোন ব্যক্তি দলীল ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিয়া উপযুক্ত কার্য্যকারককে আসল দলীলের পরিবর্ত্তে ঐ দলীলের প্রসিদ্ধ নকল দিলে দলীল খানি তাঁহাকে ফেরত দেওয়া যাইতে পারিবে। পরন্তু ডিক্রীর বলে কোন দলীল ব্যর্থ কি অকর্ম্মণ্য করা গেলে সেই দলীল ফেরত দেওয়া যাইবে না।

দলীল ফিরিয়া পাইবার রসীদ বহী রাখা যাইবে প্রমাণস্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয় তাহা ফেরত দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তি তাহা লইয়া যান তিনি ঐ বহীতে রসীদ লিখিয়া দিবেন।

২৭ ধারা। যে কোন মোকদ্দমায় প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া দাওয়া অস্বীকার করে এবং বাদী দাওয়ার সমুদয় টাকার ডিক্রী না পায় ছোট আদালত আপন বিবেচনায় যত টাকা উচিত বোধ করেন প্রতিবাদির কষ্ট ও উপস্থিতি হেতুক ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহাকে তত টাকা দিবার নিমিত্ত বাদির প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন২ স্থলে বাদির প্রতিবাদিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ ধারামতে যে কোন দাওয়া বা আপত্তি করা যায় তাহা অগ্রাহ্য করা গেলে, ছোট আদালত যে বা যে২ টাকা উচিত বোধ করেন আপন বিবেচনামতে পূর্ব্বোক্তরূপ ক্ষতিপুরণস্বরূপ ডিক্রীদারকে বা ডিক্রীমত খাতককে বা উভয়কে সেই বা সেই২ টাকা দিবার নিমিত্ত ঐ দাওয়া বা আপত্তিকারী ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই ধারার আজ্ঞামত যে টাকা দেয় হয় তাহা দেওয়া না গেলে যে ব্যক্তির অনুকুলে ঐ আজ্ঞা হয় তিনি যে ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা করা যায় তাহার বিরুদ্ধে উহা ঐ আদালতের ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করিতে পারিবেন।

২৮ ধারা। ডিক্রীর তারিখ অবধি তিন বৎসর গত হইলে পর এই আইনমত ডিক্রী জারী করিবার কোন প্রার্থনা পত্র গ্রাহ্য করা যাইবে না। কিন্তু ঐ তারিখের পর তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রীমত খাতক বলে ছলে ঐ ডিক্রীজারী করিতে না দিলে এ নিয়ম খাটিবে না।

ডিক্রীজারীর প্রার্থনা সম্বন্ধে বাধার কথা।

২৯ ধারা। ছোট আদালত ডিক্রীমত খাতককে ধৃত করিবার বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার ওয়ারণ্ট দিলে আদালতের যে কর্ম্মচারির প্রতি ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিবার ভার অর্পিত হয় তাঁহার সহিত ডিক্রীদার বা তৎ পক্ষীয় অন্য কোন ব্যক্তি যাইয়া ডিক্রীমত খাতককে বা স্থল বিশেষে যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিবে।

যে কর্ম্মচারী ওয়ারণ্ট জারী করেন তাঁহার সহিত ডিক্রীদারের যাইবার কথা।

৩০ ধারা। ছোট আদালতের কোন ডিক্রীমত খাতক স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় প্রজা হইলে, ঐ সম্পত্তিতে যাহা কিছু সংলগ্ন থাকে এবং যাহা তাঁহার প্রজাসম্বন্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে তিনি ভূম্যধিকারির অনুমতি বিনা আইন অনুসারে স্থানান্তর করিতে পারিতেন তাহা উক্ত ডিক্রী জারীর কার্য্য পক্ষে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রীত হইলে ক্রেতা তাহা পৃথক্ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন, কিন্তু ডিক্রীমত খাতক ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিলে উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু করিতে বাধ্য হইতেন তাহা না করিয়া ক্রেতা ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিবেন না।

স্থাবর সম্পত্তি সংলগ্ন যেদ্রব্য প্রজা স্থানান্তর করিতে পারে তাহা ডিক্রী জারীতে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৩১ ধারা। ছোট আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে যে ডিক্রীমত খাতককে ধরা যায়, সেই ব্যক্তি যত টাকা দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হয় সেই টাকার ও খরচার আদালতের হৃদ্‌বোধমত জামিন দিলে উক্ত আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপযুক্ত জামিন দিলে ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৩২ ধারা। যদি ছোট আদালতের প্রতীতি হয় যে উক্ত আদালতের ডিক্রীমত কোন খাতক পীড়া বা অন্য উপযুক্ত কারণে ডিক্রীর টাকা, অথবা উক্ত আদালত কিস্তিক্রমে ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা করিয়া থাকিলে কোন কিস্তির টাকা, দিতে অক্ষম, তবে উক্ত আদালত সময়ে২ যদ্রূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপ সময়ের নিমিত্ত ও তদ্রূপ নিয়মে ঐ ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

কোন২ স্থলে আদালতের ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

৩৩ ধারা। যদি ছোট আদালতের ডিক্রীমত খাতকের ডিক্রীর টাকা শোধ হইবার উপযুক্ত অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে না থাকে তবে উক্ত আদালত ডিক্রীদারের প্রার্থনাক্রমে, ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত তাহা

(ক) উক্ত স্থানীয় সীমার অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তির উপর জারী করিতে হইলে হাই কোর্টে এবং

(খ) অন্য সকল স্থলে যে দেওয়ানী আদালতের সাধারণ এলাকার মধ্যে উক্ত ডিক্রীমত খাতকের বা তাহার অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি থাকে, সেই আদালতে পাঠাইতে পারিবেন।

ছোট আদালতের ডিক্রী অন্য আদালত দ্বারা জারী করিবার কথা।

যে আদালতে ডিক্রী দেন সেই আদালত ভিন্ন অন্য আদালত দ্বারা ডিক্রী জারীর যে কার্য্যপ্রণালী দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উক্তরূপ স্থলসমূহে সেই কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হইবে।

ডিক্রী অন্য আদালতে পাঠান গেলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৩৪ ধারা। এই আইনে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইন যত দূর খাটান গিয়াছে তাহাতে এক প্রকার বিধান থাকিলেও, ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ৮৭২ সালের আইনের ৭০ ধারামতে বেতন বা ঠিকা কার্য্য বা চাকরের কর্ম্ম জন্য কোন দাবাদারের যে টাকা পাওনা হয়, তাহা পাঁচশত টাকার অধিক না হইলে, সেই দাবাদার বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে যেরূপ নালিশ করিতে পারিত ঐ টাকার নিমিত্ত সেইরূপে নালিশ করিতে পারিবে।

নাবালগদের কোন২ স্থলে বয়ঃ প্রাপ্তের ন্যায় নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৩৫ ধারা। বিচারকার্য্য না হইয়া কিম্বা বিচারকার্য্যের ভাবাপন্ন হইয়া যে কার্য্য এই আইনক্রমে বর্ত্তমান দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনমতে বিচারপতির দ্বারা করা যাইবার আদেশ থাকে তাহা, এবং ঐরূপে বর্ত্তমান উক্ত আইনের ৩৯৪ ধারামতে হিসাব পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি করণার্থে নিযুক্ত আমীনের দ্বারা যে কার্য্য করা যাইতে পারে তাহা, ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রারের দ্বারা কিম্বা ঐ আদালতের অন্য যে কার্য্যকারককে উক্ত আদালত এতদর্থে সময়ে২ নিযুক্ত করেন তাঁহার দ্বারা কর যাইতে পারিবে।

যে কার্য্য বিচার কার্য্য নয় তাহা করিবার ভার অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

এই ধারার মর্ম্মানুসারে যে২ কার্য্য বিচার কার্য্য নয় ও যাহা বিচারকার্য্যের ভাবাপন্ন বলিয়া জানা যাবে হাই কোর্ট সময়ে২ বিধি করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

৩৬ ধারা। ১৪ ধারামতে রেজিষ্ট্রার যে২ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে পারেন, ছোট আদালতের কোন জজ তাহা যেরূপে শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন তিনিও সর্ব্বতোভাবে সেইরূপে শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

রেজিষ্ট্রারের জজের ন্যায় মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার কথা।

কিন্তু উক্ত আদালতের কোন জজ, চীফ জজের আজ্ঞা মানিয়া যখন উচিত বোধ করেন রেজিষ্ট্রারের ফাইল হইতে কোন মোকদ্দমা আপন ফাইলে উঠাইয়া আনিতে পারেন।

উপবিধি।

৩৭ ধারা। আদালত যে কোন মূল্যের ডিক্রী করেন রেজিষ্ট্রার তাহা জারী করিবার প্রার্থনাপত্র গ্রহণ এবং ডিক্রীমত খাতকদিগকে হেফাজতে সমর্পণ ও মুক্ত করিতে পারিবেন, এবং ঐ আদালতের কোন জজ এই আইনমতে যে কোন আজ্ঞা করিতে পারিতেন তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

জজের মত ক্ষমতানুসারে রেজিষ্ট্রারের সমুদয় ডিক্রী জারী করিতে পারিবার কথা।

৩৮ ধারা। কোন মোকদ্দমার বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে রেজিষ্ট্রার যে কোন ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন, তাহা উক্ত আদালতের কোন জজে কৃত হইলে নূতন বিচারের সম্বন্ধে যে২ বিধানের নিয়মাধীন হইত সেই২ বিধানের নিয়মাধীন হইবে।

রেজিষ্ট্রার যে ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন তাহা কোন জজের কৃত হইলে যেরূপে হইত সেইরূপে নূতন বিচারের নিয়মাধীন হইবার কথা।

দুই হাজার টাকার অনধিক মূল্যের মোকদ্দমার রেজিষ্ট্রারকে জজের ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা ।

১৪ ধারা । যে মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই টাকার অনধিক সেই মোকদ্দমার বিচার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রারের প্রতি এই আইনমত জজের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন। আর রেজিষ্ট্রার যে কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে সক্ষম, ছোট আদালতের কোন জজ উচিত বোধ করিলে চীফ জজের আজ্ঞাধীনে সেই মোকদ্দমা আপন ফাইল হইতে রেজিষ্ট্রারের ফাইলে চালান করিতে পারিবেন ।

জজ বা অন্য কর্ম্মচারির ব্যবসায় বা কারবার না করিবার কথা ।

১৫ ধারা । যে জজ বা অন্য কর্ম্মচারী এই আইনমতে নিযুক্ত হন, তিনি যতকাল ঐ রূপ জজ বা কর্ম্মচারী থাকেন তত কাল স্বয়ং বা অন্য কোন ব্যক্তির অংশীস্বরূপ প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে আডবোকেট, আটর্নি উকীল বা অন্য ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় বা কর্ম্ম করিবেন না কিম্বা আপন হিসাবে বা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে অথবা অন্য কোন ব্যক্তির অংশীস্বরূপ কোন কারবার বা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবেন না ।

উক্তরূপ কোন জজ বা কর্ম্মচারী ঐ প্রকারে ব্যবসায় বা কর্ম্ম করিলে বা কারবারাদিতে লিপ্ত হইলে তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৮ ধারামত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

কিন্তু উক্তরূপ কোন জজ বা কর্ম্মচারী রাজকীয় সনন্দ পেটেণ্টপত্র পার্লিয়ামেণ্টের আইন কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষীয় কোন ব্যবস্থাপক সমাজের আইনক্রমে সমবায়িত বা রেজিস্টরী করা কোন কোম্পানির মেম্বর হইতে যে পারিবেন না এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না ।

---

৩ অধ্যায় ।

ঐ আদালতে যে আইন চলিবে তাহার কথা ।

এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতিতে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি হাইকোর্টে যে আইন অনুসারে কার্য্য হয় তদনুসারে হইবার কথা ।

৬ ধারা । কার্য্যপ্রণালী ও রীতি সংক্রান্ত প্রশ্নভিন্ন অন্য যে সকল প্রশ্ন এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ছোট আদালতে উত্থিত হয় হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্যকালে ঐ কোর্ট যে আইন অনুসারে কার্য্য করেন সেই আইন অনুসারে ঐ সকল প্রশ্ন লইয়া কার্য্য ও নিষ্পত্তি হইবে ।

---

৪ অধ্যায় ।

মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিচারাধিপত্যের কথা ।

আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার কথা ।

৭ ধারা । হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যের সংকালে যে স্থানীয় সীমা থাকে প্রত্যেক ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের সেই স্থানীয় সীমা হইবে ।

যে সকল আদালতের সমুদয় দেওয়ানী মোকদ্দমায় বিচারাধিপত্য থাকিবে তাহার কথা ।

১৮ ধারা । ১৯ ধারায় বর্জ্জিত কথা মানিয়া ছোট আদালতের সমুদয় দেওয়ানী ভাবের মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে ।

কিন্তু বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক হইবে না ।

আর ইহাও আবশ্যক যে (ক) নালিশের হেতু সম্পূর্ণরূপে বা অংশত ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে উত্থিত হইয়াছে এবং নালিশ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে ঐ আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অনুমতি দিয়াছেন কিম্বা

(খ) মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে সকল প্রতিবাদী যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করেন বা ব্যবসায় চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন কিম্বা

(গ) প্রতিবাদিদের মধ্যে কোন জন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করেন বা ব্যবসায় চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন, এবং হয় মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে না হয় যে প্রতিবাদিরা পূর্ব্বোক্ত স্থানে বাস না করেন বা ব্যবসায় না চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম না করেন তাঁহারা ঐ রূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণবিষয়ে সম্মত হইয়াছেন ।

১ ব্যাখ্যা ।—কোন মোকদ্দমার উভয় পক্ষে কোন বিপরীত দাওয়া স্বীকার করাতে, দাওয়ার টাকা কমিয়া দুই হাজার টাকার অনধিক হইলে, ছোট আদালতের উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে ।

২ ব্যাখ্যা ।—কোন ব্যক্তির এক স্থানে নিয়ত নিবাস ও অন্য স্থানে কেবল কিয়ৎকালীন কার্য্যের নিমিত্ত বাসা থাকিলে তাঁহার কিয়ৎকালের নিমিত্ত বাসার স্থানে নালিশের হেতু উত্থিত হইলে তৎসম্পর্কে উভয় স্থানেই তাহার বাস হইতেছে এমত জ্ঞান হইবে ।

৩ ব্যাখ্যা ।— কোন সমবায়িত সমাজ কিম্বা কোম্পানি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত আপনার একই বা প্রধান কার্য্যালয়ে ব্যবসায় চালাইতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে অথবা ঐ আদালত তাহার নিম্নতর কার্য্যালয় থাকিলে ও সেই স্থানে নালিশের কোন হেতু ঘটিলে, তৎসম্পর্কে সেই স্থানে ব্যবসায় চালাইতেছেন এমত জ্ঞান হইবে ।

যে মোকদ্দমায় এই আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না তাহার কথা ।

১৯ ধারা । নিম্নলিখিত মোকদ্দমায় ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না, অর্থাৎ,

(ক) রাজস্ব ধার্য্য বা আদায় করণ সংক্রান্ত মোকদ্দমায়

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব বা কোন গবর্ণর সাহেব কিম্বা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের বা মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার কোন সভ্য স্বীয় পদোপলক্ষে অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে কোন ব্যক্তি, যে কার্য্য করিবার আজ্ঞা দেন বা যে কার্য্য করেন, তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমায়

(গ) কোন জজ বা বিচারসম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারক আপন পদের কার্য্যোপলক্ষে অথবা কোন আদালতের ব উক্তরূপ কোন জজের বা বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যকারকের কোন বিচার বা আজ্ঞাক্রমে কোন ব্যক্তি, যে কোন কার্য্য করিবার আজ্ঞা দেন বা যে কার্য্য করেন, তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমায়

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমায়

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তির বাটওয়ারা হইবার মোকদ্দমায়

(চ) স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক সিদ্ধি করিবার বা বন্ধক হইতে তাহা মুক্ত করিবার মোকদ্দমায়

(ছ) স্থাবর সম্পত্তিগত অন্য কোন স্বত্ব বা স্বার্থ নিরূপণ করিবার মোকদ্দমায়

(জ) চুক্তিমত বিশেষ কার্য্য করিবার বা চুক্তি অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমায়,

(ঝ) নিষেধ আজ্ঞা পাইবার মোকদ্দমায়

(ঞ) নিদর্শনপত্র রহিত বা সংশোধন করিবার মোকদ্দমায়

(ট) ন্যাসমত কার্য্য হইবার মোকদ্দমায়

(ঠ) সমুদ্রগামী জাহাজ সম্পর্কীয় সাধারণ গড় পড়তা ও বিমা বিষয়ক মোকদ্দমায়

(ড) সমুদ্র পথে জাহাজে জাহাজে ধাক্কা লাগিলে, তৎসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়

(ঢ) পেটেণ্ট, গ্রন্থ স্বত্ব বা ব্যবসায়ির চিহ্ন সংক্রান্ত নিয়ম ভঙ্গ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়

(ণ) অংশিত্ব বিলোপ করিবার বা অংশিত্ব ঘটিত কারবারের হিসাব পাইবার মোকদ্দমায়

(ত) আদালতের ডিক্রীক্রমে সম্পত্তি ও তাহার যথাযোগ্য কার্য্য নির্ব্বাহের হিসাব পাইবার মোকদ্দমায়

(থ) লিখিত বা বাচনিক অপবাদ রটনা বিদ্বেষ জনিত অভিযোগ পরস্ত্রী গমন বা বিবাহের অঙ্গীকার ভঙ্গ নিবন্ধন ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়

(দ) দাম্পত্য স্বত্ব পুনঃ প্রাপ্তির স্ত্রী পুন প্রাপ্তের কিম্বা বিবাহ বন্ধনচ্ছেদের মোকদ্দমায়

(ধ) কেবল স্বত্ব নির্ণায়ক ডিক্রী পাইবার মোকদ্দমায়

(ন) যে মোকদ্দমায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া কাণ্ড ঘটিত প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর বাদির দাওয়া নির্ভর করে সেই মোকদ্দমায়

(প) পৈতৃক পদ পাইবার মোকদ্দমায়

(ফ) স্বাধীন রাজা বা শাসনকারী সর্দ্দারদের বিরুদ্ধে কিম্বা ভিন্নদেশীয় রাজদূতের বা রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মোকদ্দমায়,

(ব) কোন হাই কোর্টের বিচারপত্র অনুযায়ী মোকদ্দমায়

(ভ) প্রচলিত কোন আইনক্রমে যেং মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ছোট আদালতের নাই সেইং মোকদ্দমায়

২০ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক না হইলে যে মোকদ্দমা ছোট আদালতের গ্রাহ্য হইত সেই মোকদ্দমায় উভয় পক্ষ যদি লিখিয়া এই রূপ নিয়মপত্র করিয়া থাকেন যে উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিতে ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে তবে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক হইলেও, উক্ত আদালতের ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার বিচারাধিপত্য থাকিবে।

অর্থগত বিচারাধিপত্যের অতিক্রান্ত মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আদালতের বিচার করিতে পারিবার কথা।

উক্তরূপ প্রত্যেক নিয়মপত্র আদালতে দাখিল করিতে হইবে, এবং দাখিল করা গেলে তৎসংক্রান্ত উভয় পক্ষ উক্ত আদালতের বিচারাধিপত্যের অধীন হইবেন এবং উক্ত মোকদ্দমায় ঐ আদালতের নিষ্পত্তি দ্বারা বদ্ধ হইবেন।

২১ ধারা। যে সকল মোকদ্দমায় ছোট আদালতের কোন কর্ম্মচারী স্বীয় পদোপলক্ষে এক পক্ষ সেই সকল মোকদ্দমা উক্ত আদালতের পরওয়ানা অনুক্রমে গৃহীত সম্পত্তির বা তদুৎপন্ন টাকার বা তাহার মূল্যের সম্বন্ধে না হইলে বাদির ইচ্ছামতে এই আইন বিধিবদ্ধ না হইলে যেরূপ হইত সেই রূপে, হাই কোর্টে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

আদালতের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বা তদ্বিরুদ্ধ মোকদ্দমার কথা।

২২ ধারা। ২১ ধারায় লিখিত মোকদ্দমা ভিন্ন ছোট আদালতের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা যদি হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায় এবং যদি উক্ত মোকদ্দমায় বাদী, চুক্তিমূলক মোকদ্দমা হইলে দুই হাজার টাকার বা সেই মূল্যের কম পরিমাণে, এবং অন্য কোন রূপ মোকদ্দমা হইলে তিনি শত টাকার বা সেই মূল্যের কম পরিমাণে ডিক্রী পান তবে বাদিকে কোন খরচা দেওয়া যাইবে না।

ছোট আদালতের বিচার্য্য অন্য মোকদ্দমা বাদী হাই কোর্টে উপস্থিত করিলে খরচার কথা।

উক্তরূপ কোন মোকদ্দমায় বাদী ডিক্রী না পাইলে মওক্কেলের নিকট আটর্নি যেরূপ খরচা পান প্রতিবাদী সেইরূপ খরচা পাইবার অধিকারী হইবেন।

যে জজ সাহেব উক্তরূপ কোন মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি উহা হাই কোর্টে উপস্থিত হইবার যোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেট দিলে, পূর্ব্ববর্ত্তী বিধি উহার প্রতি বর্ত্তিবে না।

---

৫ অধ্যায়।

মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৩ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যেং অধ্যায় ও ধারা নির্দ্দিষ্ট হইল সেইং অধ্যায় ও ধারা ছোট আদালতে চলিবে, ও উক্ত আদালতের বিবেচনায় যত দূর বর্ত্তিতে পারে, তত দূর বর্ত্তাইবে এবং এই আইনের বিশেষ বিধান দ্বারা যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল যে স্থলে তাহার বিরুদ্ধ হয় সেই স্থল ছাড়া উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী ছোট আদালতের বিচার্য্য সকল মোকদ্দমায় অনুসৃত হইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কোনং অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তিবার কথা।

২৪ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৩ ধারার বিপরীত ভাবের কথা থাকিলেও এই আইনের বিধানমতে যে নিষ্পত্তি করা যায় তৎক্রমে যে উপকারের আদেশ হয় সেই নিষ্পত্তির সময়ে সেই উপকার পাইবার স্বত্ব

কৃত নিষ্পত্তি বিষয়ের কথা।

৬ অধ্যায়।

নূতন বিচার ও পুনর্ব্বার শুনানী হইবার কথা।

আদালতের বিচার ও আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবার কথা।

ছোট আদালতে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৩৯ ধারা। পশ্চাল্লিখিত বিশেষ বিধানের স্থল ভিন্ন কোন মোকদ্দমায় ছোট আদালতের প্রত্যেক ডিক্রী ও আজ্ঞা চূড়ান্ত ও নিষ্পন্ন হইবে কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫২২ ধারামত ডিক্রী ভিন্ন কোন মোকদ্দমায় ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি আট দিনের মধ্যে কোন পক্ষ প্রার্থনা করিলে আদালত যেরূপ নিয়ম যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন সেইরূপ নিয়মে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে এবং আনুষ্ঠানিক কার্য্য তৎকালের নিমিত্ত স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনাপত্রের কথা।

৪০ ধারা। কোন মোকদ্দমায় বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক হইলে, বিচার হইবার পর আট দিনের মধ্যে কোন পক্ষ ঐ মোকদ্দমার পুনর্ব্বার শুনানী হয় এই আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ প্রার্থনাপত্র আফিডেবিট দ্বারা সমর্থন করিতে হইবে এবং প্রার্থক আডবোকেট উকীল বা আটর্ণি দ্বারা উপস্থিত হইলে ঐ প্রার্থনাপত্র সমর্থনার্থ শুনানীর সময়ের প্রধান উকীলের লিখিত এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে যে তাঁহার মতে ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বার শুনিবার বিশিষ্ট হেতু আছে। ঐ প্রার্থনাপত্র শুনিয়া যদি হাই কোর্টের এরূপ মত হয় যে বিচারে ভ্রম বা ত্রুটি হইয়াছে কিম্বা উক্তরূপ পুনর্ব্বার শুনানীর অন্যান্য বিশিষ্ট হেতু আছে তবে কোর্ট এক পক্ষের কথা শুনিয়া যেরূপ নিয়ম উচিত বোধ করেন সেইরূপ নিয়মে ঐ রূপ পুনর্ব্বার শুনানী হইবার আজ্ঞা দিবা তাহার দিন ধার্য্য করিবেন উহার সংবাদ বিপক্ষ পক্ষকে দেওয়া যাইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৪৫, ৫৪৬ ও ৫৪৭ ধারায় আপীল হইলে ডিক্রী স্থগিত ও জারী করণ স ক্রান্ত যে ২ বিধি আছে, তাহা এই ধারামত প্রার্থনাপত্র ছোট আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল বলিয়া গণ্য হইলে যেরূপে বর্ত্তিত সেইরূপে ঐ প্রার্থনাপত্রের প্রতি বর্ত্তিবে।

পুনর্ব্বার শুনানী হইবার সময়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪১ ধারা। ৪০ ধারামতে যে দিন ধার্য্য করা যায় সেই দিন কিম্বা শুনানীর দিনান্তর নিরূপিত হইয়া থাকিলে সেই দিন হাই কোর্ট বা ঐ কোর্টের কোন জজ হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্য ক্রমে উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় ঐ মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ছোট আদালতের বাদী ঐ মোকদ্দমায় বাদী বলিয়া ও ছোট আদালতের প্রতিবাদী প্রতিবাদী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং মোকদ্দমার বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার আজ্ঞা হয় নাই বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারামতে যে মোকদ্দমার পুনর্ব্বার শুনানী হয়, তাহাতে এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্য ক্রমে উপস্থিত মোকদ্দমা স ক্রান্ত ঐ কোর্টের রীতি ও কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হইবে। কিন্তু এই ধারামত কোন বিচার ডিক্রী বা আজ্ঞার উপর আপীল হইবে না

হাই কোর্টের ডিক্রী জারী করণের কথা।

৪২ ধারা। উক্তরূপ পুনর্ব্বার শুনানী হইলে কোন হাই কোর্ট যে প্রত্যেক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন তাহা ঐ কোর্টের অন্যান্য ডিক্রীর ন্যায় ঐ হাই-কোর্ট জারী করিতে পারিবেন কিম্বা উক্ত হাই কোর্ট আপন বিবেচনামতে তাহা জারী করিবার নিমিত্ত ঐ ছোট আদালতে পাঠাইতে পারিবেন।

---

৭ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির পুন প্রাপ্তি বা অধিকার সম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্যের কথা।

বিনা অনুমতিতে যে ব্যক্তি সম্পত্তি দখল করিয়া থাকে তাহাকে সমন দিবার কথা।

৪৩ ধারা। যে কোন স্থাবর সম্পত্তি ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকে এবং প্রতিযোগিতার অত্যুচ্চ খাজানার হারে যাহার বার্ষিক মূল্য এক হাজার টাকার অধিক না হয়, কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অথবা যৎসূত্রে ঐ অন্য ব্যক্তির দাওয়া সেই ব্যক্তির প্রজাভাবে বা অনুমতিক্রমে যদি সেই ভূমি দখল করিয়া থাকেন

এবং যদি ঐ প্রজা ভাব শেষ বা অনুমতি রহিত হইয়া থাকে,

এবং উক্ত প্রজা বা দখিলকার অথবা তাহার অধীনে বা নিয়োগ ক্রমে ভূমিভোগী কোন ব্যক্তি (ইহারা পরে দখলকারী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে) উক্ত অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে এবিষয়ে আদেশ পাইলেও তদনুসারে ঐ সম্পত্তি দিতে অস্বীকার করিলে

(পরে দরখাস্তকারী বলিয়া অভিহিত) ঐ অন্য ব্যক্তি দখলকারির বিরুদ্ধে সমন দিবার নিমিত্ত ছোট আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন। ঐ সমনে উক্ত দখলকারির প্রতি এই আদেশ থাকিবে, যে, ঐ সম্পত্তি দিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি কেন বল প্রয়োগ করা যাইবে না, সমন নির্দ্দিষ্ট তারিখে তাহার কারণ দর্শাইবেন।

সমন জারী করিবার কথা।

৪৪ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে প্রতি দিব উপর সমন জারী করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে সেই প্রণালীমতে দখলকারির উপর সমন জারী করা যাইবে।

দখল দেওয়াইবার আজ্ঞার কথা।

৪৫ ধারা। যদি দখলকারী নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না হয় ও বিপরীত কারণ না দর্শায়, তবে দরখাস্তকারী ৪৩ ধারামতে দরখাস্ত করিতে স্বত্ববান্ ছোট আদালতের এই রূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে তিনি উক্ত আদালতের বেলিফের প্রতি অনুজ্ঞাপত্র

পাইবার অধিকারী হইবেন ঐ অনুজ্ঞাপত্রে উক্ত আদালত যে তারিখের নাম করা উচিত বোধ করেন সেই তারিখে দরখাস্তকারিকে ঐ সম্পত্তির দখল দেওয়াইবার নিমিত্ত বেলিফের প্রতি আদেশ থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—যদি দখলকারী প্রমাণ করিতে পারেন যে, যে স্বত্বের বলে প্রজাভাব সৃষ্ট বা অনুমতি প্রদত্ত, হয় দরখাস্তের তারিখের পূর্ব্বে সে স্বত্ব লোপ হইয়াছে তাহা হইলে তিনি এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী কারণ দর্শা হয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

উক্ত অনুজ্ঞাপত্রের বলে বেলিফের সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া দখল দিতে পারিবার কথা।

৪৬ ধারা। উক্তরূপ কোন অনুজ্ঞাপত্র যে বেলিফকে দেওয়া যায়, উহার বলে সেই বেলিফ পূর্ব্বাহ্ন ছয়টার পর ও অপরাহ্ন ছটার পূর্ব্বে সাহায্য জন্য যত জন লোক আবশ্যক বোধ করেন লইয়া অনুজ্ঞাপত্র লিখিত সম্পত্তিতে প্রবেশ পূর্ব্বক দরখাস্তকারিকে তাহার দখল দেওয়াইতে পারিবেন, এবং দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তি দখল পাইবার স্বত্ব

অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দেওন প্রভৃতিনিমিত্ত জজ বা কর্ম্মচারির বরুদ্ধে কোন কার্য্যানুষ্ঠান না হইতে পারিবার কথা।

ছিল না কেবল এই কারণে উক্ত অনুজ্ঞাপত্রদাতা ছোট আদালতের কোন জজের বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে অথবা ঐ অনুজ্ঞাপত্রমতে কার্য্যসাধক বা পূর্ব্বোক্তরূপ কোন সমন জারীকারী কোন বেলিফ বা অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্তরূপ কোন অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দিবার বা সাধন বা জারী করিবার নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা বা অভিযোগ চালান যাইবে না।

দরখাস্তকারির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তিহেতুক তাঁহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না করিবার কথা।

৪৭ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময়ে উক্ত দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে উক্ত আজ্ঞাক্রমে দখল লইতে কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তি বা দোষ বা অনিয়ম যদি ঘটে তজ্জন্য তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার পক্ষে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না। কিন্তু

দখলকারির ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।

উক্ত ভ্রান্তি বা দোষ বা অনিয়ম নিবন্ধন কোন ব্যক্তির ক্ষতি হইলে, সেই অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তি ঐ ক্ষতিপূরণের আদায় নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

উক্তরূপ কোন ক্ষতির প্রমাণ না হইলে মোকদ্দমা ডিসমিস করা যাইবে এবং যে কোন স্থলে ক্ষতির প্রমাণ হয় সেই স্থলে আদালতের অবধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দশ টাকার অধিক না হইলে, যে জজ বিচার করেন তিনি যদি এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট না দেন যে তাঁহার মতে বাদিকে সম্পূর্ণ খরচা দেওয়া উচিত, তবে আদালত বাদিকে ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত খরচা দিবেন না।

অন্যায়ভাবে আজ্ঞা পাইলে দরখাস্তকারির দায়ের কথা।

৪৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দরখাস্তকারী কোন সম্পত্তির দখল পাইলে, যদি পূর্ব্বোক্তরূপ আজ্ঞা পাইবার দরখাস্ত করিবার সময়ে তাঁহার ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব না থাকে, তবে ঐ আজ্ঞাক্রমে যে ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করেন, এই আইনের কোন কথায় সেই ব্যক্তির মোকদ্দমা হইতে উক্ত দরখাস্তকারী রক্ষিত হইবেন এরূপ জ্ঞান হইবে না।

এরূপ স্থলে আজ্ঞা পাইবার দরখাস্তই অনধিকার প্রবেশের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময়ে, উক্ত দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব না থাকিলে, যদি উক্ত আজ্ঞা দেওয়া হয়, তবে তৎক্রমে দখল না লইলেও দরখাস্তকারী দখলকারির বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

দখলকারী দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার জামিন দিলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

৪৯ ধারা। এই ৪৩ ধারামত দরখাস্ত করা গেলে দখলকারী নিজে যদি দুইজন জামিনের সহযোগে, ছোট আদালত সম্পত্তির মূল্য ও পশ্চাল্লিখিত মোকদ্দমার সম্ভাবিত খরচার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যত টাকা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন তত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া অবিলম্বে দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের ক্ষতিপূরণ নিমিত্ত হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে এবং ঐ মোকদ্দমা আপনি না চালাইলে বা দরখাস্তকারির অনুকূলে বিচার হইলে মোকদ্দমার সমুদয় খরচা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন, তবে যাবৎ ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয় ছোট আদালত উক্ত দরখাস্তের অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

উক্তরূপ কোন মোকদ্দমায় দখলকারী দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইলে ৪৫ ধারাক্রমে যদি কোন আজ্ঞা করা হইয়া থাকে তাহা রহিত হইয়া এই ডিক্রী প্রবল হইবে।

এই ধারামত মোকদ্দমায় ২২ ধারার কোন কথা খাটিবে না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন দ্বারা কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত হইবার কথা।

৫০ ধারা। এই অধ্যায়মত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্যে, এই আইনের প্রকাব-স্তরের বিধান স্থল ছাড়া অন্যত্র ছোট আদালত যত দূর হইতে পারে প্রথমস্থানীয় আদালতের নিমিত্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিবেন।

দখল পাওয়া গেলে স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত মোকদ্দমার বাধা না হইবার কথা।

৫১ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন স্থাবর সম্পত্তির দখল পাওয়া গেলে তাহার স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন বাধা হইবে না।

---

৮ অধ্যায়।

হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

প্রশ্নার্পণ যে সময়ে করিতেই হইবে তাহার কথা।

৫২ ধারা। যদি ছোট আদালতের দুই বা তদধিক জজ কোন মোকদ্দমায় বা এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে একত্র আসীন হইয়া আইনঘটিত বা আইনতুল্য বলবৎ রীতিঘটিত কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে

কিম্বা যাহাতে মোকদ্দমার গুণাগুণ স্পৃষ্ট হয় কোন দলীলের এরূপ অর্থকরণ সম্বন্ধে ভিন্নমত হন,

কিম্বা কোন মোকদ্দমায় বা উক্তরূপ কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে যদি উক্তরূপ কোন প্রশ্ন উঠে এবং কোন পক্ষ প্রার্থনা করেন

তবে ছোট আদালত উক্ত মোকদ্দমার বৃত্তান্তঘটিত বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিবেন এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬১৭ ধারামতে উক্ত বর্ণনাপত্র হাই কোর্টের মত জন্য অর্পণ করিয়া হয় রায় দেওয়া স্থগিত রাখিবেন, না হয় উক্ত মত সাপেক্ষ করিয়া রায় দিবেন।

৫৩ ধারা। হাই কোর্টের মত সাপেক্ষ করিয়া ৫২ ধারামতে রায় দেওয়া গেলে, যে পক্ষের বিরুদ্ধে ঐ রায় দেওয়া যায় তিনি অবিলম্বে হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার খরচার ও রায়ের লিখিত টাকার জামিন দিবেন। ছোট আদালত ঐ জামিন মঞ্জুর করিবেন।

যে পক্ষের বিরুদ্ধে সাপেক্ষ রায় দেওয়া যায় উক্তরূপ প্রশ্নার্পণ হইলে তাহার জামিন দিতে হইবার কথা

কিন্তু যে জজ কোন মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি ঐ মোকদ্দমার রায়ের লিখিত টাকা আদালতে দিবার আজ্ঞা করিলে এবং তদনুসারে তাহা দেওয়া গেলে ঐ টাকার নিমিত্ত কোনরূপ জামিন দিবার আদেশ করা যাইবে না।

পূর্ব্বোক্তরূপ জামিন অবিলম্বে দেওয়া না গেলে, যে পক্ষের বিরুদ্ধে উক্তরূপ সাপেক্ষ রায় দেওয়া হইয়াছে সেই পক্ষ তাহা মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

উক্তরূপ জামিন না দেওয়া গেলে ঐ পক্ষ রায় মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

---

৯ অধ্যায়।

ফী ও খরচার কথা।

৫৪ ধারা। প্রত্যেক মোকদ্দমার আবেদনপত্রে ও ৪০ ও ৪৩ ধারামত প্রার্থনাপত্রে

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ফীর কথা।

(ক) বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচ শত টাকার অনধিক হইলে, ঐ পরিমাণ বা মূল্যের উপর টাকা প্রতি দুইআনার অনধিক,

(খ) বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক হইলে ৬২।। ও পাঁচশত টাকার অতিরিক্ত পরিমাণ বা মূল্যের উপর টাকা প্রতি এক আনার অনধিক, ফী দেওয়া যাইবে, এবং যাবৎ ঐ ফী দেওয়া না যায়, উক্তরূপ কোন আবেদন বা প্রার্থনাপত্র গ্রহণ করা যাইবে না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৮ অধ্যায়মত নিয়মপত্র দাখিল করিতে হইলে ১০ টাকা ফী দিতে হইবে।

৫৫ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য এই আইনের তৃতীয় তফসীলের প্রথম ঘরের নির্দ্দিষ্ট টাকার অধিক, কিন্তু দ্বিতীয় ঘরের নির্দ্দিষ্ট টাকার অনধিক হইলে উক্ত তফসীলের তৃতীয় ও চতুর্থ ঘরে যেই ফী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ২ ঘর যেই পরওয়ানা সম্পর্কীয় হয় এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে সেই২ পরওয়ানা বাহির হইবার পূর্ব্বে সেই২ ফী দিতে হইবে। যে ব্যক্তির পক্ষে যে পরওয়ানা বাহির হয়, সেই ব্যক্তির সেই পরওয়ানার ফী দিতে হইবে।

পরওয়ানার ফীর কথা।

৫৬ ধারা। উক্তরূপ কোন মোকদ্দমার বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যের শুনানী হইবার পূর্ব্বে পক্ষেরা আপোষে তাহা মিটাইয়া ফেলিলে, তৎকাল পর্য্যন্ত যত ফী দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে যেপক্ষ যাহা দিয়াছেন ছোট আদালত তাঁহাকে তাহার অর্দ্ধেক ফিরাইয়া দিবেন।

শুনানীর পূর্ব্বে আপোষে মিটাইলে অর্দ্ধেক ফী ফিরাইয়া দিবার কথা।

৫৭ ধারা। কোন দরিদ্র ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বা ৪৩ ধারামত দরখাস্ত দিলে, ছোট আদালত যদি উচিত বিবেচনা করেন ৫৪ ও ৫৫ ধারার উল্লিখিত ফী না লইয়া অথবা উক্ত ফীর কিয়দংশ লইয়া ঐ মোকদ্দমা ও দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া রেজিষ্টরী করিতে পারিবেন।

দরিদ্র ব্যক্তিদের ফী ও খরচার কথা।

৫৮ ধারা। ৫৪ ও ৫৫ ধারামতে যে ফী দিতে হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া তাহার পরিমাণ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

ফী পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

কিন্তু কোন স্থলে উক্ত ফীর পরিমাণ ঐ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হইবে না।

৫৯ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য বিশ টাকার অধিক না হইলে কোন পক্ষ আডবোকেট উকীল আটর্ণি বা অন্য কোন ব্যবহারাজীবিকে নিযুক্ত করিয়া যাহা খরচ করেন তাহা এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ছোট আদালতে খরচা বলিয়া দেওয়া যাইবে না কিন্তু যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ঘটনা বশত উক্তরূপ ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত করা যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা হইলে ঐ খরচ দেওয়া যাইবে।

ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত করিবার খরচের কথা।

৬০ ধারা। এই অধ্যায়ের কোন কথায় আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ৩ও ৫ ও ২৫ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ৩ ও ৫ ও ২৫ ধারা সংরক্ষণের কথা।

---

১০ অধ্যায়।

সামান্য আমলাদের অসদাচরণের কথা।

৬১ ধারা। কোন ক্লার্ক, বেলিফ বা আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা আপন পদের কার্য্য সম্পাদনে অসদাচরণ বা উপেক্ষা দোষে দোষী হইলে, চীফ জজ আজ্ঞা দিয়া তাহার এক মাসের

কর্ম্মচারিদের জরিমানা হইতে পারিবার কথা।

বেতনের অনধিক পরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবেন এবং ঐ জরিমানা তাহার বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

৬২ ধারা। যদি কোন ক্লার্ক বেলিফ বা ছোট আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা, আপন পদোপলক্ষে কোন আজ্ঞা বা ওয়ারেণ্ট জারী করিতে নিযুক্ত হইয়া উপেক্ষা বা না জানার ভান বা ত্রুটি করিয়া, উক্ত আজ্ঞা বা ওয়ারেণ্ট জারী করিবার সুযোগ হারায়, তবে উক্তরূপ উপেক্ষা বা না জানার ভান বা ত্রুটি করাতে যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে, যে টাকার নিমিত্ত উক্ত আজ্ঞা বা ওয়ারেণ্ট দেওয়া হইয়াছিল কোন স্থলে সেই টাকার অধিক না হয়, এরূপ যত টাকা চীফ জজ ঐ কারণ নিবন্ধন ঐ ব্যক্তির ক্ষতির পরিমাণ তুল্য জ্ঞান করেন উক্ত চীফ জজের আজ্ঞাক্রমে ঐ ক্লার্ক বেলিফ বা আমলা তত টাকা দিতে দায়ী হইবে।

আজ্ঞা বা ওয়ারেণ্ট জারী করিতে বেলিফ কর বা অন্য কর্ম্মচারির ত্রুটির কথা।

৬৩ ধারা। কোন ক্লার্ক বেলিফ বা ছোট আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা উক্ত আদালতের পরওয়ানা উপলক্ষ করিয়া বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা অসদাচরণ করিয়াছে বলিয়া, অথবা উক্ত আদালতের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া যে টাকা আদায় করে তাহা বা তাহার হিসাব যথাবিধি দেয় নাই বলিয়া তাহার নামে যদি অভিযোগ হয় তবে আদালত উক্ত অভিযোগের তদন্ত লইয়া যেরূপ উচিত বোধ করেন উক্ত কর্ম্মচারির উক্ত বলপূর্ব্বক গৃহীত টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবার বা পূর্ব্বোক্তরূপে আদায় করা কোন টাকা ও ক্ষতিপূরণ ও খরচা দিতে হইবার সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারিদের বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা ত্রুটির কথা।

৬৪ ধারা। এই আইনমত মোকদ্দমায় সাক্ষিদিগকে সমন দিয়া হাজির করাইবার ও বলপূর্ব্বক দলীল উপস্থিত করাইবার যে২ ক্ষমতা ছোট আদালতের আছে এই অধ্যায়মত তদন্ত কার্য্যে উক্ত আদালতের সেই২ ক্ষমতা থাকিবে।

আদালতের সাক্ষিদিগকে সমন প্রভৃতি দিতে পারিবার কথা।

৬৫ ধারা। টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার এই অধ্যায়মত আজ্ঞাক্রমে টাকা দেওয়া না গেলে, যে ব্যক্তিকে ঐ টাকা দেয় হয় সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞা আপনার অনুকূলে ছোট আদালতের ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করিতে পারিবেন।

আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

---

১ অধ্যায়।

আদালতের প্রতি অবজ্ঞার কথা।

৬৬ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৭৫ ৭৮, ১৭৯, ১৮০ বা ২২৮ ধারায় যেরূপ অপরাধের বর্ণনা আছে ছোট আদালতের দৃষ্টি গোচরে বা সম্মুখে তদ্রূপ কোন অপরাধ করা গেলে, উক্ত আদালত অপরাধিকে হেফাজতে রাখাইতে পারিবেন এবং সেই দিন আদালত বরখাস্ত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে উচিত বোধ করিলে অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধির দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড এবং তাহা না দিলে দেওয়ানী জেলে এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্তকাল গত হইবার পূর্ব্বে অর্থদণ্ডের টাকা দিলে অপরাধী মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

কোন ২ অবজ্ঞার স্থলে আদালতের কার্য্য প্রণালীর কথা।

৬৭ধারা। উক্তরূপ প্রত্যেক স্থলে, ঐ আদালত যেহ বৃত্তান্ত লইয়া অপরাধ হয় তাহা ও অপরাধির কৃত কোন উক্তি থাকিলে তাহা, এবং নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

উক্তরূপ স্থলে যাহা লিপিবদ্ধ হইবে তাহার কথা।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৮ ধারামত অপরাধ হইলে যে সময়ে বাধা প্রাপ্ত বা অপমানিত হন, সেই সময়ে আদালত যে বিচার সংক্রান্ত কার্য্যে অধিবিষ্ট ছিলেন সেই কার্য্যের ভাব ও চলনের অবস্থা এবং উক্ত বাধা বা অপমানের প্রকৃতি ঐ লিপিবদ্ধ কথায় দর্শাইতে হইবে।

৬৮ ধারা। যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ৬৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট ও আপনার দৃষ্টি গোচরে বা সম্মুখে কৃত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াপ্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন কারাদণ্ড কিম্বা দুইশত টাকার অধিক অর্থদণ্ড হওয়া উচিত অথবা যদি অন্য কোন কারণে আদালত বিবেচনা করেন যে ৬৬ ধারামতে উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত নহে, তবে আদালত যেহ বৃত্তান্ত লইয়া অপরাধ হয় তাহা এবং পূর্ব্বলিখিত বিধিমত অপরাধির উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া মোকদ্দমা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে পারিবেন এবং ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে এভাব জামিন লইবার আদেশ দিতে পারিবেন, অথবা উপযুক্ত জামিন না দেওয়া গেলে ঐ ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

৬৬ ধারামতে মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লইয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের যে ধারা অনুসারে তাহার নামে অভিযোগ হয় অপরাধির প্রতি সেই ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৬৯ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করা গেলে তাহা করিতে অস্বীকার করা কিম্বা সেই কর্ম্ম না করা অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করা বা কার্য্যের বাধা দেওয়া প্রযুক্ত আদালত ৬৬ বা ৬৮ ধারামতে ঐ অপরাধির দণ্ডার্পণ করিলে কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইলে যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা বা আদেশ মানিতে স্বীকার করে অথবা আদালতের হৃদ্বোধমতে অপরাধ স্বীকার করে তবে আদালত স্বেচ্ছামতে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে পারিবেন।

অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

উত্তর দিতে বা দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার বা হেফাজতে রাখিবার কথা।

৭০ ধারা। ছোট আদালতের সম্মুখে কোন সাক্ষিকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সে তাহার উত্তর দিতে কিম্বা তাহার অধিকারগত বা ক্ষমতাধীন যে দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হয় তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে এবং অস্বীকার করণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না দেখাইলে, ঐ আদালত ঐ ব্যক্তির সাত দিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে কিম্বা তাহা ক তত দিন আদালতের কোন কর্ম্মচারির হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে উত্তর দিতে বা স্বলবিশেষ উক্ত দলীল উপস্থিত করিতে সম্মত হইলে, তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও অস্বীকার করিতে থাকিলে এই আইনের ৬৬ বা ৬৮ ধারার বিধান মতে তাহাকে লইয়া কার্য্য হইতে পারিবে।

৬৬ ও ৭০ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৭১ ধারা। ৬৬ বা ৭০ ধারামত আজ্ঞাক্রমে কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করিলে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের আপীল সংক্রান্ত বিধান সমূহ যতদূর বর্ত্তিতে পারে এই ধারামত আপীলের প্রতি বর্ত্তিবে।

---

১২ অধ্যায়।

বিবিধ কথা।

কে উপস্থিত হইতে পারিবে ইত্যাদি কথা।

৭২ ধারা। হাই কোর্টের আডবোকেট উকীল বা আটর্ণি ভিন্ন অথবা যিনি এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে ছোট আদালতের উকীল থাকেন তদ্ভিন্ন, কোন ব্যক্তি এই আইনমত ছোট আদালতের কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উপস্থিত হইতে বাদানুবাদ করিতে বা কর্ম্ম করিতে পারিবেন না এবং

(ক) হাই কোর্টের উকীলের বা আটর্ণির নিকট কিম্বা ছোট আদালতের উকীলের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হাই কোর্টের আডবোকেট কিম্বা

(খ) হাই কোর্টের উকীল ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য এক হাজার টাকার অধিক হইলে ঐ রূপ কোন মোকদ্দমার শুনানী সময়ে আদালতে বক্তৃতা বা সাক্ষিদিগকে পরীক্ষা করিবেন না।

কোন ব্যক্তির নিজের কিম্বা মোকদ্দমা সংক্রান্ত অন্য কোন ব্যক্তির মোকদ্দমা চালাইবার যে স্বত্ব আছে আর বর্ত্তমান দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনমতে কোন ব্যক্তির স্বীকৃত মোক্তারের যে স্বত্ব আছে এই ধারার কোন কথায় তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

যে ব্যক্তিদের দ্বারা পরওয়ানা জারী করা যাইতে পারে তাহাদের কথা।

৭৩ ধারা। দলীল উপস্থিত করিবার নোটিস সাক্ষিদের সমন এবং (প্রতিবাদির প্রতি সমন ও জারীর পরওয়ানা ছাড়া) এই আইনমতে ছোট আদালতের প্রতি প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে অন্য যে সকল পরওয়ানা দেওয়া যায় তৎসমুদয়, আদালত সামান্য বা বিশেষ আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিলে আদালত সময়ে২ এতদর্থে যে ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করেন তাহাদের দ্বারা জারী করা যাইতে পারিবে।

রেজিষ্টর ও রিটার্ণের কথা।

৭৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদনাধীনে হাই কোর্ট যেরূপ নির্দ্দেশ করেন ছোট আদালত সেই রূপ রেজিষ্টর বহী ও হিসাব রাখিবেন এবং হাই কোর্টে সেইরূপ বর্ণনাপত্র ও রিটর্ণ পাঠাইবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বা হাই কোর্টের আদেশ মতে ছোট আদালতের কাগজপত্রাদি দিতে হই বার কথা।

৭৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বা স্থলবিশেষে হাই কোর্ট যেরূপ পাঠ ও প্রণালী উপযুক্ত জ্ঞান করেন, সেইরূপ পাঠে ও প্রণালীতে উক্ত গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট সময়ে২ কাগজ পত্র রিটর্ণ ও বর্ণনাপত্র পাঠাইবার যে আদেশ করেন ছোট আদালত সেই আদেশ পালন করিবেন।

পর্ব্বদিন ও বন্ধের দিনের কথা।

৭৬ ধারা। আদালতে যে২ পর্ব্বদিন ও বন্ধের দিন পালিত হইবে ছোট আদালত প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন নিমিত্ত প্রেরণ করিবেন। উক্ত অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়া গেলে ঐ তালিকা স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং তদনুসারে উক্ত পর্ব্বের দিন ও বন্ধের দিন পালিত হইবে।

ছোট আদালতের দ্বারা ধৃতকরণ হইতে কোন২ ব্যক্তির মুক্ত থাকিবার কথা।

৭৭ ধারা। শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ও তাঁহার মন্ত্রিসভার সভ্যদিগকে মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব ও তাঁহাদের মন্ত্রিসভার সভ্যদিগকে বঙ্গ দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবকে এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে সংস্থাপিত হাই কোর্টের চীফ জষ্টিস ও জজদিগকে ঐ রূপ ছোট আদালতের আজ্ঞাক্রমে ধৃত করা যাইতে পারিবে না।

ছোট আদালতের ডিক্রীর উপর মোকদ্দমা না হইবার কথা।

৭৮ ধারা। ছোট আদালতের কোন ডিক্রীর উপর মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

যে স্থানে কারাবদ্ধ হইবে সেই স্থানের কথা।

৭৯ ধারা। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ যে স্থান নিরূপণ করেন যে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিতে ছোট আদালতের আজ্ঞা হয় তাহাকে সেই স্থানে কারাবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারিবে।

আইনমতে কৃত কোন কর্ম্মের মোকদ্দমায় প্রস্তাবের কথা।

৮০ ধারা। এই আইনমত কোন কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তবে সে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে বাদিকে যথোচিত ক্ষতিপূরণ দিবার প্রস্তাব করা হইয়া থাকিলে বাদী কিছু পাইতে পারিবেন না।

অভিযোগের মিয়াদের কথা।

৮১ ধারা। এই আইনমতে কোন কর্ম্ম করা হইয়াছে বলিয়া যে সকল অভিযোগ হয় তৎসমুদয় ঐ অপরাধ হইলে পর তিন মাসের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে।

প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

যেং ব্যবস্থা রহিত হইল।

A—সুপ্রীম কোর্টের চার্টর।

তারিখ।		যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৭৭৪ সালের ২৬ মার্চ	কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	২১ প্রকরণ।
১৮০০ সাল ২৬ ডিসেম্বর	মান্দ্রাজের সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	৪৭ প্রকরণ।
১৮২৩ সাল ৮ ডিসেম্বর	বোম্বাইয়ের সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	৪৯ প্রকরণ।

B—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয় বা সংক্ষেপ নাম।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৫০ সা ৯ আ	কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্পকজ্ঞ ও দাওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ মতে অদায় করণের আইন	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।
১৮৫৭ সা ২০ আ	১৮৫ সালের ৯ আইন সংশোধন করিবার আইন	সমুদয়।
১৮৬৪ সা ২৬ আ	কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ঐ আদালতে অধিক সংখ্যক বিচার কর্ত্তাকে নিযুক্ত করণের বিধান করিবার আইন	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।
১৮৭৭ সা ১০ আ	দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইন	৮ ধারা ২ প্রকরণ।

C—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৬৪ সা ৬ আ	বোম্বাইয়ের ছোট আদালত দ্বারা যে সকল ব্যক্তি কারা বদ্ধ হয় তাহাদের খোরাকীর উৎকৃষ্টতর বিধান করণার্থ আইন।	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ৮৮১। ১৯ জুলাই।]

দ্বিতীয় তফসীল।

(২৩ ধারা দেখ।)

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যে২ অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তান গেল।

পরিভাষা। ২ ধারা। অর্থকরণের ধারা।

১ অধ্যায়।—১১ ধারা ছাড়া আদালতের এলাকার ও পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

২ অধ্যায়।—১৫ ১৬ ১৭, ১৮ ও ১৯ ধারা, ২০ ধারার ৪ প্রকরণ, এবং ২২ অবধি ২৪ পর্য্যন্ত ধারা, ২৫ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ ছাড়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

৩ অধ্যায়।—৩৭ ধারার (খ) ও শেষ প্রকরণ ছাড়া, উভয় পক্ষ ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনা করণ ও ক্রিয়া বিষয়ক বিধি।

৪ অধ্যায়।—৪২ ধারা ও ৪৪ ধারার ক বিধি ছাড়া মোকদ্দমার আকার বিষয়ক বিধি।

৫ অধ্যায়।—৫৩ ধারার (ঙ) প্রকরণ ও ৫৫ ধারা ও ৫৭ ধারার (খ) প্রকরণ ও ৫৮ ও ৬২ ধারা ছাড়া মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ক বিধি।

৬ অধ্যায়।—৬৪ ধারার ' ও ৫৮ ধারার আদেশমতে তাহার নকল কি সংক্ষেপ বর্ণনাপত্র অর্পণ করা গেলে ' এই ২ কথা ও ৬৫ ও ৬৬ ও ৮৬ ধারা ছাড়া, সমন বাহির করণ ও দেওন বিষয়ক বিধি।

৭ অধ্যায়।—উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফল বিষয়ক বিধি।

৮ অধ্যায়।—১১০, ১১২ ও ১১৩ ধারা ছাড়া বর্ণনাপত্র ও দাওয়ার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি।

৯ অধ্যায়।—১১৯ ধারা ছাড়া আদালতের দ্বারা উভয় পক্ষের পরীক্ষা লওন বিষয়ক বিধি।

১০ অধ্যায়।—দলীলের সন্ধান লওন ও গ্রাহ্য করণ ইত্যাদি বিষয়ক বিধি। ১২৮ অবধি ৩৩ পর্য্যন্ত ধারা ১৩৫ ধারা ও যত দূর প্রশ্নের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা ছাড়া ৩৬ ধারা, দ্বিতীয় প্রকরণ ছাড়া ১৩৭ ধারা ১৩৮ ধারা, শেষ বাক্য ছাড়া ১৩৯ ধারা, উপবিধি ও তাহা অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিখিয়া ' এই কথা ছাড়া ১৪০ ধারা এবং ১৪১ ১৪২, ১৪৩, ও ৪৫ ধারা।

১ অধ্যায়।—ইস্যু নির্ণয় করণ বিষয়ক বিধি। ১৫০ ও ১৫১ ধারা।

১২ অধ্যায়।—৫৪ ধারা ও ১৫৫ ধারা ছাড়া প্রথম শ্রবণের সময় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণ বিষয়ক বিধি।

১৩ অধ্যায়।—মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

১৪ অধ্যায়।—১৬৮, ১৬৯, ৭ ও ৭৫ ধারা ছাড়া সাক্ষিদের নামে সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন বিষয়ক বিধি।

১৫ অধ্যায়।—১৮২ অবধি ৯১ পর্য্যন্ত ধারা ছাড়া মোকদ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওন বিষয়ক বিধি।

১৬ অধ্যায় ।—আফিডেবিট বিষয়ক বিধি ।

১৭ অধ্যায় ।—২০০, ২০১ ২০২ ২০৪, ২০৭, এবং ২১১ অবধি ২১৫ পর্য্যন্ত ধারা ছাড়া, বিচার ও ডিক্রী বিষয়ক বিধি ।

১৮ অধ্যায় ।—খরচা বিষয়ক বিধি ।

১৯ অধ্যায় ।—ডিক্রী জারী করণ বিষয়ক বিধি ২৩০ ধারায় প্রথম দুই প্রকরণ ২৩১ অবধি ২৩৬ পর্য্যন্ত ধারা ২৪৩ অবধি ২৫৯ পর্য্যন্ত ধারা ২৬৬ ধারা (অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও তাহার ডিক্রীর সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে) ২৬৭ অবধি ২৭২ পর্য্যন্ত ধারা ২৭৩ ধারা (অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় ডিক্রীর সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে) ২৭৫ অবধি ৩০৩ পর্য্যন্ত ধারা ৩২৮ অবধি ৩৩৩ পর্য্যন্ত ধারা ৩৩৬ ধারা (শেষ তিন প্রকরণ ছাড়া) ৩৩৭ অবধি ৩৪৩ পর্য্যন্ত ধারা ।

২১ অধ্যায় ।—কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণ শোধ করণের অক্ষমতা হইলে তদ্বিষয়ক বিধি ।

২২ অধ্যায় ।—মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোষে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি ।

২৩ অধ্যায় ।—আদালতে টাকা দেওন বিষয়ক বিধি ।

২৪ অধ্যায় ।—খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি ।

২৫ অধ্যায় ।—৩৯৬ ধারা ছাড়া ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি ।

২৭ অধ্যায় ।—গবর্ণমেণ্টের বা রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি ।

২৮ অধ্যায় ।—৪৩৩ ধারা ছাড়া ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্নদেশীয় ও এতদ্দেশীয় সরদারদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি ।

২৯ অধ্যায় ।—সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি ।

৩০ অধ্যায় ।—ট্রষ্টীদের ও উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্ম সম্পাদকদের ও দ্রব্যাদিরূপণাধিকারিদের দ্বারা ও তাহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি ।

৩১ অধ্যায় ।—নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি ।

৩২ অধ্যায় ।—সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি ।

৩৩ অধ্যায় ।—বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি ।

৩৪ অধ্যায় ।—স্থাবর সম্পত্তির ক্রোক সম্বন্ধীয় ভিন্ন নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি ।

৩৫ অধ্যায় ।—মোকদ্দমার চলন কালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি ৪৯৮, ৪৯৯ ৫০০ ও ৫০২ ধারা ।

৩৬ অধ্যায় ।—গ্রাহকদের নিযুক্ত করণ বিষয়ক বিধি ৫০৩ ধারা ।

৩৭ অধ্যায় ।—আপীল সংক্রান্ত ৫২২ ধারার বিধান ছাড়া সালিসীতে অর্পণ করণ বিষয়ক বিধি ।

৩৮ অধ্যায় ।—৫২৭ ধারার (খ) প্রকরণের যে অংশ স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কীয় সেই অংশ ছাড়া উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি ।

৪৬ অধ্যায় ।—হাই কোর্টে প্রশ্নকরণ ও পুনরালোচনা করণ বিষয়ক বিধি ।

৪৯ অধ্যায় ।—বিবিধ বিধি, ৬৪ অবধি ৬৫১ পর্য্যন্ত ধারা ।

তৃতীয় তফসীল ।

(৫৫ ধারা দেখ)

সমন ও অন্যান্য পরওয়ানা নিমিত্ত ফী ।

বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য নিম্নলিখিত টাকার অধিক	কিন্তু নিম্নলিখিত টাকার অনধিক হইলে	সমনের ফী	অন্যান্য পরওয়ানার ফী ।
		টাকা	টাকা
	১	৵০	৵০
১	২০	।	।
২	৫	।	॥
৫	১	১	১
১	১০	১।	২
২	৩	১॥০	৩
৩	৪	১৸	৪
৪০	৫	২	৫
৫০০	৬০	২।	৬
৬০	৭ ০	২॥০	৭
৭ ০	৮	২৸	৮
৮	৯	৩	৯
৯ ০	১০	৩।০	১০
১	১ ১	৩।৵	১ ॥
১১	১ ২	৩॥০	১১
১ ২	১ ৩ ০	৩॥৵	১১॥
১ ৩	১ ৪	৩৸০	১২
১,৪	১ ৫০০	৩৸৵	১২॥
১ ৫	১ ৬	৪	১৩
১ ৬	১ ৭	৪৵০	১৩॥০
১৭ ০	১৮০	৪।	১৪
১৮ ০	১ ৯	৪ ৵	১৪॥
১ ৯	২	৪॥০	১৫

জে, পিট কেনেডী ।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA M A AND B L

Bengali Translator

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮১ । ১৯ জুলাই ।]

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।]

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮১ সালের ৪ মার্চ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জনরেল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।—

১৮৮১ সালের ৬ নম্বর।

সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

নির্ঘণ্ট।

হেতুবাদ।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

১। সংক্ষেপ নাম।

ব্যাপ্তি।

আরম্ভ।

২। যেং আইন রহিত হইল তাহার কথা।

৩। অর্থ করণের ধারা।

৪। কোনং আডমিরলটি কোর্টের প্রতি যেং ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা রক্ষা করিবার কথা।

ফৌজদারী উচ্চতম আদালতের দ্বারা সেই ক্ষমতামতে কার্য্য হইবার কথা।

---

২ অধ্যায়।

জাহাজ সম্বন্ধে দুর্ঘটনা ঘটিলে এবং কাপ্তান মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের নামে অভিযোগ হইলে তাহার অনুসন্ধান বিষয়ক বিধি।

৫। এই অধ্যায় কোনং জাহাজের প্রতি না বর্ত্তিবার কথা।

৬। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে দুর্ঘটনার সংবাদ জানাইতে হইবার কথা।

৭। অনুসন্ধান লইবার জন্যে বিশেষ আদালত নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

৮। দুর্ঘটনার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন অন্যান্য আদালতের কথা।

৯। কাপ্তান মালিম, ও ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইলে, তাহার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতার কথা।

১০। অযোগ্যতার বা অসদাচরণের অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১১। অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর শুনিবার কথা।

১২। সাক্ষ্য ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধান সম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতার কথা।

আসেসরের কথা।

১৩। সাক্ষিদিগকে ধরিয়া আনিবার ও জাহাজে উঠিবার ও জাহাজ আটক রাখিবার ক্ষমতার কথা।

১৪। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

প্রমাণ দিবার জন্য ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিবার কথা।

জবানবন্দীর কথা।

১৫। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আদালতের রিপোর্ট করিবার কথা।

---

৩ অধ্যায়।

সর্টিফিকেট স্থগিত ও রহিত করিবার ও নূতন সর্টিফিকেট দিবার বিধি।

১৬। ইংলণ্ডের আইনমত সর্টিফিকেট রহিত ও স্থগিত করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণের কথা।

ঐ সর্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে স্থানীয় সর্টিফিকেট দিতে পারিবার কথা।

১৭। কোনং সর্টিফিকট স্থগিত রাখিতে কি রহিত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

এই আইনমত অনুসন্ধান হইলে পর।

অন্যান্য আইনমতে অনুসন্ধান লওনের পর।

কোন অপরাধ নির্ণয় করা গেলে।

অন্য ব্যক্তি তাঁহার উপর নিযুক্ত হইলে।

১৮। কাপ্তান প্রভৃতির সার্টিফিকেট দিতে হইবার কথা।

১৯। অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা।

২০। বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডে রিপোর্ট করিবার কথা।

ফৌজদারী উচ্চতম আদালতের দ্বারা সেই মতামতে কার্য্য হইবার কথা।

ভারতবর্ষের কোন বন্দরে যদি সমুদ্রে কৃত অপরাধের বিচার করণার্থে কোন আদালতের আধিপত্য না থাকে তবে সেই বন্দরে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করণার্থে যে উচ্চতম আদালতের সাধারণ ক্ষমতা থাকে সেই আদালত পূর্ব্বোক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন।

---

২ অধ্যায়।

জাহাজ সম্বন্ধে দুর্ঘটনা ঘটিলে এবং কাপ্তান মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের নামে অভিযোগ হইলে তাহার অনুসন্ধান বিষয়ক বিধি।

এই অধ্যায় কোনং জাহাজের প্রতি না বর্ত্তিবার কথা।

৫ ধারা। যে কোন জাহাজ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকারগত হয় বা তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে কিম্বা ভিন্ন দেশীয় কোন রাজার বা রাজ্যাধিকারের জাহাজ হয় তৎপ্রতি এই অধ্যায়ের কোন কথা বর্ত্তিবে না।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে দুর্ঘটনার সম্বাদ জানাইতে হইবার কথা।

৬ ধারা। নিম্নলিখিত কোন স্থলে অর্থাৎ

(ক) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমুদ্র তীরে কি তাহার নিকটে কোন জাহাজ মারা পড়িলে বা পরিত্যাগ করা গেলে বা ডেঙ্গায় উঠিলে কিম্বা হানিগ্রস্ত হইলে
(খ) কিম্বা উক্ত সমুদ্রতীরে কি তাহার নিকট জাহাজে কোন প্রকারের দুর্ঘটনা হওয়াতে প্রাণের হানি হইলে

(গ) কিম্বা উক্ত সমুদ্র তীরে কি তাহার নিকটে এক জাহাজের দ্বারা অন্য জাহাজ মারা পড়িলে কি তাহার বা হানি হইলে

(ঘ) কিম্বা অন্য কোন স্থানে কোন জাহাজ মারা পড়িলে কি পরিত্যাগ করা গেলে কি ডেঙ্গায় উঠিলে কিম্বা তাহার হানি হইলে কিম্বা ঐ জাহাজ কিম্বা জাহাজের কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে এবং তাহার উপযুক্ত সাক্ষী ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন স্থানে উপস্থিত হইলে বা পাওয়া গেলে

(ঙ) কিম্বা কোন জাহাজ মারা পড়িয়াছে বলিয়া অনুমান হইলে যে অবস্থায় ঐ জাহাজ সমুদ্রে যায় বা ঐ জাহাজের কোন কথা শেষ শুনা যায় ব্রিটিষ ভারতবর্ষে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে

কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ঐ ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য সম্বাদ পাইবা মাত্র লিখিয়া ঐ সম্বাদ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

(ক) (খ) ও (গ) প্রকরণের লিখিত স্থলে কাপ্তান কি আড়কাটী কি হারবর মাস্টর সাহেব কিম্বা জাহাজ যৎকালে মারা পড়িল কি ত্যাগ করা গেল কি ডেঙ্গায় উঠিল কি তাহার হানি কি দুর্ঘটনা হইল তৎকালে অন্য যে ব্যক্তির জিম্মায় ছিল সেই ব্যক্তি কিম্বা দুইখান জাহাজ হইলে যে জাহাজ যাহার জিম্মায় থাকে তিনি, এবং

(ঘ) প্রকরণের লিখিত স্থল হইলে যেখানে জাহাজ মারা যায় বা পরিত্যক্ত হয় বা ডেঙ্গায় উঠে বা তাহার হানি হয় বা দুর্ঘটনা ঘটে সেই স্থান হইতে ঐ জাহাজ বরাবর ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন স্থানে গেলে ঐ জাহাজের কাপ্তান যে সময়ে ঐ স্থানে জাহাজ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে

যে ব্যক্তি ষ্ট্রেট অতিনিকটে থাকেন তাঁহাকে কিম্বা কোন বন্দরে পঁহুছিলে, পূর্ব্বোক্তমতে যে কর্ম্মকারক নিযুক্ত হন তাঁহাকে অবিলম্বে ঐ জাহাজ মারা পড়ার কি পরিত্যাগ হওয়ার কি ডেঙ্গায় উঠিবার কিম্বা তাহার হানি হওয়ার কি দুর্ঘটনা ঘটিবার সংবাদ দিবেন।

এই ধারামতে যে ব্যক্তি সম্বাদ দিতে আবদ্ধ হন, তিনি ইচ্ছা করিয়া ঐ সম্বাদ না দিলে, তাঁহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও সেই দণ্ড না দিলে তাঁহার তিন মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

অনুসন্ধান লইবার জন্যে বিশেষ আদালত নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৭ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কোন স্থলে ৬ ধারার (ক) (খ) (গ) (ঘ) বা (ঙ) প্রকরণের লিখিত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে স্থলে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বা বিহিত জ্ঞান করিলে পূর্ব্বোক্ত সম্বাদ দেওয়া গেলে বা না গেলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আদালত নিযুক্ত করিয়া তৎপ্রতি ঐ অনুসন্ধান লইবার আদেশ করিতে ও অনুসন্ধান লইবার স্থান ও নির্ণয় করিতে পারিবেন দুই জনের অন্যূন ও চারিজনের অনধিক ব্যক্তি লইয়া ঐ আদালত হইবে।

অনুসন্ধান যে স্থানে লওয়া যায় সেই স্থানে কি তাহার নিকটে যিনি মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করেন তিনি তাঁহাদের একজন ও সমুদ্র ব্যাপারে অভিজ্ঞ অন্য ব্যক্তি একজন হইবেন। আর এক কি দুই জন নিযুক্ত হইলে তাহারা ও সমুদ্র ব্যাপারে কিম্বা বাণিজ্য ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোক হইবেন।

দুর্ঘটনার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন অন্যান্য আদালতের কথা।

৮ ধারা। সমুদ্রে যে অপরাধ করা যায় ভারতবর্ষের মধ্যে সেই অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের প্রতি এবং ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যেং বন্দরে তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন আদালত না থাকে সেইং বন্দরে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করণার্থে সাধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট উচ্চতম আদালতের প্রতি এইংক্রমে এই অনুমতি দেওয়া গেল যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ পাইলে ৭ ধারার লিখিত অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

৯ ধারা। যদি কোন আদালত ৭ বা ৮ ধারামতে অনুসন্ধান লন তবে প্রচলিত কোন আইনমতে বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডের বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত সার্টিফিকেটধারী কোন কাপ্তানের বা মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে ঐ অনুসন্ধানক্রমে অযোগ্যতা, বা অসদাচরণের অভিযোগ উপস্থিত হইলে কিম্বা তাঁহার কোন অন্যায় কার্য্য বা ত্রুটি হেতুক পূর্ব্বোক্ত রূপ মারা যাওয়া বা পরিত্যাগ বা ডেঙ্গায় উঠা বা হানি বা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে উক্ত আদালত ঐ অভিযোগের অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

কাপ্তান মালিম ও ইঞ্জিনীয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইলে তাহার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতার কথা।

যে স্থলে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দর্শা যায় যে অনুসন্ধানক্রমে উক্তরূপ কোন কাপ্তানের বা মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত অযোগ্যতার বা অসদাচরণের বা অন্যায় কার্য্যের বা ত্রুটির অভিযোগ উপস্থিত হইবে সেই স্থলে উক্ত আদালত সাধ্য হইলে উক্ত অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যে, রিপোর্টক্রমে ঐ অনুসন্ধান লওবার আদেশ হয় তাহাকে সেই রিপোর্টের নকল দেওয়াইবেন।

১০ ধারা। ৭ বা ৮ ধারামত অনুসন্ধান ভিন্ন প্রকারান্তরে কোন কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়রের নামে অযোগ্যতার কি অসদাচরণের অভিযোগ করার হেতু আছে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে যে স্থানে পক্ষদের ও সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়া সুবিধা সেই স্থানের বা ডিষ্ট্রিক্টের ৮ ধারার লিখিত কোন আদালতে ঐ গবর্ণমেন্ট ঐ হেতুর বর্ণনাপত্র পাঠাইয়া উক্ত আদালতের প্রতি ঐ অভিযোগের অনুসন্ধান লইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

অযোগ্যতার বা অসদাচরণের অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পূর্ব্বোক্ত ঐ বর্ণনাপত্র পাঠান আদালত অনুসন্ধানের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঐ অভিযুক্ত কাপ্তান মালিম কি ইঞ্জিনিয়রকে সেই বর্ণনাপত্রের নকল দেওয়াইবেন।

১১ ধারা। কাপ্তান বা মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে এই প্রকারমত অনুসন্ধান করণার্থে ঐ আদালতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তাহাকে সমন করিয়া নিজে কি অন্যের দ্বারা প্রতিবাদ করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি উত্তর শুনিবার কথা।

১২ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানের কার্য্য করিবার জন্যে সাক্ষিগণকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করান ও তাহাদের জবানবন্দী লওন ও দলীল উপস্থিত করান ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধান করণ সম্পর্কে সঙ্কান্ত আদালতের নিম্নলিখিত রূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথা।

সাক্ষ্য ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধান সম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতার কথা।

(ক) উক্ত আদালত বিশেষ আদালত হইলে যে স্থানে অনুসন্ধান লওয়া যায় সেই স্থানে সাধারণ ফৌজদারী বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত প্রধান আদালত যে২ ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন সেই২ ক্ষমতা।

(খ) উক্ত আদালত আডমিরালটী বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত আদালত কিম্বা সাধারণ ফৌজদারী বিচারাধিপত্যপ্রাপ্ত প্রধান আদালত হইলে ঐ আডমিরালটী বা স্থলবিশেষে ফৌজদারী বিচারাধিপত্য ক্রমে ঐ আদালত যে ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন সেই২ ক্ষমতা।

জাহাজ সম্পর্কীয় নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি আসেসরের কর্ম্ম করিতে সম্মত হইলে বিশেষ আদালত ছাড়া অনুসন্ধানকারী কোন আদালত বিহিত বিবেচনা করিলে ঐ অনুসন্ধানের কার্য্যার্থে তাঁহাকে আসেসর করিতে পারিবেন।

আসেসরের কথা।

সেই ব্যক্তি অনুসন্ধান লওন সময়ে উপস্থিত থাকিয়া আপনার মত লিখিয়া জানাইবেন। ঐ লিপিখানি মোকদ্দমার নথীর মধ্যে থাকিবে। কিন্তু এই আইনক্রমে কিম্বা প্রচলিত অন্য আইনক্রমে আদালতের প্রতি যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিবার ভার আদালতে বর্ত্তিয়া থাকিবে।

১৩ ধারা। কোন আদালত এই আইনমত অনুসন্ধান লওন সময়ে প্রমাণ পাইবার জন্যে কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া আনা আবশ্যক জ্ঞান করিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্যে কোন কর্ম্মকারককে জাহাজে উঠিতে অনুমতি দিতে পারিবেন (কিন্তু এই বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের কোন সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা প্রবল মানিবেন)।

সাক্ষিদিগকে ধরিয়া আনিবার ও জাহাজে উঠিবার ও জাহাজ আটক রাখিবার ক্ষমতার কথা।

কোন কর্ম্মকারক উক্তপ্রকারে জাহাজে উঠিতে অনুমতি পাইলে বলপূর্ব্বক উঠিবার জন্যে পোলীসের কি কষ্টমের কোন কার্য্যকারকের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য লইতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যে সময় যতকাল আবশ্যক ততকাল ঐ জাহাজ রুদ্ধ করিয়া আটক রাখিতে পারিবেন ও উক্ত প্রকারে কর্ম্মকারক কি অন্য কোন সাহায্যকারী ব্যক্তি দণ্ডবিধির আইনের ৮৬ ধারানুসারে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই প্রকারে কোন ব্যক্তিকে চল্লিশ ঘণ্টার অধিক কাল আটক রাখিতে হইবে না।

১৪ ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে যে আইন প্রচলিত আছে কোন ব্যক্তি এমত কোন আইনমতে দণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধ করিয়াছে এই আইনমতে অনুসন্ধান লওন সময়ে ইহা দৃষ্ট হইলে যে আদালত অনুসন্ধান লইতেছেন তাহা কোন সময়ে২ এই আইনের সঙ্গত যে২ বিধি সিদ্ধান্ত করেন সে আদালত সেই বিধি প্রবল না হয় এ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করাইতে কিম্বা উপযুক্ত আদালতের সম্মুখে বিচার হইবার জন্য তাঁহাকে সমর্পণ করাইতে কিম্বা তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তির নামে প্রমাণ দিবার জন্যে কোন ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করিতে পারিবেন ও এই ধারার কার্য্য পক্ষে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিধানের কথা।

প্রমাণ দিবার জন্য ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

জবানবন্দীর কথা।

ও যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয়, মোকদ্দমার সেই বিচার করণসময়ে সেই বিষয়ে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য আবশ্যক হইলে এই অধ্যায়মতে যে আদালত অনুসন্ধান লন সেই আদালতের সম্মুখে ঐ সাক্ষী পূর্ব্বে সেই বিষয়ের যে জবানবন্দী দেন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা কিম্বা আদালতের বিচারপতির দ্বারা সেই জবানবন্দী যথার্থ বলিয়া দস্তখৎ করা গেলে

(ক) যে আদালতে বিচার চলিতেছে সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ সাক্ষিকে পাওয়া যায় না এবং

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঐ জবানবন্দী লওয়া যায় এই২ বিষয়ের প্রমাণ হইলে ঐ জবানবন্দী গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঐ জবানবন্দী দেওয়া যায় ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা আদালতের বিচারপতি এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট লিখিয়া দিলে ইহার বিপরীত প্রমাণ না করা গেলে সর্টিফিকেটই ঐ কথার প্রচুর প্রমাণ হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আদালতের রিপোর্ট করিবার কথা।

৫ ধারা। আদালত এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রমাণ সমেত তাহার সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাঠাইবেন।

১৮৫৪ সাল অবধি ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক যে সকল আইন হইয়াছে তৎক্রমে যে২ স্থলে বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডে আদালতের রিপোর্ট পাঠান আবশ্যক সেই২ স্থলে উক্ত রিপোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পাঠাইতে হইবে এবং উক্ত রিপোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে পাঠান গেলে এই ধারার আজ্ঞা উপযুক্তরূপে পালন করা হইবে।

---

৩ অধ্যায়।

সর্টিফিকেট স্থগিত ও রহিত করিবার ও নূতন সর্টিফিকেট দিবার বিধি।

ইংলণ্ডের আইনমত সর্টিফিকেট রহিত ও স্থগিত করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণের কথা।

৬ ধারা। ১৮৫৪ সাল অবধি ১৮৮০ পর্য্যন্ত সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক যে সকল আইন হইয়াছে তৎক্রমে এই আইনের ৭।৮।৯ ও ১০ ধারামত অনুসন্ধান যে২ আদালত লন সেই২ আদালতের প্রতি উক্ত কোন সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনমত সর্টিফিকেট কিম্বা যে সকল সর্টিফিকেটের প্রতি ১৮৬৯ সালের (উপনিবেশিক) সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইন মতে উক্ত কোন আইনের বিধান বর্ত্তে সেই সকল সর্টিফিকেট রহিত বা স্থগিত করিবার যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

ঐ সর্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে স্থানীয় সর্টিফিকেট দিতে পারিবার কথা।

উক্তরূপ কোন আদালত ঐরূপ কোন সর্টিফিকেট রহিত বা স্থগিত করিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবার সময়ে উক্ত গবর্ণমেণ্টকে এই পরামর্শ দিতে পারিবেন যে পরীক্ষা না করিয়া ঐ সর্টিফিকেটধারিকে ঐ সর্টিফিকেট কাপ্তানের সর্টিফিকেট হইলে কাপ্তানের বা মালিমের সর্টিফিকেট এবং ঐ সর্টিফিকেট মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট হইলে মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট দেন এবং উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উচিত বিবেচনা করিলে এই ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে ঐ সর্টিফিকেট দিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে পরীক্ষা না করিয়া উক্ত আইনক্রমে ঐ সর্টিফিকেট দিতে পারিবেন। ১৮৬৯ সালের উক্ত (উপনিবেশিক) সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের কর্থা থাকুক না হইলে উক্তরূপে যে সর্টিফিকেট দেওয়া যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেওয়া গেলে যেরূপ ফলবৎ হইত সেইরূপ ফলবৎ হইবে।

কোন সর্টিফিকেট স্থগিত রাখিতে কি রহিত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

১৭ ধারা। কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র সাহেবকে যোগ্যতার কি পূর্ব্বে কর্ম্ম করবার যে সর্টিফিকেট দেন এবং যাহার প্রতি ১৮৬৯ সালের (উপনিবেশিক) সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের বিধান বর্ত্তে না সে বা অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত স্থলে সেই সর্টিফিকেট স্থগিত রাখিতে কিম্বা রহিত করিতে পারিবেন অর্থাৎ

এই আইন মতে অনুসন্ধান হইলে পর।

(ক) এই আইনমতে অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর ঐ কাপ্তান কিম্বা মালিম কি ইঞ্জিনিয়র সাহেবের অন্যায্য কর্ম্ম কি ত্রুটির দ্বারা জাহাজ মারা পড়ে কিম্বা ডেঙ্গায় উঠে কিম্বা তাহা পরিত্যাগ করিতে হয় কিম্বা জাহাজের কোন গুরুতর হানি কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রাণের হানি হয় আদালত এই মর্ম্মের রিপোর্ট দিলে কিম্বা ঐ কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র অযোগ্য কিম্বা মত্ততা বা নিষ্ঠুরতা কি অন্য অসদাচারসূচক কোন গুরুতর কর্ম্মের অপরাধী বলিয়া রিপোর্ট করেন

অন্যান্য আইন মতে অনুসন্ধান লওনের পর।

(খ) ১৮৫৪ সাল অবধি ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক যে সকল আইন হইয়াছে সেই সকল আইনমতে কোন অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর কিম্বা ব্রিটিশ অধিকারান্তর্গত কোন দেশে কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়রদের নামে অযোগ্যতা কি অসদাচারের অভিযোগের অনুসন্ধান কিম্বা জাহাজভঙ্গের বা জাহাজ সংক্রান্ত অন্য দুর্ঘটনার অনুসন্ধান লওনার্থে যৎকালে যে আদালত ব্যবস্থাপক সভা হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন সেই আদালত ঐরূপ অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর ঐ কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র অযোগ্য কিম্বা মত্ততা কি নিষ্ঠুরতা কি অন্য অসদাচারসূচক কোন গুরুতর কর্ম্মের অপরাধী কিম্বা তাহার অন্যায্য কর্ম্ম কি ত্রুটির দ্বারা কোন জাহাজ মারা পড়িয়াছে কিম্বা ডেঙ্গায় উঠিয়াছে কিম্বা তাহা পরিত্যাগ করা গিয়াছে কিম্বা জাহাজের ভারি হানি কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রাণের হানি হইয়াছে এ আদালত এই মর্ম্মে রিপোর্ট করিলে

কোন অপরাধ নির্ণয় করা গেলে।

(গ) যে অপরাধ ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে করা গেলে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় না কিম্বা ইংলণ্ডে করা গেলে ফেলোনী হয় তাহার এমত অপরাধ যে নির্ণয় হইয়াছিল ইহা দেখান যাইতে পারিলে

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ১৯ জুলাই।]

অন্য ব্যক্তি তাঁহার উপর নিযুক্ত হইলে।

(ঘ) কাপ্তানের বেলা কোন আডমিরলটী কোর্টের কিম্বা সওদাগরী জাহাজবিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইনে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের বিধানক্রমে সংস্থাপিত জাহাজীয় আদালতের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার প্রাপ্য কর্ম্মে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা গেলে।

পরন্তু যে ব্যক্তি সর্টিফিকেট প্রাপ্ত হন অনুসন্ধান লওন কার্য্যের আরম্ভের পূর্ব্বে তাঁহাকে ৯ ধারার কিম্বা স্থল বিশেষে ১ ধারার আদেশমত রিপোর্টের বা বর্ণনা পত্রের নকল দেওয়া গিয়াছে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা তদ্বোধমতে না জানিলে যে স্থানে কোন কাপ্তানের বা মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের নামে অভিযোগের অনুসন্ধান লওয়া গিয়াছে সেই স্থলে এই ধারার (ক) প্রকরণমতে কোন সার্টিফিকেট স্থগিত বা রহিত করা যাইবে না।

কাপ্তান প্রভৃতির সর্টিফিকেট দিতে হইবার কথা।

১৮ ধারা। ১৭ ধারামতে কোন কাপ্তানের কি মালিমের কি ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট রহিত করা কি স্থগিত রাখা গেলে তিনি শিপিং মাষ্টরকে কিম্বা যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ সর্টিফিকেট বঞ্চিত করিলেন কি স্থগিত রাখিলেন সেই গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ব্যক্তির হাতে ঐ সার্টিফিকেট দিতে আজ্ঞা করেন তাঁহাকে দিবেন না দিলে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাঁহার পাচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা।

১৯ ধারা। কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র স্থানীয় যে গবর্ণমেণ্টের স্থানে সর্টিফিকেট পান তদ্ভিন্ন কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ৭ ধারামতে ঐ সার্টিফিকেট রহিত করা কি স্থগিত রাখা গেলে যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সর্টিফিকেট রহিত করিলেন কি স্থগিত রাখিলেন সেই স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ সর্টিফিকেট দেন সেই গবর্ণমেণ্টের নিকট আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের রিপোর্ট করিবেন ও সর্টিফিকেট রহিত কি স্থগিত করণের কথা জানাইবেন।

বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডে রিপোর্ট করিবার কথা।

২০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ৭ ধারামতে কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট রহিত করিলে কি স্থগিত রাখিলে সেই রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার কথা সাধ্যমতে ত্বরায় বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডে রিপোর্ট করিবেন।

রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা অন্যথা করিবার ক্ষমতার কথা।

২১ ধারা। স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট ১৭ ধারামতে রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা করিলে পর যে কোন সময়ে সেই আজ্ঞা অন্যথা করিতে পারিবেন,

নূতন সর্টিফিকেট দিবার ক্ষমতার কথা।

কিম্বা এই রূপে যে ব্যক্তির সর্টিফিকেট রহিত করিয়াছেন তাঁহাকে তুল্য কিম্বা নিম্নতর শ্রেণীর নূতন সর্টিফিকেট দিতে পারিবেন।

উক্তরূপে যে সর্টিফিকেট দেওয়া যায়, তাহা ৮৬৯ সালের উক্ত (ঔপনিবেশিক) সওদাগরী জাহাজবিষয়ক আইনের কার্য্যভিন্ন অন্য স্থলে পরীক্ষা করিয়া দিলে যেরূপ ফলবৎ হইত সেইরূপ ফলবৎ হইবে।

১৮৬৯ সালের ১ আইনমতে বিলাতের বাণিজ্য বোর্ড কোন জাহাজের যোগ্যতার সর্টিফিকেট এই ধারার কার্য্যপক্ষে বিদেশগমনার্থে কোন জাহাজের ঐ আইনমত যোগ্যতার সর্টিফিকেট অপেক্ষা নিম্নতর শ্রেণীর সর্টিফিকেট বলিয়া গণ্য হইবে।

এই ধারামতে আজ্ঞা অন্যথা করা গেলে কিম্বা নূতন সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে সাধ্যমত ত্বরায় বাণিজ্যবিষয়ক বোর্ডে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে।

---

৪ অধ্যায়।

নাবিকদের সঙ্গে বন্দোবস্তের কথা।

এই অধ্যায় ১৮৫৯ সালের ১আইনের অংশ বলিয়া পঠিত হইবার কথা।

২২ ধারা। এই অধ্যায় ৮১৯ সালের ১ আইনের সহিত পঠিত হবে ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে।

নাবিকদের সঙ্গে কাপ্তানদের বন্দোবস্ত করিতে হইবার কথা।

২৩ ধারা। কেবল বিলাত বাণিজ্য ব্যাপারে নিযুক্ত যে জাহাজে তিন শত টনের অধিক না ধরে এমত জাহাজ ছাড়া অন্য সকল জাহাজের কাপ্তান ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন বন্দর হইতে যে২ নাবিকদিগকে জাহাজের মল্লাগণ বলিয়া সমুদ্রে লইয়া যান তাঁহাদের প্রত্যেক জনের সঙ্গে তাঁহার নিম্নলিখিতমতে বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ ও তাহার মর্ম্মের কথা।

২৪ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব যে পাঠ অনুমোদন করেন উক্ত প্রত্যেক বন্দোবস্ত সেই পাঠে লেখা যাইবে ও প্রথম স্বাক্ষর করিবার সময়ে তাহাতে তারিখ লেখা যাইবে। তাহাতে কোন নাবিকের দস্তখৎ করিবার পূর্ব্বে কাপ্তানের দস্তখৎ করিতে হইবে। ঐ বন্দোবস্তের নিয়ম বলিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মের কথা লেখা যাইবে যথা

(ক) প্রস্তাবিত যাত্রার বা করারের ভাব, ও যাত্রায় যত দিন লাগিবে ও করার যত দিন প্রবল থাকিবে সাধ্যমতে এই২ কথা প্রকাশ থাকবে, অথবা যাত্রায় যত দিনের অধিক না লাগিবে কিম্বা করার যত দিনের অধিক প্রবল না থাকিবে, ও জগতের যে২ স্থানে কি খণ্ডে যাত্রা করা না হইবে কিম্বা যে২ স্থানের কি খণ্ডের পক্ষে করার খাটিবে তাহা।

(খ) যে২ প্রকারের যত জন মল্লা লওয়া যাইবে ও তাহাদের মধ্যে যত জন খালাসীর কর্ম্ম করিবে।

(গ) প্রত্যেক জন নাবিকের যে সময়ে জাহাজে যাইতে বা কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

(ঘ) প্রত্যেক জন নাবিকের যেরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে।

(ঙ) প্রত্যেক জন নাবিক যত বেতন পাইবে।

(চ) প্রত্যেক জন নাবিককে আহারীয় যত দ্রব্য দেওয়া যাইবে তাহার বর্দ্দ।

(ছ) ঐ জাহাজে যে প্রকারের আচরণ করিতে হইবে ও তদনুপযুক্ত আচরণ হইলে জরীমানার ও আহার কম দেওনের কিম্বা অন্য দণ্ডের যে বিধান [illegible] মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর

সাহেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় ও নাবিকেরা মানিতে স্বীকার করেন, সেই বিধান ঐ বন্দোবস্তপত্রে লেখা যাইবে।

৫ সেই বন্দোবস্তপত্র এমন করিয়া লেখা যাইবে যেন কাপ্তান সাহেবের ও একং জন নাবিকের মধ্যে বন্দ আগাম পাইবার ও গরমবস্ত্র পাইবার যে নিয়ম সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক প্রচলিত কোন আইনের বিধানের অসঙ্গত না হয় এমত নিয়মও করা যাইতে পারে ও অন্য যে নিয়ম আইনের বিপরীত না হয় তাহা যেন ঐ পত্রের মধ্যে লেখা যাইতে পারে।

আহারীয় দ্রব্যের যে ফর্দ্দ খালাসী দিগকে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

২৫ ধারা। খালাসীদের বা এদেশীয় অন্য নাবিকদের সহিত বন্দোবস্ত হইলে, ঐরূপ প্রত্যেক জন নাবিককে আহারীয় যত দ্রব্য দেওয়া যাইবে বলিয়া বন্দোবস্ত হয় তাহার ফর্দ্দ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সময়েং যে ফর্দ্দ ধার্য্য ও প্রকাশ করেন তদপেক্ষা কম মাত্রায় হইবে না।

কোন কাপ্তান কোন খালাসীর বা এদেশীয় অন্য কোন নাবিকের সহিত উক্তরূপে ধার্য্যকৃত ও প্রকাশিত ফর্দ্দ অপেক্ষা কম মাত্রায় আহারীয় দ্রব্যের ফর্দ্দের বন্দোবস্ত করিলে তাঁহার দুইশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খালাসীকে জাহাজে লইলে তদ্বিষয়ের বিধান।

২৬ ধারা। ভারতবর্ষের মধ্যে যদি এমত কোন বন্দরে কোন খালাসীর কি এদেশীয় অন্য নাবিকের কর্ম্ম করিবার মিয়াদ ফুরাইলে এমত বন্দোবস্ত হইয়া থাকিলে ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট কথার অতিরিক্ত ঐ ব্যক্তি যে বন্দরে জাহাজে উঠিলেন কিম্বা অন্য যে বন্দরে যাইতে সম্মত হন সেই বন্দরের জন্য যে জাহাজ যাইতে উদ্যত আছে তাঁহাকে এমত জাহাজে উঠাইয়া সমর্পণ করিয়া দিবার কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বন্দরে বিনা খরচে কিম্বা অন্য যে নিয়মে সম্মত হন এমত নিয়মে পঁহুছাইয়া দিবার করারও ঐ বন্দোবস্ত পত্রে লেখা থাকিবে, উক্তরূপ প্রত্যেক করারে জাহাজের মালিকের কিম্বা তাহার পক্ষে কাপ্তানের দস্তখৎ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় ব্রিটিষ ভারতবর্ষ দেশীয় যে লোককে জাহাজের মল্লাগণের মধ্যে ধরিয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন বন্দর হইতে সমুদ্রে লইয়া যাওয়া যায় নাবিকশব্দে তিনিও গণ্য।

ব্রিটিষ কি উপনিবেশের যাহাজের বন্দোবস্ত লিখবার পাঠ।

২৭ ধারা। গ্রেট ব্রিটন ও ঐর্লণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের কিম্বা ব্রিটিষ অধিকারের অন্তর্গত কোন দেশের কোন জাহাজের মল্লাগণের সঙ্গে কাপ্তান সাহেবের কোন বন্দোবস্ত থাকিলে ও জাহাজ যে স্থানের হয়, কিম্বা মল্লাগণের সঙ্গে যে স্থানে করার করা গেল ঐ বন্দোবস্তপত্র সেই স্থানের আইনমতে উপযুক্ত পাঠানুসারে লেখা থাকিলে যদি সেই কাপ্তান সাহেব ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন বন্দরে খালাসী বা দেশীয় অন্য নাবিক ছাড়া একমাত্র নাবিককে করার করিয়া লন, তবে সেই নাবিক সেই প্রকারের লিখিত বন্দোবস্তপত্রে দস্তখৎ করিতে পারিবেন, এই আইনমত যে বন্দোবস্তপত্র করা যায় তাহাতে তাঁহার দস্তখৎ করিবার প্রয়োজন নাই।

---

৫ অধ্যায়।

বন্দর পরিদর্শকের কথা।

১৮৭৫ সালের ১২ আইনে যাহা যোগ করিতে হইবে তাহার কথা।

২৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের ৮ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাগুলি দিতে হইবে যথা,

বন্দর পরিদর্শক নিয়োগ করণের ও তাঁহার ক্ষমতার কথা।

'৮ক ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং এই আইনের নিয়মাধীনে কোন বন্দরে বন্দর পরিদর্শক নামক একজন কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে ও তাঁহাকে স্থগিত বা অবসৃত করিতে পারিবেন

'উক্তরূপে যে প্রত্যেক কার্য্যকারককে নিযুক্ত করা যায় তিনি যে বন্দরের নিমিত্ত নিযুক্ত হন সেই বন্দরের সীমার মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন, যথা,

'(ক) তিনি যে কোন সময়ে কোন জাহাজে প্রবেশ করিয়া তাহা ও তাহার প্রত্যেক অংশ এবং ঐ জাহাজস্থ ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারার্থে যে আহারীয় দ্রব্য ও জল দেওয়া হয় তাহা এবং নাবিকদের জন্য যে ঔষধ ও সরঞ্জাম ও স্থান থাকে তাহা দেখিতে পারিবেন

(খ) তিনি ঐ জাহাজের সকল বা কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসকস্বরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন,

(গ) ঐ জাহাজের ব্যক্তিবর্গের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অবস্থার তদন্ত লইবার নিমিত্ত তিনি যে লগ বা অন্য কোন বহী বা কাগজ বা দলীল আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে ও সেই আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন,

'(ঘ) তিনি উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐরূপ সকল বা কোন ব্যক্তিকে তলব করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং তিনি যে কোন তদন্ত লওয়া উচিত বোধ করেন তৎসম্বন্ধে উত্তর দিবার আদেশ করিতে পারিবেন

'(ঙ) তিনি উক্তরূপে যে ব্যক্তির পরীক্ষা করেন সেই ব্যক্তি যে উক্তি করে তাহার সত্যতার প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

বন্দরপরিদর্শকের নালিশের তদন্ত লইবার কথা।

'৮খ ধারা। কোন জাহাজ উপস্থিত হইলে পর উক্ত বন্দর পরিদর্শক ঐ জাহাজে প্রথম প্রবেশ করিয়াই অনুসন্ধান লইবেন যে ঐ জাহাজের কোন খালাসী বা দেশীয় অন্য নাবিক কাপ্তানের বা মল্লাদের কাহারও নামে নালিশ করিতে চাহে কি না।

"উক্তরূপ কোন নাবিক নালিশ করিতে চাহিলে, বন্দর পরিদর্শক ঐ নালিশ শুনিযা তাহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং তাহার সত্যতা নিরূপণার্থে ১৮ক ধারার লিখিত যে কোন ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

"এই ধারামতে বন্দরপরিদর্শকের নিকট যে কোন নালিশ করা যায় তাহার বিশেষ বিবরণ ও তদ্বিষয়ে তাঁহার নিজের মত লিখিয়া তিনি শিপিং মাষ্টরের নিকট অবিলম্বে রিপোর্ট পাঠাইবেন।"

নালিশসম্বন্ধে শিপিং মাষ্টরের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা।

---

৬ অধ্যায়।

বিবিধ বিষয়ক বিধি।

২৯ ধারা। সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইনের ২১৩ ধারামতে ও সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৫৫ সালের আইনের ৬ ধারামতে যে বেতন বা খরচ আদায় হইতে পারে তাহার দায় ঐ২ ধারামতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালতের এলাকার মধ্যে কোন জাহাজের প্রতি বর্ত্তিলে, কিম্বা কোন কাপ্তানের কি স্বামির কি অন্য ব্যক্তির স্থানে আদায় হইতে পারিলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণরজেনরল সাহেব যে ব্যক্তি দিগকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন, সময়ে২ ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সাধারণ কি বিশেষরূপে তাঁহাদিগকে সওদাগরী জাহাজবিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইনের ২১৩ ধারার বিধানমতে ঐ বেতন ও খরচের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাহা আদায় করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণার্থ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

উক্তরূপে যে ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তিনি তদনুসারে উক্ত কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেন ও ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ৫৭ ধারার ৭ প্রকরণের তাৎপর্য্যানুসারে ঐ ব্যক্তিকে রাজকীয় পদভুক্ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এই ধারামত সকল মোকদ্দমা ও মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নাম ধরিয়া উপস্থিত করিয়া চালাইতে হইবে।

ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরির নাম ধরিয়া মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করিবার কথা।

৩০ ধারা। কোন জাহাজ ১৮৪১ সালের ১০ আইন মতে রেজেষ্টরী করা গেলে ও বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া ভারতবর্ষের অন্তর্গত নানা বন্দরের ও আরব সমুদ্রাঞ্চল দেশের মধ্যে যাতায়াত করিলে, যদি সেই জাহাজ কেবল আরব লোক ও খালাসী কিম্বা আসিয়া খণ্ডের অন্তর্গত অন্য দেশীয় নাখোদা ও নাবিক থাকেন তবে সেই জাহাজের প্রতি ৮৭৯ সালের উক্ত ১আইনের ৯ অবধি১৬ পর্য্যন্ত ধারা খাটিবে না।

কাপ্তানের পরীক্ষার বিষয়ের যে২ বিধান আছে তাহা কোন২ জাহাজের প্রতি না খাটিবার কথা।

৩১ ধারা। ৮৭১ সালের উক্ত ০ আইনের উক্ত ২ ১৫ ১৭ ও ২৩ ধারার নানা রাজরানীর আডবোকেট জেনরল সাহেব শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে সন্ধান জানাইলে' 'পূর্ব্বোক্ত সন্ধানমতে' পূর্ব্বোক্ত সন্ধানমতে "পূর্ব্বোক্ত সন্ধানমতে এই২ কথা যে২ স্থানে আছে তাহার পরিবর্ত্তে এই২ কথা দিতে হইবে "কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইলে।'

১৮৪১ সালের ১ আইনের ২ ১৫ ১৭ ও ২৩ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের যে পাণ্ডুলিপি পরে ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন হইয়াছে সেই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটী ৮৮০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে যে রিপোর্ট করেন তাহার ৮ প্রকরণ নিম্নলিখিতরূপ ছিল

"৮। আমরা মূল পাণ্ডুলিপির ৭ ও ৮ অধ্যায় উঠাইয়া দিয়াছি কারণ আমরা বিবেচনা করি যে ঐ দুই অধ্যায়ে যে২ বিষয়ের কথা আছে তাহা এরূপ একটি পাণ্ডুলিপির অধিকতর উপযোগী হইবে যাহাতে ১৮৭৫ সালের ৪ আইন ও তৎসংশোধনার্থ ১৮৭৮ সালের ১১ আইনের ধারা গুলি সংগৃহীত হইবে।'

২। যে দুইটি অধ্যায় উঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহাতে যে প্রকারের কথা ছিল, তাহা ঐ পাণ্ডুলিপি সংযুক্ত ১৮৭৯ সালের ২৯ আগষ্ট তারিখের অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনার নিম্নলিখিত কএক প্রকরণ দৃষ্টে জানা যাইবে।

"২১। বন্দর বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের কথা যোগ করণ দ্বারা ৭ অধ্যায় বন্দর পরিদর্শক নামক একজন কার্য্যকারক নিয়োগ করিবার বিধান করা গিয়াছে। এই কার্য্যকারক স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব এক্ষণে যে২ কর্ম্ম করেন (এবং যাহা করিবার নিমিত্ত পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার প্রতি আইনমত ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে) তদতিরিক্ত বন্দরে কোন জাহাজ উপস্থিত হইলে মল্লাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কাপ্তানের বা মল্লাদের অন্যান্য ব্যক্তিদের নামে যে নালিশ করে তাহার তদন্ত লইবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইউরোপীয়

জাহাজে কর্ম্ম করিবার সময় খালাসীদের ও প্রাচ্যদেশীয় অন্য নাবিকদের রক্ষণার্থ শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের ইচ্ছানুসারে শেষোক্ত বিধানটি সন্নিবেশ করা গিয়াছে।

"২২। ৮ অধ্যায়ে ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের দুইটি সংশোধন করা গিয়াছে। যেং স্থল সম্বন্ধে এক্ষণে কোন বিধান নাই সেই২ স্থলে অনুসন্ধানার্থে সামুদ্রিক আদালত বসাইবার ক্ষমতা দিবার নিমিত্ত উক্ত আইনের ৩ ধারার বিধানের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা গিয়াছে। স্থানীয় সামুদ্রিক কর্তৃপক্ষ দিগের অনুরোধক্রমে এই পরিবর্তনটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহা সংপ্রতি সংশোধিত ইংলণ্ডের ব্যবস্থার বিধানের অনুযায়ী। অন্য সংশোধন ক্রমে আহারীয় দ্রব্যের কর্দ্দ ধার্য্য করিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। কোন খালাসী বা দেশীয় নাবিকের সহিত ঐ কর্দ্দ অপেক্ষা কম দ্রব্য দিবার চুক্তি করিলে কাপ্তানের দণ্ড হইবে উক্ত নাবিকদিগের রক্ষার্থ এইরূপ বিধান করা প্রয়োজনীয় দৃষ্ট হইয়াছে।

৩। উপরিস্থিত সিলেক্ট কমিটীর পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশে বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে।

কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ৮৭৫ সালের ও ১৮৭৮ সালের আইনের বিধান গুলি সংগ্রহ করিয়া সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের পাণ্ডুলিপির পরিত্যক্ত বিষয় সহযোগে পুনর্ব্বার বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে মাত্র, এমন নহে, ইহাতে আর কিছু আছে।

রাজকীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের বিধান বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডের যে সর্টিফিকটের প্রতি বর্ত্তে সেই সর্টিফিকেট স্থগিত ও রহিত করিবার বিষয়ে ৮৭৫ ও ৮৭৮ সালের আইনের স্থানেং বিধান আছে রাজকীয় আইনের বিধানের সংক্রান্ত এদেশের আইনের বিধান মিলাইয়া দেখিলে দৃষ্ট হয় যে পার্লিয়ামেণ্ট যাহার বিধান করিয়াছেন এরূপ কএকটি বিষয়ে আমাদের আইনেও বিধান আছে এটি বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের আইন যে স্থলে ঠিক প্রতিলিপি নহে আইনের সিদ্ধতা সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে তাহার কথা থাকুক একই বিষয়ে দুই প্রকারের বিধান থাকায় কার্য্যের পক্ষে অসুবিধা হয়। এই নিমিত্ত এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা যেং আইন রহিত করা গেল সেই২ আইনের বিধান পুনর্ব্বার বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে রাজকীয় আইনে যে সকল বিষয়ের বিধান নাই এবং যৎ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে স্পষ্টই জানা যায় সেই সকল বিষয়েই পাণ্ডুলিপির বিধান আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান আইনের কোন২ বিধান পরিত্যাগ করিতে ও কোন২ বিধান সংশোধন করিতে হইয়াছে।

৪। এই পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সুযোগে ১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ২৬ ধারা সংশোধন করিয়া বিধান করা গিয়াছে যে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যে বন্দর নহে সেই বন্দরে কোন খালাসীর কর্ম্মের মিয়াদ ফুরাইলে, কাপ্তানের সহিত তাহার যে বন্দোবস্ত হয় তাহাতে তাহাকে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ফেরত পাঠাইবার করার নিয়ত থাকিবে এবং যে বন্দর সম্ভবত ব্রিটিশ ভারতবর্ষে নয় এরূপ অন্য যে বন্দরের বন্দোবস্ত হয় সেই বন্দরে যে জাহাজ যাইতেছে সেই জাহাজে কর্ম্ম করিয়া দিবার করার করিলেই হইবে না। ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে প্রাচ্যদেশীয় বাণিজ্যকার্য্যে দেশীয় নাবিকদের নিয়োগ বৃদ্ধি সহকারে এবং ইউরোপীয় বন্দরে দুরবস্থায় পতিত আশিয়ানিবাসী নাবিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি সহকারে অন্য কারণ না হইলেও অর্থনীতি শাস্ত্রগত হেতুবশত গবর্ণমেণ্টের এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত যাহাতে যে ব্যক্তিরা ভারতবর্ষীয় নাবিকদিগকে লইয়া যায় তাহাদের খরচে ঐ নাবিকেরা এতদ্দেশে প্রত্যাগমন করিতে পারে।

৫। ১৮২৯ সালের ১ আইনমতে যে আডকাটিদের সৃষ্টি হয় তাহাদের বিচার করণার্থে আদালতের প্রতি ১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ৩১ ধারাক্রমে কোনং ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। এই পাণ্ডুলিপি হইতে ঐ ধারা উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে কারণ প্রথমোক্ত আইন সংশোধনার্থ স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপিতে এই বিষয়ের বিধান হওয়া উচিত।

১৮৮১ সাল, ২৪ ফেব্রুয়ারি।

হুইটলী ষ্টোকস।

ডি, ফিটজ পাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M A, B L, *Bengali Translator*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 19, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড ।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি ।

দুই সপ্তাহ অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্য দ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ থোকে বিক্রয়ের বাজার দর।

মণের দর।

জোনধ ও জোয়ার।			রাগী বা মাড়ওয়া ও চীনা।			জনেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			বন্দর।
এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	
টাকা	টাকা	টাক	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাক	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
১॥০	১॥০	১৸				১॥০	১॥০	২৲	১৸০	১॥/	২।/	।৶	।৶৩	।৶৩	৪৲	৪৲	৪৲	কলিকাতা।
									২৸	২।০	২৸				৪৶	৪৲	৪।০	শেরাজগঞ্জ।
									২৲	১৸	২।৶	।৶	।৶	।৶০	৪৲	৪৲	৪৶০	ঢাকা।
									২৲	২৶	২॥৶	।০	।।০	।০	৪৲	৪৶	৪৶	নারায়ণগঞ্জ।
																		চট্টগ্রাম।
						৲	১৲	১।/৩	১/৯	১/৯	১।৶৩	।/৩	।/৩	।।০	৪/৬	৪/৬	৫৲	পাটনা।
			-						৬৲	৩৲	৫৲	।/	।/০	।/৩	৪।৶০	৪।৶	৪।৶০	বালেশ্বর।
																		পুরী।
॥০	৷		২৲	২৲	২।/				১॥৶	১॥৶	১৸৶	।০	।০	।০	৬॥	৩॥	৩৸০	কটক।

সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা গেল,

এচ, এম, কিশ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

LAND ADVERTISEMENT — ভূমি বিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা মেদিনীপুর।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ৮৮১ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৫ জুলাই আমলি ১২৮৮ সালের ১২ শ্রাবণ বাঙ্গালা ১২৮৮ সালের ১ শ্রাবণ সোমবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ৮৮১ সাল তারিখ ২৩ মে।

তফসীল

তরতীব নম্বর।	এ রেজষ্টরি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সুদর জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১	৮৬	৫৪	মঃ আলাল পাড়া পঃ গাগনাপুর	যমুনামণী দাসী সদানন্দ মাসান্ত নাবালকের মাতা ও রক্ষক ও বসুমতি দাসী নবদ্বীপচাঁদ মাসান্ত নাবালগের মাতা ও রক্ষক ও দ্বারিকানাথ ও দর্পনারায়ন মাসান্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমাকিঙ্করী দেবী ও শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ও ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভুঞার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেবী যদুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালগের মাতা রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও মধুসূদন মাসান্ত।	১১৯৬৸৶২		
				বাদ মধুসূদন মাসান্তর পৃথক হিসাব যাহা নিলাম হইবেক না	৪৪৮৸৵৯		
				বাকী যমুনামণী দাসী সদানন্দমাসান্ত নাবালকের মাতা ও রক্ষক ও বসুমতী দাসী নবদ্বীপচাঁদ মাসান্ত নাবালকের মাতা ও রক্ষক ও দ্বারিকানাথ ও দর্পনারায়ন মাসান্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমাকিঙ্করী দেবী ও শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য ও গিরিশচন্দ্র পাল ও ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভুঞার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেবী যদুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালকের মাতা রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী ৩৫।৶৭ জন্য নিলাম হইবেক।	৭৪৮৴৫	৩৫।৶৭	
২	১৭৩	৯৪	ম বেড়া বেড়া পঃ কাশীযোড়া	উদ্ধবনারায়ণ মাসান্ত	৯৯১।১১	৪৬৩৸৵১	
৩	২৩০	১৫৫৭	ম কাঁটাপল পঃ খড়গপুর	কুঞ্জবেহারি রায় ও শ্রীনাথচরণ পাল ও বামকুমার দে ও দ্বারিকানাথ পাল ও ক্ষেত্রমোহন পাল ও প্রাণগোবিন্দ নাগ ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও জ্যোতীন্দ্রকুমার ও নবেন্দ্রকুমার ও নগেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার ও গুণেন্দ্রকুমার নাগ নাবালগগণ কোর্টওয়র্ডেসের অধীন মেনেজার দ্বারিক নাথ পাল	মায় রোড়কণ্ড ১ ৩ ৭	১৫৪৸৶৪	
৪	৬	১৮৭	মঃ বালগোবিন্দপুর ও গোপালপুর পঃ অমরশী	গঙ্গারাম মাইতি ও আনন্দলাল রায় ও কুড়ারাম রায় ও গঙ্গারাম মাইতি ও শ্রীমত্যা নতীজন বিবি মাতা রক্ষক লাল খাঁ ও আলতাপ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আলাদাদ খাঁ ও চাঁদমণী ও মধুসূদন সিংহ	৬০৩॥৴৯		
				বাদ কুড়ারাম রায় ও গঙ্গারাম মাইতি পৃঃ হিঃ ৬।৯			
				বাদ শ্রীমত্যা নতীজন বিবি মাতা রক্ষক লাল খাঁ ও আলতাপ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আলাদাদ খাঁর পৃঃ হিঃ ১১২৸৶			
				বাদ চাঁদমণীর পৃঃ হিঃ ৭৫॥৶১০			
				বাদ মধুসূদন সিংহের পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না ৪৭৲৩		২৯৫৸১০	

তফসীল নম্বর।	এঃ রেজ- ষ্টরি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				বাকী গঙ্গারাম মাইতি আনন্দলাল রায়ের এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী ১৫৮/২ জন্য নিলাম হইবেক	৩০৭৮১১	১৫৮/২	
৫	৪০	২৫৯	মঃ বাড়মাণিরাম ও কুলডিহা পং খাজার	লক্ষ্মীনারায়ণ মহাপাত্র ও শ্রীমতী প্যারীমণী দাসী প্রকাশিত পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী কমলেকামিনী দাসী বণিতা ভরিতাচরণ পাল ও ভগীরথ জানা ও মাণিকরাম খাটুয়া ও চৌঃ জন্মেজয় মল্লীক ও কৃষ্ণপ্রসাদ ও মধুসূদন অট্ট ও ও বল্লভরাম ও অযোধ্যারাম খাটুয়া ও করালীচরণ দত্ত ও তারামণী দাসী রামপ্রসাদ রায়ের বণিতা ও সীতানাথ ও রমানাথ ঘোষ ও মাণিকরাম খাটুয়া।	৫০২৷/১০		
				বাদ সীতানাথ ও রমানাথ ঘোষ ও মাণিকরাম খাটুয়ার পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না	১১৫৷৶৩		
				বাকী লক্ষ্মীনারায়ণ মহাপাত্র ও শ্রীমতী প্যারিমণী দাসী প্রকাশিত পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী কমলেকামিনী দাসী বণিতা ভরিতাচরণ পাল ও ও ভগীরথ জানা ও মাণিকরাম খাটুয়া ও চৌ জন্মেজয় মল্লীক ও কৃষ্ণপ্রসাদ ও মধুসূদন অট্ট ও বল্লভরাম ও অযোধ্যারাম খাটুয়া ও করালীচরণ দত্ত ও তারামণী দাসী রাম প্রসাদ রায়ের বণিতা এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী ১৯।/৪ জন্য নিলাম হইবেক।	৩৮৬৷৶৭	১৯।/৪	
৬	৪১২	২৭১	ম বাড় বাঁশী পং খান্দার।	হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও জনার্দ্দন মাইতি ও খয়রাত রালি ও শ্যামরাউত ও মধুসূদন নানা ও প্যারিমণী দাসী ও শ্রীমতী স্বর্ণমণী ও নরহরি মারিক ও বেচারাম আচার্য্য ও ঝাড়েশ্বর বেরা ও অক্ষয়নারান বেরা ও নবদ্বীপ চন্দ্র রায় স্বয়ং শিবচন্দ্র রায় নাবালগ ভ্রাতাগণের রক্ষক ও বৈদ্যনাথ সভপতি ও শ্রীমতী রত্নামণী ও মধুসূদন রায় ও ভুবন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়রাম ও মধুসূদন জানা ও ঠাকুরদাস ও মাধবচন্দ্র ও ক্ষেত্রমোহন ও লালমোহন ও মহেন্দ্রনাথ পাল ও নবীনচন্দ্র ও অক্রুর চন্দ্র বর্দ্ধন ও জগমোহন ও যুধিষ্ঠির দাস ও গোবিন্দরাম মণ্ডল ও নীলমণি মণ্ডল ও কৃষ্ণপ্রসাদ ৎ মধুসূদন অট্ট ও জগমোহন ও যুধিষ্ঠির দাস ও জয়নারায়ণ দে ও রাধামোহন মাইতি ও দ্বারিকানাথ মাইতি ও গোপীনাথ মাইতি ও বাধানাথ সাহু ও শ্রীমত্যা আদরমণী দেব্যা ও রঘুনাথ দাস পহরাজ ও সীতানাথ দাস পহরাজ মহাপাত্র ও শ্রীমত্যা ঈশ্বরামণী দেব্যা ও শ্রীমতী আনন্দমণী দাসী ও শ্রীমতী আনন্দমণী দাসী শ্রীমতী দিগম্বরী ভাগবৎচন্দ্র দের পত্নী ও মাতঙ্গিনী দাসী স্বরূপ নারাণ মাইতির পত্নী ও ভাংকনাথ ও ভোলানাথ নাবালকের মাতা ও মহাকেজ ও শ্রীমতী শশীমণী ও শ্রীমতী আহলাদিনী দাসী ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী দাসুমণী দাসী ও কোর্টঅবওয়ার্ড নের অধীন দেবেন্দ্র দ্বারিকানাথ মাল তঃ জ্ঞানেন্দ্র কুমার ও জ্যোতীন্দ্রকুমার ও রবীন্দ্রকুমার ও নগেন্দ্রকুমার ও ভূপেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্র-কুমার খাস নাবালক লালমোহন ও ইন্দ্রমোহন ও ভুবনমোহন মেইকাপ।	১৯১৫৬৮/১	২১৯০৮	

তরতীব নম্বর।	এঃরেজিষ্ট রিনম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ও মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
৭	৪১৩	২৭২	মঃ বেলকীপং খান্দার	শ্রীমত্যা আনন্দমণী দেব্যা ও চৌ রঘুনাথ দাস পহরাজ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস ও ঈশ্বরামণী ও চৌঃ প্রেমচাঁদ মান্না ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মান্না ও মদনগোপাল মান্না ও ঈশ্বরচন্দ্র মান্না ও মহেন্দ্রনাথ মান্না।	৯৪৬॥৶৪		
				বাদ শ্রীমত্যা আনন্দমণী দেব্যা ও চৌ রঘুনাথ দাস পহরাজ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস ও ঈশ্বরামণী ও চৌঃ প্রেমচাঁদ মান্নার এজমালি অং ৪৪১৸৶			
				বাদ ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মান্নার পৃ হি ১২৬৶৬			
				বাদ মদনগোপাল মান্নার পৃ হি ১২৬৶৭			
				বাদ মহেন্দ্রনাথ মান্নার পৃঃ হি নিলাম হইবেক না ১২৬৶৬	৮২০৷৵১		
				বাকী ঈশ্বরচন্দ্র মান্নারপৃথক হিসাব যাহার সরকারি বাকী ৫৮৷৶৯ জন্য নিলাম হইবেক	১২৬৶৬	৫৮৷৶৯	
৮	৪৭৪	৩০৫	ম বুড়ান পং বাটীটাকি।	মহেন্দ্রনাথ রায় ও বলরাম ও রাম কাণাই রায় বামাকালী দেবী ও রাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫০৸৴১০		
				বাদ বামাকালী দেবীর পৃ হি ১৩৭॥৶৬			
				বাদ রাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃ হি নিলাম হইবেক না ১৩৭॥৶৫	২৭৫৷৵১১		
				বাকী মহেন্দ্রনাথ রায় ও বলরাম ও রামকাণাই রায়ের এজমালি অংশ যাহা সরকারী বাকী ২৸৶৩ জন্য নিলাম হইবেক।	২৭৫৷৵১	২৸৶৩	
৯	৬৬১	৩৯১	ম ভিতর বিষন্দর। আমা পং ভর্পে বালিসীতা।	গঙ্গানারায়ণ ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্র নাথ প্যারীমোহন ও উদ্ধব নারায়ণ মান্না।	১৬৫৮৸৶৯	৫১৭৸২	
১০	৬৬২	৩৯১	ম ভিতর বিষন্দরঃ। আমা। পং ভর্পে বালীসীতা।	দ্বারিকা নাথ মান্না ও নবদ্বীপচাঁদ মান্না নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা বসুমতী দাসী ও সদানন্দ মান্না নাবালকের মাতা রক্ষক শ্রীমত্যা যমুনামণী দাসী ও দর্পনারায়ণ মান্না ও প্যারীমোহন দাস ও উমেশচন্দ্র দাস ও গোলোকচন্দ্র ও মধুসূদন মান্না।	১৬৫৮৸৶১০		
				বাদ গোলোকচন্দ্র ও মধুসূদন মান্নার পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না।	৮২৯।৶৫		
				বাকী দ্বারিকা নাথ মান্না ও নবদ্বীপচাঁদ মান্না নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা বসুমতী দাসী ও সদানন্দ মান্না নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা যমুনামণী দাসী ও দর্পনারায়ণ মান্না ও প্যারীমোহন দাস ও	৮২৯।৶৫	৪৷৶১১	

তহতীব নম্বর।	এংরেজি টৌরি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				উমেশ চন্দ্র দাসের এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী ৪।৶১১ জন্য নিলাম হইবেক।			
১১	৮২০	৪৬৩	ম চাকই ওঃবষাই পংবাটিটাকি।	প্রেমচাঁদ মাসান্ত ও উদ্ধব নারায়ণ মাসন্ত।	৭৮॥৫	৩৩৬৻৫	
১২	৮৯৬	৫০৬	মঃ চুচহড়া পং কেদার কুণ্ডু।	মহেন্দ্রনাথ ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্র নাথ ও গোপেন্দ্র নাথ ও প্যারী মোহন মাসান্ত ও প্রেমচাঁদ মাসান্ত।	৯৬১৸৹		
				বাদ মহেন্দ্র নাথ ও ইন্দ্রনাথ ও উপে ন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারী মোহন মা ন্তর এজমালি অংশ নিলাম হইবেক না	৬৪১৶৮		
				বাকী প্রেমচাঁদ মাসান্তর পৃথক হিসাব যহা সরকারি বাকী ১৫০৻৩ জন্য নিলাম হইবেক।	৩২০॥৴৪	১৫০৻৭	
১৩	৯০৯	৫১৪	ম ভূঞা পং কেদার কুণ্ডু	শ্রীধর চরণ মন্না ও শ্রীমত্যা দাসমণী দাসী।	১১৩৫॥৩	২৬৫॥৶	
১৪	৯৩৬	৫২৬	মঃ দক্ষিণ ময়না ড়াল পং কি কাশীযোড়া।	রাজীবলোচন সামন্ত ও শ্রীমত্যা গনেশমনী দেই ও সহদেব ও গোপাল ও নারায়ণ ও অখিল চন্দ্র ও দীনবন্ধু ও বৈষ্ণব দাস কুণ্ডু	৬২৬৸৴৭	।৵৮	
১৫	১১১৭	৬১৫	ম গুমুক পোতা প কাশীযোড়া।	ধরনীধর রায়	নাযপুলিস ৩ ৮৫৲	৭২৫৶৯	
১৬	১১৪৩	৬৪	ম গুমাই পঃ সবঙ্গ।	রাধাশ্যাম ও শ্রীকান্ত ও বারাধন ত্রৈলোক্যনাথ বাগ ও শ্রীমত্যা দাস মণী দাসী	১৪৫ ।৶১	১৬৯॥৶৬	
১৭	১১৭১	৬৫৩	মঃ গুমাই প বাটি টাকি।	ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্র নাথ ও গোপে ন্দ্রনাথ প্যারীমোহন মাসান্ত ও প্রেমময়ী দাসী ও সুবলচরণ পাঞ্জা ও শ্রীমত্যা রঙ্গবতী দেই ও শ্রীমত্যা আহ্লাদিনী দাসী ও বৃন্দ দাস পাঞ্জা।	৬৫৫৶২ *	৪৭৸৶৪	
১৮	১২০১	৬৭৮	মঃ গোপ্রাস পং কেদার কুণ্ডু।	প্র গোবিন্দ নাগ ও দ্বারিকানাথ নাল মেনাজার জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও জ্যো তীন্দ্রকুমার ও রবীন্দ্র কুমার ও নগেন্দ্র কুমার ও শ্যামেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্র কুমার নাগ ও কোর্ট অব ওয়ার্ডস	৭২৪৸৹	১৭৸৶৮	
১৯	১৩১৬	৭৩১	ম হাত দুয়া চক প-ময়না চোর।	কমল কুমারী দাসী হরেকৃষ্ণ মাইতির পত্নী ও সুখদা ময়ী দাসী গোপাল চন্দ্র মাইতির পত্নী।	২৯৬৩৻১০	১৮৮৭॥১	
২০	১৩৪৭	৭৪৩	ম ইন্দা পং খড়গ পুর।	দাসমণী দাসী	১১৩ ৸৶	৫২৯৸৶২	
২১	১৩৫৫	৭৪৮	ম জলাড়া পং কি কাশী যোড়া।	দ্বারিকানাথ দে ও জীবনারাণ ভূঞা ও গনেশমনী দেই ও মহেন্দ্র নাথ ও দেবেন্দ্র নাথ ও যোগেন্দ্র নাথ ও উপেন্দ্র নাথ দে।	৬১৪৴২	৻৭	
২২	১৩৫৯	৭৫২	ম জানাবাড় পং কি কাশী যোড়া।	কাদেদা চরণ পাল ও আয়মন নেসা বিবি ও উম্মল ফতেমা ও শ্রীমতী ইজাতনেসা ও আবদুল মামুদ ও শ্রীমত্যা সেলামতনেসা ও শ্রীমত্যা উম্মলবজল ওং বোকনাম বিবি ও শ্রীমতী কেরামতনেসা ও শ্রীমত্যা জরিবননেসা ও শ্রীমত্যা উম্মল বরকাত।	১২৫২।৶৯	৫৮৭৲	

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

তৃতীয় নম্বর।	এঃ রেজি ষ্টরি নম্বর।	তৌজি নম্বর।	নাম মহল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
২৩	১৪২০	৭৯৫	ম জঙ্গলা পঃ খড়গপুর।	দ্বারিকানাথ ও দর্পনারায়ন নাবালগ ও যমুনামণী দাসী মাতা মহাকেজ সদানন্দ নাবালগ ও বসুমতী দাসী মাতা রক্ষক নবদ্বীপচাঁদ নাবালগ নাবালগ ও প্রসন্নকুমারী দাসী ও উমাচরন মহাপাত্র।	৮৭৩৷৶	২৯২৷৷৴৩	
২৪	১৫৩	৮৫৮	ম কাসপুর প গগনেশ্বর।	রাজবল্লভ ও সুধাময় চৌধুরী ও দ্বারিক নাথ মিত্র ও হৃষিকেশ পাহাড়ি ও গোলোকমণী ও অক্ষয় নারাণ ও অক্ষয়নারাণ মাইতি ও শ্রীনিবাস পাহাড়ি বাদ অক্ষয়নারাণ মাইতির পৃথক হিসাব ১০৫৶৫ বাদ অক্ষয়নারাণ মাইতির পৃথক হিসাব ৩৬৷৶৯ বাদ শ্রীনিবাস পাহাড়ির পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না। ৩৩৷৷৴ ০ বাকী রাজবল্লভ চৌধুরী ও সুধাময় চৌধুরী ও দ্বারিকানাথ মিত্র ও হৃষিকেশ পাহাড়ির এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী ১৯৸৶৯ জন্য নিলাম হইবেক।	৮০৬৷৶৮ ১৭৫।৴ ৩৬২।৶৬	১৯৸৶৯	
২৫	১৭৭৫	৯৩১	ম খনারবন পঃ কাশীযোড়া	অক্ষয়নারাণ ও অমৃতলাল ও বসন্তলাল ও প্যারীলাল ও প্রমথলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।	দায়পুলীস ৪১২২৷৶৪	৻৬	
২৬	১৭৮২	৭৩	ম লুটনীয়া পঃ জুনকাপুর	অক্ষয় নারাণ দাস ও রাধাগোবিন্দ ও জগবন্ধু ও শশীশেখর ও বৈষ্ণবদাস পাঞ্জা ও প্রেমচাঁদ নাসস্ত ও বৈকুণ্ঠ নাথ জানা ও ব্রজদাস পাঞ্জা।	৮৫৯৷৷৶৮	২৬৪৷৶৫	
২৭	১৮২১	৮৪	ম মাঙুরি পঃ কশীযোড়া	দীনবন্ধু মন্ত্রী স্বয়ং ও রক্ষক নবদ্বীপ চাঁদ মন্ত্রী ও প্রেমচাঁদ ও গোপী নাথ ও নন্দলাল নাসাস্ত ও শ্রীমত্যা পার্ব্বতী দাসী মাতা রক্ষক রামজীবন ও রামলোচন ও রামস্মরণ নাসাস্ত নাবালক গণ।	৩৭৭৬৸৶৭	২২ ৸৶১০	
২৮	১০৭১	২০৫	ম মকরম পুর পঃ পটাশপুর।	হরলাহীলাল ভকত ও শ্রীমতী অভয়া সুন্দরী দাসী।	১৩৪৬৲	৪৭৲৶	
২৯	১১৯৪	১ ৮	ম নারাণবাড় ও নারায়ণরাড় প কাশীযোড়া	জীবন কৃষ্ণ ও কুঞ্জবিহারি গোস্বামী ও শ্রীমত্যা হরসুন্দরী দেবী ও রমানাথ গোস্বামী ও শ্যামাচরণ লাহিড়ি ও জগমোহন গোস্বামী ও রামপ্রসাদ বেরা ও রূপনারায়ন মাইতি ও ফকিরচন্দ্র পট্টনাএক ও তারাপ্রসাদ নাসাস্ত ও কৃষ্ণচরণ পণ্ডা রূপ নারা মাইতি। বাদ তারাপ্রসাদ নাসাস্ত ও কৃষ্ণচরণ পণ্ডা ও রূপনারায়ণ মাইতির ও ফকিরচন্দ্র ট্রনাএকের পৃথক হিসাব যাহা নিলাম হইবেক না। বাকী জীবনকৃষ্ণ কুঞ্জবিহারি গোস্বামী ও শ্রীমত্যা হরসুন্দরী দেবী ও রমানাথ গোস্বামী ও শ্যামাচরণলাহিড়ি ও জগমোহন গোস্বামি ও রামপ্রসাদ	৬৯২৷৶ ১৭২৸৴৭		

তৌজীর নম্বর।	এ রেজিষ্টরি নম্বর	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
৬০	২০০৭	১ ৯৭	ম মনাকার বল্লভপুর পং মেদিনীপুর ও গয়হ।	বেরা ও রূপনারায়ণ মাইতির এজ মালিঅংশ যাহা সরকারি বাকী ১০৶৬ জন্য খিলম হইবেক। কন্দিভম যেসা ও রামনারায়ণ ভূঞা ও উদ্ধব নারায়ণ ভূঞা ও দেবী প্রসাদ দে ও নারাণ প্রসাদ ও গঙ্গা মোহন ও বৈকুণ্ঠনাথ দে ও এমনা-	৫১৮৷৭ ৯০৬২৶১১	১০৶৬	

লি চরণ মাইতি ও হরিশচন্দ্র বসু ও গিদ্ধি মজীরালি খাঁ ও শ্রীমতী চিন্তামণী দাসী ও রামচাঁদ মন্দী ও শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও জীবনগোবিন্দ দে ও জগবন্ধু রায় ও শ্রীনাথচরণ মন্দী ও জন্মেজয় মল্লীক ও চন্দ্রমোহন সিং ও জগবন্ধু পাল ও রামনিধি কুণ্ডু ও বৈকুণ্ঠনাথ কুণ্ডু ও মদনগোপাল মা াস্ত ও উদ্ধবনারাণ মাসান্ত ও গোলোক চন্দ্র ম াস্ত ও দ্বারিকানাথ ও দর্পনারায়ণ মানান্ত ও শ্রীমতী যমুনাম ী দাসী মাতা ও রক্ষক সদানন্দ মাসান্ত নাবালগ ও শ্রীমত্যা বসুমতী দাসী মাতা ও রক্ষক মহাক্ষেক নব দ্বীপ চঁ দ মাসান্ত ও গোপীনাথ মাসান্ত ও গোপীনাথ মাসান্ত ও মহেন্দ্রনাথ মাস স্ত সাবিত্রা দাসী ও পূর্ণানন্দ কুণ্ডু ও ধর্ম্ম দাসী ও মনীন্দ্রচন্দ্র নাগ ও শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী ম তা রক্ষক আসু্তে ম না লকের ও শ্রীমতী বিন্দুবাসীনী দাসী ও শ্রীমতী মঙ্গলা দাসী ও শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেব্যা মাতা স্মৃষ্টিধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী চন্দ্রমণী দাসী দীনবন্ধু দাস দিগরের মাতা কাশীনাথ দাসের বামতা ও শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী বনিতা অভয়চরণ বিশ্বাস ও বাবু আনন্দলাল রায় পেদারে মহাক্ষেক বাবু মুরারিলাল রায় ও শ্রীমতী বেচমনী দাসী ও উমাচরণ ঘোষ ও কালীমেহন মিত্র ও মহেন্দ্রনারাণ দে ও গো ন্দনারাণ দে ও অক্ষয়নারাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেব্যা নাদরে অমৃতলাল বসন্তলাল ও প্যারীলাল ও প্রথমলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী নি- স্তারিণী দাসী ও পঞ্চানন ও ভগবানচন্দ্র রায় ও শ্রীমত্যা স্বর্ণময়ী দাসী ও হারাধন ঘোষ ও শ্রীমত্যা শিবসুন্দরী দাসী ও ঈশানচন্দ্র রায় ও রামচন্দ্র রায়। ও কেশবলাল ঘোষ ও সৈয়দ মহম্মদ হুসেন ও শ্রীমত্যা হরসুন্দরী ও গঙ্গাগোবিন্দ বসু ও শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দাসী গঙ্গাগোবিন্দ বসুর বনিতা ও শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসী রামকুমার বসুর বনিতা ও শ্রীমতী থাকসুন্দরী ভজগোবিন্দ বসুর বনিতা ও বড়ীনারায়ণ ও উদয়নারাণ ছুই ও রাজীবলোচন দাস ও গোলোকচরণ প্রধান ও উমেশচরণ বন্দ্যো পাধ্যায় ও উমাপ্রসাদ রায় মহাশয় স্বয় ও মহাক্ষেক নারায়ণ প্রসাদ ও রাধিকা প্রসাদ ও রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় নাবালকগণ ও শ্রীমত্যা নবীনাকালী দেব্যা।

বাদ শ্রীনাথচরণ মন্দীর পৃ হি ৮১৷৶৯

বাদ জন্মেজয় মল্লিকের পৃ হি ১৮ ৷৷

বাদ চন্দ্রমোহন সিংহের পৃ হি ৬ ৷৶১

বাদ জগবন্ধু পালের পৃ হি ১৮২৮৶২

বাদ রামনিধি কুণ্ডুর পৃ হি ১ ৭৶৬

বাদ বৈকুণ্ঠনাথ কুণ্ডুর পৃ হি ১৫১৷ ২

বাদ মদনগোপাল মাসান্তর পৃ হি ৩২৷৷

বাদ উদ্ধবনারায়ণ মাসান্তর পৃ হি ১১৬৷৷১

বাদ গোলোকচন্দ্র মাসান্তর পৃ হি ৪১৫৷ ১১

বাদ দ্বারিকানাথ ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও শ্রীমত্যা যমুনামণী দাসী মাতা ও রক্ষক সদানন্দ মাসান্ত নাবালক ও শ্রীমত্যা বসুমতী দাসী মাতা ও রক্ষক মহাক্ষেক নবদ্বীপ চাঁদ মাসন্তর পৃঃ হি ৪ ৫৷৷৶

তৌরজীব নম্বর।	এঃ রেজিষ্টরি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলামহই বেক।	কৈফিয়ৎ।
				বাদ গোপীনাথ মাসান্তর পৃ হি ১২ ৶১১ বাদ গোপীনাথ মাসান্তর পৃ হি ৫৪।৵৯ বাদ মহেন্দ্রনাথ মাসান্তর পৃঃ হি ১১৬॥৬ বাদ শ্রীমতী সাবিত্রী দাসীর পৃ হি ১১৩।৶৯ বাদ পূর্ণানন্দ বসুর পৃ হি ১২৶৩ বাদ বর্ম্মদাসীর পৃ হি ৭২৲৫ বাদ নবীন চন্দ্রনাগের পৃ হি ৪৭৮॥৬ বাদ শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী মাতা আশুতোষ ঘোষ নাবালক শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসীর পৃ হি ৯ ৯৶২ বাদ শ্রীমতী মঙ্গলা দাসীর পৃ হি ৬১ ৵৪ বাদ শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেব্যা মাতা সৃষ্টিধর বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ হি ১ ৫৮ বাদ শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী বনিতা অভয়চরণ বিশ্বাসের পৃ হি ১১৮৵৯ বাদ বাবু আনন্দলাল রায় পেদরে মহাক্কেজ বাবু মুরারিলাল রায়ের পৃ হি ২৬৮।৶২ বাদ শ্রীমতী বেচমনি দাসীর পৃ হি ৬৫৸৶১১ বাদ উমাচরণ ঘোষের পৃ হি ২১।৵১ বাদ বাণিমোহন মিত্র ও মহেন্দ্রনারায়ণ দে ও গোবিন্দনারায়ণ দের পৃঃ হি ১৭৫।৶৮ বাদ অক্ষয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেব্যা মাদরে অমৃতলাল ও বসন্তলাল ও প্যারীলাল ও প্রমথলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃ হি ৫৮৯৬৸৶৭ বাদ শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসীর পৃ হি ১১। বাদ পঞ্চানন ও ভগবান চন্দ্র রায় ও শ্রীমত্যা শিবসুন্দরী দাসী ও ঈশান চন্দ্র রায় ও রামচন্দ্র রায় ও শ্রীমত্যা স্বর্ণময়ী দাসী ও কারাধন ঘোষ ও কেশবলাল ঘোষের পৃ হি ১১৫৲২ বাদ সৈয়দ মহম্মদ হুসেনের পৃঃ হিঃ ২৪৫ ৶৩ বাদ শ্রীমত্যা হরসুন্দরীর পৃঃ হিঃ ২৯৲১ বাদ গঙ্গাগোবিন্দ বসু ও শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দাসী গঙ্গাগোবিন্দ বসুর বনিতা ও শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসী রামকুমার বসুর বনিতা ও শ্রীমতী রাজসুন্দরী ভজগোবিন্দ বসুর বনিতার পৃঃ হি ২৬৩।৶৬			

তরতীব নম্বর।	এঃ রেজীষ্টরি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদরজমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হই বেক।	কৈফিয়ৎ
				বাদ বঞ্জীনারাণ ও উমানাথের হুইব প্র তি ১২৪॥৴১ বাদ রাজীবলোচন দাসের প্র তি ৫২।৫ বাদ গোলোকচরণ প্র াদের প তি ১১৩৴৩ ব— উমেশচরণ বন্দো াধ্যায়ের প্র তি ২৭৮।১ বাদ উমাপ্রসাদ রায় মহাশয় স্বয় ও মহ ফেজ নাবাঃ প্রসাদ ও বাণিকা প্রসাদ ও রাম প্রসাদ রায় মহ শয় নাবালকের প্র তি ৩১৬।১১ বাদ শ্রীমত্যা নবিন৷ কালী দেব্যার প্র তি নিলাম হইবেক না ৩ দ৶	৭১৪৮।৵১		
				বাকী কমীদওমনেশা ও রামনারাণ ভূঞা ও উদ্ধব নারায়ণ ভূঞা ও দেবীপ্রসাদ দে ও নারায়ণপ্রসাদ দে ও গঙ্গাসে কম দে বৈকুণ্ঠনাথ দে ও বনমালীচরণ মাইতি ও হরিশচন্দ্র বসু ও সিদ্দিকজীবালী খাঁ ও শ্রীমতী চিরামণী দাসী ও রাম চাঁদ নন্দী ও শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দা ী ও জীবনগোবিন্দ দে ও জগবন্ধু রায় এজমালী অংশ যাহা ৬৯৪৻২ জন্য নিলাম হইবেক।	৭৭২।৶	৬৯৪৻২	
				বাকী শ্রীমতী চন্দ্রামণী দাসী ও দিন বন্ধু দাস দিগরের মাতা ও কাশী নাথ দাসের পৃথক হিসাব যাহা সরকারী বাকী ১৮।২ জন্য নিলাম হইবেক।	৪১।১	১৮।২	
৩১	২০১	১১	ম নিশ্চিন্ত্যা ও খাগড়াগে- ড়্যা পঃ সবঙ্গ।	অক্ষয়নারায়ণ সেন ও মদনমো হন দে ও রাজনারায়ণ ঘোষ ও ইন্দ্র মোহন দে ও বঙ্গলতা দেই নাদবে মহাফেজ রাধানাথ দে ও ঠাকুরদাস দে নাবালক জানকী দেই ও বঙ্গদেই ও শ্রীমতী হরমোমোহিনী দাসী ও দুর্গামণী দ সী ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দ সী।	৬৫৩॥৶৭	১২ ৸৶৯	
৩২	২১৩	১১৪২	ম পশ্চিম না রাণপুর প কাশীযোড়া।	শ্রীমত্যা ব্রহ্মময়ী ও ভাগবতচন্দ্র দে ও হরগোবিন্দ পাল ও শ্রীমত্যা নারাণ দাসী ও দিনবন্ধু দে ও চন্দ্রমোহন নন্দ ও রামকিঙ্কর ী ও মাণিকরাম দত্ত পূর্ণানন্দ কুণ্ডু ও রামপ্রসাদ ও শ্যামপ্রসাদ নাবা দ্রব ময়ী মাতা মৃত জী াসচন্দ্র পাল।	৮২৩।৶৮	৪৭।৶৭	
৩৩	২১৪৩	১১৭৬	ম পালপাড়া প তমলুক।	শ্রীমত্যা রত্নমণী দেই রাজনারায়ণ রায়ের পত্নী বেনারাম মাইত শ্রীমত্যা অহল্যা দেই ও হট্ট বণ ও ক্ষেত্রমোহন গুচা ও দ নদাইল প ৬কত ও অ নন্দ লাল রায় ও মহেশচন্দ্র রায় ও লক্ষ্মীনারায়ণ ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ ও চন্দ্র ম ও নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পোষ্য মাতা ও মহাফেজ শ্রীমত্যা পার্ব্বতী দাসী ও রাজন রায় মাইতি ও জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী ও কুঞ্জবিহারি গোস্বামী রমানাথ গোস্বামী ও শম র সুন্দরী দেবী ও শ্যামাচরণ লাহিড়ি ও তারাপ্রসাদ রায় ও শ্রীমতী সাবিত্রী দেই হনারায়ণ মাইতির পত্নী।	৮১৫।		

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা স বাদ দেওয়া যাইতেছে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮১ ইংরেজীর ২৫ মে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড সেস ও পবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮১ ইং ১০ আগষ্ট মোং ১২৮৮ বাং ২৭ শ্রাবণ রোজ শুক্রবার জেলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইং ২৯ জুন।

মহল নওয়াবাদ

নম্বর মহাল	নাম থানা মৌজা তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বার্ষিক সেস।	বাকীর পরিমাণ।			মন্তব্য।
					খাজানা।	সেস।	মোট।	
২৬	থানে রত্তু। মৌং ঝিলওয়াংজা। তাং গৌরীশঙ্কর বৈদ্য মাগ কাং।	মছরত্ত আলী চৌং	৯৩৮৭	১২৮৸৵	৯৮৮৭	১২৮৸৵	১ ৬৬৸৵	সম্পূর্ণ তলুকা মিলাম হইবে।
৭৬	থানে বাস্তু। মৌং উমখালী। তাং জৈনদ্দিন মুনশী	চৈতন্যচরণ দাস	১৩২৭৲ বেবাজফও ৮৶	১৬৮॥৶৬	১৯২৭৲ বেবাজফও ১ ৵	১৬৮' ৶৬	২১১১৸৬	ঐ
১৮৮	থানে বাস্তু। মৌং রাজার কুল। তাং সেরমস্ত খাঁ	শ্রীমতী দেওয়ান বিবি গং	১৯৩৫৶ ১১ ॥৬	১৫৮।৴	১১৪৩৵	১৭৯।০	১৭৯।	ঐ
	থানে রাস্তু। মৌং পেকখালী। তাং গৌরীশঙ্কর বৈদ্য মাগ কাং।	শ্রীমতী আম্বিকা বানু গং	৫০৬৸৴	৪৫৸৶৬	৮৯৸৴	১৫।৴	২ ৫৵	ঐ
২১৫	থানে রত্তু। মৌং চাকমার কুল তাং আমামআলী চৌং	শ্রীমতী লাউ বিবি চৌধুরিয়া।	৫৪৯৲		৫৪৯৲		৫৪৯	ঐ
২৩৫	থানে চকরিয়া। মৌ লক্ষ্যাচর। তাং মেহমলাল মুকুল	মোহমলাল মুকুল।	৮৫ ৸	১৯৯৲৬	৩১৮৸	৬৩।৴৬	৩ ৫৴৬	ঐ
২৭৪	থানে চকরিয়া। মৌং ভেলা মানিক চন্দ্র। তাং বিবি ইস্রাক	মাগন আলী	৭৫৭।৵	৯৬।৶	২৮৪।৵	৩২৶	৩১৬৸৴	ঐ
২৮৬	থানে চকরিয়া। মৌং বারবাকীয়া। তাং বিবি ইস্রাক	দেওয়ান আলী চৌ।	৮ ॥৴	২৭৪৸৴	২৫৭॥৴৩	৯৮।৴	৩৫৫ ৸৵৩	ঐ
৩৮	থানে ফটীকছড়ি। মৌং গুরুঙ্গ। তাং আমজদআলী মৌলবী।	আমজদ আলী মৌলবি।	৬২৫৲		৬২৮৸৶৩		৬২৮৸৶৬	ঐ
৮৯৩	থানে বাস্তু। মৌ খুরুল্যা। তাং শ্রীমতী সমশের বানু	আহাদ আলী	৭ ২৭ বাজফও ৴	১ ৮৵	১২ বাজফও ৴	১ ৸৵	৭২২৸৶	ঐ
			৭১২৴		৭১২৴			
১৪৬	থানে চকরিয়া মৌং পেকুয়া। তাং শেখ ফজর আলী	শেখ ফজর আলী।	১১৬ ৲ বোজফও ১২৲	১ ৯।৶৬	৮ ২ বোজফও ২	৭২৸৶	৯৫৬৸৶	ঐ
			১১৭৯৲		৮৮৪			

A. MANSON Offg Collector

[Government Gazette 19th July 1881]

জেলা রঙ্গপুর।

জমিদারী বিক্রয়ের এস্তাহার।

ইহাদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসা'র জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত নিম্ন লিখিত মহাল সন ১৮৮০। ৮১ ইং লাগায়েদ কিস্তি ফেব্রুওয়া'রি মো ১২৮৭ সালের লাগায়েদ কিস্তি ফালগুন তারিখের প্রাপ্য রাজস্ব ও অন্যান্য দাওয়া যাহা বাঁকি রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহা আদায় জন্য নিম্নলিখিত মহাল আগামী ১৮৮১। ২২ আগষ্ট মো সন ১২৮৮ সনের ৭ ভাদ্র সোমবার অত্র কাছারীতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১। ১০ জুলাই।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যে প্রকারের মহাল।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা	মালীকের নাম।	সদর জমা।	বাকির পরিমাণ।	মন্তব্য।
ইস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।	৬৯৭	পরগনে আলগাও।	চন্দ্র শিখর রায় ও গোপাল চন্দ্র রায় ও রাজলক্ষী চৌধুরাণী ও ব্রজকিশোরী চৌধুরাণী ও ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী ও ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ও পুর্ণচন্দ্র রায় কর্ম্মাধ্যক্ষ পক্ষে ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ও কোডর শ্যামকিশোর রায় ক্ষমাময়ী চৌধুরাণী।	৫৯৮১৮৵১॥	১৭৮৮৶৯॥	এই তাহুতের ৪ ঘরের লিখিত মালীকগণ মধ্যে ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণীর হক হিস্যা এই তাহুতের রুকম ৵১ ৮৭॥ হস্তী যাহার সদর জমা ৫৭৮॥৶১৭ পাই যাহা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১ ধারামতে বিশেষ ১ নম্বরে লিখিতাছে তাহার

দেনা রাজস্ব দাখিল না করায় কেবল এই অংশ নীলাম হইবে অবশিষ্ট অংশের রাজস্ব আদায় হওয়ায় তাহা বাদ থাকিল।

প্রকাশ থাকে যে এই মহালের এই অংশ কথিত অংশ বাকির জন্য বিগত ৯ জুন তারিখে নিলাম হইয়াছিল খরিদারনীলামি পণের অবশিষ্ট টাকা যথাকালে দাখিল না করায় ১৫৯। ১১। ২৩ধারামতে পুনরায় নিলাম হইবে।

C F MAGRATH, *Offg Collector*

জিলা বীরভূম

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহাদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তগত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন, দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সাল ৯ ভাদ্র শনিবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিঃবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ১১ ল জুং।

তফসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	পরগনা ও মহালের নাম।	যে প্রকার বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	নাম মালিক।	সদর জমা।	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী	১৪৩	পং বারবকসিংহ শ্যামসুন্দরপুর,	বাকী রাজস্ব ৩১৮৶	৺ খেলচন্দ্র ঘোষের ষ্টেটের এড মিনিষ্ট্রেটর কৃষ্ণমোহিনী দাসী ও মডিউন মেহাবিবি বিষ্ণুচন্দ্র কুণ্ডু।	২১১৩৮৵	সমুদয়মহাল বিক্রয় হইবে।

JOSEPH ARMSTRONG,
Collector

বীরভূমের কালেক্টরী কাছারী, }
১১ জুলাই। ১৮৮১। }

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

জিলা বাখরগঞ্জ।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৩ আগষ্ট মো, ১২৮৮ সনের ৮ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ২৫ জুন।

তপসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজীর নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
প্রথম শ্রেণী।	৪৫৩২ ম	পং রত্নদী কালিকা পুর দেবপুর আবাদ হরিপ্রসাদ রায় পেদরু দেহ নবী সাহেব ওগয়রহ তালুক।	এজমালি হিং ॥৶ আনী মালিক শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী।	১১১৯৫ ॥১	হাল খাজানা ১১১৯৫॥১ বকেয়া ১৪১ ॥৵২ ——— ২৬ ৬৶৩	এই মহালের হিসাব পৃথক হওয়া ।৴ আনী অংশের নিলামের নিমিত্ত ১৮৮১ সনের ২৫ জুন ধার্য্য ছিল ঐ তারিখে নিলাম ডাক আরম্ভ হইয়া বাকীর পরিমাণ ডাক না হওয়াতে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ১৪ ধারা মতে ঐ সমস্ত মহাল এক্ষণে বিক্রয় হইবেক ইতি।
			হিসাব পৃথক হওয়া হিং ।৴ আনী মালিক জগদীশ্বরী চৌধুরানী ও নবদ্বীপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।	৫৪৩।৶৭	বাকী হাল ১২৮৭ সনের কিস্তি কমাবেশের ৪৫৬৴১০ বকেয়া ১২৮৫ সনের ৫২।৶১১ ১২৮৬ সনের ৫৪৩।৵৭ ——— ১ ৫২(৪	
				১ ৩৮৸৵৮	৬১৫৮৵৭	

J C VEASEY *Offg Collector*

INSOLVENCY NOTICE

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA

In the matter of GRI FDHARELLOLL and KANNAYALOLL insolvents

Notice is hereby given that Tuesday the 2n l day of August next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend and that an account in let ul of the receipts and disbursements of the Official Assignee from the 17th day of April 1877 until the 30th day of June last has been filed, and may be inspected in the Office of the Chief Clerk Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent will be heard notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing

The like notice In the matter of WILLIAM LATHAM ATKINSON an insolvent Wherein the account of the Official Assignee, from 9th September 1879 to 30th June last has been filed in the Chief Clerk s Office.

OFFICIAL ASSIGNEE S OFFICE, *Calcutta, 15th July* 1881 }

A B MILLER, *Official Assignee.*

1 6—1)

[*Government Gazett , 19th July* 1881]

INSOLVENCY NOTICE

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA

In the matter of ROBERT ANDREW LYALL and ALFRED AUGUSTUS LYALL (LYALL, RENNIE & Co) insolvents

Notice is hereby given that Tuesday the 6th day of September next i appointed f r th further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee from the 28th day of Feb ruary 1881 until the 30th day of June last has been filed and may be inspected in the Offi of the Chief Clerk Any creditor or other person interested who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent will be heard notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing

The like notice In the matter of HAYWARD PRICHARD RUSHTON HENRY RUSHTON and JOSEPH RUSHTON (RUSHTON BROTHERS) insolvents Wherein the account of the Official Assignee, from 18th March to 30th June last has been filed in the Chief Clerk s Office

A B MILLER
Official Assignee

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE,
Calcutta 15th July 1881

(17—1)

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করাণ যাইতেছে যে জেলা ঢাকার অধীন মুনশীগঞ্জ মহকুমার ন দমু ধলেশ্বরী নদীর তীরে যে প্রতি বৎসর বিখ্যাত কার্ত্তিক বারুণীর মেলা হইয়া থাকে তাহা ইংরাজি ১৮৮১ সনের ৫ই নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ২১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভঙ্গ হইবেক, বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি।

C C STEVENS,
জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট।

The Hymns of the Rig Veda in the Samhita and Pada Text by Professor F Max Muller M A in two Volumes *Price Rs 24 packing and postage Re 1 12*

*The Rig Veda the oldest book of Indian literature has very properly been made one of the principal class books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India and though at present a scholar like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only yet as soon as editions translations grammars and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country —*Extract from Preface*

OFFICE OF SUPDT GOVT PRINTING No 8 Hastings Street Calcutta

গবর্ণমেণ্টদ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিনকোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪৷৷০ টাকা, প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮৷৷০ টাকা প্রতি পাউণ্ড টীন ১৬৷৷০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫৷৷০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০৷৷০ টাকা ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ৷৷০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা ডাকমাসুল দিতে হইবে।

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal by C D Field M A, LL D of the Inner Temple Barrister at Law and of Her Majesty s Bengal Civil Service District and Sessions Judge of Burdwan Member of the Rent Commission

Price Rs 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant Bengal Secretariat

N B —Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার আট ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ ও এল এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৴০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য। উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

Rates of Subscription to the Bengali Government Gazette
FROM 1st JANUARY 1872

Payable in advance

For one year, without postage	Rs 10 0 0
Ditto, with postage	„ 12 8 0

When postage stamps are remitted in payment of subscription, one anna in the Rupee should be added for discount.

---

৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার।

ডাকমাসুল বিনা এক বৎসরের	১০৲
ডাকমাসুল সুদ্ধ ঐ	১২॥০

ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠান গেলে টাকা প্রতি এক আনা মূল্যের একং খান ডাকের টিকিট ডিস্কৌন্ট দিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

NOTICE

IN continuation of notice dated the 20th November 1877 intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied or advertisement notice &c inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

NOTE —*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

	Rs
Full page per issue	20
Half „	10
Casual advertisements —4 annas per line	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্টান্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ⁄০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

৮৭৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী।

বক্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

	টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১০৲
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পঁক্তি	।০

[*Government Gazette* 13*th July* 1881]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন মরিস্ লুইস্ সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1099—740—19 7 81

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধনার্থ ১৮৮২ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

নির্ঘণ্ট পত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদালতের ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

তৃতীয় খণ্ড।

সাধারণ বিধান।

চতুর্থ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদিগকে ও পোলীসকে ও ধৃত করণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতকরণ পলায়ন ও পুনঃ ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

নবম অধ্যায়।

বেআইনীমত জনতা বিষয়ক বিধি।

দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি।

একাদশ অধ্যায়।

আবশ্যক স্থলে কিয়ৎ কালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি।

দ্বাদশ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বিষয়ক বিধি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পোলীসের নিবারণাত্মক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

পঞ্চম খণ্ড।

পোলীস সম্বাদ দিবার ও তাঁহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার বিধি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ষষ্ঠখণ্ড।

মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারকার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধিপত্যের বিধি।

ক।—তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

(খ)—কার্য্যারম্ভের আবশ্যক নিয়ম বিষয়ক বিধি।

ষোড়শ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের নিকট নালিশ করিবার বিধি।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ক বিধি

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

অভিযোগ লিখিবার পাঠের বিধি।

বিংশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি।

একবিংশ অধ্যায়।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারন্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটেদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার কথা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের কথা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হাই কোর্টের ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি।

ক।—উপক্রমণিকা

(খ)।—কার্য্যারম্ভের বিধি।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচার সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

তদন্তে ও বিচারকার্য্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধি।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তি বিষয়ক বিধি।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দৃঢ করণার্থে দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ বিষয়ক বিধি।

অষ্টবিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞা সাধন বিষয়ক বিধি।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্ত্তন করিবার বিধি।

ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় কি নির্দ্দোষ নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

সপ্তম খণ্ড।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি।

একত্রিংশ অধ্যায়।

আপীলের বিধি।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

প্রশ্নার্পণের ও সংশোধনের বিধি।

অষ্টম খণ্ড।

বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধি।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় দিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

রাজবন্দি বিষয়ক বিধি।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

হাবিয়াস কর্পস ভাবাপন্ন আজ্ঞার বিধি।

নবম খণ্ড।

অতিরিক্ত বিধান।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

হাজির জামিন বিষয়ক বিধি।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষিদের পরীক্ষার্থ কমিশ্যন বিষয়ক বিধি।

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষ্য বিষয়ক বিশেষ বিধি।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিবন্ধপত্র বিষয়ক বিধি।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্রব্য লইয়া কার্য্য হইবার বিধি।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ফৌজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধনার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত এই হেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

প্রথম খণ্ড।

উপক্রমণিকা।

প্রথম অধ্যায়।

সংক্ষেপ নামের কথা। আরম্ভের কথা।

১ ধারা। এই আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ৮৮২ সালের আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে এবং ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস অবধি প্রবল হইবে।

যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

এই আইন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে কিন্তু বিপরীত ভাবের বিশেষ বিধান না থাকিলেও আইনের কোন কথায় এক্ষণে যে বিশেষ কি স্থানীয় আইন প্রচলিত আছে তাহার কিম্বা অন্য প্রচলিত আইনের বলে যে বিশেষ বিচারাধিপত্য কি ক্ষমতা প্রদত্ত কিম্বা যে বিশেষ প্রকারের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না কিম্বা ইহার কোন ক ।

(ক) কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের পোলীসের কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি কিম্বা পোলীসের প্রতি কি

(খ) ঐ২ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত যে২ বাজারে টাউন ও ক্যান্টোনমেন্টে সৈন্য থাকে তথাকার সৈনিক বাজারের সামান্য অপরাধের বিচার করিবার নিয়মিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারকের প্রতি কি

(গ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গ্রামপতিদের প্রতি কি

(ঘ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গ্রাম্য পোলীস কর্ম্মচারিদের প্রতি খাটিবে না।

যে২ বিধান রহিত হইল তাহার কথা।

২ ধারা। এই আইনের প্রথম তফসীলে যে২ আইনের উল্লেখ হইয়াছে সেই তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস অবধি সেই২ আইন তত দূর রহিত করা যাইবে কিন্তু তৎকালে যে বিচারাধিপত্য কি যে প্রকারের কার্য্যপ্রণালী না থাকে কি না অবলম্বিত হয় এই রাহিত্য বলে তাহা পুনর্জ্জীবিত হইবে না কিম্বা তৎকালে যে কারাদণ্ড বৈধ থাকে এই রাহিত্যক্রমে তাহা অবৈধ হইবে না।

রহিত করা আইনক্রমে বিজ্ঞাপনাদির কথা।

এতৎক্রমে রহিত করা, কি এতদ্দ্বারা রহিত করা আইন ক্রমে রহিত করা কোন আইন ক্রমে যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত, ঘোষণা পত্র প্রচারিত ক্ষমতা প্রদত্ত স্থানীয় সীমা নির্দ্দিষ্ট দণ্ডাজ্ঞা দত্ত ও আজ্ঞা ও বিধি ও নিয়োগ কৃত হইয়া ৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রচলিত থাকে তৎসমুদয় এই আইনের তত্তৎ বিষয়ক ধারাক্রমে প্রকাশিত প্রচারিত প্রদত্ত, নির্দ্দিষ্ট দত্ত ও কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের উল্লেখ হইলে তাহার কথা।

৩ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে প্রণীত কোন আইনে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ৮৬১ সালের ২৫ আইনের কিম্বা ৮৭২ সালের আইনের কি তাহার কোন অধ্যায়ের কি ধারার কিম্বা এই আইনক্রমে রহিত করা অন্য আইনের উল্লেখ হইয়া থাকিলে এই আইনের কিম্বা তত্তৎবিষয়ক এই আইনের অধ্যায়ের কি ধারার উল্লেখ হইয়াছে যথাসাধ্য এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

পূর্ব্ব আইনের উল্লেখ হইবার কথা।

এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে প্রণীত কোন আইনে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা কি পূর্ণ ক্ষমতামতে সর্ব্বকারী কার্য্যকারক’ ও ‘অধস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট’ ও অধস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট এই২ কথা থাকিলে তদ্দ্বারা যথাক্রমে এই আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট’ ও ‘তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট বুঝিতে হইবে “জিলার খণ্ডের মাজিস্ট্রেট’ শব্দে মফস্বল মাজিস্ট্রেট বুঝাইবে এবং পোলীসের মাজিস্ট্রেট শব্দে প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট বুঝাইবে।

অর্থ করণের ধারা।

৪ ধারা। এই ধারায় এই আইনগত নিম্নলিখিত কথার শব্দের যে অর্থ করা যাইতেছে বিষয়ের কিম্বা পূর্ব্বাপর কথার দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে সেই কথার ও শব্দের সেই অর্থ করিতে হইবে।

নালিশ।

(ক) জ্ঞাত কি অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিবার উদ্দেশে কোন মাজিস্ট্রেটের নিকট এরূপ বর্ণনা করা গেলে নালিশ শব্দে তাহা বুঝাইবে। কিন্তু কোন পোলীস কর্ম্মচারির রিপোর্ট ইহার অন্তর্গত নয়।

অনুসন্ধান।

(খ) এই আইনমতে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্যে পোলীসের দ্বারা কিম্বা এতদর্থে মাজিস্ট্রেটের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিদ্বারা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার অনুমতি আছে অনুসন্ধান শব্দে তাহাও বাচ্য।

তদন্ত।

(গ) এই আইনমতে মাজিস্ট্রেট বা আদালত কর্ত্তৃক তদন্ত লইবার যে কার্য্য করা যায় তদন্ত শব্দে তাহাও বাচ্য।

বিচারঘটিত কার্য্য।

(ঘ) যে কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে আইনমতে সাক্ষ্য লওয়া যায় বা লওয়া যাইতে পারে বিচারঘটিত কার্য্য শব্দে সেই কার্য্য বুঝাইবে।

লিখিত।

(ঙ) লেখা ও লিখিত শব্দে ছাপা ও লিথগ্রাফ ও ফটগ্রাফ করা ও ক্ষোদিত প্রভৃতি কথাও বুঝাইবে।

স্বাক্ষর করা।

(চ) লিখন কি মোহর দ্বারা নাম কি চিহ্ন সংযুক্ত করাকে স্বাক্ষর করা বলে।

(ছ) "উপবিভাগ" শব্দে এই আইনমতে কৃত জিলার উপবিভাগ বুঝাইবে।

উপবিভাগ।

(জ) যে দেশ যৎকালে কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন থাকে "প্রদেশ" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

প্রদেশ।

(ঝ) কলিকাতার কি মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ গ্রাহ্য করিবার সাধারণ ক্ষমতা যে সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় 'রাজধানী' শব্দে সেই সীমান্তর্গত স্থান বুঝাইবে।

"রাজধানী।

(ঞ) ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের নামে কিম্বা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের সহিত অন্য ব্যক্তিদের নামে অভিযোগ হইলে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তৎসম্পর্কে 'হাইকোর্ট' শব্দে কলিকাতা ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের হাইকোর্ট ও উত্তর পশ্চিমদেশের হাইকোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট ও রাঙ্গুনের রিকর্ডার বুঝাইবে।

হাই কোর্ট।

অন্যস্থলে 'হাইকোর্ট' শব্দে কোন স্থানীয় চক্রের মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল গ্রাহ্য কিম্বা সেই মোকদ্দমার পুনর্দৃষ্টি করণার্থ উচ্চতম আদালত বুঝাইবে।

কিম্বা প্রচলিত আইনক্রমে তদ্রূপ কোন আদালত সংস্থাপন করা না গেলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ এতদর্থে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন 'হাইকোর্ট' শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

(ট) 'চীফ জষ্টিস' শব্দে চীফ কোর্টের পদজ্যেষ্ঠ জজ সাহেবও বাচ্য।

চীফজষ্টিস।

(ঠ) "আডবোকেট জেনরল" এই শব্দে গবর্ণমেণ্ট আডবোকেটকে অথবা যেখানে আডবোকেট জেনরল কি গবর্ণমেণ্ট আডবোকেট নাই তৎকার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

আডবোকেট জেনরল।

(ড) এই আইনের দ্বারা ক্লর্ক অফ দি ক্রৌনের কর্ত্তব্য বলিয়া যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে চীফ জষ্টিস সাহেব সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে যে কার্য্যকারককে বিশেষমতে নিযুক্ত করেন 'ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন' শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

ক্লর্ক অফ দি ক্রৌন।

(ঢ) 'রাজকীয় অভিযোক্তা' শব্দে ৫২ ধারামতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে ও রাজকীয় অভিযোক্তার আদেশক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে ও কেন হাই কোর্টে আদৌ ফৌজদারী বিচারিপতাক্রমে কার্য্যকালে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পক্ষে যে ব্যক্তি অভিযোগ চালান সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

রাজকীয় অভিযোক্তা।

(ণ) কোন আদালতের কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে উকীল শব্দ ব্যবহৃত হইলে প্রচলিত আইনক্রমে উক্ত আদালতে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন উকীল বুঝায় এবং (১) তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন হাইকোর্টের আডবোকেট ও উকীল ও আটর্ণি ও (২) আদালতের অনুমতিক্রমে তৎকার্য্যানুষ্ঠানে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত মোক্তার বা অন্য কোন ব্যক্তিও উক্ত শব্দে বাচ্য।

উকীল।

(ত) যে স্থান এই আইনের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পোলীস থানা বলিয়া প্রকাশ করেন 'পোলীস থানা' শব্দে সেই স্থান বুঝাইবে এবং পোলীস থানার অধ্যক্ষ অনুপস্থিত কি পীড়িত থাকিলে তৎপরবর্ত্তী নিম্নপদের যে কর্ম্মচারী কনষ্টেবলের ঊর্দ্ধতম পদস্থ হইয়া পোলীস থানায় উপস্থিত থাকেন 'পোলীস থানার অধ্যক্ষ' শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে অন্য যে পোলীস কর্ম্মচারী তদ্রূপে উপস্থিত থাকেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

'পোলীস থানা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ।

(থ) কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমা এবং মাজিষ্ট্রেটেরা নিজে কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে সক্ষম হইয়াও সেশন আদালতে সমর্পণ করিলে তাহা 'সেশনের মোকদ্দমা' শব্দে বুঝাইবে।

সেশনের মোকদ্দমা।

(দ) যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তৎক্রমে যে কোন কার্য্য বা ত্রুটি দণ্ডনীয় হয় তাহাই "অপরাধ" শব্দে বাচ্য।

অপরাধ।

(ধ) এই আইনের দ্বিতীয় তফসীল অনুসারে কিম্বা যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে পোলীসের কর্ম্মকারক যে অপরাধের নিমিত্ত ও যে মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন 'ধর্ত্তব্য অপরাধ ও ধর্ত্তব্য মোকদ্দমা' শব্দে সেই অপরাধ ও মোকদ্দমা বুঝাইবে।

ধর্ত্তব্য অপরাধ ও ধর্ত্তব্য মোকদ্দমা।

যে অপরাধ হইলে ও যে মোকদ্দমায় পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে না পারেন, 'অধর্ত্তব্য অপরাধ ও অধর্ত্তব্য মোকদ্দমা' শব্দে সেই অপরাধ ও মোকদ্দমা বুঝাইবে।

অধর্ত্তব্য অপরাধ ও অধর্ত্তব্য মোকদ্দমা।

(ন) দ্বিতীয় তফসীলমতে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে "জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ" শব্দে সেই অপরাধ বুঝাইবে। 'জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ' শব্দে অন্যান্য অপরাধ বুঝাইবে।

জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ। জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ।

(প) মৃত্যু কি দ্বীপান্তর প্রেরণ ছয় মাসের অধিক কালের কারাবাস যে অপরাধের দণ্ড 'ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমা' শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বুঝাইবে।

ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমা।

(ফ) যে অপরাধে উক্তরূপ দণ্ড হয় না "সমনের মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বুঝাইবে।

সমনের মোকদ্দমা।

(ব) 'ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা' শব্দে ইহাদিগকে বুঝাইবে

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা।

(১) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে কোন প্রজা গ্রেটব্রিটেন ও ঐরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় কি অষ্ট্রেলীয়

উপনিবেশে কি অধিকৃত দেশে কি নবজীলণ্ড উপনিবেশে কি উত্তমাশা অন্তরীপ কি নেটাল উপনিবেশে জন্মগ্রহণ করেন কি প্রজাধিকার প্রাপ্ত হন কি চির বাসী হন, তিনি ও

(২) তাঁহার ঔরস পুত্র কন্যা কি পৌত্র পৌত্রী কি দৌহিত্র দৌহিত্রী।

(ভ) অধ্যায় শব্দে এই আইনের অধ্যায় বুঝা ইবে ও তফসীল' শব্দে এতৎসংযুক্ত তফসীল বুঝাইবে।

অধ্যায় তফসীল

(ম) 'স্থান শব্দে বাটী ও ইমারত ও তাঁবু ও নৌকাও বুঝাইবে।

স্থান।

যেং কথায় কার্য্যের উল্লেখ আছে তাহার কথা।

যেং কথায় কৃত কার্য্যের উল্লেখ আছে তৎসমুদয় অবৈধ ক্রটির প্রতিও বর্ত্তিবে।

এই আইনে যেং শব্দ ও পদ ব্যবহৃত হইয়াছে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে তাহার অর্থ করা হইয়া থাকিলে ও ইহাতে ইতিপূর্ব্বে না হইয়া থাকিলে ঐ দণ্ডবিধির আইনে সেইং শব্দের ও পদের যে ২ অর্থ আছে সেইং অর্থে ব্যবহার হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে কোন শব্দের যে অর্থ আছে সেই অর্থ থাকিবার কথা।

৫ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত সমুদয় অপরাধের তদন্ত ও বিচার

দণ্ডবিধিমত অপরাধের বিচারের কথা।

এবং অন্য আইনমত অপরাধের তদন্ত বা বিচারের প্রণালী বা স্থান নিয়ামক কোন ব্যবস্থা না থাকিলে ঐ আইনমত সমুদয় অপরাধের তদন্ত ও বিচার ইহার পর প্রদত্ত বিধান অনুসারে হইবে।

অন্য আইন লঙ্ঘন জন্য অপরাধের বিচারের কথা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ফৌজদারী আদালতও কার্য্যালয়ের সংস্থাপন ও ক্ষমতার বিধি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপনের বিধি।

ক।—ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

৬ ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষে হাই কোর্ট ভিন্ন এবং এই আইন ব্যতীত অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে সংস্থাপিত আদালত ভিন্ন পাঁচ শ্রেণীর ফৌজদারী আদালত থাকিবে যথা,

ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণীর কথা।

১। সেশন আদালত।
২। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত।
৩। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।
৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।
৫। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।

খ।—দৈশিক বিভাগের বিধি।

৭ ধারা। রাজধানী ব্যতিরিক্ত প্রত্যেক প্রদেশ একটি সেশন খণ্ড হইবে কিম্বা নানা সেশন খণ্ডের সমষ্টি হবে।

সেশন খণ্ডের কথা।

এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক সেশন খণ্ড একটী জিলা কি নানা জিলার সমষ্টি হইবে।

জিলার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং ঐ ২ খণ্ডের ও জিলার সীমা কিম্বা, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, সংখ্যা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

খণ্ড ও জিলা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

এইক্ষণে যে ২ সেশন খণ্ড ও জিলা আছে যত কাল পূর্ব্বে ক্রমতে পরিবর্ত্তন করা না যায় ততকাল তৎসমুদয় সেশন খণ্ড ও জিলা থাকিবে।

যাবৎ পরিবর্ত্তন না হয় বর্ত্তমান সেশন খণ্ড ও জিলা থাকিবার কথা।

এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক রাজধানী এক একটী জিলা বলিয়া গণ্য হইবে।

রাজধানীগুলি জিলা বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর বহিস্থ কোন জিলা উপবিভাগে বিভক্ত কিম্বা উক্ত জিলার কোন অংশ উপবিভাগে পরিণত করিতে পারিবেন ও সেই ২ উপবিভাগের সীমা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

জিলা উপবিভাগে বিভক্ত করিবার কথা।

জিলার বর্ত্তমান যে সকল উপবিভাগ সচরাচর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাধীন রাখা গিয়া থাকে তৎসমুদয় এই আইনক্রমে কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এইক্ষণকার উপবিভাগ থাকিবার কথা।

গ।—রাজধানীর বাহস্থ আদালতের ও কার্য্যালয়ের বিধি।

৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক সেশন খণ্ডে এক একটী সেশন আদালত সংস্থাপন করিবেন এবং তদ্রূপ আদালতের এক এক জন জজ নিযুক্ত করিবেন।

সেশন আদালতের কথা।

তদ্রূপ এক কি একাধিক আদালতে বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়, কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এডিশনল সেশন জজ ও জাইণ্ট সেশন জজ ও আসিস্টাণ্ট সেশন জজ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১০ ধারা। রাজধানীর বহিস্থ প্রত্যেক জিলায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক এক জন প্রথম শ্রেণীর মজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবেন, তিনি জিলার মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেটের কথা।

১১ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেটের পদ শূন্য হওয়া প্রযুক্ত যে কর্ম্মকারক কিয়ৎকালের নিমিত্ত ঐ জিলার ফৌজদারী ব্যাপার সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করণের প্রধান পদ প্রাপ্ত হন তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় এই আইনক্রমে

জিলার মাজিষ্ট্রেটের পদশূন্য হইলে যে ব্যক্তি কিয়ৎকালের নিমিত্ত সেই পদে থাকেন তাঁহার কথা।

জিলার মাজিস্ট্রেটের যে সকল ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য নিদ্ধারিত হইল, সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন ও সেই সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

১১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট জিলার মাজিস্ট্রেট ভিন্ন অন্য যত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা বিহিত বোধ করেন তাঁহাদিগকে রাজধানীর বহিঃস্থ জিলার প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট-স্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং উক্ত মাজিস্ট্রেটেরা যে যে সীমার মধ্যে এই আইনক্রমে প্রাপ্ত সমুদয় বা কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে জিলার মাজিস্ট্রেট সময়ে২ তাহা নির্ণয় করিয়া দিতে পারিবেন।

নিম্নশ্রেণীর মাজিস্ট্রেটদের কথা।

তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা।

তদ্রূপে নির্ণয় করিয়া না দিলে তাঁহারা উক্ত জিলার সর্ব্বস্থলে উক্ত বিচারাধিপত্য ও ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

১৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেটকে জিলার কোন উপবিভাগের অধ্যক্ষতাভার দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনমতে ঐ অধ্যক্ষতাভার হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন।

মাজিস্ট্রেটের প্রতি উপবিভাগের অধ্যক্ষতাভার দিবার ক্ষমতার কথা।

সেই মাজিস্ট্রেট মহকুমার মাজিস্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আপনার এই ধারামত ক্ষমতা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি ক্ষমতা দেওয়ার কথা।

১৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজধানীর বহিঃস্থ কোন স্থানীয় চক্রে বিশেষ মোকদ্দমাসম্পর্কে কিম্বা বিশেষ২ এক প্রকারের কিম্বা বিশেষ২ নানা প্রকারের মোকদ্দমা সম্পর্কে কি সাধারণত সকল মোকদ্দমা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির প্রতি এই আইনক্রমে দত্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের সবল কি অন্যতর ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

বিশেষ মাজিস্ট্রেটদের কথা।

সেইং মাজিস্ট্রেট বিশেষ মাজিস্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যদ্রূপ নিয়ম বিহিত বোধ করেন তদ্রূপ নিয়মে স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীন কোন সুবিচারের প্রতি এই ধারার প্রথম পরিচ্ছেদক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিম্ন শ্রেণীস্থ কোন পোলীস কর্ম্মচারির প্রতি এই ধারাতে কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না এবং শান্তিরক্ষার্থ ও অপরাধ নিবারণার্থ ও অপরাধিদিগকে মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আনিবার জন্য তাহারা যত অপরাধ আবশ্যকমত পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধৃত করণার্থ ও আটক করিয়া রাখিবার নিমিত্ত এবং প্রচলিত আইনক্রমে ঐ কর্ম্মচারির যে কর্ম্ম করিতে হয় সেই কর্ম্ম সম্পাদানার্থ আবশ্যক না হইলে ঐরূপ কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না।

১৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কোন দুই কি তদধিক জন মাজিস্ট্রেটকে রাজধানীর বহিঃস্থ কোন স্থানে বিচারকার্য্যে বেঞ্চস্বরূপ বসিতে আদেশ করিতে পারিবেন ও সেই বেঞ্চের প্রতি এই আইনক্রমে দত্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে সীমার মধ্যগত স্থানে তাঁহাদের দ্বারা যে২ মোকদ্দমা বা যে২ প্রকারের মোকদ্দমা বিচার হওয়া উচিত জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে সেই সীমার মধ্যে ঐ ক্ষমতাক্রমে সেই২ মোকদ্দমার বিচার করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

মাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চের কথা।

এই ধারামত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞায় অন্যরূপ বিধান না থাকিলে যে মাজিস্ট্রেটরা অধিবিষ্ট হইয়া কার্য্যে প্রবর্ত্ত হন তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তি উচ্চতর যে শ্রেণীভুক্ত হন ঐ বেঞ্চ এই আইনক্রমে প্রদত্ত সেই শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন এবং এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে যত দূর সম্ভব সেই শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট বলিয়া গণ্য হইবেন।

বিশেষ আদেশ না থাকিলে বেঞ্চ যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

১৬ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে কোন জিলার মধ্যে মাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চের কার্য্যপদ্ধতির বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। সেই বিধি এই আইনসঙ্গত হইবে, তন্মধ্যে এই২ বিষয়ের বিধান থাকিবে।

বেঞ্চের কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) যে প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইবে তাহা।

(খ) অধিবেশনের সময় ও স্থান।

(গ) বিচারকার্য্য চালাইবার জন্য কেং অধিবিষ্ট হইবেন।

(ঘ) অধিবিষ্ট মাজিস্ট্রেটদের মতের অনৈক্য হইলে যেরূপে তাঁহাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যাইবে।

১৭ ধারা। ১২ ও ১৩ ও ১৪ ধারামতে নিযুক্ত সমুদয় মাজিস্ট্রেট ও ১৫ ধারামতে সংস্থাপিত সমুদয় বেঞ্চ জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের অধীন হইবেন এবং

অন্য মাজিস্ট্রেটদের জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকিবার কথা।

মহকুমার মাজিস্ট্রেট ভিন্ন জিলার উপবিভাগের মধ্যে যত মাজিস্ট্রেট ও বেঞ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্রমে কার্য্য করেন তাঁহারা সেই মহকুমার মাজিস্ট্রেটের অধীন হইবেন। কিন্তু এই বিষয় জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে।

মহকুমা মাজিস্ট্রেটের অধীন থাকিবার কথা।

যে সেশন জজের আদালতে তাঁহাদের বিচারাধিপত্য থাকে আসিস্টান্ট সেশন জজেরা তাঁহার অধীন হইবেন।

জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা ১২ ও ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ধারামতে নিযুক্ত কি সংস্থাপিত মাজিস্ট্রেট কি বেঞ্চ

ইহার পর স্পষ্টত যতদূর ও যদ্রূপ বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে সেশন জজ সাহেবের অধীন হইবেন না।

ঘ।—প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত বিষয়ক বিধি।

১৮ ধারা। প্রত্যেক রাজধানীর মাজিষ্ট্রেট হইবার নিমিত্ত যত ব্যক্তির প্রয়োজন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবার কথা।

তাঁহারা ইহার পর প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নামে অভিহিত হইবেন, এবং প্রত্যেক রাজধানীতে তন্মধ্যে এক জন প্রধান মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইবেন।

নিম্নলিখিতমতে প্রাপ্ত ক্ষমতাক্রমে প্রধান মাজিষ্ট্রেট যে বিধি প্রণয়ন করেন পূর্ব্বোক্ত দুই কি তদধিক ব্যক্তি সেই বিধি মানিয়া বেঞ্চস্বরূপ একত্র বসিতে পারিবেন।

১৯ ধারা। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট রাজধানীর সীমার অন্তর্গত সকল স্থানে এবং বন্দর ও বন্দরীয় মাসুলবিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে তদনুসারে ঐ নগরের বন্দরের ও নৌকাগম্য কোন নদীর কিম্বা বন্দরে পহুঁছিবার জলপথের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই সীমার মধ্যে বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবেন।

তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা।

২০ ধারা। ১৮৭৭ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রচলিত কোন আইনমতে পেটি সেশন আদালতের যে২ বিচারাধিপত্য ছিল বোম্বাই নগরে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সেই সমুদয় বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবেন।

বোম্বাইয়ের পেটি সেশন আদালতের কথা।

কিন্তু বোম্বাই মুনিসিপালিটী সম্বন্ধে যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎক্রমে আপীল কেবল প্রধান মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইবে।

২১ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে কোন আইন কি বিধিমতে কোন সীনিয়র বা প্রধান মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার আদেশ থাকে যে রাজধানীর জন্যে যে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি সেই রাজধানী নগরের মধ্যে সেই সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন। এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের যে বিধি এই আইনের বিধান সঙ্গত হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ প্রধান মাজিষ্ট্রেট সময়ে২ এমত বিধি করিতে পারিবেন যথা

প্রধান মাজিষ্ট্রেটের কথা।

(ক) নগরের অন্তর্গত প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নানা আদালতে কার্য্য নির্ব্বাহ ও বিলি করিবার ও একই প্রকারের রীতি চালাইবার বিধি।

(খ) মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ যে২ সময়ে ও স্থানে অধিবিষ্ট হইবেন তাহার বিধি।

(গ) তাঁহাদিগকে লইয়া ঐ বেঞ্চ হইবার তদ্বিষয়ক বিধি।

(ঘ) অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের মতের অনৈক্য হইলে তাহা যেরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে তাহার বিধি।

ঙ।—শান্তি রক্ষার্থ জষ্টিসদিগের বিষয়ে বিধি।

২২ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব রাজধানী ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমুদয় কি কোন স্থান সম্পর্কে, এবং প্রত্যেক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত রাজধানী ভিন্ন স্বীয় শাসনাধীন দেশ সম্পর্কে

মফঃসলের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণপূর্ব্বক যে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদিগকে জ্ঞাপনপত্র লিখিত স্থানমধ্যে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিবার যোগ্য জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২৩ ধারা। কলিকাতা রাজধানী সম্পর্কে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগর সম্পর্কে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট

রাজধানীর শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণপূর্ব্বক ভিন্নাধিকারদেশের প্রজাভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যবাসি যে কোন ব্যক্তিদিগকে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিবার যোগ্য জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে ঐ জ্ঞাপনপত্রের লিখিত নগরের মধ্যে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২৪ ধারা। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন হাই কোর্টের প্রচারিত কোন কমিশ্যন প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে উক্ত রাজধানী ভিন্ন ব্রিটিস ভারতবর্ষের কোন স্থানের মধ্যে তদ্রূপে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিতেছেন তিনি ২২ ধারামতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক ব্রিটিস ভারতবর্ষের সমস্ত দেশের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

বর্ত্তমান শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি তদ্রূপ কোন কমিশ্যন প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে উক্ত কোন নগরের সীমার মধ্যে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করেন তিনি ২৩ ধারামতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

২৫ ধারা। স্বস্ব পদের বলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ও শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার নিয়মিত সভাগণ ও রাজকীয় সনন্দক্রমে সংস্থাপিত হাই কোর্টের সমুদয় জজ ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত স্থানের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস হইয়া থাকেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটেরা যে রাজধানী নগরের মাজিষ্ট্রেট হন তথাকার শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসও হইয়া থাকেন।

পদে পদস্থে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

চ।—স্থগিত ও অবসৃত হইবার বিধি।

২৬ ধারা। রাজকীয় সনন্দক্রমে সংস্থাপিত হাই কোর্ট ভিন্ন ফৌজদারী আদালতের সকল জজ সকল মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থগিত কি অবসৃত হইতে পারিবেন। কিন্তু এইক্ষণে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কেবল যে জজ ও মাজিষ্ট্রেটদিগকে স্থগিত কি অবসৃত করিতে পারেন অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে স্থগিত কি অবসৃত করিবেন না।

জজদের ও মাজিষ্ট্রেটদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা।

২৭ ধারা। মন্ত্রিসভধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব শান্তিরক্ষার্থ যে কোন জষ্টিসকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে তিনি স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষার্থ যে কোন জষ্টিসকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে সেই গবর্ণমেণ্ট স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

শান্তি রক্ষার্থ জষ্টিসদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা।

তৃতীয় অধ্যায়

আদালতের ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

(ক)।—প্রত্যেক আদালতের বিচার্য্য অপরাধের বর্ণনা।

২৮ ধারা। এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধীনে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত কোন অপরাধ হাই কোর্টের কি সেশন আদালতের কি অন্য যে আদালতের বিচার্য্য বলিয়া দ্বিতীয় তফসীলের সপ্তম ঘরে দেখা যায় সেই আদালত উক্ত অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন।

দণ্ডবিধিমত অপরাধের কথা।

২৯ ধারা। অন্য আইনমত অপরাধ হইলে যদি ঐ আইনে কোন আদালতের উল্লেখ থাকে, তবে উক্ত আদালত ঐ অপরাধের বিচার করিবেন এবং যদি কোন আদালতের উল্লেখ না থাকে, তবে হাই কোর্ট কি এই আইনমতে সংস্থাপিত কোন আদালত তাহার বিচার করিবেন।

অন্য আইনমত অপরাধের কথা।

কিন্তু (ক) যে অপরাধে সাত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না।

(খ) যে অপরাধে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না এবং

(গ) যে অপরাধে এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না।

৩০ ধারা। পঞ্জাবের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশে এবং অযোধ্যার ও মধ্য প্রদেশের ও বৃটিষ ব্রহ্ম দেশের ও কুর্গের ও আসামের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবদের শাসিত দেশে এবং অন্য প্রদেশের যে স্থানে ডেপুটী কমিশ্যনরেরা কি এসিস্টাণ্ট কমিশ্যনরেরা থাকেন সেই স্থানে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মাজিষ্ট্রেট সকল প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন সমুদয় অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন অপরাধের কথা।

খ। নানা শ্রেণীর আদালত যে২ দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিবেন তদ্বিষয়ক বিধি।

৩১ ধারা। হাই কোর্ট আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন। সেশন জজ কি অতিরিক্ত সেশন জজ কি জাইণ্ট সেশন জজ সাহেব আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন কিন্তু তাঁহারা কোন জজ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলে তাহা হাই কোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে।

হাই কোর্ট ও সেশনের জজ সাহেব যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

আসিস্টাণ্ট সেশন জজ প্রাণদণ্ড ও কোন মিয়াদের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও সাত বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ড ভিন্ন আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু আসিস্টাণ্ট সেশন জজ তিন বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিলে, তাহা সেশন জজসাহেবের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে।

৩২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটদের আদালত নিম্নলিখিত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন যথা,

মাজিষ্ট্রেটেরা যে২ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

(ক) প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটদের ও প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত	আইনমত নির্জ্জন কারাদণ্ড সমেত দুইবৎসরের অনধিক কালের কারাদণ্ড এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কশাঘাত দণ্ড।
(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত	আইনমতে নির্জ্জন কারাদণ্ড সমেত ছয়মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড দুইশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কশাঘাত দণ্ড।
(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত।	এক মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড।

কোন মাজিষ্ট্রেটের আদালত আইনমত যে২ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন তন্মধ্যে একাধিক যে কোন দণ্ড একত্র করিয়া সংযুক্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে আইনমতে যত কালের কারাদণ্ড হইতে পারে মাজিষ্ট্রেটের আদালত ঐরূপ ত্রুটি ঘটিলে তত কালের কারাদণ্ড দিতে পারিবেন কিন্তু তত কালের কারাদণ্ড যেন এই আইনমত মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার অতিরিক্ত না হয়।

অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

কিন্তু মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে যদি মূলদণ্ডের এক অংশ কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে তবে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে যে কারাদণ্ড হয় তদ্ভিন্ন তিনি ঐ অপরাধের দণ্ডস্বরূপে যত কালের নিমিত্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে সমর্থ হন অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত তাহার চতুর্থাংশের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিবেন না।

মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কারলে তাহার উপর বিধি।

৩২ ধারামতে মাজিষ্ট্রেট অত্যধিক যত কালের মূল কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন এই ধারামত কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইতে পারিবে

৩৪ ধারা। ৩০ ধারামতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালত আইনে নির্জ্জনে বন্ধক রূপ দণ্ডের অনুমতি থাকিলে তৎসহিত সাতবৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ডের কিম্বা অর্থদণ্ডের কিম্বা কশাঘাতের আজ্ঞা করিতে ও আইনে উক্ত কোন দুই দণ্ড সংযোগ করিবার অনুমতি থাকিলে তাহার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোনং জিলার মাজিষ্ট্রেটদের উচ্চতর ক্ষমতার কথা।

পরন্তু উক্ত অমতের আদালত তিনবৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিলে সেশন জজের দ্বারা ঐ দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হওয়া আবশ্যক।

৩৫ ধারা। একই মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির দণ্ডনীয় দুই কি তদধিক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার যেং অপরাধের প্রমাণ হয় ঐ আদালত সেইং অপরাধের যে যে দণ্ড করিতে সক্ষম হন সেইং দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কারাদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে আদালত যে ক্রমের আদেশ করেন সেইক্রমে এক দণ্ড ভোগ হইলে পর অন্য দণ্ডের আরম্ভ হইবে।

একই কালে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার দণ্ডাজ্ঞার কথা।

ঐ আদালত একই অপরাধের নিমিত্তে যত দূর দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হয় ঐ সমুদয় অপরাধের দণ্ডসমষ্টি তদতিরিক্ত বলিয়া অপরাধিকে উপরিস্থ আদালতে বিচার হইবার নিমিত্তে প্রেরণ করা আবশ্যক হইবে না।

কিন্তু কোনস্থলে সেই ব্যক্তির চৌদ্দ বৎসরের অধিক কার দণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

অত্যধিক যত কাল কারাদণ্ড হইবে তাহার কথা।

আরো ৩৪ ধারামত কর্ম্মকারি মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার হইলে তিনি স্বীয় সাধারণ ক্ষমতাক্রমে যৎপরোনাস্তি দণ্ড করিতে পারেন পূর্ব্বোক্ত দণ্ড সমুদায় তাহার দ্বিগুণের অধিক না হয়।

একই কালে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে এই ধারামত সংযুক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ়করণের কি আপীলের সময়ে একই আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে।

গ।—নিয়মিত ও অতিরিক্ত ক্ষমতাবিষয়ক বিধি।

৩৬ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট, ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি নিম্নে যথাক্রমে যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া তৃতীয় তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাঁহারা সেইং ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ক্ষমতাকে তাঁহাদের 'নিয়মিত ক্ষমতা' বলে।

মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতার কথা।

৩৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে ক্ষমতা দিতে পারেন বলিয়া চতুর্থ তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার নিয়মিত ক্ষমতার অতিরিক্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কি স্থলবিশেষে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষমতা দিবার কথা।

এই ধারামতে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইল স্থানীয় গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

৩৮ ধারা। এই আইনমতে পোলীস থানার অধ্যক্ষের প্রতি যেং ক্ষমতা অর্পিত হইল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমুদয় মাজিষ্ট্রেটের এবং ৩৭ ধারার্থে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত তৃতীয় শ্রেণীর সমুদয় মাজিষ্ট্রেটের সেইং ক্ষমতা থাকিবে।

মাজিষ্ট্রেটদের পোলীসের ক্ষমতার কথা।

ঘ।—ক্ষমতার প্রদান স্থিতি ও বিলোপ বিষয়ক বিধি।

৩৯ ধারা। এই আইনমতে ক্ষমতা প্রদান করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ ব্যক্তিদের নাম করিয়া তাঁহাদিগকে কিম্বা বিশেষ শ্রেণীর কর্ম্মকারকদের পদসংক্রান্ত খ্যাতি ধরিয়া সেই শ্রেণীর কর্ম্মকারকদিগকে ঐং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

ক্ষমতা প্রদান করিবার নিয়মের কথা।

৪০ ধারা। কোন ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের কর্ম্ম সংক্রান্ত কোনং পদ পাইয়া কোন স্থানীয় চক্রের মধ্যে এই আইনক্রমে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে যদি একই স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অধীন তদ্রূপ স্থানীয় চক্রে তত্তুল্য প্রকারের সমান কি উচ্চতর পদে নিযুক্ত হন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে কি না করিয়া থাকিলে তিনি যে স্থানীয় চক্রে প্রেরিত হইয়াছেন সেই স্থানীয় চক্রে সেই ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

কর্ম্মকারকেরা স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রবল থাকিবার কথা।

৪১ ধারা। এই আইনক্রমে কোন কর্ত্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তির প্রতি যে কোন ক্ষমতা প্রদান করেন তাহা রহিত করিতে পারিবেন।

ক্ষমতা রূপান্তরিত কি রহিত হইতে পারিবার কথা।

তৃতীয় খণ্ড।

সাধারণ বিধান।

চতুর্থ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেট দিগকে ও পোলীসকে ও ধৃত করণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি।

৪২ ধারা। (ক) মাজিষ্ট্রেট, বা পোলীসের কর্ম্মকারক যাহাকে ধরিতে সক্ষম হন, এমত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে

(খ) কিম্বা শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থে কি রেলওয়ে কি খাল কি রাজকীয় সম্পত্তির হানির চেষ্টা, নিবারণার্থে

(গ) দাঙ্গা কি হাঙ্গামা রহিত করণার্থে কিম্বা

(ঘ) মানব জীবনের বা মূল্যবান সম্পত্তির বিপজ্জনক অগ্নি নির্ব্বাপণার্থে মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কর্ম্মকারক যে কোন ব্যক্তির সাহায্য চাহেন রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক তাঁহার সাহায্য করিতেই হইবে।

কোনং স্থলে সকল লোকের মাজিষ্ট্রেটের ও পোলীসের সাহায্য করিতে হইবার কথা।

পোলীস কর্ম্মচারী ভিন্ন ওয়ারেণ্ট সাধনকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার কথা।

৪৩ ধারা। পোলীস কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নামে ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে যে ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যদি নিকটে থাকিয়া ওয়ারেণ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন তবে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ওয়ারেণ্ট সাধন কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবেন।

কোন২ অপরাধের সন্ধান সকল লোকের দিতে হইবার কথা।

৪৪ ধারা। কোন ব্যক্তি রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১, ১২ ক, ১২২ ১২৩, ২৪, ২৪ক ১২৫, ২৬ ১৩০ ৩০২, ৩০৩ ও ৪, ৩৮২ ৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯, ও ৪০২, ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০ ধারামতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করণের বা করিবার কল্পনার কথা জানিতে পাইলে কি যে মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের যে কর্ম্মকারক নিকটে থাকেন তাঁহাকে অগৌণে জানাইবেন। যদি না জানাইবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকে তবে সেই কারণের প্রমাণ করিবার ভার তাঁহার প্রতি বর্ত্তিবে।

গ্রামের মণ্ডল ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতির কোন২ বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হইবার কথা।

৪৫ ধারা। প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডল কি গ্রামের চৌকীদার কি গ্রাম্য পোলীস কর্ম্মচারী কি ভূমির অধিকারী কি দখিলকার ও সেই অধিকারির কি দখিলকারের গোমশতা, এবং গবর্ণমেণ্টের কি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের পক্ষে এদেশীয় যে প্রত্যেক আমলা ভূমির রাজস্ব কি খাজানা আদায় করিবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তিনি নিম্নলিখিত কোন বিষয়ের কোন সন্ধান জানিতে পাইলে যে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা যে পোলীস থানার অধ্যক্ষ নিকটে থাকেন তাঁহাকে অগৌণে তাহার সেই সন্ধান জানাইতে হইবে।

(ক) তিনি যে গ্রামের মণ্ডল কি চৌকীদার কি পোলীস কর্ম্মচারী হন কিম্বা যে গ্রামের মধ্যে ভূমির অধিকারী কি দখিলকার হন কিম্বা গোমশতা থাকেন কিম্বা যে গ্রামের রাজস্ব কি খাজানা আদায় করেন, সেই গ্রামের মধ্যে চোরা দ্রব্য গ্রাহক কি বিক্রেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তির বাস করিবার কথা।

(খ) যে ব্যক্তিকে ঠগ কি দস্যু কি পলায়িত কয়েদী কি ঘোষিত অপরাধী বলিয়া তাঁহার জানা আছে কিম্বা যাহার বিষয়ে যুক্তিমতে তাহার এমত সংশয় থাকে সেই ব্যক্তির নিত্য সেই গ্রামের সীমার অন্তর্গত কোন স্থানে আসিবার বা তাহার মধ্যদিয়া যাইবার কথা।

(গ) যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে না পারে উক্ত গ্রামে কি তাহার নিকটে সেই অপরাধ করণের কি করণাভিপ্রায়ের কথা।

(ঘ) সেই গ্রামস্থ কোন ব্যক্তির সন্দেহজনক অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় 'গ্রাম' শব্দে গ্রামের অন্তর্গত ভূমিও গণ্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতকরণ পলায়ন ও পুনর্ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

ক।—সাধারণত ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

যেরূপে ধৃত করিতে হইবে তাহার কথা।

৪৬ ধারা। ধৃত করণ সময়ে পোলীসের কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করেন তিনি যাহাকে ধরিবেন তাহার গাত্র স্পর্শ করিবেন কিম্বা তাহাকে আটক করিয়া রাখিবেন। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি কথা কি কর্ম্মদ্বারা আটক থাকিবার সম্মতি দেখায় তবে তাহাকে স্পর্শাদি করিবার প্রয়োজন নাই।

ধরিবার উদ্যোগের বাধা দিবার কথা।

তাহাকে ধরিবার উদ্যোগ হইলে যদি সেই ব্যক্তি বলক্রমে বাধা দেয় কিম্বা ধৃত হওয়া এড়াইতে চেষ্টা করে তবে পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার জন্যে যাহা আবশ্যক তাহাই করিবেন।

যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হয় না সেই অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে ধৃত করা গেলে এই ধারার কোন কথায় তাহার প্রাণহানি করিবার অধিকার জন্মে না।

যাহাকে ধরিবার চেষ্টা হয় সে কোন স্থানে প্রবেশ করিলে সেই স্থান অন্বেষণ করিবার কথা।

৪৭ ধারা। যাহাকে ধৃত করিতে হইবে সেই ব্যক্তি কোন স্থানে প্রবেশ করিয়াছে কি আছে, ধৃত করিবার ওয়ারেণ্টক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তির কিম্বা ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন পোলীসের কার্য্যকারকের এমত বিশ্বাস করিবার হেতু থাকিলে, তিনি ঐ স্থানবাসির কি রক্ষকের অনুমতি চাহিলে তাহার কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্তরূপ কার্য্যকারী ঐ অন্য ব্যক্তিকে কি পোলীসের সেই কর্ম্মকারককে অবাধে প্রবেশ করিতে দেন ও সেই স্থানে অন্বেষণ করিতে সর্ব্বপ্রকারে যুক্তিমত সাহায্য করেন।

প্রবেশ করিতে না পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮ ধারা। যদি ৪৭ ধারামতে উক্ত স্থানে প্রবেশ করিতে না পারা যায় ওয়ারেণ্টক্রমে কার্য্যকারী ব্যক্তি যে কোন স্থলে এবং যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে তাহাকে পলাইবার সুযোগ না দিয়া যে স্থলে ওয়ারেণ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় না সেই স্থলে পোলীসের কর্ম্মকারক সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিতে পারিবেন ও

আপনার ক্ষমতা ও অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া উপযুক্ত মতে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলে পর যদি অন্য কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তথায় প্রবেশ করিবার জন্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির কি অন্য যাহার হউক ঘরের কি স্থানের সদর কি খিড়কী দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন।

অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।

কিন্তু যদি উক্ত স্থান যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের অধিকৃত অন্তঃপুর হয় ও সেই স্ত্রীলোক যদি স্বজাতীয় আচারমতে প্রকাশ স্থানে না যায়, উক্ত ব্যক্তি কি পোলীসের কর্ম্মকারক তাহাকে স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি জানাইয়া,

ও সর্ব্বপ্রকারে তাহার স্থানান্তরে যাইবার যুক্তিমতে সাহায্য করিয়া ঐ অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন।

৪৯-ধারা। ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি আইনমতে ধৃত করিবার নিমিত্ত কোন গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় আবদ্ধ হইলে আপনাকে কি অন্য ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত সেই গৃহের সদর কি খিড়িকী দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন।

মুক্তির উদ্দেশে দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবার কথা।

৫০ ধারা। ধৃত ব্যক্তির পলায়ন নিবারণের জন্য যত দূর আবশ্যক হয়, তাহাকে তদধিক কষ্ট দিয়া আটক করিয়া রাখিতে হইবে না।

অনাবশ্যকমতে বদ্ধ না করিবার কথা।

৫১ ধারা। যে ওয়ারন্টে হাজিরজামিন লইবার বিধান না থাকে পোলীসের কোন কর্ম্মকারক এমত ওয়ারন্টক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে, কিম্বা ওয়ারন্টে হাজির জামিন লইবার বিধান থাকিতেও ধৃত ব্যক্তি তাহা দিতে না পারিলে

ধৃত ব্যক্তির গাত্রতল্লাসের কথা।

এবং কোন ব্যক্তিকে ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করা গেলে কিম্বা ওয়ারন্টক্রমে সামান্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধৃত করা গেলে ও আইনমতে তাহার হাজিরজামিন লইতে না পারা গেলে কিম্বা সে দিতে না পারিলে

যে কর্ম্মকারক তাহাকে ধৃত করিলেন কিম্বা যাহাকে কোন সামান্য ব্যক্তি ধৃত করিলে উক্ত সামান্য ব্যক্তি সেই ধৃত ব্যক্তিকে পোলীসের যে কার্য্যকারকের হস্তে সমর্পণ করেন তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে ঐ ব্যক্তির গাত্রতল্লাসী করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি ভিন্ন তাহার নিকট অন্য যত দ্রব্য পান তাহা লইয়া নির্ব্বিঘ্নে রাখেন।

৫২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের গাত্রতল্লাসী করা আবশ্যক হইলে দেশাচারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ঐ কার্য্য করিতে হইবে।

যে প্রকারে স্ত্রীলোকের গাত্রতল্লাসী করিতে হইবে তাহার কথা।

৫৩ ধারা। যে কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি এই আইনমতে কাহাকে ধৃত করেন ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে কোন সাংঘাতিক অস্ত্র থাকিলে তিনি তাহা লইতে পারিবেন এবং তদ্রূপে যে যে অস্ত্র লন এই আইনের আদেশমতে ধৃত ব্যক্তিকে যে আদালতের কি কার্য্যালয়ের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে সেই আদালতে কি কার্য্যালয়ে সেই২ অস্ত্র সমর্পণ করিবেন।

সাংঘাতিক অস্ত্র লইবার ক্ষমতার কথা।

খ।—ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবার বিধি।

৫৪ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা এবং ওয়ারন্ট না পাইয়াও এই২ ব্যক্তিকে ধরিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

যে স্থলে পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন তাহার কথা।

প্রথম। যে কোন ব্যক্তি ধর্ত্তব্য কোন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে বলিয়া যুক্তিসিদ্ধমতে যাহার নামে তদ্রূপ কোন অপরাধের নালিশ হয় যায় কিম্বা যাহার প্রাত যুক্তিমতে তদ্রূপ অপরাধে লিপ্ত থাকার বিশ্বাসযোগ্য সম্বাদ পাওয়া যায় বা সংশয় হয় তাহাকে

দ্বিতীয়। এই আইনানুসারে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হয় তাহাকে।

তৃতীয়। চোরা দ্রব্য বলিয়া যুক্তিমতে যে দ্রব্যের বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে কোন ব্যক্তির নিকটে এমত দ্রব্য পাওয়া গেলে তাহাকে।

চতুর্থ। পোলীসের কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণ সময়ে কোন ব্যক্তি তাহার বাধা জন্মাইলে কিম্বা আইন মত হেফাজত হইতে পলাইলে কি পলাইবার উদ্যোগ করিলে, তাহাকে।

পঞ্চম। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টন হইতে কিম্বা যুদ্ধ জাহাজ হইতে পলাতক বলিয়া যে ব্যক্তির বিষয়ে যুক্তিমত সংশয় থাকে তাহাকে।

৫৫ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ তদ্রূপে এই২ ব্যক্তিদিগকে ধরিতে কি ধরাইতে পারিবেন,

অসৎকারি ব্যক্তি দিগকে ধৃত করিবার কথা।

(ক) যদি উক্ত থানার সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় আত্মগোপন করিবার যত্ন করিতে দেখা যায় যাহাতে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে সে ধর্ত্তব্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায়েই তদ্রূপ যত্ন করিতেছে,

(খ) উক্ত থানার সীমার মধ্যে যে ব্যক্তির দিনপাতের স্পষ্ট সঙ্গতি না থাকে কিম্বা যে ব্যক্তি সন্তোষজনকমতে আপনার বৃত্তান্ত জানাইতে না পারে

(গ) কিম্বা যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ রীতিমত দস্যু কি দোষতা বা পরগৃহ প্রবেশকারী কি চোর হয় কিম্বা চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করা যে ব্যক্তির অভ্যাস আছে

৫৬ ধারা। আইনমতে যে ব্যক্তিকে ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করা যাইতে পারে পোলীস থানার অধ্যক্ষ আপনার অনুপস্থানে সেই ব্যক্তিকে ওয়ারন্টবিনা ধরিবার জন্যে আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে আজ্ঞা করিলে তাঁহাকে আজ্ঞাপত্র দিবেন। যে অপরাধের নিমিত্ত যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে আজ্ঞাপত্রে এই২ কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবার নিমিত্ত আপন অধীন কর্ম্মকারককে প্রেরণ করিলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৫৭ ধারা। যে অপরাধ অধর্ত্তব্য কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ পোলীস কর্ম্মকারকের সম্মুখে করিলে কি করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে ও সেই ব্যক্তি উক্ত কর্ম্মকারকের আদেশমতে আপনার নাম ও বাসস্থান জানাইতে স্বীকার না করিলে কিম্বা যে নাম ও বাসস্থান জানায় তাহা মিথ্যা জানিবার কারণ থাকিলে পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তির নাম ও বাসস্থান নিশ্চিতমতে জানিবার নিমিত্ত তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন ও চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাহার প্রকৃত নাম ও বাসস্থান নিশ্চয়মতে জানা না গেলে তাহাকে বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন। নাম ও বাসস্থান জানা গেলে যদি সে আদেশ হইলেই কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয়, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

নামধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।

অপর দিকে ধরিবার জন্য অন্য এলাকায় যাইবার কথা।

৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া কোন ব্যক্তিকে ওয়ারেন্ট বিনা ধরিবার নিমিত্ত পোলীসের কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ২ ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে যাইতে পারিবেন।

সামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা ধৃত হওয়ার কথা।

৫৯ ধারা। ধর্ত্তব্য যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে না পারে কোন সামান্য ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিগোচরে কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ অপরাধ করিতে দেখিলে তাহাকে ধরিতে পারিবেন

ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

এবং অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তদ্রূপ ধৃতব্যক্তিকে পোলীসের কর্ম্মকারকের হাতে সমর্পণ করিবেন। পোলীসের কর্ম্মকারক না থাকিলে তাহাকে নিকট পোলীস থানায় লইয়া যাইবেন।

পোলীস তাহাকে লইয়া ৫৪ কিম্বা স্থলবিশেষে, ৫৭ ধারামতে কার্য্য করিবেন। ইহার মধ্যে যে ধারা খাটে তদনুসারে ঐ ব্যক্তি ধৃত করিবার কি আটক করিয়া রাখিবার যোগ্য বোধ না হইলে তাহাকে আটক করিয়া রাখিবেন না।

ধৃত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে উপস্থিত করিবার কথা।

৬০ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারেন্ট বিনা কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে ঐ মোকদ্দমায় যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকে অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এবং জামিন বিষয়ে এই আইনের বিধান মানিয়া তাঁহার নিকটে কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেন কি পাঠাইবেন।

ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিক আটক করিয়া না রাখিবার কথা।

৬১ ধারা। মোকদ্দমার তাবদ্বা পার বিবেচনায় ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত ব্যক্তিকে যুক্তিমতে যত কাল আটক করিয়া রাখা উচিত পোলীসের কোন কর্ম্মকারক তাহাকে তদধিক কাল আটক করিয়া রাখিবেন না এবং ১৬৮ ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না থাকিলে তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক কাল রাখিবেন না। তাহাকে যে স্থানে গ্রেপ্তার করা গেল সেই স্থান হইতে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে পহুছিতে যত সময় লাগে ঐ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই সময় ধরিতে হইবে না।

ধৃতকরণ বিষয়ে পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।

৬২ ধারা। পোলীস থানার কোন অধ্যক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানে কোন ব্যক্তিকে ওয়ারেন্ট বিনা ধরা গেলে ও তাহার হাজিরজামিন দিবার অনুমতি হইলে কি না হইলেও ঐ কর্ম্মকারক জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ কথার রিপোর্ট করিবেন।

ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৬৩ ধারা। তদ্রূপে পোলীসের কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে জামিনসহ কি জামিন বিনা নিজে মুচলকা না দিলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না।

মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে যে অপরাধ করা যায় তাহার কথা।

৬৪ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন অপরাধ করা গেলে তিনি আপনি অপরাধিকে ধরিতে কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধিকে ধরিবার আজ্ঞা দিতে, এবং জামিন সম্বন্ধে এই আইনের বিধান মানিয়া তাহাকে প্রহরির জিম্মায় সমর্পণ করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বা সাক্ষাতে ধরিবার কথা।

৬৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যৎকালে ও যে অবস্থায় যে ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারেন্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন কোন সময়ে তিনি আপনার সাক্ষাতে আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে ধরিতে বা ধরিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

পলাইলে পশ্চাৎ২ যাইয়া পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবার কথা।

৬৬ ধারা। আইনমত হেফাজত হইতে কোন ব্যক্তি পলাইলে কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তির হেফাজত হইতে সে পলায় কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি উপরিলিখিত বিধানমতে তাহাকে ওয়ারেন্ট বিনা ধরিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ২ যাইয়া ব্রিটিষভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবেন।

৬৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলে ৪৭ ও ৪৮ ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

৬৭ ধারা। যে ব্যক্তি ৬৬ ধারামতে ধৃত করেন তিনি ওয়ারেন্টক্রমে কার্য্য না করিলেও ও ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন পোলীস কর্ম্মচারী না হইলেও ঐ ধৃত করণ কার্য্যের প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।— সমনের বিধি।

সমনের পাঠের কথা।

৬৮ ধারা। এই আইনমতে কোন আদালত যে সমন দেন তাহা দুই কেতা করিয়া লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাতে উক্ত আদালতের অধিপতি কার্য্যকর্ত্তৃপক্ষের কিম্বা হাই কোর্ট সময়ে২ বিধিক্রমে যদ্রূপ আদেশ করেন তদ্রূপ অন্য কার্য্যকারকের স্বাক্ষর ও মোহর থাকিবে।

সমন যে জারী করিবে তাহার কথা।

পোলীসের কর্ম্মকারক দ্বারা সমন জারী হইবে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধির নিয়মাধীনে, যে আদালত সমন দেন সেই আদালতের কর্ম্মচারিদ্বারা সমন জারী করা যাইবে।

সমন কিরূপে জারী করা যাইবে তাহার কথা।

৬৯ ধারা। যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় সাধ্য হইলে ঐ সমনের এক কেতা নিজ তাঁহাকে দিয়া কি দিতে চাহিয়া তাঁহার উপর জারী করা যাইবে।

সমনের রসীদে স্বাক্ষর করিবার কথা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তদ্রূপ সমন জারী করা যায় জারীকারক কর্ম্মচারী আদেশ করিলে, তিনি তাহার রসীদ অন্য কেতার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

৭০ ধারা। যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায় যথাযোগ্য যত্ন করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া না গেলে, তাঁহার পরিবারের মধ্যে বয়প্রাপ্ত যে পুরুষ তাঁহার সঙ্গে বাস করে তাহার নিকটে ঐসমনের এক কেতা রাখিয়া দিয়া তাহা জারী করা যাইতে পারিবে এবং তদ্রূপ যে ব্যক্তির নিকটে ঐ সমন রাখিয়া দেওয়া যায় জারীকারক কর্মচারী আদেশ করিলে সেই ব্যক্তি অন্য কেতার পৃষ্ঠে উহার রসীদ স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

সমন যাঁহার নামে দেওয়া যায় তাঁহাকে না পাওয়া গেলে জারী করিবার কথা।

৭১ ধারা। যথাযোগ্য যত্ন করিয়াও ৬৯ ও ৭০ ধারার উল্লিখিত স্বাক্ষর পাওয়া না গেলে, যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায় তিনি সচরাচর যে গৃহে বাস করেন সেই গৃহের কোন প্রকাশ্য স্থানে জারীকারক কর্মচারী সমনের এককেতা লাগাইয়া দিবেন এবং তাহা করিলে, ঐ সমন যথাযোগ্যরূপে জারী করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

রসীদ না পাওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৭২ ধারা। যে ব্যক্তিকে সমন করা যায় তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের কিম্বা কোন রেলওয়ে কোম্পানির চলিত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তবে যে কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করেন, ঐ সমন-প্রচারক আদালত সাধারণত সেই কার্য্যালয়ের প্রধান কর্ম্মকারকের নিকট ঐ সমনের দুইকেতা পাঠাইবেন। তাহা হইলে যাঁহার নামে সমন হইয়াছে ঐ প্রধান কর্ম্মকারক তাঁহার উপর তাহা ৬৯ ধারার বিহিত প্রকারে জারী করাইবেন। এবং ঐ ধারার আদেশমত পৃষ্ঠ লিপি সহিত তাহা আদালতে ফিরাইয়া দিবেন।

গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মকারকের উপর সমন জারী করিবার কথা।

৭৩ ধারা। কোন আদালত যে সমন দেন তাহা তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে জারী করিতে অভিলাষী হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে স্থানে বাস করে কিম্বা থাকে আদালত তথায় তাহার উপর জারী করিবার নিমিত্ত সাধারণত ঐ স্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ঐ সমনের দোকর লিপি পাঠাইবেন।

স্থানীয় সীমার বহির্ভূত স্থানে সমন জারী করিবার কথা।

৭৪ ধারা। কোন আদালত যে সমন দেন তাহা তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করা গেলে ও যে ব্যক্তি ঐ সমন জারী করেন তিনি নালিশ শুনিবার সময়ে উপস্থিত না হইলে এমত স্থলে ঐ সমন জারী হইয়াছে এই মর্ম্মের ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গিয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হইলে তাহা এবং যে ব্যক্তিকে সমন দেওয়া কি দিতে চাহা যায়, কিম্বা যাহার নিকট তাহা রাখিয়া আসা যায় ৬৯ বা ৭০ ধারার বিধানমতে তাহার পৃষ্ঠ লিপি সংযুক্ত বলিয়া ঐ সমনের দোকর লিপি প্রমাণ মধ্যে গৃহীত হইতে পারিবে এবং যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া যায় তাহাতে যাহা লিখিত থাকে যথার্থ বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

তদ্রূপ স্থলে যে ব্যক্তি সমন জারী করেন তিনি উপস্থিত না থাকিলে সমন জারী হইবার প্রমাণের কথা।

এই প্রকরণের উল্লিখিত প্রতিজ্ঞা ঐ সমনপত্রের দোকর লিপির পৃষ্ঠে লিখিত হইয়া আদালতের নিকট ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে।

খ।— ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট বিষয়ক বিধি।

৭৫ ধারা। এই আইন মতে কোন আদালত যে ওয়ারণ্ট দেন তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাতে ঐ আদালতে আধিপত্যকারী কর্তৃপক্ষ কিম্বা মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ হইলে ঐ বেঞ্চের কোন মেম্বর স্বাক্ষর করিয়া মোহর দিবেন।

ওয়ারণ্ট লিখিবার পাঠের কথা।

তদ্রূপ যে ওয়ারণ্ট বাহির হয় তাহা যে আদালত দেন সেই আদালত যত দিন তাহা রহিত না করেন কিম্বা তদনুসারে যতদিন কার্য্য সাধন না হয় ততদিন তাহা প্রবল থাকিবে।

ওয়ারণ্ট প্রবল থাকিবার কথা।

৭৬ ধারা। কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিবার সময়ে উচিত বোধ করিলে যে কার্য্যকারককে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় ঐ ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহার প্রতি স্বীয় বিবেচনামতে এই আদেশ করিতে পারিবেন যে উক্ত ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও তৎপরে আদালতের ভিন্নরূপ আজ্ঞা না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিন সহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে সেই জামিন লইয়া ঐ ব্যক্তিকে হেফাজত হইতে ছাড়িয়া দিবেন।

আদালত যেস্থলে হাজিরজামিন লইবার আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা।

(ক) যত জন জামিন দিতে হইবে, (খ) তাহার ও যাহাকে ধরিবার জন্য ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যত টাকা তাহাতে বদ্ধ হইবে ও (গ) আদালতের সম্মুখে যে সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে এই সকল কথা ঐ পৃষ্ঠলিপিতে লেখা যাইবে।

জামিন লওয়া গেলে, যে কর্ম্মকারককে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তিনি উক্ত আদালতের নিকট ঐ নিবন্ধপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

নিবন্ধপত্র পাঠাইবার কথা।

৭৭ ধারা। ওয়ারণ্ট সচরাচর এক কি একাধিক পোলীসের কর্ম্মকারকের নামে লিখিয়া দেওয়া যাইবে এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ওয়ারণ্ট বাহির করিলে তাহা সর্ব্বদাই তদ্রূপ দেওয়া যাইবে। কিন্তু ত্বরায় জারী করা আবশ্যক হইলে ও তৎকালে পোলীসের কর্ম্মকারককে পাঠান যাইতে না পারিলে অন্য যে আদালত তাহা প্রচার করেন সেই আদালত অন্য কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিগণের নামে তাহা লিখিয়া দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ তাহা সাধন করিবেন।

যাহাদের নামে ওয়ারণ্ট দিতে হইবে তাহার কথা।

কিন্তু ওয়ারণ্ট অনেক কর্ম্মকারকের কি ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া গেলে তাঁহাদের সকলের কি তাঁহাদের কোন এক কি অধিক জনের দ্বারা ঐ ওয়ারণ্ট জারী হইতে পারিবে।

অনেক লোককে ওয়ারণ্ট দিবার কথা।

৭৮ ধারা। কোন পলাতক বন্দীকে কিম্বা যে অপরাধির বিষয়ে ঘোষণাপত্র প্রচার হইয়াছে তাহাকে কিম্বা যে অপরাধের নিমিত্ত জামিন-জামিন লওয়া যাইতে না পারে কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত উদ্যোগ হইলে ও ধরা যাইতে

ভূম্যধিকারী প্রভৃতির নামে ওয়ারণ্ট লিখিয়া দিবার কথা।

না পারিলে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কোন ভূম্যধিকারির কি ভূমির ইজারদারের কি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে তাহাকে ধরিবার ওয়ারণ্ট লিখিয়া দিতে পারিবেন।

ঐ ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি কার্য্যাধ্যক্ষ সেই ওয়ারণ্ট পাইবার রসীদ লিখিয়া দিবেন ও যে ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্ত তাহা বাহির হয় সেই ব্যক্তি তাঁহার মহলে কি ইজারায় কি তাঁহার তত্ত্বাধীন ভূমিতে থাকিলে কি আইলে সেই ওয়ারণ্ট জারী করিবেন।

ঐ ওয়ারণ্ট যে ব্যক্তির নামে বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে ওয়ারণ্ট সহিত তাহাকে পোলীসের নিকটস্থ কর্ম্মকারকের হস্তে সমর্পণ করা যাইবে। আর ৭৬ ধারা মতে হাজিরজামিন লওয়া না গেলে পোলীসের সেই কর্ম্মকারক মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ ব্যক্তিকে চালান করিবেন।

পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট দেওয়া গেলে তাহার কথা।

৭৯ ধারা। ওয়ারণ্ট পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি কাছে থাকিলে ও ঐ পরওয়ানা জারীকরণ সম্পর্কীয় কার্য্য করিতে নিযুক্ত থাকিলে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ওয়ারণ্ট জারীর কার্য্যে তাহার সাহায্য করিতে পারিবে।

পোলীসের কর্ম্মকারকে যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তাহার কথা।

৮০ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের নামে ওয়ারণ্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে কিম্বা পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহাকে দেওয়া গেলে সেই কর্ম্মকারক ঐ ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে পোলীসের অন্য কর্ম্মকারকের নাম লিখিয়া দিলে, তাঁহার দ্বারা ঐ ওয়ারণ্ট জারী করা যাইতে পারিবে।

ওয়ারণ্টের মর্ম্ম জ্ঞাত করিবার কথা।

৮১ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট জারী করেন যাহাকে ধরিতে হইবে তাহার নিকটে তিনি ঐ ওয়ারণ্টের মর্ম্ম জানাইবেন, ও সে ঐ ওয়ারণ্ট দেখাইতে বলিলে দেখাইবেন।

ধৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে আদালতের সম্মুখে আনিবার কথা।

৮২ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ওয়ারণ্ট জারী করেন আইনের আদেশমতে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে আদালতের সম্মুখে তাহার উপস্থিত করাইতে হবে জামীন সম্বন্ধে ৭৬ ধারার বিধান মানিয়া অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তিনি তাহাকে সেই আদালতের সম্মুখে আনিবেন।

ওয়ারণ্ট যে স্থানে জারী হইতে পারিবে তাহার কথা।

৮৩ ধারা। ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট ব্রিটিষ ভারতবর্ষ মধ্যে যে কোন স্থানে জারী করা যাইতে পারিবে।

বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট ওয়ারণ্ট পাঠাইবার কথা।

৮৪ ধারা। যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী করিতে হইলে উক্ত ওয়ারণ্ট পোলীসের কোন কর্ম্মকারককে না দিয়া যে মাজিষ্ট্রেটের কি পোলীসের কমিশ্যনর সাহেবের বিচারাধীন স্থানে তাহা জারী করিতে হইবে তাঁহার নিকটে ডাকযোগে কি অন্যরূপে তাহা পাঠাইয়া দিবেন।

যে মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেবের নিকট উক্ত ওয়ারণ্ট তদ্রূপে পাঠান যায়, তিনি তাহার পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিয়া দিয়া আপন বিচারাধীন স্থান মধ্যে তাহা জারী করাইবেন।

এলাকার বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থ পোলীসের কর্ম্মকারককে ওয়ারণ্ট দিবার কথা।

৮৫ ধারা। যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করিবার নিমিত্ত পোলীসের কোন কর্ম্মকারককে তাহা দেওয়া গেলে যাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে উক্ত কর্ম্মকারক সামান্যতঃ সেই মাজিষ্ট্রেটের নিকট কিম্বা থানার অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত কর্ম্মকারকের অন্যূন পদস্থ পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের নিকট তাহা লইয়া যাইবেন।

ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিবেন তাহা হইলে পোলীসের যে কর্ম্মকারককে ঐ ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তাঁহার পক্ষে ঐ পৃষ্ঠলিপিই সেই সীমার মধ্যে ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিবার প্রভুত্ব ক্ষমতা হইবে ও আদিষ্ট হইলে ঐ ওয়ারণ্ট জারী করণকার্য্যে তৎস্থানের পোলীস ঐ কর্ম্মকারকের সহকারিতা করিতে বদ্ধ হইবেন।

ওয়ারণ্ট যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মকারকের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে, তাঁহার পৃষ্ঠলিপি করাইতে হইলে বিলম্ব সম্ভাবনা হেতুক ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিতে পারা যাইবে না, এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে পোলীসের যে কর্ম্মকারককে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তিনি উক্ত প্রকারের পৃষ্ঠলিপি ব্যতীত যে আদালত ওয়ারণ্ট দিলেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে তাহা জারী করিতে পারিবেন।

যাহার নামে ওয়ারণ্ট বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে পর যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

৮৬ ধারা। ওয়ারণ্ট যে জিলায় বাহির হইল সেই জিলার বহির্ভূত স্থানে জারী করা গেলে যে আদালত ওয়ারণ্ট দিলেন সেই আদালত বিশ মাইলের মধ্যে না থাকিলে কিম্বা যাহার বিচারাধীন স্থানে ধৃত করা গেল সেই মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কমিশ্যনর সাহেব অপেক্ষা নিকট না থাকিলে কিম্বা ৭৬ ধারামতে হাজির জামিন না লওয়া গেলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেবের নিকট ধৃত ব্যক্তিকে আনিতে হইবে।

ধৃত ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনা যায় তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

৮৭ ধারা। যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন ঐ ধৃত ব্যক্তি সেই আদালত লক্ষিত বোধ হইলে পূর্ব্বোক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেব তাহাকে পেয়াদার জিম্মায় দিয়া উক্ত আদালতে পাঠাইবার আদেশ করিবেন। কিন্তু ঐ অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও ধৃত ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেট বা কমিশ্যনর সাহেবের হৃষ্টমতে জামিন দিতে চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে, কিম্বা ৭৬ ধারামত ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে আদেশ লেখা গেলে ও ঐ ব্যক্তি উক্ত আদেশমতে প্রতিভূ দিতে চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেব জামিন বা মুচলিকা লইয়া সেই জামিনী বা প্রতিভূ পত্র যে আদালত ওয়ারণ্ট দিয়াছেন সেই আদালতে পাঠাইয়া দিবেন

গ।—ঘোষণাপত্র ও ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

৮৮ ধারা। সাক্ষ্য লইয়াই হউক বা না লইয়াই হউক, যে ব্যক্তির নামে কোন আদালত ওয়ারেন্ট বাহির করিয়াছেন, তাহার উপর ওয়ারেন্ট জারী না হয় এই নিমিত্ত সে পলায়ন করিয়াছে কি গোপনে আছে উক্ত আদালত এই রূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন। তন্মধ্যে সেই ব্যক্তির প্রতি নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও ঘোষণাপত্র প্রচারের তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের অন্যূন নিরূপিত কোনদিনে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে।

পলাতক ব্যক্তির বি[illegible] ঘোষণার কথা।

ঐ ঘোষণাপত্র নিম্নলিখিতমতে প্রচার করা যাইবে।

(ক) উক্ত ব্যক্তি সচরাচর যে নগরে কি গ্রামে বাস করিয়া থাকে ঐ ঘোষণাপত্র সেই নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে প্রকাশ্যরূপে পাঠ করা যাইবে,

(খ) সে ব্যক্তি সচরাচর যে ঘরে থাকে সেই ঘরের কিম্বা ঐ নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে ঐ পত্র লাগাইয়া দেওয়া যাইবে ও

(গ) সেই ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি আদালত ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নিয়মিতরূপে ঘোষণা করা গিয়াছে ঘোষণাপত্র প্রচারকারী আদালতের এই মর্ম্মের উক্তি এই ধারার আদেশ পালন হইবার ও নির্দ্দিষ্ট দিনে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

৮৯ ধারা। আদালত ৮৮ ধারামত ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার পর উক্ত ঘোষিত ব্যক্তির স্থাবর কি অস্থাবর কি উভয় প্রকারের কোন সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

যে জিলায় উক্ত আজ্ঞা করা যায় সেই জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তি ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে। এবং ঐ জিলার বহির্ভূত যে জিলায় ঐ সম্পত্তি থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আজ্ঞাপত্রে পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া দিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তিও ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে।

যদি ঋণ বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয়, তবে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন,

(ক) আটক করণ দ্বারা, কিম্বা

(খ) গ্রাহক বা তাঁহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা

(গ) ঘোষিত ব্যক্তিকে বা তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি সমর্পণ নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কিম্বা

(ঘ) উপরিলিখিত সমুদয় বা কোন দুইটি উপায় দ্বারা,

এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে।

যদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয় তাহা গবর্ণমেন্টের মালগুজারী ভূমি হইলে যে জিলায় ভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের দ্বারা এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে, অন্য স্থলে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন,

(ঙ) আটক করণ দ্বারা কিম্বা

(চ) গ্রাহক নিযুক্ত করণদ্বারা কিম্বা

(ছ) ঘোষিত ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে খাজানা দেওয়া বা সম্পত্তি সমর্পণ করা সম্বন্ধে নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কিম্বা

(জ) এই২ উপায়ের মধ্যে কোন দুইটা কি সমুদয় দ্বারা, ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে।

এই ধারামতে যে গ্রাহক নিযুক্ত হন, তাঁহার ক্ষমতা কর্ত্তব্য ও দায় দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৬ অধ্যায়মতে নিযুক্ত গ্রাহকের ক্ষমতাদির তুল্য হইবে।

যে ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে কি গোপনে আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় সেই ব্যক্তি ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হইলে, ঐ ক্রোককরা সম্পত্তি গবর্ণমেন্টের স্বেচ্ছাধীন থাকিবে, কিন্তু ক্রোক করিবার তারিখ অবধি ৬ মাস না গেলে বিক্রয় করা যাইবে না। পরন্তু কাঁচা মাল হইলে কিম্বা বিক্রয় করা গেলে স্বামীর লাভ হইবার সম্ভাবনা আদালতের এমত বিবেচনা হইলে যখন উচিত বোধ করেন তখনই বিক্রয় হইতে পারিবে।

৯০ ধারা। ৮৯ ধারার শেষ পরিচ্ছেদমতে যে ব্যক্তির সম্পত্তি গবর্ণমেন্টের স্বেচ্ছাধীনে আইসে সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইবার পর দুই বৎসরের মধ্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইলে কিম্বা ধৃত হইয়া বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হইলে যে আদালতের আজ্ঞাক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছিল ওয়ারেন্টজারী এড়াইবার জন্যে সে পলায়ন করে নাই ও গোপনে থাকে নাই এবং ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারে ঘোষণাপত্র প্রচারের এরূপ নোটিস পায় নাই সেই আদালতের সন্তোষমতে এই কথার প্রমাণ করিলে, ঐসম্পত্তি কিম্বা যদি পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়া থাকে তবে বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা কিম্বা সম্পত্তির অংশমাত্র বিক্রয় হইয়া থাকিলে বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা ও অবশিষ্ট সম্পত্তি ক্রোকজনিত সমুদয় খরচ তাহা হইতে পরিশোধ করিয়া লইবার পর তাহাকে দেওয়া যাইবে।

ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কথা।

ঘ।—পরওয়ানাসংক্রান্ত অন্যান্য বিধি।

৯১ ধারা। কোন আদালত জুরর বা আসেসর ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত এই আইনক্রমে সমন দিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে নিম্নলিখিত স্থলে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ওয়ারেন্ট দিতে পারিবেন,

সমনের পরিবর্ত্তে কি তদতিরিক্ত ওয়ারেন্ট দিবার কথা।

(ক) যদি সমন দিবার পূর্ব্বে কিম্বা সমন দিবার পর কিন্তু উক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে, আদালত এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে সে পলায়ন করিয়াছে কিম্বা সমন মান্য করিবে না কিম্বা

(খ) যদি উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে উপস্থিত না হয় এবং ইহা প্রমাণ করা যায় যে, সমন যেসময় নিয়মিত রূপে জারী করা হয় তাহাতে সে উপস্থিত হইতে পারিত ও তাহার উপস্থিত না হইবার যুক্তি সিদ্ধ কারণ দর্শান না যায়।

উপস্থিত হইবার নিবন্ধ পত্র লইবার ক্ষমতার কথা।

৯২ ধারা। কোন আদালতের আধিপত্যকারী কর্তৃপক্ষ যে ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার কি ধরিবার নিমিত্ত সমন কি ওয়ারণ্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই ব্যক্তি উক্ত আদালতে উপস্থিত থাকিলে উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে জামিনসহ কি জামিন বিনা উক্ত আদালতে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

উপস্থিত হইবার নিবন্ধ পত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে ধৃত করণের কথা।

৯৩ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমত নিবন্ধপত্র ক্রমে কোন আদালতে উপস্থিত হইতে বদ্ধ হইয়া তৎক্রমে উপস্থিত না হইলে, উক্ত আদালতে আধিপত্যকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তিকে ধরিবার কিম্বা আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিবার আদেশ দিয়া ওয়ারণ্টবাহির করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়ের বিধান গুলি সাধারণতঃ সমনের প্রতি ও ধরিবার ওয়ারণ্টের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

৯৪ ধারা। এই অধ্যায়ে সমন ও ওয়ারণ্ট ও সমনের ও ওয়ারণ্টের বাহির করণ ও জারীকরণ ও সাধন সম্বন্ধে যে২ বিধান আছে তৎসমুদয়, যত দূর সম্ভব এই আইনমত প্রত্যেক সমনের ও প্রত্যেক ধৃত করিবার ওয়ারণ্টের প্রতি বর্ত্তিবে।

সপ্তম অধ্যায়।

দলীল ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি বল পূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার এবং অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সন্ধান দিবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক। উপস্থিত করাইবার সমন বিষয়ক বিধি।

দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার সমনের কথা।

৯৫ ধারা। কোন আদালত কিম্বা রাজধানী নগরের সীমার বহিস্থ কোন স্থানে পোলীস থানার অধ্যক্ষ তদ্দ্বারা কি তৎসম্মুখে এই আইনমত অনুসন্ধান কি তদন্ত কি বিচার কি অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার নিমিত্ত কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক কি বাঞ্ছনীয় বোধ করিলে ঐ দলীল কি দ্রব্য যে ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতায় থাকা বিশ্বাস হয় ঐ আদালত তাহার নামে সমন দিয়া কিম্বা ঐ কর্ম্মকারক লিখিত আজ্ঞা দিয়া তাহাকে ঐ সমনের বা আজ্ঞার লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া বা না হইয়া ঐ দলীল কি দ্রব্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করিবেন।

এই ধারামতে যে ব্যক্তির প্রতি কেবল দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবার আজ্ঞা হয় তিনি তাহা উপস্থিত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া ঐ দলীল বা দ্রব্য উপস্থিত করাইলেই আদেশ পালন করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের হস্তে যে পত্র কি পোষ্টকার্ড কি তাড়িতবার্ত্তা কি অন্য দলীল থাকে, তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

পত্র ও তাড়িতবার্ত্তা সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৯৬ ধারা। ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের হস্তে যে দলীল থাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি হাই কোর্ট কি সেশন আদালতের মতে এই আইনমত কোন অনুসন্ধান কিম্বা তদন্ত কি বিচার কি অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত তাহার প্রয়োজন হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত উক্ত দলীল ঐ মাজিষ্ট্রেট কি আদালতের আদেশমত ব্যক্তিকে দিবার জন্য উক্ত বিভাগের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ কোন কার্য্যের জন্যে তদ্রূপ কোন দলীলের প্রয়োজন আছে অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কোন পোলীসের কমিশ্যনর কিম্বা পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এরূপ মত হইলে, তিনি ডাক বা টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রতি উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি আদালতের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় ঐ দলীলের সন্ধান লইয়া তাহা আটক করিয়া রাখিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

খ।—তলাশী পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

তলাশী পরওয়ানা যে স্থলে বাহির হইতে পারে তাহার কথা।

৯৭ ধারা। যে ব্যক্তির প্রতি ৯৫ ধারামতে সমন কি ৯৬ ধারার প্রথম পরিচ্ছেদমতে আদেশ দেওয়া গিয়াছে কি দেওয়া যাইতে পারিত সে ঐ সমনের আদেশমতে দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখাইবে না কি দেখাইত না এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে,

কিম্বা উক্ত দলীল কি অন্য দ্রব্য কাহার অধিকারে আছে জানা না গেলে

কিম্বা সাধারণমতে অন্বেষণ করিলে কিম্বা দেখিলে এই আইনমত তদন্তের কি বিচারের কি অন্য কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে আদালত এরূপ বিবেচনা করিলে,

তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন। এবং যে ব্যক্তির প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কর্ম্ম করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদনুসারে ও পশ্চাল্লিখিত বিধান অনুসারে অন্বেষণ করিতে বা দেখিয়া লইতে পারিবেন।

যে দলীল ডাকঘরের কি টেলিগ্রাফের কর্তৃপক্ষের জিম্মায় থাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারার কোন কথার বলে সেই দলীলের তলাশী পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না।

পরওয়ানায় স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবার কথা।

৯৮ ধারা। যে স্থানে কিম্বা তাহার যে অংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুজিয়া কি দেখিয়া লইতে হইবে না আদালত বিহিত বোধ করিলে সেই পরওয়ানায় সেই স্থানটি নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যে কর্ম্মকারকের প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট স্থান কি তদংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুজিবেন কি দেখিবেন না।

যে গৃহাদিতে চোরা দ্রব্য কি কৃত্রিম দলীলাদি থাকার অনুমান হয় তাহাতে অন্বেষণ করিবার কথা।

৯৯ ধারা। কোন স্থান চোরা দ্রব্য রাখিবার কি বিক্রয় করিবার স্থান,

কিম্বা জাল করা দলীল, কিম্বা কৃত্রিম মোহর, কিম্বা কৃত্রিম ইষ্টাম্প কিম্বা মুদ্রা কিম্বা ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম রাখিবার

কি বিক্রয় কি প্রস্তুত করিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে,

কিম্বা কোন জাল করা দলীল কি কৃত্রিম মোহর কি কৃত্রিম ইষ্টাম্প কিম্বা কৃত্রিম মুদ্রা কি মুদ্রা কি ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম কোন স্থানে রাখা গিয়া কি গচ্ছিত হইয়া থাকে

জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সন্ধান পাইয়া ও যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করেন তাহা লইয়া ইহা জানিতে পাইলে,

তিনি পোলীসের কনষ্টাবলের উচ্চ শ্রেণীর কোন কর্ম্মকারককে পরওয়ানা দিয়া,

(ক) তাঁহাকে প্রয়োজনমত সহকারি লোক লইয়া উক্ত কোন স্থানে প্রবেশ করিবার, এবং

(খ) পরওয়ানার নির্দ্দিষ্টমতে তন্মধ্যে অন্বেষণ করিবার, ও

(গ) যে দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা পাওয়া যায়, যুক্তিসিদ্ধমতে তাহা চোরা কি অন্যায়মতে প্রাপ্ত কি জাল কি কৃত্রিম কি কূট জ্ঞান করিলে তাহা, এবং পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র ও সরঞ্জাম স্বীয় অধিকারে লইবার, ও

(ঘ) ঐ দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্রাদি কি সরঞ্জাম কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে চালান করিবার কিম্বা অপরাধিকে যতকাল কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা না যায় ততকাল ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যাদির উপর চৌকী রাখিবার কিম্বা তাহা লইয়া কোন নির্ব্বিঘ্ন স্থানে রাখিবার, এবং

(ঙ) ঐ দ্রব্য চোরা কি অন্য প্রকারে অন্যায়মতে পাওয়া গিয়াছে কিম্বা উক্ত দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম জাল করা কি কূট করা কি কৃত্রিম, কিম্বা মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার জন্যে ঐ যন্ত্রের কি দ্রব্যের ব্যবহার হইয়াছে বা ব্যবহার করিবার কল্পনা আছে যে ব্যক্তি ইহা জানে কিম্বা যাহার এমত জানিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে ও যাহাকে উক্ত কোন দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম গচ্ছিত করিয়া রাখিবার কি বিক্রয় করিবার কি গড়াইবার কি রাখিবার সহজ্ঞানী বলিয়া বোধ হয়, এমত যে২ ব্যক্তিকে সেই স্থানে পান সেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার ও উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে চালান করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

এলাকার বাহিরে তলাশক্রমে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে তাহা লইয়া কার্য্য করিবার কথা।

০০ ধারা। যে আদালত তলাশী পরওয়ানা দেন সেই আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী করিবার সময়ে, যে২ দ্রব্যের অন্বেষণ হয় তন্মধ্যে কোন দ্রব্য সেই স্থানে পাওয়া গেলে ঐ সকল দ্রব্য ও পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে প্রস্তুত ঐ সকল দ্রব্যের ফর্দ্দ ওয়ারাণ্টদাতা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অগৌণে লইয়া যাইতে হইবে কিন্তু উক্ত আদালত অপেক্ষা ঐ স্থান যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন তিনি নিকট থাকিলে ঐ দ্রব্য ও ফর্দ্দ তাঁহার কাছে অগৌণে লইয়া যাইতে হইবে। ও বিপরীত আজ্ঞা করিবার বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে তিনি উক্ত আদালতের নিকটে ঐ দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিবেন।

গ।—অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ করণের বিধি।

অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে তলাশ করিবার কথা।

১০১ ধারা। যদি কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে যাহাতে অপরাধ হয় এপ্রকারে কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে তবে তিনি তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন এবং যাঁহার নামে ঐ পরওয়ানা দেওয়া যায় তিনি ঐ অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিতে পারিবেন এবং ঐ পরওয়ানা অনুসারে অন্বেষণ করা যাইবে, ও ঐ ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে অগৌণে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া যাইতে হইবে।

ঘ—তলাশ সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

তলাশী পরওয়ানা যাহার নামে দিতে হইবে তৎপ্রভৃতির কথা।

১০২ ধারা। ৯৭ ও ৯৯ ও ১০১ ধারামতে যত তলাশী পরওয়ানা দেওয়া যায়, তৎপ্রতি যত দূর সম্ভব ৭৫ ও ৭৭ ও ৭৯ ও ৮০ ও ৮৩ ও ৮৪ ও ৮৫ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

বদ্ধস্থান যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তাহার তলাশ করিবার অনুমতি দিতে হইবার কথা।

১০৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে স্থান তলাশ করিবার কি দেখিয়া লইবার যোগ্য তাহা বন্ধ থাকিলে, যে কার্য্যকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবেন তাঁহার দাওয়া হইলে ঐ স্থানবাসী ব্যক্তি কিম্বা তাহা যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তিনি ঐ কার্য্যকারককে কি অন্য ব্যক্তিকে অবাধে সেই স্থানে প্রবেশ করিতে দিবেন ও তথায় তলাশ করিবার যুক্তিমত সুবিধা করাইয়া দিবেন।

যদি সেই স্থানে তদ্রূপে প্রবেশ করিতে না পারা যায়, যে কার্য্যকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারণ্ট অর্থাৎ পরওয়ানাজারী করিতেছেন তিনি ৪৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

সাক্ষিদের সম্মুখে তলাশ করিতে হইবার কথা।

১০৪ ধারা। যে কার্য্যকারক কিম্বা অন্য ব্যক্তি তলাশ করিবেন তিনি এই অধ্যায়মতে তলাশ করিবার পূর্ব্বে ঐ স্থানবাসি দুই কি তদধিক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত হইয়া ঐ তলাশী কার্য্যের সাক্ষী হইবার নিমিত্তে আহ্বান করিবেন।

তাঁহাদের সম্মুখে তলাশ করা যাইবে এবং তলাশকালে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায় ঐ কার্য্যকারক বা অন্য ব্যক্তি তাহার ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন এবং ঐ সাক্ষিরা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, কিন্তু যাঁহারা এই ধারামত তলাশের সাক্ষী থাকেন আদালত তাঁহাদের নামে বিশেষমতে সমন না দিলে আদালতে তাঁহাদের সাক্ষিস্বরূপ উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই।

*যে স্থানের তলাশ হয় সেই স্থানবাসির উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।

যে স্থানের তলাশ হয়, তথায় তলাশ করিবার সময়ে সেই স্থানবাসির কিম্বা তৎপক্ষে কোন ব্যক্তির সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিবার অনুমতি হইবে।

ঙ।—বিবিধ বিধি।

১০৫ ধারা। কোন আদালতের সম্মুখে এই আইনমতে কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখান গেলে ঐ আদালত বিহিত বোধ করিলে তাহা আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

দলীল উপস্থিত করা গেলে তাহা আটক করিয়া রাখিবার ক্ষমতার কথা।

১০৬ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যে স্থানে অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হন এমত কোন স্থানে আপন সাক্ষাতে অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে অন্বেষণ হইবার আজ্ঞার কথা।

চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ নিবারণ বিষয়ক বিধি।

অষ্টম অধ্যায়।

শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিনবিষয়ক বিধি।

ক।—অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তি ভঙ্গ না করিবার জামিনের বিধি।

১০৭ ধারা। হঙ্গমা কি আক্রমণ করণ, কি অন্য প্রকারে শান্তিভঙ্গকরণ কিম্বা তাহাকে সহায়তা করণ কিম্বা তাহা করিবার স্পষ্ট অভিপ্রায়ে অস্ত্রধারী লোক সংগ্রহ কি বেআইনী অন্য কার্য্য করণাপরাধে যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, কিম্বা কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির হানি করিবে অপরাধজনক রূপে এইরূপ ভয় দেখাইয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয় হাই কোর্টের কি সেশন আদালতের কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে

অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার মুচলকার কথা।

ও উক্ত আদালত সেই ব্যক্তির স্থানে শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে

ঐ আদালত উক্ত ব্যক্তির উপর দণ্ডাজ্ঞা করিবার সময়ে তাহার সঙ্গতি অনুসারে অর্থদণ্ডের নিয়মে তিন বৎসরের অনধিক যত কাল উচিত বোধ করেন ততকালের নিমিত্তে তাহাকে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আপীলে বা প্রকারান্তরে ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ হইলে, ঐ রূপে যে নিবন্ধপত্র লিখিত হয় তাহা ব্যর্থ হইবে।

খ।—অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি।

১০৮ ধারা। কোন ব্যক্তির দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে স্বীয় এলাকার মধ্যে এমত কোন কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা, কিম্বা উক্ত এলাকার মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যৎকর্ত্তৃক ঐ এলাকার বাহিরে শান্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা পূর্ব্বোক্তরূপ কার্য্য হইবার সম্ভাবনা, কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মের সম্বাদ পাইলেই উক্ত মাজিষ্ট্রেট তিন বৎসরের অনধিক যত কাল উচিত বোধ করেন তত কালের নিমিত্তে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা ত৲প্রতি কেন হইবে না ইহার [illegible] দর্শাইবার জন্য পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার কথা।

১০৯ ধারা। যে কোন মাজিষ্ট্রেট ১০৮ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন তিনি কিম্বা সেশন আদালত কিম্বা হাই কোর্ট, যদি এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক শান্তিভঙ্গ হইবার অথবা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে এমন কোনকার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা ও উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে না রাখিলে অন্য কোনরূপ শান্তিভঙ্গ নিবারণ করা যায় না তবে তাহাকে ধরিয়া হাজতে না রাখা-গিয়া থাকিলে কিম্বা সে আদালতের সম্মুখে না থাকিলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত তাহাকে ধরিবার ওয়ারেন্ট দিতে এবং ১০৮ ধারা মতে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন।

১০৮ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কার্য্য প্রণালীর কথা।

যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই ধারাক্রমে কোন ব্যক্তিকে পাঠান যায়, তিনি যাবৎ পশ্চান্নির্দ্দিষ্ট অনুসন্ধান শেষ না হয় উক্ত ব্যক্তিকে স্বীয় বিবেচনামতে হাজতে রাখিতে পারিবেন।

১১০ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট সংবাদ পান যে,

ভ্রমণকারি ও সন্দেহ যুক্ত ব্যক্তিদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।

(ক) তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি আত্ম গোপন করিবার যত্ন করিতেছে ও কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে যে তদ্রূপ যত্ন করিতেছে ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে

(খ) কিম্বা যাহার দিনপাতের কোন প্রকাশ উপায় নাই কিম্বা যে আপনার সন্তোষজনক বিবরণ জানাইতে না পারে উক্ত এলাকার মধ্যে তদ্রূপ কোন ব্যক্তি আছে

উক্ত মাজিষ্ট্রেট পশ্চাল্লিখিত প্রকারে ছয় মাসের অনধিক যতকাল ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন তত কালের নিমিত্তে সদাচরণের জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

১১১ ধারা। যখন তদ্রূপ কোন মাজিষ্ট্রেট সংবাদ পান যে তাহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি রীতিমত দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ-কারী কি চোর, কি চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া রীতিমত গ্রহণকারী

পাকা বদমাইসদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট, পশ্চাল্লিখিত প্রকারে, তিন বৎসরের অনধিক যতকাল ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন ততকালের নিমিত্তে সদাচরণের জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার জন্যে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

২৯ ধারা। উক্ত প্রকারের জনতা তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে যদি ভঙ্গ হইয়া না যায় কিম্বা তদ্রূপ আজ্ঞা না পাইলেও এরূপে কার্য্য করে যে ভঙ্গ হইয়া যাইবে না এপ্রকার সঙ্কল্প দেখায় তবে কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা থানার অধ্যক্ষ রাজধানীর মধ্যে হউক আর বাহিরেই হউক বলপূর্ব্বক ঐ জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন। তদর্থে এবং আবশ্যক হইলে জনতা ভঙ্গ করিবার কি তাহাদিগকে আইন মতে দণ্ড দিবার নিমিত্ত জনতার অন্তর্গত লোকদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্যে তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্য দলের কর্ম্মচারী কি সৈনিক কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলন্টিয়রবিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে নাম লিখান বলন্টিয়র ভিন্ন কোন পুরুষকে সাহায্য করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

জনতা ভঙ্গ করিবার জন্যে সামান্য বল প্রয়োগের কথা।

৩০ ধারা। তদ্রূপ জনতাভঙ্গ করিয়া তদন্তর্গত লোকদিগকে অন্য প্রকারে পৃথক করা যাইতে না পারিলে ও সাধারণের নিরাপদের জন্যে ঐ জনতা ভঙ্গ করা আবশ্যক হইলে, অতি উচ্চ শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত থাকেন তিনি সৈন্যদলের দ্বারা ঐ জনতা ভঙ্গ করাইতে পারিবেন।

সৈন্যদলব্যবহারের কথা।

১৩ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট সৈন্যদল দ্বারা জনতা ভঙ্গ করিতে স্থির করিলে তিনি শ্রীশ্রীমতী মাহারাণীর সৈন্যদলের সনন্দ প্রাপ্ত বা সনন্দ অপ্রাপ্ত কোন অধ্যক্ষকে কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলন্টিয়র বিষয়ক ৮৬৯ সালের আইনমতে নামলিখান বলন্টিয়র দলের কোন অধ্যক্ষকে সেই জনতা বলপূর্ব্বক ভঙ্গ করিয়া দিতে আদেশ করিতে পারিবেন কিম্বা তদন্তর্গত যে সকল ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দেন কিম্বা জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য কি তাহাদিগকে আইনমত দণ্ড দিবার জন্য যাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখা আবশ্যক হয় তাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আদেশ করিতে পারিবেন।

জনতা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা হইলে সেনাপতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

সেনাপতির কর্ত্তব্য যে আপনার বিবেচনামতে যদ্রূপে করা উচিত তদ্রূপে উক্ত প্রত্যেক আদেশ পালন করেন কিন্তু জনতা ভঙ্গ করিবার এবং উক্ত ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিবার জন্যে যত অল্প বল প্রয়োগ ও ব্যক্তির কি সম্পত্তির যত অল্প হানি করা সঙ্গত হয় তদধিক করিবেন না।

১৩২ ধারা। উক্তরূপ কোন জনতা দ্বারা স্পষ্টই সাধারণের নিরাপদের আশঙ্কা হইলে ও কোন মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে লিখনপঠনাদি হইতে না পারিলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের সনদপ্রাপ্ত কোন সেনাপতি সাহেব সৈন্যদের বল দ্বারা তদ্রূপ কোন জনতা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য অথবা তাহাদিগকে আইনমত দণ্ড দিবার জন্য তদন্তর্গত যে কোন ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন। কিন্তু এই ধারামতে কর্ম্ম করিবার সময়ে তিনি কোন মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে লিখনপঠনাদি করিতে পারিলে করিবেন এবং উক্ত কর্ম্ম করিতে থাকিবেন কিনা এবিষয়ে তদবধি ঐ মাজিষ্ট্রেটের আদেশ পালন করিবেন।

জনতা ভঙ্গ করণার্থে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সনদপ্রাপ্ত সেনাপতিদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

১৩৩ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কি সেনাপতি কি পোলীসের কর্ম্মকারক কি সিপাহী কি বলন্টীয়র এই অধ্যায়মতে যে কর্ম্ম করেন তজ্জন্যে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি বিনা তাঁহাদের নামে কোন ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না। এবং

এই অধ্যায়মতে কর্ম্ম হইলে অভিযোগ না হইবার কথা।

(ক) কোন মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে সরলমনে কার্য্য করিলে ও

(খ) কোন কর্ম্মকারক ১৩২ ধারামতে সরলমনে কার্য্য করিলে, ও

(গ) কোন ব্যক্তি ১২৯ কি ১৩১ ধারামত আদেশ পালন করিতে গিয়া সরলমনে কোন কার্য্য করিলে ও

(ঘ) কোন অধস্তন কর্ম্মচারী কি সামান্য সৈনিক কি বলন্টিয়র সৈন্যসংক্রান্ত আইন অনুসারে যে আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য সেই আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া কোন কার্য্য করিলে,

তাহাতে যে তাঁহার কোন অপরাধ করা হইল এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি।

৩৪ ধারা। সাধারণে যাহা ব্যবহার করিতে পারে এমন কোন পথ কি নদী কি সাধারণের স্থান হইতে অবৈধ প্রতিবন্ধক কি অনিষ্টজনক কোন দ্রব্য স্থানান্তর করা কিম্বা কোন ব্যবসায় কি কর্ম্ম কিম্বা কোন মাল কি বাণিজ্যদ্রব্য রাখা সাধারণের স্বাস্থ্যের কি শারীরিক স্বচ্ছন্দতার বিঘ্নজনক কিম্বা অনেক লোকের ধর্ম্মস্বচ্ছন্দের বিরোধী হওয়া প্রযুক্ত রহিত কি স্থানান্তর কি নিষেধ করা

অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে নিয়মাধীন আজ্ঞা করিবার কথা।

কিম্বা কোন গৃহ নির্ম্মাণ কিম্বা কোন দ্রব্য লইয়া যেরূপ কার্য্য করা যায় তদ্দ্বারা গৃহাদির দাহ কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠা সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহা নিবারণ কি বন্ধ করা উচিত

কিম্বা কোন গৃহাদির জীর্ণাবস্থা প্রযুক্ত পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ও তদ্দ্বারা নিকট গমনশীল লোকদের হানি হইবার সঙ্কট প্রযুক্ত তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা আবশ্যক

কিম্বা পূর্ব্বোক্ত পথের নিকটস্থ পুষ্করিণী কি কূপ দ্বারা সাধারণের সঙ্কট নিবারণার্থে তাহা উপযুক্তমতে ঘেরিয়া রাখা উচিত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট কি অন্য সম্বাদ পাইয়া ও যদ্রূপ (যদি কোন) সাক্ষ্য লওয়া উচিত বোধ করেন তদ্রূপ সাক্ষ্য লইয়া এমত বোধ করিলে,

যে ব্যক্তির দ্বারা ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় হয় কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম করে কিম্বা ঐ মাল কি বাণিজ্যদ্রব্য রাখে কিম্বা ঐ ঘর কি দ্রব্য কি পুষ্করিণী কি কূপ যে ব্যক্তির হয় কি যাহার অধিকারে কি কর্তৃত্বে থাকে তাহার নামে তিনি নিয়মাধীন আজ্ঞা লিখিয়া সেই আজ্ঞাতে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাকে সেই সময়ের মধ্যে

ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা স্থল বিশেষে ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম রহিত কি স্থানান্তর করিতে

কিম্বা ঐ মাল বা বাণিজ্যদ্রব্য স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা ঐ গৃহাদ নির্ম্মাণ নিবারণ কি বন্ধ করিতে,

কি তাহা স্থানান্তর কি মেরামত কি সংরক্ষণ করিতে,

কি দ্রব্যের স্থানান্তর করিতে

কি ঐ পুষ্করিণী কি কূপ ঘেরিয়া দিতে,

অথবা ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে আপনার কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞা পশ্চাল্লিখিত প্রকারে রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিবার প্রার্থনা করিতে হইবার আদেশ দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নিয়মিতরূপে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা কোন দেওয়ানী আদালত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা।— সাধারণের স্থান" এই শব্দে রাজকীয় সম্পত্তি কিম্বা ছাউনী করিবার জমী বা স্বাস্থ্যের কিম্বা আমোদের জন্যে যে ভূমিখণ্ড খালি রাখা যায় এমত জমীও বুঝাইবে।

১৩৫ ধারা। উল্লিখিত আজ্ঞাপত্র যে ব্যক্তির নামে লেখা যায় যে প্রকারে এই আইনে সমন জারী করিবার বিধান আছে সেই প্রকারে তাহাকেই দেওয়া যাইতে পারিলে দেওয়া যাইবে।

আজ্ঞা কি তাহার জ্ঞাপনপত্র দিবার কথা।

উক্ত আজ্ঞা তদ্রূপে জারী করা অসাধ্য দেখা গেলে ঘোষণা করিয়া সেই আজ্ঞার নোটিস দেওয়া যাইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে ঘোষণাপত্র প্রচার করা যাইবে, ও সেই ব্যক্তির ঐ আজ্ঞার কার্য্য জানিতে পাইবার যাহাতে সুবিধা হয় এই মত কোন এক কি অধিক স্থানে ঐ আজ্ঞার লিখিত নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৩৬ ধারা। যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায় (ক) ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার সেই আজ্ঞামত কার্য্য করিতে হইবে, (খ) অথবা ঐ আজ্ঞামতে উপস্থিত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইতে হইবে অথবা সেই আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না এই কথার বিচার করণার্থে জুরি (অর্থাৎ পঞ্চায়ত) নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা হয় ঐ ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে পারিবে।

যাহাকে আজ্ঞা করা যায় তাহার সেই আজ্ঞা মানিবার কিম্বা কারণ দর্শাইবার কি পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার দাওয়ার কথা।

১৩৭ ধারা। উক্ত ব্যক্তি ঐ কার্য্য না করিলে কিম্বা উপস্থিত হইয়া কারণ না দর্শাইলে অথবা ১৩৬ ধারার আদেশমত পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা না করিলে

তদ্রূপ না করিবার ফলের কথা।

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৮৮ ধারায় তদ্বিষয়ের যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ ব্যক্তি সেই দণ্ডের যোগ্য হইবে এবং ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

১৩৮ ধারা। ঐ ব্যক্তি ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্যে উপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেট তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য লইবেন।

কারণ দর্শাইতে উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

ঐ আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত নহে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে তদ্বিষয়ের আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইবে না।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তদ্রূপ হৃদ্বোধ না জন্মিলে ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত করা যাইবে।

১৩৯ ধারা। মাজিষ্ট্রেট ১৩৬ ধারামতে পঞ্চায়ত নিয়োগের প্রার্থনা পাইলে (ক) অগৌণে পাঞ্চায়ত নিযুক্ত করিবেন। সেই পঞ্চায়তে পাঁচের অন্যূন বিষম সংখ্যক ব্যক্তি থাকিবে। মাজিষ্ট্রেট ঐ পঞ্চায়তের প্রধান ব্যক্তিকে ও তাঁহাদের অর্দ্ধাংশ লোককে মনোনীত করিবেন অন্য অর্দ্ধাংশ প্রার্থক মনোনীত করিবেন।

পঞ্চায়তের দাওয়া করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(খ) যে স্থানে ও যে সময়ে উচিত বোধ করেন মাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রধান ব্যক্তিকে ও পঞ্চায়তের মেম্বরদিগকে সেই স্থানে ও সেই সময়ে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সমন করিবেন ও

(গ) যে সময় মধ্যে তাঁহাদের মত প্রকাশ করিতে হইবে সেই সময় ধার্য্য করিবেন।

১৪০ ধারা। পঞ্চায়ত কিম্বা তাহার অধিকাংশ মেম্বর যদি মাজিষ্ট্রেটের প্রথম আজ্ঞা যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত বিবেচনা করেন কিম্বা তাহা পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত বোধ করিলে যদি মাজিষ্ট্রেট সেই মত গ্রাহ্য করেন তবে মাজিষ্ট্রেট কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা গেলে তাহা মানিয়া ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত করিবেন।

পঞ্চায়ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত নির্ণয় করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

স্থলান্তরে আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইবে না।

১৪১ ধারা। ১৩৭ কি ১৩৮ কি ১৪০ ধারামতে কোন আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে যাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা করা গিয়াছিল মাজিষ্ট্রেট সেই ব্যক্তিকে ইহার নোটিস দিবেন এবং নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাকে ঐ আজ্ঞামত কার্য্য করিতে আদেশ দিবেন ও তাহাকে জানাইবেন যে আজ্ঞা অমান্য করা গেলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারার বিধানমতে তাহার দণ্ড হইতে পারিবে।

আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে উক্ত কার্য্য করা না গেলে মাজিষ্ট্রেট ঐ কার্য্য করাইতে পারিবেন ও তাহার আজ্ঞাক্রমে যে গৃহ কি মাল কি অন্য সম্পত্তি স্থানান্তর করা যায় তাহা বিক্রয় করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অস্থাবর যে সম্পত্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কি বাহিরে থাকে তাহা ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া ঐ কার্য্য করিবার খরচের টাকা আদায় করিতে পারিবেন। ঐ সম্পত্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বাহির

আজ্ঞা অমান্য করা গেলে ফলের কথা।

১১২ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের প্রতি ইউরোপীয় বেটুয়াদের বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনমতে কার্য্য হইতে পারিলে, তাহাদের প্রতি ১০ ও ১১ ধারার বিধান খাটে না।

ইউরোপীয় বেটুয়াদের দণ্ডনীয় উপবিধির কথা।

১১৩ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট ০৮ কি ১১০ কি ১১ ধারামতে কার্য্য করিয়া কোন ব্যক্তিকে সেই ধারাক্রমে কারণ দর্শাইবার আদেশ করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে তিনি লিখিয়া আজ্ঞা দিবেন। তাহাতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার মর্ম্ম যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে তাহার টাকার পরিমাণ যত কাল তাহা বলবৎ থাকিবে সেই কাল ও জামিন দিবার আদেশ হইলে জামিনের সংখ্যা, প্রকৃতি ও শ্রেণী এই২ কথা লেখা থাকবে।

যে আজ্ঞা করিতে হইবে তাহার কথা।

১১৪ ধারা। যে ব্যক্তির সম্বন্ধে তদ্রূপ আজ্ঞা করা যায় সে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকিলে উক্ত আজ্ঞা তাহাকে পড়িয়া শুনান যাইবে কিম্বা তাহার ইচ্ছাক্রমে ঐ আজ্ঞার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন ত সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৫ ধারা। উক্ত ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে উপস্থিত হইবার আদেশ করিয়া সমন দিবেন, কিম্বা উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকিলে যে কার্য্যাকারকের জিম্মায় থাকে, সেই কার্য্যকারকের প্রতি ওয়ারণ্ট দিয়া তাহাকে আদালতের সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা করিবেন।

তদ্রূপে কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে সমন কি ওয়ারণ্ট দিবার কথা।

কিন্তু শান্তিভঙ্গ হইবে এমত আশঙ্কা থাকার কারণ আছে ও তৎকালেই উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া না রাখা গেলে তাহা নিবারণ হইতে পারিবে না, ঐ মাজিষ্ট্রেট পোলীসে কোন কর্ম্মকারকের রিপোর্ট কি অন্য সম্বাদক্রমে ইহা জানিতে পারিলে, যে সময়ে হউক ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন। উক্ত রিপোর্টের বা সংবাদের মর্ম্ম মাজিষ্ট্রেট লিখিয়া রাখিবেন।

১১৬ ধারা। ১১৩ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহার এক কেতা নকল ১১৫ ধারামত সমন কি ওয়ারণ্টের সঙ্গে দিতে হইবে এবং যে কার্য্যকারক সমন জারী করেন কি ওয়ারণ্ট সাধন করেন, তিনি যে ব্যক্তির উপর সমন জারী করেন কিম্বা যাহাকে ওয়ারণ্টক্রমে ধরেন তাহাকে ঐ নকল দিবেন।

১১৩ ধারামত আজ্ঞার নকল সমনের কি ওয়ারণ্টের সঙ্গে দিতে হইবার কথা।

১১৭ ধারা। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে ব্যক্তির প্রতি আদেশ হয় মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত হেতু দেখিলে সেই ব্যক্তির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার ও উকীল দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

স্বয়ং অনউপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

১১৮ ধারা। ১১৩ ধারামত আজ্ঞা ১১৪ ধারামতে আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে শুনান গেল কি বুঝাইয়া দওয়া গেলে কিম্বা ১১৫ ধারামত সমন কি ওয়ারণ্ট জারীক্রমে কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কি আনীত হইলে মাজিষ্ট্রেট যে সম্বাদ অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন তাহার সত্যতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন।

সম্বাদের সত্যতার অনুসন্ধানের কথা

ইহার পর সমনের মোকদ্দমার বিচার করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে উক্ত অনুসন্ধান যতদূর সম্ভব সেই প্রণালীমতে হইবে, এবং ইহার পর ওয়ারণ্টের মোকদ্দমার বিচার করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে উক্ত অনুসন্ধান যতদূর সম্ভব সেই প্রণালীমতে হইবে বিভেদ এই যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই।

এই ধারার কার্য্য পক্ষে কোন ব্যক্তি যে পাকা বদমাইস ইহা সাধারণ প্রসিদ্ধির সাক্ষ্যদ্বারা বা প্রকারান্তরে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

১১৯ ধারা। যদি তদ্রূপ অনুসন্ধান লইয়া প্রমাণ হয় যে শান্তি ভঙ্গ না হইবার কিম্বা স্থল বিশেষে সদাচরণ রক্ষা হইবার জন্য যে ব্যক্তির সম্পর্কে অনুসন্ধান লওয়া যায় তাহার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক তবে মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ আজ্ঞা করিবেন।

জামিন দিবার আজ্ঞার কথা।

কিন্তু প্রথমত — ৩৮ ধারামত আদেশে যাহা নির্দ্দিষ্ট থাকে তদ্ভিন্ন প্রকারের কি তাহা অপেক্ষা অধিক টাকার কি তাহা অপেক্ষা অধিক কালের জামিন দিতে কোন ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা হইবে না।

দ্বিতীয়ত যে নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লওয়া যায়, মোকদ্দমার অবস্থা বুঝিয়া সেই নিবন্ধপত্রের টাকার পরিমাণ ধার্য্য করিতে হইবে। উহা অত্যধিক হইবে না।

তৃতীয়ত — যে ব্যক্তির সম্বন্ধে অনুসন্ধান লওয়া যায় সেই ব্যক্তি নাবালগ হইলে, কেবল তাঁহার জামিনেরা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবেন।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারামত অনুসন্ধান লইয়া যে ব্যক্তির সম্বন্ধে উক্ত অনুসন্ধান লওয়া যায় সেই ব্যক্তির শান্তিভঙ্গ না করিবার কিম্বা স্থলবিশেষে সদাচরণ করিবার প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করা প্রয়োজন এরূপ প্রমাণ না হইলে মাজিষ্ট্রেট নথীতে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন, এবং কেবল এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে রাখা গিয়া থাকিলে, তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন অথবা ঐ ব্যক্তি হাজতে না থাকিলে তাহাকে অভিযোগ হইতে মুক্ত করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি কে ছাড়িয়া দিবার কথা।

গ।—জামিন দিবার আজ্ঞার পর সর্ব্বত্র কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

১২১ ধারা। যে ব্যক্তি সম্পর্কে ১০৭ ধারা কি ১০৯ ধারামতে জামিন দিবার আজ্ঞা করা যায়, সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞা করিবার সময়ে কারাদণ্ডের আজ্ঞা পাইলে কিম্বা কারাদণ্ডাজ্ঞাধীন থাকিলে, উক্ত

যে সময়ের নিমিত্ত জামিন দিবার আদেশ হয় তাহার আরম্ভের কথা।

দণ্ডাজ্ঞার মিয়াদ ফুরাইলে উক্ত জামিন দিবার সময়ের আরম্ভ হইবে।

স্থলান্তরে ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি উক্ত সময়ের আরম্ভ হইবে

নিবন্ধনপত্রে যাহা২ থাকিবে তাহার কথা।

২২ ধারা। উক্ত ব্যক্তির যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে তাহাতে শান্তিভঙ্গ না করিবার কিম্বা সদাচরণ করিবার প্রতিজ্ঞা থাকিবে এ উভয় স্থলে যে কোন স্থানে যে অপরাধ হউক না কেন করা গেলে কি করিবার উদ্যোগ হইলে কি সহায়তা হইলে ঐ নিবন্ধ ভঙ্গ করা হয়।

জামিন অগ্রাহ্য করিবার কথা।

২৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তিকে জামিন দিবার প্রস্তাব হয় মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন। অনুপযুক্ত বলিবার হেতু মাজিষ্ট্রেট লিপি-বদ্ধ করিবেন।

জামিন না দিলে কারা দণ্ডের কথা।

১২৪ ধারা। কোন ব্যক্তি ১০৭ কি ১১৯ ধারামতে জামিন দিতে আদিষ্ট হইয়া উক্ত জামিন দিবার সময়ারম্ভ হইবার তারিখে কি তৎপূর্ব্বে জামিন না দিলে, পশ্চাল্লিখিত স্থল ভিন্ন তাহাকে কারাগারে পাঠান যাইবে কিম্বা সে কারাগারে থাকিলে যাবৎ উক্ত সময় গত না হয় কিম্বা ঐ সময় মধ্যে সে আদেশমত জামিন না দেয় তাবৎ তাহাকে কারাগারে রাখা যাইবে।

কার্য্যানুষ্ঠানের কাগজ পত্র কখন হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে অর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে এক বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত জামিন দিবার আজ্ঞা করিলে যদি ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ জামিন না দেয় তবে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতের আজ্ঞার অপেক্ষায় এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে হাই কোর্টের আজ্ঞার অপেক্ষায় ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার ওয়ারন্ট দিবেন এবং তদ্বিষয়ের কাগজপত্র সুবিধামতে ত্বরায় উক্ত আদালতের কি কোর্টের সম্মুখে অর্পিত হইবে।

ঐ আদালত ঐ হ দৃষ্টি করিলেও অধিক যে সন্ধান কি প্রমাণ আবশ্যক বোধ করেন তাহা গ্রহণ করণের পর যদ্রূপ উচিত বোধ করেন সেই মোকদ্দমায় তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি জামিন না দিলে গত (যদি কোন) কালের নিমিত্ত তাহার কারাদণ্ড হয় তাহা তিন বৎসরের অধিক হইবে না।

যেপ্রকারের কারাদণ্ড হইবে তাহার কথা।

শান্তি ভঙ্গ না করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয় তাহা সামান্য কারাদণ্ড হইবে।

সদাচরণ করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয় তাহা আদালতের কি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কঠোর কি সামান্য কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

জামিন দিবার আজ্ঞা হেতুক বন্দিদের মুক্ত হইবার কথা।

১২৫ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা তাহার পূর্ব্বপদধারির কিম্বা তাহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞামতে এই অধ্যায়মত সদাচরণের জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত যে ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করা যায় সেই ব্যক্তি মুক্ত হইলেও সাধারণ লোকদের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির কোন আপদ সম্ভাবনা নাই জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে কোন সময়ে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়মত সদাচরণের জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের আজ্ঞামতে কারাবদ্ধ করা গেলে এবং সেই ব্যক্তির স্থানে তদ্রূপ জামিন না লইয়াও তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে মুক্ত করা যাইতে পারে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে ঐ সেশন আদালতের কিম্বা স্থল বিশেষে হাই কোর্টের আজ্ঞা পাইবার জন্যে অবিলম্বে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন এবং উক্ত আদালত বা কোর্ট উচিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

শান্তিভঙ্গ না করিবার কোন নিবন্ধপত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবার কথা।

১২৬ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ দেখিলে আপন আদালতের উচ্চতর নহে জিলার এরূপ কোন আদালতের আজ্ঞাক্রমে এই অধ্যায়মতে শান্তিভঙ্গ না করিবার যে কোন নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায় তাহা অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবেন।

জামিনকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

১২৭ ধারা। কোন ব্যক্তির শান্ত থাকার কি সদাচরণের জামিন কোন সময়েই কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিকটে জামিনী নিবন্ধপত্র রহিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

করিলে যে ব্যক্তির নিমিত্ত ঐ জামিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন ঐ মাজিষ্ট্রেট আপন বিবেচনামত তাহার উপস্থিত হইবার কিম্বা তাহাকে আপনার নিকট আনাইবার আজ্ঞাসূচক সমন কি ওয়ারন্ট দিবেন।

সেই ব্যক্তি ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ জামিনী নিবন্ধপত্র রহিত করিয়া সেই ব্যক্তিকে নিবন্ধপত্রের অবশিষ্ট কালের নিমিত্ত মূল জামিন সদৃশ অন্য জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন। তদ্রূপ প্রত্যেক আজ্ঞা ২২ ও ১২৩ ও ১২৪ ২৫ ধারার কার্য্য পক্ষে ১০৭ ধারামত কিম্বা স্থল বিশেষে ১১৯ ধারামত আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে।

নবম অধ্যায়।

বেআইনীমত জনতাবিষয়ক বিধি।

মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের আজ্ঞামতে জনতাভঙ্গ হইবার কথা।

১২৮ ধারা। বেআইনীমত জনতা হইলে কিম্বা পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তি যোটহওয়াতে সাধারণের শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষ রাজধানীর মধ্যেই হউক বা বাহিরেই হউক সেই জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তদনুসারে ঐ জনতার লোকদের পৃথক হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

থাকিলে যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে ঐ দ্রব্য ক্রোক করা যাইবে তিনি ঐ আজ্ঞাপত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহা ক্রোক ও নীলাম হইবে ঐ আজ্ঞাপত্রে এই মন্মের অনুযায়ি থাকিবে।

এই ধারা বলে সরলমনে যে কোন ক্রিয়া করা যায় তৎসম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

১৪২ ধারা। প্রার্থক যদি তাচ্ছল্য করিয়া কি প্রকারান্তরে পঞ্চায়তের নিযুক্ত হওয়া নিবারণ করে, কিম্বা যে পঞ্চায়ত নিযুক্ত হন তাঁহারা যদি কোন কারণে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে আর যে সময় দেন তন্মধ্যে আপনাদের মীমাংসা না দেন, তবে মাজিষ্ট্রেট যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন। সেই আজ্ঞা ১৪১ ধারার বিধান মতে প্রবলকরা যাইবে।

পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত না করা গেলে কি তাহারা মত প্রকাশ না করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪৩ ধারা। সাধারণ লোকদের আসন্ন সঙ্কট ও গুরুতর হানি নিবারণের জন্যে অগৌণে কোন কার্য্য করা আবশ্যক, যে মাজিষ্ট্রেট ১৩৪ ধারা মতে আজ্ঞা করেন তাঁহার এইরূপ বিবেচনা হইলে, পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিতে হইলে বা নিযুক্ত করা গেলে বা না গেলে ও ঐ সঙ্কট কি হানি না হইবার জন্যে কি তন্নিবারণার্থে নিষেধসূচক যদ্রূপ আজ্ঞা করা আবশ্যক হয় যে ব্যক্তিকে আজ্ঞা দেওয়া গেল তাহাকে মাজিষ্ট্রেট নিষেধসূচক তদ্রূপ আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অনুসন্ধান কার্য্য চলন কালে আজ্ঞার কথা।

সেই আজ্ঞাক্রমে যে সকল কর্ম্ম করা আবশ্যক যদি উক্ত ব্যক্তি তৎকালেই তাহা না করে তবে ঐ সঙ্কট না হইবার নিমিত্তে কিম্বা ঐ হানি নিবারণার্থে যে কার্য্য আবশ্যক হয় মাজিষ্ট্রেট আপনি তাহা করিবেন কি করাইবেন।

এই ধারাক্রমে মাজিষ্ট্রেট সরলমনে যে কোন কার্য্য করেন তৎসম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

১৪৪ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে কিম্বা কোন বিশেষ কি স্থানীয় আইনে সাধারণের অনিষ্টজনক বলিয়া যে বিষয় নির্দ্দিষ্ট থাকে কোন ব্যক্তি অনিষ্টজনক সেই কার্য্য পুনশ্চ না করে বা করিতে না পাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট হইতে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে এমত নিষেধ করিতে পারিবেন।

সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য বরাবর না হইবার ও না চলিবার বারণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

একাদশ অধ্যায়।

আবশ্যক স্থলে কিয়ৎকালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি।

১৪৫ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট হইতে এই ধারাক্রমে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের মতে যে স্থলে ত্বরায় আপদের প্রতিবিধান করা প্রয়োজন।

আবশ্যক স্থলে একবারে চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট যদি বিবেচনা করেন যে তিনি আজ্ঞা করিলে ঐ মতে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তির বাধা কি ক্লেশ বা অপকার বা তাহা হইবার আশঙ্কা বা মনুষ্যের প্রাণহানির বা স্বাস্থ্যের বা নিরাপদের বিঘ্ন, বা দাঙ্গা বা হাঙ্গামা নিবারণ হইবার সম্ভাবনা কিম্বা নিবারণের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে তাহাহইলে তিনি তদ্বিষয়ের প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত গুলি বর্ণনা করিয়া লিখিত আজ্ঞা দিবেন ও তাহা ৬৫ ধারার বিধানমতে জারী করাইয়া কোন ব্যক্তিকে কোন কর্ম্ম না করিতে অথবা তাহার অধিকারগত কি কর্তৃত্বাধীন কোন দ্রব্যাদি কোন নিয়মমতে রাখিতে আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অত্যাবশ্যক স্থলে ও যে স্থলের ভাবগতিক বিবেচনায় যাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা করা যায় তাঁহাকে নোটিস দিবার অবকাশ না হয় এমত স্থলে কেবল একপক্ষের কথা শুনিয়া আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামতে বিশেষ ব্যক্তির নামে আজ্ঞা লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে কিম্বা সাধারণ লোকে কোনবিশেষ স্থানে নিয়ত গমনাগমন করিলে তাহাদের নামে সাধারণ আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারিবে।

কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেট বা তাঁহার পূর্ব্বে সেই পদধারী এই ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তিনি তাহা রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

লোকের প্রাণের, স্বাস্থ্যের বা স্বচ্ছন্দতার হানি হইবার আশঙ্কা কিম্বা দাঙ্গা কি হাঙ্গামা হওয়াতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরের আজ্ঞা না দিলে, এই ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায় তাহা আজ্ঞার তারিখ অবধি দুই মাসের অধিককাল বলবৎ থাকিবে না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বিষয়ক বিধি।

১৪৬ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট আপন বিচারাধীন স্থানের অন্তর্গত কোন স্পর্শনীয় স্থাবর সম্পত্তি কি তাহার সীমা লইয়া বিবাদ হইতেছে তৎপ্রযুক্ত শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা পোলীসের রিপোর্ট কি অন্য সংবাদ পাইয়া ইহা স্ববোধমতে জানিলে, আপনস্ববোধমত তদ্রূপজ্ঞান থাকার হেতুর কৈফিয়ত লিখিয়া ঐ বিবাদে যাহারা লিপ্ত থাকে সেই সকল ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের আদালতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইয়া ঐ বিবাদীয় ভূম্যাদির প্রকৃত দখল বিষয়ে আপন২ দাওয়ারবৃত্তান্ত লিখিয়া অর্পণ করিতে আজ্ঞা করিবেন।

ভূম্যাদিবিষয়ক কোন বিবাদে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইলেক যে প্রণালীর কথা।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট দখল করিবার স্বত্ব বিষয়ে কোন ব্যক্তির দাওয়ার দোষ গুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া উভয়ের অর্পিত বৃত্তান্ত পড়িয়া দেখিয়া উভয় পক্ষের কথা শুনিবেন, তাঁহারা যে সাক্ষ্য উপস্থিত করেন তাহা গ্রহণ করিবেন ঐ সাক্ষ্যের বলবত্তা বিবেচনা করিবেন আর সাক্ষ্য লওয়ার আবশ্যক

দখলে থাকিবার অনুসন্ধানের কথা।

বোধ হইলে তাহা লইবেন ও তদনন্তর বিবাদীয় বিষয় কোন পক্ষের দখলে আছে কি না ও থাকিলে কাহার দখলে আছে এই কথার নিষ্পত্তি করিবেন।

যে পক্ষের দখলে থাকে যাবৎ আইনমতে বেদখল না হয় তাহার দখলে থাকিবার কথা।

বিবাদীয় সম্পত্তি এক পক্ষের দখলে আছে, ঐ মাজিস্ট্রেট এরূপ নিষ্পত্তি করিলে আইনের নিয়মিত ধারামতে সেই ব্যক্তিকে যত কাল বেদখল না করা যায় ততকাল ঐ বিষয় তাহার দখলে থাকিবে ও ততকাল তাহার দখলের কোন ব্যাঘাত না হয় এমত আজ্ঞা করিবেন।

বিবাদীয় বিষয় ক্রোক করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৭ ধারা। বিবাদীয় বিষয় উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও দখলে নাই ঐ মাজিস্ট্রেট এমত নির্দ্ধার্য্য করিলে কিম্বা কাহার দখলে আছে সেই কথা স্ববোধমতে নিশ্চয় করিতে না পারিলে ঐ ব্যক্তিদের অধিকার কিম্বা ঐ বিষয় কাহার দখলে থাকা উচিত এই কথা যতকাল উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না করা যায় তত কাল তিনি ঐ বিষয় ক্রোক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বিবাদের কথা।

১৪৮ ধারা। কোন স্পর্শনীয় স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে কি উপরে কোন কার্য্য করিবার কি তাহা স্মারণ করিবার স্বত্ব লইয়া স্বীয় বিচারাধীন স্থানে বিবাদ আছে ও তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, কোন মাজিস্ট্রেট স্ববোধ মতে এই কথা জানিলে, ইহার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন ও যে ব্যক্তি সেই কার্য্যে আপত্তি করে অথবা তাহা করিবার দাওয়া করে সে সেই কার্য্য নিবারণ করিতে কি, স্থল বিশেষে, তাহা করিতে স্বত্ববান উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতের এইরূপ নিষ্পত্তি যতকাল না হয় ততকাল ঐ স্বত্ব কাহারও আছে বলিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের বোধ হইলে ঐ মাজিস্ট্রেট উক্ত কার্য্য করিতে অনুমতি দিতে কিম্বা স্থল বিশেষে তাহা না করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যদি তদ্রূপ কার্য্য করিবার অধিকারমতে বার মাসই কার্য্য হইতে পারে তবে সেই অনুসন্ধানের অনুষ্ঠান হইবার তারিখের পূর্ব্বে তিন মাসের মধ্যে, ঐ অধিকারক্রমে সামান্যতঃ কার্য্য না হইয়া থাকিলে অথবা যদি বৎসরের কালবিশেষে অধিকারমতে কার্য্য হইয়া থাকে তবে নালিশ হইবার পূর্ব্বে সেই কালে ঐ অধিকার ক্রমে কার্য্য না হইলে মাজিস্ট্রেট এই ধারামত কোন কার্য্য করিবার অনুমতিসূচক কোন আজ্ঞা করিবেন না।

স্থানীয় তদন্ত লইবার কথা।

১৪৯ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্য্য পক্ষে স্থানীয় তদন্ত লওয়া আবশ্যক হইলে কোন জিলার কি মহকুমার মাজিস্ট্রেট আপনার অধীন কোন মাজিস্ট্রেটকে ঐ তদন্ত লইবার জন্যে পাঠাইতে পারিবেন ও তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার জন্যে যৎকালীন প্রচলিত যে আইনমতে যে উপদেশ সঙ্গত হয় তাঁহাকে সেই উপদেশ লিখিয়া দিতে পারিবেন ও সেই তদন্ত লইবার সমস্ত খরচ কিম্বা তাহার কোন্ অংশ কাহার দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তিকে ঐরূপে পাঠান যায় তাঁহার রিপোর্ট মোকদ্দমায় সাক্ষ্যস্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পোলীসের নিবারণাত্মক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

কর্ত্তব্য অপরাধ পোলীসের নিবারণ করিতে হইবার কথা।

১৫০ ধারা। পোলীসের প্রত্যেক জন কর্ম্মকারক, কর্ত্তব্য অপরাধ নিবারণ করণার্থে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন এবং যথাসাধ্য তাহা নিবারণ করিবেন।

ঐ অপরাধ করিবার কল্পনার সম্বাদ পাইলে তাহার কথা।

১৫১ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কর্ত্তব্য কোন অপরাধ করিবার কল্পনার কথা অবগত হইলে, তিনি পোলীসের যে কর্ম্মকারকের অধীন থাকেন তাঁহাকে ও অন্য যে কর্ম্মকারকের তদ্রূপ অপরাধ নিবারণ কিম্বা তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য তাঁহাকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন।

ঐ অপরাধ নিবারণার্থে ধৃত করিবার কথা।

১৫২ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কর্ত্তব্য কোন অপরাধের কল্পনার কথা অবগত হইলে যদি সেই কল্পনাকারি ব্যক্তিকে ধৃত না করিলে ঐ অপরাধ নিবারণ হইতে পারে না, বলিয়া তাঁহার বোধ হয় তবে ঐ কর্ম্মকারক মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা ও ওয়ারণ্ট বিনা ঐ কল্পনাকারি ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারিবেন।

রাজকীয় সম্পত্তির হানি নিবারণের কথা।

১৫৩ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারকের দৃষ্টিগোচরে রাজকীয় কোন স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তির কোন হানি করিবার উদ্যোগ করা গেলে, ঐ কর্ম্মকারক তাহা নিবারণার্থে, কিম্বা রাজকীয় কোন ভূমির চিহ্ন কি বয়া কি নৌকাদির পথ দর্শাইবার অন্য চিহ্ন স্থানান্তর করা কি তাহার হানি করা নিবারণার্থে, স্বীয় ক্ষমতাক্রমে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেন।

বাটখারা ও মাপিবার যন্ত্রাদি দৃষ্টি করিবার কথা।

১৫৪ ধারা। কোন স্থানে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালি প্রভৃতি আছে পোলীস থানার অধ্যক্ষের ইহা জানিবার কারণ থাকিলে, তিনি বিনা পরওয়ানায় আপন থানার এলাকার অন্তর্গত ঐ স্থানে ব্যবহৃত কি রক্ষিত সেই বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালি প্রভৃতি দৃষ্টি করিবার কিম্বা অন্যায়ণ করিবার জন্যে ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

সেই স্থানে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালি প্রভৃতি পাইলে তিনি তাহা লইয়া যে মাজিস্ট্রেটের বিচারাধিপত্য থাকে তাঁহাকে অগৌণে আপনার ঐ দ্রব্য ধরিবার সম্বাদ দিবেন।

পঞ্চম খণ্ড।

পোলীসে সংবাদ দিবার ও তাঁহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার বিধি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা।

১৫৫ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকট ধর্ত্তব্য অপরাধ হইবার যে সংবাদ বাচনিক দেওয়া যায় তাহা তৎকর্ত্তৃক বা তাঁহার আদেশমতে লিখিয়া লওয়া যাইবে ও ঐ সংবাদ লিখিয়াই দেওয়া হউক বা পূর্ব্বোক্তমতে লিখিয়াই লওয়া হউক যে ব্যক্তি সংবাদ দেন তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। পোলীসের ঐ কর্ম্মকারকের নিকট এক খান বহী থাকিবে, তন্মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পাঠে ঐ সংবাদের মর্ম্ম লেখা যাইবে।

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা।

১৫৬ ধারা। যে অপরাধ পোলীসের ধর্ত্তব্য নয় পোলীস থানার অধ্যক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে এমত অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট সংবাদ দেওয়া গেলে তিনি পূর্ব্বোক্তমতে যে বহী রাখা যায় তাহাতে নালিশের মর্ম্ম লিখিবেন ও বাদিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইতে বলিবেন।

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা।

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার পোলীসের কর্ম্মকারক উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়া ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবেন না।

পোলীস থানার অধ্যক্ষ ধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় অনুসন্ধান লইবার যে২ ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতা ভিন্ন পোলীসের কর্ম্মকারকের অনুসন্ধান লইবার সেই২ ক্ষমতা থাকিবে।

ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা।

১৫৭ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়াও পোলীসের ধর্ত্তব্য এমন কোন মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন যৎসম্পর্কে উক্ত থানার এলাকার উপর বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত কোন আদালত ১৫ অধ্যায়ের তদন্তের কি বিচারের স্থানবিষয়ক বিধানমতে তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে পারিবেন।

তাঁহার উক্ত প্রকারের কার্য্যানুষ্ঠানের কোন সময়ে উক্ত কর্ম্মকারক এই ধারামতে ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে পারেন না বলিয়া সেই কার্য্যের বিষয়ে আপত্তি করা যাইতে পারিবে না।

ধর্ত্তব্য অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৫৮ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ ১৫৭ ধারামতে যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে পারেন কোন সম্বাদ পাইয়া কি প্রকারান্তরে তাঁহার এমত অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে, তিনি পোলীস রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ অপরাধের সম্বাদ অবিলম্বে পাঠাইয়া সেই বিষয়ের বৃত্তান্তের ও পূর্ব্বাপর ঘটনার অনুসন্ধান লইবার নিমিত্তে এবং অপরাধির সন্ধান লইবার ও তাহাকে ধরিবার জন্য যাহা আবশ্যক হয় তাহা করিবার নিমিত্ত আপনি সরেজমীনে যাইবেন কিম্বা আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে পাঠাইবেন।

স্থানীয় অনুসন্ধান না লইবার [illegible] কথা।

পরন্তু কোন ব্যক্তির নামে অপরাধ করিবার নালিশ হইলে যদি গুরুতর ভাবের অপরাধ না হইয়া থাকে তবে অনুসন্ধান লইবার জন্যে পোলীস থানার অধ্যক্ষের স্বয়ং সেই স্থানে যাইবার কিম্বা অধীন কর্ম্মকারককে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

পোলীস [illegible] অধ্যক্ষ অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু না দেখিলে তাহার কথা।

অনুসন্ধান [illegible] বিশিষ্ট হেতু নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ এমত বোধ করিলে তিনি অনুসন্ধান লইতে প্রবৃত্ত হইবেন না।

এইরূপ প্রত্যেক স্থলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই ধারার প্রথম প্রকরণের আদেশগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন না করিবার হেতু আপনার ঐ রিপোর্টে লিখিবেন।

১৫৮ ধারামত রিপোর্ট কি রূপে পাঠাইতে হইবে। তাহার কথা।

১৫৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা করিয়া উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত পোলীসের উচ্চপদস্থ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে ১৫৮ ধারামতে যে প্রত্যেক রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায় তাঁহারই দ্বারা পাঠাইতে হইবে।

উক্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারক পোলীস থানার অধ্যক্ষকে যে আদেশ করা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহা করিয়া ঐ রিপোর্টের উপর সেই আদেশ লিখিয়া অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন।

তদন্ত বা প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধানের ক্ষমতার কথা।

১৬০ ধারা। উক্ত মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ সম্বাদ পাইলে আপনার উচিত বোধ হইলে, অগোণে তাহার তদন্ত বা প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধান লইবার জন্য কিম্বা ঐ বিষয় লইয়া অন্য যে কর্ম্ম করা উচিত এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে তাহা করিবার জন্য আপনি যাইতে পারিবেন কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইতে পারিবেন।

সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইতে পোলীসের কর্ম্মকারকদের ক্ষমতার কথা।

১৬১ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক এ অধ্যায়মত অনুসন্ধান লন তিনি যে ব্যাপারের অনুসন্ধান লইতেছেন আপন এলাকার কিম্বা তাহার লাগাও অন্য এলাকার সীমার মধ্যবর্ত্তী কোন ব্যক্তি সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা অবগত আছে প্রাপ্ত সম্বাদক্রমে কি প্রকারান্তরে এমত বোধ করিলে, তিনি অনুজ্ঞাপত্র লিখিয়া সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তির সেই আজ্ঞামতে উপস্থিত হইতে হইবে।

পোলীসের দ্বারা সাক্ষিদের সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

১৬২ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক যে মোকদ্দমার এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইতেছেন কোন ব্যক্তি সেই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বাপর ঘটনা জ্ঞাত আছে এমত অনুমান হইলে তিনি সেই ব্যক্তির বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন ও সেইরূপে যাহার সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহার উক্তি লিখিয়া লইতে পারিবেন।

যে প্রশ্নের উত্তর দিলে সেই ব্যক্তির নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে কি তাহার অর্থদণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন উক্ত কার্য্যকারক সেই ব্যাপার বিষয়ে যত প্রশ্ন করেন তাহার সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে।

পোলীসের নিকটে যে উক্তি করা যায় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে না ও তাহা সাক্ষ্যস্বরূপগ্রাহ্য হইবে না।

১৬৩ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান কালে কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালীন উক্তি ছাড়া যে উক্তি করে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ তাহার ব্যবহার হইবে না কিম্বা যদি তাহা লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে সেই উক্তিকারকের স্বাক্ষর করিতে হইবে না।

দোষ স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা।

১৬৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ২৪ ধারার উল্লিখিত কোন প্রবৃত্তি দিবেন না কি ভয় দেখাইবেন না কি অঙ্গীকার করিবেন না।

কিন্তু এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান কালে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহিলে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি তাহাকে সতর্ক করিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে সেই কথা প্রকাশ করিতে বারণ করিবেন না।

উক্তি ও স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

১৬৫ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান কালে কিম্বা তদন্ত বা বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে কোন মাজিষ্ট্রেট পোলীসের কর্ম্মকারক না হইলে কোন ব্যক্তির উক্তি বা অপরাধের স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যেং প্রকারের বিধান পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ উক্ত মোকদ্দমার অবস্থা ধরিয়া তন্মধ্যে যাহা তাঁহার মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হয় সেই প্রকারে লিপিবদ্ধ করা যাইবে। তদ্রূপ স্বীকার বাক্য ৩৬৪ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইবে ও যে মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইবেন কি বিচার করিবেন তাঁহার নিকট পাঠান যাইবে।

স্বেচ্ছাক্রমে স্বীকার করা গেল মাজিষ্ট্রেট তদন্ত লইয়া এমত জানিবার কারণ না পাইলে তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন না ও তিনি ঐ স্বীকার বাক্যের নিম্নভাগে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন।

এই স্বীকার বাক্য স্বেচ্ছাক্রমে করা গিয়াছে আমার এই বিশ্বাস। ইহা আমার সাক্ষাতে ও শ্রুতি গোচরে হইত হইয়াছে ও যে ব্যক্তি স্বীকার করে, তাহাকে ইহা পড়াইয়া শুনান যায় এবং সে ইহা ঠিক বলিয়া গ্রাহ্য করে এবং সেই ব্যক্তি যে উক্তি করে ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ও প্রকৃত বিবরণ আছে।

(স্বাক্ষর) শ্রীঅমুক,
মাজিষ্ট্রেট।"

পোলীস থানার অধ্যক্ষের দ্বারা তল্লাশের কথা।

১৬৬ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান লইতেছেন তিনি যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে ক্ষমতাপন্ন হন তাহার অনুসন্ধানার্থে কোন দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করিলে, এবং ৯২ ধারামতে যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া গিয়াছে বা দেওয়া যাইতে পারে সেই ব্যক্তি সমনের আদেশমতে ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবে না এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে কিম্বা ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য কোন ব্যক্তির অধিকারে আছে বলিয়া জানা না থাকিলে, তিনি যে থানার অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হন কি যে থানায় নিযুক্ত থাকেন ঐ থানার এলাকার অন্তর্গত কোন স্থানে সেই দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে কি করাইতে পারিবেন।

উক্ত যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান লন তিনি পারিলে আপনি ঐ দ্রব্য অন্বেষণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

আপনি তাহা করিতে না পারিলে ও তৎকালে সেই অন্বেষণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে তিনি আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারকের প্রতি দ্রব্য অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, ও সেই কর্ম্মকারককে আজ্ঞাপত্র দিয়া যে স্থানে যে দলীল বা অন্য দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে হইবে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিবেন ঐ অধীন কর্ম্মকারক তাহা হইলে ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে পারিবেন।

এই আইনে তল্লাশী পরওয়ানাসম্বন্ধে যেং বিধান আছে তাহা এই ধারামত অন্বেষণের কার্য্যের প্রতি, যত দূর সম্ভব খাটিবে।

যে স্থলে পোলীস থানার এক অধ্যক্ষ অন্য অধ্যক্ষকে তল্লাশী পরওয়ানা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন তাহার কথা।

১৬৭ ধারা। কোন পোলীস থানার অধ্যক্ষ যে স্থলে আপন থানার এলাকার মধ্যে অন্বেষণ করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই স্থলে আপন কি অন্য জিলার অন্য পোলীস থানার অধ্যক্ষকে কোন স্থানে কোন দ্রব্যের অন্বেষণ করাইবার আদেশ করিতে পারিবেন

উক্ত কর্ম্মকারক তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ১৬৬ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন ও দ্রব্য পাইলে যে কার্য্যকারকের আদেশমতে তল্লাশ করিলেন তাঁহার নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু যে স্থানে ঐ দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ভিন্ন জিলার অন্তর্গত হইলে ও উক্ত কর্ম্মকারকে থানা অপেক্ষা সেই স্থানের বিচারাধিপতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ দ্রব্য উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যাইতে হইবে। তিনি বিপরীত ভাবে বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে, ঐ দ্রব্য উক্ত কর্ম্ম কারকের নিকট পাঠাইবার আজ্ঞা করিবেন।

জমিন বাতীত অত্যে অনুসন্ধান সমাপ্ত না হইলে আসামিদিগকে কাঁয়দ্যপনার্থীত কথা।

১৬৮ ধারা। ৬১ ধারার নির্দিষ্ট চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত হইতে পারিবে না বুঝা যাইলে এবং অভিযোগ সমূলক জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পশ্চাল্লিখিত বিধানমত মোকদ্দমা সংক্রান্ত রোজনামার লিখিত কথার নকল পাঠাইবেন এবং তৎকালেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু যদি তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐরূপে পাঠান উচিত নয় বিবেচনা করেন তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইতে বিরত থাকিবেন।

মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত মকদ্দমা পাইলে তাঁহার উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক তিনি যেরূপ হেফাজতে উচিত বোধ করেন সেইরূপে হেফাজতে মোটে পনর দিনের অধিক কাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। যদি তাঁহার বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকে, এবং তিনি আর আটক করিয়া রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে তিনি বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে পোলীসের হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিলে যেই কারণে সেই অনুমতি দেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেট সেই আজ্ঞা করিলে তিনি যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন তাঁহার নিকট সেই আজ্ঞা করিবার হেতু পত্রসহিত সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন।

অধীনস্থ পোলীস কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক অনুসন্ধানের রিপোর্টের কথা।

১৬৯ ধারা। পোলীসের অধঃস্থ কোন কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইলে পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকট ঐ অনুসন্ধানের ফলবিবরক রিপোর্ট দিবেন।

প্রমাণের ন্যূনতা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

১৭০ ধারা। যে প্রমাণ কি যদ্রূপ সংশয় থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যাইতে পারে এমত উপযুক্ত প্রমাণ নাই কি সংশয় করিবার যুক্তিমত হেতু নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া এরূপ বোধ করিলে যদি উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকে তাহার নিকট জামিনসহ কি জামিন বিনা যদ্রূপ আদেশ করেন তদ্রূপ এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন যে যদি ও যখন আদেশ হয়, পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইব।

উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১৭১ ধারা। এই অধ্যায় মত অনুসন্ধান লইয়া পোলীস থানার অধ্যক্ষের যদি এরূপ বোধ হয় যে পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত প্রমাণ কি যুক্তিমত হেতু আছে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ ঐ ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় দিয়া পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন, ও যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার নিমিত্ত জামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন দিতে সক্ষম হইলে নিরূপিত দিনে সেই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার ও যতকাল প্রকারান্তরের আজ্ঞা না হয় ততকাল দিন দিন উপস্থিত থাকিবার জামিন তাহার নিকট হইতে লইবেন।

যখন পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান কিম্বা তাহার স্থানে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জামিন লন, তিনি যে অস্ত্র কি অন্য দ্রব্য উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে [illegible] কথা আবশ্যক বোধ করেন তাহাও [illegible] পাঠাইবেন, এবং বাদী থাকিলে সে ও [illegible] সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের মধ্যে যত ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া আবশ্যক জান [illegible] তাহারা ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত [illegible] যুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ে নালিশ চালাইবে কি স্থল বিশেষে সাক্ষ্য দিবে তাহাদের স্থানে এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লইবেন।

নিবন্ধপত্রে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আদালতের উল্লেখ থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট অন্য যে আদালতের বাদী মকদ্দমা লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা প্রেরণ করেন উল্লিখিত আদালতের মধ্যে সেই আদালতও গণ্য হইবে, কিন্তু ঐ বাদিকে কি সাক্ষিকে তদ্রূপ প্রেরণের নোটিস দিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হাজির জামিন লওয়া গেলে তাহার যে দিনে উপস্থিত হইতে হইবে সেই দিন, কিম্বা প্রহরির জিম্মায় তাহাকে চালান করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে তাহার যে দিনে পঁহুছিবার সম্ভাবনা সেই দিন এই ধারামতে নিরূপিত দিন হইবে।

ঐ নিবন্ধপত্র যে কর্ম্মকারকের সম্মুখে লেখা যায় তিনি তৎসম্পাদনকারি এক জনকে তাহার নকল দিবেন ও পরে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপন রিপোর্টের সঙ্গে মূলপত্র পাঠাইবেন।

বাদির কি সাক্ষিদের পোলীসের কর্ম্মকারকের সঙ্গে না যাইতে হইবার কথা।

১৭২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে বাদির কি সাক্ষির যাইবার সময়ে পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের সঙ্গে যাইতে আদেশ হইবে না।

বাদিদিগকে ও সাক্ষিদিগকে আটক করিয়া না রাখিবার কথা।

কিম্বা কোন বাদিকে কি সাক্ষিকে অনাবশ্যক আটক করিয়া রাখা কি ক্লেশ দেওয়া যাইবে না ও নিজ প্রতিশ্রুতিমত নিবন্ধ ভিন্ন তাহাদের উপস্থিত হইবার জন্য জামিন দিতে আদেশ হইবে না।

বাদী বা সাক্ষী স্বীকার না করিলে প্রহরির জিম্মায় প্রেরিত হইবার কথা।

কিন্তু কোন বাদী কি সাক্ষী উপস্থিত হইতে কিম্বা ৭ ধারার নির্দিষ্ট নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ তাহাকে পেয়াদার জিম্বায় দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন। তাহা হইলে সে যত কাল ঐ মুচলকা লিখিয়া না দেয়, কিম্বা সেই মোকদ্দমার প্রবাকার্য্য যত কাল সমাপ্ত না হয়

মাজিষ্ট্রেট তৎকাল ঐ বাদীকে কি সাক্ষীকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

অনুসন্ধান কার্য্যের রোজনামচার কথা।

১৭৩ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লন, তিনি তৎসম্পর্কে দিন ২ যে কার্য্য করেন তাহার বৃত্তান্ত রোজনামচায় লিখিবেন অর্থাৎ অপরাধের সম্বাদ যে সময়ে তাহার নিকটে পঁহুছে ও তিনি অনুসন্ধানের কার্য্য যে সময়ে আরম্ভ ও যে সময় সমাপ্ত করেন ও যে স্থানে কি যে ২ স্থানে যান, ও অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হন তাহার বিবরণ লিখিবেন।

ফৌজদারী কোন আদালতে মোকদ্দমায় তদন্ত লওন কি বিচার করণ সময়ে ঐ আদালত পোলীসের সেই মোকদ্দমা বিষয়ক রোজনামচা আনাইয়া আপনার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার সাহায্যার্থে ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিতে পারিবেন। প্রতিবাদির কিম্বা তাহার পক্ষ মোক্তারের তাহা আনাইবার অধিকার নাই এবং আদালত ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিয়াছেন এই মাত্র কারণে তাহার কি তাহাদের সেই রোজনামচা দেখিবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু পোলীসের যে কর্ম্মকারক তাহা লিখিলেন তিনি যদি স্মরণ শক্তির উপকারার্থে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন কিম্বা আদালত যদি পোলীসের ঐ কর্ম্মকারকের কথা খণ্ডাইবার জন্য তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১৪৫ ও ১৬১ ধারার বিধান তৎপ্রতি বর্ত্তিবে।

পোলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্টের কথা

১৭৪ ধারা। অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে। সমাপ্ত হইলে পোলীসের যে কার্য্যকারক ঐ অনুসন্ধান লন তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট পাঠে রিপোর্ট লিখিয়া পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। উভয় পক্ষের নাম, ও যে সংবাদ পান তাহার ভাব ও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের নাম ঐ রিপোর্টে লেখা থাকিবে ও তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠান গিয়াছে কিম্বা জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে, এই কথাও লিখিতে হইবে।

১৫৯ ধারামতে উচ্চপদস্থ পোলীসের কোন কর্ম্মকারক নিযুক্ত হইলে, ঐ রিপোর্ট তাঁহার হস্ত দিয়া পাঠাইতে হইবে এবং তিনি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার অপেক্ষায় আরো অনুসন্ধানের নিমিত্ত পোলীস থানার অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে রিপোর্ট পাঠান যায় তাহা হইতে যদি দৃষ্ট হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনি নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া মুক্ত হইয়াছেন, তবে মাজিষ্ট্রেট ঐ নিবন্ধপত্র ছাড়িয়া দিবার বা প্রকারান্তরের যে আজ্ঞা করা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

অপঘাত ও অকস্মাৎ মৃত্যুর অনুসন্ধান করিয়া পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।

১৭৫ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ,

(ক) কোন ব্যক্তিকে অন্য কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে, কি

(খ) কোন ব্যক্তির সন্দেহজনক অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে, কি

(গ) কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে, এই সম্বাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন অতি নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধিক্রমে অথবা জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের সামান্য বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে প্রকারান্তরের আদেশপ্রাপ্ত না হইলে ঐ মৃত ব্যক্তির দেহ যে স্থানে থাকে সেই স্থানে গিয়া প্রতিবাসি দুই কি ততোধিক সম্ভ্রান্ত লোকের গোচরে অনুসন্ধান লইয়া ঐ মৃত্যুর দৃষ্ট কারণের রিপোর্ট করিবেন, ও শরীরে যে ক্ষত কি অস্থিভঙ্গ কি আঘাত কি অন্য হানির চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহার বর্ণনা ও যে প্রকারে কিম্বা যে অস্ত্র কি যন্ত্র দ্বারা সেই চিহ্ন হইয়া থাকিবে তাহাও লিখিবেন।

পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক ও অন্য ব্যক্তিরা কিম্বা তাঁহাদের যত জন ঐ রিপোর্টের কথায় সম্মত হন তাঁহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও সেই রিপোর্ট অগৌণে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যাইবে।

মৃত্যুর কারণ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে কিম্বা অন্য কোন কারণে পোলীসের কর্ম্মকারক বিজ্ঞতানুযায়ী বিবেচনা করিলে কাল ও স্থানের দূরত্ব বিবেচনায় ঐ শব পথে পচিয়া যাইয়া পরীক্ষা নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা বিনা নিকটস্থ সিবিল চিকিৎসক সাহেবের নিকটে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে চিকিৎসককে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করেন তাহার নিকটে পাঠান যাইতে পারিলে, পোলীসের কর্ম্মকারক এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে ঐ দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রেরণ করিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে গ্রামের মণ্ডলও এই ধারামতে অনুসন্ধান লইয়া অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে রিপোর্ট করিতে পারিবেন।

এইং মাজিষ্ট্রেটেরা অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন, যথা, কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট, ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট।

ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৭৬ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ উক্ত অনুসন্ধান কার্য্যের জন্যে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া পূর্ব্বোক্তমতে দুই কি ততোধিক ব্যক্তিকে এবং যাহারা ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত জানে বলিয়া বোধ হয় এমত অন্য ব্যক্তিকে সমন করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপে সমন করা গেলে তাহার উপস্থিত হইতে হইবে, এবং যে প্রশ্নের উত্তর দিলে তাহার নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন তাহার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে।

কর্ত্তব্য যে অপরাধের প্রতি ১৭৬ ধারা খাটে, মৃত্যুর দৃষ্টে যদি উক্তরূপ অপরাধ প্রকাশ না হয়, তবে পোলীসের কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তিদিগকে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিবেন না।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবার কথা।

১৭৭ ধারা। পোলীসের হেফাজতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পোলীসের কর্ম্মকারকের অনুসন্ধান লওয়ার পরিবর্ত্তে কিম্বা তাহার পরেও অতি নিকট মাজিষ্ট্রেট অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন হইলে উক্ত মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবেন; এবং ১৭৫ ধারার (ক) (খ) ও (গ) প্রকরণের লিখিত অন্য কোনস্থলে উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ঐরূপ তদন্ত লইতে পারিবেন, এবং লইলে, কোন অপরাধের তদন্ত লইতে হইলে তাঁহার যেং ক্ষমতা থাকিত সেইং ক্ষমতানুসারে কার্য্য চালাইবেন। মাজিষ্ট্রেট ঐরূপ তদন্ত লইলে তৎসম্পর্কে যে সাক্ষ্য লন তাহা আপনার ব্যক্তিগত বিবেচনায় পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট অন্যতর প্রকারে সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

প্রোথিত দেহ উঠাইতে পারিবার কথা।

কোন ব্যক্তির মৃতদেহ প্রোথিত করা গেলে পর উক্ত মাজিষ্ট্রেট মৃত্যুর কারণ জানিবার জন্য সেই দেহ পরীক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ দেহ উঠাইয়া পরীক্ষা করাইতে পারিবেন।

ষষ্ঠখণ্ড।

মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক বিধি।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারকার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধিপত্যের বিধি।

ক।—তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

সাধারণতঃ তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থানের কথা।

১৭৮ ধারা। অপরাধ যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে করা যায়, সাধারণতঃ সেই আদালতদ্বারা তাহার তদন্ত লওয়া যাইবে ও তাহার বিচার হইবে।

ভিন্ন দেশখণ্ডে মোকদ্দমার বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১৭৯ ধারা। ১৭৮ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও কোন মোকদ্দমা কিম্বা বিশেষ প্রকারের কোন মোকদ্দমা যে কোন জিলায় বিচারার্থে সমর্পণ করা যাউক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সে দেশের কোন খণ্ডে তাহার বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে উক্ত আজ্ঞা শ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ সংসরের ১০৪ অধ্যায়ের আইনের ১৫ ধারামতে কিম্বা এই আইনের ৫২৬ ধারামতে পূর্ব্ব প্রদত্ত কোন আজ্ঞার বিরুদ্ধ না হয়।

যে জিলায় ক্রিয়া করা যায় কি যে জিলায় ক্রিয়ার ফল প্রকাশ হয় ইহার একতর জিলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইতে পারিবার কথা।

১৮০ ধারা। কোন কার্য্য করণ প্রযুক্ত ও তাহার কোন ফল হইল তৎপ্রযুক্ত কোন অপরাধ হইয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে যে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত কার্য্য করা যায় কি তাহার ফল প্রকাশ হয় ইহার অন্যতর আদালতদ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে ও বিচার হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) বর্দ্ধমান জিলায় আমদের আঘাত হইলে নদীয়া জিলায় তাহার মৃত্যু হয়। আমদের অপরাধঘটিত নরহত্যারূপ অপরাধের তদন্ত ও বিচার বর্দ্ধমান জিলায় কিম্বা নদীয়া জিলায় হইতে পারিবে।

(খ) আমদ বর্দ্ধমান জিলায় আবদ্ধ হইয়া রাশিদ নদীয়া জিলায় ও আর রশিদ যশোহর জিলায় থাকেন ও আপনার সাংসারিক কর্ম্ম চালাইতে পারেন না। আমদকে গুরুতর পীড়া দেওয়া অপরাধের তদন্ত ও বিচার হয় বর্দ্ধমান, না হয় নদীয়া কি যশোহর জিলায় হইতে পারিবে।

(গ) কোনব্যক্তি বর্দ্ধমান জিলায় আমদের হিংসা করিবার ভয় দর্শাইলে নদীয়া জিলায় সেই ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পত্তি দিবার প্রবৃত্তি হইল। আমদকে ভয় দর্শাইয়া তাঁহার দ্রব্য গ্রহণাপরাধের তদন্ত ও বিচার, হয় বর্দ্ধমান না হয় নদীয়া জিলায় হইতে পারিবে।

অপরাধের সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে বিচার করিবার স্থানের কথা।

১৮১ ধারা। অপরাধ সূচক, অন্য ক্রিয়ার সহিত অথবা কর্ত্তা অপরাধ করিতে সক্ষম হইলে যাহা অপরাধ হইত এরূপ অন্য ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদুভয়ের একতর ক্রিয়া করা যায়, সেই আদালতদ্বারা শেষোক্ত অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) সহায়তাকরণের অভিযোগ হইলে যে জিলায় সহায়তা করা গেল সেই জিলায় কিম্বা যে অপরাধের সহায়তা করা যায় তাহা যে জিলায় করা গেল সেই জিলায় ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(খ) চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কি রাখিবার অভিযোগ হইলে যে জিলায় দ্রব্য চুরি করা গেল কিম্বা উক্ত দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্য কোন সময়ে যে জিলায় দুষ্টভাবে গ্রহণ করা কি রাখা গেল সেই জিলায় ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(গ) মনুষ্য চুরি হইয়াছে জানা থাকিলে সেই মনুষ্যকে অন্যায়রূপে লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগ হইলে যে জিলায় তাহাকে অন্যায়মতে লুকাইয়া রাখা গেল কিম্বা যে জিলায় চুরি করা গেল ইহার মধ্যে কোন জিলায় সেই অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

ঠগ হইবার কি ডাকাইত দলের লোক হইবার কি হেফাজত হইতে পলাইবার ইত্যাদির কথা।

১৮২ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে ঠগ হইবার কি ঠগ হইয়া হত্যা করিবার কি ডাকাইতী করিবার কিম্বা হত্যা সহিত ডাকাইতী করিবার কিম্বা ডাকাইতদলের লোক হইবার কিম্বা হেফাজত হইতে পলাইবার অভিযোগ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকে সেই আদালত দ্বারা

তাহার সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

অপরাধভাবে অবিহিত ব্যবহারের ও অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের কথা।

অপরাধভাবে দ্রব্য লইয়া অবিহিত ব্যবহার করণের কিম্বা অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের অভিযোগ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে অপরাধ বিষয়ক দ্রব্যের কোন অংশ অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, কি অপরাধ করা যায় সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

চুরী করণের কথা।

যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন দ্রব্য চুরী করা যায় কিম্বা চোরের অধিকারে থাকে কিম্বা তাহা চোরা জানিয়াও কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়াও কোন ব্যক্তি লয় কি রাখে সেই আদালত দ্বারা উক্ত দ্রব্য চুরীকরণের অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

তদন্ত ও বিচার করিবার স্থানের কথা। অপরাধ যে স্থানে করা গেল তাহা নিশ্চয় না হইলে

কিম্বা কেবল একস্থানে না করা গেলে

কিম্বা অপরাধ নিয়ত কর গেলে

কিম্বা অনেক কার্য্য লইয়া অপরাধ হইলে

৮৩ ধারা। অনেক স্থানের মধ্যে কোন্ স্থানে অপরাধ করা গেল ইহা নিশ্চয় না হইলে,

কিম্বা অপরাধের এক অংশ এক স্থানে অন্য অংশ অন্য স্থানে করা গেলে,

কিম্বা অপরাধ ক্রমিক হইলে ও দুই কি তদধিক স্থানে করা গিয়া থাকিলে,

কিম্বা ভিন্ন২ স্থানে কৃত নানা ক্রিয়া লইয়া অপরাধ হইলে,

যে আদালতের উক্তরূপ কোন স্থানের উপর বিচারাধিপত্য আছে সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

যাত্রাক্রমে পথে অপরাধ করিলে তাহার কথা।

১৮৪ ধারা। স্থলপথে কি জলপথে যাত্রাক্রমে কোন অপরাধ করা গেলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্য দিয়া অপরাধী যায় কিম্বা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কি যে দ্রব্যের সম্বন্ধে ঐ অপরাধ করা যায় সেই ব্যক্তি কি সেই দ্রব্য উক্ত যাত্রাক্রমে যায় সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ও ডাকঘর ও অস্ত্র বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধের কথা।

১৮৫ ধারা। রেলওয়ে কি টেলিগ্রাফ কি ডাকঘর কি অস্ত্র ও বারুদাদিবিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তাহার বিধানের বিরুদ্ধ যে সকল অপরাধ করা যায় তাহা রাজধানীর মধ্যে করা গিয়াছে বলিয়া উক্ত হউক কি না হউক, প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট, তাহার অনুসন্ধান লইতে ও বিচার করিতে পারিবেন কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে অপরাধীকে ও মোকদ্দমার আবশ্যক সমস্ত সাক্ষিদিগকে উক্ত নগর মধ্যে পাওয়া যায়।

কোন জিলায় তদন্ত লওয়া যাইবে এবিষয়ে সন্দেহ হইলে হাই কোর্টের দ্বারা ইহা নির্ণয় হইবার কথা।

১৮৬ ধারা। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পূর্ব্ববর্ত্তি বিধানক্রমে কোন্ আদালত দ্বারা অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে কি বিচার হইবে এবিষয়ে সন্দেহ হইলে যে হাই কোর্টের ফৌজদারী আপীলী বিচারাধিপত্যের সীমান্তর্গত স্থানে অপরাধী প্রকৃত পক্ষে থাকে সেই হাই কোর্ট নির্ণয় করিবেন যে কোন্ আদালত দ্বারা উক্ত অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে কি বিচার হইবে।

বিচারাধীন স্থানের বাহিরে অপরাধ করা গেলে সমন কি ওয়ারেণ্ট দিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৭ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যস্থ কোন ব্যক্তি ঐ স্থানের বাহিরে কোন অপরাধ করিয়াছে ও ১৭৮ ধারা অবধি ১৮৫ ধারা পর্য্যন্ত কোন ধারার বিধানক্রমে কি অন্য যে আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে ঐ স্থানের মধ্যে সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া কি বিচার করা যাইতে পারে না, কিন্তু প্রচলিত কোন আইনবলে ব্রিটিষ ভারতবর্ষ মধ্যে তাহার বিচার হইতে পারে তবে স্বীয় বিচারাধীন স্থান মধ্যে ঐ অপরাধ করা গেলে তিনি যেমন অনুসন্ধান লইতে পারিতেন তদ্রূপ অনুসন্ধান লইতে ও ইতিপূর্ব্বে যেরূপ বিধান করা গিয়াছে তৎক্রমে তাহাকে বলপূর্ব্বক আপন সম্মুখে উপস্থিত করাইতে পারিবেন, এবং উক্ত অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা যে মাজিষ্ট্রেটের থাকে তাহার নিকটে তাহাকে পাঠাইতে পারিবেন অথবা উক্ত অপরাধ জামিন লইবার যোগ্য হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তাহার জামিন লইতে পারিবেন।

ধরিলেপর মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য প্রণালীর কথা।

উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন একাধিক মাজিষ্ট্রেট থাকিলে এবং কাহার নিকটে কি সম্মুখে উক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইতে কি উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আবদ্ধ করিতে হইবে এইধারাক্রমে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেট এবিষয়ে কিছু স্থির করিতে না পারিলে হাই কোর্টের আজ্ঞা জন্য মোকদ্দমার রিপোর্ট করিবেন।

অধীন মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা।

৮৮ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ১৮৭ ধারামতে যে ওয়ারেণ্ট দেন তৎক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করা গেলে ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ ধৃত ব্যক্তিকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেটের ঐ অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারেণ্ট দিলে পোলীসের যে কর্ম্মকারক ঐ ওয়ারেণ্ট জারী করেন, তাঁহার নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা যাইবে, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট দিলেন তাঁহার নিকটে তাহাকে পাঠান যাইবে।

যে অপরাধের অপরাধী বলিয়া ধৃত ব্যক্তির নামে নালিশ হয় কি তাহার প্রতি সংশয় থাকে যদি ১৮৭ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের আদালত ছাড়া সেই জিলার অন্য কোন ফৌজদারী আদালতের দ্বারা তাহার তদন্ত ও বিচার হইতে পারে তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত আদালত যে জিলায় কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের অধীন তাঁহার নিকটে ঐ ব্যক্তিকে পাঠাইবেন।

১৮৯ ধারা। যদি কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ ভারতবর্ষীয় কোন রাজার কি রাজ্যের অধিকারে অপরাধ করে কিম্বা

ব্রিটিষ প্রজারা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে অপরাধ করিলে তাহাদের বিচারের কথা।

যদি শ্রীশ্রীমতীর ভারতবর্ষীয় কোন দেশীয় প্রজা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে অপরাধ করে, তবে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায় সেই স্থানেই অপরাধ করার ন্যায় ব্রিটিষ ভারতবর্ষে তাহার সেই অপরাধহেতুক বিচারাদি হইতে পারিবে।

পরন্তু যে দেশে সেই অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ হয় সেই দেশের পলিটিকাল এজেন্ট সাহেব থাকিলে তিনি ব্রিটিষ ভারতবর্ষে সেই অভিযোগের অনুসন্ধান করা উচিত বলিয়া আপন অভিমতের সর্টিফিকেট না দিলে ব্রিটিষ ভারতবর্ষে উক্ত কোন অপরাধ বিষয়ক অভিযোগের অনুসন্ধান লওয়া যাইবে না।

অভিযোগের অনুসন্ধান লওয়া উচিত এই বিষয়ে পলিটিকাল এজেন্টের সার্টিফিকেট দিবার কথা।

আরো এই ধারামতে কোন ব্যক্তির বিপক্ষে কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইলে পর, ব্রিটিষ ভারতবর্ষে সেই অপরাধ করা গেলে যদি সেই অপরাধের নিমিত্ত পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির বিপক্ষে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে না পারে তবে এই ধারা মতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে সেই অপরাধের উপলক্ষে তাহার বিপক্ষে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারিবে না।

১৯০ ধারা। ৮৯ ধারার যে প্রকারের অপরাধের উল্লেখ হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান লওয়া যাইতেছে কি বিচার হইতেছে এমত সময়ে যে স্থানে অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া কথিত হয় তথায় পলিটিকাল এজেন্ট সাহেবের কিম্বা বিচারপতির সম্মুখে যে জবানবন্দী লওয়া গেল কি যে দলীল উপস্থিত করা গেল অনুসন্ধানগ্রাহী কি বিচারকারি আদালত যে কোন মোকদ্দমায় সেই জবানবন্দীর কি দলীলের লিখিত বিষয়ের সাক্ষ্য লইবার জন্যে কমিশ্যন দিতে পারিতেন সেই মোকদ্দমায় সেই আদালত ঐ জবানবন্দী ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিবেন স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিহিত বোধ করিলে এমন আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সাক্ষ্যের ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৯১ ধারা। ১৮৯ ও ১৯০ ধারায় "পলিটিকাল এজেন্ট" শব্দের নিম্নলিখিত ব্যক্তি দিগকে বুঝাইবে ও তাঁহারা ঐ শব্দেগণ্য হইবেন,—

'পলিটিকাল এজেন্ট' শব্দের অর্থ।

(১) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত কোন দেশের প্রধান যে কর্তৃপক্ষ ব্রিটিষ ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের স্থলাভিষিক্তস্বরূপ হন তিনি।

(২) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব ভিন্ন দেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক এবং অপরাধি দিগকে স্বং দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের একা শাভিন্ন কোন দেশের পলিটিকাল এজেন্টের সকল কি কোন ক্ষমতা ক্রমে কর্ম্ম করণার্থে ব্রিটিষ ভারতবর্ষস্থ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি।

খ।—কার্য্যারম্ভের আবশ্যক নিয়মবিষয়ক বিধি।

১৯২ ধারা। পশ্চাল্লিখিত নিয়মের স্থলভিন্ন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও জিলার মাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যকোন মাজিষ্ট্রেট,

মাজিষ্ট্রেটেরা যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

(ক) কোন অপরাধাত্মক ঘটনার অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে কিম্বা

(খ) উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে পোলীসের রিপোর্ট পাইলে কিম্বা

(গ) পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইলে, অথবা উক্ত অপরাধ যে করা গিয়াছে এতদ্বিষয়ে তাঁহার স্বীয় জ্ঞান কি সন্দেহ থাকিলে ঐ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞাক্রমে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব (ক) ও (খ) প্রকরণমতে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার বিশেষ ক্ষমতা যে কোন মাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট (গ) প্রকরণমতে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর যেকোন মাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারিবেন।

১৯৩ ধারা। কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট যে মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন তাহার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার নিমিত্ত তিনি তাহা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটদের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কথা।

কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এতদর্থে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিয়া থাকিলে তিনি এই আইনমতে উক্ত মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন ঐ জিলার অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার নিমিত্ত উহা প্রেরণ করিতে পারিবেন।

১৯৪ ধারা। এই আইন কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তাহাতে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, তদর্থে নিয়মমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তি সমর্পিত না হইলে, কোন সেশন আদালত প্রথম স্থলীয় আদ্যো বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট আদালত স্বরূপ কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন না।

সেশন আদালত যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞাদ্বারা তাহাদিগকে যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে আদেশ দেন, কিম্বা সেই খণ্ডের সেশন জজ সাহেব, যে সকল মোকদ্দমা তাঁহাদিগের নিকট

আডিশ্যনল ও জাইণ্ট সেশন জজ দ্বারা, ও

বিচারার্থে অর্পণ করেন, আডিশ্যনল সেশন জজ কি জাইণ্ট সেশন জজ কেবল সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

খণ্ডের সেশন জজ সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞাদ্বারা আসিস্টাণ্ট সেশন জজদের হস্তে যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন, তাঁহারা কেবল সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ দেরদ্বারা মোকদ্দমা হইবার কথা।

১৯৫ ধারা। পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে কোন অপরাধ হাই কোর্টে সমর্পণ করা গেলে হাই কোর্ট তাহা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

হাই কোর্ট যে অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন তাহার কথা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের ১০৪ অধ্যায় মতে যে পেটেণ্ট পত্র প্রদত্ত হয় এই ধারার কোন কথায় তাহর বিধানের কোনবিঘ্ন যে হইবে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

১৯৬ ধারা। (ক) ভারতবর্ষীয়দণ্ডবিধির আইনের১৭২ অবধি ১৮৮পর্য্যন্ত ধারামতে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে সেই অপরাধ রাজকীয় যে কার্য্যকারকের সম্বন্ধে হইয়া থাকে তাঁহার কিম্বা তিনি যাঁহার অধীন সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে,

রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা অবজ্ঞা করণ হেতুক অভিযোগের কথা।

(খ) উক্ত আইনের ১৯৩, ১৯৪, ৯৫, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২০৫, ২০৬, ২০৭ ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, কি ২২৮ ধারামতে যে২ অপরাধ দণ্ডনীয় তাহা কোন আদালতে বা আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য সম্বন্ধে করা গেলে ঐ আদালতের কিম্বা সেই আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন তাঁহার অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে,

সাধারণের ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধ কোন২ অপরাধহেতুক অভিযোগের কথা।

(গ) উক্ত আইনের ৪৬৩ ধারায় যে কোন অপরাধের বর্ণনা আছে কিম্বা ৪৭১ ৪৭৫, কি ৪৭৬ ধারামতে যে২ অপরাধের দণ্ড হইতে পারে কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যের প্রমাণে যে দলীল উপস্থিত করা যায় তৎসম্বন্ধে কোন পক্ষ সেই অপরাধ করিলে, ঐ আদালতের কিম্বা ঐ আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন তাঁহার অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে কোন আদালত অভিযোগ গ্রাহ্য করিবেন না।

দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা গেলে তৎসম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা।

এই ধারায় যে অনুমতির উল্লেখ হইয়াছে তাহা সাধারণ কথায় ব্যক্ত হইতে পারিবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে আদালতে কি অন্যস্থানে ও যে সূত্রে অপরাধ করা যায় যথাসাধ্য তাহার নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

যে প্রকারের অনুমতি পাওয়া আবশ্যক তাহার কথা।

এই ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ সম্পর্কে অনুমতি প্রদত্ত হইলে, বৃত্তান্ত দৃষ্টে অন্যতর অপরাধ কৃতহই যাছে কি যাহা যদি প্রকাশ হয় তবে যে আদালত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন ঐ ... তজ্জন্য অপরাধ ধরিয়া অভিযোগ সংশোধন করণার্থে সেই আদালতের ক্ষমতা থাকিবে।

এই ধারামতে যে অনুমতি দেওয়া যায় অনুমতিদায়ী কর্তৃপক্ষ যে কর্তৃপক্ষের অধীন সেই কর্তৃপক্ষ তাহা রহিত করিতে পারিবেন।

কোন আদালত হইতে সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল হয় এই ধারার কার্য্যপক্ষে প্রথমোক্ত আদালত সেই আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯৭ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২৭ ধারাভিন্ন ৬ অধ্যায়মতে দণ্ডনীয় কিম্বা উক্ত আইনের ২৯৪ ক ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধের নালিশ হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা কিম্বা দত্ত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা এতৎপক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের আজ্ঞা কিম্বা তাঁহার দত্ত ক্ষমতাক্রমে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা না গেলে কোন আদালতে তদ্রূপ অপরাধের অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

রাজবিরুদ্ধ অপরাধের অভিযোগের কথা।

১৯৮ ধারা। বিচারকর্ত্তাস্বরূপ কোন বিচারকর্ত্তার নামে, কিম্বা রাজকীয় অন্য যে কার্য্যকারক ভারতবর্ষীয় কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা অবসৃত হইতে না পারেন এমত কার্য্যকারকস্বরূপ তাহার নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবসৃত করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন সেই গবর্ণমেণ্টের কিম্বা উক্ত গবর্ণমেণ্টহইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের অনুমতি ভিন্ন অথবা ঐ বিচারকর্ত্তা কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারক যে আদালতের কিম্বা অন্য কর্তৃপক্ষের অধীন থাকেন উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার তদ্রূপ অভিযোগ করিবার অনুমতি করিবার ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া না থাকিলে তাঁহার অনুমতি ভিন্ন ঐ অভিযোগ কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

বিচারকর্ত্তাদের ও রাজকীয় কার্য্যকারকদের নামে অভিযোগের কথা।

যে ব্যক্তি কর্তৃক ও যে প্রকারে উক্ত বিচারকর্ত্তা কি রাজকীয় কার্য্যকারক সম্বন্ধীয় অভিযোগ চালাইতে হইবে উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাহা স্থির করিতে পারিবেন এবং যে আদালতের সম্মুখে বিচার হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

১৯৯ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯ কি ২১ অধ্যায়ের মধ্যে কি ৪৯৩ অবধি ৪৯৬ পর্য্যন্ত ধারার মধ্যে যে২ অপরাধ পড়ে, ঐ অপরাধক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা নালিশ না হইলে কোন আদালতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না।

চুক্তিভঙ্গ কি অপবাদ ও কিবিবাহসম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা।

২০০ ধারা। স্ত্রীলোকের স্বামী কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে যে সময়ে অপরাধ হয় সেই সময়ে তাঁহার পক্ষে ঐ স্ত্রীলোকের যিনি রক্ষক থাকেন তিনি নালিশ না করিলে কোন আদালতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৭ কি ৪৯৮ ধারামত অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না।

পরদার সংক্রান্ত অভিযোগের কথা।

ষোড়শ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের নিকট নালিশ করিবার বিধি।

২০১ ধারা। নালিশ হইলে যে মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন তিনি শপথ করাইয়া বাদির পরীক্ষা লইবেন ও সেই পরীক্ষা লিখিয়া রাখা যাইবে ও তাহাতে বাদী এবং মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন।

বাদির পরীক্ষা লইবার কথা।

কিন্তু লিখিয়া নালিশ করা গেলে, ১৯১ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের যে বাদির পরীক্ষা লইতে হইবে, এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান হইবে না।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে মাজিষ্ট্রেট প্রত্যেক স্থলে যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি শপথ করাইয়া কিম্বা করাইয়া ঐ পরীক্ষা করিতে পারিবেন, এবং মাজিষ্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে নালিশের বিষয় সম্মুখে উপস্থিত করাইবার পূর্ব্বে তাহা লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

১৯১ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করা গেলে, যে মাজিষ্ট্রেট তাহা হস্তান্তর করেন তিনি বাদির পরীক্ষা লইয়া থাকিলে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় তিনি বাদিকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন না।

২০২ ধারা। মাজিষ্ট্রেট ঐ নালিশ গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে এবং লিখিয়া নালিশ করা গিয়া থাকিলে উপযুক্ত আদালতে দিবার জিপি সেই মর্ম্মের পৃষ্ঠলিপি সহিত আবেদনপত্র ফিরাইয়া দিবেন।

মাজিষ্ট্রেট নালিশ গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২০৩ ধারা। কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট যে নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারেন সেই নালিশের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে বাদির পরীক্ষা লইবার পর যাহার নামে নালিশ হইল তাহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করিয়া প্রথমে আপনার অধীন কোন কর্ম্মচারির কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের দ্বারা কিম্বা নালিশের সত্যাসত্যতা নির্ণয় করিবার জন্য অন্য যে ব্যক্তি দ্বারা বিহিত বোধ করেন সেই ব্যক্তি দ্বারা ঐ নালিশের স্থানীয় অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করণের কথা।

মাজিষ্ট্রেটের কোন অধীনতামতে কার্য্যকারি কোন কর্ম্মকারক কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন যদি অন্য ব্যক্তির দ্বারা ঐ অনুসন্ধান লওয়া যায় তবে এই আইন ক্রমে থানার অধ্যক্ষের প্রতি যে সকলক্ষমতা অর্পণ করা গেল ঐ ব্যক্তি সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন, কেবল তাঁহার ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

২০৪ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করা যায় তিনি বাদির পরীক্ষা করিলে এবং ২০৩ ধারামতে অনুসন্ধান লওয়া গেলে তাহার ফল বিবেচনা করিয়া সেই বিষয়ের আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিবার বিশিষ্ট কারণ নাই বিবেচনা করিলে ঐ নালিশ ডিস্মিস করিতে পারিবেন।

নালিশ ডিস্মিস করিবার কথা।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি।

২০৫ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন, তাহার মতে কার্য্যারম্ভ করিবার নিমিত্ত কারণ থাকিলে দ্বিতীয় তফসীলের চতুর্থ স্তম্ভ দেখিয়া যদি প্রথমে সেই মোকদ্দমায় সমন দেওয়া উচিত বোধ হয় তবে সমন দিবেন। উক্ত স্তম্ভ দেখিয়া প্রথমে যদি ওয়ারন্ট দেওয়া উচিত বোধ হয়, তবে তিনি আপনার কিম্বা সেই বিষয়ের বিচার করিতে সক্ষম অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত করাইবার বা আনাইবার জন্যে সামান্যতঃ ওয়ারন্ট দিবেন।

পরওয়ানা দিবার কথা।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ৯১ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

২০৬ ধারা। যখন কোন মাজিষ্ট্রেট সমন দেন উপযুক্ত কারণ জানিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া আপনার পক্ষের উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত না হইবার অনুমতি দিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানের কোন সময়ে মাজিষ্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব প্রদত্ত বিধানমতে তাহাকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইতে পারিবেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ক বিধি।

২০৭ ধারা। কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতের কিম্বা হাই কোর্টের বিচার্য্য কোন অপরাধ হেতুক কোন ব্যক্তিকে ঐ আদালতে কি কোর্টে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

কিন্তু এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে সেশন আদালতের বিচার্য্য কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাই কোর্টে সমর্পণ করা যাইবে না।

২০৮ ধারা। সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমায় কি মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে যে মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত, সেই মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে যে তদন্ত লওয়া যায় তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রণালীমতে কার্য্য করিতে হইবে।

সমর্পণার্থে প্রথমে তদন্ত লইবার কার্য্যপ্রণালির কথা।

২০৯ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাঁহাকে মাজিষ্ট্রেটর সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট সেই বাদী থাকিলে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন ও অভিযোগের পক্ষে কি অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় বা যাহা মাজিষ্ট্রেট তলব করেন তাহা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে গ্রহণ করিবেন।

উপস্থিত সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

কোন সাক্ষীকে কি কোন দলীল কি অন্য বস্তু উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত বাদী কি অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন। কিন্তু তদ্রূপ পরওয়ানা দেওয়া অনাবশ্যক জ্ঞান করিলে, যুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া, পরওয়ানা দিবেন না।

আরো সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট যে আপনার যুক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন, এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

২১০ ধারা। ২০৯ ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় পদের উল্লিখিত সাক্ষ্য লওয়া এবং অভিযোগ সক্রান্ত যে সমুদয় বিষয় সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট উচিত বোধ করেন সেই সমুদয় বিষয় সম্বন্ধে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু নাই মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু আপনার সম্মুখে কিম্বা অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটর সম্মুখে সেই ব্যক্তির বিচার হওয়া উচিত তাঁহার এরূপ বোধ হইলে, তিনি তদনুযায়ি কার্য্য করিবেন।

যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

অভিযোগ অমূলক বিবেচনা করিলে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা চলনের এতৎ পূর্ব্ব কোন অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

২১১ ধারা। তদ্রূপ সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর এবং তদ্রূপ পরীক্ষা যদি করা যায় তাহা করা গেলে পর যদি মাজিষ্ট্রেট স্থির করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল তাহা নির্দ্দেশ করিয়া আপনার স্বাক্ষরযুক্ত অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবেন।

কখন অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কথা।

যে অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইবে সেই অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইলে পর তাহার নিকটে পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও সে চাহিলে তাহার প্রতিলিপি বিনা খরচায় তাহাকে দেওয়া যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ বুঝাইয়া দিবার ও অভিযোগ পত্রের প্রতিলিপি দিবার কথা।

২১২ ধারা। বিচার কালে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার জন্য যাহাকে সমন করাইতে চাহিলে যাহাদিগকে সমন করাইতে চাহে, তৎকালে সেই তাহাদিগের নাম বাচনিক জানাইতে কি লিখিয়া দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হইবে।

বিচারকালে প্রতিবাদির পক্ষ সাক্ষিদের নাম নির্দ্দেশের কথা।

মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে তৎপশ্চাৎ কোন কালেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষিদের নামের আর এক ফর্দ্দ দিবার অনুমতি দিতে পারেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারকালে সাক্ষ্য দিবার জন্য অন্য ব্যক্তিদের নামে সমন দেওয়াইতে বাঞ্ছা করিলে, হাই কোর্টের সম্মুখে বিচার হইবার পূর্ব্বে ক্লার্ক অফদিক্রৌন সাহেবকে তাহাদের নামের নির্দ্দেশদিবার কোন বাধা আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত বোধ হইবে না।

অন্য নাম নির্দ্দেশের কথা।

২১৩ ধারা। ২১২ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটকে যে সাক্ষিদের নামের ফর্দ্দ দেওয়া যায় স্বীয় বিবেচনামতে তিনি তন্মধ্যে কোন সাক্ষিকে সমন দিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের তদ্রূপ সাক্ষিদিগকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতার কথা।

২১৪ ধারা। ২১২ ধারামতে ফর্দ্দ দিবার আদেশ অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি হইলেও সে তাহা না দিলে অথবা সে তদ্রূপ ফর্দ্দ দিলেও, মাজিষ্ট্রেট যাহাদের পরীক্ষা লইতে চাহেন তন্মধ্যে এমন সাক্ষী যদি থাকে তাহাদিগকে ২১৩ ধারামতে সমন করিয়া পরীক্ষা করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট হাই কোর্টে কি, স্থলবিশেষে সেশন আদালতে বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে ঐ আজ্ঞাতে তদ্রূপ সমর্পণ করিবার হেতু লিপিবদ্ধ থাকিবে।

বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা।

২১৫ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে যদি তাহার নামে এই অভিযোগ হয় যে, যে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা তদ্রূপ অভিযোগে হাই কোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত হইবে কিম্বা হাই কোর্টে যাহার বিচার হইবে তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া সে অপরাধ করিয়াছে ও সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে মাজিষ্ট্রেট যদি এরূপ বোধ করেন, তবে তিনি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাই কোর্টে বিচার হইবার নিমিত্তে সমর্পণ করিবেন, সেশন আদালতে নয়।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার সহিত মফঃসলে একত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা।

২১৬ ধারা। উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট ২১৪ কি ২১৫ ধারামতে একবার বিচারার্থে সমর্পণ করিলে কেবল হাই কোর্ট তাহা অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, তাহাও কেবল আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া করিতে পারিবেন।

২১৪ কি ১৫ ধারামতে বিচারার্থে সমর্পণঅসিদ্ধ করিবার কথা।

২১৭ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ২১২ ধারামতে সাক্ষিদের নামের নির্ঘন্টপত্র দিলে ও তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে, ঐ কর্ম্মের লিখিত যে ব্যক্তিদিগকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করান নাই যে আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইবে মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সেই আদালতে উপস্থিত হইবার সমন দিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে হইলে প্রতিবাদির সাক্ষিদিগকে সমন দিবার কথা।

কিন্তু উক্ত ব্যক্তিকে হাই কোর্টে সমর্পণ করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে ক্লার্ক অফদি ক্রৌনের জন্য উক্ত সাক্ষিদিগকে সমন করিবার কার্য্য রাখিয়া দিতে পারিবেন।

পরন্তু কেবল কষ্ট দিবার কি বিলম্ব করিবার কিম্বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য নিষ্ফল করিবার জন্যে সাক্ষিদের নাম নির্ঘন্টে কোন ব্যক্তির নাম লেখা গিয়াছে মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে সেই সাক্ষী যে অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি এমত জ্ঞান জন্মাইবার উপযুক্ত হেতু দর্শাইতে আজ্ঞা করিবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধ না জন্মাইলে তিনি ঐ সাক্ষিকে সমন করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন কিম্বা ঐ সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্তে যত খরচ আবশ্যক জ্ঞান করেন তিনি ঐ সাক্ষিকে সমন করিবার পূর্ব্বে তত টাকা আমানত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

অনাবশ্যক সাক্ষির খরচা আমানৎ না হইলে তাহাকে সমন করিতে অস্বীকার করিবার কথা।

২১৮ ধারা। সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে যে বাদিদের ও অভিযোগের ও প্রতিবাদের সপক্ষ যে সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক তাহারা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে মোকদ্দমা চালাইবার কিম্বা স্থলবিশেষে সাক্ষ্য দিবার জন্য ডাকা গেলেই তাহারা উপস্থিত হইবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাতে এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে।

বাদিদের ও সাক্ষিদের নিবন্ধপত্রের কথা।

কোন বাদী কি সাক্ষী সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে উপস্থিত হইতে, কিম্বা পূর্ব্ব আজ্ঞামত মুচলকা লিখিয়া দিতে অস্বীকারকরিলে যতকাল ঐ মুচলকা লিখিয়া না দেয় কিম্বা সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে তাহার যতকাল উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন না হয় মা জষ্ট্রেট তাহাকে তত কাল হেফাজতে রাখিতে পারিবেন। ঐরূপ প্রয়োজন হইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে প্রহরির জিম্মায় সেশন আদালতে কি স্থলবিশেষে হাই কোর্টে পাঠাইবেন।

উপস্থিত হইতে কি মুচলকা লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে হেফাজতে থাকিবার কথা।

২১৯ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে মাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে কার্য্যকারক এতৎ পক্ষে নিযুক্ত হন তাঁহার নামে আজ্ঞাপত্র দিয়া ঐ সমর্পণ হইবার কথা জানাইয়া অভিযোগপত্রের পাঠানুসারে অপরাধজ্ঞাপকপত্র দিবেন। কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেটের প্রত্যয় জন্মে যে উক্ত ব্যক্তি সমর্পণ হইবার ও অভিযোগপত্রের পাঠ অবগত আছেন তবে তাহার নামে আজ্ঞাপত্রাদি দিবেন না।

মোকদ্দমা সমর্পণ হইলে জ্ঞাত করিবার কথা।

এবং যে অভিযোগপত্র ও তদন্তের কাগজপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র কি অন্য অস্থাবর দ্রব্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা আবশ্যক হয় তাহা ঐ মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতে কিম্বা (হাই কোর্টে সমর্পণ হইয়া থাকিলে) ক্লার্ক অফদি ক্রৌন সাহেবের বা এতৎপক্ষে হাই কোর্টের নিযুক্ত অন্য কর্ম্মকারকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

অভিযোগপত্র প্রভৃতি হাই কোর্টে বা সেশন আদালতে পাঠাইবার কথা।

যখন হাই কোর্টে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায়, নথীর অংশবিশেষ যদি ইংরাজী ভাষায় লিখিত না হয় তবে নথীর সঙ্গে ঐ অংশের ইংরাজী অনুবাদ পাঠাইতে হইবে।

ইংরাজী অনুবাদ হাই কোর্টে পাঠাইতে হইবার কথা।

২২০ ধারা। সমর্পণ হইবার পর ও বিচারকার্য্যের আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট অতিরিক্ত সাক্ষিদিগকে সমন করিয়া তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবে ও পূর্ব্ববিহিত প্রকারে তাহাদিগকে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

অতিরিক্ত সাক্ষিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

হইতে পারিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে ঐ পরীক্ষা লওয়া যাইবে ও মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি চাহে তাহাকে বিনাখরচে ঐ সাক্ষিদের জবানবন্দীর নকল দেওয়া যাইবে।

২২১ ধারা। বিচারের অপেক্ষায় মাজিষ্ট্রেট হাজির জামিন সম্বন্ধে এই আইনের বিধান প্রবল মানিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি ওয়ারেণ্ট দ্বারা হেফাজতে সমর্পণ করিবেন।

বিচারের অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজতে রাখিবার কথা।

উনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

অভিযোগ লিখিবার পাঠের বিধি।

২২২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় এই আইন মত অভিযোগপত্রে তাহা ব্যক্ত থাকিবে।

অভিযোগপত্রে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম থাকিলে, অভিযোগপত্রে কেবল সেই নাম উল্লেখ করিয়া অপরাধ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে।

অপরাধের বিশেষ নামই বিশিষ্ট বর্ণনা হইবার কথা।

যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম না থাকিলে প্রতিবাদির নামে যে বিষয়ের অভিযোগ হয় তাহা যেন সে জানিতে পায় এই নিমিত্ত ঐ অপরাধ নির্দ্দেশকরণের মত কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

অপরাধের নাম নিরূপণ না হইলে যেরূপ বর্ণনা হইবে তাহার কথা।

যে আইনের এবং আইনের যে ধারার বিরুদ্ধ অপরাধ করা গিয়াছে বলা যায় অভিযোগপত্রে সেই আইনের সেই ধারার উল্লেখ করিতে হইবে।

অভিযোগপত্রে যে অনুমান হইবে তাহার কথা।

কোন স্থলে অপরাধের অভিযোগ হইলে আইন সংক্রান্ত যে২ নিয়ম না থাকিলে আইনমতে ঐ অভিযোগের অপরাধ হয় না সেই স্থলে ঐ২ নিয়ম যে পূর্ণ হইল ঐ অভিযোগই ইহার বর্ণনার তুল্য।

অভিযোগপত্র যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহার কথা।

রাজধানী নগর সমূহে অভিযোগপত্র ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইবে অন্যত্র অভিযোগপত্র ইঙ্গরজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় লেখা যাইবে।

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইলে অভিযোগ পত্রে তাহা লিখিবার কথা।

পূর্ব্বে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকে এবং আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা পান তাহার বৃদ্ধি কি হ্রাস করণাভিপ্রায়ে যদি পূর্ব্বনির্ণীত অপরাধ প্রমাণ করিবার কল্পনা থাকে তবে পূর্ব্বে ঐ অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে। প্রথমে যদি না লেখা গিয়া থাকে তবে দণ্ডের আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহা আদালত অভিযোগপত্রে সংযোগ করিয়া দিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) অমুকের নামে বলরামকে বধকরণাভিযোগ হয়। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৯৯ ও ৩০০ ধারায় উক্ত অপরাধের যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে সেই অর্থের মতে অমুকের কর্ম্ম আইনে ও দণ্ডবিধির আইনের সাধারণ বর্জ্জিত কথার মধ্যে আইনের ৩০০ ধারায় যে পাঁচটি বর্জ্জিত কথা আছে তাহার কোন কথার মধ্যে আইসে না কিম্বা প্রথম বর্জ্জিত কথার মধ্যে যদিও আইসে তথাপি ঐ বর্জ্জিত কথার তিনটা বিধির মধ্যে অন্যতর উপবিধি ঐ অভিযোগের প্রতি খাটে, উক্ত অভিযোগই এই সকল কথার বর্ণনার তুল্য।

(খ) অমুক গুলি ছুড়িবার যন্ত্র দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৬ ধারার মতে তাহার নামে অভিযোগ হয়। এই স্থলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৩৫ ধারায় ঐ অপরাধের বিধান হয় নাই ও সাধারণ বর্জ্জিত কথা ঐ অপরাধের প্রতি বর্ত্তে না উক্ত অভিযোগই এমত বর্ণনার তুল্য।

(গ) অমুকের নামে বধ বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদারগমন বা অপরাধজনক ভয় দর্শাওন বা দ্রব্যের স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যা রূপে ব্যবহার করণ অপরাধের অভিযোগ হয়। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে ঐ২ অপরাধের যে২ অর্থ নির্ণয় হইয়াছে অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ না হইয়া অমুক বধ করিয়াছে বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদার গমন করিয়াছে বা অপরাধ ঘটিত ভয় দর্শাইয়াছে বা দ্রব্যের স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যা রূপে ব্যবহার করিয়াছে কেবল এই২ বর্ণনা থাকিতে পারে কিন্তু উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে ধারামতে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঘ) রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে অমুক ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ বিক্রয়ের বাধা দিয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৮৪ ধারাক্রমে অমুকের নামে অভিযোগ হয়। তদ্রূপ কথা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে।

সময়ের ও স্থানের ও ব্যক্তির বিশেষ কথা।

২২৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কিরূপ অভিযোগ হইল এই কথা তাহার বিশিষ্টমতে জানিবার জন্যে কথিত অপরাধ হইবার সময়ের ও স্থানের ও কোন ব্যক্তির বিপক্ষে হইলে যে ব্যক্তির বিপক্ষে বা কোন দ্রব্য সম্বন্ধে হইলে যে দ্রব্যসম্বন্ধে অপরাধ হইয়াছে তাহার নামাদির বৃত্তান্ত যতদূর লেখা প্রয়োজন অভিযোগ পত্রে তাহা লিখিতে হইবে।

অপরাধ কি প্রকারে করা গিয়াছিল এই কথা যে স্থলে ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার কথা।

২২৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অভিযোগ হয় যদি মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় ২২২ ও ২২৩ ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্ত দ্বারা সেই ব্যক্তি সেই কথা বিশিষ্টমতে জানিতে না পাবে তবে কথিত অপরাধ যে প্রকারে করা গিয়াছিল ইহার বিশেষ যে কথা লিখিলে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সফল হয় তাহাও অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) অমুকের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে অমুক দ্রব্য চুরি করিবার অভিযোগ হয়। যে প্রকারে চুরি হইয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

(খ) অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে বলিয়া অমুকের নামে অভিযোগ হইলে অমুক যে প্রকারে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে অভিযোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে।

(গ) অমুকের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধের অভিযোগ হইলে অমুকের সাক্ষ্যের যে অংশ মিথ্যা বলিয়া কথিত হইল অভিযোগপত্রে সেই২ অংশ লিখিতে হইবে।

(ঘ) বলরাম নামক রাজকীয় কার্য্যকারক রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন এমন সময়ে অমুক অমুক সময়ে ও স্থানে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল বলিয়া অমুকের নামে অভিযোগ হইলে বলরামের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণ সময়ে অমুক কি প্রকারে তাঁহার বাধা দিয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে।

(ঙ) অমুক অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ হইলে অমুক কি প্রকারে বলরামকে বধ করিয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

(চ) বলরামের [illegible] না হয় এই উদ্দেশে অমুক আইনের কোন আদেশ অমান্য করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। যে কার্য্য দ্বারা আজ্ঞার অমান্য হইয়াছে ও যে আইন লঙ্ঘন হইয়াছে অভিযোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে।

যে আইনক্রমে অপরাধের দণ্ড হয় সেই আইনমত অর্থে অভিযোগপত্রের শব্দের অর্থ গৃহীত হইবারা কথা।

২২৫ ধারা। প্রত্যেক অভিযোগপত্রে কোন অপরাধ বর্ণন করিতে যে২ শব্দের ব্যবহার হয় ঐ অপরাধ যে আইন মতে দণ্ডনীয় সেই আইনে সেই২ শব্দের যে২ অর্থ আছে অভিযোগপত্রে সেই২ অর্থে ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভ্রমের ফলের কথা।

২২৬ ধারা। অপরাধ যে প্রকারে লেখা যায় কিম্বা অভিযোগপত্রে যে বৃত্তান্ত লিখিবার আদেশ হইল তাহা লিখিতে কোন ভ্রম হইলে, এবং অপরাধ লিখিতে কিম্বা

ঐ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে ত্রুটি হইলে, যদি সেই ভ্রম কি ত্রুটি দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বস্তুত ভ্রম না হইয়া থাকে তবে মোকদ্দমার বিচার করণের কোন কালে ঐ ভ্রম কি ত্রুটি গুরুতর বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আমদের নিকট কৃত্রিম মুদ্রা ছিল ও আমদ যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ২৪২ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হইল। কিন্তু অভিযোগপত্রে প্রতারণাভাবে কথা লেখা যায় নাই। সেই শব্দ না লেখাতে আমদের বস্তুত ভ্রম হইয়াছে ইহা দৃষ্ট না হইলে ঐ ভ্রম গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

(খ) আমদের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয় কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছিল এই কথা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই কিম্বা অশুদ্ধরূপে লেখা গিয়াছে আমদ প্রতিবাদ করিয়া সাক্ষিদিগকে ডাকিল ও আপনার যোগ্যমত সেই ব্যাপারের বৃত্তান্ত জানাইল। আদালত ইহা দেখিয়া সেই বঞ্চনা কার্য্য যে প্রকারে করা গিয়াছিল এই কথা না লেখা গুরুতর নয় বলিয়া অনুমান করিতে পারিবেন।

(গ) আমদের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয় কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে বঞ্চনা করা করিয়াছিল এই কথা ঐ অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই। আমদের ও বলরামের মধ্যে অনেক ব্যপার চলিত অতএব কোন ব্যাপার ধরিয়া ঐ অভিযোগ হইল আমদ ইহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করে নাই। এইস্থলে বঞ্চনা কি প্রকারে করা গিয়াছিল। এই কথা না লেখাই গুরুতর ভ্রম, আদালত উক্ত রূপ দৃষ্টে এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঘ) আমদ জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে খোদাবক্সকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। হত ব্যক্তির প্রকৃত নাম হায়দরবক্স ও জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে তাহাকে বধ করা যায়। কিন্তু আমদের নামে সেই একটি অপরাধ ভিন্ন অন্য ব্যাপারের অভিযোগ হয় নাই, ও কেবল হায়দরবক্সের বধের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তদন্ত লওয়া গেলে আমদ উপস্থিত হইয়া তাহা শুনিল। এই বৃত্তান্ত দৃষ্টে আমদের ভ্রম হয় নাই ও অভিযোগপত্রে যে ভুল ছিল তাহা গুরুতর নয় আদালত এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঙ) আমদ জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে হায়দরবক্সকে বধ করে ও খোদাবক্স তাহাকে ধরিতে গেলে জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে তাহাকেও বধ করে আমদের নামে এই অভিযোগ হইল। হায়দরবক্সকে বধ করিবার অভিযোগে খোদাবক্সকে বধ করিবার নিমিত্ত তাহার বিচার হয় তাহার সপক্ষে যে সাক্ষিরা উপস্থিত ছিল তাহারাও হায়দরবক্সের বধের মোকদ্দমার সাক্ষী। ইহাতে আমদের ভ্রম হইয়াছে ও গুরুতর ভুল হইয়াছে আদালত এই অনুমান করিতে পারিবেন।

২২৭ ধারা। অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিজনক অভিযোগপত্র সহিত বিচারার্থে কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে আদালত কি হাই কোর্ট হইলে ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন এই আইনে অভিযোগপত্র লিখিবার পাঠের বিষয়ে যেং বিধি আছে সেইং বিধিতে মনোযোগ করিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে বা স্থল বিশেষে তাহা পরিবর্দ্ধিত বা প্রকারান্তরে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ অভিযোগপত্র সহিত সমর্পণ করা গেলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

২২৮ ধারা। কোন আদালতের নিষ্পত্তি প্রচার করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে কিম্বা সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে মোকদ্দমার বিচার হইলে জুরির মীমাংসা জানাইবার কিম্বা আসেসরদের মত ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ আদালত কোন অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

পরিবর্ত্তিত কথা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

২২৯ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে অভিযোগপত্র যেরূপে প্রস্তুত বা পরিবর্ত্তন করা যায় তাহাতে মোকদ্দমার কার্য্য অগৌণে চলিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবাদ করিবার বা অভিযোক্তার মোকদ্দমা চালাইবার কোন ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই যদি আদালতের এমত বিবেচনা হয় তবে ঐ আদালত আপন বিবেচনামতে ঐ অভিযোগপত্র প্রস্তুত বা পরিবর্ত্তিত হইলে পর সেই নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্র প্রথম অভিযোগপত্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া মোকদ্দমার বিচার করিতে থাকিবেন।

যেং স্থলে পরিবর্ত্তন হইলেই বিচারের কার্য্য চলিতে পারে তাহার কথা।

২৩০ ধারা। যদি নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্র এরূপ হয় যে তাহাতে মোকদ্দমার কার্য্য অগৌণে চলিলে পূর্ব্বোক্তমতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বা অভিযোক্তার কার্য্যের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আদালত এমত বিবেচনা করিলে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন অথবা যত কাল আবশ্যক তত কাল বিচার কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

যেং স্থলে নূতন বিচারের আজ্ঞা কিম্বা বিচার স্থগিত হইতে পারিবে তাহার কথা।

২৩১ ধারা। নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্রে যে অপরাধ ব্যক্ত হয় তদ্ধেতুক প্রথমে অনুমতি পাওয়া আবশ্যক হইলে যতকাল ঐ অনুমতি পাওয়া না যায় ততকাল মোকদ্দমার কার্য্য চলিবে না কিন্তু পরিবর্ত্তিত অভিযোগ যে বৃত্তান্ত মূলক হয় সেই বৃত্তান্ত মতে অভিযোগ করিবার অনুমতি পূর্ব্বে পাওয়া গেলে মোকদ্দমা চলিতে পারিবে।

পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্রের লিখিত অপরাধ হেতুক অনুমতি পাইবার প্রয়োজন হইলে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত রাখিবার কথা।

২৩২ ধারা। বিচারারম্ভ হইবার পর অভিযোগপত্রের পরিবর্ত্তন হইলে পূর্ব্বে যে সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল অভিযোক্তা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে পুনশ্চ ডাকাইয়া বা সমন করিয়া সেই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার অনুমতি পাইবেন

অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তিত হইলে সাক্ষিদিগকে পুনশ্চ ডাকিতে পারিবার কথা।

২৩৩ ধারা। কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে বস্তুত অভিযোগপত্র না থাকাতে বা অভিযোগপত্রে ভ্রম থাকাতে তাহার প্রতিবাদ করণে ভ্রম হইয়াছে আপীল আদালতের কিম্বা সংশোধন করি-

গুরুতর ভ্রম হইলে তাহার কর্ত্তব্য কথা।

বার ক্ষমতানুসারে কিম্বা ২৭ অধ্যায় মত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করত হাই কোর্টের এইমত হইলে ঐ২ আদালত সেই অভিযোগপত্র যদ্রূপে প্রস্তুত করা উচিত বোধ করেন তদ্রূপ প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন।

মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দৃষ্টে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হইল তদুপলক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন প্রকৃত অভি- যোগ উপস্থিত করা যাইতে পারে না ঐ আদালতের এই মত হইলে আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন।

উদাহরণ।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৬ ধারামতে আনন্দের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কিন্তু সে দুষ্টভাবে জ্ঞাত, কি প্রকৃত বলিয়া যে প্রমাণ ব্যবহার করিয়াছে কি করিতে চেষ্টা করিয়াছে সেই প্রমাণটি সে মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিত ইহা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই। আনন্দ সেই কথা জানিত কিন্তু অভিযোগপত্রে উঁহার সেই জ্ঞানের কথা লেখা না যাওয়াতে তাহার প্রতিবাদ করণে ভ্রম হইয়াছে আদালত এই অনুভব করিলে সংশোধিত অভিযোগানুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন কিন্তু আনুষ্ঠানিক কার্য্য দ্বারা আনন্দের সেই কথা জ্ঞাত না থাকা অনুমান হইলে আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন।

অভিযোগ সংযোগ করিবার কথা।

ভিন্ন২ অপরাধে ভিন্ন২ অভিযোগ হইবার কথা।

২৩৪ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে যে২ অপরাধের নালিশ হয় তাহার ভিন্ন২ অভিযোগ থাকিবে এবং ২৩৫ ও ৩৬ ও ২৩৭ ও ৪০ ধারার উল্লিখিত স্থল ভিন্ন উক্ত প্রত্যেক অভিযোগের স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ এক সময়ে চুরি করিল অন্য সময়ে গুরুতর পীড়া জন্মাইল বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়। তাহার নামে চুরি করণের ও গুরুতর পীড়া জন্মানের স্বতন্ত্র অভিযোগ করিতে ও তাহার স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

একই প্রকারের অপরাধ তিন কি অধিকবার করিবার অভিযোগ এক বৎসরের মধ্যে হইতে পারিবার কথা।

২৩৫ ধারা। কোন ব্যক্তি এক বৎসরের মধ্যে একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একই প্রকারের একাধিক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া একই সময়ে অভিযোগ হইলে তিনবারের অধিক সেই অপরাধের অভিযোগ ও বিচার একই সময়ে হইতে পারিবে।

১। দুই কি তদধিক অপরাধের বিচারের কথা।

২৩৬ ধারা। ১ প্রকরণ। কএক ক্রিয়া পরস্পর সংযুক্ত হওয়া একই ব্যাপার হইলে ও একই ব্যক্তির দ্বারা সেই ক্রিয়া ঘটিত দুই কি তদধিক অপরাধ করা গেলে সেই ব্যক্তির নামে এককালে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে।

২। একই অপরাধ দুই সংজ্ঞার মধ্যে আইলে তাহার কথা।

২ প্রকরণ। যৎকালের প্রচলিত যে আইনমতে অপরাধের অর্থনির্ণয় ও দণ্ড হয় এমন কোন আইনের নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র দুই অর্থের মধ্যে একই ক্রিয়া আইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচার কালে বিচার হইতে পারিবে।

৩। নানা ক্রিয়ার দ্বারা দুই কি তদধিক অপরাধ হইলে কিন্তু ঐ অপরাধ সমষ্টি একই সংজ্ঞার মধ্যে আইলে তাহার কথা।

৩ প্রকরণ। অনেক ক্রিয়ার মধ্যে এক কি কএক ক্রিয়া স্বতই অপরাধ হইলেও সেই ক্রিয়া সমষ্টিতে বিভিন্ন এক অপরাধ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে উক্ত প্রত্যেক * অপরাধে কিম্বা ঐ ভিন্ন২ অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচার কালে বিচার হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

প্রথম প্রকরণের।

(ক) বলরাম আইনমত হেতু জন্তেছিল আনন্দ তাহাকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া দিল এবং বলরাম চন্দ্র নামক যে কনষ্টেবলের হেফাজতে ছিল তাহার গুরুতর পীড়া জন্মাইল। এমন স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৫ ও ৩৩৩ ধারামতে অপরাধের অভিযোগ হইয়া বিচার হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ পরদার গমন করিবার উদ্দেশে দিনমানে পরগৃহ প্রবেশ করিয়া সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলে বলরামের স্ত্রীতে উপগত হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৫৪ ও ৪৯৭ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(গ) আনন্দ চন্দ্রের স্ত্রী বামাকে ফুসলাইয়া লইয়া তাহাতে উপগত হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৮ ও ৪৯৭ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঘ) আনন্দের নিকট অনেক কৃত্রিম মোহর আছে। আনন্দ সে গুলি কৃত্রিম বলিয়া জানে ও ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় কৃত্রিম জালকার্য্যের নিমিত্ত তাহা ব্যবহার করিতে তাহার ইচ্ছা আছে। এই স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৭৩ ধারামতে তাহার নিকট থাকা একে মোহরের নিমিত্ত তাহার নামে পৃথক২ অভিযোগ ও তাহার পৃথক২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ঙ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ তাহার হানি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। আরো বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া বলরাম কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২১১ ধারামতে আনন্দের নামে পৃথকরূপে দুই অপরাধের অভিযোগ ও দুই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(চ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ বলরামকে হানি করিবার অভিপ্রায়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। বিচার কালে আনন্দ বলরামের প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ প্রমাণ করিবার মানসে বলরামের বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২১১ ও ১৯৪ ধারামতে পৃথক২ অপরাধের অভিযোগ ও সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে

(ছ) আনন্দ অন্য ছয় জনের সঙ্গে মিলিয়া হঙ্গামা করণ ও গুরুতর পীড়া জন্মাওন অপরাধ এবং রাজকীয় কর্ম্মকারক ঐ হঙ্গামা নিবৃত্ত করিবার উদ্যোগ কালে উঁহার প্রতি আক্রমণ করণাপরাধ করিল। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৪৭ ও ৩২৫ ও ১৫২ ধারামত অপরাধের পৃথক অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

বাদী উপস্থিত না থাকিবার কথা।

২৬০ ধারা। নালিশক্রমে কার্য্যানুষ্ঠান হইলে মোকদ্দমা শুনিবার কোন নিরূপিত দিনে বাদী উপস্থিত না হইলে ও আইনমতে অপরাধের মোকদ্দমার রফা হইতে পারিলে মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে, পূর্ব্বে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের কথা।

সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।

২৬১ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত সমুদয় কি অন্যতর অপরাধের সরাসরী বিচার করিতে পারিবেন।

(ক) যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি কশাঘাত দণ্ড কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাদণ্ড না হয় সেই অপরাধ।

(খ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৬৪ ও ২৬৫ ও ২৬৬ ধারামতে ওজন ও পরিমাপণ যন্ত্র বিষয়ক অপরাধ।

(গ) উক্ত আইনের ৩২৩ ধারামতে পীড়া জন্মাওন।

(ঘ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৩৭৯ বা ৩৮০ বা ৩৮১ ধারামতে চৌর্য্য।

(ঙ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১১ ধারামতে চোরা দ্রব্য গ্রহণ ও রাখা।

(চ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১৪ ধারামতে ঐ দ্রব্য গোপন বা বিক্রয় প্রভৃতি করণ।

(ছ) উক্ত ৪২৭ ধারামতে অপকার করণ।

(জ) উক্ত আইনের ৪৪৮ ধারামতে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ।

(ঝ) উক্ত আইনের ৫০৪ ধারামতে শান্তিভঙ্গ করাইবার উদ্দেশে অপমান করণ ও ৫০৬ ধারামতে অপরাধভাবে ভয়দর্শাওন।

(ঞ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তা করণ।

(ট) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ।

কিন্তু যে মোকদ্দমায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৩৪ ধারামতে অর্পিত বিশেষ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন, সেই মোকদ্দমায় সরাসরী বিচার হইবে না।

ন্যূন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।

২৬২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি নিম্নলিখিত সকল কি কোন অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(ক) যে সকল অপরাধ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৭৭ ও ২৭৮ ও ২৭৯ ও ২৮৫ ও ২৮৬ ও ২৮৯ ও ২৯০ ও ২৯২ ও ২৯৩ ও ২৯৪ ও ৩২৩ ও ৩৩৪ ও ৩৩৬ ও ৩৪১ ও ৩৫২ ও ৪২৬ ও ৪৪৭ ধারার মধ্যে আইসে।

(খ) মুনিসিপল আইনের বিপক্ষে ও পোলীস আইনের অন্তর্গত নগর পরিপাটী করণ সূচক ধারার বিপক্ষে যেং অপরাধের নিমিত্ত অর্থদণ্ড কি এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারে সেইং অপরাধ।

(গ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তাকরণ।

(ঘ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ।

যেং মোকদ্দমায় সমন ও ওয়ারাণ্ট দেওয়া যাইতে পারে কোনং স্থল ছাড়া সেইং মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী খাটিবার কথা।

২৬৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে পশ্চাল্লিখিত যেং মোকদ্দমা বর্জিত হইল তদ্ভিন্ন যে মোকদ্দমায় সমন বাহির হইবে তৎসম্পর্কে এই আইনে যে কার্য্যপ্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই মোকদ্দমায় সেই কার্য্যপ্রণালী চলিবে ও যে মোকদ্দমায় ওয়ারাণ্ট বাহির হইবে তৎসম্পর্কে এই আইনে যে কার্য্যপ্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই মোকদ্দমায় সেই কার্য্যপ্রণালী চলিবে।

যে মোকদ্দমায় আপীল নাই সেই মোকদ্দমায় রিকার্ডের কথা।

২৬৪ ধারা। যেং মোকদ্দমায় আপীল নাই সেইং মোকদ্দমায় সাক্ষিদের সাক্ষ্য কি নিষ্পত্তির হেতু মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই এবং রীতিমত অভিযোগপত্র ও লিখিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু তিনি কি তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠের আদেশ করেন সেই পাঠে এইং কথা লিখিবেন।

(ক) ক্রমিক নম্বর।

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ।

(গ) যে তারিখে রিপোর্ট কি নালিশ করা যায় তাহা।

(ঘ) বাদী থাকিলে বাদির নাম।

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।

(চ) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয় তাহা।

(ছ) প্রতিবাদির উত্তর ও তাহার পরীক্ষা হইয়া থাকিলে তাহা।

(জ) নিষ্পত্তি এবং অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার হেতুর সংক্ষেপ বর্ণনা।

(ঞ) দণ্ডের আজ্ঞা বা অন্য চূড়ান্ত আজ্ঞা ও

(ট) যে তারিখে আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপ্ত হয় তাহা।

যে মোকদ্দমায় উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা।

২৬৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেটের কি মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের সরাসরীমতে বিচারিত কোন মোকদ্দমার উপর আপীল থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট কি মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ যে সাক্ষ্যদ্বারা অপরাধ নির্ণয় করিলেন দণ্ডের আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে সেই সাক্ষ্যের মর্ম্ম এবং ২৬৪ ধারার উল্লিখিত বিবরণ সহিত নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করিবেন।

এই ধারার মধ্যে যেং মোকদ্দমা আইসে তাহার সেই নিষ্পত্তি ভিন্ন অন্য রিকার্ড থাকিবে না।

লিপিবদ্ধ করত স্বীয় বিবেচনামতে মুক্ত করণের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি প্রকাশ না করিয়া যে কোন সময়ে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিতে পারিবেন।

২৫১ ধারা। নালিশ ক্রমে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, যদি মাজিষ্ট্রেট ২৪৭ কি ২৪৮ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করেন, ও বিবেচনা করেন যে অভিযোগ তুচ্ছ কি দুঃখদায়ক মাত্র তিনি স্বীয় বিবেচনামতে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের হানি পূরণের নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা বাদী বোধ করেন ঐ বাদির প্রতি তত টাকা দিবার আজ্ঞাও করিতে পারিবেন।

তুচ্ছ ও দুঃখদায়ক মাত্র অভিযোগের কথা।

তদ্রূপ যে টাকা দিবার আজ্ঞা করা যায় তাহা অর্থ দণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে এবং তদ্রূপে আদায় করা যাইতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞামতে বাদির ত্রিশ দিনের অনধিক সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে কিন্তু ইহার মধ্যে টাকা দেওয়া গেলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

ঐ হানিপূরণের টাকা আদায় করিবার কথা।

পরে সেই বিষয় সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে হানিপূরণ দিবার সময়ে, এই ধারামত হানিপূরণস্বরূপ কোন টাকা দেওয়া বা আদায় করা গিয়া থাকিলে আদালত তাহা বিবেচনাধীনে লইবেন।

একবিংশ অধ্যায়।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারন্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার কথা।

২৫২ ধারা। যে মোকদ্দমায় ওয়ারন্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটেরা সেই মোকদ্দমার বিচার কালে এই প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারন্ট বাহির হয় তদ্বিচারের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৫৩ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে কি তাহাকে আনা গেলে মাজিষ্ট্রেট বাদী থাকিলে তাহার কথা শুনিবেন, ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহা গ্রহণ করিবেন।

অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষ্যের কথা।

যেং ব্যক্তি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জানে ও অভিযোগের স্বপক্ষ সাক্ষ্য দিতে পারিবে মাজিষ্ট্রেট বাদির স্থানে কিম্বা অন্য প্রকারে তাহাদের নাম জানিয়া লইয়া তাহাদের মধ্যে যত জনকে আবশ্যক বোধ করেন তত জনকে আপনার সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন করিবেন।

২৫৪ ধারা। ২৫৩ ধারায় উল্লিখিত সমুদয় সাক্ষ্য গ্রহণ হইলে পর, এবং মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির জেরা লওয়া আবশ্যক তাহা লওয়া গেলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তিসম্বন্ধে এমন কিছু প্রমাণ হয় নাই যাহার বিরুদ্ধ প্রমাণাভাবে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে হয় মাজিষ্ট্রেট ইহা বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট অভিযোগ অমূলক জ্ঞান করিলে, তাহার হেতু লিখিয়া মোকদ্দমা চলনের এতৎপূর্ব্ব কোন সময়ে অপরাধিকে যে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না এই ধারার কোন কথা ক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

২৫৫ ধারা। উক্ত সাক্ষ্য ও পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ গ্রহণ করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার্য্য কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে মাজিষ্ট্রেট ইহা বিবেচনা করিলে এবং আপনি সেই অপরাধের বিচার ও তাহার সমুচিত দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন বোধ করিলে, তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

আপাতত অপরাধের প্রমাণ হইলে অভিযোগপত্র লিখিবার কথা।

২৫৬ ধারা। পরে ঐ অভিযোগপত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তুমি এই অপরাধে অপরাধী, না ইহার প্রতিবাদ করিতে চাহ।

উত্তরের কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে মাজিষ্ট্রেট সেই কথা লিপিবদ্ধ করিবেন ও স্বীয় বিবেচনামতে তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

২৫৭ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা অপরাধী স্বীকার না করিলে অথবা বিচারের দাওয়া করিলে তাহার প্রতি অভিযোগের প্রতিবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ও তাহার সপক্ষ সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইবে ও তাহার প্রতি আদালতে কিম্বা আদালতের সীমা সরহদ্দের মধ্যে উপস্থিত অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষিদিগকে পুনরায় ডাকিয়া ক্রুটপরীক্ষা করিতে অনুমতি হইবে।

প্রতিবাদের কথা।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন লিখিত বর্ণনাপত্র অর্পণ করে তবে মাজিষ্ট্রেট তাহা নথীর সঙ্গে রাখিবেন।

২৫৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পূর্ব্বে ঐ মোকদ্দমায় যাহার পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে কি হয় নাই এমন কোন সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত, কোন পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন। কিন্তু উক্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা উচিত এরূপ বিবেচনা করিলে তিনি ইহার হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া পরওয়ানা দিবেন না।

প্রতিবাদের সপক্ষ সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা।

তদ্রূপ প্রার্থনামতে কোন সাক্ষিকে সমন দিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট আদেশ করিতে পারিবেন যে উক্ত বিচারের নিমিত্ত আদালতে উপস্থিত থাকিতে তাহার যে যুক্তিমত খরচা পড়ে তাহা আদালতে আমানত করা যায়।

২৫৯ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা গেলে মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করণের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

মুক্ত করণের কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে মাজিষ্ট্রেট আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

দোষী নির্ণয় করণের কথা।

বা স্বতন্ত্র অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে। তদ্রূপ সকল অভিযোগের প্রতি এই অধ্যায়ের পূর্ব্বভাগের বিধান খাটিবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে একই বধাপরাধের নালিশ হয়। উভয়ের নামে একই অভিযোগপত্র হইতে পারে ও উভয়ের এককালে বিচার হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে দস্যুতার নালিশ হয়। সেই দস্যুতা করণ সময়ে আনন্দ কোন ব্যক্তিকে বধ করে তাহাতে বলরামের সম্পর্ক ছিল না। এমত স্থলে দস্যুতা করণের অভিযোগে আনন্দ ও বলরামের একত্র বিচার হইতে এবং বধাপরাধের নিমিত্ত কেবল আনন্দের বিচার হইতে পারিবে।

(গ) আনন্দ ও বলরাম একই চৌর্য্য করিয়াছে বলিয়া দুই জনের নামে নালিশ হয়। ও সেই ব্যাপারের মধ্যে বলরাম অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়। যে নালিশমতে আনন্দ ও বলরাম দুই জনের চৌর্য্যাপরাধ করিবার অভিযোগ হইল সেই অভিযোগে দুই জনের একত্র বিচার এবং অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধে কেবল বলরামের বিচার হইতে পারিবে।

২৪১ ধারা। একই ব্যক্তির নামে দুই কি তাধিক অভিযোগ হইয়া তন্মধ্যে এক কি অধিক অভিযোগমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে বাদী কিম্বা অন্য যে কর্ম্মকারক অভিযোগের সপক্ষ কার্য্য চালান তিনি আদালতের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অন্য এক কি অধিক অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন কিম্বা আদালত আপন ইচ্ছামতে ঐ অন্য অভিযোগের তদন্ত লওন কি বিচারকার্য্যে নিবৃত্ত হইতে পারিবেন। তদ্রূপে উঠাইয়া লওয়া গেলে সেই কিম্বা সেই২ অভিযোগে মুক্ত হইবার ন্যায় ফল হইবে।

অনেক অভিযোগ হইয়া একের প্রমাণ হইলে অন্য সকল অভিযোগ উঠাইয়া লইবার কথা।

বিংশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি।

২৪২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন সেই মোকদ্দমায় এই প্রণালীমতে কর্ম্ম করিবেন।

সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪৩ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে আনা গেলে তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে তৎসংক্রান্ত বিশেষ বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাত করা যাইবে ও তাহাকে এই জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তোমাকে অপরাধী নির্ণয় না করিবার কোন কারণ দেখাইতে পার কি না। কিন্তু রীতিমত অভিযোগপত্র লেখা যাইবে না।

অভিযোগের মর্ম্ম জানাইবার কথা।

২৪৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে যতদূর সম্ভব তাহার ব্যবহৃত শব্দে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে, ও তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করা কেন না যাইবে সে ইহার উপযুক্ত কারণ না দেখাইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে তাহার কথা।

২৪৫ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মাজিষ্ট্রেট বাদী থাকিলে তাহার কথা ও অভিযোগের পোষকতার যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহা ও শুনিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা ও সে প্রতিবাদের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করে তাহা ও শুনিবেন।

তদ্রূপ স্বীকার না হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেট বাদির কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে, উচিত বোধ করিলে কোন সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

বিচারের কার্য্য পক্ষে সাক্ষির উপস্থিত হইবার যে খরচ যুক্তিমতে লাগিতে পারে মাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রার্থনামতে সমন দিবার পূর্ব্বে আদালতে ঐ খরচ আমানৎ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২৪৬ ধারা। ২৪৫ ধারার উল্লিখিত সাক্ষ্য লইয়া এবং অন্য যে সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেট স্বেচ্ছামতে উপস্থিত করান তাহা লইয়া ও বিহিত বোধ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লইয়া মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করিবার আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

মুক্ত করণের কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী নির্ণীত হইলে মাজিষ্ট্রেট আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

দণ্ডাজ্ঞার কথা।

২৪৭ ধারা। নালিশের কি সমনের ভাব যেরূপ হউক না কেন, স্বীকৃত কি প্রামাণীকৃত বৃত্তান্ত দৃষ্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার্য্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়, মাজিষ্ট্রেট ২৪৪ কি ২৪৬ ধারামতে তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

অপরাধ নির্ণয় নালিশ বা সমনে আবদ্ধ না থাকিবার কথা।

২৪৮ ধারা। নালিশক্রমে সমন দেওয়া গিয়া থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা তৎপশ্চাৎ যে দিনে মোকদ্দমার শুনানী হয় সেই দিনে বাদী উপস্থিত না হইলে মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন কিন্তু তিনি কোন কারণে সেই মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত করিয়া অন্য দিন নিরূপণ করা উপযুক্ত বোধ করিলে তাহা করিতে পারিবেন।

বাদী উপস্থিত না হইলে তাহার কথা।

২৪৯ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমার শেষ আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিবার উপযুক্ত হেতু আছে এই বিষয়ে বাদী মাজিষ্ট্রেটের প্রবোধ জন্মাইতে পারিলে তিনি ঐ নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন, এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন।

নালিশ উঠাইয়া লইবার কথা।

২৫০ ধারা। নালিশ ভিন্ন অন্য প্রকারে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট হেতু

বাদী না থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

(জ) আনন্দ একই সময়ে বলরামকে ও চন্দ্রকে ও দীননাথকে ভীত করিবার নিমিত্ত তাহাদের শারীরিক হানির ভয় দর্শাইল। উক্ত তিন ব্যক্তির পক্ষে যে তিনটি অপরাধ হইল ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৫০৬ ধারামতে তাহার নামে প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও প্রত্যেক অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ক) অবধি (জ) পর্য্যন্ত উদাহরণে যে স্বতন্ত্র২ অভিযোগের উল্লেখ হইল তাহার এক কালে বিচার হইতে পারিবে।

২ প্রকরণের।

(ঝ) আনন্দ অন্যায়মতে বলরামকে বেত্রাঘাত করে। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৫২ ও ৩২৩ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঞ) কএক বস্তা শস্য চুরি হইয়া আনন্দকে ও বলরামকে লুকাইয়া রাখিবার নিমিত্ত দেওয়া যায়। তাহারাও সেই শস্য চোরা দ্রব্য জানিয়া বরাইর সকল চাউলের নীচে লুকাইয়া রাখিবার কার্য্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরস্পর সাহায্য করিল। আনন্দের ও বলরামের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪১১ ও ৪১৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহাদের সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ট) অন্নদা তাহার সন্তান ফেলাইয়া যায় ও জানে যে তাহাতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ঐ রূপে ফেলাইয়া যাওয়াতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হয়। অন্নদার নামে ভারতবর্ষী দণ্ডবিধির আইনের ৩১৭ ও ৩ ৪ ধারামতে অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঠ) বলরাম নামক রাজকীয় কার্য্যকারকের ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১৬৭ ধারামত অপরাধ নির্ণয় হয় এই নিমিত্ত আনন্দ দুষ্টভাবে প্রমাণ স্বরূপ জাল করা দলীল উপস্থিত করিল। ঐ আইনের ৪৭১ ধারার সহিত ৪৬৬ ধারা পাঠ করিয়া আনন্দের নামে ৪৭১ ও ১৯৬ ধারামত অপরাধের পৃথক২ অভিযোগ ও তাহার পৃথক২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

৩ প্রকরণের।

(ড) আনন্দ বলরামের দ্রব্য অপহরণ করেও সেই কার্য্যে করণে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার পীড়া জন্মায়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৩ ও ৩৯২ ও ৩৯৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

কি অপরাধ হইয়াছে এই বিষয়ের সন্দেহ স্থলের কথা।

২৩৭ ধারা। একই ক্রিয়ার কিম্বা ক্রিয়া স যোগের ভাব দৃষ্টে যেং বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারে তাহাতে অনেক অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধটি হইল এই বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তাহাব সমুদয় কি অন্যতর অপরাধ করিবার অভিযোগ হইতে পারিবে ও সেই২ অভিযোগের মধ্যে একই সময়ে তাহার কোন সংখ্যার বিচার হইতে পারিবে কিম্বা উক্ত সকল অপরাধের মধ্যে অন্যতর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে।

উদাহরণ

যে ক্রিয়া চৌর্য্য হইতে পারে বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ বা অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ বা বঞ্চনা অপরাধও হইতে পারে আর অন্য নামে এমত ক্রিয়ার অভিযোগ হয়। তাহার নামে চৌর্য্য ও চোরা দ্রব্য গ্রহণ ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ও বঞ্চনা অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে অথবা চৌর্য্য কি চোরা দ্রব্য গ্রহণ কি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ কিম্বা বঞ্চনা করণ ইহার মধ্যে কোন এক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহার অন্য অপরাধ যে স্থলে নির্ণয় হইতে পারিবে তাহার কথা।

২৩৮ ধারা। ৩৭ ধারার লিখিত স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে এবং ঐ ধারার বিধানমতে অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত সে ঐ অন্য অপরাধ করিয়াছে প্রমাণদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে তাহার যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দের নামে চৌর্য্যের অভিযোগ হয়। কিন্তু সে অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকা করিয়াছে কিম্বা চোরাদ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে ইহা দৃষ্ট হইল। তাহার নামে ঐ২ অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকা কিম্বা স্থলবিশেষে চোরাদ্রব্য গ্রহণ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহা অভিযোগের অপরাধ মধ্যে ধরা গেলে তাহার কথা।

২৩৯ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে যে অপরাধ অনেক ক্রিয়ার সমষ্টি সেই অপরাধের অভিযোগ হইলে অভিযোগের এক অংশের প্রমাণ না হইলেও অন্য যে অংশের প্রমাণ হয় তাহাই অন্য ক্ষুদ্রতর অপরাধের তুল্য হইলে তাহার যে ক্ষুদ্রতর অপরাধ প্রমাণ হইল তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তির নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, যদি তিনি এরূপ বৃত্তান্তের প্রমাণ দিতে পারেন যাহাতে উহা ক্ষুদ্রতর অপরাধে পরিণত হয় তাহার নামে ঐ ক্ষুদ্রতর অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

১৯৯ বা ২০০ ধারার আদেশমত নালিশ করা না গেলে, উক্ত ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) অ নন্দ মুটিয়া বলিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাসপূর্ব্বক কোন দ্রব্য দেওয়া গেলে সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৭ ধারামতে এই অভিযোগ হইল। সেই ব্যক্তি ঐ দ্রব্য লইয়া ৪০৬ ধারামতে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে কিন্তু মুটিয়া বলিয়া ঐ দ্রব্য বিশ্বাস পূর্ব্বক তাহাকে দেওয়া যায় নাই ইহা দৃষ্ট হইলে ৪০৬ ধারামতে তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকা অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছেন বলিয়া তাহার নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারামত অভিযোগ হয়। তিনি প্রমাণ করেন যে অকস্মাৎ অত্যন্ত রাগজনক ব্যাপার ঘটাতে তিনি ঐ কার্য্য করেন। দণ্ডবিধি আইনের ৩৩৫ ধারামতে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

যেং ব্যক্তিদের অভিযোগ একত্র ধরা যাইতে পারে তাহাদের কথা।

২৪০ ধারা। দুই কি তদধিক ব্যক্তির নামে একই অপরাধের কিম্বা একই ব্যাপারে ভিন্ন২ অপরাধের অভিযোগ হইলে কিম্বা এক ব্যক্তির নামে অপরাধ করণের ও অন্য ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের সহায়তা কি অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণের অভিযোগ হইলে আদালত যদি উচিত বোধ করেন তবে তাহাদের নামে একত্র

নথী ও নিষ্পত্তি যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহার কথা।

২৬৬ ধারা। ২৬৪ ধারামতে যে রিকার্ড লেখা যায় ও ২৬৫ ধারামতে যে নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যায় হয় ইঙ্গরাজী ভাষায় না হয় আদালতের ভাষায় অথবা বিচারপতি অব্যবহিতরূপে যে আদালতের অধীন সেই আদালতের আদেশ হইলে ঐ বিচারপতির স্বদেশীয় ভাষায় ঐ রিকার্ড ও নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে।

বেঞ্চের কেরাণী রাখিতে পারিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেটদের যে বেঞ্চ সরাসরী মতে অপরাধের বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ বেঞ্চ অব্যবহিত রূপে যে আদালতের অধীন তাঁহাদিগকে সেই আদালতের নিযুক্ত এক জন আমলা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রিকার্ড কি নিষ্পত্তি লেখাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। রিকার্ড কি নিষ্পত্তি তদ্রূপে লিখিয়া দেওয়া গেলে ঐ বেঞ্চের যত জন উপস্থিত হইয়া ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্য চালান তাঁহারা প্রত্যেকে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হাই কোর্টের ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি।

ক।—উপক্রমণিকা।

হাই কোর্ট।

২৬৭ ধারা। মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে যে সকল হাই কোর্ট স্থাপন হইয়াছে কি হইবে, এই অধ্যায়ে "হাই কোর্ট" শব্দে সেই সকল হাই কোর্ট, ও পাঞ্জাবের চীফকোর্ট এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অন্য যে সকল আদালত এই অধ্যায়ের অভিপ্রায়ানুযায়ি হাই কোর্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন সেই সকল আদালতও বুঝাইবে।

হাই কোর্টে জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।

২৬৮ ধারা। এই আইনমতে কোন হাই কোর্টে যত মোকদ্দমার বিচার হয়, সকলই জুরির সহযোগে হইবে এবং এই আইনমতে, কিম্বা মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ক্রমে যে হাই কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে তাহার পেটেণ্টপত্রমতে যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা হাই কোর্টের প্রতি অর্পিত হয় এবং আইনে তাহার অন্যরূপ বিধান থাকিলেও ঐ হাই কোর্ট আদেশ করিলে, জুরির সহযোগে ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবে।

সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহকারিতায় বিচার হইবার কথা।

২৬৯ ধারা। সেশন আদালতে যে বিচার হয় তাহা জুরির দ্বারা অথবা দুই কি তদধিক জন আসেসরের সহকারিতায় করা যাইবে।

সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এই আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৭০ ধারা। কোন জিলার কোন সেশন আদালতে সকল অপরাধের কিম্বা বিশেষ কোন২ শ্রেণীর অপরাধের বিচার জুরির দ্বারা করিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে আদেশ প্রচার দ্বারা এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সময়ে২ সেই আজ্ঞা রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

কোন কোনটী জুরির বিচার্য্য ও কোন কোনটী নহে এরূপ ভিন্ন২ অপরাধের নিমিত্ত এককালে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইলে জুরির দ্বারা তাহার প্রত্যেক অপরাধের বিচার হইবে।

সেশন আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তা দ্বারা বিচারের কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার কথা।

২৭১ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ প্রত্যেক মোকদ্দমার বিচার কালে রাজকীয় অভিযোক্তা অভিযোগের কার্য্য চালাইবেন।

(খ)।— কার্য্যারম্ভের বিধি।

বিচার আরম্ভ করণের কথা।

২৭২ ধারা। আদালত বিচার কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্মুখে উপস্থিত হইবে অথবা তাহাকে সম্মুখে আনা যাইবে। ও তাহার নিকট অভিযোগপত্র পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে, ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তুমি এই পত্র লিখিত অপরাধের অপরাধী, না বিচার হইবার দাওয়া রাখ।

অপরাধস্বীকার করিলে তাহার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

অপরাধ স্বীকার না করিবার কি বিচার হইবার দাওয়ার কথা

২৭৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে কি অপরাধী স্বীকার না করিলে কিম্বা বিচার হইবার দাওয়া করিলে আদালত পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে জুরি কিম্বা আসেসরদিগকে মনোনীত করিয়া বিচারের কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবেন।

জুরির কি আসেসরদের পরিবর্ত্ত না হইয়া ক্রমশ বহু অপরাধির বিচার হইতে পারিবার কথা।

কিন্তু পশ্চাল্লিখিত আপত্তি করিবার অধিকার মানিয়া আদালত জুরি কি আসেসরদিগকে পরিবর্ত্ত না করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বা তাঁহাদের সহকারিতায় অভিযুক্ত যত জনের বিচার করা বিহিত জ্ঞান করেন ক্রমশ তত জনের বিচার করিতে পারিবেন।

অভিযোগের প্রতিপোষণ হইতে না পারিলে যে কথা লেখা যাইবে তাহার কথা।

২৭৪ ধারা। অভিযোগের কিম্বা তাহার কোন অংশের প্রতিপোষণ হইবার আইনমত প্রমাণ নাই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আদালতের একরূপ বোধ হইলে বিচারপতি অভিযোগ পত্রের উপর সেই মর্ম্মের কথা লিখিয়া দিতে পারিবেন।

ঐ লিখিত কথার ফলের কথা।

ঐ কথা লেখা গেলে ঐ অভিযোগপত্রের কিম্বা স্থল বিশেষে তাহার ঐ অংশের উপর কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত হইবে।

গ।—জুরি নির্ব্বাচনের বিধি।

কত জন লইয়া জুরি হইবে তাহার কথা।

২৭৫ ধারা। হাই কোর্টে বিচার হইলে নয় জন ব্যক্তিকে লইয়া জুরি হইবে। সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোন জিলার সম্পর্কে কিম্বা ঐ জিলার মধ্যে

বিশেষ কোন শ্রেণীর অপরাধ সম্পর্কে কোন আজ্ঞা করিলে তদনুসারে তিন জনের অন্যূন ও নয় জনের অনধিক বিষম সংখ্যক ব্যক্তিকে লইয়া জুরি হইবে।

সেশন আদালতে ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য লোক দের বিচারার্থ জুরির কথা।

২৭৬ ধারা। সেশন আদালতে জুরির দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন কোন ব্যক্তির বিচার হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি চাহিলে জুরির অধিকাংশ ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দিগকে লইয়া হইবে।

গুলিবাঁট দ্বারা জুরি মনোনীত হইবার কথা।

২৭৭ ধারা। যে ব্যক্তি দিগকে জুরির কর্ম্ম করিতে সমন করা যায় হাই কোর্ট সময়েং বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে গুলিবাঁট করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে জুরি মনোনীত করা যাইবে।

উপবিধি।

বর্ত্তমান রীতি চলিবার কথা।

(১) কিন্তু এইক্ষণে কোন জুরি মনোনীত করিবার বিষয়ে যে রীতি কোন আদালতে প্রচলিত আছে যত দিন উক্ত আদালতের নিমিত্ত এই ধারামত বিধি প্রচার না হয় তত দিন সেই রীতি চলিবে।

যাঁহাদিগকে সমন দেওয়া যায় নাই তাঁহাদিগকে কখন গ্রহণ করিতে পারা যায় তাহার কথা।

(২) জুরিতে যত জন লোকের প্রয়োজন যাহাদিগকে সমন করা গিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে তত জন না থাকিলে অন্য যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন আদালতের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে লোক মনোনীত করিয়া সংখ্যা পূর্ণ করা যাইতে পারিবে।

বিশেষ জুরির সহযোগে বিচার হইবার কথা।

(৩) কোন রাজধানীতে কোন ব্যক্তির বিচার হইলে (ক) যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হইতে পারে তাহার নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে, কিম্বা

(খ) অন্য কোন স্থলে হাইকোর্টের এক জন জজ আদেশ করিলে পশ্চাল্লির্দ্দিষ্ট বিশেষ জুরির ফর্দ্দ হইতে জুরর দিগকে মনোনীত করা যাইবে।

জুরির নাম ডাকিবার কথা।

২৭৮ ধারা। জুরির এক২ ব্যক্তি মনোনীত হইল তাঁহার নাম উচ্চ স্বরে ডাকা যাইবে, ও উপস্থিত হইলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে এই ব্যক্তির দ্বারা তোমার বিচার হওয়ার কোন আপত্তি আছে কি না।

জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তির কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযোক্তা জুরর ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন ও তাঁহার সেই আপত্তির কারণ জানাইতে হইবে।

কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার কথা।

কিন্তু হাই কোর্টে মহারাণীর পক্ষে আট পর্য্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে ও অভিযুক্ত একই কি সকল ব্যক্তির পক্ষে আট পর্য্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার অনুমতি থাকিবে।

আপত্তির কারণের কথা।

২৭৯ ধারা। পশ্চাল্লিখিত কোন কারণে জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে যে আপত্তি করা যায় তাহা আদালতের হৃদ্বোধ জনক হইলে গ্রাহ্য হইবে, অর্থাৎ

(ক) কোন ব্যক্তির পক্ষপাতী হওয়া অনুমান কিম্বা তিনি পক্ষপাতী আছেন বলিয়া যে আপত্তি।

(খ) ব্যক্তি বিশেষের বিষয়ে আপত্তি যথা তিনি ভিন্নদেশীয় লোক, কিম্বা যৎকালে যে বা যা কি বিধি চলিত থাকে, আইনের তুল্য বলবৎ সেই বিধি কি ব্যবস্থামতে যে২ গুণ থাকা আবশ্যক তাঁহার এমত কোন গুণের অভাব আছে কিম্বা তাঁহার বয়স ২১ বৎসরের কম বা ৬০ বৎসরের অধিক, বলিয়া যে আপত্তি।

(গ) তিনি আচারক্রমে কিম্বা ধর্ম্মসংক্রান্ত মানত করিয়া সাংসারিক সমস্ত বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়াছেন।

(ঘ) ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে কি তাহার অধীন কোন পদে নিযুক্ত আছেন।

(ঙ) তিনি পোলীস সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, কিম্বা তাঁহার প্রতি পোলীস সংক্রান্ত কোন কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে।

(চ) যে অপরাধ হেতুক তিনি আদালতের বিবেচনামতে জুরির কর্ম্ম করিতে অযোগ্য হন তাঁহার এমত কোন অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে।

(ছ) সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া যায় কিম্বা দোভাষী যে ভাষায় অর্থ করিয়া দেন তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না।

(জ) আদালতের বিবেচনামতে অন্য যে গতিক প্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির জুররের কর্ম্ম করা অনুচিত হয় এমত কোন গতিক থাকার হেতু।

আপত্তি নিষ্পত্তির কথা।

২৮০ ধারা। কোন জুরর সম্বন্ধে যে আপত্তি করা যায় সেই আপত্তি গ্রাহ্য কি না এই বিষয়ে আদালত নিষ্পত্তি করিবেন ও আদালতের সেই নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও চূড়ান্ত হইবে।

যে জুররের বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রাহ্য হয় তাহার স্থানে অন্য লোক নিয়োগের কথা।

আপত্তি গ্রাহ্য হইলে জুরিকে ডাকিবার সমনমতে অন্য যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে। ২৭৯ ধারার বিধানমতে তাঁহাকে মনোনীত করা যাইবে। অন্য ব্যক্তি না থাকিলে জুরির ফর্দ্দে যাহার নামলেখা আছে এমত অন্য যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন কিম্বা আদালত অন্য যাহাকে জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত জ্ঞান করেন এমত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই ব্যক্তির বিষয়ে ২৭৯ ধারামতে কোন আপত্তি না হয় হইলেও গ্রাহ্য না হয়।

জুরির প্রধান ব্যক্তির কথা।

২৮১ ধারা। জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহারা আপনাদের এক জনকে অধিপতি বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

ঐ অধিপতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই২। জুরি কোন বিষয় বিবেচনা করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বসিলে তিনি অধ্যক্ষতা করিবেন, ও আদালতে জুরির নিষ্পত্তি জ্ঞাত করিবেন

কিম্বা জুরি আদালতের নিকট কোন সংবাদ জানিতে চাহিলে তিনিই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

ঐ জুরির অধিপতিপদে কে নিযুক্ত হইবেন এতদ্বিষয়ে জজ যে সময় যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন সেই সময় মধ্যে যদি তাঁহাদের অধিকাংশের এক মত না হয়, তবে আদালত ঐ অধিপতিকে মনোনীত করিবেন।

২৮২ ধারা। জুরির অধিপতি নিযুক্ত হইলে, ভারতবর্ষীয় শপথ বিষয়ক ৮৭৩ সালের আইনমতে জুরর দিগকে শপথ দেওয়া যাইবে।

জুররদিগকে শপথ দিবার কথা।

২৮৩ ধারা। জুরির দ্বারা কোন মোকদ্দমার বিচার কার্য্য চলিতেছে এমন সময়ে যদি নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ঐ জুরির কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কোন কারণে ঐ বিচারের তাবৎ কাল উপস্থিত থাকিতে না পারেন, কিম্বা জুরির অন্যতর ব্যক্তি অনুপস্থিত হইলেও যদি তাঁহাকে উপস্থিত করান যাইতে না পারে, তবে একজন নূতন জুরর গ্রহণ করা যাইবে, কিম্বা ঐ জুরির সমুদয় ব্যক্তিকে বিদায় করা যাইবে ও নূতন জুরি মনোনীত হইবেন।

জুরর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ঐ রূপ প্রত্যেক স্থলে মোকদ্দমার প্রথমাবধি পুনশ্চ বিচার হইবে।

২৮৪ ধারা। আসামী পীড়াপ্রযুক্ত আদালতের সম্মুখে থাকিতে না পারিলে জজ সাহেব জুরিকে বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন।

আসামীর পীড়া হইলে জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার কথা।

ঘ।—আসেসর নির্ব্বাচনের বিধি।

২৮৫ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় বিচার করিতে হইলে আসেসরদের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিদিগকে সমন করা যায় জজ সাহেব যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাহাদের মধ্য হইতে দুই কিম্বা তদধিক আসেসর মনোনীত করা যাইবে।

আসেসরদিগকে যে রূপে মনোনীত করা যাইবে তাহার কথা।

২৮৬ ধারা। আসেসরদের সাহায্যে কোন মোকদ্দমার বিচার হইতেছে এমন সময়ে নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে কোন আসেসর উপযুক্ত কোন কারণে বিচারবিশেষ না হওন পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে না পারিলে অথবা অনুপস্থিত হইলে ও তাহাকে উপস্থিত করা যাইতে না পারিলে অন্য এক কি অধিক জন আসেসরের সাহায্যে ঐ বিচার কার্য্য চলিবে।

আসেসর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

বিচার করণ সময়ে সকল আসেসরেরই উপস্থিত হইবার বাধা হইলে কিম্বা তাঁহারা আপনারাই অনুপস্থিত হইলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত হইবে ও অন্য আসেসরদিগের সহকারিতায় মোকদ্দমার নূতন বিচার হইবে।

ঙ।—অভিযোগের ও প্রতিবাদের সমাপ্তি পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচারের বিধি।

২৮৭ ধারা। জুরর ও আসেসরদিগকে মনোনীত করা গেলে, যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে অভিযোক্তা ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি কিম্বা অন্য আইন হইতে সেই অপরাধের বর্ণনা পাঠ করিয়া এবং যে সাক্ষ্য দ্বারা তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণ করিতে চাহেন সংক্ষেপে তাহা বলিয়া স্বীয় মোকদ্দমার সূচনা করিবেন।

অভিযোগের মোকদ্দমা সূচনার কথা।

তদনন্তর তিনি আপনার সাক্ষিদের পরীক্ষা লইবেন।

সাক্ষিদের পরীক্ষা লই বার কথা।

২৮৮ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট সমর্পণ করেন তাঁহার সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা করা যায় তাহা অভিযোক্তা প্রমাণস্বরূপ দিবেন ও তাহা প্রমাণস্বরূপ পাঠ করা যাইবে।

মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবার কথা।

২৮৯ ধারা। যে সাক্ষিকে উপস্থিত ও পরীক্ষা করা যায় সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার যে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল তাহা যদি নিয়মিতরূপে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে লওয়া গিয়া থাকে, তবে আধিপত্যকারি জজের বিবেচনায় তাহা মোকদ্দমার প্রমাণমধ্যে ধরা যাইতে পারিবে।

প্রথমতদন্তের সময়ে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।

২৯০ ধারা। অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষিদের পরীক্ষা ও যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া যায় তাহা সমাপ্ত হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহে কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

অভিযোগের সাক্ষিদের পরীক্ষার পর কার্য্য প্রণালীর কথা।

সে যদি না বলে তবে অভিযোক্তা মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করিবেন। তাহা হইলে পর যদি আদালত অভিযোগের সমর্থনার্থ আইনমত সাক্ষ্য নাই এরূপ বিবেচনা করেন তবে আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার করিলে আপনার নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিবেন ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ জানাইতে আদেশ দিবেন।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে কিম্বা সে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি না বলিলে, যদি অভিযোক্তা মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করেন ও আদালত অভিযোগের সমর্থনার্থ আইনমত সাক্ষ্য আছে এরূপ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ দিবেন।

২৯১ ধারা। অনন্তর অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার সপক্ষ উকীল যে বৃত্তান্ত কি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতে চাহেন ও তাঁহার বিবেচনায় অভিযোগের সাক্ষ্য সম্বন্ধে যে কথা বলা আবশ্যক হয় তাহা বলিয়া স্বীয় প্রতিবাদ সূচনা করিবেন। তৎপরে তাঁহার সপক্ষ সাক্ষী থাকিলে তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও তাহাদের কূটপরীক্ষা ও পুনঃ পরীক্ষা করা গেলে তাহার পর আপনার মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

প্রতিবাদের কথা।

২৯২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বে যে সাক্ষির নাম দেয় নাই এমত সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে সে তাহার পরীক্ষা লইতে অনুমতি পাইবে। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করেন তাঁহাকে সাক্ষিদের যে নাম নির্ঘণ্ট

সাক্ষিদের পরীক্ষা লইতে ও তাহাদিগকে সমন করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকারের কথা।

দেওয়া যায় সেই নির্দ্দিষ্ট পত্রে যে সাক্ষিদের নাম লেখা থাকে ২১২ ধারার বিধানের স্থলভিন্ন অন্য স্থলে ঐ২ ব্যক্তি ছাড়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করাইতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার থাকিবে না।

অভিযোক্তার উত্তর দিবার অধিকারের কথা।

২৯৩ ধারা। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ ২৯০ ধারামতে জিজ্ঞাসিত হইলে, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহে বলে তবে অভিযোক্তার প্রত্যুত্তর করিবার অধিকার থাকিবে।

জুরির কি আসেসরদের দ্বারা স্থানাদি দৃষ্ট হইবার কথা।

২৯৪ ধারা। অমুক স্থানে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া যে স্থানের উল্লেখ হয়, অথবা মোকদ্দমার অনুসন্ধান পক্ষে গুরুতর ব্যাপার যে স্থানে ঘটিয়াছে জুরির কি আসেসরদের সেই স্থান দৃষ্টি করা বিহিত আদালত এমত বোধ করিলে সেই মর্ম্মের আজ্ঞা করিবেন। তাহা হইলে আদালতের কোন কার্য্যকারকের জিম্মায় ঐ জুরির কি আসেসরদের সমস্ত ব্যক্তিকে একত্র সেই স্থানে লইয়া যাওয়া যাইবে ও আদালতের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ঐ স্থান দেখাইয়া দিবেন।

আদালতের ঐ কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য যে অপর কোন ব্যক্তিকে আদালতের অনুমতি না হইলে ঐ জুরির কি আসেসরদের কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে কি পত্রাদি দিতে কি কোন প্রকারে ইঙ্গিতাদি করিতে না দেয় এবং আদালত অন্যরূপ আদেশ না দিলে সেই স্থান দৃষ্টি করিলে পর তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আদালতে পুনর্ব্বার আনা যাইবে।

জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের পরীক্ষা যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

২৯৫ ধারা। জুরির কোন ব্যক্তি কিম্বা আসেসর নিজে কোন প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত অবগত থাকিলে জজ সাহেবকে তাঁহার সেই কথা জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য। তাহা করিলে অন্য কোন সাক্ষির ন্যায় তাঁহার পরীক্ষা ও কূট পরীক্ষা ও পুনঃ পরীক্ষা লওয়া যাইতে পারিবে।

অধিবেশন কিম্বা দিনান্তর নিরূপণ হইলে জুরির কি আসেসরদের উপস্থিত হইবার কথা।

২৯৬ ধারা। যদি বিচারকার্য্য স্থগিত হইয়া ঐ কার্য্যানুষ্ঠানের অন্য দিন নিরূপণ করা যায় তবে সেই অন্য দিনে এবং বিচার কার্য্যের সমাপ্তি না হওন পর্য্যন্ত তৎপশ্চাৎ প্রত্যেক অধিবেশন কালে জুরির বা আসেসরদের উপস্থিত হইতে হইবে।

জুরিকে বদ্ধ রাখিবার কথা।

২৯৭ ধারা। কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে এক দিনের অধিক লাগিলে হাই কোর্ট সময়ে২ জুরির ব্যক্তিদের একত্র থাকিবার বিধি করিতে পারিবেন ও জুরির ব্যক্তিদিগকে কোর্টের কোন কর্ম্মকারকের জিম্মায় একত্র রাখিতে হইবে কি না ও যে প্রকারে রাখা যাইবে কিম্বা তাঁহারা স্ব২ গৃহে ফিরিয়া যাইতে পাইবেন এই বিষয়ে আবশ্যক বা জজ উক্ত বিধি প্রবল মানিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

চ।— জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় বিচার সমাপ্তির বিধি।

জুরির প্রতি উপদেশের কথা।

২৯৮ ধারা। জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় প্রতিবাদের সপক্ষ কার্য্য সমাপ্ত হইলে এবং অভিযোক্তা প্রত্যুত্তর করিলে সেই প্রত্যুত্তর সমাপ্ত হইলে পর আদালত অভিযোগের ও প্রতিবাদের সপক্ষ সাক্ষ্যের সার ব্যক্ত করিয়া ও যে আইনমতে জুরির বিচার করিতে হইবে সেই আইন ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবেন।

জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

২৯৯ ধারা। তদ্রূপ মোকদ্দমায় জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই২।—

(ক) তিনি আইনঘটিত সমস্ত বিবাদ বিশেষত যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয় সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক কি না এই বিষয়ের সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন ও মোকদ্দমার বিচারকালে যে সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয় তাহা গ্রাহ্য কিম্বা উভয় পক্ষ দ্বারা কি তাঁহাদের পক্ষে যে প্রশ্ন বিচারকালে উত্থিত হয় তাহা উপযুক্ত কি না ইহা নির্ণয় করিবেন এবং যে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য অন্যতর পক্ষ তদ্বিষয়ের আপত্তি করিলে বা না করিলেও তিনি স্বীয় বিবেচনা মতে তাহা উপস্থিত করিতে বারণ করিবেন।

(খ) বিচারকালে যে দলীল প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যায় তাহার অর্থ ও ভাব নিশ্চয় করিবেন।

(গ) বিষয় বিশেষের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে এই নিমিত্ত বৃত্তান্তঘটিত যে সকল বিষয়ের প্রমাণ করা আবশ্যক তাহা নির্ণয় করিবেন।

(ঘ) কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে তাহা আপনার বিবেচ্য না জুরির বিবেচ্য তিনি ইহাও নির্ণয় করিবেন ও সেই বিষয়ে তাঁহার নির্ণয় চূড়ান্ত হইবে।

জজ সাহেব যে সময়ে প্রমাণাদির সার ব্যক্ত করেন সেই সময়ে উচিত বোধ করিলে জুরির নিকট আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয়ে কিম্বা আইন ও বৃত্তান্ত এই দুইয়ের মিশ্রিত কোন বিষয়ে আপনার মত জানাইতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) কোন ব্যক্তিকে সাক্ষিস্বরূপে ডাকা না গেলেও তিনি কোন উক্তি করিলে এবং কোন ভাবগতিকে তাহার উক্তির প্রমাণ গ্রাহ্য হওয়াতে তাহার সেই উক্তির প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়।

এই স্থলে সেই ভাবগতিকের প্রমাণ হইয়াছে কি না এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য জুরির কর্ত্তব্য নয়।

(খ) আসল দলীল হারাইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঐ দলীলের গৌণ সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

আসল দলীল হারাইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে কি না ইহা নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

জুরির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

৩০০ ধারা। জুরির কর্ত্তব্য এই২।—

(ক) বৃত্তান্তের কোন্ ভাবটি সত্য ইহা নির্ণয় করিবেন এবং জজ সাহেবের আদেশমত তাহাদের সেই ভাবানুসারে যে মীমাংসা করা উচিত তাহা করিবেন।

(খ) আইনের কথা ছাড়া পারিভাষিক কথা ও শব্দের অপ্রসিদ্ধ ভাব ধরিয়া যাহার ব্যবহার হয় এমত

কথা কোন দলীলে লেখা থাকিলে কি না থাকিলেও যদি তাহার অর্থ নির্ণয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহার অর্থ নির্ণয় করিবেন।

(গ) আইনে যে সকল কথা বৃত্তান্তঘটিত কথা বলিয়া ব্যক্ত হয় সেই সকল কথা নির্ণয় করিবেন।

(ঘ) সাধারণ ও অনির্দ্দিষ্ট অর্থের কথা বিশেষ কোন স্থলে থাটে কি না ইহা নির্ণয় করিবেন। কিন্তু সেই কথা আইন অনুযায়ি কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কীয় কথা হইলে, কিম্বা আইনে সেই কথার অর্থ নিদ্ধারিত থাকিলে, এমত একতর স্থলে তাহার অর্থ নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

উদাহরণ।

(ক) বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের বিচার হয়। বধ ও অপরাধঘটিত নরহত্যা এই দুই অপরাধের মধ্যে যে বিশেষ থাকে জুরির নিকট তাহা ব্যক্ত করা এবং বৃত্তান্তের কিরূপ ভাবদৃষ্টে আনন্দকে বধাপরাধী বলিয়া কিম্বা অপরাধঘটিত নরহত্যার অপরাধী বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে ও কিরূপ ভাব দৃষ্টে তাহকে নির্দ্দোষ করিতে হইবে এই সকল কথা জ্ঞাত করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

বৃত্তান্তের কোন্ ভাবটি যথার্থ ইহা নির্ণয় করা এবং জজ সাহেব যে উপদেশ দেন তাহা ঠিক হউক কি নাই হউক ও জুরি তাহাতে সম্মত হইলে কি না হইলেও সেই আদেশানুসারে মীমাংসা করা জুরির কর্ত্তব্য।

(খ) বিশেষ কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত প্রতীতি ছিল কি না। কোন কর্ম্ম যুক্তিমত কৌশলক্রমে কিম্বা উপযুক্ত যত্নক্রমে করা গিয়াছে কি না।

এই ২ প্রশ্ন জুরির বিবেচ্য।

বিবেচনা করিবার জন্য জুরির বিরলে যাইবার কথা।

৩০১ ধারা। জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় জজ সাহেবের উপদেশ সমাপ্ত হইলে কিরূপ মীমাংসা করা কর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিবার জন্যে তাঁহারা বিরলে যাইতে পারিবেন।

আদালতের অনুমতি বিনা জুরর ভিন্ন অন্য কেহ সেই জুরির কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতে কিম্বা তাঁহাকে পত্রাদি দিতে কিম্বা ইঙ্গিতাদি করিতে পারিবে না।

মীমাংসা জানাইবার কথা।

৩০২ ধারা। জুরী মীমাংসা বিবেচনা করিলপর তাঁহাদের অধিপতি সেই মীমাংসা কিম্বা অধিকাংশ ব্যক্তির সেই মীমাংসা আদালতে জানাইবেন।

জুরির ঐকবাক্য না হইলে তাহার কথা।

৩০৩ ধারা। জুরির ঐকবাক্য না হইলে জজ সাহেব তাঁহাদিগকে আরো বিবেচনা করিবার নিমিত্ত বিরলে যাইবার আদেশ করিতে পারিবেন। পরে জজ সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত সময় গত হইলে পর জুরি একমত না হইলেও, তাঁহারা মীমাংসা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

প্রত্যেক অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা করিবার কথা।

জুরিকে জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করিতেপারিবার কথা।

৩০৪ ধারা। আদালত প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে যে২ অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় জুরি সেই অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা জানাইবেন। ও তাঁহাদের মীমাংসা নিশ্চয়মতে জানিবার নিমিত্ত যে২ প্রশ্ন করা আবশ্যক জজ সাহেব তাঁহাদের নিকট সেই২ প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া রাখিবার কথা।

সেই২ প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিতে হইবে।

মীমাংসা সংশোধনের কথা।

৩০৫ ধারা। ঘটনা বা ভ্রান্তিক্রমে অন্যায় মীমাংসা জানান গেলে তাহা লিখিত হইবার পূর্ব্বে কি অব্যবহিত পরে জুরী ঐ মীমাংসা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং শেষে যদ্রূপ সংশোধন করা যায় তাহা তদ্রূপই থাকিবে।

হাই কোর্টে মীমাংসা যে সময়ে প্রবল হইবে তাহার কথা।

৩০৬ ধারা। হাই কোর্টে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি আপনাদের মত সম্পর্কে একবাক্য হইলে, কিম্বা তাঁহাদের ছয় জন পর্য্যন্ত একবাক্য ও জজ সাহেব তাঁহাদের মতে সম্মত হইলে, জজ সাহেব উক্ত মতানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি একবাক্য হইবেন না তাঁহার ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, কিন্তু ছয় জন একবাক্য হইলে তাঁহাদের মুখ্য ব্যক্তি জজ সাহেবকে সেই কথা জানাইবেন।

অন্যস্থলে জুরিকে বিদায় দিবার কথা।

সেই অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতে জজ সাহেব সম্মত না হইলে তিনি জুরিকে বিদায় করিয়া দিবেন।

তাহাদের ছয় জন পর্য্যন্ত একবাক্য না হইলে জজ সাহেব যত কাল যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন তত কাল অপেক্ষা করিয়া জুরিকে বিদায় করিয়া দিবেন।

মীমাংসা সেশন আদালতে যে সময়ে প্রবল হইবে তাহার কথা।

৩০৭ ধারা। সেশন আদালতে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির যে মীমাংসা হয় জজ সাহেব তদ্ভিন্ন মত ধার্য্য করা আবশ্যক জ্ঞান না করিলে তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা যায় তবে জজ সাহেব তাহার নির্দ্দোষ হওনের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় তবে জজ সাহেব আইনানুসারে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

জুরির মীমাংসার সহিত জজ সাহেবের মতের অনৈক্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩০৮ ধারা। তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় যে২ অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় তৎসমুদয়ের কি তন্মধ্যে কোনটীর সম্বন্ধে জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির মতের সহিত জজ সাহেবের মতের যদি এত অনৈক্য হয় যে ন্যায়বিচারের পক্ষে তিনি হাই কোর্টে মোকদ্দমা অর্পণ করা আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহা হইলে আপন মতের হেতু লিখিয়া, ও জুরিদের মীমাংসা নির্দ্দোষ নির্ণয়ের হইলে, তাঁহার বিবেচনায় যে অপরাধ করা হইয়াছে তাহা লিখিয়া ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিবেন।

যখন জজ সাহেব এই ধারামতে মোকদ্দমা অর্পণ করেন যে২ অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় তন্মধ্যে কোনটীর সম্বন্ধে তিনি নির্দ্দোষ নির্ণয়ের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করিবেন না কিন্তু তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় হেফাজতে রাখিবার কি তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইবার অনুমতি করিতে পারিবেন।

হাই কোর্ট আপীল হইলে যে সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন তদ্রূপ অর্পিত মোকদ্দমা লইয়া তন্মধ্যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন কিন্তু যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিয়া তৎসম্মুখে উপস্থিত করা যায় তাহা লইয়া জুরি যদ্রূপে পারিতেন তদ্রূপ অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দ্দোষ নির্ণয় কি অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন। অপরাধ নির্ণয় করিলে সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিতেন সেই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ছ।—জুরিকে বিদায় দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিচারের বিধি।

জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনশ্চ বিচার হইবার কথা।

৩০৯ ধারা। জুরিকে বিদায় করিয়া দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে কিম্বা স্থল বিশেষ হাজিরজামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে ও অন্য জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইবে। কিন্তু তাহার পুনশ্চ বিচার হওয়া উচিত নয় জজ সাহেবের এই বিবেচনা হইলে, তিনি অভিযোগপত্রে সেই মর্ম্মের কথা লিখিবেন, ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করণের তুল্য সেই কথার ফল হইবে।

জ।—আসেসরদিগের সহকারিতায় যে মোকদ্দমার বিচার হয়, তাহার সমাপ্তির বিধি।

আসেসরদের মত দিবার কথা।

৩১০ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে, প্রতিবাদের পর ও অভিযোক্তা উত্তর দিলে তাহার পর আদালত প্রত্যেক জন আসেসরকে বচনক্রমে আপনার মত জানাইতে আদেশ করিবেন ও ঐ মত লিপিবদ্ধ করিবেন।

তদনন্তর জজ সাহেব আপনার নিষ্পত্তি দিবেন।

নিষ্পত্তির কথা।

কিন্তু তিনি আসেসরদের মতানুসারে চলিতে বাধ্য হইবেন না।

ঝ।—হাই কোর্টের জুররদের ফর্দ্দের ও উক্ত কোর্টে জুরিদিগকে ডাকিবার বিধি।

জুরির বহীর কথা।

৩১১ ধারা। এই আইন যে বৎসরে প্রচলিত করা যায় সেই বৎসরের জুরির বহীতে নানা ব্যক্তিদের নামের যে ফর্দ্দ থাকে তাহা এই অধ্যায় মতে জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের ঠিক ফর্দ্দ বলিয়া জ্ঞান হইবে। ও সেই বহীতে কেবল বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য বলিয়া যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে তাঁহাদিগকে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও যে বৎসরের নিমিত্ত ঐ ফর্দ্দ প্রস্তুত করা যায় সেই বৎসরে তাঁহারা এই অধ্যায়মতে কেবল বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বিশেষ জুরির সংখ্যার কথা।

৩১২ ধারা। বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দে এককালে দুই শতের অধিক ব্যক্তির নাম লেখা যাইবে না।

বিশেষ জুরির মুক্ত থাকার কথা।

বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দে যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে, তাঁহারা বিশেষ জুরি-ভিন্ন অন্য জুরির কর্ম্ম করিতে পাইবেন না। কিন্তু ঐ বিশেষ জুরির ফর্দ্দে তাঁহাদের নাম যত দিন লেখা থাকে তাঁহাদের পক্ষে কবল তত দিন সেই অনুগ্রহ বর্ত্তিবে।

সাধারণ ও বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দের কথা।

৩১৩ ধারা। হাই কোর্ট সময়ে২ যে২ বিধি নির্দ্দেশ করেন, ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন প্রতিবৎসর আপ্রিল মাসের প্রথম দিনের পূর্ব্বে সেই২ বিধিমতে,

(ক) সাধারণ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত সকল ব্যক্তির নামের ফর্দ্দ ও

(খ) যাঁহারা বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য তাঁহাদেরও নামের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন।

শেষোক্ত ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে গেলে তিনি ঐ ব্যক্তিদের সম্পত্তি ও সদাচার ও বিদ্যাবত্তা লক্ষ করিয়া নাম লিখিবেন।

পূর্ব্ব কোন বৎসরে বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দের মধ্যে নাম লেখা গিয়াছে, কেবল এই কারণে কোন ব্যক্তি বিশেষ জুরির নামের মধ্যে আপনার নাম লিখাইবার দাওয়া রাখিতে পারিবেন না।

কলিকাতার হাই কোর্ট হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব এবং অন্য কোন হাই কোর্ট হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় বেতনভোগি কোন কার্য্যকারককে জুরির কর্ম্ম করণ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

যে কর্ম্মকার ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন তাঁহার স্ববিবেচনা মতে কর্ম্ম করিবার কথা।

ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন পূর্ব্বোক্ত বিধি মানিয়া স্বীয় বিবেচনামতে যদ্রূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপে ঐ ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন হইবেন। তাঁহার নিষ্পত্তির উপর আপীল নাই পুনরালোচনাও নাই

প্রাথমিক ফর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা।

৩১৪ ধারা। যে কর্ম্মকারক সাধারণ জুরির এবং বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন, তিনি সেই২ ফর্দ্দের পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া তাহা প্রস্তুত করিবার পর আপ্রিল মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশ করিবেন

সাধারণ জুরির ও বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের সংশোধিত ফর্দ্দ পূর্ব্বোক্তমতে স্বাক্ষরিত হইয়া প্রস্তুত হইলে পর, যে মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশ করা যাইবে।

উক্ত ফর্দ্দের নকল কোর্ট হৌসের কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

৩১৫ ধারা। উক্ত সংশোধিত কর্ম্মে যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে প্রত্যেক সেশন সময়ে তাঁহাদের মধ্যে হইতে যাঁহারা বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের অন্যূন সাতাইশ জনকে, ও যাঁহারা সাধারণ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের অন্যূন চৌয়ান্ন জনকে সমন করা যাইবে।

জুরির কর্ম্ম করিতে যত জনকে সমন করিতে হইবে তাহার কথা।

কোন ব্যক্তিকে একবার সমন করা গেলে পর, যদি তাঁহাকে না লইয়া জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে, তবে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে আবার সমন করিতে হইবে না।

যেং ব্যক্তিদিগকে সমন করা গেলে, সেশনের কার্য্য চলন সময়ে তাঁহাদের সংখ্যা প্রচুর নয় জানা গেলে অন্য যে ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে জুরির কর্ম্ম করিতে যোগ্য হন তাঁহাদের মধ্যহইতে আর যত জনের প্রয়োজন থাকে তত জনকে ঐ সেশনের নিমিত্ত সমন করা যাইতে পারিবে।

অতিরিক্ত সমনের কথা।

৩১৬ ধারা। কোন হাই কোর্ট ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত রাজধানী নগরভিন্ন কোন স্থানে অধিবিষ্ট হইবার অভিপ্রায়ের নোটিস দিলে পর, যে কোন আজ্ঞা করিয়া থাকেন, তৎস্থানের সেশন আদালত সেই আজ্ঞা প্রবণ মানিয়া সেশন আদালতে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করণার্থে পরে যে প্রকারের বিধান করা গেল সেই প্রকারে স্বীয় জুরির ফর্দ্দ হইতে যত জন জুরের প্রয়োজন তাহাদিগকে সমন দিবেন।

রাজধানীর বাহিরে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার কথা।

৩১৭ ধারা। উক্ত সেশন আদালত জুরির ব্যক্তি বলিয়া যত জনকে সমন করিলেন, পূর্ব্বোক্ত হাই কোর্টের সম্মুখে যে সকল ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহাদের বিচারের জন্য ঐং ব্যক্তি ছাড়া আর যত জনকে লওয়া জুরি হইবে, তাঁহাদের সংখ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজন বোধ করিলে কোর্ট যে স্থানে অধিবেশন করিবেন তথাহইতে দশ মাইলের মধ্যবাসি প্রধান সেনাপতি সাহেবের সঙ্গে লিখন পঠন করিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের সনদ প্রাপ্ত ও সনদ অপ্রাপ্ত কএক জন কর্ম্মচারিকে সমন করাইবেন।

দৈনিক জুরির কথা।

সনদ প্রাপ্ত ও সনদ অপ্রাপ্ত যত জন কর্ম্মচারিকে তদ্রূপে সমন করা যায়, এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, তাঁহারা ঐ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য হইবেন। কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারির সৈন্যস ক্রান্ত অত্যাবশ্যক কার্য্য থাকাতে, কিম্বা সৈন্যসংক্রান্ত অন্য বিশেষ কারণে, প্রধান সেনাপতি সাহেব জুরির কর্ম্মহইতে তাঁহার মুক্ত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে সমন করা যাইবে না।

৩১৮ ধারা। কোন ব্যক্তিকে ৩১৫ কি ৩১৬ কি ৩১৭ ধারামতে সমন করা গেলে তিনি বৈধ কারণ না থাকিতেও সমনের আদেশমতে উপস্থিত না হইলে, কিম্বা উপস্থিত হইলেও জজ সাহেবের অনুমতি না পাইয়া চলিয়া গেলে কিম্বা আদালতের কার্য্য স্থগিত হইয়া অন্য সময়ে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইলেও সেই সময়ে উপস্থিত না হইলে, তাঁহাদের অবজ্ঞা করণের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও জজ সাহেবের যত টাকা দণ্ড উচিত বোধ করেন তাঁহার আজ্ঞামতে ঐ ব্যক্তির তত টাকা দণ্ড হইতে পারিবে, ও সেই দণ্ডের টাকা না দিলে, যত দিন না দেন তত দিন তাঁহার দেওয়ানী জেলে কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

জুরির কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে তাহার কথা।

ঞ।—সেশন আদালতে জুররদের ও আসেসরদের নাম নির্দ্দিষ্ট করিবার ও তাহাদিগকে সমন দিবার বিধি।

৩১৯ ধারা। কোন জিলায় পশ্চাল্লিখিত ব্যক্তিভিন্ন একবিংশ বৎসরাবধি ষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের যত পুরুষ বাস করেন, ঐ জিলায় যে কোন বিচার হয় তাহাতে তাঁহাদের জুরির ও আসেসরদের কর্ম্ম করিতে হইবে।

জুরর ও আসেসর স্বরূপ কর্ম্ম করিতে হইবার কথা।

৩২০ ধারা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম হইতে মুক্ত, অর্থাৎ,

বর্জিত ব্যক্তিদের কথা।

(ক) জিলার মাজিষ্ট্রেটের ঊর্দ্ধ শ্রেণীর যে সকল কর্ম্মকারক সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা।

(খ) জজেরা।

(গ) রাজস্বের কি কষ্টমের কমিশ্যনর ও কালেক্টর সাহেবেরা।

(ঘ) কষ্টম ডিপার্টমেন্টে মাসুল চুরি নিবারণের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

(ঙ) কালেক্টর সাহেব রাজস্ব আদায়ের কর্ম্মে নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তিকে রাজকীয় কর্ম্ম প্রযুক্ত মুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাঁহারা।

(চ) যারা আপনং ধর্ম্মসম্পর্কীয় পৌরহিত্য কর্ম্ম করেন তাঁহারা ও ধর্ম্মসংক্রান্ত পদে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তিরা।

(ছ) সৈন্যসম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি কিন্তু যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে উক্ত ব্যক্তিদিগকে বিশেষমতে ঐ কর্ম্ম করিবার যোগ্য করা গেলে তাঁহারা নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

(জ) চিকিৎসকেরা ও অন্য যে ব্যক্তিরা নিয়ত প্রকাশ্য রূপে চিকিৎসাকর্ম্ম করেন তাঁহারা।

(ঝ) ডাকঘরের ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

(ঞ) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে সকল ব্যক্তিকে জুরির কার্য্যে অব্যাহতি দেন তাঁহারা এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৪০ ও ৬৪১ ধারার বিধানমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যাঁহাদিগকে আদালতে স্বয়ং উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেন তাঁহারা।

৩২১ ধারা। জুরর বা আসেসর স্বরূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য যে ব্যক্তিরা সেশন জজ ও জিলার কালেক্টর সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েং অন্য যে কার্য্যকারককে এতৎপক্ষে নিযুক্ত করেন তাঁহার বিবেচনায় জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিবার যোগ্য হন, এবং ২৭৯ ধারার (খ) অবধি জ পর্য্যন্ত প্রকরণ ক্রমে যাঁহাদের বিরুদ্ধে সঙ্গতরূপ আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই উক্ত সেশন

জুরির ও আসেসরদের নাম নির্দ্দেশের কথা।

জজ কি কালেকটর সাহেব কিম্বা উক্ত অন্য কর্ম্মকারক বর্ণানুক্রমে তাঁহাদের জনের এক নির্ঘণ্টপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

ঐ নির্ঘণ্টপত্রে উক্ত প্রত্যেক জনের নাম ও বাসস্থান ও পদ কি ব্যবসায় লেখা থাকিবে ও তাঁহাদের কোন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় লোক হইলে যে জাতীয় হন তাহাও লেখা যাইবে।

নির্ঘণ্ট প্রচার করিবার কথা।

৩২২ ধারা। ঐ নির্ঘণ্টপত্রের প্রতিলিপি কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে, ও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টের আদালত ঘরে, ও সেই নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত ব্যক্তিরা যেং নগরে কি গ্রামের নিকটে বাস করেন তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

নির্ঘণ্টের প্রতি আপত্তির কথা।

৩২৩ ধারা। সেই প্রত্যেক প্রতিলিপির নিম্নভাগে এই মর্ম্মের নোটিস লেখা থাকিবে যে ঐ নির্ঘণ্ট বিষয়ে কাহার আপত্তি থাকিলে সেশন জজ ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক অমুক সময়ে সেশন আদালত ঘরে ঐ আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

নির্ঘণ্ট সংশোধনের কথা।

৩২৪ ধারা। সেশন জজ সাহেব উক্ত আপত্তি শুনিবার নিমিত্ত কালেকটর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের সঙ্গে বসিবেন ও ঐ নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ঐ নির্ঘণ্টপত্র সংশোধন করিবেন ও তৎসংশোধনে যাঁহাদের স্বার্থ থাকে এমত কোন ব্যক্তি আপত্তি করিলে তাহা শুনিবেন, কোন ব্যক্তিকে জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিবার অযোগ্য বিবেচনা করিলে কিম্বা ৩২০ ধারামতে সেই কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইবার যে বিধান আছে কোন ব্যক্তি সেই বিধান মতে নিষ্কৃতি চাহিলে তাঁহারা তাঁহাদের নাম উঠাইয়া ঐ কর্ম্মের যোগ্য অন্য যে ব্যক্তির নাম তন্মধ্যে লেখা যায় নাই তাহা লিখিবেন।

কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের ও সেশন জজ সাহেবের মতের অনৈক্য হইলে নির্ঘণ্টপত্র হইতে প্রস্তাবিত জুররের কি আসেসরের নাম উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ সংশোধিত পত্রের প্রতিলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া তাহা সেশন আদালতে পাঠাইবেন।

সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত ও সংশোধন করণ সম্পর্কীয় যে আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে।

এই ধারামতে নিষ্কৃতি পাইবার দাওয়া না করা গেলে, পরে নির্ঘণ্টপত্র যৎকালে সংশোধিত হইবে তৎকাল পর্য্যন্ত ঐ দাওয়া পরিত্যাগ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

বৎসর ২ ঐ পত্র সংশোধনের কথা।

৩২৫ ধারা। তদ্রূপে প্রস্তুত ও সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রতিবৎসর একবার সংশোধন করা যাইবে।

তদ্রূপ সংশোধিত নির্ঘণ্ট নূতন নির্ঘণ্টস্বরূপ জ্ঞান হইবে, ও প্রথমবার প্রস্তুত নির্ঘণ্টের পূর্ব্বোক্ত সকল বিধি ঐ নূতন নির্ঘণ্টের প্রতি খাটিবে।

জুরর ও আসেসর দিগকে আদালতে সমন করিবার কথা।

৩২৬ ধারা। সেশন আদালতের অধিবেশন কালে জুরিদ্বারা কিম্বা আসেসরদের সাহায্যাবলম্বনে যেং মোকদ্দমার বিচার হইবে সেই বিচার কালে ঐ আদালত যত জনের প্রয়োজন জ্ঞান করেন অধিবেশন করিবার নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে তিন দিন থাকিতে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ঐ সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত তত জনকে আহ্বান করিবার আজ্ঞাপত্র দিবেন। ঐ সেশনের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যত জনের প্রয়োজন হয়, তাহার দ্বিগুণের ন্যূন ব্যক্তিকে সমন করাইবেন না।

ঐ সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রে লিখিত যে ব্যক্তিরা তৎপূর্ব্বের ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদিগকে না ধরিয়া যদি উপযুক্ত সংখ্যক ব্যক্তিদিগকে পাওয়া যাইতে পারে তবে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে। কোন্ং ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে ইহা মুক্তদ্বার আদালতে গুলিবাট করিয়া নির্দ্ধার্য্য হইবে, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে যে আজ্ঞাপত্র দেওয়া যায়, তন্মধ্যে তাঁহাদের নাম লেখা যাইবে।

অন্য জুররদিগকে কি আসেসরদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

৩২৭ ধারা। সেশন আদালতের এককালীন অধিবেশনে অনেক মোকদ্দমার বিচার করিতে হইলে ও বিচারার্থে যে জুরিকে কি যে আসেসরদিগকে সমন করা গেল, তাঁহাদের সেই সমস্ত মোকদ্দমার বিচারের উপস্থিত থাকিতে হইলে বহু ক্লেশ সম্ভাবনা অথবা অন্য কোন কারণে আবশ্যক বোধ হইলে সেশন আদালত ৩২৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট সময়ভিন্ন অন্য সময়ে জুরর কি আসেসর দিগকে সমন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

সমনের পাঠের ও তাহা জারীকরিবার কথা।

৩২৮ ধারা। জুররকে কি আসেসরকে যে সমন দেওয়া যায় তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে। ও ঐ পত্রে যে সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে তাঁহার প্রতি ঐ সময়ে ও স্থানে জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করণার্থে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে।

গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ের কার্য্যকারককে কখন অব্যাহতি দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

৩২৯ ধারা। জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিকে সমন করা যায় তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মকারক হন সেই ব্যক্তির জুরির কি স্থল বিশেষে আসেসরের কর্ম্ম করিতে হইলে রাজকীয় কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে যে দপ্তরখানায় কর্ম্ম করেন সেই দপ্তরখানার প্রধান কর্ম্মকারকের উক্তিমতে ইহা দৃষ্ট হইলে আদালত ঐ ব্যক্তির উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন।

আদালতের জুরের কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি দিতে পারিবার কথা।

৩৩০ ধারা। উপযুক্ত হেতু থাকিলে সেশন আদালত বিশেষ কোন অধিবেশন কালে জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। সেশন আদালতের যে অধিবেশনকালে যাঁহারা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করেন আদালত সেই অধিবেশনে তাঁহাদের নামের নির্ঘণ্ট লেখাইবেন।

জুরির যে ব্যক্তিরা কি যে আসেসরেরা উপস্থিত হন তাহাদের নাম নির্ঘণ্টের কথা।

৩২৭ ধারামতে জুরর দর ও আসেসরদের নামের যে সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহার সঙ্গে উক্ত নির্ঘণ্টপত্র রাখিতে হইবে।

এই ধারামতে প্রস্তুত নির্ঘণ্টে যাঁহাদের নাম লেখা যায় উক্ত সংশোধিত পত্রের এক পার্শ্বে তাঁহাদের নামের উল্লেখ থাকিবে।

৩৩২ ধারা। কোন ব্যক্তিকে জুরর কি আসেসররূপে উপস্থিত হইবার সমন করা গেলে যদি যথোচিত কারণ ব্যতীত তিনি ঐ সমনের আদেশমতে উপস্থিত না হন কিম্বা উপস্থিত হইয়াও যদি আদালতের অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যান, কিম্বা বিচার বারা ... ... হইয়া দিনান্তরে নিরূপণ হলে সেই দিনে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইয়াও যদি উপস্থিত না হন তবে সেশন আদালত আদেশ করিলে তাঁহার একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

জুরর কি আসেসর অনুপস্থিত হইলে দণ্ডের কথা।

যে আদালত ঐ আজ্ঞা করেন তাঁহারা বিবেচনা করিলে যে স্থানের মধ্যে ঐ জুররের কি ঐ আসেসরের অস্থাবর যে দ্রব্য থাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ অর্থদণ্ড আদায় করিতে পারিবেন।

ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ অর্থদণ্ডের টাকা আদায় হইতে না পারিলে ঐ জুররকে কি আসেসরকে পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত দেওয়ানী জেলখানায় আবদ্ধ করা যাইতে পারিবে যদি মধ্যে ঐ টাকা দেওয়া যায় তবে মুক্ত করা যাইবে।

ট।—হাইকোর্ট সম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

৩৩৩ ধারা। এই আইনমতে কোন হাইকোর্টে বিচার কার্য্য চলন কালে আডবোকেট জেনেরল সাহেব মাননীয় সাহেবগণকে জানাইবার পূর্ব্বে কোন সময় শ্রীশ্রীমতীর পক্ষে কোর্টে এই কথা জানাইতে পারিবেন যে আসামীর বিপক্ষে যে অভিযোগ হইয়াছে তৎক্রমে আমি এই মোকদ্দমা আর চালাইব না তাহা হইলে আসামীর বিপক্ষে সেই অভিযোগ ক্রমে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইবে না ও তাহাকে সেই অভিযোগ হইতে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু তাহার তদ্রূপ মুক্ত করণ নির্দোষী নির্ণয়ের তুল্য হইবে না।

আডবোকেট জেনেরল অভিযোগ না চালাইবার ক্ষমতার কথা।

৩৩৪ ধারা। প্রত্যেক হাইকোর্টের চীফ জষ্টিস সাহেব সময়ে২ যে২ দিন, ও সুবিধামতে যত কাল ব্যবধানে অধিবেশন করিতে নিরূপণ করুন সেই২ দিনে ও তত কালান্তরে ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার জন্যে ঐ কোর্টের অধিবেশন হইবে।

অধিবেশনের সময়ের কথা।

৩৩৫ ধারা। হাইকোর্ট এইক্ষণে যে স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন সেই স্থানে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের প্রতি কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট অন্যান্য হাইকোর্টের প্রতি অন্য স্থানে অধিবেশন করিতে আজ্ঞা করিলে সেই স্থানে অধিবেশন করিবেন।

অধিবেশন করিবার স্থানের কথা।

কিন্তু সময়ে২ কোর্ট উইলিয়মের হাইকোর্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি লইয়া ও অন্যান্য স্থানের হাইকোর্ট তৎ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া আপীলী মোকদ্দমার পক্ষে ঐ কোর্টের বিচারাধিকারের যে সীমার মধ্যে প্রবল থাকে সেই সীমার অন্তর্গত অন্য যে২ স্থান নিরূপণ করেন, সেই২ স্থানে অধিবেশন করিতে পারিবেন।

ফৌজদারী মোকদ্দমার আদৌ বিচার করণার্থ হাইকোর্টের যে ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষমতানুক্রমে কার্য্য করিবার জন্যে অধিবেশন করিবার মানস থাকিলে চীফ জষ্টিস সাহেব যে কর্ম্মকারকের প্রতি আদেশ করেন তিনি ঐ অধিবেশন হইবার পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে তদ্বিষয়ের নোটিস প্রচার করিবেন।

অধিবেশনের নোটিস দিবার কথা।

৩৩৬ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদিগকেও ৩১৫ ধারামতে হাইকোর্ট যাহাদের বিচার হইতে পারে সেই ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট কোন২ জিলায় কিম্বা নগরের বহির্দিষ্ট কোন২ স্থানে হাইকোর্ট বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে ঐ কোর্ট আপনার বিধিমত অধিবেশনের স্থানে তাহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন অথবা নির্দ্দিষ্ট অন্য স্থানে তাহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার বিচার হইবার স্থানের কথা।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচার সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

৩৩৭ ধারা। ওয়ারণ্টের মোকদ্দমা হইলে অপরাধে যাহার সাক্ষাৎরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুমান হয় সেই ব্যক্তি ঐ কৃত অপরাধ বিষয়ে যাহা জ্ঞাত আছে সম্পূর্ণ ও যথার্থ ভাবে তাহার তাবৎ বৃত্তান্ত ও ঐ অপরাধে অন্য যত জন লিপ্ত থাকে তাহাদের নাম প্রকাশ করিবে এই নিয়মে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি ঐ মোকদ্দমার তদন্তকারি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেটের অনুমতিক্রমে অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

দায়ের ক্ষমা করিতে প্রস্তাব করিবার কথা।

কোন ব্যক্তি এই ধারামত ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে ঐ মোকদ্দমায় সাক্ষির ন্যায় ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

সেই ব্যক্তি যদি হাজিরজামিন দিয়া মুক্ত না থাকে তবে ঐ মোকদ্দমার বিচার সমাপ্ত না হওন পর্য্যন্ত তাহাকে হেফাজতে রাখা যাইবে।

জিলার মাজিস্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ভিন্ন যে মাজিস্ট্রেট এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব করেন, তিনি তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং কোন মাজিস্ট্রেট এই ধারামতে তদ্রূপ প্রস্তাব করিয়া যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা যায় তাহার পরীক্ষা লইলে আপনি মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন না ঐ ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয় সেই অপরাধ উক্ত মাজিস্ট্রেটের বিচার্য্য হইলেও পারিবেন না।

ক্ষমার প্রস্তাব করিতে আদেশ দিতে পারিবার কথা।

৩৩৮ ধারা। তদ্রূপ কোন অপরাধে যাহার স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুমান হয় যে আদালতে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায় সেই আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার কালে উক্ত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণাভিপ্রায়ে মোকদ্দমা সমর্পণ করা গেলে পর কিন্তু নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমার প্রস্তাব করিতে পারিবেন কিম্বা সমর্পণকারি মাজিস্ট্রেটকে বা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে ঐ ব্যক্তির ক্ষমার প্রস্তাব করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

যাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব হয় তাহাকেও বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৩৩৯ ধারা। ৩৩৭ কিম্বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব হইলে পর, কোন ব্যক্তি ঐ ক্ষমতার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেও আবশ্যক কোন কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করিয়া কিম্বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ঐ ক্ষমা পাইবার প্রস্তাবের নিয়ম অনুযায়ি কার্য্য যদি না করে তবে যে অপরাধ সম্পর্কে ক্ষমার প্রস্তাব হইয়াছে কিম্বা সেই বিষয় সম্বন্ধে সে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীত হয় সেই অপরাধের নিমিত্তে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব রহিত করা গেলে ক্ষমা পাইবার আশয়ে ঐ ব্যক্তি যে কথা কহিয়াছিল তাহা তাহার বিপক্ষ প্রমাণ মধ্যে উল্লেখ হইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল নিযুক্ত করিবার অধিকারের কথা।

৩৪০ ধারা। ফৌজদারী আদালতে কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, উকীলের দ্বারা সেই ব্যক্তির পক্ষসমর্থন হইবার অধিকার থাকিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝিতে না পারিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৩৪১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত না হইলেও তাহাকে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝাইয়া দিলেও সে বুঝিতে না পারিলে আদালত তদন্ত লওয়ার কি বিচারের কার্য্য চালাইতে পারিবেন। ও হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতে হইলে তদন্ত লইয়া যদি তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায় কিম্বা বিচার হইয়া যদি তাহার অপরাধ নির্ণয় হয় তবে ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত সহিত ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র হাই কোর্টে পাঠান যাইবে। হাই কোর্ট তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা।

৩৪২ ধারা। তদন্ত লওনের কার্য্যচলনের কোন সময়ে আদালত সময়েং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বে না জানাইয়া তাহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ করেন করিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই প্রশ্নের উত্তর না দিলেও কিম্বা তাহার উত্তরে মিথ্যা কথা কহিলেও তৎপ্রযুক্ত দণ্ডের যোগ্য হইবে না। কিন্তু তাহার উত্তর না দেওয়াতে কি মিথ্যা উত্তর দেওয়াতে আদালত ও জুরি থাকিলে জুরি তদ্বিষয়ের যে অনুমান ন্যায্য বোধ করেন করিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর প্রদান করে তাহা কেবল উক্ত তদন্ত ও বিচার কার্য্যে নহে, ঐ উত্তর হইতে সে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া বুঝা যায় সেই অপরাধের তদন্তে ও বিচার কার্য্যেও তাহার সপক্ষে বা বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ করাইতে হইবে না।

কোন কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা।

৩৪৩ ধারা। ৩৩৭ ও ৩৩৮ ধারায় যে স্থলের বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কোন বিষয়ের অঙ্গীকার করিয়া কি তাহাকে ভয় দেখাইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে তাহার জানা কোন কথা প্রকাশ করিবার কি গুপ্ত রাখিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতে হইবে না।

আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার ও তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিবার কথা। হেফাজতে ফিরাইয়া দিবার কথা।

৩৪৪ ধারা। কোন সাক্ষীর অনুপস্থান প্রযুক্ত কিম্বা যুক্তিসঙ্গত অন্য কারণে কোন তদন্তের কি বিচার কার্য্যের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা কি তাহার দিনান্তর নিরূপণ করা আবশ্যক কি উপযুক্ত হইলে আদালত হেতুলিপিবদ্ধ করিয়া আজ্ঞা লিখিয়া দিয়া সময়েং যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মে সেইং কার্য্য স্থগিত রাখিয়া কি তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিয়া যত কাল যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন তত কালের নিমিত্ত ওয়ারন্ট দিয়া তদ্রূপে অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকিলে তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে কোন মাজিস্ট্রেট একেবারে পঞ্চদশ দিনের অধিক কালের নিমিত্ত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হেফাজতে ফিরাইয়া পাঠাইবেন না।

হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য আদালত এই ধারামত আজ্ঞা করিলে উক্ত আজ্ঞা লেখা যাইবে, ও আধিপত্যকারী বিচারপতি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণের কথা।

ব্যাখ্যা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অপরাধ করিয়াছে এমত সন্দেহ করিবার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে ও তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইলে আরো প্রমাণ পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহাই তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ হয়।

অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিবার কথা।

৩৪৫ ধারা। নিম্নলিখিত টেবিলের প্রথম দুই ঘরে লিখিত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কএক ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ সম্বন্ধে এই টেবিলের তৃতীয় ঘরের লিখিত ব্যক্তিরা রফা করিতে পারিবেন।

অপরাধ।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের যেং ধারা খাটিবে।	যে ব্যক্তি অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিতে পারিবেন।
পীড়াজন্মান	৩২৩, ৩৩৪, ৩৩৭ ৩৩৮	যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায় সেই ব্যক্তি।
কোন ব্যক্তিকে অন্যায় মতে অবরোধ বা বন্ধ করণ	৩৪১ ৩৪২	যে ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ বা বদ্ধ কর যায় সেই ব্যক্তি।
আক্রমণ বা অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ করণ	৩৫২, ৩৫৮	যে ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ বা অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ করা যায় সেই ব্যক্তি।
বেআইনমীতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান	৩৭৪	যে ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান যায় সেই ব্যক্তি।
কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি নোকসান হইলে অপকার করণ।	৪২৬ ৪২৭	যে ব্যক্তির ক্ষতি কি নোকসান হয়, সেই ব্যক্তি।
অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করণ	৪৪৭	যে সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ ঘটে সেই সম্পত্তি যাহার অধিকারে থাকে সেই ব্যক্তি।
পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ	৪৪৮	
অপরাধভাবে চাকরির চুক্তি ভঙ্গ করণ	৪৯০, ৪৯১, ৪৯২	যে ব্যক্তির সহিত অপরাধী চুক্তি করিয়াছে সেই ব্যক্তি।
পরস্ত্রী গমন	৪৯৭	স্ত্রীলোকেরস্বামী।
অপরাধ ভাবে অন্যেরপত্নীকে ফুসলাইয়া লওয়া কি হরণ করা কি আটক করিয়া রাখা।	৪৯৮	
অপবাদ করণ	৫০০	যে ব্যক্তির অপবাদ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
যাহা অপবাদজনক জ্ঞান হয় এমত কোন বিষয় মুদ্রিত কি ক্ষোদিত করণ।	৫০১	
যাহাতে অপবাদজনক বিষয় থাকে এমন মুদ্রিত কি ক্ষোদিত বস্তু জানিয়া বিক্রয় করণ	৫০২	
শান্তিভঙ্গের প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানপূর্ব্বক অপমান করণ	৫০৪	যে ব্যক্তির অপমান করা যায় সেই ব্যক্তি।
যে অপরাধে সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন অপরাধভাবে ভয় দর্শান।	৫০৬	যে ব্যক্তিকে ভয় দর্শান যায়, সেই ব্যক্তি।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৪ ৩৩৫ ও ৪১৭ ধারামতে যথাক্রমে দণ্ডনীয় ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মান, ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মান ও বঞ্চনা করণ অপরাধের অভিযোগ যে আদালতে উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি পাইলে যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায় সেই ব্যক্তি কিম্বা স্থল বিশেষে যাহাকে বঞ্চনা করা যায় সেই ব্যক্তি তাহার রফা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন অপরাধের রফা হইতে পারিলে, উক্ত অপরাধের সাহায্যকরণ কিম্বা (যে স্থলে অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হয় সেইস্থলে) উক্ত অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণ ঐরূপ রফাযোগ্য হইবে

কোন ব্যক্তির এই ধারামতে রফা করিবার ক্ষমতার সম্বন্ধে অন্য কোন বাধা না থাকিলে, সেই ব্যক্তি যদি নাবালগ বা জড় বা উন্মাদগ্রস্ত হয়, যে ব্যক্তি তাহার পক্ষেচুক্তি করিতে পারেন তিনি ঐ অপরাধের রফা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন অপরাধের রফা করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করণের ন্যায় ফল হইবে।

এই ধারায় যে কোন অপরাধের উল্লেখ নাই তাহার রফা হইতে পারিবে না।

৩৪৬ ধারা। রাজধানী নগরের বহির্ভূত কোনজিলার মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তদন্তের কি বিচারের কার্য্যানুষ্ঠান হইতেছে এমন সময়ে যদি প্রমাণদৃষ্টে তাঁহার বোধহয় যেউক্ত জিলার অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটেরঐ মোকদ্দমার বিচার করা কি তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত, তিনি সেই আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিয়া আপনি যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাঁহার নিকটে কিম্বা জিলার মাজেষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহা পাঠাইতে আজ্ঞা করেন তাঁহার নিকটে ঐ মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন ও তৎসঙ্গে ঐ মোকদ্দমার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষেপ রিপোর্ট দিবেন।

মোকদ্দমা মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার বহির্ভূত হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ের কথা।

মোকদ্দমা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায় তিনি ক্ষমতাপন্ন হইলে আপনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন অথবা তাহা আপনার অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

৩৪৭ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন তদন্ত কালে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন মোকদ্দমার বিচার কালে নিষ্পত্তি করিবার পূর্ব্বে সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সেই মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত তাঁহার এমত জ্ঞান হইলে এবং তিনি বিচারার্থে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইলে তিনি আর সকল কার্য্য রহিত করিবেন এবং ইহার পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে প্রতিবাদিকে সমর্পণ করিবেন।

মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণের উচিত তদন্ত বা বিচার কার্য্য আরম্ভ হইলে পর যদি মাজিষ্ট্রেট এমত জ্ঞান করিলে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

ঐ মাজিষ্ট্রেটের বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে তিনি ৩৪৬ ধারামতে কার্য্য করিবেন।

৩৪৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১২ অধ্যায়ের কি ১৭ অধ্যায়মতে যে অপরাধের নিমিত্ত তিন বৎসর কি তদধিক কালের জন্য দণ্ড হইতে পারে কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি তাঁহার নামে উক্ত অধ্যায়ের অধ্যায়মতে তিন বৎসর কি তদধিক কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অন্য অপরাধের অভিযোগ হয় তবে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে নিয়ত অপরাধী জ্ঞান করিলে সামান্যতঃ তাহাকে সেশন আদালতে কি স্থলবিশেষে, হাই কোর্টে সমর্পণ করা যাইবে। কিম্বা কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ৩০ ধারামতে ক্ষমতা প্রদান করা গেলে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

পাকা মুদ্রা ও ইষ্টাম্প আইন ও সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহাদের অপরাধ প্রমাণ হইয়াছে তাহাদের বিচারের কথা।

৩৪৯ ধারা। বিচারকরিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচার সমাপনান্তে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী কিন্তু আমি যে প্রকারের কি যে পর্য্যন্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন ঐ ব্যক্তির তদ্ভিন্ন প্রকারের কি তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড হওয়া উচিত এমত হইলে তিনি সেই মত লিখিয়া রাখিতে পারিবেন ও দণ্ডের আজ্ঞা না করিয়া আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র সহিত ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপনি জিলার কি মহকুমার যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাঁহার নিকট পাঠাইবেন।

মাজিষ্ট্রেট উচিতমত কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অর্পণ করা যায় তিনি উচিত বোধ করিলে উভয় পক্ষের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও ঐ মোকদ্দমায় যে সাক্ষিরা সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাদিগকে পুনর্ব্বার ডাকাইয়া তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন এবং আরো সাক্ষ্য তলব করিয়া লইতে পারিবেন ও সেই মোকদ্দমার আইন অনুযায়ি যদ্রূপ দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তদ্রূপ আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু তিনি এই আইনের ৩২ ও ৩৩ ধারামতে যে দণ্ড দিতে পারেন তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড দিবেন না।

৩৫০ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কোন তদন্তে কি বিচার কার্য্যে সাক্ষ্যের সমুদয় কি এক অংশ শুনিলে পর সেই মোকদ্দমায় তাঁহার বিচারাধিপত্য রহিত হইলে ও তৎপশ্চাৎ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট অন্য মাজিষ্ট্রেট সেই বিচারাধিপত্য ক্রমে কর্ম্ম করিলে শেষোক্ত মাজিষ্ট্রেট আপন পূর্ব্বপদধারির কিম্বা অংশতঃ আপন পূর্ব্বপদধারির ও অংশতঃ আপনার লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যমতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন অথবা সাক্ষিদিগকে পুনশ্চ সমন করিয়া গোড়া অবধি তদন্ত কি বিচারকার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবেন।

সাক্ষ্যের এক অংশ এক মাজিষ্ট্রেটের ও অন্য অংশ অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইলে সেই সাক্ষ্যক্রমে অপরাধ নির্ণয় বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার কথা।

কিন্তু দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিতে আবশ্যক বিবেচনা সাক্ষিদিগকে বা কোন সাক্ষিকে পুনর্ব্বার সমন করাইয়া তাহাদের কথা শুনা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন বিচারকালে ইহার দাওয়া করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইল তিনি নিজে যে সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করেন মাত্র তৎক্রমে ঐ অপরাধ নির্ণয় হওয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে গুরুতর হানি হইয়াছে হাই কোর্টের কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এরূপ বোধ হইলে উক্ত কোর্ট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট বিনা আপীলে অপরাধ নির্ণয় করণসূচক সেই নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া নূতন তদন্ত কি বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে২ স্থলে ৩৪৬ ধারামতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখা গিয়াছে সেই২ স্থলের প্রতি এ ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

৩৫১ ধারা। কোন ব্যক্তি অভিযোগহেতুক ধৃত না হইয়া কি সমন না পাইয়া ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইলে, এবং প্রমাণক্রমে সে কোন অপরাধ করিয়াছে দৃষ্ট হইলে আদালত তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং অভিযোগমতে ধৃত কিম্বা সমন হওয়ার ন্যায় তাহার বিপক্ষে কার্য্য হইতে পারিবে।

অপরাধিরা আদালতে আইলে তাহাদিগকে আটককরিয়া রাখিবার কথা।

১৮ অধ্যায়মতে তদন্ত লইবার সময়ে কিম্বা বিচার আরম্ভ হইলে পর যদি সেই ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যায়, তবে সেই ব্যক্তি সম্পর্কীয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য নূতন আরম্ভ হইবে ও সাক্ষিদের কথা পুনশ্চ শুনা যাইবে।

৩৫২ ধারা। কোন অপরাধের তদন্ত কি বিচার হইবার নিমিত্তে কোন ফৌজদারী আদালতের যে স্থানে অধিবেশন হয় সেই স্থানই মুক্তদ্বার বিচারালয় জ্ঞান হইবে। তথায় সর্ব্বসাধারণ যত লোক সুবিধামতে ধরিতে পারে, তাহাদের যাইবার বাধা নাই।

আদালত মুক্তদ্বার হওয়ার কথা।

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ জজ বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সময়ে কোন বিশেষ মোকদ্দমার তদন্ত কি বিচার করেন সেই সময়ে উপযুক্ত বোধ করিলে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে সর্ব্বসাধারণ লোক কি কোন ব্যক্তি আদালতের ব্যবহৃত ঐ ঘরের কি অট্টালিকার মধ্যে আসিতে কি থাকিতে না পায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

তদন্তে ও বিচারকার্য্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক বিধি।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে সাক্ষ্য লইবার কথা।

৩৫৩ ধারা। প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে ১৮ ও ২০ ও ২১ ও ২২ ও ২৩ অধ্যায়মতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা সে স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইলে উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে সেই উকীলের সম্মুখে সেই সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

মফস্বলে সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।

৩৫৪ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ সাহেবের কৃত কি সম্মুখস্থ সরাসরি মোকদ্দমার বিচার ভিন্ন এই আইনমত সকল তদন্ত ও বিচার কার্য্যে নিম্নলিখিত প্রকারে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

সমনের মোকদ্দমায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন২ অপরাধির বিচারকালে নথীর কথা।

৩৫৫ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত যে মোকদ্দমায় সামান্যত সমন বাহির হইয়া থাকে এবং ২৬১ ধারার (থ) অবধি (ট) পর্য্যন্ত প্রকরণের লিখিত অপরাধের মোকদ্দমায় প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বিচার হইলে সেই মোকদ্দমার এক২ জন সাক্ষির পরীক্ষা লওন কার্য্য যেমন চলিতেছে মাজিষ্ট্রেট তাহার সাক্ষ্যের মর্ম্ম তেমনি সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিবেন।

মাজিষ্ট্রেট আপন হাতে ঐ মর্ম্মাত্মকলিপি লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন। তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

উক্ত আদেশমতে মাজিষ্ট্রেটের মর্ম্মাত্মকলিপি করিবার বাধা থাকিলে তিনি যে কারণ তাহা লিখিতে পারিলেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন, পরে মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে অন্যদ্বারা ঐ মর্ম্মাত্মক লিপি লেখাইয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। ঐ মর্ম্মাত্মকলিপি কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

মফস্বলের অন্য সকল মোকদ্দমার নথীর কথা।

৩৫৬ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অন্য সকল বিচার কার্য্যে ও ৮ অধ্যায়মত সমুদয় তদন্তে আদালতের ভাষায় প্রত্যেক জন সাক্ষির সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজের দ্বারা কি তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে ও তাঁহার নিজ আদেশমতে ও তত্ত্বাবধানে লিখিয়া লওয়া যাইবে, ও মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিবার কথা।

সাক্ষী ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিলে মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব ঐ ভাষায় স্বহস্তে সেই সাক্ষ্য লিখিতে পারিবেন ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা ভাল না জানিলে কিম্বা আদালতের ভাষা ইংরাজী না হইলে আদালতের ভাষায় ঐ সাক্ষ্য অনুবাদিত ও যথার্থ অনুবাদ বলিয়া স্বাক্ষরিত হইয়া ঐ অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

মাজিষ্ট্রেটের কি জজের দ্বারা সাক্ষ্য লিখিত না হইলে মর্ম্মাত্মক লিপির কথা।

যে মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সাক্ষ্য লিখিয়া না লন সেই মোকদ্দমায় প্রত্যেক জন সাক্ষির সাক্ষ্য যে সময়ে লওয়া যাইতেছে সেই সময়ে ঐ সাক্ষী যাহা কহে তিনি তাহার মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন।

মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সেই মর্ম্মাত্মক পত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ মর্ম্ম লিখিতে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ সাহেবের বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা পারিলেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

সাক্ষ্য যে ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যাইবে তাহার কথা।

৩৫৭ ধারা। কোন জিলায় কি জিলার কোন খণ্ডে কিম্বা কোন সেশন আদালতের কি কোন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা কোন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মোকদ্দমার অনুষ্ঠান হইলে ৩৫৬ ধারার উল্লিখিত স্থলে ঐ সেশন জজ কি মাজিষ্ট্রেট স্বদেশীয় ভাষায় স্বহস্তে প্রত্যেক সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিয়া লইবেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু সেই সেশন জজ কি মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত কোন কারণে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিতে না পারিলে তাঁহার অপারকতার কারণ লিখিয়া মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে ঐ সাক্ষ্য লেখাইবেন।

তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

কিন্তু ইংরাজী ভাষা কিম্বা আদালতের ভাষা সেশন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের স্বদেশীয় ভাষা না হইলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৫৫ ধারার উল্লিখিত স্থলে মাজিষ্ট্রেটের স্বেচ্ছার কথা।

৩৫৮ ধারা। মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে ৩৫৫ ধারার উল্লিখিত প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইলে মাজিষ্ট্রেট উচিত জ্ঞান করিলে ৩৫৬ ধারার বিধানমতে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে ৩৫৭ ধারার উল্লিখিত আজ্ঞা করিয়া থাকেন তবে উক্ত ধারার বিধানমতে সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন।

৩৫৯ ধারা। ৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহা সামান্ত প্রশ্নোত্তর ভাবে লেখা যাইবে না, কিন্তু বৃত্তান্তভাবে লেখা যাইবে।

৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে সাক্ষ্য যে রূপে লিখতে হইবে তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন সাহেব আপন বিবেচনা মতে বিশেষ কোন প্রশ্ন ও উত্তর লিখিতে কি লেখাইতে পারিবেন।

৩৬০ ধারা। ৩৫৬ ধারামতে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত লইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার সাক্ষাতে কিম্বা সে উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ঐ উকীলের সাক্ষাতে ঐ সাক্ষ্য সাক্ষির নিকটে পাঠ করা যাইবে ও আবশ্যক হইলে সংশোধন করা যাইবে।

সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

সাক্ষির নিকট পাঠ করিবার সময়ে যদি সে সাক্ষ্যের কোন অংশ অশুদ্ধ কহে তবে মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ ঐ সাক্ষ্য সংশোধন না করিয়া, তদ্বিষয়ে সাক্ষী যে আপত্তি করে তাহার মর্ম্ম লিখিতে পারিবেন ও তাহাতে আপনার যে মন্তব্য কথা লেখা আবশ্যক বোধ করেন লিখিবেন।

সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল তদ্ভিন্ন অন্য ভাষায় লেখা গেলে ও যে ভাষায় লেখা গেল সাক্ষী তাহা বুঝিতে না পারিলে আমার যে সাক্ষ্য লেখা গিয়াছে তাহা যে ভাষায় কহিলাম কিম্বা অন্য যে ভাষা বুঝিতে পারি এমত ভাষায় আমার নিকটে ব্যক্ত করা যায় সাক্ষী এমত আদেশ করিতে পারিবে।

৩৬১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিস্বয়ং উপস্থিত হইলে ও সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল তাহা বুঝিতে না পারিলে সে যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় অনুবাদ করিয়া খোলা মুক্তদ্বার আদালতে তাহার নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

সাক্ষ্য অনুবাদ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির কি তাহার কর্মকারকের নিকটে ব্যক্ত হইবার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ও আদালতের ভাষাভিন্ন অন্য ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া গেল ও উকীল ঐ ভাষা না বুঝিলে ঐ সাক্ষ্য আদালতের ভাষায় অনুবাদ করিয়া উকীলের নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

রীতিমত প্রমাণস্বরূপ দলীল উপস্থিত করা গেল আদালত সেই দলীলের যে অংশের অর্থ করিয়া দেওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন সেই অংশের অর্থ করিয়া দিবেন।

৩৬২ ধারা। যে প্রত্যেক মোকদ্দমায় কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তিনি সাক্ষিদের সাক্ষ্য স্বহস্তে লিখিয়া লইবেন কিম্বা মুক্তদ্বার আদালতে আপনি কহনমত লেখাইয়া লইবেন তদ্রূপে যে সকল সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করণের কথা।

তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহা সচরাচর বৃত্তান্তের মত লেখা যাইবে কিন্তু মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে কোন বিশেষ প্রশ্ন কি উত্তর লিখিয়া বা লেখাইয়া লইতে পারিবেন।

৩৫ ধারা মতে একই কালে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তৎসমুদয় এই ধারার কার্য্য পক্ষে একই দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩৬৩ ধারা। যে সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাক্ষির সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন সাক্ষ্য দেওন সময়ে সাক্ষী যদ্রূপ আচরণ করে তদ্বিষয়ে তিনি যে কথা লেখা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, তাহাও লিপিবদ্ধ করিবেন।

সাক্ষির আচরণ বিষয়ে মন্তব্য কথা।

৩৬৪ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক কিম্বা রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত হাইকোর্টভিন্ন কোন আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে, তাহার নিকট যে২ প্রশ্ন হয় ও সে যে উত্তর দেয় তাহা যে ভাষায় তাহার পরীক্ষা হয় সেই ভাষায় কিম্বা উহা অসাধ্য হইলে আদালতের ভাষায় বিস্তারিতরূপে লিখিয়া লইতে হইবে ও সেই লিখিত কথা তাহাকে দেখান যাইবে কিম্বা তাহার নিকটে পাঠ করা যাইবে ও সে আপনার কোন উত্তরের ব্যাখ্যা করিতে কিম্বা তাহাতে অন্য কথা সংযোগ করিতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।

সে যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে সমুদয় কথা সেই রূপে লেখা গেলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি ও মাজিষ্ট্রেট কিম্বা উক্ত আদালতের জজ সাহেব ঐ লিখিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি জজ সাহেব ঐ পরীক্ষা আমার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে লওয়া গিয়াছে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহা কহিল এবং লিখিত কথায় তৎ সমুদয়ের পূর্ণ ও শুদ্ধ বর্ণনা আছে স্বহস্তে এই সর্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন।

মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ আপনি অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর লিপিবদ্ধ না করিলে ঐ ব্যক্তির পরীক্ষা হওন সময়ে আদালতের ভাষায় কিম্বা ইংরজী ভাষায় তাঁহার উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে ইংরাজী ভাষায় ঐ উত্তরের মর্ম্মাত্মক কথা, তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে তাঁহার লিখিতেই হইবে। মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ আপন হাতেই ঐ মর্ম্মাত্মক কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের শামিল করা যাইবে। মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মর্ম্মাত্মক পত্র লিখিতে না পারিলে তাঁহার না পারিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

২৪৩ ২৪৪ বা ৬৪ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া যায় তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা যে বর্ত্তিবে এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

৩৬৫ ধারা। কোর্টের সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, সেই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য যে রূপে লিখিয়া লওয়া হইবে রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত প্রত্যেক হাইকোর্ট ও পঞ্জাবের চিপ কোর্ট বিহিত বোধ করিলে সময়২ ইহার সাধারণবিধি করিতে পারিবেন ও তদ্রূপ কোন বিধি করা গেলে, ঐ কোর্টের জজেরা সেই বিধিমতে সাক্ষ্য কি সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন।

হাইকোর্টে সাক্ষ্য যে রূপে লিখিয়া লওয়া যাইবে তাহার কথা।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তিবিষয়ক বিধি।

নিষ্পত্তি যে প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৬৬ ধারা। আদৌ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট কোন ফৌজদারী আদালতে প্রত্যক বিচারের নিষ্পত্তি মুকদ্দমার আদালতে অগোপে কিম্বা উভয় পক্ষকে কি তাহাদের উকীলদিগকে উপযুক্ত নোটিস দিয়া পশ্চাৎ কোন সময়ে প্রকাশ করা যাইবে, এবং নিষ্পত্তি প্রদান শুনিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকিলে তাহাকে আনা যাইবে কিম্বা হেফাজতে না থাকিলে তাহার উপস্থিত হইবার আদেশ হইবে। কিন্তু বিচার কালে তাহাকে উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেওয়া গিয়া থাকিলে এবং কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে তাহার উকীলের সম্মুখে নিষ্পত্তি প্রকাশ করা যাইতে পারিবে।

যে ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৩৬৭ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে আদালতের কর্তৃপক্ষ আদালতের ভাষায় কি ইংরাজী ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিবেন, ও

নিষ্পত্তিপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

যে বিষয় কি যেং বিষয় নির্ণয়ার্থে উপস্থিত করা যায় ও তদ্বিষয়ে যাহা নির্ণয় হয় ও সেই নির্ণয়ের হেতু এই সকল কথা নিষ্পত্তিপত্রে লেখা যাইবে এবং বিচারপতি মুকদ্দমার আদালতে তাহা প্রকাশ করিবার সময়ে তারিখ লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কি অন্য আইনের যে ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ নির্ণয় হয় এবং কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় নিষ্পত্তিপত্রে তাহার নির্দ্দেশ থাকিবে।

একতর অপরাধ নির্ণয়ের কথা।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ অপরাধ দুই ধারার মধ্যে কোন্ ধারার অন্তর্গত কিম্বা একই ধারার দুই ভাগের মধ্যে কোন্ ভাগের অন্তর্গত এই বিষয়ে সংশয় হইলে আদালত তাহা স্পষ্ট জানাইয়া ঐ আইনের ৭২ ধারামতে উক্ত এক কিম্বা অন্য ধারা কি ভাগক্রমে নিষ্পত্তি করিবেন।

যদি নির্দ্দোষ করণরূপ নিষ্পত্তি হয় তবে ঐ পত্রে ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা থাকিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের দণ্ডনীয় অপরাধ নির্ণয় হইলেও আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, যে বিবেচনায় প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করেন নাই তাহার কারণ লিখিয়া দিবেন।

কিন্তু জুরির দ্বারা বিচার হইলে আদালতের নিষ্পত্তির হেতু লিখিবার আবশ্যকতা নাই কিন্তু সেশন আদালত জুরির নিকট উপদেশ বাক্যের মূল কথা লিখিবেন।

প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞার কথা।

৩৬৮ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে সে যাবৎ না মরে তাবৎ তাহার গলদেশে উদ্বন্ধন থাকিবে দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে এই আজ্ঞা হইবে।

আদালতের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন না করিবার কথা।

৩৬৯ ধারা। নিষ্পত্তিপত্রে স্বাক্ষর করা গেলে পর ৩৯৫ ধারার বিধানমতে বা লিখিবার ভুল সংশোধন করিবার নিমিত্ত না হইলে যে আদালত ঐ নিষ্পত্তি করিলেন তাঁহার দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন কি পুনর্বিবেচনা হইতে পারিবে না।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তির কথা।

৩৭০ ধারা। পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে নিষ্পত্তি না লিখিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন,

(ক) মোকদ্দমার ক্রমিক নম্বর।
(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ।
(গ) বাদী থাকিলে তাহার নাম।
(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এবং ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।
(ঙ) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয় তাহা।
(চ) প্রতিবাদির উত্তর ও তাহার পরীক্ষা করা গিয়া থাকিলে ঐ পরীক্ষা।
(ছ) শেষ আজ্ঞা।
(জ) ঐ আজ্ঞার তারিখ।
(ঝ) ও মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমায় কারাদণ্ডের কিম্বা ২০০ টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, অপরাধ নির্ণয় করিবার হেতুর সংক্ষেপ কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিষ্পত্তি বুঝাইয়া ও নকল দেওয়া যাইবার কথা।

৩৭১ ধারা। সেই নিষ্পত্তি অভিযুক্তব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহার প্রার্থনামতে নিষ্পত্তির প্রতিলিপি অথবা, সে ইচ্ছা করিলে সাধ্যমত তাহার নিজ ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় তাহার অনুবাদ অগৌণে তাহাকে দেওয়া যাইবে। সমনের মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য মোকদ্দমায় ঐ প্রতিলিপি বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি যে উপদেশ দেওয়া যায় তাহার দফা সমূহের প্রতিলিপি অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনাক্রমে তাঁহাকে অগৌণে বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার কথা।

সেশন জজ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, ইচ্ছা করিলে যে সময় মধ্যে সে আপীল করিতে পাইবে উক্ত জজ সাহেব ইহাও তাহাকে জানাইবেন।

নিষ্পত্তি অনুবাদ করিতে হইবার কথা।

৩৭২ ধারা। আসল নিষ্পত্তি মোকদ্দমাঘটিত কাগজপত্রের নথীতে দেওয়া যাইবে ও সেই আসল নিষ্পত্তি আদালতের ভাষায় লিখিত না হইয়া অন্য ভাষায় লেখা গেলে আদালতের ভাষায় তাহার অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে রাখা যাইবে।

সেশন আদালতের নিষ্পত্তিপত্রের প্রতিলিপি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

৩৭৩ ধারা। সেশন আদালতের বিচার হইলে যে জিলার মধ্যে মোকদ্দমার বিচার হয় ঐ আদালত আপনার নিষ্পত্তি থাকিলে তাহার প্রতিলিপি সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দৃঢ় করণার্থে দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ বিষয়ক বিধি।

সেশন আদালত কর্তৃক প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা অর্পণের কথা।

৩৭৪ ধারা। সেশন আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলে মোকদ্দমার কাগজ পত্র হাই কোর্টে অর্পণ করা যাইবে ও হাই কোর্ট দ্বারা দৃঢ় করা না গেলে ঐ দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইবে না।

অতিরিক্ত প্রমাণ লইতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৭৫ ধারা। মোকদ্দমার কাগজপত্র তদ্রূপে অর্পণ করা গেলে হাই কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষিতার কি নির্দ্দোষিতার প্রতিপোষক কোন বিষয়ের আরো প্রমাণ লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করিলে, তদ্রূপ প্রমাণ স্বয়ং গ্রহণ করিতে কিম্বা গ্রহণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

জুরির কি আসেসরদের সাক্ষাতে উক্ত প্রমাণ লওয়া যাইবে না ও হাই কোর্ট প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইল প্রমাণ লইবার সময়ে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই।

তদ্রূপ প্রমাণ হাই কোর্ট না লইলে তাহা লওয়ার ফল হাই কোর্ট সর্টিফিকেট দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে।

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় কি অপরাধ নির্ণয় অন্যথা করিতে হাই কোর্টের ক্ষমতার কথা।

৩৭৬ ধারা। ৩৭৪ ধারামতে তদ্রূপে অর্পিত মোকদ্দমার বিচার আসেসরদের সহকারিতায় কিম্বা জুরির দ্বারা হইয়া থাকুক হাই কোর্ট

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে কিম্বা আইন অনুযায়ি অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন

(খ) অথবা অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া সেশন আদালত তাহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন কিম্বা সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(গ) অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে পারিবেন।

কিন্তু যাবৎ আপীল করিবার মিয়াদ গত না হয় কিম্বা ঐ মিয়াদের মধ্যে আপীল করা গেলে, ঐ আপীলের নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ এই ধারামত দৃঢ় করণের আজ্ঞা করা যাইবে না।

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে কিম্বা নূতন দণ্ডের আজ্ঞাতে দুইজন জজের স্বাক্ষর করিবার কথা।

৩৭৭ ধারা। তদ্রূপ প্রত্যেক অর্পিত মোকদ্দমায় যদি দুই কি অধিক জন জজের অধিবেশনে ঐ হাই কোর্ট হয় তবে ঐ কোর্ট যে দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করেন কিম্বা নূতন যে দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা করেন, ঐ কোর্টের ন্যূনকল্পে দুই জন জজ ঐ আজ্ঞা করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

মত ভিন্ন হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৩৭৮ ধারা। জজদের বেঞ্চের সম্মুখে তদ্রূপ মোকদ্দমার শুনানী হইলে এবং উক্ত জজেরা সমসংখ্যাক্রমে ভিন্নমত হইলে উক্ত মোকদ্দমা তাঁহাদের মত সহ অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে, এবং উক্ত জজ যদ্রূপ পরীক্ষা গ্রহণ ও শ্রবণ বিহিত বোধ করেন তাহা করিয়া আপন মত দিবেন এবং নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা সেই মতানুযায়ী হইবে।

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাই কোর্টে অর্পিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৭৯ ধারা। সেশন আদালত হাই কোর্টের দ্বারা প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হওনার জন্য মোকদ্দমা অর্পণ করিলে হাই কোর্ট কর্তৃক ঐ আজ্ঞা দৃঢ় করা গেলে কিম্বা অন্য আজ্ঞা করা গেলে পর, ঐ কোর্টের উপযুক্ত কর্ম্মকারক অগৌণে ঐ হাই কোর্টের মোহরাঙ্কিত ও আপনার পদসম্পর্কীয় স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত ঐ আজ্ঞার প্রতিলিপি সেশন আদালতে প্রেরণ করিবেন।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের ও ৩১ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের কথা।

৩৮০ ধারা। আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের কি ৩১ ধারামতে কর্ম্মকারী জিলার মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য সেশন জজের নিকটে অর্পিত হইলে, উক্ত সেশন জজ—

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে পারিবেন কিম্বা নিম্ন আদালত অন্য যে দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিতেন সেই দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া নিম্ন আদালত তাহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন কিম্বা সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিম্বা।

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে পারিবেন।

(ঘ) অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ কি নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে কোন বিষয়ের অধিকতর তদন্ত কি আরো প্রমাণ আবশ্যক বিবেচনা করিলে, তদ্রূপ তদন্ত লইবার কি প্রমাণ গ্রহণ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

সেশন আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় উক্ত প্রমাণ গ্রহণ কালে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই এবং আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ কর্তৃক দণ্ডাজ্ঞা অর্পিত হইলে উক্ত প্রমাণ জুরির কি আসেসরদের সম্মুখে লওয়া যাইবে না।

উক্ত প্রমাণ গ্রহণের যে ফল হয়, তাহার সর্টিফিকেট সেশন আদালতে পাঠাইতে হইবে।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞা সাধন বিষয়ক বিধি।

৩৭৬ ধারামত আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করাইবার কথা।

৩৮১ ধারা। সেশন আদালতের কৃত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্যে হাই কোর্টে অর্পিত হইলে উক্ত সেশন আদালত তদুপরি হাই কোর্টের দৃঢ় করণের বা অন্য আজ্ঞা পাইলে, ওয়ারেণ্ট দিয়া বা অন্য যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয় তাহা করিয়া সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করাইবেন।

অন্তরাপত্যার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা গৌণে সাধন করিবার কথা।

৩৮২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে যদি তাহাকে অন্তরাপত্যা বলিয়া জানা যায় তবে হাই কোর্ট গৌণে সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার আজ্ঞা দিবে না এবং দণ্ড পরিবর্ত্তন করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অন্যস্থলে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা সাধনের কথা।

৩৮৩ ধারা। ৩৮১ ধারায় যাহার বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে যে জেলে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, তথায় সে আবদ্ধ না থাকিলে, যে আদালত দণ্ডাজ্ঞা করেন সেই আদালত তৎক্ষণাৎ ওয়ারান্ট দিয়া তাহাকে সেই জেলে পাঠাইবেন।

সাধনার্থ ওয়ারন্টের শিরোনামার কথা।

৩৮৪ ধারা। বন্দী যে জেলে কি অন্য স্থানে আবদ্ধ আছে কি থাকিবে, সেই জেলের কি অন্য স্থানের অধ্যক্ষের নামে কারাদণ্ড সাধন করিবার প্রত্যেক ওয়ারন্ট দেওয়া যাইবে।

ওয়ারন্ট যাহাকে দিতে হইবে তাহার কথা।

৩৮৫ ধারা। বন্দীকে যদি জেলে আবদ্ধ রাখিতে হয় কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্ট জেলরের হাতে দেওয়া যাইবে।

অর্থদণ্ড আদায়ের ওয়ারন্টের কথা।

৩৮৬ ধারা। অপরাধির অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হইলে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধির কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা হইলেও যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করিলেন সেই আদালত স্বীয় বিবেচনামতে অপরাধির অস্থাবর কোন সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণ দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিবার ওয়ারন্ট প্রচার করিতে পারিবেন।

ওয়ারন্টের ফলের কথা।

৩৮৭ ধারা। যে আদালত ঐ ওয়ারন্ট প্রচার করেন তাহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদনুযায়ি কার্য্য করা যাইতে পারিবে এবং অপরাধির কোন অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে থাকিলে সেই স্থান যে জিলা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন তিনি ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহার সেই সম্পত্তি ও ক্রোক ও বিক্রয় হয় ঐ ওয়ারন্টে এই অনুমতি থাকিবে

ক্রোকী পরওয়ানার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অপরাধিকে আটক রাখিবার কথা।

৩৮৮ ধারা। অপরাধির প্রতি কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ও আদালত ৩৮৬ ধারা মতে পরওয়ানা বাহির করিলে, ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার নিরূপিত দিনে অপরাধী উক্ত আদালতের সম্মুখে যে উপস্থিত হইবে আদালতের বিবেচনামতে জামিন সহিত কি জামিন বিনা এই নিয়মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে, ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ৬৪ ধারা মতে অপরাধিকে তৎক্ষণাৎ কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা না দিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিবেন। নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে তাহা লিখিবার সময়াবধি ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার পনের দিনের অধিক সময় নিরূপণ হইবে না।

কে ওয়ারন্ট দিতে পারেন তাঁহার কথা।

৩৮৯ ধারা। যে জজ কি মাজিষ্ট্রেট দণ্ডাজ্ঞা করেন তিনি অথবা তাঁহার উত্তরপদধারী অন্য ব্যক্তি ওয়ারন্ট দিতে পারিবেন।

কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞামত কার্য্য হইবার কথা।

৩৯০ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে আদালতের আজ্ঞামত স্থানে ও সময় উক্ত দণ্ডাজ্ঞানুযায়ি কার্য্য হইবে।

কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে কশাঘাত করিবার সময়ের কথা।

৩৯১ ধারা। যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে এমত মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিন গত না হইলে কিম্বা তৎকালের মধ্যে যদি আপীল হইয়া থাকে তবে উপরিস্থ আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় না করিলে কশাঘাত করিতে হইবে না কিন্তু সেই পঞ্চদশ দিন গত হইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে কশাঘাত দণ্ড হইবে কিম্বা যদি আপীল হইয়া থাকে তবে আপীল আদালতের সেই দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করণসূচক আজ্ঞা পাইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে দণ্ড হইবে।

জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার সম্মুখে দণ্ড দিবার আজ্ঞা না করিলে, জেলের অধ্যক্ষের সম্মুখে কশাঘাত দণ্ড দেওয়া যাইবে।

ঐ দণ্ড যে রূপে সাধন হইবে তাহার কথা।

৩৯২ ধারা। ৬ বৎসরের কি তাহার ঊর্দ্ধ বয়সের ব্যক্তির সেই দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদ্দ্বারা যে রূপে ও শরীরের যে স্থানে কশাঘাত করিবার আদেশ করেন তদনুসারে ঐ দণ্ড হইবে। অপরাধী ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্ক হইলে পাঠশালার শাসনের ন্যায় লঘু বেত্রে প্রহার হইবে।

আঘাতের ঊর্দ্ধসংখ্যার কথা।

৩৯৩ ধারা। যদি নগাছা কোড় দ্বারা প্রহার করা যায় তবে দেড় শত ঘার অধিক মারিতে হইবে না বেত্র দ্বারা করা গেলে ৩০ ঘার অধিক হইবে না।

ভাগ২ করিয়া না মারিবার কথা।

কশাঘাত দণ্ড ভাগ২ করিয়া সাধন করিতে হইবে না।

অপরাধির শরীর অসুস্থ থাকিলে ঐ দণ্ড না হইবার কথা।

৩৯৪ ধারা। শরীরের স্বাস্থ্য বিবেচনায় অপরাধী ঐ দণ্ড সহ্য করিতে পারে চিকিৎসক বর্ত্তমান থাকিয়া ইহার সার্টিফিকেট দিলে কিম্বা চিকিৎসক না থাকিলে তৎ স্থানে উপস্থিত মাজিষ্ট্রেট কি কার্য্যকারক এইরূপ বোধ করিলে ঐ কশাঘাত দণ্ডসাধন হইবে, নতুবা নয়।

স্থগিত হইবার কথা।

কশাঘাত করা যাইতেছে এমন সময়ে অপরাধির শরীর গতিক বিবেচনায় তাহার আর প্রহার সহ্য হয় না চিকিৎসক ইহা প্রতিপন্ন করিলে কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট কি কার্য্যকারক উপস্থিত থাকেন তিনি এমত বোধ করেন দণ্ড একেবারে স্থগিত করা যাইবে।

পূর্ব্ব ধারামতে দণ্ড হইতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৯৫ ধারা। ৩৯৪ ধারামতে কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে কিম্বা তাহার এক অংশ হইবার বাধা হইলে যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন সেই আদালত যত কাল ঐ দণ্ডাজ্ঞা সংশোধন না করেন ততকাল অপরাধিকে হেফাজতে রাখিতে হইবে ও সেই আদালত স্বীয় বিবেচনা মতে দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা কশাঘাত দণ্ডের পরিবর্ত্তে কিম্বা ঐ দণ্ডের যে অংশ দেওয়া যাইতে পারে নাই তৎপরিবর্ত্তে তাহার তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এমন স্থলে সেই অপরাধে বর্ণিত কশাঘাত ভিন্ন অপরাধির অন্য দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইবে।

পলাতক বন্দিদের উপর দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার কথা।

৩৯৬ ধারা। পলাতক বন্দির প্রতি এই আইনমতে প্রাণদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কি কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে পূর্ব্ব লিখিত বিধানের নিয়মাধীনে তৎক্ষণাৎ ঐ দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে এবং কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রমের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে নিম্নলিখিত বিধিক্রমে কার্য্য হইবে।

পলাতক বন্দী যে দণ্ড ভোগ হইতে পলায়ন করে, তাহার তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, তৎক্ষণাৎ ঐ নূতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে।

যে দণ্ডভোগ হইতে পলায়ন করে নূতন দণ্ডের আজ্ঞা তদপেক্ষা কঠিন না হইলে তাহার কারাদণ্ড কিম্বা স্থল বিশেষে দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগ হইলে পর, পলায়ন সময়ে তাহার পূর্ব্বে দণ্ড ভোগের যত কাল বাকী ছিল আর তত কাল পরে ঐ নূতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে

ব্যাখ্যা।—এই ধারার কার্য্যপক্ষে—

(ক) কারাদণ্ডের আজ্ঞা অপেক্ষা দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে

(খ) নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা বিনা যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তদপেক্ষা নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওন সহিত সেই প্রকারের কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে ও

(গ) নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা সহিত কি তদ্বিনা সামান্য কারাদণ্ড অপেক্ষা কঠোর কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে।

এক অপরাধের দণ্ড ভোগী অপরাধির উপর অন্য অপরাধের দণ্ডের কথা।

৩৯৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কারাদণ্ড কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগ করিতেছে, এমন সময়ে যদি আবার দণ্ডাজ্ঞা হইয়া তাহার কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তবে পূর্ব্ব আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলেই ঐ দ্বিতীয় কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আরম্ভ হইবে। কিন্তু যৎকালে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে তৎকালে তাহার অন্য অপরাধ প্রমাণ হইয়া দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে সেই দণ্ডভোগ অব্যবহিত অথবা পূর্ব্ব আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলে পর ঐ অন্য দণ্ডের মিয়াদ আরম্ভ হইবে কোর্ট স্বীয় বিবেচনা মতে ইহার একতর আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারা সংরক্ষণের কথা।

৩৯৮ ধারা। পূর্ব্ব কি পশ্চাৎকৃত অপরাধ নির্ণয় ক্রমে কোন ব্যক্তি যে দণ্ডের যোগ্য হয়, ৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারার কোন কথাদ্বারা তাহার কোন অংশ ক্ষমা হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

অল্পবয়স্ক অপরাধিদিগকে চরিত্র সংশোধনালয়ে বদ্ধ করিবার কথা।

৩৯৯ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে ফৌজদারী আদালত কর্ত্তৃক ষোলবৎসরের ন্যূনবয়সের কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে তাহাকে অপরাধিদের কারাগারে বদ্ধ না করাইয়া চরিত্র সংশোধনার্থ যে আলয়ে উপযুক্ত মত শাসন করিবার ও উপকার জনক কোন শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিবার সদুপায় থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত যে সংশোধনালয় বালকদের বদ্ধ থাকার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থাপন করেন, অথবা তদ্রূপ যে আলয়ের কর্ত্তা তথাকার বদ্ধ ব্যক্তিদের শাসন ও পালনের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিধিমতে কার্য্য করিতে সম্মত হন, ঐ আদালত উক্ত অপরাধি বালকের সেই স্থানে বদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যাহারা এই ধারামতে বদ্ধ হয় তাহারা উক্ত নির্দ্দিষ্ট বিধির অধীন থাকিবে।

দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইলে ওয়ারণ্ট ফিরাইয়া পাঠাইবার কথা।

৪০০ ধারা। দণ্ডাজ্ঞামত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সাধন করা গেলে পর, যে কার্য্যকারক তাহা সাধন করিলেন তিনি তাহা যেরূপে সাধন করা গিয়াছে ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া যে আদালত হইতে ওয়ারণ্ট জারি হয় সেই আদালতে ফিরাইয়া পাঠাইবেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্ত্তন করিবার বিধি।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার কি ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪০১ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন সময়ে নিয়ম ব্যতিরেকে কিম্বা ঐ ব্যক্তি যে নিয়ম গ্রাহ্য করে এমত নিয়ম করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত করিতে কি তৎপ্রতি যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই সম্পূর্ণ দণ্ড বা তাহার এক অংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা গেলে, যে আদালতের সম্মু-

যে অপরাধ নির্ণয় হয় কিম্বা যে আদালত কর্ত্তৃক ঐ অপরাধ নির্ণয় দৃঢ় করা যায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কি স্থলবিশেষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই আদালতের কর্ত্তৃপক্ষকে বিচারে যেহ বৃত্তান্তের প্রমাণ হয় তাহার ও প্রার্থনা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিবার ঔচিত্য বিষয়ক যে বৃত্তান্ত থাকে তাহার বিবরণ পত্র অবিলম্বে পাঠাইতে আদেশ করিবেন।

কোন ব্যক্তির অনুকূলে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করা গেলে, সে যদি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন না করে তবে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থলবিশেষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই স্থগিত করণ কি ক্ষমা রহিত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি সে মুক্ত থাকে কোন পোলীস কর্ম্মকারক তাহাকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধরিতে পারিবেন এবং দণ্ডের অবশিষ্ট অংশ ভোগ করিবার জন্য তাহাকে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ক্ষমা করিবার কি দণ্ড গৌণ কি স্থগিত করিবার কিম্বা দণ্ড হইতে মুক্ত করিবার যে অধিকার আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার ব্যাঘাত হইল এমন জ্ঞান করিতে হইবে না।

দণ্ড পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৪০২ ধারা। কোন ব্যক্তির নিম্নলিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তির সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া কোন দণ্ডের পরিবর্ত্তে তৎপশ্চাদুল্লিখিত অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্রাণদণ্ড দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড দণ্ডরূপ পরিশ্রম কঠোর কারাদণ্ড, সামান্য কারাদণ্ড।

ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় কি নির্দ্দোষ নিরূপণবিষয়ক বিধি

যে ব্যক্তি একবার নির্দ্দোষী কি অপরাধী বলিয়া নির্ণয় হইল তাহার সেই অপরাধে পুনর্ব্বার বিচার না হইবার কথা।

৪০৩ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তির একবার বিচার হইয়া তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দোষী করা গেলে যত কাল সেই অপরাধ নির্ণয়ের কি সেই নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞা প্রবল থাকে, তত কাল সেই অপরাধহেতুক কিম্বা ২৩৭ ধারামতে তাহার নামে সেই বৃত্তান্তমুলক অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত কিম্বা ২৩৮ ধারামতে তাহার যে অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিত এমত অন্য কোন অপরাধহেতুক তাহার পুনর্বিচার হইতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দোষী করা গেলে পর যদি সেই বিচার কালে ২৩৬ ধারার ১ প্রকরণমতে তাহার নামে কোন অপরাধহেতুক স্বতন্ত্র অভিযোগ হইতে পারিত তবে পশ্চাৎ সেই অপরাধের নিমিত্ত তাহার বিচার হইতে পারিবে।

কোন ক্রিয়া সম্পর্কে যে অপরাধ হয় সেই অপরাধে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা গেলে কিম্বা তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে সেই ক্রিয়া হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় যদি ঐ ক্রিয়া সহযোগে সেই ফলটি ঐ অপরাধ হইতে ভিন্ন অপরাধ হয় তবে যে সময়ে তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল কি তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল সেই সময়ে সেই ফল না হইয়া থাকিলে কিম্বা হইলেও আদালত তাহা অবগত না থাকিলে শেষোক্ত অপরাধহেতুক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ বিচার হইতে পারিবে।

কোন বৃত্তান্ত মূলক কোন অপরাধে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা গেলে কিম্বা তাহার অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি সেই বৃত্তান্ত সম্পর্কে ঐ ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করিয়া থাকে ও যে আদালত প্রথমে তাহার বিচার করিয়াছিলেন পশ্চাৎ ঐ ব্যক্তির সেই অন্য অপরাধের অভিযোগে সেই আদালত তাহার বিচার করিতে সক্ষম না হন তবে পূর্ব্বে নির্দ্দোষী করা গেলেও কি অপরাধ নির্ণয় হইলেও সেই অন্য অপরাধহেতুক পশ্চাৎ তাহার নামে অভিযোগ ও তাহার বিচার হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—নালিশ ডিসমিস করা গেলে, কিম্বা ২৫০ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করা গেলে, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা ২৭৪ ধারামতে অভিযোগ পত্রে কোন কথা লেখা গেলে তাহা এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ি নির্দ্দোষ করণ হয় না।

উদাহরণ

(ক) আনন্দ চাকর হইয়া চুরি করিয়াছে এই অভিযোগে বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল। তাহা হইলে ঐ নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞা প্রবল থাকিতে আনন্দের নামে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া চাকরস্বরূপ চুরিকরিবার কি কেবল চুরি করিবার কি অপরাধজনক বিশ্বাসঘাতকতা করিবার অভিযোগ হইতে পারিবে না।

(খ) বধকরণাভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল। তৎকালে দস্যুতার অভিযোগ হয় নাই কিন্তু যে সময়ে বধ করা হয় সেই সময়ে আনন্দ দস্যুতাও করিয়াছিল বৃত্তান্তদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে তৎপশ্চাৎ তাহার নামে দস্যুতা করণাপরাধের অভিযোগ ও সেই অভিযোগমতে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(গ) গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল। ও যে ব্যক্তি পীড়া পায় পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইল। অপরাধঘটিত নরহত্যা নিমিত্তে আনন্দের আবার বিচার হইতে পারিবে।

(ঘ) বলরামকে দোষঘটিত নরহত্যা করণাপরাধে আনন্দের নামে সেশন আদালতে অভিযোগ হইয়া ঐ অপরাধ নির্ণয় হইল। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া বলরামকে বধ করণাভিযোগে তাহার বিচার হইতে পারিবে না।

(ঙ) আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া এই ধারার ৩ প্রকরণানুযায়ি মকদ্দমা না হইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে আনন্দের পুনশ্চ বিচার হইতে পারিবে না।

(চ) আনন্দ বলরামের বস্ত্র হইতে দ্রব্য চুরি করেন বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া আনন্দের নামে পুনশ্চ দস্যুতা করণের অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ বলরাম ও চন্দ্র কি অথবা বন্ধু টপর দস্যুতা করিয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের নামে অভিযোগ করিয়া তাহাদের অপরাধ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সে বন্ধু তত্ত্ব ধরিয়া আনন্দের ও বলরামের ও চন্দ্রের নামে ডকইতী করিবার অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

সপ্তম খণ্ড।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি।

একত্রিংশ অধ্যায়।

আপীলের বিধি।

প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে আপীল না হইবার কথা।

৪০৪ ধারা। এই আইনমত কিম্বা অন্য যে আইন যৎকালে চলিত থাকে সেই আইনমতে আপীল করিবার বিধান না থাকিলে, ফৌজদারী আদালতের কোন নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার উপর আপীল হইবে না।

ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪০৫ ধারা। সম্পত্তি বা তাহার বিক্রয়াপন্ন টাকা পাইবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তির ৯০ ধারামত প্রার্থনাপত্র কোন আদালত অগ্রাহ্য করিলে ঐ আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর সামান্যত যে আদালতে আপীল হয় ঐ ব্যক্তি সেই আদালতের আপীল করিতে পারিবেন।

সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল করিবার কথা।

৪০৬ ধারা। জিলার মাজিষ্টেট কি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে ৯ ধারামতে সদাচরণ করিবার জামিন দিতে আজ্ঞা করিলে সে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪০৭ ধারা। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটের বিচারক্রমে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণীত হইলে কিম্বা ৩৪৯ ধারামতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই ব্যক্তি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি আপীল হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

জিলার মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত কোন আপীল কি কোন শ্রেণীর আপীল আপনার অধীন যে কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেন্ট হইতে তদ্রূপ আপীল শুনিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন সেই মাজিষ্ট্রেট শুনিবেন বলিয়া আজ্ঞা করিতে পারেন। তাহা হইলে উক্ত আপীল বা উক্ত শ্রেণীর আপীল ঐ অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে কিম্বা পূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে তাঁহার প্রতি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইবে। ঐ রূপে যে কোন আপীল বা যে কোন শ্রেণীর আপীল উপস্থিত করা বা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তদ্রূপ কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে তাহা উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

আসিষ্টান্ট সেশন জজ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪০৮ ধারা। কোন ব্যক্তি আসিষ্টান্ট সেশন জজের বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের বিচারে অপরাধী নির্ণয় হইলে, কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা ৩৪৯ ধারামতে কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই ব্যক্তি সেশন আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মোকদ্দমায় আসিষ্টান্ট সেশন জজ বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন তাহা সেশন আদালতের দৃঢ় করণ সাপেক্ষ থাকিলে ঐ রূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার আপীল হাই কোর্টে হইবে কিন্তু যাবৎ সেশন আদালত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না করেন তাবৎ উপস্থিত করা যাইবে না।

পরন্তু তদ্রূপে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার অপরাধ নির্ণয় হইলে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবেন।

সেশন আদালতে আপীল কিরূপে শুনা যাইবে তাহার কথা।

৪০৯ ধারা। সেশন আদালতে কিম্বা সেশন জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল করা যায়, তাহা সেশন জজ সাহেব কি আডিশানল কি জাইন্ট সেশন জজ সাহেব শুনিবেন।

সেশন আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪১০ ধারা। সেশন জজ সাহেবের কিম্বা আডিশানল কি জাইন্ট সেশন জজ সাহেবের বিচারে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে সে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবে।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪১১ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া ছয় মাসের অধিক কারা দণ্ডের কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ ব্যক্তি হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করিলে কোন২ স্থলে আপীল না হইবার কথা।

৪১২ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজদোষ স্বীকার করে ও তদনুসারে সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট তাহার অপরাধ নির্ণয় করেন সেই স্থলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার পরিমাণ কিম্বা ঐ দণ্ডাজ্ঞা আইনসিদ্ধ কি না এতদ্বিষয় লইয়া আপীল হইতে পারিবে নতুবা আপীল নাই।

ক্ষুদ্র২ মোকদ্দমায় আপীল না হইবার কথা।

৪১৩ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, সেশন আদালত কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেট যে মোকদ্দমায় কেবল এক মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কি কেবল পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থ দণ্ডের কি কেবল কশাঘাতদণ্ডের আজ্ঞা করেন, সেই মোকদ্দমায় আপীল নাই।

ব্যাখ্যা।—মূলদণ্ডের মধ্যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা না হইয়া যদি উক্ত আদালত কি মাজিষ্ট্রেট অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তবে তাহার উপর আপীল নাই।

সরাসরীমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে কোন২ স্থলে তাহার উপর আপীল না হইবার কথা।

৪১৪ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, কোন মাজিষ্ট্রেট ২৬১ ধারা মতে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া সরাসরীমতে কোন মোকদ্দমার বিচার করিয়া কেবল তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কিম্বা কেবল ২০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিলে সেই আজ্ঞার উপর আপীল নাই।

৪১৩ ও ৪১৪ ধারার উপবিধির কথা।

৪১৫ ধারা। ৪১৩ কি ৪১৪ ধারার উল্লিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা দ্বারা ঐ২ ধারার উল্লিখিত কোন দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করা গেলে তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে, কিন্তু যে দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে আপীল হইতে পারিত না, যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহার প্রতি শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা।—অর্থদণ্ড না দেওয়াতে যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহা এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ি দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করিবার দণ্ডাজ্ঞা নহে।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের দণ্ডের আজ্ঞা বর্জ্জিত হইবার কথা।

৪১৬ ধারা। ৩৩ অধ্যায়মতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার প্রতি ৪১৩ ও ৪১৪ ধারার কোন বিধান খাটিবে না।

নির্দ্দোষকরণের আজ্ঞার উপর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল করিবার কথা।

৪১৭ ধারা। হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য আদালত কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করণের আদিম কি আপীলী আজ্ঞা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি ঐ আজ্ঞার উপর হাইকোর্টে আপীল উপস্থিত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

কোন বিষয়ে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে তাহার কথা।

৪১৮ ধারা। আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া, যেমন আপীল হইতে পারে বৃত্তান্তঘটিত বিষয় ধরিয়াও তেমনই আপীল হইতে পারিবে। কিন্তু জুরির সহযোগে বিচার হইয়া অপরাধ নির্ণয় হইলে কেবল আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

আপীলের দরখাস্তের কথা।

৪১৯ ধারা। লিখিত দরখাস্ত দিয়া আপেলাণ্ট বা তাঁহার উকীল আপীল উপস্থিত করিবেন, এবং তদ্রূপ আপীলের যে প্রত্যেক দরখাস্ত দেওয়া যায়, যে নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার নকল ও জুরির বিবেচিত মোকদ্দমা হইলে ৩৬৭ ধারামত উপদেশ বাক্যের যে মূল কথা লেখা যায় তাহার নকলও সেই দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২০ ধারা। আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে সে আপীলের দরখাস্ত, ও তাহার সহিত যে২ নকল দিতে হয় সেই২ নকল জেলের অধ্যক্ষকে দিতে পারিবে। তিনি তাহা পাইলে উপযুক্ত আপীল আদালতে সেই দরখাস্ত ও নকল পাঠাইবেন।

আপীল সরাসরীমতে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতার কথা।

৪২১ ধারা। আপীল আদালত ৪১৯ কি ৪২০ ধারামত দরখাস্ত ও নকল পাইলে পর তাহা পাঠ করিয়া হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই জ্ঞান করিলে সরাসরিমতে আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। কিন্তু আপীলের পোষকতায় আপেলাণ্টের কিম্বা তাঁহার উকীলের কথা শুনিবার যুক্তিসঙ্গত সময় না দিয়া ৪১৯ ধারামতে উপস্থিত করা কোন আপীল ডিসমিস করা যাইবে না।

এই ধারামতে আপীল অগ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বে আদালত মোকদ্দমার কাগজপত্র আনাইতে পারিবেন কিন্তু আনাইতেই যে হইবে এমত নয়।

আপীল শুনিবার নোটিসের কথা।

৪২২ ধারা। আপীল আদালত সরাসরীমতে আপীল অগ্রাহ্য না করিলে আপীলাণ্টকে বা তাঁহার উকীলকে ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারক নিযুক্ত করেন তাহাকে সেই আপীল শুনিবার দিনের ও স্থানের নোটিস দেওয়াইবেন ও ঐ কার্য্যকারকের প্রার্থনামতে তাহাকে আপীলের হেতুবাদের এক কেতা নকল দিবেন।

৪১৭ ধারামত আপীল হইলে আপীল আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও তদ্রূপ নোটিস দেওয়াইবেন।

আপীল লইয়া আপীল আদালত কি করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪২৩ ধারা। ঐ মোকদ্দমা ঘটিত কাগজপত্র আপীল আদালতে না থাকিলে ঐ আদালত তাহা আনাইয়া পাঠ করিলে পর, ও আপেলাণ্ট কি তাহার উকীল উপস্থিত থাকিলে তাঁহার কথা শুনিলে পর, ও রাজকীয় অভিযোক্তা উপস্থিত থাকিলে তাঁহার কথা শুনিলে পর, হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই এরূপ বিবেচনা করিলে আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন কিম্বা

(ক) নির্দ্দোষ নির্ণয়ের আজ্ঞার উপর আপীল হইলে উক্ত আজ্ঞা অন্যথা করিয়া আরো তদন্তের কিম্বা স্থল বিশেষে অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিচার কি বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আদেশ করিতে পারিবেন অথবা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার উপর আইনমত দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল হইলে (১) উক্ত অপরাধ নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করিতে বা ছাড়িয়া দিতে অথবা ঐ আপীল আদালতের অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালত দ্বারা তাহার পুনর্ব্বিচার হইবার আদেশ দিতে পারিবেন, অথবা (২) দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর রাখিয়া সেই নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহা বৃদ্ধি কি কম করিতে পারিবেন, অথবা (৩) তদ্রূপ বৃদ্ধি কি কম না করিয়া ও নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহার ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

(গ) অন্য কোন আজ্ঞার উপর আপীল হইলে, ঐ আজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মাজিষ্ট্রেট ৩০ ধারামতে কার্য্য না করিলে যদি তাহার দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীল হয় আপীল আদালতের বিবেচনামতে আপেলান্ট যে অপরাধ করিয়াছে সেই অপরাধ হেতুক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট যত দণ্ড করিতে পারেন ঐ আদালত তাহার অধিক দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না।

পরন্তু জজ সাহেবের উপদেশের দোষে জুরির মীমাংসায় ভ্রম হইয়াছে এরূপ বিবেচনা না করিলে উক্ত আদালত যে জুরির মীমাংসা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন এই ধারার কোন কথায় ঐ আদালতের প্রতি এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে না।

নিম্ন আপীল আদালতের নিষ্পত্তির কথা।

৪২৪ ধারা। আদৌ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে ২৬ অধ্যায়ে যেং বিধি আছে তাহা যত দূর হইতে পারে হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য আপীল আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি বর্ত্তিবে।

আপীলক্রমে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা অধঃস্থ আদালতে বা জিলার মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করাইবার কথা।

৪২৫ ধারা। আপীল হওয়াতে হাই কোর্ট এই অধ্যায়মতে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলে যাহার বিরুদ্ধে আপীল হয় সেই নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা যে আদালতে লেখা বা করা গিয়াছিল ঐ হাই কোর্ট সেই আদালতে সর্টিফিকেট দ্বারা আপন নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জানাইবেন। যদি জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ঐ নির্ণয় দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা লেখা বা করা যায় জিলার মাজিষ্ট্রেট দ্বারা ঐ সর্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে।

হাই কোর্ট সর্টিফিকেট দ্বারা যে আদালতের কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপন নিষ্পত্তি বা আজ্ঞা জ্ঞাত করেন সেই আদালত কি মাজিষ্ট্রেট হাই কোর্টের নিষ্পত্তির অনুযায়ি আজ্ঞা করিবেন। আবশ্যক হইলে কাগজপত্রও তদনুসারে সংশোধন করা যাইবে।

আপীল উপস্থিত থাকিতে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা।

হাজিরজামিন দিলে আপেলান্টকে মুক্ত করিবার কথা।

৪২৬ ধারা। যাহার অপরাধ নির্ণয় হয় দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার উপর সে আপীল করিলে সেই আপীল যত দিন উপস্থিত থাকে আপীল আদালত তত দিন হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া সেই আজ্ঞা অনুযায়ী কার্য্য না হইবার আদেশ করিতে পারিবেন ও আপেলান্ট কারাবদ্ধ থাকিলে হাজির জামিন বা নিজ তাহার নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

শেষে আপেলান্টের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে সে উক্ত প্রকারে যত দিন মুক্ত ছিল কারাদণ্ডের মিয়াদ নিরূপণ কালে সেই সকল দিন ধরিতে হইবে না।

৪১৭ ধারামতে আপীল হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিবার কথা।

৪২৭ ধারা। ৪১৭ ধারামতে আপীল উপস্থিত করা গেলে হাই কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার বা অন্য কোন অধীন আদালতের সম্মুখে আনাইবার ওয়ারেণ্ট দিতে পারিবেন ও যে আদালতের সম্মুখে তাহাকে আনা যায় সেই আদালত আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত তাহাকে কারাগারে অর্পণ করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহার হাজিরজামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

অধিক অনুসন্ধান লইতে কি লইবার আজ্ঞা করিতে আপীল আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪২৮ ধারা। এই অধ্যায়মত আপীল সংক্রান্ত কার্য্য করণ সময়ে আপীল আদালত অধিক প্রমাণ লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে আপনি সেই প্রমাণ লইতে পারিবেন কিম্বা কোন সেশন আদালতের বা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তাহা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উক্ত সেশন আদালত বা মাজিষ্ট্রেট সেই অধিক প্রমাণ লইলে আপীল আদালতের নিকট সর্টিফিকেট সহিত সেই প্রমাণ পাঠাইবেন ও উক্ত আদালত তদনুসারে আপীল নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

আপীল আদালত অন্যরূপ আদেশ না করিলে ঐ অধিক প্রমাণ লওনের সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার উকীল উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু তদ্রূপ প্রমাণ জুরর কি আসেসরদের সাক্ষাতে লওয়া যাইবে না।

আপীল আদালতের জজদের মত জনের একমত হয় তজনের ভিন্ন মত হইলে কর্য্য প্রণালীর কথা।

৪২৯ ধারা। যে জজ সাহেবেরা আপীল আদালতস্বরূপ অধিবিষ্ট হন, তাঁহাদের যত জনের একমত হয় তত জনের ভিন্ন মত হইলে ঐ মোকদ্দমা তাঁহাদের মতসহ অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে। তিনি যদ্রূপে পরীক্ষা লওয়া ও শুনা উচিত বোধ করেন তদ্রূপে পরীক্ষা লইয়া ও শুনিয়া আপনার মত প্রকাশ করিবেন ও সেই মতানুসারে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হইবে।

আপীল হইয়া যে আজ্ঞা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবার কথা।

৪৩০ ধারা। ৪১৬ ধারার ও ৩২ অধ্যায়ের বিধানের স্থলভিন্ন অন্য সকল স্থলে আপীল আদালত আপীলক্রমে যে নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে।

আপীল উঠিয়া যাইবার কথা।

৪৩১ ধারা। ৪১৭ ধারামতে আপীলের মোকদ্দমায়, অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে এবং এই অধ্যায়মত অন্য আপীলে আপেলান্টের মৃত্যু হইলে আপীল একেবারে উঠিয়া যাইবে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

প্রশ্নার্পণের ও সংশোধনের বিধি।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

৪৩২ ধারা। কোন মোকদ্দমা শ্রবণ কালে আইন ঘটিত কোন প্রশ্ন উঠিলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট উচিত বোধ করিলে হাই কোর্টের মত জানিবার জন্যে ঐ প্রশ্ন হাই কোর্টে প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিম্বা সেই প্রশ্ন-বিষয়ে হাই কোর্টের যে নিষ্পত্তি হয় তাহার অপেক্ষা করিয়া তিনি সেই বিষয়ে আপনার বিচার জানাইতে

পারিবেন ও হাই কোর্টের সেই নিষ্পত্তির অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠাইতে পারিবেন কিম্বা তাহাকে ডাকা গেলে সে বিচার জানিবার জন্যে উপস্থিত হইবে এই নিয়মে হাজিরজামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

হাই কোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৪৩৩ ধারা। কোন প্রশ্ন পূর্ব্বোক্তমতে অর্পণ করা গেলে হাই কোর্ট তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন ও যে মাজিষ্ট্রেট ঐ প্রশ্ন অর্পণ করেন সেই নিষ্পত্তির নকল তাঁহার নিকটে প্রেরণ করাইবেন ও তিনি সেই নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন।

খরচাবিষয়ক আজ্ঞার কথা।

সেই প্রশ্ন অর্পণ করিবার খরচ কাহার দিতে হইবে হাই কোর্ট এই বিষয়ের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

হাই কোর্টের আদৌ বিচারাধিপত্যক্রমে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে পশ্চাৎ বিবেচনার নিমিত্ত তাহা রাখিবার কথা।

৪৩৪ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমার আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করণকালে যে হাই কোর্টে একাধিক জজ আছেন সেই হাই কোর্টের কোন জজের সম্মুখে কোন ব্যক্তির বিচার হইয়া অপরাধ সপ্রমাণ হইলে, যদি তাহার বিচার কালে আইনঘটিত কোন প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে ও সেই প্রশ্নের যদ্রূপ নির্ণয় হয় তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ফলাফলের সম্ভাবনা হয় তবে সেই জজ সাহেব বিহিত বোধ করিলে হাই কোর্টের দুই কি তদধিক জন জজের কোর্টের নিষ্পত্তির নিমিত্ত ঐ প্রশ্ন অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিবেচনার নিমিত্ত রাখা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

উক্ত জজ সাহেব তদ্রূপ কোন প্রশ্ন পশ্চাৎ বিবেচনার নিমিত্তে রাখিলে যে ব্যক্তির অপরাধের প্রমাণ হইল ঐ প্রশ্নের নিষ্পত্তি হইবার অপেক্ষায় তাহাকে পুনশ্চ জেলে পাঠান যাইবে, কিম্বা জজ সাহেব উচিত বোধ করিলে তাহার হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিবে

এবং হাই কোর্ট সেই মোকদ্দমা, কিম্বা তাহার যে অংশ আবশ্যক তাহা পুনর্দৃষ্টি করিতে ও সেই প্রশ্ন চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। তাহা করিলে আদৌ যে আদালতের নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা আছে সেই আদালতের দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিতে ও হাই কোর্ট যে নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

অধস্তন আদালতের কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা।

৪৩৫ ধারা। স্বীয় বিচারাধীন স্থানের কোন অধস্তন ফৌজদারী আদালত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিবা যে নির্ণয় কি দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা লিখেন কি করেন তাহা যথার্থ ও আইন অনুযায়ি ও উপযুক্ত কি না ও সেই অধস্তন আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিধিমতে চলিতেছে কি না, হাই কোর্ট কি কোন সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ইহা স্বয়োমতে জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র আনাইয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন।

কোন মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত কার্য্য করিবার সময়ে যদি বিবেচনা করেন যে ঐরূপ কোন নির্ণয় দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা আইনবিরুদ্ধ বা অনুচিত হইয়াছে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য নিয়মমত হয় নাই তবে তিনি যে মন্তব্য লখা উচিত জ্ঞান করেন তৎসহিত নথী জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

৪৪ ও ১৪৫ ধারামতে যেই আজ্ঞা করা যায় তাহা এব ১৭৭ ধারামত আনুষ্ঠানিক কার্য্য এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ি আনুষ্ঠানিক কার্য্য নহে।

সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

৪৩৬ ধারা। ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিয়া যদি সেশন আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত জ্ঞান হয় যে উক্ত মোকদ্দমা কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য ও অধস্তন আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুচিতমতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, সেই সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব নূতন তদন্ত লইবার আদেশ না দিয়া যে বিষয় ধরিয়া সেশন আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুচিতমতে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে সেই বিষয় ধরিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক যে সমর্পণ করা কেন না যাইবে উক্ত আদালতকে কি মাজিষ্ট্রেটকে ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুযোগ দিতে হইবে।

পরন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করিয়াছে ঐ আদালতের কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে ইহা প্রমাণ দ্বারা দৃষ্ট হইলে, ঐ আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব অধস্তন আদালতের প্রতি সেই অপরাধের তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৩৭ ধারা। ২০৪ ধারামতে কোন নালিশ ডিসমিস করা গেলে কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দওয়া গেলে ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কাগজপত্র দেখিয়া সেশন আদালত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি নিজে কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সেই বিষয়ের অধিক অনুসন্ধান লইবার আদেশ করিতে পারিবেন এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনি সেই অনুসন্ধান লইতে কিম্বা অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি লইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

হাই কোর্টে রিপোর্ট করিবার কথা।

৪৩৮ ধারা। ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র দেখিয়া সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উচিত বোধ করিলে হাই কোর্টের আজ্ঞার জন্য তদ্রূপ দেখিবার ফল বিষয়ে রিপোর্ট করিতে পারিবেন এবং ঐ রিপোর্টে দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিবার অনু

রোধ থাকিলে ঐ দণ্ড আজ্ঞামত কার্য্য স্থগিত রাখিবার ও অভিযুক্ত ব্যক্তি কারাবদ্ধ থাকিলে হাজির জামিন কিম্বা তাহারই নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪৩৯ ধারা। হাই কোর্ট আপনার ইচ্ছামতে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজ পত্র আনাইলে কিম্বা আজ্ঞার জন্যে তাহার রিপোর্ট পাইলে কিম্বা অন্যরূপে তদ্বিষয়ক কথা

হাই কোর্টের সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।

অবগত হইলে ৪২৩ ও ৪২৬ ও ৪২৭ ও ৪২৮ ধারামতে আপীল আদালতের প্রতি যে২ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে হাই কোর্ট আপন ইচ্ছাক্রমে তন্মধ্যস্থ যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং সংশোধন করিবার আদালতস্বরূপ জজদের যত জনের একমত তত জনের ভিন্নমত হইলে ৪২৯ ধারার বিধানমতে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হইবে।

৪৪০ ধারা। হাই কোর্টের সংশোধনকরিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণ কালে কোন পক্ষের নিজ কি উকীলের দ্বারা শ্রুত হইবার

হাই কোর্টের স্বেচ্ছাধীন উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ করিবার কথা।

অধিকার নাই কিন্তু হাই কোর্ট উচিত বোধ করিলে নিজ কোন পক্ষের কিম্বা তাঁহার উকীলের কথা শ্রবণ করিতে পারিবেন। পরন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি আপন পক্ষ সমর্থনার্থ যাহা বলিতে চাহেন তাহা শুনিবার সুযোগ দেওয়া না গেলে তাহার বিরুদ্ধে কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

৪৪১ ধারা। হাই কোর্ট ৪৩৫ ধারামতে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজ পত্র চাহিয়া পাঠাইলে মাজিষ্ট্রেট যে২ কারণে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করেন ও নিষ্পত্তি

প্রেসিডেন্সী মজিষ্ট্রেট আপন নিষ্পত্তির যে২ কারণ জানান হাই কোর্টের তাহা বিবেচনা করিবার কথা।

উপলক্ষে তিনি যে বৃত্তান্ত গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করেন মোকদ্দমার কাগজ পত্রের সঙ্গে সেই২ কারণের ও ও বৃত্তান্তের বর্ণনা পত্রও অর্পণ করিতে পারিবেন। হাই কোর্ট ঐ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা রদ কি অসিদ্ধ করার পূর্ব্বে সেই২ হেতু ও বৃত্তান্ত বিবেচনা করিবেন।

৪৪২ ধারা। এই অধ্যায় মতে হাই কোর্ট কর্ত্তৃক কোন মোকদ্দমার সংশোধন হইলে ঐ হাই কোর্ট ৪২৫ ধারার বিধানমতে সর্টিফিকেট দ্বারা আপনার নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জ্ঞাত করাইবেন। হাই কোর্ট সর্টি

হাই কোর্ট যে আজ্ঞা করেন তাহা অবস্থানতে বা জিলার মজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করিবার কথা।

ফিকেট দ্বারা যে আদালতের কিম্বা যে মজিষ্ট্রেটের নিকট আপনার নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জ্ঞাত করেন সেই আদালত কি মাজিষ্ট্রেট ঐ ধারার বিধান মতে তাহা সম্পন্ন করিবেন।

অষ্টম খণ্ড

বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধি।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় দিগের বিরুদ্ধে যৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

৪৪৩ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস না হইলে, এবং যদি তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে অভিযোগের তদন্ত লইতে কি

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজারা অপরাধ করিলে যে মাজিষ্ট্রেটেরা সেই অপরাধের তদন্ত লইয়া বিচার করিবেন তদ্বিষয়ের কথা।

বিচার করিতে সক্ষম হইবেন না।

৪৪৪ ধারা। আধিপত্যকারী জজ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে কোন সেশন আদালতে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন

সেশনজজের ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা হইবার কথা।

না এবং আধিপত্যকারী জজ আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ হইলে যদি তিনি আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের কর্ম্ম অনূ্যন তিন বৎসর না করিয়া থাকেন এবং এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা না পাইয়া থাকেন তবে তিনি ঐ অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন না।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের তিন বৎসর কর্ম্ম করিবার ও বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কথা।

৪৪৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে তিনি অন্য ব্যক্তিদের যদ্রূপ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে সক্ষম হন ৪৪৩ কি ৪৪৪ ধারার

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা অপরাধ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।

কোন কথায় ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের তদ্রূপ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে তাঁহার বাধ হইবে না।

কিন্তু ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে যদি তাঁহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা প্রচার করেন তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইয়া বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন ঐ পরওয়ানামতে তাঁহারই সম্মুখে তাঁহাকে উপস্থিত করিবার বিধান করিতে হইবে।

৪৪৬ ধারা। ৩২ কি ৩৪শ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার উপর তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ড

মফঃসলমাজিষ্ট্রেটেরা যেদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

কিম্বা এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

যে স্থলে সেশন আদালতে ও হাই কোর্টে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।

৪৪৭ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে অপরাধের নালিশ হয় সেই মাজিষ্ট্রেটের সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড করিবার ক্ষমতা নাই ও সেই অপরাধ প্রাণ দণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ নয় তাঁহার এমত বিবেচনা হইলে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা উচিত বোধ করেন তাহাকে সেশন আদালতে, কিম্বা তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে, হাই কোর্টে সমর্পণ করিবেন।

যে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় তাহা প্রাণ দণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাই কোর্টে সমর্পণ করা যাইবে।

এক অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের নিমিত্ত তদ্রূপ দণ্ড হইতে না পারিলে অপরাধের বিচারের কথা।

৪৪৮ ধারা। যে ব্যক্তিকে ৪৪৭ ধারামতে হাই কোর্টে সমর্পণ করা যায়, তাহার নামে অনেক অপরাধের অভিযোগ হইলে, ও তন্মধ্যে এক অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড ও অন্য অপরাধের লঘু দণ্ড হইতে পারিলে, যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে ঐ হাই কোর্ট সেই অপরাধ ধরিয়া তাঁহার বিচার করা উচিত বোধ না করিলেও অন্য অপরাধ ধরিয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪৪৯ ধারা। ৩১ ধারায় প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও কোন সেশন আদালত আইন অনুসারে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার এক বৎসরের অনধিককাল কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কিম্বা উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

সেশন জজ আপনার ক্ষমতা ন্যূন জ্ঞান করিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

যে অপরাধের প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় উক্ত প্রকারের দণ্ডাজ্ঞাদ্বারা সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড হয় না সমর্পণ করিবার পর ও নিষ্পত্তি স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আধিপত্যকারী জজ সাহেবের এমত জ্ঞান হইলে তিনি আপনার সেই মত লিপিবদ্ধ করিয়া হাই কোর্টে মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন। উক্ত জজ সাহেব আপনি বাদির ও সাক্ষিদের স্থানে হাই কোর্টে উপস্থিত হইবার নিবন্ধ পত্র লইতে পারিবেন কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমর্পণ করেন তাঁহাকে তদ্রূপ পত্র লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

সেশন জজ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪৫০ ধারা। যে সেশন এলাকার মধ্যে সাধারণতো ঐ অপরাধের বিচার হইতে পারে যদি সেই এলাকার সেশন জজ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হন, তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমর্পণ করেন তিনি ঐ এলাকা যে স্থানীয় সীমার অন্তর্গত তথাকার ফৌজদারী আপীল শুনিবার উচ্চতম আদালতের আজ্ঞার জন্য ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

মিশ্র জুরির দ্বারা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিচার হইবার কথা।

৪৫১ ধারা। হাই কোর্ট কি সেশন আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিচার হইলে প্রথম জুরির ডাক হইয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অথবা স্থল বিশেষে প্রথম আসেসর নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে উক্ত প্রজা মিশ্র জুরি কি মিশ্র আসেসরদল দ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে জুরদের কি আসেসরদের অর্দ্ধ সংখ্যার অন্যূন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকাদেশীয় কিম্বা ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় হইবে।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার সহিত এদেশীয় ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে বিচারের কথা।

৪৫২ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে কোন স্থলে তাহারই সঙ্গে২ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে অভিযোগ হইলে ও হাই কোর্টের কি সেশন আদালতের সম্মুখে বিচার হইবার নিমিত্তে ঐ ইউরোপীয় ব্রিটিস প্রজাকে সমর্পণ করা গেলে ঐ দুই ব্যক্তির একত্র বিচার হইতে পারিবে, এবং ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার স্বতন্ত্র বিচার হইলে যে প্রণালীমতে কার্য্য চলিত সেই প্রণালীমতে চলিবে।

এদেশীয় লোকের স্বতন্ত্র বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

কিন্তু ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা ৪৫১ ধারামতে মিশ্র জুরি দ্বারা বা মিশ্র আসেসর দল দ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে এবং উক্ত যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে সে স্বতন্ত্র বিচারের দাওয়া করিলে ২৩ অধ্যায়ের বিধানমতে শেষোক্ত ব্যক্তির স্বতন্ত্র বিচার হইবে।

কোন ব্যক্তি আপনার পক্ষে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা স্বরূপ কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪৫৩ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় কোন ব্যক্তিকে লইয়া কার্য্য হয় তাঁহার এমন দাওয়া হইলে তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করা যায় সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তিনি সেই দাওয়ার হেতু জানাইবেন। তাহা হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ উক্তির সত্যতানুসন্ধান করিবেন, এবং ঐ ব্যক্তিকে ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার যুক্তিসঙ্গত সময় দিবেন ও তদনন্তর তিনি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না, ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন। উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে ও ঐ ব্যক্তি তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে মাজিষ্ট্রেটের সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায় ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে।

মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে সেশন আদালতে সমর্পণ করিলে এবং ঐ ব্যক্তি উক্ত আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় তৎসম্বন্ধে কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে, উক্ত আদালত যদি আরো তদন্ত করা উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া ঐ ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন। উক্ত আদালত তাঁহার অপরাধ নির্ণয় করিলে ও তিনি তদ্রূপ

অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে, আদালতের সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায় ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে ।

যে আদালতে কোন ব্যক্তির বিচার হয় তিনি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহেন, সেই আদালতের এই নিষ্পত্তি হইলে বিচারে যে দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা হয় উক্ত নিষ্পত্তি তাঁহার উপর আপীল করিবার অন্যতর হেতু হইবে ।

উক্ত অবস্থায় দাওয়া না করিলে তাহা ত্যাগ করা গেল জ্ঞান হইবার কথা ।

৪৫৪ ধারা । যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার বিচার হয় কিম্বা যৎকর্ত্তৃক তাঁহাকে সমর্পণ করা যায় ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় তাঁহার পক্ষে কার্য্য হয় ঐ ব্যক্তি তাঁহারই নিকট ইহার দাওয়া না করিলে কিম্বা সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তদ্রূপ দাওয়া করা গিয়া অগ্রাহ্য হইলেও তাঁহাকে যে আদালতে সমর্পণ করা যায় তথায় তিনি উক্ত দাওয়া পুনশ্চ না করিলে, ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা স্বরূপ আপনার সেই বিশেষ ক্ষমতা ত্যাগ করিয়াছেন, এমত জ্ঞান হইবে এবং সেই মোকদ্দমা চলনের তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে ঐ দাওয়া করিতে পারিবেন না ।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা গেলে সে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত বোধ না করিলে, তুমি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন ।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইয়া এই অধ্যায় মতে বিচার হইলে তাহার কথা ।

৪৫৫ ধারা । যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে তাহাকে লইয়া এই অধ্যায় মতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় কার্য্য হইলেও যদি সে আপত্তি না করে তবে তদ্রূপ কার্য্য হইয়াছে বলিয়া তদন্ত কি স্থল বিশেষে সমর্পণ কি বিচার অসিদ্ধ হইবে না ।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে আটক করিয়া রাখা গেলে আপনাকে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার অধিকারের কথা ।

৪৫৬ ধারা । কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে অন্য কোন ব্যক্তি অবৈধমত বদ্ধ করিয়া রাখিলে ঐ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তি যে স্থানে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় সেই স্থানে কোন অপরাধ করিলে তাঁহার উপর যে হাই কোর্টের বিচারাধিপত্য থাকিত কিম্বা তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়সূচক আজ্ঞার উপর তিনি যে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিতেন সেই হাই কোর্টের নিকট এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে আমাকে যে ব্যক্তি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহার নিকট উক্ত হাই কোর্টের এই আজ্ঞা হয় যে আমার বিষয়ে উক্ত কোর্ট আর যে আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার অপেক্ষায় থাকিবার জন্যে আমাকে সেই হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায় ।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা ।

৪৫৭ ধারা । হাই কোর্ট বিহিত বোধ করিলে ঐ আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে আফ ডেবিটক্রমে কি প্রকারান্তরে সেই আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার কারণের অনুসন্ধান লইয়া সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন । অথবা প্রথমেই সেই আজ্ঞা দিতে পারিবেন । পরে সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে আবশ্যকমতে তদন্ত লইয়া সেই বিষয়ের জন্য যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ।

হাই কোর্ট যেই স্থানে তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা ।

৪৫৮ ধারা । যেই দেশে হাই কোর্টের ফৌজদারী আপীল শুনিবার বিচারাধিপত্য থাকে সেইই দেশে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অন্য যে স্থানের অনুমতি দেন সেই সকল স্থানে হাই কোর্টের সেই প্রকারে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা থাকিবে ।

যেই আইনে মাজিষ্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয় তাহা খাটিবার কথা ।

৪৫৯ ধারা । পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না পাইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব পূর্ব্বে যে সকল আইন প্রণয়ন করিয়াছেন ও পরে যাহা করিবেন তৎক্রমে মাজিষ্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে তাহা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের প্রতি খাটিবে তাহাতে তাঁহাদের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, খাটিবে ।

কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে কোন আদালত যে পরিমাণে দণ্ড দিতে পারিবেন বলিয়া এই অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি যে তৎসীমা অতিক্রম করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতেছে অথবা শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি কিম্বা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহেন, রাজধানীর বহিস্থ এমন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি যে বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইতেছে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না ।

ইউরোপের কি আমেরিকার লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা ।

৪৬০ ধারা । জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহযোগে বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাভিন্ন ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক হয় তবে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় হন ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় উক্ত ব্যক্তি এমন দাওয়া করিলে ও তদ্রূপ জুরি পাওয়া যাইতে পারিলে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপ কিম্বা আমেরিকা দেশীয় লোক হইবেন ।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকের সহিত অন্য জাতীয় লোকের অভিযোগ হইলে জুরির কথা ।

৪৬১ ধারা । সেশন আদালতের সম্মুখস্থ কোন মোকদ্দমায় ইউরোপ বা আমেরিকা দেশীয় নহে এরূপ কোন ব্যক্তির সহিত ইউরোপ বা আমেরিকা দেশীয় লোকের নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোক দিগকে লইয়া যে জুরির ন্যূনকল্পে অর্দ্ধাংশ হইবে যদি উক্ত ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় ব্যক্তি এমন জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহযোগে ৪৬০ ধারামতে বিচার হইবার দাওয়া করাতে ঐ রূপে তাহার বিচার হয় তবে ঐ ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার স্বতন্ত্র বিচার হইতে পারিবে ।

৪৬২ ধারা। সেশন আদালতে যাহার বিচার হইবে এমন কোন মোকদ্দমায় ৪৫১ কি ৪৬০ ধারার বিধানমতে নিযুক্ত জুরির দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জনের বিচার হইবার অধিকার থাকিলে সেই বিচারের নিমিত্ত জুরিস্বরূপ ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় যত জনের প্রয়োজন হয় সেশন আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবারনির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্বে ন্যূন কল্পে তিন দিন থাকিতে পূর্ব্ব লিখিত বিধিমতে তাঁহাদিগকে সমন করাইবেন।

৪৫১ কি ৪৬ ধারামতে সমন করিয়া জুরি নিযুক্ত করিবার কথা।

ও সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রে অন্য যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে আদালত সেই সময়ে সেই প্রকারে তাঁহাদের মধ্যহইতে তত্তুল্য সংখ্যক ব্যক্তিদিগকে সমন করাইবেন। কিন্তু যদি সেই সেশনে জুরিরদ্বারা বিচারের নিমিত্ত ঐ অন্য প্রকারের তত্তুল্য সংখ্যক ব্যক্তিদিগকে পূর্ব্বে সমন করা গিয়া থাকে তবে করাইবেন না।

তদনুসারে যত ব্যক্তি উপস্থিত হন তাঁহাদের মধ্যে যে২ ব্যক্তিদিগকে লইয়া জুরি হইবে ২৮৭ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে গুলিবাঁট করিয়া তাঁহাদিগকে মনোনীত করা যাইবে ও যাবৎ ইউরোপীয় এবং আমেরিকা দেশীয় উপযুক্ত সংখ্যার লোক কিম্বা সাধ্যমতে প্রায়ই সেই সংখ্যার লোক প্রাপ্ত হওয়া না যায় তাবৎ মনোনীতকরণ কার্য্য চলিবে।

কিন্তু কোন মোকদ্দমায় উপযুক্ত সংখ্যক ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোক প্রকারান্তরে পাওয়া যাইতে না পারিলে, আদালত আপন বিবেচনামতে জুরির সংখ্যা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে ৩২০ ধারাতে মুক্ত বলিয়া জুরির ফর্দ্দ হইতে বর্জ্জিত কোন ব্যক্তির নামে সমন দিতে পারিবেন।

৪৬৩ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের ও ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা ভিন্ন ইউরোপীয়দের ও আমেরিকা দেশীয়দের বিরুদ্ধে যে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য সেশনআদালতে ও হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায় তাহা প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে এই আইনের বিধানমতে চালান যাইবে।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য চালাইবার কথা।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৬৪ ধারা। তদন্ত কি বিচারকারী কোন মাজিস্ট্রেটর সম্মুখে কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে সেই ব্যক্তি বিকৃতমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম ঐ মাজিস্ট্রেটের এইরূপ বোধ হইলে তিনি ঐ ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্য নিশ্চয় করণার্থে তদন্ত লইয়া জিলার সিবিল চিকিৎসক সাহেবের দ্বারা কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশমত অন্য কোন চিকিৎসকের দ্বারা ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করাইবেন এবং সাক্ষীস্বরূপ ঐ সিবিল চিকিৎসক সাহেবের কি অন্য চিকিৎসকের সাক্ষ্য গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা হইলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।

মাজিস্ট্রেট ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম জ্ঞান করিলে সেই মোকদ্দমার অন্য সকল কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

৪৬৫ ধারা। কোন ব্যক্তি সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত হইলে ও তাহার বিচারকালে আদালত তাহাকে ক্ষিপ্তমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম বোধ করিলে প্রথমে তাহার মনের অস্বাস্থ্যের ও অক্ষমতার বিচার করিবেন ও সেই বিষয় স্ববোধমতে জানিতে পারিলে তদনুযায়ি নিষ্পত্তি করিবেন। তাহা হইলে মোকদ্দমার বিচার গৌণে হইবে।

সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সমর্পিত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্যের ও তাহার অক্ষমতার যে বিচার করা যায় তাহাও আদালতের সম্মুখে তাহার বিচারের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৪৬৬ ধারা। কোন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিকৃতমনা ও অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জানা গেলে তাহার যে অপরাধের অভিযোগ হয় যদি সেই অপরাধ হেতুক হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে তবে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্ববধান করা যাইবে ও সে আপনার কি অন্য কাহার হানি করিতে পাইবে না ও আজ্ঞা হইলে তাহাকে মাজিস্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে কিম্বা মাজিস্ট্রেট কি আদালত এতৎপক্ষে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে এই২ নিয়মে উপযুক্ত জামিন দেওয়া গেলে মাজিস্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

অনুসন্ধান বা বিচারের অপেক্ষায় ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

যদি সেই অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে না পারে, কিম্বা উপযুক্ত জামিন না দেওয়া যায় তবে মাজিস্ট্রেট কি আদালত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকটে ঐ ব্যাপারের রিপোর্ট করিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তদের আশ্রয়বাটীতে কিম্বা নির্ব্বিঘ্নে আটক করিয়া রাখিবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন এবং ঐ মাজিস্ট্রেট কি আদালত উক্ত আজ্ঞা ফলবতী করিবেন।

তাহার রক্ষণের কথা।

৪৬৭ ধারা। ৪৬৪ কি ৪৬৫ ধারামতে গৌণে মোকদ্দমার তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে হইলে মাজিস্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত কোন সময়ে ঐ তদন্ত কি বিচারের কার্য্য পুনশ্চ প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন ও উক্ত মাজিস্ট্রেটর কি আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার কি তাহাকে আনাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

তদন্ত কি বিচারকার্য্যে পুনশ্চ প্রবর্ত্ত হইবার কথা।

৪৬৬ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করা গেলে ও এতদর্থে মাজিস্ট্রেট কি আদালত যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহার নিকটে ঐ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার জামিন তাহাকে উপস্থিত করিলে সেই কর্ম্মকারক যদি সর্টিফিকেট দেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিবাদ করিতে সক্ষম উক্ত সর্টিফিকেট প্রমাণের মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।

৪৬৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের কি স্থলবিশেষে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে পুনশ্চ উপস্থিত করা গেলে সে অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত ভাবাপন্ন হইয়াছে ঐ মাজিস্ট্রেটের কিম্বা ঐ আদালতের এমত বোধ হইলে ঐ মোকদ্দমার তদন্ত কিম্বা বিচার কার্য্য চলিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

তৎকালেও মাজিষ্ট্রেটও কি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জ্ঞান করিলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা আদালত পুনশ্চ ৪৬৪ কি স্থল বিশেষে, ৪৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন।

৪৬৯ ধারা। তদন্ত কি বিচার সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত দেখা গেলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

সুস্থমনা দেখা গেলেও অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়াছে প্রকৃতমনা হইয়া সেই কার্য্য করিলে তাহা অপরাধ হইত কিন্তু যে সময়ে ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল সেই সময়ে মনের বিকৃতি প্রযুক্ত অভিযোগের ঐ ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে পারে নাই ও অন্যায় কি আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে পারে নাই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তদ্দ্বারা তাঁহার এমত জ্ঞান করিবার বিশিষ্ট হেতু থাকিলে মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ও উক্ত অপরাধ কেবল সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য্য হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সেশন আদালতে কি স্থল বিশেষে হাই কোর্টে পাঠাইবেন।

৪৭০ ধারা। যে সময় অপরাধ করিয়াছে বলিয়া কোন

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হওয়াপ্রযুক্ত নিরাপরাধী নির্ণয়ের কথা।

ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয় সেই সময়ে মনের অস্বাস্থ্য প্রযুক্ত সে ঐ অভিযোগের ক্রিয়ার অপরাধস্বরূপ ভাব বুঝিতে পারে নাই ও অন্যায় কিম্বা আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহ জানে নাই এই হেতু তাহাকে নিরপরাধী করা গেলে, সেই ব্যক্তি ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল কি না নির্ণয়পত্রে এই কথা বিশেষমতে লিখিতে হইবে।

৪৭১ ধারা। ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগমত ক্রিয়া

উক্ত প্রকারে যাহাকে নিরপরাধী করা যায় তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে আটক রাখিবার কথা।

করিয়াছে নির্ণয়পত্রে ইহা ব্যক্ত হইলে ও তাহার উক্ত অক্ষমতা না হইলে যদি অভিযোগ মত ঐ ক্রিয়া অপরাধের তুল্য হইত তবে যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা যে আদালতের সম্মুখে ঐ বিচার হয় সেই মাজিষ্ট্রেট বা আদালত যে স্থানে ও যেরূপে উপযুক্ত বোধ করেন সেই স্থানে ও সেই রূপে ঐ ব্যক্তিকে নির্ব্বিঘ্নে হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞার জন্যে ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্টে ক্ষিপ্তব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে কিম্বা কারাগারে কিম্বা সুরক্ষা হইবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে ঐ ব্যক্তির সুরক্ষিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪৭২ ধারা। ৪৬৬ কিম্বা ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন

ক্ষিপ্তব্যক্তিকে ইনস্পেকটর জেনরলের দৃষ্টি করিবার কথা।

ব্যক্তিকে বদ্ধ করা গেলে সেই ব্যক্তি কারাগারে বদ্ধ থাকিলে জেলের ইনস্পেকটর জেনেরল সাহেব কিম্বা ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে বদ্ধ থাকিলে ঐ আশ্রয়বাটীর সন্দর্শকেরা কিম্বা তাঁহাদের কোন দুই জন ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থা জ্ঞাত হওনার্থে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। ও সেই ইনস্পেকটর জেনরল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুই জন সন্দর্শক ছয়২ মাসান্তর ন্যূনকল্পে একবার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট তাহার মনের অবস্থার বিশেষ রিপোর্ট করিবেন।

৪৭৩ ধারা। ঐ ব্যক্তি ৪৬৬ ধারার বিধান মতে বদ্ধ

বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিতে সক্ষম রিপোর্ট হইলে তাহার কথা।

হইলে সে অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সক্ষম উক্ত ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা সন্দর্শকেরা এই সর্টিফিকেট দিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থল বিশেষে আদালত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ে ঐ ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে ও সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত সেই ব্যক্তির প্রতি ৪৬৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন ও সেই ইনস্পেক্টর জেনরলের কি সন্দর্শকদের পূর্ব্বোক্ত সর্টিফিকেট প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

৪৭৪ ধারা। সেই ব্যক্তি ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধা

৪৬৬ কি ৪৭১ ধারামতে বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইবার যোগ্য প্রকাশ হইলে তাহার কথা।

নমতে বদ্ধ হইলে এব তাহাকে মুক্ত করা গেলে সে আপনার কি অন্য কাহার হানি যে করিবে আমার (কিম্বা আমাদের) বিবেচনায় এমত শঙ্কা হয় না উক্ত জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সন্দর্শকেরা এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট দিলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাহার মুক্ত হইবার অথবা তাহাকে হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন অথবা পূর্ব্বে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের রাজকীয় আশ্রয়বাটীতে প্রেরিত না হইলে তাহাকে সেই স্থানে পাঠাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন এবং আজ্ঞা দিলে কোন এক জন বিচারকর্ত্তাকে ও দুই জন চিকিৎসক সাহেবকে কমিশ্যনস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

ঐ কমিশ্যন আবশ্যকমত প্রমাণ গ্রহণপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থার বিষয়ে নিয়মিতরূপে তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট করিবেন। গবর্ণমেন্ট যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা তাহার আটক থাকিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪৭৫ ধারা। ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন

আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে ক্ষিপ্তকে অর্পণ করিবার কথা।

ব্যক্তি আটক থাকিলে যদি তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব কি বন্ধু তাহাকে আপনাদের রক্ষণে ও তত্ত্বাবধানে লইতে ইচ্ছা করে তবে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকটে দরখাস্ত করিলে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্ব লওয়া যাইবে ও সে আপনার কি অন্য ব্যক্তির হানি করিতে পারিবে না ঐ গবর্ণমেন্টের সন্তোষমতে ইহার প্রতিভূ দিলে গবর্ণমেন্ট ঐ ব্যক্তিকে উক্ত জ্ঞাতি কুটুম্বের কি বন্ধুর নিকটে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

তাহাকে সেই প্রকারে সমর্পণ করা গেলেও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি ঐ গবর্ণমেন্টের নিরূপিত সময়ে২ ঐ ব্যক্তিকে দৃষ্টি করিতে পাইবেন এই নিয়মে তাহাকে অর্পণ করা যাইবে।

এই ধারামতে যে ব্যক্তিদিগকে সমর্পণ করা যায় তাহাদের প্রতি আবশ্যক পরিবর্ত্তন সহ ৪৭২ ও ৪৭৪ ধারার বিধান খাটিবে ও এই ধারামতে দৃষ্টি করণার্থে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করা যায় তাঁহার সর্টিফিকেট লইয়া ৪৭৪ ধারার সর্টিফিকেটের তুল্য কার্য্য হইবে।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

বিচারকার্য্য সম্বন্ধীয় কোন ২ অপরাধের মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৪৭৬ ধারা। ৯৬ ধারার উল্লিখিত ও বিচার কার্য্য ক্রমে তৎসম্মুখে সমর্পিত কি আনীত কোন অপরাধের তদন্ত লইবার হেতু আছে কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালত এমত বোধ করিলে সেই আদালত প্রথম স্থলীয় আবশ্যক তদন্ত করিলে পর জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার জন্যে সেই মোকদ্দমা প্রেরণ করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় পাঠাইতে কিম্বা তাহার স্থানে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিন লইতে পারিবেন ও সেই বিচার কি তদন্ত হইবার সময়ে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১৯৬ ধারার লিখিত স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট আইন অনুসারে কার্য্য করিবেন ও তিনি উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের প্রতি উক্ত তদন্ত বা বিচার কার্য্যের ভার অর্পণ করিতে পারিবেন।

৪৭৭ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে ৯৬ ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ হইলে কিম্বা বিচার কার্য্যক্রমে তাহা উক্ত আদালতের জ্ঞানগোচরে আনা গেলে সেই আদালত ৪৫৪ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে ঐ ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের অভিযোগ করিয়া আপনার কৃত অভিযোগপত্রক্রমে ঐ ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

সেশন আদালতের সম্মুখে তদ্রূপ অপরাধ হইলে ঐ আদালতের ক্ষমতার কথা।

ঐ আদালত মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত বিচার কালে সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪৭৮ ধারা। কোন দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের সম্মুখে এমত অপরাধ করা গেলে কিম্বা বিচার কার্য্যক্রমে তাহা উক্ত আদালতের জ্ঞানগোচরে আনা গেলে অপরাধের বিচার যদি কেবল সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে হইতে পারে কিম্বা যদি উক্ত দেওয়ানী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত বিবেচনা করেন যে সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে উহার বিচার হওয়া উচিত তবে সেই দেওয়ানী কি রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালত ৪৭৬ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তদন্ত লইবার জন্যে মোকদ্দমা প্রেরণ না করিয়া আপনি সেই তদন্ত লওনের কার্য্য সমাপ্ত করিতে পারিবেন ও হাই কোর্টে কিম্বা স্থলবিশেষে সেশন আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্তে তাহার তথায় উপস্থিত হইবার হাজিরজামিন লইতে পারিবেন।

অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতার কথা।

এই ধারামতে তদন্ত লইবার জন্য দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত ৪৪৩ ধারার নিয়মাধীনে মাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতামত কার্য্য করিতে পারিবেন এবং ঐ তদন্ত লইবার সময়ে আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য যতদূর সম্ভব ১৮ অধ্যায়ের বিধানমত হইবে ও তাহা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা করা গেল এমত জ্ঞান হইবে।

৪৭৯ ধারা। দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত কর্তৃক অপরাধিকে উক্ত প্রকারে সমর্পণ করা গেলে ঐ আদালত সমর্পণ করিবার আজ্ঞার ও মোকদ্দমার কাগজপত্রের সহিত অভিযোগপত্র প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। সেই মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমা এবং বাদির ও প্রতিবাদির সাক্ষিদিগকে হাইকোর্টের কি স্থলবিশেষে সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করাইবেন।

তদ্রূপ স্থলে দেওয়ানী আদালতের কর্তব্যের কথা।

৪৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭৫ কি ১৭৮ কি ১৭৯ কি ১৮০ কি ২২৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে করা গেলে অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা হউক কি না হউক ঐ আদালত তাহাকে হেফাজতে রাখিতে পারিবেন ও সেই দিনে আদালত উচিত বোধ করিলে উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধির দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সেই অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে তাহার একমাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতিমধ্যে ঐ অর্থদণ্ড দেওয়া গেলে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

কোন২ স্থলে অবজ্ঞা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৮১ ধারা। উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে কার্য্যদ্বারা অপরাধ হয় ও অপরাধী সেই বিষয়ে কোন উত্তর দিলে যে উত্তর দেয় ও আদালতের যে নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা হয় আদালত এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

এইরূপ মোকদ্দমার নথীর কথা।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৮ ধারামত অপরাধ হইলে ঐ রাজকার্য্য কার্য্যকারক বিচারঘটিত যে কার্য্যে অধিবিষ্ট ছিলেন সেই কার্য্যের ভাব ও কার্য্য কতদূর চলিলে ঐ অপমান কি প্রতিবন্ধকতা করা যায় তাহা ও সেই অপমানের বা প্রতিবন্ধকতার ভাব ঐ কাগজ পত্রে দেখাইতে হইবে।

৪৮২ ধারা। ৪৮০ ধারার উল্লিখিত ও আপনার দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে কৃত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হইতে পারে তদতিরিক্ত কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড করা উচিত আদালত এমত বোধ করিলে কিম্বা ৮ ধারামতে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য করা উচিত নয় তাহা অন্য কোন কারণে এরূপ বিবেচনা করিলে সে কার্য্য দিয়া ঐ অপরাধ হয় ও পূর্ব্বে লিখিত বিধানমতে আ

৪৮০ ধারামতে মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

যুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর দেয় ঐ আদালত তাহা লিপি বদ্ধ করিলে পর ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সেই মোকদ্দমা পাঠাইবেন, ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে ইহার জামিন লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। উপযুক্ত জামিন না দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুহরির জিম্মায় ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন।

এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যায় ইতিপূর্ব্বে যে বিধান করা গিয়াছে সেই বিধানমতে তিনি তাহার নামে নালিশ শুনিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

রেজিষ্ট্রার ৪৮০ ধারামত দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

৪৮৩ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণবিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে নিযুক্ত কোন রেজিষ্ট্রার এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিলে ঐ আইনমতে নিযুক্ত কোন সব রেজিষ্ট্রার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ি দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হইবার কথা।

৪৮৪ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা করা গেলে তাহা করিতে অস্বীকার করা কিম্বা সেই কর্ম্ম না করা কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করা কিম্বা কার্য্যের বাধা দেওয়া প্রযুক্ত আদালত ৪৮০ ধারামতে কোন অপরাধির দণ্ড নিরূপণ করিলে যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা কি আদেশ মানিতে স্বীকার করে কিম্বা আদালতের সন্তোষমতে অপরাধ স্বীকার করে তবে আদালত স্বীয় বিবেচনামতে তাহাকে মুক্ত করিতে কিম্বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

উত্তর দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে স্বীকার না করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার কি হেফাজতে রাখিবার কথা।

৪৮৫ ধারা। আদালতের সম্মুখে কোন সাক্ষিকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সে তাহার উত্তর দিতে কিম্বা তাহার অধিকারগত কি ক্ষমতাভুক্ত যে দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হয় তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে, ও অস্বীকার করণের কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ না জানাইলে ঐ আদালত হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ ব্যক্তির সাত দিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে, কিম্বা তাহাকে তত দিন আদালতের কোন কার্য্যকারকের হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে সাক্ষ্য ও উত্তর দিতে বা দলীল উপস্থিত করিতে সম্মত হইলে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও অস্বীকার করিতে থাকিলে তাহার প্রতি এই আইনের ৪৮০ কি ৪৮২ ধারার বিধানমতে কার্য্য হইতে পারিবে এবং রাজকীয় সনন্দ বলে স্থাপিত আদালত হইলে তাহাকে অবজ্ঞা করণাপরাধে অপরাধী জ্ঞান করা যাইবে।

অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আপীলের কথা।

৪৮৬ ধারা। কোন আদালত কর্ত্তৃক ৪৮০ কি ৪৮৫ ধারামতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে, উক্ত আদালতের ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল হইতে পারে সে ইতি পূর্ব্বে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও সেই আদালতে আপীল করিতে পারিবে।

এই ধারামত আপীলের প্রতি ৪২০ ও ৪২১ ও ৪২৩ ও ৪২৬ ও ৪২৮ ধারা বর্ত্তিবে, ও যে নির্ণয়ের কি দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হয় আপীল আদালত সেই নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

রাজধানী নগরের ছোট আদালতে উক্ত অপরাধ নির্ণয় হইলে, হাইকোর্টে আপীল হইতে পারিবে, এবং অন্য ছোট আদালতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ আদালত যে সেশন আদালতের সেশন খণ্ডের মধ্যে থাকে সেই আদালতে আপীল হইতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত রেজিষ্ট্রার বা সব রেজিষ্ট্রার স্বরূপ কোন কার্য্যকারক তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয় করিলে উক্ত কার্য্যকারক যদি কোন দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি ও হন তবে ঐ কার্য্যকারক উক্ত বিচারপতি স্বরূপ অপরাধ নির্ণয় করিলে এই ধারার পূর্ব্বাংশমতে যে আদালতে আপীল হইতে পারিত সেই আদালতে আপীল হইবে, ও স্থলান্তরে জিলার জজ সাহেবের নিকটে কিম্বা রাজধানী নগরে হাইকোর্টে আপীল হইবে।

১৯৬ ধারার উল্লিখিত অপরাধ কোন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গেলে তাঁহার সেই অপরাধের বিচার না করিবার কথা।

৪৮৭ ধারা। ৪৭৭ ও ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ব্যতিরেকে হাই কোর্টের জজ ও রেঙ্গুনের রিকার্ডর ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন ফৌজদারী আদালতের জজ কি মাজিষ্ট্রেট ১৯৬ ধারার উল্লিখিত অপরাধ তৎসম্মুখে কিম্বা তাঁহার ক্ষমতার প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া করা গেলে কিম্বা বিচার কার্য্যক্রমে ঐ জজ বা মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ তাঁহার জ্ঞান গোচরে আনা গেলে ঐ অপরাধহেতুক কোন ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবেন না।

যে মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন হন তিনি যে উক্ত আদালতে কি কোর্টে কোন মোকদ্দমা আপনি সমর্পণ করিতে পারিবেন না কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট যে অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তদন্ত জন্য না পাঠাইয়া কোন মোকদ্দমা লইয়া আপনি কার্য্য করিতে পারিবেন না, ৪৭৬ কি ৪৮২ ধারার কোন কথাদ্বারা এরূপ বিধান হইবার জ্ঞান হইবে না।

ষট ত্রিংশ অধ্যায়।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণ পোষণের আজ্ঞার কথা।

৪৮৮ ধারা। কোন ব্যক্তির উপযুক্ত সঙ্গতি থাকিতেও সে আপন স্ত্রীর কিম্বা নিজ প্রতিপালনে অক্ষম কোন ঔরস কি জারজ সন্তানের ভর

ণপোষণ করিতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করে ইহার উপযুক্ত প্রমাণ হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ঐ স্ত্রীর কি সন্তানের ভরণ পোষণের নিমিত্তে মাসেং সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ টাকার অন ধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন ঐ ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেট সময়েং যেরূপ আদেশ করেন, তদনুসারে সেই টাকা ঐ ব্যক্তিকে দিতে হইবে।

ভরণপোষণের ঐ টাকা দিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি ঐ টাকা দেওয়া হইবে।

সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

যদি সেই ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ আজ্ঞামত কার্য্য করিতে উপেক্ষা করে, তবে যত বার ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় তত বার ঐ মাজিষ্ট্রেট ওয়া রন্ট দিয়া অর্থদণ্ড আদায়ের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়মমতে ঐ দেনা টাকা আদায় করিবার ও যে মাসে ঐ টাকা না দিয়া থাকে সেই মাসের নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির এক মাসের অনধিক কাল কারাবদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি কহে যে, স্ত্রী আমার সঙ্গে বাস করিলে আমি তাহার ভরণ পোষণ করিতে প্রস্তুত আছি, ও স্ত্রী যদি তাহার সঙ্গে বাস করিতে স্বীকার না করে, তবে ঐ স্ত্রী অস্বীকার করিবার যে কারণ জানায় ঐ মাজিষ্ট্রেট সেই কারণ বিবেচনা করিতে পারিবেন। ও সেই পুরুষ উপপত্নী রাখে কি আপন স্ত্রীর প্রতি নিরত নির্দ্দয়াচার করিয়াছে ইহা যদি হৃদ্বোধমতে জানিতে পান, তবে পুরুষ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিলেও মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

স্ত্রী যদি উপপতির সঙ্গে বাস করে কিম্বা যদি অনু-পযুক্ত কারণে আপন স্বামির সঙ্গে বাস করিতে অস্বী-কার করে, কিম্বা যদি উভয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র বাস করে, তবে এই ধারামতে স্বামির স্থানে ঐ স্ত্রীর বৃত্তি পাইবার অধিকার নাই।

বৃত্তি পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

৪৮৯ ধারা। ৪৮৮ ধারামতে যে ব্যক্তি মাসিক বৃত্তি পায় কি ঐ ধারামতে যাহার প্রতি স্বীয় স্ত্রীকে কি সন্তানকে মাসিক বৃত্তি দিবার আজ্ঞা হয়, ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তির সঙ্গতি পরিবর্ত্তন হওয়া প্রমাণ হইলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট স্বীয় আজ্ঞামত উক্ত বৃত্তি যদ্রূপে পরিবর্ত্তন করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন, কিন্তু মাসে মোটে পঞ্চাশ টাকার অধিক দিবার আজ্ঞা করিবেন না।

ভরণপোষণের আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

৪৯০ ধারা। যে ব্যক্তির ভরণপোষণের নিমিত্ত ঐ আজ্ঞা করা যায় তাহাকে কিম্বা তাহার অভিভাবক থাকিলে উক্ত অভিভাবককে বিনা ফীতে ঐ আজ্ঞার নকল দেওয়া যাইবে। ও যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যে কোন স্থানে থাকুক সেই স্থানের কোন মাজিষ্ট্রেট উভয় পক্ষের জনম্যতা বিষয়ে ও যে টাকার দাওয়া হয় তাহা দেওয়া যায় নাই এই বিষয় হৃদ্বোধমতে জানিলে ঐ আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

রাজবন্দ বিষয়ক বিধি।

রাজবন্দিরূপে কোন ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিবার কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪৯১ ধারা। পশ্চাল্লিখিত রাজ্য সংক্রান্ত সদুদয় কি কোন হেতুবশতঃ ভবিষ্যৎ বিচার কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতি তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি না রাখিয়া কোন ব্যক্তিকে আবদ্ধ রাখা উচিত পরে গবর্ণমেন্ট বলিয়া অভিহিত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মান্দ্রাজের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের এই মত হইলে পরে রাজবন্দী বলিয়া অভিহিত উক্ত ব্যক্তিকে যে কার্য্য কারকের হেফাজতে রাখিতে হইবে সেই কার্য্যকারকের প্রতি গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে গবর্ণমেন্টের এক জন সেক্রেটরির স্বাক্ষরযুক্ত সমর্পণের ওয়ারন্ট দেওয়া যাইবে। উক্ত ব্যক্তি অতঃপর রাজবন্দী নামে অভি হিত হইবে।

উপরে যে হেতুর উল্লেখ হইল তাহা এইং

(ক) পররাষ্ট্রের সহিত ব্রিটিষ গবর্ণমেন্টের যে মিত্রতাবন্ধন আছে তাহার রক্ষণ,

(খ) ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক রক্ষিত হইবার জন্য এতদ্দেশীয় যে রাজা ও রাজ্যাধিকারদের আছে, তাহাদের অধিকৃত স্থানে শান্তিরক্ষা

(গ) পররাষ্ট্রের শত্রুতা কি আভ্যন্তরিক উপদ্রব হইতে ব্রিটিষ রাজ্য নিরাপদে রাখা।

ওয়ারণ্টের পাঠের ও ফলের কথা।

৪৯২ ধারা। উক্ত ওয়ারণ্টে তদুল্লিখিত রাজবন্দিকে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন দুর্গে কি জেলখানায় কি অন্য স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা থাকিবে।

রাজবন্দিদের আবেদনপত্র গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবার কথা।

৪৯৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে কি এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন ব্যবস্থামতে কোন রাজবন্দিকে যে কার্য্যকারকের হেফাজতে রাখা যায়, যে গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে উক্ত বন্দিকে তদ্রূপে রাখা যায় সেই গবর্ণমেণ্টে তিনি সময়েং যে প্রত্যেক আবেদনপত্র প্রেরণ করিতে চাহেন, সেই কার্য্যকারক আপনি যে মন্তব্য লেখা আবশ্যক বিবেচনা করেন তৎসহ সেই আবেদনপত্র উক্ত গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবেন।

রাজবন্দিকে আবদ্ধ রাখিবার ভাব ও তাহার স্বাস্থ্য ও বৃত্তি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবার কথা।

৪৯৪ ধারা। যে কার্য্যকারকের হেফাজতে কোন রাজবন্দিকে রাখা যায়, উক্ত বন্দিকে স্বীয় হেফাজতে লই বার পর তিনি যত শীঘ্র পারেন বন্দিকে যে প্রকারে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহাতে তাহার স্বাস্থ্যের হানি হইবার সম্ভাবনা কি না এবং তাহার ভরণপোষণ জন্য যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহাতে পদমর্য্যাদানুসারে তাহার আপনার ও তৎসঙ্গে যে পরিবার থাকে তাহাদের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার যথোচিত সঙ্কুলান হইতেছে কি না এই বিষয়ে উক্ত গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন।

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে মফঃসলে ভূমি ক্রোক করিবার কথা।

৪৯৫ ধারা। ৪৯১ ধারার লিখিত কোন হেতু বশত গবর্ণমেণ্ট কোন বিচারসম্পর্কীয় আদালতের নিষ্পত্তি কি কোন বিচারকার্য্যের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন ভূস্বামির রাজধানী নগরের বহিস্থ ভূমি ক্রোক করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে, যে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন স্থানে উক্ত ভূমি থাকে ঐ ভূমি ক্রোক করিতে সেই মাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি আদেশ করিবেন এবং তদনুসারে উক্ত ভূমি ক্রোক করা যাইবে।

ক্রোককৃত ভূমি কার্য্যাধ্যক্ষতাধীনে রাখা যাইবার কথা।

৪৯৬ ধারা। তদ্রূপ ক্রোককৃত ভূমি কালেক্টর সাহেবের কার্য্যাধ্যক্ষতাধীনে থাকিবে ও গবর্ণমেণ্টের আদেশমতে তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে।

ও ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রীত না হইবার কথা।

উক্ত ভূমি যতকাল তদ্রূপে ক্রোক করা থাকে, গবর্ণমেণ্টের ও ভূস্বামির সম্মতি বিনা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারীক্রমে কিম্বা অর্থদণ্ড আদায়ের নিমিত্ত কিম্বা অন্যরূপে তাহা বিক্রীত হইতে পারিবে না।

ডিক্রীর টাকা পরিশোধার্থ গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্ত করিবার কথা।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, উক্ত ভূমির সমস্ত বার্ষিক নিট উপস্বত্ব কিম্বা তাহার কোন অংশ ঐ ভূস্বামির বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর টাকা পরিশোধার্থ প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে।

গবর্ণমেণ্ট ক্রোক হইতে ভূমি মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪৯৭ ধারা। যে গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে উক্ত ভূমি ক্রোক করা যায়, সেই গবর্ণমেণ্টের যখন এরূপ মত হয় যে যে অবস্থায় উক্ত ভূমি ক্রোক করা আবশ্যক হইয়াছিল, সেই অবস্থা নাই ও সাধারণের শঙ্কা কি অসুবিধা না জন্মাইয়া ঐ ভূমির কার্য্যাধ্যক্ষতাভার উক্ত ভূস্বামিকে দেওয়া যাইতে পারে, তখন উক্ত গবর্ণমেণ্ট কালেক্টর সাহেবের প্রতি এই আদেশ দিবেন যে তিনি উক্ত ভূমি ক্রোকহইতে মুক্ত করেন ও তাহা যতকাল গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীন ছিল তন্মধ্যে যে টাকা আদায় হয় তাহার হিসাব নিকাশ করেন ও ক্রোককালে ভূমির যে নিট উপস্বত্ব জন্মিয়াছে ঐ ভূস্বামিকে তাহা দেন।

যে কার্য্যকারকদের প্রতি রাজবন্দিকে সমর্পণ করিবার ওয়ারেণ্ট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

৪৯৮ ধারা। কোন রাজবন্দিকে সমর্পণ করিবার এই অধ্যায়মত ওয়ারেণ্ট কোন রাজধানী নগরের জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি কিম্বা কোন দুর্গের অধ্যক্ষের প্রতি কিম্বা ব্রিটিষভারতবর্ষের কোন জেল কি অন্য যে স্থানে উক্ত রাজবন্দিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা বিহিত বোধ হয় সেই স্থানের অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের প্রতি দেওয়া যাইবে এবং ঐ ওয়ারেণ্টে উল্লিখিত জেলে কি দুর্গে কি অন্য স্থানে উক্ত রাজবন্দিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা থাকিবে।

রাজবন্দিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার কথা।

৪৯৯ ধারা। এই অধ্যায়মতে কি এই আইন দ্বারা বহিত করা কোন আইনমতে আবদ্ধ করিয়া কোন রাজবন্দিকে যে জেলে কি দুর্গে কি স্থানে আবদ্ধ রাখা যায়, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব তাঁহাকে তথাহইতে ব্রিটিষভারতবর্ষের অন্য কোন জেলে কি দুর্গে কি স্থানে লইয়া যাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের প্রতি না বর্ত্তিবার কথা।

৫০০। ধারা। এই অধ্যায়ের কোন কথা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের প্রতি বর্ত্তিবে না।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

হাবিয়াস কর্পস ভাবাপন্ন আজ্ঞার বিধি।

হাবিয়াস কর্পস নামক পরওয়ানার ভাবাপন্ন আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৫০১ ধারা। ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর হাই কোর্ট যে সময়ে উচিত বোধ করেন সেই সময়ে এই২ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(ক) কোন ব্যক্তি কোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে তাহাকে লইয়া আইনমতে কার্য্য হয়, এই নিমিত্ত তাহাকে কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা।

(খ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন ব্যক্তি বেআইনীমতে কি অনুচিতমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের কি সামান্য কোন ব্যক্তির নিকট বদ্ধ থাকিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা।

(গ) উক্ত স্থানের অন্তর্গত কোন জেলে যে ব্যক্তি বদ্ধ থাকে উক্ত কোর্টে উপস্থিত কোন বিষয়ে কিম্বা যে বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া যাইবে সেই বিষয়ে সাক্ষীস্বরূপে তাহার সাক্ষ্য লইবার জন্যে তাহাকে ঐ কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা।

(ঘ) কোর্ট মার্শ্যলের সম্মুখে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কোন কমিশ্যনের বলে কর্ম্মকারী কোন কমিশ্যনরদের সম্মুখে বিচার হইবার জন্যে কিম্বা উক্ত কোর্ট মার্শ্যলের কি কমিশ্যনরদের সম্মুখে উপস্থিত কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্যে পূর্ব্বোক্তমত বদ্ধ কোন আসামীকে আনাইবার আজ্ঞা।

(ঙ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন আসামীর বিচার হইবার জন্যে তাহার বদ্ধ থাকার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করিবার আজ্ঞা।

(চ) ধৃত করিবার পরওয়ানা জারী করিয়া শরিফ সাহেব নীপাই কপস (অর্থাৎ ব্যক্তিকে পাই য়াছি) বলিয়া যে রিটর্ন দেন তদনুসারে উক্ত স্থানের মধ্যের কোন আসামীকে আনিবার আজ্ঞা।

এই ধারামতে যে প্রণালীক্রমে কার্য্য করা যাইবে উক্ত প্রত্যেক হাই কোর্ট সময়ে২ সেই প্রণালী বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৩৭ অধ্যায়মতে কি এতদ্দ্বারা রহিত করা কোন ব্যবস্থামতে যে রাজবন্দিদিগকে আটক করিয়া রাখা যায় তাহাদের প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটে না।

নবম খণ্ড।

আতিরিক্ত বিধান।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫০২ ধারা। ভারতবর্ষাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কোন স্থানে কোন মোকদ্দমার বা কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার রাজকীয় অভিযোক্তা নামক এক বা একাধিক কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

রাজকীয় অভিযোক্তা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

সেশন আদালতের বিচারার্থে যে মোকদ্দমা সমর্পণ করা যায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা তাঁহার কর্তৃ ত্বাধীনে মহকুমার মাজিষ্ট্রেট, রাজকীয় অভিযোক্তা অনুপস্থিত থাকিলে, কিম্বা নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে, ঐ মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের শ্রেণীর নিম্নস্থ পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজকীয় অভিযোক্তার কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৫০৩ ধারা। যে আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি সমর্পিত মোকদ্দমার তদন্ত লওয়া যায় কি বিচার কি আপীল হয় তিনি লিখিত অনুমতিপত্র বিনা সেই আদালতে উপস্থিত হইয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবেন। ও তাঁহার প্রতি সমর্পিত কোন মোকদ্দমায় যদি সামান্য কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিবার নিমিত্ত কোন উকীলকে আদেশ করেন, তবে মোকদ্দমা চালাইবার ভার রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি বর্ত্তিবে ও আদেশ প্রাপ্ত উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীনে কর্ম্ম করিবেন।

যেং মোকদ্দমা চালাইবার ভারপ্রাপ্ত হন সেই২ মোকদ্দমার সকল আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবার কথা।

সামান্য কোন ব্যক্তির উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিবার কথা।

৫০৪ ধারা। রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি যে মোকদ্দমা চালাইবার ভার থাকে সেই মোকদ্দমার কোন ব্যক্তির নামে যে অভিযোগ হয় তিনি জুরির দ্বারা বিচার হইলে, তাঁহাদের মীমাংসা দিবার পূর্ব্বে, ও অন্য স্থলে, নিষ্পত্তি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি লইয়া সেই অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন। ঐ রূপে যদি অভিযোগ উঠাইয়া লওয়া যায়, তবে।

অভিযোগ উঠাইয়া নিলে তাহার ফলের কথা।

(ক) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে তাহ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

(খ) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পর, কিম্বা যে স্থলে এই আইনমতে অভিযোগপত্রের প্রয়োজন নাই, সেই স্থলে, ঐ রূপ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা যাইবে।

৫০৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার তদন্ত লইলে কি বিচার করিলে আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের শ্রেণীর নিম্নস্থ পোলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে অভিযোক্তাস্বরূপ মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্রূপ অনুমতি না পাইলে আডবোকেট জেনরল কি ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সেল কি গবর্ণমেন্ট সলিসিটর কি রাজকীয় অভিযোক্তা কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে সাধারণ বা বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক ভিন্ন কোন ব্যক্তির সেই কার্য্য করিবার অধিকার নাই কোন ব্যক্তি অভিযোগ কার্য্য চালাইলে আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা তাহা চালাইতে পারিবেন।

অভিযোগ চালাইবার অনুমতির কথা।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

হাজির জামিন বিষয়ক বিধি।

৫০৬ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না এমত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে পোলীস থানার অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত কিম্বা আটক করা গেলে, কিম্বা কোন আদালতের সম্মুখে সে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে আনা গেলে, ও সেউক্ত পোলীসের কর্ম্মকারকের হেফাজতে থাকিবার কি উক্ত আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য চলিবার কোন সময়ে হাজিরজামিন দিতে প্রস্তুত থাকিলে, তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। পরন্তু পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ঐ ব্যক্তি জামিন বিনা নিবন্ধ পত্র লিখিয়া উপস্থিত হইবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে উক্ত কর্ম্মকারক কি আদালত উচিত বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

যেস্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে তাহা লইতে হইবার কথা।

৫০৭ ধারা। যে অপরাধ হইলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না, কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে তাহাকে কোন পোলীস থানার অধ্যক্ষ ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিলে কিম্বা আটক করিয়া রাখিলে কিম্বা সে কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে তাহাকে হাজির জামিনলইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল সেই অপরাধের অপরাধী এমত জ্ঞান করিবার যুক্তিমত কারণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে ঐ রূপে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না।

হাজিরজামিন লইবার অযোগ্য যে স্থলে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

যে স্থলে লওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

ঐ ব্যক্তি যে উক্ত অপরাধ করিয়াছে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিমত কারণ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার অপরাধের আরো তদন্ত লইবার বিশিষ্ট হেতু আছে, অনুসন্ধান কি তদন্ত কি বিচারকার্য্য চলিবার কোন সময়ে উক্ত কর্ম্মকারকের কি আদালতের এই রূপ বিবেচনা হইলে ঐ তদন্ত না লওন পর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হাজিরজামিন লইয়া কিম্বা ঐ কর্ম্মকারকের বা আদালতের বিবেচনামতে পশ্চাল্লিখিত বিধান অনুসারে জামিন বিনা উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র তাহার স্থানে লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

পশ্চাৎ এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইবার কোন সময়েই কোন আদালত এই ধারামতে মুক্ত কোন ব্যক্তিকে ধৃত করাইয়া হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন।

হাজিরজামিন লইবার কি কমাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৫০৮ ধারা। এই ধারামতে যে কোন নিবন্ধপত্র লেখাইয়া লওয়া যায় মোকদ্দমার অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তাহার টাকা ধার্য্য করা যাইবে এবং ঐ টাকা অত্যধিক হইবে না, এবং কোন ব্যক্তিকে হাজিরজামিন দিবার অনুমতি দেওয়া যায়, কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারক কিম্বা মাজিষ্ট্রেট যত টাকার জামিন চাহেন তাহা কমাইয়া দেওয়া যায়, অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল হউক কি না হউক, হাই কোর্ট কি সেশন আদালত যে কোন স্থলেই এমত আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির ও জামিনদের নিবন্ধ পত্রের কথা।

৫০৯ ধারা। কোন ব্যক্তির পক্ষে হাজিরজামিন কি তাহার নিজের নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে পোলীসের কর্ম্মকারক কি স্থল বিশেষে আদালত যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তাহাকে হাজির জামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, এক কি অধিক জন বিশিষ্ট প্রতিভূ তত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে। নিবন্ধপত্রের নিয়ম এই যে, ঐ ব্যক্তি ঐ নিবন্ধপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবে, ও পোলীসের কর্ম্মকারকের কি স্থলবিশেষে আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে থাকিবে।

যদি মোকদ্দমায় প্রয়োজন হয় উক্ত নিবন্ধপত্রে এই নিয়মও থাকিবে যে, যে ব্যক্তিকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় সেই অভিযোগের উত্তর দিবার জন্যে আহূত হইলে হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে কি অন্য আদালতে উপস্থিত হইবে।

হেফাজত হইতে মুক্ত হইবার কথা।

৫১০ ধারা। নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া গেলে পর যাহার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উহা লিখিয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তিকে মুক্ত করা যাইবে। যদি সে কোন কারাগারে থাকে, তবে যে আদালত তাহার হাজির জামিন লন সেই আদালত জেলের অধ্যক্ষের নামে তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিবেন। তাহা হইলে ঐ কার্য্যকারক তাহাকে মুক্ত করিবেন।

প্রথমে যে হাজির জামিন লওয়া যায় তাহা প্রচুর না হইলে প্রচুর জামিন দিবার আজ্ঞার কথা।

৫১১ ধারা। ভ্রান্তি কি প্রতারণাক্রমে বা প্রকারান্তরে অল্প টাকার জামিন লওয়া গিয়া থাকিলে, কিম্বা হাজির জামিন পশ্চাৎ অপ্রচুর হইলে, আদালত ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট বাহির করিয়া হাজির জামিন ক্রমে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা করিয়া উপযুক্ত হাজির জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, না দিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

প্রতিভূদের মুক্ত হইবার কথা।

৫১২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, তাহার উপস্থিত হওয়ার ও উপস্থিত থাকার সমুদয় কি কোন২ প্রতিভূ কোন সময়েই কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সম্পূর্ণরূপে কিম্বা আপন২ নিবন্ধপত্র হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে মাজিষ্ট্রেট উক্তরূপে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করাইবার আদেশ করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারণ্ট দিবেন।

সেই ব্যক্তি ওয়ারণ্টক্রমে উপস্থিত হইলে কিম্বা স্বেচ্ছামতে আপনাকে ধরা দিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ প্রতিভূদের নিবন্ধপত্র সম্পূর্ণরূপে কিম্বা প্রার্থকদের সম্বন্ধে রহিত হইবার আজ্ঞা করিয়া ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত অন্য প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিবেন। তাহা দিতে না পারিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

এক চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষিদের পরীক্ষার্থ কমিশ্যন বিষয়ক বিধি।

যে স্থলে সাক্ষির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

৫১৩ ধারা। সদ্বিচারার্থে কোন সাক্ষির পরীক্ষা প্রয়োজনীয় ও যে বিলম্ব কি খরচ কি কষ্ট না হইলে উক্ত সাক্ষিকে উপস্থিত করা যাইতে পারে না তাহা বিষয়ের ভাবগতিক বিবেচনায় যুক্তিসিদ্ধ নহে এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের এরূপ বোধ হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কি কোর্ট সেই সাক্ষির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ও উক্ত সাক্ষির সাক্ষ্য লইবার নিমিত্ত যে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে সাক্ষী থাকে তাঁহার নামে কমিশ্যন লিখিয়া দিতে পারিবেন।

কমিশ্যন দিবার ও তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ যে রাজার বা রাজ্যাধিকারের দেশে ব্রিটিশ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি কার্য্যকারক আছে, সাক্ষী সেই দেশে বাস করিলে কমিশ্যন ঐ কার্য্যকারকের নামে দেওয়া যাইবে।

যে মাজিষ্ট্রেটকে কি কার্য্যকারককে কমিশ্যন দেওয়া যায় তিনি স্বয়ং কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট হইলে তিনি বা প্রথম শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেটকে এতদর্থে নিযুক্ত করেন সেই মাজিষ্ট্রেট সাক্ষী যে স্থানে থাকে সেই স্থানে যাইবেন কিম্বা ঐ সাক্ষিকে আপনার নিকট তলব করিবেন। এই আইনমতে ওয়ারণ্টের মোকদ্দমার বিচার কালে যে প্রকারে সাক্ষ্য লওয়া যায় ও যে২ ক্ষমতামতে কার্য্য হয় সেই মাজিষ্ট্রেট সেই প্রকারে ঐ সাক্ষির সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ও তদর্থে সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

৫১৪ ধারা। সাক্ষী কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে যে মাজিষ্ট্রেট বা আদালত কমিশ্যন লিখিয়া দেন সেই মাজিষ্ট্রেট বা আদালত ঐ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নামে কমিশ্যন দিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই মোকদ্দমার সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করিয়া তাহাদের সাক্ষ্য লইবার তাঁহার যে ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষমতামতে তিনি সেই সাক্ষিকে উপস্থিত করাইয়া তাহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

সাক্ষী রাজধানী নগরের মধ্যে থাকিলে কমিশ্যনের কথা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টরিয়ার ৩৯ ও ৪ বৎসরের ৪৬ অধ্যায়ের আইনের ৩ ধারামতে হাই কোর্টের যে কমিশ্যন লিখিয়া দিবার ক্ষমতা আছে এই ধারার কোন কথায় তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

৫১৫ ধারা। এই আইনমত যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কমিশ্যন বাহির হয়, তাহার উভয় পক্ষ যে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কমিশ্যনের আদেশ করেন সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত যাহা প্রাসঙ্গিক জ্ঞান করেন এমন প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইতে পারিবেন ও যে মাজিষ্ট্রেটের কি কার্য্যকারকের নামে কমিশ্যন দেওয়া যায় তিনি ঐ প্রশ্নের উপর উক্ত সাক্ষির পরীক্ষা লইবেন।

সাক্ষির পরীক্ষা লইতে পক্ষদের ক্ষমতার কথা।

যে মাজিষ্ট্রেটের বা কার্য্যকারকের নামে কমিশ্যন লিখিয়া দেওয়া যায় উক্ত পক্ষেরা উকীলের দ্বারা কিম্বা হেফাজতে না থাকিলে, স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিবে এবং উক্ত সাক্ষিকে পরীক্ষা করিতে ও স্থল বিশেষে কূট পরীক্ষা কি পুন পরীক্ষা করিতে পারিবে।

৫১৬ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এই আইনমত কোন তদন্ত বা বিচার বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যকালে সবিচারার্থে যে সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক তাহার পরীক্ষা লইবার জন্যে কমিশ্যন দেওয়া উচিত দৃষ্ট হইলে, এবং ঐ সাক্ষিকে উপস্থিত করিতে হইলে যত বিলম্ব ব্যয় বা অসুবিধা ঘটিবে তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অযৌক্তিক বোধ হইলেই, সেই মাজিষ্ট্রেট জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট কারণ জানাইয়া কমিশ্যন প্রার্থনা করিবেন ও সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে কমিশ্যন দিতে পারিবেন কিম্বা ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

অধস্তন মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের কমিশ্যন দিবার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

৫১৭ ধারা। ৫১৩ কি ৫১৬ ধারামতে কোন কমিশ্যন দেওয়া গেলে তদনুসারে নিয়মিতরূপে কার্য্য হইলে পর যে আদালত হইতে কমিশ্যন বাহির হইয়াছিল, ঐ কমিশ্যনমতে যে সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া গেল তাঁহার ঐ সাক্ষ্য সহিত ঐ কমিশ্যন সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে হইবে। ও সেই কমিশ্যন ও তাহার প্রত্যর্পণ ও ঐ সাক্ষির সাক্ষ্য যুক্তিমত সকল সময়ে পক্ষেরা দেখিতে পাইবেন, ও ন্যায়ানুগত বর্জিত স্থল ভিন্ন তাহা কোন পক্ষ কর্তৃক মোকদ্দমার প্রমাণস্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

কমিশ্যন ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

৫১৮ ধারা। কোন স্থলে ৫১৩ কি ৫১৬ ধারামতে কমিশ্যন দেওয়া গেলে, তদনুসারে কার্য্য হইয়া কমিশ্যন যাহাতে ফিরিয়া আসিতে পারে যুক্তিমত এরূপ যথোচিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখা যাইতে পারিবে।

তদন্ত কি বিচার কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষ্য বিষয়ক বিশেষ বিধি।

৫১৯ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে সিবিল চিকিৎসকের কিম্বা চিকিৎসাকর্ম্মকারী অন্য সাক্ষির পরীক্ষা লওয়া গেলে ও তাহার সাক্ষ্য স্বাক্ষরিত হইলে, সেই পরীক্ষিত ব্যক্তিকে সাক্ষিস্বরূপ ডাকা না গেলেও এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচার কার্য্যে কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার সেই সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারিবে।

চিকিৎসক সাক্ষির সাক্ষ্যের কথা।

আদালত তদ্রূপ উচিত বোধ করিলে চিকিৎসক সাক্ষিকে সমন করিতে পারিবেন ও তাঁহার সাক্ষ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

চিকিৎসা কর্ম্মকারী সাক্ষিকে আদালতের সমন করিতে পারিবার কথা।

৫২০ ধারা। এই আইনমত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য ক্রমে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষককে কিম্বা রাসায়নিক দ্রব্যের সহকারি পরীক্ষককে যে কোন বিষয় কি দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া কি তাহার মূলাংশ পৃথক করিয়া রিপোর্ট করণার্থে দেওয়া যায় তদ্বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট বলিয়া যে দলীল থাকে তাহাতে ঐ পরীক্ষকের স্বাক্ষর থাকিলে তাহা এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষকের রিপোর্টের কথা।

৫২১ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ৪৯ ধারার দ্বিতীয় কি তৃতীয় কি পঞ্চম কি ষষ্ঠ কি সপ্তম কি অষ্টম কি নবম কি দশম বর্ণিত কথামতে প্রতিবাদ করিতে গিয়া কোন অবস্থার সত্য প্রমাণ কালে যাবৎ বিপরীত দৃষ্ট না হয় সরল মনের অনুমান করা যাইবে।

কোন স্থলে সরল মনের অনুমান হইবার কথা।

৫২২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে কিম্বা তাহাকে পূর্ব্বে নির্দ্দোষ করা গিয়াছে ইহার প্রমাণ এই আইনমতে তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে প্রচলিত আইনে অন্য যে কোন প্রকারের বিধান থাকে তদতিরিক্ত নিম্নলিখিত প্রকারে করা যাইবে;—

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় বা নির্দ্দোষ হওনের প্রমাণ যে রূপে করা যাইবে তাহার কথা।

(ক) যে আদালতে ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় কি তাহাকে নির্দ্দোষ করা যায় সেই আদালতের যে কার্য্যকারকের জিম্মায় কাগজপত্র থাকে তিনি ঐ কাগজপত্র হইতে উদ্ধৃত কথা দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার নকল বলিয়া সর্টিফিকেট লিখিলে ও তাহাতে স্বাক্ষর করিলে সেই উদ্ধৃত কথা দ্বারা, কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের কথা হইলে যে জেলে দণ্ড কি তাহার কোন অংশ দেওয়া যায় সেই জেলের অধ্যক্ষের সর্টিফিকেট দ্বারা, কিম্বা সমর্পণ করিবার যে ওয়ারন্টক্রমে দণ্ড ভোগ হয় সেই ওয়ারন্ট উপস্থিত করণ দ্বারা।

৫২৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে ও তাহাকে শীঘ্র ধরা যাইবার সম্ভাবনা নাই, এরূপ প্রমাণ হইলে, তাহার নামে যে অপরাধের নালিশ হয় সেই অপরাধহেতুক তাহার বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত তাহার অনুপস্থানে অভিযোগের পক্ষে কোন সাক্ষী উপস্থিত করা গেলে তাহাদের সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিতে পারিবেন পরে সেই ব্যক্তিকে ধরা গেলে যদি ঐ সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করা যাইতে না পারে তবে সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচার কালে তাহাদের ঐ সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থানে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার কথা।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিবন্ধপত্র বিষয়ক বিধি।

৫২৪ ধারা। অসদাচরণের নিবন্ধপত্রের স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে কোন কর্ম্মকারক কিম্বা আদালত কোন ব্যক্তিকে জামিন সহিত কিম্বা জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিলে ঐ আদালত কি কর্ম্মকারক ঐ নিবন্ধ লিখিয়া দিবার পরিবর্ত্তে যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন ঐ ব্যক্তিকে নগদ কিম্বা তত টাকার গবর্ণমেন্টের প্রমিসারি নোট আমানত করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

মুচলকার পরিবর্ত্তে টাকা দিবার কথা।

৫২৫ ধারা। এই আইনমতে যে আদালত কর্ত্তৃক নিবন্ধপত্র গৃহীত হয় সেই আদালতের কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতের কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের হুকুমমতে।

নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

কিম্বা কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র হইলে, ঐ আদালতের হুকুমমতে

যদি প্রমাণ হয় যে নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে ঐ আদালত উক্ত প্রমাণের হেতু লিখিবেন, ও যে কোন ব্যক্তি উক্ত নিবন্ধপত্রদ্বারা বদ্ধ থাকেন তাহাকে অর্থদণ্ডের টাকা দিবার কিম্বা না দেওনের কারণ দর্শাইবার আদেশ দিবেন।

ঐ দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে, ও না দিবার উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে, আদালত উক্ত ব্যক্তির অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করিবার ওয়ারন্ট দিয়া ঐ টাকা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

যে আদালত ওয়ারন্ট দেন, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ওয়ারন্টমতে কার্য্য করা যাইতে পারিবে, ও তন্মধ্যে এই অনুমতি থাকিবে যে ঐ সীমার বহির্ভূত যে স্থানে উক্ত ব্যক্তির কোন অস্থাবর দ্রব্য থাকে সেই স্থান যে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন তিনি ঐ ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে ঐ দ্রব্যও ক্রোক করিয়া নীলাম করা যাইতে পারিবে।

সেই দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে, ও উক্ত প্রকারে ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা আদায় হইতে না পারিলে যে আদালত ওয়ারন্ট দেন, সেই আদালতের আজ্ঞাক্রমে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়ানী জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক কাল বদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

আদালত আপনার বিবেচনামতে উল্লিখিত অর্থদণ্ডের একাংশ রক্ষা করিয়া অংশ মাত্র আদায়করণ প্রবল করিতে পারিবেন।

৫২৬ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ৫২৫ ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে কিম্বা আপীল না হইলেও তাঁহার দ্বারা ঐ আজ্ঞা সংশোধন করা যাইতে পারিবে।

৫২৫ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীল হইবার ও ঐ আজ্ঞা সংশোধনের কথা।

৫২৭ ধারা। হাই কোর্টের কিম্বা সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হাজির থাকিবার যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায় হাই কোর্ট কিম্বা সেশন আদালত কোন মাজিষ্ট্রেটকে সেই পত্রক্রমে পাওনা টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কোন ২ নিবন্ধপত্রক্রমে আদেয় অর্থদণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্রব্য লইয়া কার্য্য হইবার বিধি।

৫২৮ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতে তদন্ত কি বিচারকার্য্য সমাপ্ত হইলে, আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যে দলীল কি অন্য দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে কিম্বা অপরাধ করণার্থে যাহার ব্যবহার হইয়াছে কিম্বা ঐ তদন্ত কি বিচারকার্য্যে যাহা প্রমাণস্বরূপ আনা গিয়াছে দৃষ্ট হয় তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে আদালত এই বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা যায় তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে এই বিষয়ের আজ্ঞার কথা।

হাই কোর্ট কি সেশন আদালত তদ্রূপ আজ্ঞা করিলে যে ব্যক্তি উক্ত দ্রব্য পাইবার স্বত্ববান তাহাকে স্বীয় কার্য্যকারকদ্বারা ঐ দ্রব্য দিবার সুবিধা না হইলে, উক্ত কোর্ট কি আদালত সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত আজ্ঞা ফলবতী করিবার আদেশ দিবেন।

যে মোকদ্দমার আপীল আছে, সেই মোকদ্দমার এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে, আপীল করিবার সময় যাবৎ গত না হয়, অথবা ঐ সময়ের মধ্যে আপীল করা গেলে, যাবৎ ঐ আপীল ডিসমিস না হয়, তাবৎ উক্ত আজ্ঞামতে কার্য্য করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।—যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে সেই দ্রব্য হইলে, এই ধারায় "দ্রব্য" যে শব্দ আছে তাহাতে যে দ্রব্য প্রথমে কোন পক্ষের অধিকারে কি তত্ত্বাবধানে ছিল সেই দ্রব্যমাত্র বুঝাইবে না, কিন্তু সেই দ্রব্য লইয়া অন্য যে দ্রব্য গড়ান যায় কিম্বা সেই দ্রব্য বদলাইয়া যে দ্রব্য করা যায় তাহাও বুঝাইবে, এবং দ্রব্যান্তর কি বিনিময় করণদ্বারা অব্যবহিতভাবে কি প্রকারান্তরে যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাও বুঝাইবে।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি দ্রব্য অর্পণ সূচক আজ্ঞা দিবার কথা।

৫২৯ ধারা। ৫২৮ ধারাক্রমে আজ্ঞা না দিয়া কোন আদালত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি ঐ দ্রব্য সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ দ্রব্য পোলীসের দ্বারা ধৃত হইয়া পশ্চাল্লিখিতমতে তাঁহার নিকট রিপোর্ট করা গেলে তিনি যদ্রূপে করিতেন ঐ দ্রব্য লইয়া তদ্রূপেই কার্য্য করিবেন।

ঐ ব্যক্তির নিকট যে টাকা পাওয়া যায় তাহা নির্দ্দোষী ক্রেতাকে দিবার কথা।

৫৩০ ধারা। যাহা চোরা বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ অপরাধ হয় বা যাহার মধ্যে ঐ অপরাধ পড়ে কোন ব্যক্তির যদি এরূপ অপরাধ নির্ণয় হয় এবং ইহার প্রমাণ হয় যে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্য চোরা না জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ না দেখিয়া তাহা ক্রয় করিয়াছে, এবং যাহার অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার নিকট হইতে এই আইনমতে কোন টাকা লওয়া হইয়াছে, তবে ক্রেতা প্রার্থনা করিলে ও অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে ঐ চোরা দ্রব্য ফিরাইয়া দিলে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ টাকা হইতে ক্রেতার প্রদত্ত মূল্যের অনধিক টাকা তাহাকে দেওয়া যায়।

৫২৮ বা ৫২৯ ধারামত আজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা।

৫৩১ ধারা। যে আদালতে আপীল কি দৃঢ়ীকরণ কি বিবাদার্পণ কি নিষ্পত্তির সংশোধন হইতে পারে সেই আদালত আপনার অধীন আদালতের কৃত ৫২৮ বা ৫২৯ ধারামত কোন আজ্ঞা স্বীয় বিবেচনার অপেক্ষায় স্থগিত করিতে এবং সংশোধন কি পরিবর্ত্তন কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন।

অপবাদ সম্পর্কীয় ও অন্য বিষয় বিনষ্ট করিবার কথা।

৫৩২ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৯২ কি ২৯৩ কি ৫০১ কি ৫০২ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার যত খণ্ড অপরাধির অধিকারে কি ক্ষমতায় থাকে আদালত তৎসমুদয় বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৭২ কি ২৭৩ কি ২৭৪ কি ২৭৫ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে যে খাদ্য কি পানীয় কি ঔষধ কি চিকিৎসা সম্পর্কীয় দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয়, আদালত তদ্রূপে তাহা বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

স্থাবর দ্রব্যের অধিকার ফিরিয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

৫৩৩ ধারা। কোন ব্যক্তির অপরাধঘটিত বলসহিত কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে ও সেই অপরাধঘটিত বলদ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্থাবর দ্রব্যের অধিকার চ্যুত করা গিয়াছে উক্ত আদালত ইহা দেখিতে পাইলে ঐ ব্যক্তির পুনরায় অধিকার পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া সেই স্থাবর দ্রব্যে আপনার অধিকার বা স্বার্থ আছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা দ্বারা ঐ অধিকারের বা স্বার্থের বিঘ্ন হইবে না।

৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা চোরা দ্রব্য পোলীস কর্ত্তৃক ধৃত হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৫৩৪ ধারা। যে দ্রব্য ৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা যাহা চোরা বলিয়া অভিযোগ কি সন্দেহ হয় কিম্বা যাহা এরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় যে তৎসম্বন্ধে কোন অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ জন্মে সেই দ্রব্য পোলীস কর্ম্মকারকদ্বারা ধৃত হইয়া থাকিলে তদ্বিষয়ে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অবিলম্বে রিপোর্ট করা যাইবে ও তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট যে রূপে উচিত বোধ করেন সেই রূপে ঐ দ্রব্যের অধিকার পাইবার স্বত্ববান্ ব্যক্তিকে তাহা দিবার আজ্ঞা করিবেন। কিম্বা ঐ ব্যক্তিকে নিশ্চয়মতে জানা যাইতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ দ্রব্য রাখিবার ও উপস্থিত করিবার বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিবেন।

দ্রব্যের স্বামী অপরিচিত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে জানা থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট যে রূপ (যদি কোন) নিয়মে উচিত বোধ করেন তদ্রূপ নিয়মে ঐ সম্পত্তি তাহাকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। উক্ত ব্যক্তিকে জানা না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ সম্পত্তি রাখিতে পারিবেন এবং ঐ সম্পত্তির মধ্যে যে২ দ্রব্য আছে ঘোষণা পত্রে সেই২ দ্রব্যের বিশেষ বর্ণনা লিখিয়া প্রকাশ করণপূর্ব্বক সেই দ্রব্যের উপর যে কেন ব্যক্তির দাওয়া থাকে তাঁহাকে ঐ ঘোষণাপত্রের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনার দাওয়া প্রমাণ করিতে আজ্ঞা দিবেন।

ছয় মাসের মধ্যে দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৩৫ ধারা। ঐ সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্যের উপর আপন দাওয়া সপ্রমাণ না করিলে ও সেই দ্রব্য যাহার নিকটে পাওয়া যায় সে ন্যায়মতে তাহা পাইয়াছিল ইহা দেখাইতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট ঐ দ্রব্য লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবেন, ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মহকুমার

জিস্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তাহা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে তদ্রূপ আজ্ঞাকারক আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর যে আদালতে আপীল হইতে পারে সেই আদালতে আপীল হইবার অনুমতি থাকিবে।

আশুক্ষয়শীল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

৫৩৬ ধারা। ঐ দ্রব্যের অধিকার পাইবার স্বত্ববান্ ব্যক্তি অজ্ঞাত কি অনুপস্থিত থাকিলে ও উক্ত দ্রব্য আশুক্ষয়শীল হইলে কিম্বা তাহা বিক্রয় করাতে স্বামির লাভ আছে মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিবেচনা করিলে মাজিষ্ট্রেট যে কোন সময়ে তাহা বিক্রয় করিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত বিক্রয়ের নিট উৎপন্ন সম্বন্ধে যত দূর সম্ভব, ৫৩৪ ও ৫৩৫ ধারার বিধান খাটিবে।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ফৌজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

হাই কোর্টের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কি স্বয়ং বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৩৭ ধারা। যখন কোন হাই কোর্টকে দেখান যায় যে (ক) তদধীন কোন ফৌজদারী আদালতে ন্যায়সঙ্গত ও অপক্ষপাত তদন্ত কি বিচার পাওয়া যাইতে পারে না, বা

(খ) অসাধারণ কাঠিন্যযুক্ত আইনঘটিত প্রশ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, বা

(গ) যে স্থানে কি যে স্থানের নিকট অপরাধ করা যায় সুন্দররূপ তদন্ত কি বিচারার্থে সেই স্থান দেখা আবশ্যক বা

(ঘ) এই ধারামতে আজ্ঞা দিলে পক্ষদের ও সাক্ষিদের সাধারণতঃ সুবিধা হইবে

তখন উক্ত কোর্ট নিম্নলিখিত রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন

(১) যে আদালত ১৭৮ হইতে ১৮৫ পর্য্যন্ত ধারাক্রমে কোন অপরাধের তদন্ত ও বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন নহেন কিন্তু অন্যান্য প্রকারে তৎকার্য্যক্ষম সেই আদালত কর্ত্তৃক উক্ত অপরাধের তদন্ত কি বিচার হয়, কিম্বা

(২) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল কি বিশেষ শ্রেণীর তদ্রূপ মোকদ্দমা কি আপীল, স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীন এক ফৌজদারী আদালত হইতে সমান কি অধিক ক্ষমতাপন্ন তদ্রূপ অন্য কোন ফৌজদারী আদালতে প্রেরিত হয় কিম্বা

(৩) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল আপনার নিকটে প্রেরিত হইয়া বিচার হয়।

হাই কোর্ট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতভিন্ন অন্য আদালত হইতে আপনার সম্মুখে বিচারার্থে কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া আনিলে, ২৬৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন যে আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া আনা যায় তদ্রূপে উঠাইয়া আনা না গেলে সেই আদালতে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইত সেই মোকদ্দমার বিচারে সেই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন।

এই ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তদনুসারে কার্য্য হইবার প্রার্থনা প্রস্তাবমাত্রক্রমে করা যাইবে ও প্রার্থনা আডবোকেট জেনরল না হইলে আফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞাদ্বারা তাহার পোষকতা করিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি এই ধারামতে প্রার্থনা করিলে হাই কোর্ট তাঁহার প্রতি এই নিয়মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন যে অপরাধ নির্ণয় হইলে সে অভিযোক্তার খরচা দিবে।

এই ধারামতে প্রার্থনা হইলে রাজকীয় অভিযোক্তাকে নোটিস দিবার কথা।

কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি তদ্রূপ প্রার্থনা করিলে রাজকীয় অভিযোক্তার নামে ঐ প্রার্থনার নোটিস লিখিয়া যেং হেতুতে প্রার্থনা করা গেল সেইং হেতুপত্রের নকল ঐ নোটিসের সঙ্গে দিবে, এবং সেই নোটিস দেওয়ার ও প্রার্থনাপত্র শুনিবার সময়ের মধ্যে ন্যূনকল্পে চব্বিশ ঘণ্টা না গেলে ঐ প্রার্থনাপত্রের দোষগুণানুসারে কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

২৮ ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায় এই ধারার কোন কথা ক্রমে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ফৌজদারী মোকদ্দমা ও আপীল হস্তান্তর করিবার কথা।

৫৩৮ ধারা। বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল এক হাই কোর্ট হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাই কোর্টে অর্পণ করিলে কিম্বা এক হাই কোর্টের অধীন কোন ফৌজদারী আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাই কোর্টের অধীন সমান কি অধিক ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করিলে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সফল হয়, কিম্বা উভয় পক্ষের কি সাক্ষিদের সুবিধা জন্মে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের এমত বোধ হইলে তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সেই মোকদ্দমার কি আপীলের তদ্রূপ হস্তান্তর হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে আদালতে সেই মোকদ্দমা কি আপীল অর্পণ করা যায় সেই আদালতেই প্রথম উপস্থিত করা গেলে ঐ আদালত সেই মোকদ্দমা কি আপীল লইয়া যেরূপ কার্য্য করিতেন তদ্রূপে কার্য্য করিবেন।

মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের উঠাইয়া লইবার কি অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৩৯। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট আপন অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া অথবা তাঁহাকে যে মোকদ্দমা অর্পণ করিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া লইয়া আপনি তাহার তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে পারিবেন কিম্বা তদন্ত লইয়া বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আপনার অধীন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি তদন্ত লইয়া বিচার করিবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিতে পারিবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার অধীন মাজিষ্ট্রেটদের নিকট হইতে যে কোন প্রকারের মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া বিহিত বোধ করেন তাহা উঠাইয়া লন কিম্বা বিশেষ পক্ষের সকল লোক দ্বারা উঠাইয়া লন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

ষটচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

অনিয়মিতক্রিয়াহেতুক আনুষ্ঠানিক কার্য্য ব্যর্থ না হইলে তাহার কথা।

৫৪০ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে নিম্নলিখিত কোন কার্য্য করিবার অর্থাৎ

(ক) ৯৯ ধারামতে তলাশী পরওয়ানা দিবার

(খ) ১৫৫ ধারামতে পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিবার

(গ) ১৭৭ ধারামতে মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার

(ঘ) কোন ব্যক্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানে বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে ১৮৭ ধারামতে নিজ বিচারাধীন স্থানে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার,

(ঙ) ৯২ ধারার (ক) কিম্বা (খ) প্রকরণমতে কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবার

(চ) ১৯৩ ধারামতে কোন মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার

(ছ) ৩০৭ বা ৩০৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব করিবার,

(জ) ৫০৬ বা ৫০৭ ধারামতে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার

(ঝ) ৫২৯ ধারামতে যদি মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া আপনি বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন না হইয়া ভ্রান্তিক্রমে সরলমনে ঐ কার্য্য করেন তবে ক্ষমতা ছিল না বলিয়া তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্য অন্যথা করা যাইবে না।

অনিয়মিত যে কার্য্যদ্বারা আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হয় তাহার কথা।

৫৪১ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে নিম্নলিখিত কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইয়াও যদি সেই২ কার্য্য করেন অর্থাৎ

(ক) অন্য মাজিষ্ট্রেটের লিখিত ব্যবস্থা অনুসারে যদি ৩৪৯ ধারামতে দণ্ডের আজ্ঞা করেন

(খ) ৯২ ধারার (গ) প্রকরণমতে যদি অপরাধ গ্রাহ্য করেন

(গ) যদি ৮৯ ধারামতে দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয় করেন,

(ঘ) যদি সংক্ষেপমতে অপরাধির বিচার করেন,

(ঙ) যদি আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন,

(চ) ৪৩৫ ধারামতে যদি কাগজপত্র আনান

(ছ) যদি ডাকঘরে পত্রের কিম্বা টেলিগ্রাফ বিভাগে তাড়িতবার্ত্তার তলাশী পরওয়ানা দেন

(জ) যদি ৫২৫ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা ৫২৬ ধারামত সংশোধন করেন

(ঝ) যদি শান্তিরক্ষার জামিন দিবার আজ্ঞা করেন

(ঞ) যদি শান্তিরক্ষার মুচলকা ক্ষমা করেন

(ট) যদি সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা করেন

(ঠ) কোন ব্যক্তি আইনমতে সদাচরণ করিতে নিবদ্ধ হইলে যদি তাহাকে মুক্ত করেন

(ড) স্থান বিশেষ মন্দ অনিষ্ট কার্য্য সম্বন্ধে যদি ১৩৪ ধারামতে আজ্ঞা করেন,

(ঢ) যদি ১৪৫ ধারামতে আজ্ঞা প্রচার করেন,

(ণ) সাধারণের অনিষ্টকার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে যদি ১৪৩ ধারামতে তন্নিবারণের আজ্ঞা করেন

(ত) ১২ অধ্যায়মতে যদি আজ্ঞা করেন, কিম্বা

(থ) যদি ভরণপোষণের আজ্ঞা করেন,

তবে তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হইবে।

অনুপযুক্ত স্থানে আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইবার কথা।

৫৪২ ধারা। তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য অনুপযুক্ত সেশন খণ্ড কি জিলার কি মহকুমার কি অন্য স্থানে হইয়াছে বলিয়া কেবল সেই কারণে কোন ফৌজদারী আদালতের নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না কিন্তু সেই ভ্রম হেতুক সদ্বিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে, ইহা দৃষ্ট হইলে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

অনিয়মিতরূপে ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে তাহা যে স্থলে সিদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার কথা

৫৪৩ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কি অন্য কর্ত্তৃপক্ষ আইনমতে নিয়মিতরূপে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেছেন বিবেচনায় তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন না হইয়া যদি সেশন আদালতের বা হাইকোর্টের বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করেন, তবে যে আদালতের প্রতি সমর্পণ করা যায় সেই আদালত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র পাঠ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্যায় হয় নাই বিবেচনা করিলে, এবং তদন্ত লওনের সময়ে ও সমর্পণের আজ্ঞা হওনের পূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযোক্তার পক্ষ হইতে সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্য বিষয়ে আপত্তি না হইয়া থাকিলে ঐ আদালত সেই সমর্পণ কার্য্য গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্যায় হইয়াছে উক্ত আদালতের যদি এইরূপ বিবেচনা হয় কিম্বা তদ্রূপ আপত্তি হইয়া থাকে, তবে উক্ত আদালত সেই সমর্পণ কার্য্য অসিদ্ধ করিয়া উপযুক্ত মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা নূতন তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

১৬৪ বা ৩৬৪ ধারার বিধান না পালন করিবার কথা।

৫৪৪ ধারা। ১৬৪ বা ৩৬৪ ধারামতে লিপিবদ্ধ করা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকার বা অন্য উক্তি যে আদালতের সম্মুখে প্রামাণস্বরূপ উপস্থিত করা হয় সেই আদালত যদি দেখেন যে ঐ উক্তি লিপি করণকারী মাজিষ্ট্রেট ঐ ধারার বিধান সম্পূর্ণরূপে পালন করেন না তবে

প্রতিবাদী নিয়মিতরূপে ঐ লিপিবদ্ধ কথা যে কহিয়াছিল ইহার প্রমাণ লইবেন, কিন্তু যদি সেই অবধারা মোকদ্দমার গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রতিবাদ কালে অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি না হইয়া থাকে তবে ঐ উক্তি গ্রাহ্য করিবার বাধা হইবে না।

৪৫৪ ধারার ২ প্রকরণ-লেখ নির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ত্রুটি হইবার কথা।

৫৪৫। যে মোকদ্দমার প্রতি ৪৫৪ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ বর্তে সেই মোকদ্দমার কোন ব্যক্তিকে, "তুমি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ত্রুটি হইলে যদিও ইহা দৃষ্ট হয় যে ঐ ব্যক্তি এই আইনমতে উক্ত প্রজাস্বরূপ যে স্বত্বের দাওয়া করিতে পারে তাহা জানিত, তথাপি তাহাতে অনুষ্ঠানিক কার্য্যের সিদ্ধতা সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন হইবে না।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হইবার কালের কথা।

৫৪৬। অভিযোগপত্র প্রস্তুত না করা গেলেও ন্যায় বিচারের কোন ব্যাঘাত হয় নাই আপীল শুনিবার কি মোকদ্দমা পুন দৃষ্টি করিবার আদালতের এমত জ্ঞান হইলে সেই অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে ন্যায় বিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে আপীল শুনিবার কি মোকদ্দমা পুন দৃষ্টি করিবার আদালতের এমত বোধ হইলে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার ও মোকদ্দমার বিচার কালীন যে সময়ে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা উচিত ছিল তদবধি বিচার কার্য্যের পুনরারম্ভ হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

আসেসরদের বিচার্য্য মোকদ্দমা জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।
জুরির বিচার্য্য মোকদ্দমা আসেসরদের দ্বারা বিচার হইবার কথা।

৫৪৭ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় যে অপরাধ বিচার্য্য হয় জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইলে কেবল তৎপ্রযুক্ত সেই বিচার অসিদ্ধ হইবে না।

জুরির দ্বারা বিচার্য্য অপরাধের বিচার আসেসরদের সহকারিতায় করা গেলে যদি আদালতের নির্ণয়পত্র লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আপত্তি না করা যায় তবে কেবল আসেসরদের সহকারিতায় হওয়াপ্রযুক্ত বিচার অসিদ্ধ হইবে না।

অভিযোগ পত্রে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ভ্রম কি প্রমাদপ্রযুক্ত নিষ্পত্তি কি দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন হইবার কথা।

৫৪৮ ধারা। পূর্ব্বে প্রদত্ত বিধান স্থলভিন্ন নালিশে কি সমনে কি অভিযোগপত্রে কি নিষ্পত্তিপত্রে কিম্বা বিচার করণসময়ের বা তৎপূর্ব্বের অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন ভ্রম কি প্রমাদ কি অনিয়ম হইলে

কিম্বা ৯৬ ধারার আদেশমত কোন অনুমতির অভাব হইলে।

কিম্বা জুরির প্রতি উপদেশ বাক্যের মধ্যে কোন অন্যায় কথা থাকিলে, যদি সেই ভ্রম কি প্রমাদ কি অনিয়ম কি অভাব কি অন্যায় কথা দ্বারা ন্যায়বিচারের ত্রুটি না হইয়া থাকে, তবে ২৭ অধ্যায়মতে কার্য্য হইলে কিম্বা সেই মোকদ্দমার উপর আপীল হইলে কিম্বা তাহা পুন দৃষ্টি করণার্থে উপস্থিত হইলে ঐ ভ্রমপ্রভৃতি হেতুক উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা অসিদ্ধ কি পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

আনুষ্ঠানিক কার্য্যে রীতির দোষ থাকাতে ক্রোক বেআইনী না হইবার ও ক্রোককারি ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না হইবার কথা।

৫৪৯ ধারা। এই আইনের বলে যে ক্রোক করা যায় সমনে কি অপরাধ নির্ণয়পত্রে কি ক্রোকী পরওয়ানায় কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যে রীতিগত কোন দোষ কি অভাব প্রযুক্ত, তাহা বেআইনী বলিয়া জ্ঞান হইবে না ও যে ব্যক্তি ক্রোক করে তাহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

সপ্ত চত্বারিংশ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

যেই কোর্টের ও যেই ব্যক্তিদের সম্মুখে আফিডেবিট করা যাইতে পারিবে তাঁহাদের কথা।

৫৫০ ধারা। কোন হাই কোর্টের, কিম্বা ঐ কোর্টের কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে যে আফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞাপত্রের ব্যবহার করিতে হইবে, তৎসম্পর্কীয় শপথ কি প্রতিজ্ঞা সেই কোর্টের কিম্বা ক্লার্ক অফ দি ক্রৌনের, কিম্বা তৎকার্য্যাপক্ষে, নিযুক্ত কোন কমিশনরের কি অন্য ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন রিকার্ড কোর্টে আফিডেবিট গ্রহণের কোন জজ কি কমিশনর সাহেবের সম্মুখে কিম্বা ইংলণ্ডের কি ঐরলণ্ডের চান্সরি কোর্টে শপথ করাইবার কোন কমিশনরের সম্মুখে কিম্বা স্কটলণ্ড দেশে যে কোন মাজিষ্ট্রেট আফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহার সম্মুখে ঐ আফিডেবিট ও প্রতিজ্ঞাপত্র করা যাইতে পারিবে।

গুরুতর সাক্ষিকে সমন করিবার কিম্বা উপস্থিত ব্যক্তির পরীক্ষা লইবার ক্ষমতার কথা।

৫৫১ ধারা। এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিবার কোন সময়ে কোন আদালত সাক্ষিকে সমন করিতে পারিবেন ও সমন না হইয়া যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকে সাক্ষিস্বরূপ তাহারও সাক্ষ্য লইতে পারিবেন যাহার পরীক্ষা পূর্ব্বে লওয়া গিয়াছে এমন কোন ব্যক্তিকে আবার ডাকাইয়া পুনর্ব্বার তাহার পরীক্ষা লইতে পারিবেন এবং ন্যায়মতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে তদ্রূপ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য অত্যাবশ্যক বোধ হইলে ঐ আদালত তাহাকে ডাকাইয়া তাহার পরীক্ষা লইবেন কিম্বা তাহাকে আবার ডাকাইয়া তাহার পুন পরীক্ষা লইবেন।

কারাদণ্ডের স্থান নির্দেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৫২ ধারা। প্রচলিত আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে এই আইনমতে যে ব্যক্তির কারাদণ্ড বা হেফাজতে সমর্পণ হইতে পারে তাহাকে যে স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার আদেশ করিতে পারিবেন।

কারাবদ্ধ ব্যক্তির পরীক্ষার জন্যে তাহাকে আনাইতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৫৩ ধারা। বন্দিদের সাক্ষ্য গ্রহণ বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় তিনি সাক্ষী কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া আপন এলাকার সীমার অন্তর্গত জেলখানায় বদ্ধ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইতে চাহিলে, ঐ জেলের অধ্যক্ষের নামে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া ঐ পত্রের লিখিত সময়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত প্রহরিরজিম্মায় আপনার নিকট আনাইতে আজ্ঞা করিবেন।

জেলের অধ্যক্ষ সেই আজ্ঞা পাইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐ বন্দী যত ক্ষণ জেলখানায় ফিরিয়া না আইসে ততক্ষণ তাহার নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিবার বিধান করিবেন।

দোভাষির যথার্থই অর্থ করিতে হইবার কথা।

৫৫৪ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতে কোন প্রমাণের কি উক্তির অর্থ করিবার জন্য দোভাষির প্রয়োজন হইলে ঐ দোভাষী সেই প্রমাণের কি উক্তির যথার্থ অর্থ করিতে আবদ্ধ হইবেন।

বাদিদের ও সাক্ষিদের খরচের কথা।

৫৫৫ ধারা। যে বাদিরা কি সাক্ষিরা এই আইন অনুসারে কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যের নিমিত্তে উপস্থিত হন, কোন ফৌজদারী আদালত গবর্ণমেন্টের পক্ষে তাঁহাদের উপযুক্ত খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতিক্রমে যে বিধি করেন সেই বিধি মানিয়া উক্ত আজ্ঞা করা যাইবে।

অর্থদণ্ডের টাকার একাংশ খরচ বা ক্ষতি পূরণস্বরূপ দিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৫৫৬ ধারা। যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎকালে ফৌজদারী আদালত সেই আইনমতে অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে কিম্বা আপীল ক্রমে কিম্বা স শোধন করণ ক্রমে ঐ অর্থদণ্ডের আজ্ঞা কিম্বা অর্থদণ্ড যে আজ্ঞার একাংশ হয় সেই আজ্ঞা দৃঢ় করিলে ঐ আদালত নিষ্পত্তিকালে ঐ অর্থদণ্ডের আদায় হওয়া সমুদয় টাকা কিম্বা তাহার কোন অংশ।

(ক) মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত যথার্থ যে খরচ হয় তাহার পরিশোধে,

(খ) যে অপরাধ হয় তজ্জনিত ক্ষতি প্রযুক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া যাইতে পারিত আদালতের এরূপ বিবেচনা হইলে ঐ ক্ষতিপূরণার্থে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে আদালত ঐ অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করেন সেই আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিলে উক্ত যে টাকা দিবার আজ্ঞা হইল, আপীল উপস্থিত করিবার মিয়াদ গত না হওন পর্য্যন্ত কিম্বা আপীল উপস্থিত করা গেলে তাহার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত সেই টাকা দেওয়া যাইবে না।

পরিবর্ত্তি মোকদ্দমায় সেই টাকা ধরিবার কথা।

৫৫৭ ধারা। পরে সেই বিষয় লইয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে ক্ষতিপূরণ দিবার সময়ে ৫৫৬ ধারামতে যে ক্ষতি পূরণের টাকা দেওয়া যায় বা আদায় হয়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবার কথা।

৫৫৮ ধারা। অর্থদণ্ডের টাকা ভিন্ন অন্য কোন টাকা এই আইনমত কোন আজ্ঞাক্রমে দেয় হইলে অর্থ দণ্ড হইলে যেরূপে হইত সেইরূপে তাহা আদায় করা যাইতে পারিবে।

নথীর নকল দিবার কথা।

৫৫৯ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তিতে কি অন্য আজ্ঞাতে যে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাহার প্রার্থনা হইলে জুরির নিকট জজ সাহেবের উপদেশের নকল কিম্বা কোন আজ্ঞার কি সাক্ষ্যের কি নথীর অন্যাংশের নকল তাহাকে দেওয়া যাইবে। কিন্তু আদালত কোন বিশেষ কারণে তাহাকে বিনা খরচে সেই নকল দেওয়া উচিত বোধ না করিলে তাঁহারই সেই নকল করিবার খরচ দিতে হইবে।

কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা যাহাদের বিচার হইবে এরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষদের হস্তে সমর্পণ করিবার কথা।

৫৬০ ধারা। কোন ব্যক্তির যে অপরাধে সৈন্যদের সুধারা ও সুশাসন বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ৪১ ধারামতে কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা বিচার হইতে পারে সেই অপরাধের অভিযোগ সহ তাহাকে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা গেলে ঐ মাজিষ্ট্রেট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সামান্য বা বিশেষমতে প্রকারান্তরের আদেশ না দিলে তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় তদ্বিবরণ সহিত তাহাকে সে যে পল্টনের কি সৈন্য দলের কি সেনাভাগের লোক সেই পল্টনাদির সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে কিম্বা নিকটস্থ সেনানিবেশের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা বিচার হইবার নিমিত্ত পাঠাইবেন।

তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিবার কথা।

তদ্রূপ কোন স্থানে অবস্থিত কি নিযুক্ত সৈনিকদলের অধ্যক্ষের তৎকার্য্য পক্ষে প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট যাহার নামে উক্তরূপ অপরাধের অভিযোগ আছে তাদৃশ কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

পোলীসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারকদের ক্ষমতার কথা।

৫৬১ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষেরা আপন২ থানার সীমার মধ্যে যে সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারেন পোলীসের যে কর্ম্মকারকেরা পোলীস থানার অধ্যক্ষের উচ্চ পদস্থ হন তাঁহারা যে স্থানীয় চক্রের নিমিত্ত নিযুক্ত হন তন্মধ্যে সেই২ ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

৫৬২ ধারা। কোন স্ত্রীকে কিম্বা চৌদ্দ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকাকে অবৈধ কার্য্যের নিমিত্ত ফুস লাইয়া হরণ করা কি বেআইনীমতে আটক করিয়া রাখা গিয়াছে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট শপথ পূর্ব্বক এই নালিশ করা গেলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা ঐ বালিকাকে আপন স্বামির কি পিতার কি মাতার কি অভিভাবকের কিম্বা বৈধমতে ঐ বালিকার রক্ষণের কি শাসনের ভারপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করাইবেন ও আবশ্যক হইলে বলপূর্ব্বক করাইবেন।

অপহৃত স্ত্রীকে ফিরাইয়া দেওনের ক্ষমতার কথা।

৫৬৩ ধারা। রাজধানী নগরে কোন ব্যক্তি পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে ধৃত করাইলে, যে মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা শুনেন তাঁহার বিবেচনামতে ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিবার উপযুক্ত কারণ না থাকিলে যে ব্যক্তিকে ধরা যায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার সময় হরণের কি খরচের জন্যে হানিপূরণস্বরূপ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা পাওয়া উচিত জ্ঞান করেন, যে ব্যক্তি তাহাকে তদ্রূপে ধৃত করায় তাহাকে সেই ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

রাজধানী নগরে যে ব্যক্তিকে অকারণে গ্রহ বির জিম্মায় দেওয়া যায় তাহার হানিপূরণের কথা।

উক্ত স্থলে দুই কি তদধিক জনকে ধৃত করা গেলে কি তাহাদের নামে নালিশ করা গেলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত প্রকারে তাহাদের এক ২ জনের পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত হানিপূরণ উচিত জ্ঞান করেন ততই পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে হানিপূরণস্বরূপ যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে ও তাহা তদ্রূপে আদায় করা যাইতে না পারিলে, যে ব্যক্তির ঐ টাকা দেয় তাহার প্রতি মাজিষ্ট্রেটের আদেশমত ত্রিশদিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা যাইবে। কিন্তু ঐ টাকা দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

৫৬৪ ধারা। কলিকাতার হাই কোর্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এবং রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত অন্য কোন হাই কোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে২ অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি করিতে পারিবার কথা।

যে হাই কোর্ট রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত নহে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সেই হাই কোর্ট সময়ে২

অন্যান্য কার্য্য নিমিত্ত কোন২ হাই কোর্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) স্বীয় রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের ও আপনার অধীন সকল ফৌজদারী আদালতের রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধানার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(খ) স্বীয় অধীন সকল ফৌজদারী আদালতে যে২ বহী রাখিতে হইবে ও তন্মধ্যে যে২ কথা ও হিসাব লিখিতে হইবে ও সেই২ আদালতের যে রিটর্ণ কি বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(গ) উক্ত সকল আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য লিখিবার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে সেই পাঠ নিরূপণ করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণীত ও পাঠ নিরূপিত হয় তাহা এই আইনের কিম্বা যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের অসঙ্গত না হয়।

এই ধারামতে কোন বিধি প্রণয়ন করা গেলে তাহা রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

৫৬৫ ধারা। ৫৬৪ ধারামতে ও শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ৫ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা মানিয়া এতৎসংযুক্ত পঞ্চম তফসীলে যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইল সেই পাঠ প্রত্যেক স্থলে অবস্থা ভেদে যেরূপ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয় তাহা করিয়া তদুল্লিখিত কার্য্যে ব্যবহার করা যাইবে।

পাঠের কথা।

৫৬৬ ধারা। কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন প্রদেশে রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত হাই কোর্ট ভিন্ন কোন আদালতের ভাষা বলিয়া এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন্ ভাষা গণ্য হইবে, উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা স্থির করিতে পারিবেন।

আদালতের ভাষা স্থির করিতে পারিবার কথা।

৫৬৭ ধারা। এই আইনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি যে২ ক্ষমতা অর্পিত হইল প্রয়োজনমতে সময়ে২ তদনুসারে কার্য্য হইতে পারিবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতানুসারে সময়ে২ কার্য্য হইবার কথা।

৫৬৮ ধারা। এই আইন যৎকালে প্রবল হয় তৎকালে কোন ফৌজদারী আদালতে যে সকল মোকদ্দমা চলিতে থাকে এবং কোন আদালতে যে সকল বিবিধ প্রকারের ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করা যায়, তাহাতে যত দূর সম্ভব, এই আইনের বিধান সমূহ বর্ত্তিবে।

চলিত মোকদ্দমার ও বিবিধ প্রকার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কথা।

এই ধারামত কোন মোকদ্দমার বা কোন শ্রেণীর মোকদ্দমায় কিরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে এবিষয়ে সন্দেহ উত্থিত হইলে, হাই কোর্ট সময়ে২ এত দর্থে এই আইনসঙ্গত যে বিধি প্রণয়ন করেন, আদালত তদনুসারে চলিবেন।

প্রথম তফসীল।

যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

(ক) রাজব্যবস্থা।

বৎসর ও রাজত্ব ও অধ্যায়	নাম	যে পরিমাণ রহিত হইল।
তৃতীয় জর্জের ৩ বৎসরের ৬৩ অধ্যায়ের আইন।	ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিষয় ব্যাপারের উৎকৃষ্টতর কার্য্যাধ্যক্ষতা নিমিত্ত কোন২ নিয়ম সংস্থাপনার্থ আইন।	৬৮ ধারা।

(খ) আইন।

সাল ও নম্বর	বিষয়	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৪০ সা ২৩ আ	পরওয়ানা জারীকরণ বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৫০ সা ৩৪ আ	রাজবন্দি বিষয়ক	সমুদয়।
৮৫৮ সা ৩ আ	রাজবন্দি বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
৮৬০ সা ৪৫ আ	দণ্ডবিধি বিষয়ক	২১৪ ধারার উদাহরণগুলি।
৮৬১ সা ৫ আ	পোলীস বিষয়ক	৬ ও ২৪ ধারা। ৩৫ ধারা, প্রথমাবধি "কিন্তু" শব্দ পর্য্যন্ত। ৩৭ অবধি ৪০ পর্য্যন্ত সমুদয় ধারা।
১৮৬২ সা ১৮ আ	সুপ্রীম কোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৬৯ সা ২ আ	শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৭০ সা ২২ আ	সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদানের আইন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের প্রতি বর্ত্তাওন বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
৮৭২ সা ৪ আ	পঞ্জাবের ব্যবস্থা বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮১৮ সালের ৩ আইনের ও ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।
৮৭২ সা ১০ আ	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
৮৭৪ সা ১১ আ	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংশোধন বিষয়ক।	সমুদয়।
৮৭৪ সা ১৫ আ	আইনের স্থানীয় ব্যাপ্তি বিষয়ক।	৮৫০ সালের ৩৪ আইনের ও ১৮৫৮ সালের ৩ আইনের ও বঙ্গদেশের ১৮১৮ সালের ৩ আইনের ও ৮২৫ সালের ২০ আইনের, ও মান্দ্রাজের ১৮১৯ সালের ২ আইনের ও বোম্বাইয়ের ১৮২৭ সালের ২৫ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।
৮৭৫ সা ১০ আ	হাই কোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক	১৪৪ ধারা ভিন্ন ও ১৪৬ ধারার সন্ধান সম্পর্কীয় অংশ ভিন্ন সমুদয় আইন।
১৮৭৫ সা ৭ আ	ব্রহ্মদেশীয় আদালত বিষয়ক।	৯৮ ধারার যে অংশ বঙ্গদেশের ১৮১৮ সালের ৩ আইনের সহিত সম্পর্ক রাখে সেই অংশ।
৮৭৫ সা ২০ আ	মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থা বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮১৮ সালের ৩ আইনের ও ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।
৮৭৬ সা ১৮ আ	অযোধ্যার ব্যবস্থা বিষয়ক	ঐ
৮৭৭ সা ৪ আ	প্রেসিডেন্সীমাজিষ্ট্রেট বিষয়ক	সমুদয়।
১৮৭৯ সা ২১ আ	অপরাধিদিগকে স্বদেশে প্রেরণ বিষয়ক	তৃতীয় অধ্যায়।

(গ) ব্যবস্থা।

সাল ও নম্বর	বিষয়	যে পরিমাণ রহিত হইল।
বঙ্গদেশের ৮ ৮ সা ৩ আ	রাজবন্দি বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
বঙ্গদেশের ১৮২৫ সা ২০ আ	কোর্ট মার্শ্যালের বিচারাধিপত্য বিষয়ক।	ঐ
মান্দ্রাজের ৮১৯ সা ২ আ	রাজবন্দি বিষয়ক	ঐ
বোম্বাইয়ের ৮২৭ সা ২৫ আ	ঐ	ঐ
১৮৭২ সা ৩ আ	সাঁওতাল পরগনার বন্দোবস্ত বিষয়ক।	৮২০ সালের ৩৪ আইনের ও ১৮৫৮ সালের ৩ আইনের ও ৮৭২ সালের ১০ আইনের ও বঙ্গদেশের ৮ ৮ সালের ৩ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।
৮৭৪ সা ৯ আ	আরাকাণের পর্ব্বতীয় প্রদেশের ব্যবস্থা বিষয়ক।	১৭৫০ সালের ৩৪ আইনের ও ৮৫৮ সালের ৩ আইনের ও ৮৬৯ সালের ২ আইনের ও ৮৭২ সালের ১০ আইনের ও ১৮৭৪ সালের ১১ আইনের ও বঙ্গদেশের ১৮ ৮ সালের ৩ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৭ সা ২ আ	আজমীরের ব্যবস্থা বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮ ৮ সালের ৩ আইনের ও ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।

দ্বিতীয় তফসীল।

অপরাধের বিবরণপত্রের টেবিল।

অর্থ করিবার মন্তব্য কথা।—এই তফসীলের ২ ও ৭ ঘরে অর্থাৎ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত "অপরাধের" ও "দণ্ডের" ঘরে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ভিন্ন২ ধারার লিখিত অপরাধের ও দণ্ডের অর্থ করা, কিম্বা ঐ২ ধারার চুম্বক লেখা অভিপ্রায় নহে। কেবল প্রথম ঘরে যে ধারার নম্বর দেওয়া গেল সেই ধারার লিখিত কথার উল্লেখ করা অভিপ্রায়।

৫ পঞ্চম অধ্যায়।—অপরাধের সহায়তার কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান ত প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১০৯	কোন অপরাধের সহায়ত হওয়া প্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে ও তাহার দণ্ডের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে সেই সহায়তা।	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি নতুবা নয়	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারণ্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে।	সাহায্য করা অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে সহায়তার ও তেমনি।	সাহায্য করা অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ।	অপরাধের যে দণ্ড সহায়তারও সেই দণ্ড	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
১১০	যে ব্যক্তির সাহায্য হয় সে সাহায্য ব্যক্তির অভিপ্রায়ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে ক্রিয়া করিলে অপরাধের সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১১১	উপবিধি দৃষ্টে এক ক্রিয়ার সহায়তা হইয়া অন্য ক্রিয়া হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যে অপরাধের সহায়তা করিবার অভিপ্রায় ছিল সেই অপরাধের দণ্ড।	ঐ
১১৩	যে ক্রিয়ার সহায়তা হয় তাহাতে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায়মত ফল না হইয়া ভিন্ন ফল হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যে অপরাধ হইল তাহার দণ্ড	ঐ
১১৪	অপরাধ হইবার সময়ে সহায়ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১৫	প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সহায়তা ঐ সহায়তা প্রযুক্ত সেই অপরাধ না করা গেলে	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তাতেও সেই বিধি নতুবা নয়	সাহায্য করা অপরাধহেতুক ওয়ারেন্ট কিম্বা সমন যা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তা জন্যে হইবে	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	ঐ সহায়তাপ্রযুক্ত অপকারজনক ক্রিয়া করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৬	যে অপরাধের জন্যে কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার সহায়তা। ঐ সহায়তাপ্রযুক্ত ঐ অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজির জামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যেপ্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ
	অপরাধ যাহার নিবারণ করা উচিত এমত রাজকীয় কার্য্যকারক সহায় হইলে কি তাহার সহায়তা করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেককাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড ঐ কি দুইদণ্ড	ঐ
১৭	সাধারণ লোকদের কি দশ জনের অধিকের কৃত কোন অপরাধের সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ
১০	যে অপরাধে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গোপনে রাখা ঐ অপরাধ করা গেলে	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	ঐ অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসরপর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
[illegible]	রাজকীয় যে কার্য্যকারকের যে অপরাধ নিবারণ করা কর্ত্তব্য তাহা করিবার কল্পনা তাঁহার গুপ্ত রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে	ঐ	ঐ	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়েরও হাজির জামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়।	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সাধারণত প্রথমে ওয়ারেন্ট না সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	ঐ অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারিলে	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারেন্টবিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তাকারীও সেই বিধি, নতুবা নয়	সাহায্য করা অপরাধহেতুক ওয়ারেন্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে	হাজির জামিন লওয়া যাইবেনা	সাহায্য করা অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ	দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
	অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজিরজামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১২০	যে অপরাধের নিমিত্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গুপ্তরাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	ঐ অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অষ্টমাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

৬ষ্ঠ অধ্যায়। রাজবিদ্রোহ অপরাধের বিধি।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১২১	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করণ কি যুদ্ধের সহায়তা করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারেনা।	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড	সেশন আদালত
২১ক	রাজদ্রোহসূচক কোন২ অপরাধ করিবার ষড়যন্ত্র করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন কি তাহার ন্যূনকাল দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি দশবৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ

২২	মহাবাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা দশবৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড	ঐ
২৩	যুদ্ধ করিবার কল্পনা সুগম করিবার মানসে তাহা গুপ্ত রাখা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	০ বৎসরপর্য্যন্ত কোন একপ্রকারে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১২৪	আইনমত ক্ষমতাক্রমে কোন কার্য্য বলপূর্ব্বক করাইবার কি নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণর জেনরল সাহেবের কি গবর্ণরসাহেব প্রভৃতির উপর আক্রমণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসরপর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৪ক	রাজ্যের প্রতি অভক্তির উৎসাহ দেওন কিম্বা দিবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কালপর্য্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড কিম্বা তিন বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড	ঐ
১২৫	আশিয়া দেশীয় যে রাজা মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন হন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি ঐ যুদ্ধের সাহায্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড কিম্বা ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড	ঐ
১ ৬	মহারাণীর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন কোন রাজার দেশে উপদ্রব করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড, ও কোন২ প্রকারের সম্পত্তি দণ্ড	ঐ
১২৭	১২৫ ও ২৬ ধারার লিখিতমতে যুদ্ধ কি উপদ্রব দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রহণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১২৮	রাজনীতিপক্ষ কি যুদ্ধধৃত কয়েদী রাজকীয় কার্য্য কারকের রক্ষণে থাকিলে তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৯	রাজনীতিপক্ষ কি যুদ্ধধৃত বন্দী রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকিলে তাহাকে অনবধানে পলাইতে দেওন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৩০	তদ্রূপ বন্দির পলায়নের সাহায্য বা তাহাকে রক্ষাকরণ কি আশ্রয় দেওন কিম্বা পুনর্ধৃত করণে বাধা করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।

৭ সপ্তম অধ্যায়।—সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ শামান ত প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য
১৩১	সৈন্যাধিপতি কি ছুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক প্রভৃতির রাজবিদ্রোহিতা করিবার সহায়তা কি তাহাকে স্বধর্ম্ম তাহইতে কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিমুখ করাইবার উদ্যোগ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
১৩২	রাজদ্রোহের সহায়তা প্রযুক্ত রাজদ্রোহ হইলে সেই সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১৩৩	উপরিস্থ কার্য্য কারক স্বীয় পদের কর্ম্ম করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রতি সেনাপতির কি ছুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের আক্রমণ করিবার সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৩৪	উক্ত আক্রমণ হইলে তাহার সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
১৩৫	সেনাপতি কি ছুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিকের পলায়নের সহায়তা	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৩৬	সেনাপতি কি ছুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক পলাতক হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৩৭	বাণিজ্য জাহাজের স্বামীর কিম্বা অধ্যক্ষের অমনোযোগে ঐ জাহাজে পলাতকের লুকাইয়া থাকা	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	ঐ	৫০ ৲ টাকা অর্থদণ্ড	ঐ

৮	সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি না বিকের অবাধ্যভাবে কোন ক্রিয়ার সহায়তা। তৎপ্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে ন	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৪০	কোন ব্যক্তি আপনাকে সিপাহী বলিয়া জানাইবার অভিপ্রায়ে সিপাহীর পোশাক পরিধান কি কোন চিহ্ন ধারণ করণ।	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।

৮ অষ্টম অধ্যায়।—সাধারণ ব্যক্তিদের শান্তিভঞ্জন পরাধের [illegible]।

১৪৩	বেআইনীমত জনতাতে মিলিত হওন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
১৪৪	প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বেআইনীমত জনতার সহিত মিলিত হওন।	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৪৫	বেআইনীমত জনতার লোকদিগকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া সেই জনতার সহিত মিলিত হওন কি তন্মধ্যে থাকন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭	হঙ্গামা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮	প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া হঙ্গামা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
		*					
১৪৯	বেআইনীমত জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে ঐ জনতার অন্য প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অপরাধের অপরাধী হয়	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ওয়ারণ্ট ক্রমে কিম্বা ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে তদনুসারে	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট কি সমন ইহার মধ্যে যাহা হইতে পারে তাহা	ঐ অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে যে দণ্ড সেই দণ্ড	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ আদালতে প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৫০	বেআইনীমত জনতায় মিলিত হইবার জন্য কোন লোকদিগকে ঠিকা করিয়া রাখন কি তাহাদের সঙ্গে করার করণ কি তাহাদিগকে নিযুক্ত করণ	ওয়ারাণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঠিকা রাখা কি করার করা কি নিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করে তাহার নিমিত্তে সমন বা ওয়ারণ্ট যাহা হইতে পারে	ঐ অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে	রফা করা যাইতে পারে না	ঐ জনতার লোক হওয় র দণ্ডের তুল্য ও সেই জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে সেই অপরাধের দণ্ড	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
৫	পাঁচ কি তদধিক লোকের জনতাকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইলে পর জানিয়া শুনিয়া সেই জনতায় মিলিত হওন কি থাকন	ঐ	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৫২	রাজকীয় কার্য্যকারক হঙ্গামাপ্রভৃতি নিবারণ করিতেছেন এমন সময়ে তাহার প্রতি আক্রমণ করণ কি তাহার বাধা দেওন	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কম্বা ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৫৩	হঙ্গামা করবার অভিপ্রায়ে অকারণে রাগ জন্মাওন হঙ্গামা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	হঙ্গামা না হইলে	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৫৪	হঙ্গামা প্রভৃতির সম্বাদ ভূমির স্বামির কি দখিলকারের না দেওন	ওয়ারাণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫৫	যাহার উপকারার্থে কি সপক্ষে হঙ্গামা হয় তাহার ঐ হঙ্গামা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড	ঐ

১৫৬	যে স্বামির কি দখিলকারের উপকারার্থে হঙ্গামা হয় তাহার গোমস্তার তাহা নিবারণের আইন সিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৫৭	বেআইনীমত জনতার নিমিত্তে যাহাদিগকে ঠিকা করিয়া রাখা যায় তাহাদিগকে আশ্রয় দেওন	ওয়ারান্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৫৮	বেআইনীমত জনতাতে কি হঙ্গামাতে সাহায্য করিবার জন্যে ঠিকারূপে নিযুক্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	কিম্বা অস্ত্র লইয়া গমণ করণ	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৬০	দাঙ্গা করণ	ওয়ারান্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	ঐ	এক মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।

৯ নবম অধ্যায়।—রাজকীয় কার্য্যকারক দ্বারা কি তৎসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

১৬১	রাজকীয় কর্ম্মকারক হইয়া কি হইবার অপেক্ষা করিয়া স্বীয় পদ সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করণার্থে আইনমত বেতন ভিন্ন পারিতোষিক গ্রহণ করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬২	দূষণীয় কি বেআইনীমত উপায়ে রাজকীয় কার্য্যকারককে লওয়াইবার জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৬৩	রাজকীয় কর্ম্মকারকের নিকটে স্বীয় প্রতিপত্তিক্রমে কোন কার্য্য করাইবার জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৪	রাজকীয় কর্ম্মকারকের সম্পর্কে ইহার পূর্ব্ব দুই ধারার অপরাধ হইলে নিজ দ্বারা তাহার সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যত প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৬৫	রাজকীয় কার্য্যকারক যে মোকদ্দমা শুনেন কি যে কার্য্য করেন তাহার সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির স্থানে বিনা মূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৬	কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে রাজকীয় কার্য্যকারকের বিধি না মানন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৬৭	হানি করিবার অভিপ্রায়ে রাজকীয় কর্ম্মকারকের অশুদ্ধ দলীল করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৮	রাজকীয় কার্য্যকারকের বেআইনীমতে বাণিজ্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৯	রাজকীয় কার্য্যকারকের বেআইনীমতে সম্পত্তি ক্রয় করণ কি নীলামে ডাকন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড এবং সম্পত্তি ক্রয় করা গেলে ঐ সম্পত্তি দণ্ড	ঐ
১৭০	কোন ব্যক্তির আপনাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া দেখাওন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
১৭১	প্রতারণাভাবে রাজকীয় কর্ম্মকারকের পোশাক কি চিহ্ন পরিধান করণ কি ধারণ	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১০ দশম অধ্যায়।—রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতার অবজ্ঞার বিধি।

১৭২	রাজকীয় কার্য্যকারকের স্থানে সমন কি অন্য পরওয়ান৷ না পাইবার জন্যে পলায়ন করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	সমনে কি নোটিসে স্বয় আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৩	কোন সমন কি নোটিস দেওয়া কি লটকাইয়া দেওয়া নিবারণ করণ কিম্বা লটকাইয়া দেওয় গেলে তাহা উঠাইয়া দেওন কি ঘোষণা নিবারণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	ঐ সমন প্রভৃতিতে ব্যক্তির স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৪	স্থানবিশেষে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার আইনমত আজ্ঞা অমান্য করণ কিম্বা অনুমতি না পাইয় চলিয়া যাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হওন প্রভৃতির ঐ আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৫	আইনমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে দলীল উপস্থিত কি অর্পণ করিতে বদ্ধ হইয়া উপস্থিত করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	যে আদালতে ঐ অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানানুসারে সেই আদালত কিম্বা অপরাধ আদালতে না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালত বিচার্য্য।
	সই দলীল আদালতে উপস্থিত কি অর্পণ করিবার আজ্ঞা হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতেপারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ০৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	যে আদালতে ঐ অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ অধ্যায়েরবিধানাধীনে সেই আদালত কিম্বা অপরাধ আদালতে না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৭৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে নোটিস কি সম্বাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহা দেওনে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	সেই নোটিস কি সম্বাদ অপরাধ প্রভৃতি করণ-বিষয়ের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৭	রাজকীয় কার্য্যকারকে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সম্বাদ দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	প্রয়োজনীয় সম্বাদ অপরাধ প্রভৃতিকরণ বিষয়ের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ

১৭৮ রাজকীয় কার্য্যকারক নিয়মিতরূপে শপথ করিতে আজ্ঞা করিলে শপথ করিতে অস্বীকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	যে আদালতে অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানাধীনে সেই আদালতে কিম্বা আদালতে অপরাধ না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৭৯ সত্য কহিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮০ রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে যে কথার বর্ণনা করা যায় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে আইনমতে আজ্ঞা পাইলেও অস্বীকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৮ রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে শপথ করিয়া জ্ঞান পূর্ব্বক সত্য বলিয়া মিথ্যা কথা কহন	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৮২ রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমত ক্ষমতাক্রমে অন্য ব্যক্তির হানি করেন কি তাহাকে ক্লেশ দেন এই অভিপ্রায়ে তাহাকে মিথ্যা সম্বাদ দেওন	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৮৩ রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাতে সম্পত্তি লইতে গেলে বলপূর্ব্বক তাঁহার বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কেন।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতে দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতাক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার জন্যে প্রকাশ হয় তাহার বিক্রয়ে বাধা দেওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৮৫	আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে সম্পত্তির নিলাম হওন কালে আইনক্রমে অক্ষম ব্যক্তির তাহা ক্রয় করিবার মূল্য ডাকন কিম্বা ডাকিলে যে দায় ঘটে তাহা সফল করিবার মানস বিনা ডাকন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি এ দুই দণ্ড	ঐ
১৮৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের স্বীয় পদের কর্ম্ম করণ কালে তাঁহাকে বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৮৭	রাজকীয় কার্য্যকারকের সাহায্য করিতে আইনমতে তাবদ্ধ হইয়া তাহা না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি এ দুই দণ্ড	ঐ
	পরওয়ানামতে কার্য্য করণার্থে কি অপরাধ প্রভৃতি নিবারণার্থে রাজকীয় কার্য্যকারক সাহায্য চাহিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার সাহায্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৮৮	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে যে আজ্ঞা প্রচার করেন তাহা অমান্য করণ সেই অমান্যনে ন্যায্য কর্ম্মে প্রবর্ত্ত ব্যক্তিদের বাধা কি ক্লেশ কি হানি হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড	ঐ
	সেই অমান্যনে মনুষ্যের প্রাণের কি স্বাস্থ্যের কি নিরাপদ প্রভৃতির আশঙ্কা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৮৯	রাজকীয় কার্য্যকারকের পদসংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করিবার কি না করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য তাঁহার কিম্বা যে ব্যক্তির লাভালাভে তাঁহার সম্পর্ক থাকে তাঁহার হানি করিবার ভয় দর্শাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

৯০	কোন ব্যক্তি হানিহইতে রক্ষা পাইবার জন্যে আইনমতে দরখাস্ত না করে এই কারণে তাহাকে ভয় দর্শাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১১ একাদশ অধ্যায়।—মিথ্যা প্রমাণের ও সাধারণের যথার্থ বিচার হইবার ব্যাঘাতজনক অপরাধের বিধান।

১৯৩	মোকদ্দমাপ্রভৃতি কার্য্যেতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণী মাজিষ্ট্রেট।
	অন্য কোন স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১৯৪	কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের অপরাধ নির্ণয় হয় এই মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা কঠিন পরিশ্রমসহিত ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
	তদ্দ্বারা নির্দ্দোষী ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া প্রাণদণ্ড হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কিম্বা উক্ত দণ্ড	ঐ
১৯৫	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কিম্বা ৭ বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ নির্ণয় হইবার মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের যে দণ্ড সেই	ঐ
৯৬	প্রমাণ মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিয়া মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্যে তাহা ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ প্রমাণ দেওনাপরাধের জন্যে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	ঐ	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের কি প্রস্তুত করণের যে দণ্ড সেই	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কিনা।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৯৭	যে বৃত্তান্ত বিষয়ে আইনমতে সার্টিফিকেট প্রদান হয় ক্রমশ্চ সেই বৃত্তান্তের মিথ্যা সার্টিফিকেট দেওন কি তাহাতে স্বাক্ষর করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের যে দণ্ড সেই	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৯৮	কোন সার্টিফিকেট গুরুতর অংশে মিথ্যা জানিয়া প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
১৯৯	যে নির্দ্দেশ বাক্য আইনমতে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হয় তন্মধ্যে মিথ্যা উক্তি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
২০০	সেইরূপ নির্দ্দেশবাক্য মিথ্যা জানিয়া সত্য বলিয়া ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
২০১	অপরাধিকে রক্ষা করণার্থে অপরাধের প্রমাণ অদৃশ্য করণ কিম্বা তাহার মিথ্যা সন্ধান দেওন প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
	দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের জন্যে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হয় তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

২০২	যে ব্যক্তি আইনমতে অপরাধের সম্বাদ দিতে আবদ্ধ তাহার জ্ঞান পূর্ব্বকসম্বাদ না দেওন	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২০৩	যে অপরাধ করা গিয়াছে তাহার মিথ্যা সম্বাদ দেওন	ঐ	ওয রন্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২০৪	কোন দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত না হইবার অভিপ্রায়ে তাহা গুপ্ত কি নষ্ট করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২০৫	কোন মোকদ্দমায় কি ফৌজদারী নালিশে কোন কর্ম্মের কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কিম্বা হাজিরজামিন কি প্রতিভূ হইবার জন্যে আপনাকে অন্য ব্যক্তিরূপে পরিচয় দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২০৬	দণ্ড স্বরূপ কিম্বা অর্থদণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্তে তাহা প্রতারণাভাবে স্থানান্তর কি গোপন করণ প্রভৃতি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২০৭	দণ্ডস্বরূপ কিম্বা অর্থদণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্তে স্বত্ব না থাকিলেও সেই সম্পত্তির দাওয়া করণ কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় কোন স্বত্ব বিষয়ে প্রতারণার কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০৮	যে টাকা প্রাপ্য নহে তাহার নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে ডিক্রী হইতে দেওন কিম্বা ডিক্রীর টাকা দেওয়া গেলে পর তাহা জারী হইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২০৯	আদালতে মিথ্যা দাওয়া করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ
২	যে টাকা পাওনা নয় তাহার নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে ডিক্রী পাওন কিম্বা ডিক্রীমত কার্য্য হইলে পর তাহা জারী করাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা হইতে যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২১১	হানি করিবার মানসে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা হইতে যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	যে অপরাধের অভিযোগ হইল তদর্থে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা ৭ বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারিলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
২১২	অপরাধিকে আশ্রয় দেওন, প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৩	অপরাধিকে দণ্ড হইতে রক্ষা করণার্থে দানাদি গ্রহণ প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

	১০ বৎসর ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত
২১৪	অপরাধীর রক্ষা হয় এই জন্যে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়াইবার নিমিত্ত দান করণ। প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৫	অপরাধদ্বারা কোন ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি হরণ হইয়াছে অপরাধিকে ধৃত না করাইয়া তাহা ফিরিয়া দেওয়াইবার সাহায্যার্থে দান গ্রহণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২১৬	অপরাধী কয়েদহইতে পলাইলে কি তাহাকে ধরিবার আজ্ঞা বাহির হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন। প্রাণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যত প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১০ বৎসর না হইয়া ‑বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৭	ব্যক্তিদের দণ্ড কি সম্পত্তিদণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্য্যকারক কর্তৃক আইনের আজ্ঞা অমান্য করণ	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২১৮	ব্যক্তির দণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্য্যকারকের অশুদ্ধ রিকার্ড কি লিপি করণ	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।
২১৯	মোকদ্দমা প্রভৃতিতে রাজকীয় কার্য্যকারকের কোন আজ্ঞা কি রিপোর্ট কি ফয়সলা কি নিষ্পত্তি আইনবিরুদ্ধ জানিয়া করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই অর্থদণ্ড	ঐ
২২০	কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে কিম্বা কারাগারে সমর্পণ করা আইন বিরুদ্ধ জানিয়া ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির সেই কার্য্যকরণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

২২১	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে অপরাধিকে ধরিতে বদ্ধ হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক ধরিবার ত্রুটি করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ
	প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধহইলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১০ বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২২২	আদালতের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ধরিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহাকে ধরিতে রাজকীয় কার্য্যকারকের ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটিকরণ। ঐ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	সেশন আদালত
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম করিবার আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ
	১০ দশবৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২২৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের অনবধানতায় কোন ব্যক্তিকে কারাহইতে পলাইতে দেওন	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কিনা।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২২৪	আইনমতে ধৃত না হওনের জন্য কোন ব্যক্তির বল পূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২২৫	আইনমতে অন্য ব্যক্তির ধৃত না হওনের জন্যে বলপূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন কিম্বা তাহাকে আইনমত আসেধ হইতে ছাড়াইয়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১ বৎসর কি তদধিক কাল দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম করণ দণ্ডের কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
	প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি [illegible]০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২২৫ক	সদাচারের প্রতিভূ না দেওন প্রযুক্ত আসেধ হইতে পলায়ন করণ কিম্বা পলাইবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	এক বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

২২৬	দ্বীপান্তরে প্রেরিত হস্য যে আইনীমতে প্রত্যা- গমন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও তৎপূর্ব্বে অর্থ দণ্ড ও ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড	সেশন আদালত।
২২৭	দণ্ড ক্ষমা হইবার নিয়ম লঙ্ঘন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	ঐ	ঐ	প্রথম আজ্ঞামত দণ্ড। তা'র কিঞ্চিৎ ভোগ হয় থাকিলে অবশিষ্ট কাল ভোগ	প্রথম অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২২৮	মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচারকালে জ্ঞানপূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্যকারকের অপমান করণ কি বাধা দেওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৬ মাসপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রম কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানাধীনে যে আদালতে অপরাধ হয় সেই আদালত।
২২৯	আপনাকে জুরর কি আসেসরের ন্যায় দেখান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।—মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

২৩১	মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করণসম্পর্কীয় কোন কার্য্য করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
২৩২	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করণ-সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৩৩	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোনএক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৩৪	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিবার নিমিত্তে যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
২৩৫	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার জন্য কোন যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	মহারাণীর মুদ্রা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
২৩৬	ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করণের সাহায্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে তদ্রূপ মুদ্রা কৃত্রিম করিবার সাহায্যের যে দণ্ড সেই দণ্ড	ঐ
২৩৭	মুদ্রা কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৩৮	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
২৩৯	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা নিকটে রাখণ ও অন্য ব্যক্তিকে দেওন প্রভৃতি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৪০	মহারাণীর মুদ্রা সম্পর্কে ঐ অপরাধ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৪১	মুদ্রা প্রাপ্তিকালীন কৃত্রিম না জানিয়া পরে তাহা কৃত্রিম জ্ঞানে অকৃত্রিম বলিয়া অন্যকে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কিম্বা কৃত্রিম মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৫৪	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে রূপান্তর করা না জানিয়া পরে অকৃত্রিম বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে দেওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাবে না	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৫৫	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
২৫৬	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৫৭	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৫৮	গবর্ণমেন্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্প বিক্রয় করা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৫৯	গবর্ণমেন্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্প নিকটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৬০	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম মতে ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২৬১	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প যাহাতে থাকে এমত দ্রব্যাদি হইতে কোন লিখন উঠাইয়া দেওন কিম্বা দলীলে যে ইষ্টাম্প দেওয়া গেল গবর্ণমেন্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে তাহা উঠাইয়া লওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ
২৬২	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া তাহা ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

২৮০	ইষ্টাম্প ব্যবহার হইল ইহার চিহ্ন উঠাইয়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

ত্রয়োদশ অধ্যায় —ওজন ও পরিমাণসম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

২৬৪	ওজন করিবার অপ্রকৃত যন্ত্রের শঠতাক্রমে ব্যবহার	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির লওয়া পাবে	জামিন রফা করা যাইতে পারে না	বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৬৫	অপ্রকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬৬	অপ্রকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি প্রতারণার কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য নিকটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬৭	প্রতারণার কার্য্যের নিমিত্তে অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ কি বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়। সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের কি সচ্ছন্দতার কি লজ্জার কি সুনীতির ব্যাঘাতজনক অপরাধের বিধি।

২৬৯	যে কর্ম্মদ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া অনবধানে সেই কর্ম্ম করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির লওয়া পাবে	জামিন রফা করা যাইতে পারে না।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৭০	যে কর্ম্মদ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া দ্বেষপূর্ব্বক সেই কর্ম্ম করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দণ্ড	ঐ
২৭১	কারান্টীন বিধি জ্ঞানপূর্ব্বক অমান্য করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

ধা।	২ অপ া‌ধ	৩ পোলীস ও াবট বিনা ধৃত ক বতে পাবে ক না।	৪ স মানাত প্র থমে ওয়ারেন্ট না সমন দিতে হয়।	৫ হা জিরজা মিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ বফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৭২	মনুষ্যের খা দ্যীয় কি পানীয় যে দ্রব্য বিক্রয়ার্থ হয় তাহাতে দ্রব্যমিশ্রিত করিয়া অস্বাস্থ্যজনক করা।	ওয়া ন্ট বিনা ধৃ করিবে না	সমন	হা জর জামিন লওয়া যাইতে পারে	বফ করা যাইতে পারে ন	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্র বের কারাদণ্ড কি ১০ ৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৭৩	খা দ্য কি পানীয় দ্রব্য পীড়াজনক জানিয়া মনুষ্যের আহার কি পানার্থে বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪	ক্রয়ার্থ কোন বস্তু কি ঔষধীয় দ্রব্যের গুণ খর্ব্বকরণার্থে কি তাহার ফল পরিবর্ত্তনার্থে কি তাহা পীড়াজনক করণার্থে তাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করণ	ঐ	–	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৫	যাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া দূষিত হইয়াছে জানিয়া এমন কোন বস্তু কি দ্রব্য কি প্রস্তুত করা ঔষধ ঔষধালয়হইতে বিক্রয়ার্থ দেওন কি বাহির হইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৬	কোন বণিজ্য কি ঔষধ দ্রব্য জ্ঞানপূর্ব্বক অন্য বণিজ কি ঔষধীয় দ্রব্যস্বরূপে ঔষধালয়হইতে বিক্রয় করণ কি বাহির হইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৭	সাধারণের ব্যবহার্য্য উনুইর কি জলাশয়ের জল ময়লা করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
২৭৮	বায়ু পীড়াজনক করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	৫০ ৲ টাকা অর্থদণ্ড	ঐ
২৭৯	বর্জপথে মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনকরূপে অতিবেগে কি অমনোযোগে গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি চালাওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

২৮০	মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনকরূপে দুঃসাহসে কি অমোনোযোগে নৌকাদি চালাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রসিডেন্সী মাজি-ষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৮১	মিথ্যা আলো কি চিহ্ন কি বয়া দেখান	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।
২৮২	নৌকাদির অবস্থা কি বোঝাই বুঝিয়া প্রাণের আশঙ্কা হইতে পারিলেও ভাড়া লইয়া কোন ব্যক্তিকে ঐ নৌকাদিতে লওন	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৮৩	রাজপথে কি নৌকা পথে শঙ্কট কি বাধা কি হানিজনক কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড	প্রেসীডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৮৪	বিষাল দ্রব্য লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কার্য্য করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২৮৫	অগ্নি কি আশুজ্বলনীয় বস্তু লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কর্ম্ম করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	বান মাজিষ্ট্রেট।
২৮৬	যাহা শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমন দ্রব্যে তদ্রূপ কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮৭	কোন কলেতে তদ্রূপ কার্য্য করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৮৮	কোন ঘর ভাঙ্গিতে কি সারাইয়া দিতে যাহার অধিকার থাকে তাঁহার ঐ ঘর পতনে মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা সম্ভাবনা নিবারণের কার্য্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮৯	কোন জন্তুর দ্বারা মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি গুরুতর পীড়া নিবারণার্থে ঐ জন্তুকে উপযুক্ত মতে না রাখণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কোন মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমেই ওয়ারেণ্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজিব জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৯০	সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২০০ টাকা অর্থদণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
২৯১	অনিষ্টজনক কর্ম্ম নিবৃত্ত করিবার আজ্ঞা হইলে নিবৃত্ত না করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৯২	শৃঙ্গাররসে ঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয়াদি করণ	ঐ	ওয়ারেণ্ট	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড	ঐ
২৯৩	শৃঙ্গাররসঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয় করণ কি দর্শাওনার্থে নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪	শৃঙ্গাররসঘটিত কুৎসিত গীত গান করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪ক	শর্ত্তি খেলিবার কার্য্যালয় রাখন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	ঐ	ছয় মাস পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	শর্ত্তি খেলা সম্পর্কীয় প্রসঙ্গ প্রকাশ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০০০ টাকা অর্থদণ্ড	ঐ

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।—ধর্ম্মসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৯৫	কোন জাতীয় লোকদের ধর্ম্মে অবহেলা করণাভিপ্রায়ে ভজনালয় কি পবিত্র বস্তু নষ্ট কি ক্ষতি কি অশুচি করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৯৬	ঈশ্বর ভজনার্থে সংগৃহীত লোকদিগের বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

২৯৭	কোন ব্যক্তিব মনে দুঃখ দিবার কিম্বা ধর্ম্মে অবহেলা কবিব র কিম্বা শবেব প্রতি অবজ্ঞা ভাবে কর্ম্ম করিবার জন্য ভজনালয়ে কি সমাধিস্থানে প্রবেশ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯	ধর্ম্ম সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবাব জন্য তাহার শ্রুতিগোচবে কোন কথা কহন কি শব্দ করণ কিম্বা তাহাব সাক্ষাতে অঙ্গভঙ্গি কবণ কি কোন দ্রব্য বাখণ	ওযাবণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

ষোডশ অধ্যায়।—মনুষ্যের শরীর সম্পর্কীয় অপবাধের বিধি।

প্রাণের হানিজনক অপবাধ।

৩০২	জ্ঞান কৃত বধ	ওযারণ্ট বিনা ধৃত কবিতে পারিবে	ওযাবণ্ট	হাজিবজামিন লওযা যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩০৩	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক জ্ঞান কৃত বধ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড	ঐ
৩০৪	জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয এমত অপরাধযুক্ত নবহত্যা। যে কার্য্যদ্বাবা মৃত্যু হয তাহা প্রাণনাশাদির অভিপ্রাযে করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তবে প্রেরণ কি ০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারেব কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	প্রাণনাশ দিব সম্ভাবনা জানিযা কিন্তু তদভিপাযে ঐ ক্রিযা না করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসব পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কবা দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩০৪ক	দুঃসাহসে কিম্বা অনবধানতাতে কোন কার্য্য কবিযা মৃত্যুর কাবণ হওন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয যাইতে পারিবে	ঐ	দুই বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতব প্রকাবেব কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মজিষ্ট্রেট।
৩০৫	বালকেব কি ক্ষিপ্তচিত্ত কি বিকৃতমনা কি জড কি উন্মত্ত ব্যক্তির আত্মঘাতের সহায়তা	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওযা যাইবে না	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তব প্রেরণ কি ১০ বৎসব পর্য্যন্ত কাবাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত পারে কি না	৪ সামান্যত প্রথমে ওয়ারেন্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩০৬	আত্মঘাতের সহায়তা	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩০৭	বধ করিবার উদ্যোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড	ঐ
৩০৮	অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিবার উদ্যোগ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩০৯	আত্মঘাতের উদ্যোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩১১	ঠগ হওন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।

গর্ভপাত করণ ও অজাত অপত্যের হানি করণ ও শিশুপরিত্যাগ করণ ও জন্ম গুপ্ত রাখণের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩১২	গর্ভপাত করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।
	গর্ভে জীবসঞ্চার হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩১৩	গর্ভিণীর অনুমতি বিনা গর্ভপাত করাওন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

৩১৪	গর্ভপাত করণ অভিপ্রায়ে যে ক্রিয়া করা যায় তদ্দ্বারা মৃত্যু হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	গর্ভিণীর অনুমতি বিনা ঐ ক্রিয়া করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পুর্ব্বোক্ত দণ্ড	ঐ
৩১৫	অপত্য জীবিত না জন্মিবার কি ভুমিষ্ঠ হইলে মরিবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩১৬	অপরাধযুক্ত হত্যার তুল্য কার্য্য দ্বারা জীব সঞ্চারিত গর্ভ নষ্ট করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩১৭	১২ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালককে পরিত্যাগ করণাভিপ্রায়ে তাহাকে পিতামাতর কি রক্ষকের ফেলিয়া যাওন	ওয়ারান্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পাবে	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা-দণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩১৮	শিশুর মৃত দেহ গুপ্ত করণ দ্বারা জন্ম গুপ্ত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	পীড়াব কথা।						
৩২৩	ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন	ওয়ারান্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পাবে	রফা কর যাইতে পাবে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩২৪	শস্ত্রজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছা পূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন	ওয়ারন্ট বিন ধৃত করিতে পাবে	ঐ	ঐ	যে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করা যাইতে পারে	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩২৫	স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা-দণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামনাত প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতে বিচার্য্য
৩২৬	শঙ্কটজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩২৭	দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করণার্থে কি বে আইনীমত যে কার্য্য দ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন	ঐ	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩২৮	পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে অচেতনকারক বণিজ দ্রব্য সেবন করাণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩২৯	দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করণার্থে কিম্বা বে আইনীমত যে কার্য্য দ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৩০	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার কি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৩১	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার কি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৩২	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণের জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

৩৩৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩৩৪	গুরুতর রাগজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তি দ্বারা রাগ হইল তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৫	গুরুতর রাগজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তি দ্বারা রাগ হইল তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করা যাইতে পারে	ঐ	ঐ	যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করা যাইতে পারে	৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৬	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি অন্যদের নিরাপদের ব্যাঘাতজনক কোন কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারিবে না	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৭	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনক ক্রিয়া দ্বারা পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৮	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনক ক্রিয়া দ্বার গুরুতর পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ

অন্যায়মতে অবরোধের ও অন্যায়মতে বদ্ধ করণের কথা।

৩৪১	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	১ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যত প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিব জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৪২	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কি ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৪৩	তিন কি তদধিক দিন অন্যায়মতে বদ্ধ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩৪৪	দশ কি তদধিক দিন অন্যায়মতে বদ্ধ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৪৫	কোন ব্যক্তির মুক্তির জন্যে পরওয়ানা বাহির হইয়াছে জানিয়া তাহাকে অন্যায়মতে বদ্ধ রাখন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড তদতিরিক্ত অন্য কোন ধারামত কারা দণ্ড	ঐ
৩৪৬	গোপনে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৪৭	কোন দ্রব্য হরণ করিবার কিম্বা বেআইনী কর্ম্ম প্রভৃতি করাইবার জন্যে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৪৮	অপরাধী স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার জন্যে কি সম্পত্তি প্রভৃতি উদ্ধার করাইবার জন্যে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

অপরাধযুক্ত বল প্রকাশের ও আক্রমণের কথা।

৩৫২	গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না হইলেও আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৪	স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলত্বপ্রতি অত্যাচার করণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৫৫	হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না হইলে কোন ব্যক্তির অপমান করণার্থে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৬	কোন ব্যক্তির পরিহিত কি বাহিত দ্রব্য চুরী করণের উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	ঐ	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৭	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ রাখিবার উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন ৻ওয় য.ই ত পারে	ঐ	বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কার দণ্ড কি ৲ ০০৲ টাক অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩৫৮	হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় হইলে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	রফা করা যাইতে পারে	মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ২০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

মনুষ্য চুরী ও বলপূর্ব্বক হরণ করণের ও দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক শ্রম করাইবার কথা।

৩৬৩	মনুষ্য চুরী করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কার দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেসন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ প্রথমেই সমোনা ওয়ারেন্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজতির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মতে দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৬৪	বধ করণার্থে মনুষ্য চুরী কি হরণ করা	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারেন্ট	হাজতি জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
৩৬৫	কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায়মতে রুদ্ধ রাখিবার জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৬৬	কোন স্ত্রীর বিবাহ করণ কি পুরুষের সঙ্গে অবিধিমতে সংসর্গ করণ প্রভৃতির জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৬৭	কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া দিবার কি দাস প্রভৃতি করিবার জন্য তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৬৮	চুর করা ব্যক্তিকে গুপ্তে কি রুদ্ধ করিয়া রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	চুরী কি হরণ করণের দণ্ড	ঐ
৩৬৯	বালকের গাত্র হইতে দ্রব্য হরণ করণার্থে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৭০	কোন ব্যক্তিকে দাসস্বরূপে ক্রয় কি হস্তান্তর করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	হাজতির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭১	দাসদিগকে লইয়া নিত্য ব্যবসায় করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	হাজতির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৭২	ব্যভিচারের জন্য বালিকাকে বিক্রয় করা কি ভাড়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

৩৭৩	সেই কার্য্যের নিমিত্তে বালিকাকে ক্রয় করণ কি প্রাপ্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭৪	বে আইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করাওন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
				বলাৎকারের কথা।			
৩৭৬	বলাৎকার করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
				অস্বাভাবিক অভিগমনের কথা।			
৩৭৭	অস্বাভাবিক অভিগমন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
				১৭ অধ্যায় —সম্পত্তির উপর অপরাধের বিধি।—চৌর্য্যের কথা।			
৩৭৯	চৌর্য্য	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট।	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৮০	গৃহে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে চৌর্য্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৮১	কেরাণী কি চাকর দ্বারা কর্ত্তার কি প্রভুর অধিকারস্থ সম্পত্তির চৌর্য্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট, কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপবাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামানাত প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লও, যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৮২	চুরী করণার্থে কিম্বা তাহা করিবার পরে পলায়নার্থে কিম্বা অপহৃত সম্পত্তি রাখিবার জন্য প্রাণনাশ করিবার কি পীড়া দিবার কি অবরোধ করিবার কিম্বা প্রাণ নাশের কি পীড়ার কি অবরোধের আশঙ্কা জন্মাইবার উদ্যোগ করণপূর্ব্বক চৌর্য্য	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।

অপহরণের কথা।

১ ধারা	২ অপবাধ	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৮৪	অপহরণ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৮৫	অপহরণ করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির হানি করিবার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩৮৬	প্রাণ নাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইয় অপহরণ করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩৮৭	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণ নাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

৩৬৮	প্রাণদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় দর্শাইয়া অপহরণকরণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	যে অপরাধের ভয় দেখান হয় তাহা অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ		যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড	ঐ
৩৬৯	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	সেই অপরাধ অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড	ঐ

দস্যুতা ও ডাকাইতীর কথা।

৩৯২	দস্যুতা করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	সূর্য্যাস্ত হওনাবধি উদয় হওন পর্য্যন্ত কোন কালের মধ্যে রাজপথে দস্যুতা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৯৩	দস্যুতা করণের উদ্যোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৯৪	দস্যুতা করণে কি করিবার উদ্যোগে কোন ব্যক্তিকর্তৃক ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন কিম্বা সেই দস্যুতার কার্য্যে সাধারণমতে অন্য ব্যক্তির লিপ্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৯৫	ডাকাইতী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত।
৩৯৬	ডাকাইতী করণ সময়ে জ্ঞানকৃত বধ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ প্রথমে সামান্যত ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৯৭	হত্যার কি গুরুতর পীড়ার উদ্যোগ সহিত দস্যুতা কি ডাকাইতী	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসরের অন্যূন কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড	সেশন আদালত।
৩৯৮	সাংঘাতিক অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯৯	ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪০০	নিয়ত ডাকাইতী করণার্থ দলবদ্ধ ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড	ঐ
৪০১	নিয়ত চুরী করণার্থ দলবদ্ধ ভ্রমণকারি ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪০২	ডাকাইতী করণার্থ পাঁচ কি তদধিক জনের দলের মধ্যে থাকন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

অপরাধভাবে সম্পত্তির অবিহিত ব্যবহার করণের কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪০৩	অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে কি স্বীয় কর্ম্মে ব্যবহার করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয় যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিস্ট্রেট।
৪০৪	কোন ব্যক্তির মরণকালে তাহার অধিকৃত সম্পত্তি আইনমতে যে ব্যক্তি পাইবে তাহার হস্তগত হয় নাই জানিয়া সেই সম্পত্তি শঠতাভাবে অবিহিতরূপে ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
	মৃত ব্যক্তিকর্ত্তৃক নিযুক্ত কেরাণী কি চাকরদ্বারা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কথা।

৪০৬	অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৭	বাহক কি ঘাটরক্ষক প্রভৃতিকর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৮	কেরাণী কি চাকরকর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৯	রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা বণিক কি বাণিজ্য ব্যবসায়ি কি গোমস্তাপ্রভৃতিকর্ত্তৃক অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কথা।

৪১১	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া শঠতাভাবে গ্রহণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যত প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪১২	চোরা দ্রব্য ডাকাইতীদ্বারা প্রাপ্ত জানিয়া শঠতাপূর্ব্বক গ্রহণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪১৩	চোরা দ্রব্য লইয়া নিয়ত ব্যবসায় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪১৪	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গোপন কি হস্তান্তর করণে সাহায্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
*							

বঞ্চনা করণের কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪১৭	বঞ্চনা করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	যে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করা যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪১৮	অপরাধী আইনমতে কি আইনসিদ্ধ চুক্তিক্রমে যাহার স্বত্ব রক্ষা করিতে বদ্ধ তাহাকে বঞ্চনা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

৪১৯	ছদ্মবেশ ধরিয়া বঞ্চনা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২	বঞ্চনা করিয়া শঠতাক্রমে সম্পত্তি দেওয়াইবার বা মুল্যবান নিদর্শনপত্র পরিবর্ত্তন কি নষ্ট করণের প্রবৃত্তি দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কা। দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	প্রতারণাভাবে দলীল প্রস্তুত ও সম্পত্তি হস্তান্তর করণের কথা।						
৪২১	উত্তমর্ণদের মধ্যে সম্পত্তের বিভাগ না হয় এই নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে তাহা গোপন কি হস্তান্তর করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যা হতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪২২	অং বাধির পাওনা অথবা কোন দাওয় র টাকা উত্তমর্ণেরা না পায় প্রতারণাপূর্ব্বক এমত কর্ম্ম করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২৩	মূল্যের টাক যাহাতে অযথার্থরূপে লেখা থাকে এমত কোন হস্তান্তর করণপত্র প্রতারণাপূর্ব্বক সম্পাদন করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২৪	প্রতারণাক্রমে স্বীয় কি পরের সম্পত্তি হস্তান্তর কি গোপন করণ কি তাহা করিতে সাহায্য করণ কি যে বিষয়ের দাওয়া করিবার অধিকার থাকে তাহা শঠতাক্রমে ত্যাগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	অপকারের কথা।						
৪২৬	অপকার করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি কিহ নি করা গেলে রফা করা যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা।	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিব জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কিনা।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতে বিচার্য্য।
৪২৭	অপকার করিয়া ৫ টাকা কি তদধিক অপচয় করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজিব জামিন লওয়া যাইতে পারে	কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি হানি করা গেলে রফা করা যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪২৮	টাকা কি তদধিক মূল্যের কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ	* ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না	ঐ	ঐ
৪২৯	হস্তী কি উটের কি ঘোটকাদি প্রভৃতির যে মূল্য হউক তাহাকে কি ৫০ টাকা কি তদধিক মূল্যের অন্য জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৩০	কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতির জলহ্রাস করণ দ্বারা অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩১	রাজপথ কি সাঁকো কি নদী কি নৌকাদির গমনোপযুক্ত জলপথের হানি করিয়া তাহা দিয়া নিরাপদে যাতায়াত কি দ্রব্যাদি চালাইবার অসাধ্য কি ব্যাঘাত করণ দ্বারা অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

৪৩২*	অপচয় ঘটিত বন্যা কিম্বা কৃষি নরদমা অবরোধ করাইয়া অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩৩	দীপগৃহ কি সমুদ্রে জলের নিশানী নষ্ট কি স্থানান্তর কি পূর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য করিয়া কি মিথ্যা আলো দেখা যায় অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।
৪৩৪	রাজকীয় কার্য্যকারক ভূমির সীমার চিহ্ন দিলে তাহা নষ্ট কি স্থানান্তরাদি করিয়া অপকার করণ	ওয়ারান্ট বিনা ধৃত করে না	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	প্রসি ডন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৩৫	অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা ১০০ কি তদধিক টাকা পর্য্যন্ত কিম্বা কৃষিজাত দ্রব্য হইলে ১০ কি তদধিক টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ	ওয়ারান্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪৩৬	ঘরপ্রভৃতি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা অপকার করণ	ঐ	ঐ	হাজতে জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৩৭	তুতক্ষযুক্ত কি ২০ টন বোঝাইকারি নৌকাদি নষ্ট কি বিঘ্ন করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৩৮	অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা পূর্ব্ব ধারায় লিখিত অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৩৯	চৌর্য্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে নৌকাদি চড়ায় কি ডাঙ্গায় ঠেকাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৪০	প্রাণনাশের কি পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

* ১৮৭৪ সালের ১ আইনের ১ ধারা দেখ।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করণের কথা।						
৪৪৭	অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০ ৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৪৪৮	পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০ ৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৪৪৯	প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার জন্যে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪৫০	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৫১	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	চুরী করণার্থে হইলে	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫২	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

৪৫৩	লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যান্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৪	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যান্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	চুরী করণার্থে হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	০ বৎসর পর্যান্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৫৫	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৬	রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যান্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৭	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্যান্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	চুরী করণার্থে হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৪ বৎসর পর্যান্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যত প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কিনা।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৫৮	পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাবে না,	রফা করা যাইতে পারে না	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৯	লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণকালে গুরুতর পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪৬০	রাত্রিযোগে গৃহভেদ করণ প্রভৃতি দোষে মিলিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন কর্ত্তৃক প্রাণনাশ কি গুরুতর পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬১	বদ্ধ বাক্স প্রভৃতিতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া শঠতাক্রমে তাহা ভাঙ্গন কি খুলন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৬২	বদ্ধ বাক্স প্রভৃতি কোন ব্যক্তির জিম্মায় রাখা গেলে তাহাতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া তৎকর্ত্তৃক তাহা প্রতারণাক্রমে খুলন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।—দলীল সম্পর্কীয় ও শিল্প ব্যবসায় কি স্বামিত্বসূচক চিহ্ন বিষয়ক অপরাধের বিধি।

ধারা	অপরাধ	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	সামান্যত প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	রফা করা যাইতে পারে কিনা।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৬৩	কৃত্রিম করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।

৪৬৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষিত আদালত সম্পর্কীয় কোন রিকার্ড কিম্বা জন্মপ্রভৃতির রেজিষ্টর কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৬৭	কোন মূল্যবান নিদর্শনপত্র কি উইল কিম্বা মূল্যবান নিদর্শনপত্র প্রস্তুত কি হস্তান্তর করণের কিম্বা টাকা গ্রহণের ক্ষমতাপত্র কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	সেই মূল্যবান নিদর্শনপত্র ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের প্রমিসরি নোট হইলে	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬৮	বঞ্চনা করণার্থে কৃত্রিম করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৬৯	কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি করণার্থে কিম্বা তদভিপ্রায়ে ব্যবহার হইবে জানিয়া কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৭১	কৃত্রিম দলীল জানিয়া তাহা প্রকৃত দলীলের মত ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কৃত্রিম করণের যে দণ্ড সেই দণ্ড	ঐ
	ঐ কৃত্রিমপত্র ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের প্রমিসরি নোট হইলে	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	ঐ	ঐ
৪৭২	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারামতে দণ্ডনীয় জাল করা অপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পট্ট প্রভৃতি করণ কি কৃত্রিমকরণ কিম্বা কোন মোহর কি পট্ট কৃত্রিম জানে সেই মানসে নিকটে রাখন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবেন	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৭৩	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারাভিন্ন অন্য ধারামতে দণ্ডনীয় জাল করণাপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পট্ট প্রভৃতি করণ কি কৃত্রিম করণ কি তদ্রূপ মানসে তদ্রূপ কোন মোহর প্রভৃতি নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৭৪	কোন পত্র কৃত্রিম জানিয়া প্রকৃতের ন্যায় ব্যবহার করণার্থে নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	ঐ দলীল দস্তাবেজ নিদর্শনপত্র কি উইল হইলে	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড	সেশন আদালত।
৪৭৫	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল সিদ্ধ করণার্থে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৭৬	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীলভিন্ন অন্য দলীল সিদ্ধ করিবার জন্যে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৭৭	উইল প্রভৃতি প্রতারণা করিয়া নষ্ট কি বিকৃত করণ কিম্বা নষ্ট কি বিকৃত করিবার উদ্যোগ করণ কি গোপন করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের চিহ্ন।						
৪৮২	কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা কি তাহার হানিকরণার্থে ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৩	অপচয় কি হানি করিবার মানসে অন্যের ব্যবহৃত ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের চিহ্ন কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

৪৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারক স্বামিত্বের চিহ্ন কিম্বা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করণের স্থান গুণাদি জানাইবার জন্যে যে চিহ্ন ব্যবহার করেন, তাহা কৃত্রিম করণ	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা-দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৫	সাধারণ কি ব্যক্তিবিশেষের স্বামিত্বের কি বাবসাযের চিহ্ন কৃত্রিম করণার্থে কোন ছেনি কি পট্টি কি অন্য দ্রব্য প্রতারণা করিয়া প্রস্তুত করণ কি নিকটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৪৮৬	স্বামিত্বের কি ব্যবসাযের কৃত্রিম চিহ্নিত কোন দ্রব্য জ্ঞান পূর্ব্বক বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৭	যে বস্তাতে কি আধারে যে দ্রব্য না থাকে তাহাতে সেই দ্রব্য আছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তে প্রতারণা করিয়া তাহাতে মিথ্যা চিহ্ন দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৮	ঐ রূপ কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৮৯	হানি করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্বামিত্বের চিহ্ন লোপ কি নষ্ট কি বিকৃত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১৯ উনবিংশ অধ্যায়।—অপরাধভাবে চাকরীর চুক্তিভঙ্গের কথা।

ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হা জবজামিনে লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৯০	জলপথে কি স্থলপথে গমন সময়ে কি কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কি কোন ব্যক্তিকে লইয়া যাইতে চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটিকরণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিনে লওয়া যাইতে পারে	রফাকরা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৯১	অল্পবয়স্ক কি বিকৃতমনা কি রোগপ্রযুক্ত অক্ষম ব্যক্তির সেবা করিতে বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিতে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে কি দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ
৪৯২	চুক্তি ক্রমে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কতক কালের নিমিত্তে চাকরি করণার্থে নিয়োগকর্ত্তার ব্যয়ে দূরদেশে নীত হইয়া তথায় ইচ্ছাপূর্ব্বক চাকরি পরিত্যাগ করণ কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা যত টাকা ব্যয় হইল তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ

২০ বিংশ অধ্যায়।—বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

ধারা	অপরাধ	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৯৩	বৈধ বিবাহ না হইলেও কোন পুরুষ বঞ্চনা দ্বারা বৈধ বিবাহ হইয়াছে স্ত্রীর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাকে সহবাস করাওন	ওয়ারাণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিনে লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪৯৪	স্বামির কি ভার্য্যার জীবদ্দশায় পুনশ্চ বিবাহ করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিনে লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

৪৯৫	যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে তাহার নিকট পূর্ব্ব বিবাহের বৃত্তান্ত প্রকাশ না করিয়া ঐ অপরাধ করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৯৬	বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হয় নাই জানিয়াও প্রতারণাপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির বিবাহের অনুষ্ঠান করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৯৭	পরস্ত্রী গমন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফাকরা যাইতে পারে	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪৯৮	বিবাহিতা স্ত্রীকে অপরাধভাবে ভুলাইয়া লওন কি হরণ করণ কি আটক করিয়া রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

২১ একবিংশ অধ্যায়।—অপবাদের কথা।

৫০০	অপবাদ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফাকরা যাইতে পারে	বিনা পরিশ্রমে ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৫০১	কোন বিষয় অপবাদজনক জানিয়া মুদ্রিত কি খোদিত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৫০২	কোন খোদিত কি মুদ্রিত দ্রব্যে অপবাদজনক বিষয় আছে জানিয়া তাহা বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যত প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়।—অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার ও অপমান করিবার ও ক্লেশ দিবার কথা।						
৫০৪	শান্তিভঙ্গ করাওনাভিপ্রায়ে অপমান করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৫০৫	সৈন্যের অবাধ্যতা কি সাধারণের শান্তিভঞ্জক অপরাধ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা বৃত্তান্ত কি জনরব রাষ্ট্র করণ	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না	রফা করা যাইতে পারে না	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫০৬	অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	ঐ	ঐ
	যদি মৃত্যু কি গুরুতর পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার ভয় দর্শান যায়	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫০৭	অনামক পত্রাদি দ্বারা কিম্বা যে ব্যক্তি ভয় দর্শায় তাহাকে সতর্কতাপূর্ব্বক অপ্রকাশ রাখিয়া অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	পূর্ব্ব ধারার দণ্ডের অতিরিক্ত ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ
৫০৮	ঈশ্বরের ক্রোধ পাত্র হইবে কোন ব্যক্তির এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া কার্য্য করাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি-

	... তার ... জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহন কি অঙ্গভঙ্গী করণ			ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট
৫১০	মত্ত হইয় কোন প্রকাশ স্থানাদিতে গিয়া কোন ব্যক্তির ক্লেশ জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	চব্বিশ ঘন্টা পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিস্ট্রেট।

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।—অপরাধ করিবার উদ্যোগের কথা।

৫১১	দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের বা কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ করিবার উদ্যোগ ও সেই উদ্যোগে সেই অপরাধ হইবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে কি না করিতে পারিলে তদনুসারে	অপরাধের জন্য সামান্যতঃ সমন কিম্বা ওয়ারন্ট যাহা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে তাহা	অপরাধির কল্পিত অপরাধের জন্যে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে	যে অপরাধের উদ্যোগ হয় তাহার রফা করা যাইতে পারে বা না যাইতে পারে।	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার তদর্দ্ধেকের অনধিক কাল কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এ দুই দণ্ড	যে অপরাধের উদ্যোগ হয় তাহা যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

অন্যান্য আইনাবরুদ্ধ অপরাধ।

প্রাণদণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের কিম্বা সাত বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাবে না	রফা করা যাইতে পারে না		এই আইনের ২৯ ধারার বিধান মতে
তিন বৎসরের অধিক ও সাত বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		
তিন বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ		
কেবল অর্থদণ্ডের যোগ্য হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		

তৃতীয় তফসীল।

মফস্বল মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতার কথা।

১। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের গোচরে অপরাধ করিলে তাহাকে ধৃত করিবার বা ধৃত করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৬৫ ধারা)
(২) ওয়ারেন্টের পৃষ্ঠে লিখিবার কিম্বা ওয়ারেন্টমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধৃত হইলে তাহাকে স্থানান্তর করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৮৪ ও ৮৫ ও ৮৭ ধারা)
(৩) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে ঘোষণাপত্র দিবার ক্ষমতা (৮৮ ধারা)
(৪) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৮৯ ধারা)
(৫) তলাশী পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবার ও যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা সমর্পণ করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (১০০ ও ১০২ ধারা)
(৬) পোলীসের অনুসন্ধান কালে যে অপরাধ স্বীকার হয় বা যে উক্তি করা যায় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা (১৬৪ ধারা)
(৭) পোলীসের অনুসন্ধান কালে কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দেওনের ক্ষমতা (১৬৮ ধারা)
(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাওয়া গেলে তাহাকে ধৃত করিবার ক্ষমতা (৩৫১)
(৯) সন্দিগ্ধভাবের আশুনাশ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫৩৬ ধারা)

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটর নিয়মিত ক্ষমতা।
(২) মাজিষ্ট্রেটের বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (১৫৬ ধারা)

৩। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতা।
(২) তদন্ত লওনের কার্য্যক্রমে না হইয় স্থলান্তর তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৯ ধারা)
(৩) শান্তিরক্ষার জামিন দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১০৮ ধারা)
(৪) সদাচরণের জামিন দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১১ ও ১১ ধারা)
(৫) দখলের মোকদ্দমায় আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (৪৬ ও ৪৭ ও ১৪৮ ধারা)
(৬) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা
(৭) ভরণপোষণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৪৮৮ ও ৫৮৯ ধারা)

৪। মহকুমার মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতা।
(২) স্থান বিশেষে অনিষ্ট কার্য্য হইলে তদ্বিষয়ের আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৩৪ ধারা)
(৩) ১৪৫ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা।
(৪) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (১৪৪ ধারা)
(৫) কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা (১৭৫ ধারা)
(৬) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৮৭ ধারা)
(৭) নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)
(৮) পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)
(৯) নালিশ না হইলেও মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)
(১০) অধীন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৯৩ ধারা)
(১১) অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য লিপিবদ্ধ হয় তাহা দেখিয়া দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩৪৯ ধারা)
(১২) চোরা বলিয়া যৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয় এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫৩৫ ধারা)
(১৩) আপীল ভিন্ন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৫৩৯ ধারা)

৫। জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।
(২) ভূম্যধিকারির নামে ওয়ারেন্ট দিবার ক্ষমতা (৭৮ ধারা)
(৩) ডাকঘরে বা টেলিগ্রাফ বিভাগে কোন দলীলের নিমিত্ত তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৭ ধারা)

(৪) যে ব্যক্তি সদাচরণ করিতে নিবদ্ধ আছে তাহাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা (১২৫ ধারা)
(৫) সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৬১ ধারা)
(৬) কোন২ স্থলে অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা (৩৫ ধারা)
(৭) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার উপর আপীল হইলে তাহা উঠাইয়া লইবার কি অন্যের প্রতি অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৪০৬ ধারা)
(৮) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা অপরাধ নির্ণয় করিলে তাহার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৬ ধারা)
(৯) আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতা (৪৩৫ ধারা)
(১০) ৫২৫ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা সংশোধন করিবার ক্ষমতা ৫২৬ ধারা দেখ।

চতুর্থ তফসীল।

মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি যে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) স্থানবিশেষে অনিষ্ট কার্য্য হইলে আজ্ঞাপ্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৩৪ ধারা) (২) ১৪৫ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৪ ধারা) (৪) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৫ ধারা) (৫) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতা (৮৭ ধারা) (৬) নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা) (৭) পোলিসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা) (৮) নালিশ বিনা মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা) (৯) সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৬১ ধারা) (১০) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা অপরাধ নির্ণয় করিলে তাহার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৭ ধারা) (১১) চোরা বলিয়া যৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয় এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫৩৫ ধারা)
	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) ১৪৫ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (২) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৪ ধারা) (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৫ ধারা) (৪) নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা) (৫) পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা) (৬) মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার ক্ষমতা (৯৩ ধারা)
দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যেই২ ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন,	(১) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২) ৪৫ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৪৪ ধারা) (৪) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা (১৭৫ ধারা) (৫) নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (৯২ ধারা) (৬) পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা) (৭) নালিশ না হইলেও মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে২ ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	জিলার মাজিষ্টেট সাহেব এই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	) ১৪৫ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। (২) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। (৪৪ ধারা) (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭ ধারা) (৪) নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (৯১ ধারা (৫) পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (৯২ধারা
তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে২ ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা। (২) ৪৫ ধারামতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৩) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৪ ধারা)। (৪) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭ ধারা) (৫) নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)
	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) ৪৫ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। (২) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৪ ধারা) (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (ধারা) (৪) নালিশ গ্রাহ্য করণের ক্ষমতা। (১৯২ ধারা।)

পঞ্চম তফশীল।

পাঠ বিষয়ক।

১। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমন দিবার পাঠ।

(৬৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থাননিবাসি শ্রী অমুক সমীপেষু।

তোমার নামে অমুক (যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই স্থলে লিখিতে) অপরাধের নালিশ হওয়াতে তাহার উত্তর দিবার জন্যে তোমার উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল তুমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনি (কি বিশেষে উকীলের দ্বারা) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। ইহাতে ত্রুটি ন

১৮ সাল তা°।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২। ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট লিখিবার পাঠ।

(৭৫ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু। (যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা এই ওয়ারণ্ট জারী করিবে তাহার কি নাম ও পদ প্রভৃতি লিখিতে হইবে।)

অমুক স্থাননিবাসী অমুকের নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে অতএব ধরিয়া আমার নিকটে উপস্থিত কর তোমার প্রতি এই আদেশ হইতেছে। ইহাতে ত্রুটি

(মোহর) (স্বাক্ষর)

(৭৬ ধারা দেখ।)

এই ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারিবে।

উক্ত অমুক যদি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে উপ আমার প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবার জামিন অর্থাৎ ও এক জন প্রতিভূ এত টাকার (অথবা দুই জন প্রতিভূ প্রত্যেকে এত টাকার) জামি ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

১৮ সাল তা° (স্বাক্ষ

৩ ওয়ারন্টক্রমে ধরিবার পর নিবন্ধপত্র ও জামিনী নিবন্ধ পত্র লিখিবার পাঠ।

(৮৭ ধারা দেখ।)

অমুক অপরাধের অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে আমাকে উপস্থিত করাইবার ওয়ারন্টক্রমে অমুক জিলার (কিম্বা স্থল বিশেষে, অমুক) মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আমাকে আনা গেলে অমুক স্থানবাসি আমি শ্রী অমুক এতদ্দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইব এবং আদালতের প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিব। তাহাতে আমার ত্রুটি হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তা॰

(স্বাক্ষর)

যে অভিযোগে শ্রী অমুককে ধৃত করা গিয়াছে সেই অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘন্টার সময়ে অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইবে এবং আদালতের প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবে এতদ্বিষয়ে আমি অমুক স্থানবাসি উক্ত অমুকের প্রতিভূ স্বীকার করিলাম এবং তাহার ত্রুটি হইলে, আমি শ্রীশ্রী মতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধ পত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তা॰

(স্বাক্ষর)

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণাপত্রের পাঠ।

(৮৩ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের এত ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং তাহাকে ধরিবার জন্য যে ওয়ারন্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারন্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারন্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে)

এনিমিত্ত আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে অমুকস্থানবাসি অমুক অদ্যাবধি এত দিনের মধ্যে উক্ত নালিশের প্রতিবাদ করিতে এই আদালতে (অথবা আমার সম্মুখে) উপস্থিত হয়, এই আদেশ করা গেল।

৮ সাল তা॰

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫। সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণাপত্রের পাঠ।

(৮৮ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং উক্ত নালিশের বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য লইবার জন্য অমুককে (সাক্ষির নাম বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে।) এই আদালতের উপস্থিত করাইবার ওয়ারন্ট দেওয়া যায় এবং উক্ত অমুকের (সাক্ষির নাম দিবে) উপর জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া উক্ত ওয়ারন্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে সে পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারন্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে)

এনিমিত্ত এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘন্টার সময় অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হয় এই আদেশ করা গেল।

১৮ সাল তা॰

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৬। ক্রোকের আজ্ঞার পাঠ।

(৮৯ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ শ্রী অমুক সমীপেষু।

এই আদালতে উপস্থিত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত অমুককে (নাম বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) উপস্থিত করাইবার ওয়ারন্ট দেওয়া যায়, এবং সেই ওয়ারন্ট জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া তাহা ফেরত আসিয়াছে এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে সে পলাইয়াছে (অথবা

ওয়ারন্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে) এবং তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আদেশ দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক তদুল্লিখিত সময় ও স্থানে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দেয় এবং সে উপস্থিত হয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুক জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে এত টাকা মূল্য পরিমিত (অমুক২ ধারা দেখ) সেই সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া রাখিবে এবং এই ওয়ারন্ট যে প্রকারে জারী হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

উপস্থিত করাইবার ক্রোকী ওয়ারন্ট।

(৮৯ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে (অমুক নাম বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়), এবং তদনুসারে যে ওয়ারন্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারন্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারন্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে) ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আজ্ঞা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এতদিন মধ্যে উপস্থিত হয় এবং অমুক জিলার অমুক গ্রামে (কি নগরে) গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব প্রদায়ি ভূমি ভিন্ন উক্ত অমুকের পশ্চাল্লিখিত সম্পত্তি আছে ও তাহা ক্রোক করিবার আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় তাহা ক্রোক রাখিবে ও যে প্রকারে এই ওয়ারন্ট জারী করা যায় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া ইহা ফেরত পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

কালেক্টরস্বরূপ ডেপুটী কমিশ্যনরের দ্বারা ক্রোক করিবার অনুমতি সূচক আজ্ঞার পাঠ।

(৮৯ ধারা দেখ।)

অমুক জিলার ডেপুটী কমিশ্যনর সাহেব সমীপেষু।

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়), ও তদনুসারে যে ওয়ারন্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারন্ট ফেরত আসিয়াছে ও আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে, (অথবা উক্ত ওয়ারন্ট জারী এড়াইবার নিমিত্তে গোপনে আছে)

ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আজ্ঞা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এত দিনের মধ্যে উপস্থিত হয়, কিন্তু সে উপস্থিত হয় নাই ও অমুক জিলার অমুক গ্রামে (কি নগরে) উক্ত অমুকের গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব প্রদায়ি বিয়ৎ পরিমাণ ভূমি আছে

এজন্য তোমাকে অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত ভূমি ক্রোক করাইবে ও এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় তাহা ক্রোক রাখিবে ও এই আজ্ঞানুসারে তুমি যাহা কর অবিলম্বে তাহার সার্টিফিকেট পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৭। ওয়ারন্টক্রমে প্রথমেই সাক্ষিকে আনিতে হইলে, ঐ ওয়ারন্টের পাঠ।

(৯ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারন্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে অমুক স্থান বাসি অমুক এই অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও অমুক (সাক্ষির নাম ও বর্ণনা লিখিবে) উক্ত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে একপ প্রতীতি হয় এবং একপ বিশ্বাস করিবার উত্তম ও বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাই যে বলপূর্ব্বক না আনাইলে উক্ত নালিশের শ্রবণ সময়ে সে সাক্ষিস্বরূপ উপস্থিত হইবে না,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুকের (নাম দিবে) উপর এই ওয়ারণ্ট জারী করিবে এবং অমুক মাসের অমুক তারিখে নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতে আনিবে, ও তজ্জন্য আবশ্যক না হইলে তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিবে না কি তাহাকে বলপূর্ব্বক আটক রাখিবে না।

অদ্য ১৮ সালের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৮। কোন বিশেষ অপরাধের সংবাদ পাওয়া গেলে পর তলাশী পরওয়ানার পাঠ।

(৯৮ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারণ্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে (কি নালিশ হইয়াছে) যে অমুক অপরাধ সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) কৃত হইয়াছে (কি কৃত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং উক্ত অপরাধের (কি সন্দিগ্ধ অপরাধের) যে তদন্ত লওয়া যাইতেছে (কি যাইবে) তৎপক্ষে অমুক দ্রব্য (স্পষ্ট করিয়া ঐ দ্রব্য নির্দ্দেশ করিবে) উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় ইহা আমাকে দেখান গিয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত দ্রব্য (দ্রব্য নির্দ্দেশ করিবে) অমুক স্থানে (যে বাটী কি স্থান কি তাহার অংশ তলাশ করিতে হইবে তাহার বর্ণনা করিবে) অন্বেষণ করিবে, ও পাওয়া গেলে তাহা অবিলম্বে এই আদালতে উপস্থিত করিবে। ও এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৯। গচ্ছিত রাখিবার সন্দিগ্ধ স্থানের তলাশী পরওয়ানার পাঠ।

(৯৯ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু। (কনষ্টবলের উচ্চপদস্থ পোলীসের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি লিখিবে।)

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে ও যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে অমুক বাটী (বাটীর কি অন্য স্থানের বর্ণনা লিখিবে) চোরা দ্রব্য গচ্ছিত রাখিবার (কি তাহা বিক্রয় করিবার) স্থানরূপে (কিম্বা উক্ত ধারানির্দ্দিষ্ট অন্যতর কার্য্য জন্য ব্যবহৃত হইলে, উক্ত ধারার কথায় তাহা লিখিবে) ব্যবহৃত হয়

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে প্রয়োজনীয় সাহায্য লইয়া তুমি উক্ত বাটীতে (কিস্থানে) প্রবেশ করিবে ও আবশ্যক হইলে তদর্থে যুক্তিমত বল প্রয়োগ করিবে ও উক্ত বাটীর (কি অন্য স্থানের কিম্বা অংশ বিশেষ অন্বেষণ করিতে হইলে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিবে) সর্ব্বাংশ খানাতলাশী করিবে ও কোন সম্পত্তি (কি দলীল কি, স্থল বিশেষে ইষ্টাম্প মোহর কি মুদ্রা) [এবং আবশ্যক হইলে এইং কথাও যোগ করিবে ও যে কোন যন্ত্র কি দ্রব্য যুক্তিমতে তোমার বিবেচনায় জাল দলীল কি স্থলবিশেষে কৃত্রিম ইষ্টাম্প কি মোহর কি মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত রাখা যায় তাহা] আটক করিয়া দখল করিবে।—এবং উক্ত যে দ্রব্য তদ্রূপে দখল করা যায় তাহা তৎক্ষণাৎ এই আদালতে আনিবে ও এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পর এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এ ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১০। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

(১০৭ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক আমার প্রতি এতকাল শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে, এই হেতুক আমি উক্ত কাল পর্য্যন্ত শান্তিভঙ্গ করিব না কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এমত কোন কার্য্য করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিলাম ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

১। সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

(১০ ও ১১১ ধারা দেখ।)

অমুক স্থাননিবাসি শ্রীঅমুক আমাকে শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হইয়াছে অতএব আমি উক্ত কালপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিব। ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২। শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনার সংবাদ পাইলে, সমন লিখিবার পাঠ।

(১৫ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক সমীপেষু।

বিশ্বাসযোগ্য সম্বাদ পাইয়া আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে (এইস্থানে সম্বাদের মর্ম্ম লিখিবে) এবং তোমার দ্বারা শান্তিভঙ্গ হবার (কি যদ্দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইতে পারে তদ্রূপ কার্য্য হইবার) সম্ভাবনা এজন্য তোমাকে এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি স্বয়ং (কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখ্তার দ্বারা) ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ১০ ঘটিকার সময় অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবে যে এত কাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই নিয়মে কেন তোমার প্রতি এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার (জামিন আবশ্যক হইলে এই কথা গুলি যোগ করিতে হইবে) ও একজন (কিম্বা স্থল বিশেষে দুই জন) প্রতিভূর (কিম্বা একাধিক হইলে, প্রত্যেকের) এত টাকার নিবন্ধপত্র দ্বারা জামিন দিবার আদেশ হইবে না।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৩। শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিতে না পারিলে সমর্পণের ওয়ারন্টের পাঠ।

(১২৪ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক (পোলীসের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি লিখিবে) ও অমুকস্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক স্থানবাসি অমুক এতমাস শান্তিভঙ্গ করিবে না বলিয়া একজন প্রতিভূসহ (অথবা প্রত্যেকে এত টাকার দুইজন প্রতিভূসহ) এত টাকার নিবন্ধপত্র কেন লিখিয়া দিবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে সমন দ্বারা তাহাকে আদেশ করা যায় সেই সমনক্রমে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বয়ং কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখ্তার দ্বারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল এবং তৎকালে আজ্ঞা হয় যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) এইপ্রকার জামিন দেয় (যে জামিনের আজ্ঞা করা যায় সমন লিখিত জামিনের সহিত তাহার প্রভেদ থাকিলে তাহা এইস্থলে লিখিতে হইবে) ও সে উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই

এজন্য তোমারপ্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (এইস্থলে পোলীসের কনষ্টবলের নাম লিখিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের (কি রক্ষকের) নিকট সমর্পণ করিবে অথবা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে, ও তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও উক্ত জেলে এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে। কিন্তু উক্ত কালমধ্যে সে স্বয় ও প্রতিভূদ্বারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া আজ্ঞা পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা যাইবে ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্তকরা যাইবে ও যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪। সদাচরণের জামিন না দিলে সমর্পণ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(১২৪ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক (পোলীস কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি লিখিবে) ও অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক জিলার মধ্যে গুপ্ত হইয়া আছে ও তাহার জীবন ধারণের দৃশ্য সঙ্গতি নাই (অথবা সে আপনার কোন সন্তোষজনক বিবরণ দিতে পারে না)

কিম্বা

অমুকের (নাম বর্ণনা দিবে) সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে আমার সম্মুখে যে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে প্রতীতি হয় যে সে প্রসিদ্ধ দস্যু (অথবা স্থলবিশেষে গৃহ ভেদকারী ইত্যাদি)

কিম্বা

অমুকের (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে আমার সম্মুখে যে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে প্রতীতি হয় যে সে রীতিমত দস্যু (অথবা স্থলবিশেষে গৃহ ভেদকারী ইত্যাদি,

এবং উহা উল্লেখ করিয়া আজ্ঞা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে আদেশ করা গিয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) একজন (অথবা স্থলবিশেষে দুই কি তদধিকজন) প্রতিভূসহ আপনি এত টাকার ও উক্ত প্রতিভূ (কিম্বা তদ্রূপ প্রত্যেক প্রতিভূ) এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার জামিন দিবে ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই, ও না করাতে ইতি মধ্যে জামিন না দিলে তাঁহার প্রতি এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) কারা দণ্ডের আদেশ হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (পোলীস কর্ম্মকারকের নাম দিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেন্টের (কি রক্ষকের) নিকটে সমর্পণ করিবে কিম্বা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে এবং তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তাহাকে এতকাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) নিবিঘ্নে উক্ত জেলে রাখিবে কিন্তু তন্মধ্যে সে উক্ত জামিন দিতে প্রস্তুত হইলে আইনমত কার্য্য হইবার নিমিত্ত তাহাকে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করাইবে, ও যে রূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫। জামিন না দেওয়াতে যেব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছে তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(২৫ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) (কিম্বা অন্য যে কারাকারকের হেফাজতে ঐ ব্যক্তি আছে সেই কারাকারক) সমীপেষু।

অমুককে (বন্দির নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারণ্টক্রমে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা যায় ও সে পরে জামিন (কি জামিনদের) সহ নিয়মমতে মুচলকা লিখিয়া দিয়াছে

কিম্বা

অধিকন্তর কারাদণ্ড হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার বিশিষ্ট কারণ আমাকে দর্শাইয়াছে

কিম্বা

জন সমাজের শঙ্কা বিনা তাহাকে মুক্ত করা যাইতে পারে এরূপ বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট হেতু দৃষ্ট হইয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজত হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৬। অনিষ্ট জনক বিষয় উঠাইয়া দিবার আজ্ঞার পাঠ।

[১৩৪ ধারা দেখ]

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে)

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক (পথ কি অন্য সাধারণের স্থানে) এইরূপে (যে রূপে বাধা কি অনিষ্টজনক কার্য্য হয় তাহার উল্লেখ করিবে) উক্ত রাজপথ (কি অন্য সাধারণের স্থান) ব্যবহারকারি ব্যক্তিদের বাধাজনক (কি অনিষ্টজনক) কার্য্য করিয়াছ ও উক্ত বাধা (কি অনিষ্ট) অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে,

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি স্বামী কি কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ অমুক ব্যবসায় কি কার্য্য (যে বিশেষ ব্যবসায় যে স্থানে চালান যায় তাহার উল্লেখ করিবে) চালাইতেছ এবং এই কারণে (যে রূপে

তদ্দ্বারা হানি হয় এই স্থানে সংক্ষেপে লিখিবে) তাহা সাধারণের স্বাস্থ্যের [কি স্বাচ্ছন্দ্যের] হানিজনক ও তাহার লোপসাধন করা কি তাহা স্থানান্তরে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া উচিত

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক রাজপথের (পথের বর্ণনা লিখিবে) নিকটবর্ত্তি অমুক পুষ্করিণীর (কি কূপের) স্বামী (কি তাহা তোমার অধিকারে কি কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে) ও উক্ত পুষ্করিণীর (কি কূপের) বেড়া না থাকাতে (কিম্বা শঙ্কানিবারক বেড়া না থাকাতে) সাধারণের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

কিম্বা

(স্থলবিশেষে) আমার নিকট ইত্যাদি

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) অমুক কার্য্য করিবে (অনিষ্টজনক বিষয় উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যাহা করিতে হইবে তাহা লিখিবে) কিম্বা আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে এত ঘণ্টার সময় অমক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া এই আজ্ঞা কেন প্রবল করা যাইবে না তাহার কারণ দর্শাইবে

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উক্ত স্থানে উক্ত ব্যবসায় কি কার্য্য চালন বন্ধ করিবে ও তাহা আর সেই স্থানে চালাইবে না কিম্বা উক্ত স্থান হইতে উক্ত ব্যবসায় কি কার্য্য অমুক স্থানে (দূরত্ব নির্দ্দেশ করিয়া কিম্বা স্থানের বর্ণনা করিয়া অপেক্ষাকৃত উপযোগী স্থান নির্দ্দেশ করিবে) উঠাইয়া লইয়া যাইবে, কিম্বা আগামি অমুক মাসের ইত্যাদি

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উপযুক্ত বেড়া দিবে (যে প্রকারের বেড়া দিতে হইবে ও যে ভাগে দিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবে) কিম্বা আগামি অমুক মাসের ইত্যাদি।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৭। পঞ্চায়ৎ নিয়োগ বিষয়ক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৩৯ ধারা দেখ)

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুকের (নাম দিবে) প্রতি এই আদেশ করিয়া (আজ্ঞা কিরূপ কল্পনা লিখিবে) আজ্ঞা দেওয়া যায় এবং উক্ত আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করণার্থে পঞ্চায়ৎ নিয়োগ করিবার আজ্ঞার নিমিত্ত উক্ত অমুক (নাম দিবে) অমুক মাসের অমুক তারিখের দরখাস্তের দ্বারা প্রার্থনা করিয়াছে এজন্য উক্ত প্রশ্নের বিচার ও নিষ্পত্তি করণার্থে আমি অমুক ব্যক্তি দিগকে (পঞ্চায়তের পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তির নাম এই স্থানে দিবে) পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতেছি ও আদেশ দিতেছি যে উক্ত পঞ্চায়ৎ এই আজ্ঞার তারিখ অবধি এত দিনের মধ্যে অমক স্থানে আমার আফিসে তাঁহাদের নিষ্পত্তি পাঠাইবেন।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয় এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৮। পঞ্চায়তের নিষ্পত্তির পর মাজিষ্ট্রেটের নোটিসের ও চূড়ান্ত আজ্ঞার পাঠ।

(৪১ ধারা দেখ)

শ্রী অমুক সমীপেষু) নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে)

আমি এতদ্দ্বারা তোমাকে নোটিস দিতেছি যে অমুক মাসের অমুক তারিখের তোমার প্রদত্ত দরখাস্ত ক্রমে নিয়মমতে যে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করা যায় তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন যে অমুক তারিখে তোমার প্রতি এতদ্রূপ আদেশ করিয়া (আদেশের মর্ম্ম লিখিবে) যে আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহা যুক্তিমত ও উপযুক্ত এজন্য আমি তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) তুমি উক্ত আজ্ঞা পালন করিবে, নতুবা উক্ত আজ্ঞা পালন না করণের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

অদ্য সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৯। পঞ্চায়তের তদন্ত লইবার অপেক্ষায় আসন্ন বিপদ নিবারণার্থে আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৩ ধারা দেখ)।

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে)

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমি যে আজ্ঞা করি, তাহা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত পঞ্চায়েতের তদন্ত কার্য্য অদ্যাপি চলিতেছে, ও আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে উক্ত আজ্ঞার লিখিত অনিষ্ট জনক বিষয় সম্পর্কে সাধারণের এরূপ আসন্ন গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা যে উক্ত বিপদ নিবারণার্থে অবলম্বে উপায় করা আবশ্যক এজন্য ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অমুক ধারার বিধানমতে তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া এতদ্দ্বারা আদেশ করিতেছি যে উক্ত পঞ্চায়েতের স্থানীয় তদন্তের ফলাপেক্ষায় তুমি অবিলম্বে (কিয়ৎকালীন সংরক্ষণ নিমিত্ত যে কার্য্যের আদেশ হয় স্পষ্ট করিয়া তাহার উল্লেখ করিবে)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২০। অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ না করণ প্রভৃতির নিষেধ সূচক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৪ ধারা দেখ)।

শ্রী অমুক সমীপেষু (নাম বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে)।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে (২১ পাঠ দেখিয়া যথাযোগ্য কথা গুলি লিখিবে),

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি বিশেষরূপ আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে আবার উক্ত দ্রব্য রাখিয়া কি (স্থল বিশেষ) রাখিতে দিয়া, ইত্যাদি, তুমি উক্ত অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ করিবে না।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২১। বাধা জন্মাওন হাঙ্গামা প্রভৃতি নিবরণার্থে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৫ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে।)

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তোমার অধিকারে (কি কর্ত্তৃত্বাধীনে) অমুক (স্পষ্ট করিয়া ভূমির বর্ণনা করিবে) আছে ও তুমি উক্ত ভূমিতে নদ্দমা কাটিয়া তাহার মাটি ও ইট নিকটস্থ রাজপথে ফেলিতে কি রাখিতে উদ্যত আছ ও তাহাতে উক্ত পথ ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি ও অন্য কত গুলি লোক (যে শ্রেণীর লোক তাহার উল্লেখ করিবে) অমুক রাজপথ (কি স্থল বিশেষ অমুক স্থান) দিয়া ধর্ম্ম সংক্রান্ত লোক যাত্রাক্রমে একত্র হইয়া যাইতে উদ্যত আছ ও উক্ত লোকযাত্রায় দাঙ্গা কি হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা

কিম্বা

আমার নিকটে ইত্যাদি

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিতেছি যে তুমি তোমার ভূমি হইতে তোলা মাটি কি ইট উক্ত পথের কোন স্থানে রাখিবে না কি রাখিতে দিবে না কিম্বা

উক্ত পথ দিয়া যাত্রার লোক জনের গমন এতদ্দ্বারা নিষেধ করিতেছি ও তোমাকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়া আজ্ঞা করিতেছি যে তুমি ঐ লোকযাত্রায় মিশিবে না (অথবা অন্য যেরূপ আজ্ঞা আবশ্যক হয় দিবে)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২২। বিবাদীয় ভূমি প্রভৃতি অধিকারে রাখিবার স্বত্ববানপক্ষ নির্দ্দেশ করিবার মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(৪৬ ধারা দেখ)।

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তি অমুক বিষয় (বিবাদের বিষয় সংক্ষেপ লিখিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (উভয় পক্ষের নাম ও বাসস্থান কিম্বা গ্রামাদলের বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা যথাযোগ্যরূপে লিপিবদ্ধ হেতুক্রমে আমার এইরূপ প্রতীত হওয়াতে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) প্রকৃতরূপে দখল থাকিবার সম্বন্ধে আপনং দাওয়ার বর্ণনাপত্র দিবার নিমিত্ত উক্ত সকল পক্ষকে আদেশ করায় ও তৎক্রমে যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আইনমতে উভয় পক্ষের মধ্যে কে দখল করিবার স্বত্ববান্ এই দাওয়ার বিবেচনা না করিয়া আমার হৃদ্বোধ জন্মিয়াছে যে উক্ত অমুকের (নাম কি নামসমূহ কি বর্ণনা দিবে) প্রকৃত পক্ষে দখল করিবার দাওয়া যথার্থ,

এজন্য আমি নিষ্পত্তি করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি যে উক্ত অমুকের (কি অমুকদের) দখলে উক্ত বিবাদীয় বিষয় আছে ও আইনের নিয়মিত প্রণালীক্রমে যাবৎ ভ্রষ্ট না হয় উক্ত ব্যক্তি (কি ব্যক্তিরা) তাহা দখল রাখিবার স্বত্ববান এবং ইতি মধ্যে তাহার (কি তাহাদের) দখলের কোনরূপ বিঘ্নকরণ বিশেষরূপে নিষেধ করিতেছি।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২৩। ভূমি প্রভৃতির দখল লইয়া বিবাদ হইলে ক্রোক করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(১৪৭ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা অমুক স্থানের কালেকটর সমীপেষু।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তি অমুক বিষয় (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (পক্ষদের নাম ও বাসস্থান কিম্বা গ্রাম্য দলের মধ্যে বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা ও প্রকৃত পক্ষে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়ের) দখল সম্বন্ধে তাহাদের আপনং দাওয়ার বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিতে উক্ত উভয় পক্ষের প্রতি যথাযোগ্যরূপে আদেশ করা যায় ও উক্ত দাওয়ার নিয়মিত তদন্ত লইয়া আমি নিষ্পত্তি করিয়াছি যে উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও দখলে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) নাই কিম্বা ঐ উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ যে পূর্ব্বোক্তমতে দখিলকার ছিলেন তদ্বিষয়ে আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে তুমি উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) দখলে লইয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে ও যাবৎ পক্ষদের স্বত্ব নির্ণয় সূচক উপযুক্ত আদালতের ডিক্রী কি আজ্ঞা না হয় কিম্বা ... দাওয়া স্থির না হয় উহা ক্রোক করিয়া রাখিবে ও যে রূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরৎ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২৪। স্থলে কি জলে কোন কার্য্য করিবার নিষেধ সূচক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৮ ধারা দেখ।)

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তি অমুক ভূমি (কি জল) (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) কেবল (অমুক ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ) দাওয়া করেন বলিয়া তাহার ব্যবহার করণের স্বত্ব সম্পর্কে, বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তদ্বিষয়ের যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে যে উক্ত ভূমি (কি জল) সাধারণের তদ্রূপ ব্যবহার যোগ্য (কিম্বা কোন ব্যক্তির কি বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তির হইলে তাহার কি তাহাদের বর্ণনা লিখিবে) ও (যদি বৎসরের সমুদয় সময় ব্যবহার করা যাইতে পারে) উক্ত তদন্তানুষ্ঠান করিবার তিন মাস মধ্যে (কিম্বা যদি বৎসরের কালবিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে বৎসরের যে কাল বিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে শেষ বারের সেই কালে") সামান্যতঃ উক্তরূপ ব্যবহার হইয়াছে

এজন্য আমি আজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত (দখলের দাওয়াদার কি দাওয়াদারেরা) কিম্বা তাঁহাদের পক্ষে কেহ যাবৎ উপযুক্ত আদালতের এই মর্ম্মের ডিক্রী কি আজ্ঞা না পান যে তিনি (কি তাঁহারা) কেবল উক্ত ভূমি (কি জল) দখল করিবার স্বত্ববান্ তাবৎ পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার করিবার স্বত্বভোগ বর্জ্জিত উক্ত ভূমি (কি জলের) দখল লইবেন না (কি রাখিবেন না)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২৫। পুলীস কর্ম্মকারকের সম্মুখে প্রথমস্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও জামিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ।

(১৭০ ধারা দেখ)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক (নাম দিবে) আমার নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে ও তদন্তের পর অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ হওয়াতে কিম্বা তদন্তের পর আদেশ হইলেই অমুক স্থানে উপস্থিত হইবার নিজে মুচলকা লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হওয়াতে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত অভিযোগের আরো প্রতিবাদ করিতে আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে (কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে) এতঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইব। ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে আমি ভারতাধীশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

৮ সাল তা•

(স্বাক্ষর)

শ্রী অমক অমুক মাসের অমুক তারিখে (কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে) এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইবে ও তাহার নামে যে অভিযোগ আছে তাহার প্রতিবাদ করিবে এই বিষয়ে আমি (কিম্বা আমারা স স্পষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে সকলে ও প্রত্যেকে) উপরোক্ত অমুকের জামিন স্বীকার করিতেছি ও তাহাতে তাহার ত্রুটি হইলে আমি ভারতাধীশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তা•

(স্বাক্ষর)

২৬। মোকদ্দমা করিবার বা সাক্ষ্য দিবার নিবন্ধপত্রের পাঠ।

(১৭১ ধারা দেখ।)

অমুকের নামে অমুক অপরা ধর যে অভিযোগ হইয়াছে তদ্বিষয়ে অমুক স্থাননিবাসি শ্রীঅমুক আমি আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া তৎকালে তাহার বিপক্ষে মোকদ্দমা চালাইব (অথবা স্থল বিশেষে মোকদ্দমা চালাইব ও সাক্ষ্য দিব অথবা সাক্ষ্য দিব) এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তা•

(স্বাক্ষর)

২৭। গবর্ণমেন্টের উকীলকে মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক সমর্পণের নোটিস দিবার পাঠ।

(২১৯ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট এতদ্দ্বারা নোটিস দিতেছেন যে তিনি অমুককে আগামি সেশনে বিচারার্থে সমর্পণ করিয়াছেন ও উক্ত মাজিষ্ট্রেট এতদ্দ্বারা আদেশ দিতেছেন যে গবর্ণমেন্টের উকীল উক্ত মোকদ্দমার অভিযোগ চালান।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইয়াছে যে (অভিযোগপত্রে অপরাধের যেরূপ উল্লেখ আছে এই স্থলে তদ্রূপ উল্লেখ করিবে)

৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

২৮। অভিযোগের পাঠ।

(২২২ ও ২২৩ ও ২২৪ ধারা।)

( )—অভিযোগপত্রে একমাত্র দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রী অমুক আমি শ্রী অমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

(খ) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ভারতাধীশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ। (প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিলে সেশন আদালতের পরিবর্ত্তে হাই কোর্ট লিখিতে হইবে।)

দণ্ড বিধির আইনের ১২১ ধারা।

(গ) অতএব উক্ত আদালতে উক্ত অভিযোগমতে তোমার বিচার হয় এই আদেশ করিলাম।

(মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর।)

[(খ) চিহ্নিত কথার পরিবর্ত্তে পশ্চাৎ লিখিত অন্যতর প্রকারের কথা লেখা যাইতে পারিবে।]

(২) ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার সভ্য মান্যবর অমুক সাহেব উক্ত সভ্য স্বরূপে বৈধ ক্ষমতামতে কার্য্য না করেন এই নিমিত্তে তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, ঐ সভ্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনের ১২৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১২৪ ধারা।

(৩) তুমি অমুক কর্ম্মবিভাগের রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া স্বীয় পদসম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম না করিবার প্রবৃত্তিস্বরূপে আপনার আইনমত বেতনভিন্ন অমুক [নামক] ব্যক্তির নিমিত্তে অমুক (নামক) ব্যক্তির স্থানে পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৬১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১৬১ ধারা।

(৪) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয় এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়া অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছ ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩০৪ ধারা।

(৫) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে আনন্দ মত্ত হইয় আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করিলে তুমি তাহার আত্মঘাতী হইবার সহায়তা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের, ৩০৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩০৬ ধারা।

(৬) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে [illegible] ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩২৫ ধারা।

(৭) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের উপর (নাম দিবে) দস্যুতা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩৯২ ধারা।

(৮) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ডাকাইতী করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩৯৫ ধারা।

(৯) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুক কর্ম্ম করিয়াছিলে (কিম্বা স্থল বিশেষে অমুক কর্ম্ম কর নাই) ও তাহা অমুক সালের অমুক আইনের অমুক ধারার বিধানের বিপক্ষে অমুকের বিঘ্নজনক ছিল ইহা জানিতে তাহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১৬৬ ধারা।

(১০) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার হওন সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওন কালে এই কথা কহিয়াছিল যে

১৯৩ ধারা।

আর তুমি সেই কথা মিথ্যা জানিয়া কিম্বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া কহিয়াছিলে ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে সেশন আদালতের বিচার্য্য এই কথা ত্যাগ করিয়া 'আমার বিচার্য্য' এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে। (গ) প্রকরণে "উক্ত আদালতে' এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।

(২)—অভিযোগের দুই কি ততধিক দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক আমি শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

(খ) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম বলিয়া অমক (নামক) ব্যক্তিকে দিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ও ২৪২ ধারা।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া তাহা অকৃত্রিমরূপে গ্রহণ করিতে অমুকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(গ) অতএব উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে তোমার বিচার হয় আমার এই আদেশ।

(মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর।)

(খ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে এই রূপ কথা লেখা যাইতে পারে।

প্রথম। তুমি অমুক স্থানের অমুক সালে অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া জ্ঞানকৃত বধ করিয়াছ। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩০২ ও ৩০৪ ধারা।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছ। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(খ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে এই কথা। প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩৭৯ ও ৩৮২ ধারা।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির প্রাণ নাশ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

তৃতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করণের পর পলায়ন করিতে পারিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে, ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

চতুর্থ। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, চৌর্য্যক্রমে অপহৃত দ্রব্য রাখিতে পার এই নিমিত্তে কোন ব্যক্তির পীড়া দিবার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছ ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(খ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে এই কথা।—অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুক ব্যাপারের তদন্ত লওন সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওনকালে এই কথা কহিয়াছিলে যে '

১৯৩ ধারামতে অমুকরূপে অভিযোগ।

' এবং অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার হওন সময়ে সাক্ষ্য দেওন কালে এই কথা কহিয়াছিলে যে "

ইহার মধ্যে এক কথা তুমি মিথ্যা জানিতে কি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে না। ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে বিচার হইলে ' সেশন আদালতের বিচার্য্য ' এই কথা ত্যাগ করিয়া "আমার বিচার্য্য" এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে এবং "উক্ত আদালতে" এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।

২৯। কোন মাজিস্ট্রেট কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে তদনুসারে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(২৪৮ ও ২৫৯ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম ও খ্যাতি লিখিবে) ও অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার (নাম ও পদসূচক খ্যাতি দিবে) সম্মুখে

৮ সালের কালেণ্ডরের এত নং মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয়, কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কি অমুক আইনের এই (কি এই২) ধারামতে অমুক অপরাধ নিষ্পি হওয়াতে এই দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে (সম্পূর্ণভাবে ও স্পষ্টরূপে দণ্ডের উল্লেখ করিবে)

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম দিবে) উক্ত অমুককে (অপরাধির নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের (কি রক্ষকের) নিকটে সমর্পণ করিবে কিম্বা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে ও তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (আসামীর নাম দিবে) এই ওয়ারন্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তথায় আইনমতে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে।

অদ্য ৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩০। ক্রোক করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় না হইলে কারাদণ্ডের ওয়ারন্টের পাঠ।

(২৫১ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম ও খ্যাতি দিবে) ও অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও বর্ণনা লিখিবে) বিরুদ্ধে এই বলিয়া নালিশ করে যে (নালিশের মর্ম্ম সংক্ষেপে লিখিবে) ও অনর্থক ও বিরক্তিকর বলিয়া তাহা ডিসমিস করা গিয়াছে ও ডিসমিস করিবার আজ্ঞায় উক্ত অমুকের (বাদির নাম দিবে) প্রতি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এত টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে ও উক্ত টাকা দেওয়া যায় নাই ও উক্ত অমুকের (বাদির নাম দিবে) অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া তাহা আদায় করা যাইতে পারে না ও ইতি মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে তাহার এত দিনের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম দিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের (কি রক্ষকের) নিকটে সমর্পণ করিবে কিম্বা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে, ও তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারন্ট সহিত তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তাহাকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৬৯ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে এত কাল উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে তাহা পাইয়া তাহাকে মুক্ত করিবে। যে রূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩১। সাক্ষির সমনের পাঠ।

(৬৮ ও ২৫৩ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক সমীপেষু।

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক স্থানবাসি অমুক অমুক অপরাধ (সময় ও স্থান সহ সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও আমার বোধ হয় যে তুমি অভিযোগের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দিতে পারিবে

এজন্য উক্ত নালিশের বিষয় সম্পর্কে তুমি যাহা জান তাহার সাক্ষ্য দিতে আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময়ে তুমি এই আদালতে উপস্থিত হইবে ও আদালতের অনুমতি না লইয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবে না এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি এই সমন দেওয়া গেল, ও তোমাকে সাবধান করা যাইতেছে যে তুমি ন্যায়ানুগত কারণ বিনা উক্ত তারিখে উপস্থিত হইতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করিলে তোমাকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ওয়ারন্ট দেওয়া যাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩২। কোন মাজিষ্ট্রেট কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে তদনুসারে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(২৫৯ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম ও খ্যাতি লিখিবে) ও অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার (নাম ও পদের খ্যাতি দিবে) সম্মুখে ১৮ সালের কালেণ্ডরের এত নং মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের (কি অমুক আইনের) এই কি এই২ ধারামতে অমুক অপরাধ নির্ণয় হওয়াতে এই দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে (সম্পূর্ণভাবে ও স্পষ্টরূপে দণ্ডের উল্লেখ করিবে।)

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম দিবে) উক্ত অমুককে (অপরাধির নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের (কি রক্ষকের) নিকটে সমর্পণ করিবে কিম্বা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে ও তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (আসামীর নাম দিবে) এই ওয়ারণ্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও তথায় আইনমতে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৩। জুরর ও আসেসরদিগকে সমন করিবার নিমিত্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি আদেশপত্রের পাঠ।

(৩২৬ ধারা দেখ।)

অমুক জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপেষু।

আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে আদালত ঘরে ফৌজদারী সেশন বসিবে ও এই আদালতে জুরর ও আসেসরদের যে সংশোধিত ফর্দ্দ দেওয়া গিয়াছে তদ্ভুক্ত নামের মধ্য হইতে নিয়মিতরূপে গুলিবাঁটক্রমে এতন্নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবার সমন উক্ত ব্যক্তিদিগকে দিবে ও এই আদেশ অনুসারে তুমি যাহা করিলে উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার সর্টিফিকেট পাঠাইবে।

(এই স্থলে জুরর ও আসেসরদের নাম দিবে।)

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আদেশপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৪। জুরর কি আসেসরকে সমন দিবার পাঠ।

(৩২৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক সমীপেষু।

আগামি ফৌজদারী সেশনে আসেসর (কি জুরর) স্বরূপ তোমার উপস্থিত হইবার আজ্ঞাসূচক অমুক স্থানের সেশন আদালতের আদেশপত্র আমার নিকটে প্রেরিত হওয়াতে তুমি আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবে, তোমাকে এতদ্দ্বারা এই সমন দেওয়া গেল।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই সমন পত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৫। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৩৭৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে সেশন হয়, উক্ত সেশনে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম

দিবে) দণ্ডবিধির আইনের এত ধারামতে বধস্বরূপ অপরাধ জনক নরহত্যাপরাধ নিৰ্ব্বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে ও অমুক স্থানের অমুক কোর্ট কর্তৃক উক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের অপেক্ষা আছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত (সুপরিন্টেণ্ডেন্ট কি রক্ষক) এই ওয়ারেন্টসহ উক্ত অমককে (আসামীর নামদিবে) উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও যাবৎ অমুক কোর্টের আজ্ঞা ফলবতী করণার্থে এই আদালতের অন্যতর ওয়ারেন্ট কি আজ্ঞা না পাও, তাহাকে তথায় নির্বিঘ্নে রাখিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৬। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা সাধন করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

(৩৮১ ধারা দেখ।)

অমক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে যে সেশন বসে তাহাতে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুককে (আসামীর নাম দিবে) অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারেন্ট ক্রমে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীনে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞার দৃঢ়ীকরণাত্মক অমুক কোর্টের আজ্ঞা এই আদালতে গৃহীত হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক] তদাজ্ঞাসাধন করিবার নিয়মিত সময়ে ও স্থানে যাবৎ উক্ত অমক না মরে তাহার গলায় উদ্বন্ধন দ্বারা উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইয়াছে পৃষ্ঠলিপিক্রমে ইহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেন্ট এই আদালতে ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৭। দণ্ড পরিবর্ত্তনের পর ওয়ারেন্টের পাঠ।

(৩৮১ ও ৩৮২ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমক মাসের অমক তারিখে আমার সম্মুখে যে সেশন বসে তাহাতে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির এত ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ নির্ণয় হইয়া এই দণ্ডের আজ্ঞা হয় ও তদনুসারে তাহাকে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা যায় এবং অমুক আদালতের আজ্ঞাদ্বারা (যে আজ্ঞার নোকল লিপি এতৎ সঙ্গে দেওয়া গেল) উক্ত দণ্ডাজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর (কি অন্য যেরূপ হয়) দণ্ডের আদেশ হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক সুপরিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) যাবৎ উক্ত আজ্ঞামতে দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করণার্থে উপযুক্ত কর্তৃত্বাধীনে ও হেফাজতে উক্ত অমককে (নাম দিবে) সমর্পণ করিতে না পার, তাবৎ তাহাকে আইনের আদেশমতে নির্ব্বিঘ্নে উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে রাখিবে

কিম্বা

পরিবর্ত্তিত দণ্ডের আজ্ঞা কারাদণ্ডের হইলে ' যাবৎ অবধি 'তাবৎ পর্য্যন্ত কথা না লিখিয়া 'হেফাজতে রাখিবে এই কথার পরে এই ২ কথা দিবে ' ও উক্ত আজ্ঞামতে তথায় কারাদণ্ড সাধন করিবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৮। ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা অর্থদণ্ড আদায় করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

(৩০৬ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমক সমীপেষু [যে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ওয়ারেন্ট সাধন করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে]।

১৮ সালের অমক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে অমুকের (অপরাধির নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধির উল্লেখ করিবে) নির্ণয় হইয়া এত টাকা অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হয় এবং উক্ত অমুকের (নামদিবে) প্রতি উক্ত অর্থ দণ্ড দিবার আদেশ হইলেও সে উক্ত টাকা কি তাহার কোন অংশ দেয় নাই

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে, ও তদ্রূপ ক্রোক হইবার পর এত

কাল মধ্যে (যত দিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় লিখিবে) (কিম্বা অতিবিলম্বে) উক্ত টাকা না দেওয়া গেলে উক্ত ক্রোকক্কৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা উক্ত অর্থ দণ্ডের টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৯। কোনং অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অর্থদণ্ড হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৪৮০ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের পোলীস থানার শ্রীঅমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম ও খ্যাতি লিখিবে) ও অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অদ্য আমার সম্মুখে আদালতের অধিবেশনে অমুক (অপরাধির নাম ও বর্ণনা দিবে) আদালতের সম্মুখে (কি দৃষ্টি গোচরে) ইচ্ছাপূর্ব্বক অবজ্ঞাকর অপরাধ করিয়াছে,

এবং এইরূপ অবজ্ঞা নিমিত্ত আদালত অমুকের (অপরাধির নাম দিবে) এত টাকা অর্থদণ্ডের ও তাহা না দিলে এত কাল (মাস কি দিনের সংখ্যা লিখিবে) কারাদণ্ড ভোগের আজ্ঞা করিয়াছেন

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম দিবে) উক্ত অমুককে (অপরাধীর নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের (কি রক্ষকের) নিকটে সমর্পণ করিবে কিম্বা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে এবং তুমি উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত অমুককে (অপরাধির নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও ইতিমধ্যে উক্ত অর্থদণ্ড প্রদত্ত না হইলে এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে এবং উক্ত টাকা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিবে ও যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হইল পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪০। যে স্থলে অর্থদণ্ড নাই তদ্রূপ স্থলে উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে কারাবদ্ধ করিবার মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারন্টের পাঠ।

(৪৮৫ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার শ্রীঅমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম ও খ্যাতি দিবে) সমীপেষু। অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাক্ষিস্বরূপ সমন প্রাপ্ত হইয়া (কিম্বা এই আদালতের সম্মুখে আনীত হইয়া) ও অপরাধের অভিযোগের তদন্ত কালে অদ্য সাক্ষ্য দিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত অপরাধের অভিযোগ সম্বন্ধে যে (কি যে যে) প্রশ্ন তাহার প্রতি করা গিয়া নিয়মিত রূপে লেখা যায় অস্বীকার করিবার ন্যায়ানুগত কারণ না দর্শাইয়া সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে, এবং উক্ত অবজ্ঞা নিমিত্ত তাহাকে এতকাল (আটক করিয়া রাখিবার কাল নির্দ্দেশ করিবে) হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার আদেশ হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুককে (নাম দিবে) হেফাজতে গ্রহণ করিবে এবং ইতি মধ্যে সাক্ষ্য দিতে ও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর করিতে সম্মত না হইলে এত দিন তাহাকে উক্ত থানার হাজত ঘরে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে, ও তাহার শেষ দিনে কিম্বা তদ্রূপ সম্মতি জ্ঞাত হইয়া মাত্র আইনমতে কার্য্য হইবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতের সম্মুখে আনিবে ও যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) * (স্বাক্ষর)

৪১। উত্তর দিতে অস্বীকার করাতে কারাবদ্ধ করিবার সেশন জজের ওয়ারন্টের পাঠ।

(৪৮৫ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (অমুক স্থানের পোলীস থানার পোলীস কনষ্টবলের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

অদ্য আমার সম্মুখে যে সেশন আদালতের অধিবেশন হয় তাহাতে বিচারার্থ মোকদ্দমার কালেণ্ডরের এত নং মোকদ্দমায় অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাক্ষী থাকাতে উক্ত মোকদ্দমার শ্রবণ সময়ে

তাহাকে যে (কি যে ২) প্রশ্ন করা গিয়া নিয়মিতরূপে লেখা যায়, সে অস্বীকার করিবার ন্যায়ানুগত কারণ না দর্শাইয়া সেই প্রশ্নের উত্তর করিতে অস্বীকার করিয়াছে, ও এই অবজ্ঞা নিমিত্ত তাহাকে এত কাল (আটক করিয়া রাখিবার কাল নির্দ্দেশ করিবে) আটক করিয়া হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুককে (নাম দিবে) হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও ইতিমধ্যে সাক্ষ্য দিতে ও প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্মত না হইলে তাহাকে এত দিন উক্ত থানার হাজত ঘরে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে ও উক্ত দিনের শেষ দিন কিম্বা সম্মতি জানাইবা মাত্র আইন মতে কার্য্য হইবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতের সম্মুখে আনিবে। যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪২। ভরণপোষণের টাকা না দিলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।
(৪৮৮ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম ও খ্যাতি লিখিবে) ও অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

আমার সম্মুখে প্রমাণ হইয়াছে যে অমুকের (নাম বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) যে সঙ্গতি আছে তাহাতে সে এই ২ কারণ (কারণ উল্লেখ করিবে) বশত আত্মভরণপোষণাক্ষমআপন স্ত্রীর (নাম দিবে) কি সন্তানের (নাম দিবে) ভরণপোষণ করিতে পারে ও তৎকার্য্য করিতে সে উপেক্ষা (কি অস্বীকার) করিয়াছে, ও তাহার স্ত্রীর (কি সন্তানের) ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে এবং ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক (কি অমুক ২ মাসের বৃত্তিস্বরূপ এত টাকা) দেয় নাই, এবং তজ্জন্য উক্ত জেলে তাহার এতকাল সামান্য (কি কঠোর) কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা গিয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (পোলীস কর্ম্মকারকের নাম লিখিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) ধরিয়া লইয়া উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেন্টের (কি রক্ষকের) নিকটে সমর্পণ করিবে অথবা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে, ও তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারন্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তথায় আইনমতে উক্ত আজ্ঞা সাধন করিবে যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৩। ক্রোক ও বিক্রয়দ্বারা ভরণপোষণের টাকা আদায় প্রবল করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।
(৪৮৮ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু।

(যে পোলীস কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারন্ট সাধন করিবে তাহার নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

আমার সম্মুখে প্রমাণ হইয়াছে যে, অমুকের (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) যে সঙ্গতি আছে তাহাতে সে এই ২ কারণ (কারণ উল্লেখ করিবে) বশত আত্মভরণপোষণাক্ষম আপন স্ত্রীর (নাম দিবে) (কি সন্তানের) নাম দিবে (ভরণপোষণ করিতে পারে ও তৎ কার্য্য করিতে সে উপেক্ষা (কি অস্বীকার) করিয়াছে ও তাহার স্ত্রীর (কি সন্তানের) ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে, এবং ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক (কি অমুক অমুক) মাসের বৃত্তিস্বরূপ এত টাকা দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে ও তদ্রূপ ক্রোক হইবার পর এত কাল মধ্যে যত দিন কি ঘন্টা সময় দেওয়া যায় তাহা লিখিবে (কিম্বা অবিলম্বে) উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে ও এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৪। ৪৯২ ধারামতে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

শ্রী অমুক সমীপেষু (এই স্থলে কার্য্যকারকের পদসূচক খ্যাতি লিখিবে)

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব (কিম্বা স্থলবিশেষে মান্দ্রাজের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব কিম্বা বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব) উপযুক্ত ও বিশিষ্ট কারণে উচিত জ্ঞান করিয়া সংকল্প করিয়াছেন যে অমুককে (এইস্থলে রাজবন্দির নাম লিখিবে) অমুক স্থানে (এই স্থলে স্থানের নাম লিখিবে) আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে উক্ত সংকল্পানুসারে এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল (কি গবর্ণর) সাহেবের আজ্ঞানুসারে ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭ অধ্যায়ের বিধানমতে তাহাকে লইয়া কার্য্য করিবে।

ফোর্ট উইলিয়ম (অথবা অন্য যে স্থানে হয়)

সাল তাং

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল
(কি গবর্ণর) সাহেবের আজ্ঞাক্রমে
ক খ
গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী (কি চীফ সেক্রেটরী)

৪৫। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে প্রথম স্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও জামিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ।
(৫০৬ ও ৫০৯ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি আমি অমুক (নাম দিবে) অমুক অপরাধের অভিযোগে অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হইয়াছি ও তাঁহার আদালতে ও আবশ্যক হইলে, সেশন আদালতে আমার উপস্থিত হইবার জামিন দিবার আদেশ পাইয়াছি অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত অভিযোগের প্রথম স্থলীয় তদন্তের প্রতিদিন উক্ত মাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইব এবং উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয় আমার বিরুদ্ধ উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার আদেশ পাইলেই উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিব ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

উক্ত অমুকের (নাম দিবে) নামে য অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে তাহার প্রথম স্থলীয় তদন্তের প্রতিদিন অমুকের আদালতে সে উপস্থিত হইবে, ও উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয়, তাহার বিরুদ্ধ অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিবে আমি (কিম্বা আমরা সংসৃষ্টভাবে কি স্বতন্ত্ররূপে সকলে ও প্রত্যেক) এই বিষয়ে অমুকের জামিন স্বীকার করিলাম, ইহাতে তাহার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয় দিলাম।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

৪৬। জামিন না দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হয় তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।
(৫১০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) (কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকের হেফাজতে উক্ত ব্যক্তি থাকে সেই কার্য্যকারক) সমীপেষু।

অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারন্টক্রমে অমুককে (বন্দির নাম ও বর্ণনা দিবে) তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে ও তদনন্তর সে জামিন কি জামিনদের সহ নিয়মিতরূপে নিবন্ধ পত্র লিখিয়া দিয়াছে,

অথবা

আরো কারাদণ্ড হইতে তাহাকে মুক্ত করণের বিশিষ্ট কারণ আমার নিকট দর্শান গিয়াছে

অথবা

জন সমাজের শঙ্কা না জন্মাইয়া তাহাকে মুক্ত করা যাইতে পারে এরূপ বিবেচনা করিবার বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাইয়াছি

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে তুমি উক্ত অমুককে (নাম দিবে) অবিলম্বে তোমার হেফাজত হইতে মুক্ত করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৭। নিবন্ধপত্র প্রবল করণার্থে ক্রোক করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।
(৫২৫ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু।

অমুক (নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে) স্বীয় মুচলকা অনুসারে অমুক কার্য্যের উপলক্ষে (উপলক্ষের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হয় নাই, ও তদ্রূপ ক্রটিপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের টাকার) দায়ী হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে, এবং তিন দিনের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার বিবর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৮। নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে জামিনকে নোটিস দিবার পাঠ।
(৫২৫ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুকস্থানবাসি অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, এই বিষয়ে তুমি ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহার জামিন হইয়া নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে যে ইহাতে তাহার ক্রটি হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই ও উক্ত ক্রটি প্রযুক্ত তোমার এত টাকা দণ্ড হইয়াছে এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে তুমি উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা দিবে কিম্বা তোমার নিকটে কেন উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করা যাইবে না, এই তারিখ অবধি এত দিন মধ্যে তাহার কারণ দর্শাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৯। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস জামিনকে দিবার পাঠ।
(৫২৫ ধারা দেখ।)

অমুক স্থান বাসি শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক স্থান বাসি অমুক (নাম দিবে) এত কাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই বিষয়ে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া তুমি তাহার জামিন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে ইহাতে ক্রটি হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে এবং তুমি জামিন হইবার পর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া উক্ত অমুকের (নাম দিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) নির্ণয় হইয়াছে ও তাহাতে তোমার জামিনী নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা দিবে, কিম্বা উহা কেন দিবে না, এত দিন মধ্যে ইহার কারণ দর্শাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫০। জামিনের বিরুদ্ধে ক্রোক করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।
(৫২৫ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু

অমুক (নাম বর্ণনা ও ঠিকনা লিখিবে) অমুকের উপস্থিত হইবার (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) জামিনস্বরূপ আপনাকে নিবন্ধ করিয়াছে, ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ক্রটি করিয়াছে সুতরাং অমুক শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের টাকার) দায়ী হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে ও তিন দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে

তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারণ্ট সাধন করিবার অব্যবহিত পরেই এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল। (স্বাক্ষর)

(মোহর)

৫১। যে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজির জামিন লওয়া গিয়াছে, তাহার জামিনকে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫২৫ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক (পোলীসের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি লিখিবে) ও অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক (জামিনের নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হইবার জামিন স্বরূপ আপনাকে নিবদ্ধ করিয়াছে ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ত্রুটি করিয়াছে সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের টাকা শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীর পাওনা হইয়াছে, এবং উক্ত অমুক (জামিনের নাম দিবে), যথাযোগ্য নোটিস পাইয়া উক্ত টাকা দেয় নাই কিম্বা তাহার নিকটে উহা কেন আদায় করা যাইবে না ইহার বিশিষ্ট কারণ দর্শায় নাই, ও ঐ টাকা তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া আদায় করা যাইতে পারে না ও তাহাকে এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (পোলীসের কর্ম্মকারকের নাম দিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কি রক্ষকের নিকটে সমর্পণ করিবে, কিম্বা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে এবং তুমি উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে এবং এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে, ও যে রূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল। (স্বাক্ষর)

(মোহর)

৫২। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস মুখ্য ব্যক্তিকে দিবার পাঠ।

(৫২৫ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু (নাম ও বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)। তুমি শান্তিভঙ্গ করিবে না (নিবন্ধপত্রে যেরূপ থাকে তদ্রূপ লিখিবে) বলিয়া ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে এবং তোমার উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লেখা গিয়াছে,

এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি এত টাকা অর্থদণ্ড দিবে, কিম্বা উক্ত টাকা কেন তোমার নিকটে আদায় করা যাইবে না এত দিনের মধ্যে আমার সম্মুখে তাহার কারণ দর্শাইবে।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

(মোহর)

৫৩। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়মভঙ্গ হইলে মুখ্য ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫২৫ ধারা দেখ)।

অমুক স্থানের পোলীস থানার শ্রীঅমুক (পোলীস কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি দিবে) সমীপেষু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ করিবে না (যেরূপ নিবন্ধপত্রে লেখা থাকে) ইত্যাদি বিষয়ে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয় এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লেখা গিয়াছে এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুকের প্রতি (নাম দিবে) নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছিল, এবং সে কারণ দর্শায় নাই ও উক্ত টাকাও দেয় নাই,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও এত টাকার মূল্য পরিমাণে তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এত দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায়

করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারেন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫৪। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

(৫২৫ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক (পোলীসের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি লিখিবে) ও অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

আমার নিকটে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে যে অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ না করিবার যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয় তাহার নিয়মভঙ্গ করিয়া শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত টাকা দেয় নাই কিম্বা উক্ত টাকা কেন দিবেনা ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত নিয়মিতরূপ আদেশ হইলেও কারণ দর্শায় নাই ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া টাকা আদায় করা যাইতে পারে না ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (পোলীস কর্ম্মকারকের নাম দিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষকের) নিকটে সমর্পণ করিবে কিম্বা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে ও তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারেন্ট সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে ও যেরূপে এই ওয়ারেন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫৫। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে ক্রোক ও বিক্রয় করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

(৫২৫ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু।

৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে (নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে) অমুকের (মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি লিখিবে) সদাচরণের নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) যে অমুক অপরাধ করিয়াছে আমার সম্মুখে ইহার প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছে ও সে তাহা করে নাই কিম্বা উক্ত টাকা দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে ও এত দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোক কৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারেন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫৬। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

(৫২৫ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক (পোলীস কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি লিখিবে) ও অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক (নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে) অমুকের (মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি দিবে) সদাচরণ নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে সুতরাং উক্ত অমুক (নাম দিবে) শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে এবং সে উক্ত টাকা দেয় নাই ও উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাহার প্রতি

নিষমিতরূপে আদেশ করা গেলেও কারণ দর্শায় নাই ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া উক্ত টাকা আদায় করা যাইতে পারে না, ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম দিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেন্টের (কি রক্ষকের) নিকটে সমর্পণ করিবে, কিম্বা তাহাকে ধরাইয়া সমপণ করাইবে, ও তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে, যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) স্বাক্ষর)

১৮৭৪ সালের ১১ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭২ সালের ১০ আইনের যে২ ধারার সহিত পাণ্ডুলিপির যে২ ধারা মিলে, তৎপ্রদর্শক তালিকা।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
১ প ১	১ প ১	৪ প প্র ১১	৪ প ১ প্র (ঝ)
২	২	২	(ঞ)
৩	১	১৩	(থ)
২ প	২ ১	১৪	
২	১ ২	১৫	৪ প ১ প্র (ধ)
৩	৩ ১	১৬	(ধ)
৪	২	১৭	(ফ)
[1]৫, প্র	৪ প , প্র (ধ)	৮	(প)
২	২০৫ ১	৯	(ন)
৩	৪ ১ প্র (ন) *	১০	(ম)
৪	২৮	৪ প ২ প্র ১	৪, প ২, প্র ১
৬		৫	৬
৭	২ প ২	৬	৫
৩	৫৬৮ ১	৭	৫
৪ প ১	৪	৮, প ১	৫ ও ২৯ প্র ১
প্র ১		২	২৯ প্র (খ) ও (গ)
২		৯	২৬
৩	৪ প প্র (খ)	০	২ প ২
৪	(গ)	১	৫
৫		১২	৭ প ১ প্র ১
৬		৩	২
৭	৪ প ১, প্র (ঘ)	১৪	৩
৮	(ঙ)	১৫ প ১	৯, প ১
৯		২	৩, ২
১০	৪ প ১, প্র (জ)	১৬	৯ প ১

৮৭৪ সালের ১ আইনের ধারা দেখ।

[2] ৮৭৪ সালের ১ আইনের ২ ধারা দেখ।

১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
১৭	৯ প ২ ৩১ ২ ৯৪, ১
১৮ প ১	৯ ১ ৩ ৩ ১৯৪ ৩
২	৩১ ৩ ৩৮০ ১
১৯	৬
২০ প ১	৩১ প ১
২	৩১ প ১
৩	৩২ প ২
ব্যাখ্যা	৩৩, প ১, প্র ১ ও প ২
২১	৩৯ ও ৩৭ প
২২	৩৬
২৩	৩৭ ও ১৯২ প ২
২৪	৩৬
২৫	৩৭, ও ১৯২ প ২ ও ৩
২৬	৩৬
২৭	৩৭, ও ৯২ প ২ ও ৩
২৮	৩৬
২৯	৩৭
৩০	৩৬
৩১	
৩২	৫৫০
৩৩	৫৫৩
৩৪	৫৫১
৩৪ প্র (৯)	৫৪০ প্র (জ)
৩৫	১০
৩৬	৩০, ৬৪ ও ৩৮০, প ১
৩৭ প ১	১২ প ১

ও ১৮৭৪ সালের ১১ আইনের ৩ ধারা দেখ।
ঐ ঐ ৪ ধারা দেখ।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৩৭, প ২	৭ প ১ প্র ১ ও প ৩
৩	
৩৮	৭ প ২
৩৯	৭ প ১ প্র ২ ও প ৩,
৪০ প ১	১৮ প ১
২	২
৩	৩
৪১	৭ ১ প্র ২
৪২, প ১	১৪ ১
২	২
৩	৩
৪৩	৩৯
৪৪, প	১৯৩ ১
২	২০১ উপ ১ ও ৩
৩	
৪	৫৩৯ প ১
৪৫ ১	৩৪৬ ১
২	২
৩	
৪	
৪৬ প ১ ও ২	৬৪৯
৩	৩৪৭
উদাহরণ	
৪৭ ১	৫৩৯ প ১
২	৫০৭ ২
৪৮	৫৩৯ ২
৪৯	২ ১
৫৯ উপাধি	
৫০	১৫ প ১

১৮৭৪ সালের ১১ আইনের ৫ ধারা দেখ।
ও ঐ ঐ ৬ ধারা দেখ।
ঐ ঐ ৭ ধারা দেখ।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৫১	৫, প ২	৬৭, উদা (ঙ)	১৮২, প ২
৫২	১৬	(চ)	৩
৫৩	১৬	৬৮	৮২, প ১
৫৪	৪১	৬৯	৮৬
৫৫	১১	৭০	৫৪২
৫৬	৪০	৭১	৪ প্র (ব)
৫৭	{৪ প্র (চ) ৫০২, প ১	৭২ প ১	৪৪৩, ৪৪৪
		২	৪৪৩
৫৮	৫২ প ১	৩	
৫৯[1]	৫০৫	৭৩	৪৪৫
৬০	৫০৩	৭৪, প ১	৪৪৩
৬১	৫০৪	২	৪৪৬
৬২	৪২২, প্র ১	৭৫, প ১	৪৪৭, প ১
৬৩, প ১	১৭৮	২	২
২	১৭৯, প ১	৩	৪৪৮
উপবিধি	উপবিধি		
ব্যাখ্যা		৭৬ প ১	৪৪৪, ৪৪৯
৬৪	৫৩৭, প ১ ও ২	২	৪৪৯
উপবিধি		৭৭	৪৫০
৬৪ ক	৫৩৮	৭৮, প ১	
৬৫	১৮০	২	৪৫১
৬৬	১৮১	৭৯	৪০৮, উপবিধি ২
৬৬, উদা (ক)	৮১, উদা (ক)	৮০	৪১০
(খ)	(খ)	৮১, প ১ প্র ১	৪৫৬
(গ)	(গ)	২	৪৫৭
(ঘ)		৮১, প ২	৪৫৮
৬৭	১৮৩		
৬৭, উদা (ক)	১৮৪	৮২	{২, প ১ ৫০১
(খ)		৮৩	৪৫৩, প ১ ও ৩
(গ)	১৮২, প ১	৮৪	৪৫৪
(ঘ)		৮৫	৪৫৫, ৫৫৫

[1] ১৮৭৪ সালের ১১ আইনের ৮ ধারা দেখ।
ঐ ঐ ৯ ধারা দেখ।
ঐ ৮১ আ, ১০ধারাদ্বারা রহিত হইয়াছে।
[2] ১৮৭৬ সালের ১১ আইনের ১১ ধারা দেখ।

ও ৮৭৪ সা ১১ আ, ১২ ধা দেখ।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৮৬	২ প ১	১০৭	৫৯ প ১ প্র ২ ও প ২
৮৭	৪৬৩	১০৮	৬৪
৮৮	৫৫২	১০৯	১৫৭, প ১
৮৯	৪৪	১১০	১৫৬, প ২ ও ৩
৯০	৪৩	১ ১	১ প ২
৯১	৪২	১১২	১৫৫
৯২, প্র ১	৫৪, প্র ১	১১৩	৫৬ প ১
প্র প্রথম	প্র পথম	১ ৪ প ১	১৫৮ প ১
প্র দ্বিতীয়	প্র প্রথম	২	১৫৭, প ১
প্র তৃতীয়		৩	
প্র চতুর্থ	৫৪, প্র দ্বিতীয়	১ ৫	৬০
প্র পঞ্চম	প্র তৃতীয়	১৬	৫৮ প ১ উপ ১
প্র ষষ্ঠ	প্র চতুর্থ	১১৭ প ১	৫৮ প ১ উপ ১
প্র সপ্তম	প্র পঞ্চম	২	১৫৯
৯৩	৫৭	১১৮	৬১ ১৬২
৯৪, প্র ১ ও ২	৫৫	৯, প ১ ও ২	১৬১
প্র ৩		প ৩	১৬৩
৯৫	১৫	১২০	৬৪
৯৬	১৫১	১২১	১৬ ৬৩
৯৭	৫২	২২	১৬৫
৯৮, প ১	১৫৩	২৩, প	১৭১, প ১ ও ২
২		২	১৬৯
৯৯	৪৭	১২৪ প ১	৬১
১০০	৪৮, প ১ প্র ১ ও ২	প ২ ও ৩ ও ৪	১৬৮ প ১, ৩ ও ৪
০১	৬০	১২৫	১৭০, ও ১৭৪, প ২
১০২, প ১	৫৬	১২৬	১
২			
১০৩	৫৮	১ ৭ প ১	১৭৪ প ১ ৭১, প ২
০৪	৩৫১	২	১৭৪ প ১
১০৫	৫৯ প ১ প্র ১	৩	
১০৬		১২৮, প ১	৫০৭, প ১

১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
১২৮, প ২	৫০৬	১৪৩	২০৭, প ১
১২৯	৫০৮	১৪৪, প ১ ও ২	২০১, প ১
৩০, প ১	১৭১, প ২	প ৩	২
২	৩	১৪৫	২০২
৩	৪	১৪৬	২০৩
৪	৫	১৪৭ প ১	২০৪
৫	১৭২ প্র ১	২	৪০৩, ব্যাখ্যা
১৩১ প ১	২	৩	২০৫ ১
২	উপবিধি	১৪৮ প ১	২ ৫
১৩২, প ১	৬১	২	৯১
২	৬৩	১৪৯	২০৫
১৩৩, প ১	১৭৫ প ১	৫০	৯১ ও ২০৫, প ২
২	২	১৫১	২০৬
৩	৩	১৫২	৬৮, প ১
৪	৪	১৫৩	২
১৩৪	১৭৬	১৫৪	৬৯ ৭০
১৩৫	১৭৭, প ১	১৫৫	৭১
১৩৬	৪ প ১ প্র (ঙ)	১৫৬	৯১
১৩৭	৫৬১	১৫৭	১৮৭, প ১
৩৮		১৫৮	৯৪
১৩৯		উপবিধি	৭২
১৪০, প্র (ক)	১৯৭ প ১, প্র (খ)	১৫৯, প ১	৭৫, প ১
(খ)	ঐ	২	২
(গ)	১৯৭ প ১, প্র (ক)	১৬০ প ১	৭৬, প ১ ও ২
(ঘ)*	(গ)	২	প ৩
৪১, প ১	১৯২, প ১, প্র (ক) ও (খ)	১৬১	৭৭, প ১
		৬২	৭৮
২	৯৩	১৬৩	৪৩, ৭৯
৩		১৬৪	৭৭, উপবিধি
৪২ প ১	৯২, প ১ প্র (গ)	১৬৫	৮০
২	৯৯ ১৯৬ ও পরবর্ত্তী ধারা গুলি দেখ।	১৬৬ প ১	

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
১৬৬, প ২	৬৫
৬৭	৮৩
১৬৮, প ১	{৮৪, প ১ ৮৫, প ১
২	৮৪ প ১
৩	৮৫, প ১
১৬৯	৮৬
১৭০, প ১	{৮৪ প ২ ৫৫, প ২ ৮৭
২	৮৭
৩	৮৭
১৭১ প ১	৮৮ প ১
২	২
৩	৮৮, প ১ প্র (গ)
৪	৮৮ প ৩
১৭২, প ১	৮৯ প১
২	২
৩	৪, প্রথম প্র ও প্র (ঙ) (চ) ও (ছ)
৪	৮৯ প ৬
৭৩	৯০
১৭৪	১৮৭
১৭৫	১৮৮
১৭৬	৮১
১৭৭	৪৬ প ১
৭৮	২
৭৯	৪৭
৮০	৪৮, প ১, প্র (২)
১৮১	৪৮, উপবিধি
৮২	৫০
৮৩	৮২

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
১৮৪	৬৪
১৮৫	৯৪
১৮৬, প ১[1]	৩৪০
২	৩৪০
৩	৩ ১
৮৭	৩৫২
১৮৮, প ১	৩৪৫ প ১ ও ২
২	প ৫
৮৯	২০৮
১৯০	২০৯, প ১ ও ২৫৩, প ১
১৯১, প ১	৩৫১
২	
১৯২	৫৫১
১৯৩, প ১	৩৪২, প ১
২	২
ব্যাখ্যা	৩
১৯৪ প ১	৩ ৪[2] প ও ২
২	৫০৬
ব্যাখ্যা	৩৪৪ ব্যাখ্যা
১৯৫	২৪১ প ১
ব্যাখ্যা	২১০, প ২ ২১১, ৪০৩ ব্যাখ্যা
৯৬	২১১ প ১
৯৭	২ ৫
ব্যাখ্যা	২১৬
১৯৮, প ১	{২১১, প ১ ২১৪
প ২ ও ৩	২ ৯, প ১, প্র ২
৪	২ ৯ প ১ প্র ২, ও প ২
৯৯	২১১, প ২
২০০, প ১	২১২ প ১

[1] ১৮৭৪ সা, ১১ আ, ৩ ধা দেখ।
[2] ১৮৭৪ সা, ১১ আ, ১৪ ধা, দেখ।

৮২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
২০০, প ২	২১৩, ২৭৪	২ ৬, ব্যাখ্যা ১	২৫৬, প ১
৩	২১২ প ২	২	২
২০১	৫৫৯	৩	২৫৫
২০২, প ১[1]	২১৯, প্র ১	২ ৭	২৫৬ প ১
২	৫ ২ প ২	২ ৮	২৫৭
২০৩, প ১	২৪২	২ ৯	৩৪৪, প ১
২ প্র প্রথম	২৪১	২২০	২৫৯
প্র দ্বিতীয়	২০৭	ব্যাখ্যা	
৩	৫৪৮		
২০৪, প ১	৫০৬	২২১	৩৬৭
২		২২২	২৬১
২০৫	২৪৮	প্র (১)	প্র (ক)
২০৬, প ১	২৪১	(২)	(খ)
২	২৪৪	(৩)	(গ)
২ ৭	২৪৫ প ১	(৪) (৫), (৬)	(ঘ)
২০৮, প ১	২৪৪ প ১	(৭)	(ঙ)
২	৯১	(৮)	(ছ)
৩	২৫৮	(৯)	(জ)
২০৯ প ১ ও ২	২৫১ প ১	(১০)	(ঝ)
প ৩	২	(১)	(ঞ) (ট)[2]
২১	২৫৯	২২৩	২৬১
২১১, প ১ ও ২	২৪৬	২২৪	২৬১
প ৩	৩৬৬	২২৫	২৬২ ও প্র (ক) ও (খ)
২১২	২৪৮	২ ৬	২৬৩
২ ৩	২১২	২২৭	২৬৪
২১৪	২৫৩, ২৫৭ ৫২ ৩৪৪ ৩৫৩, ৫০৬ ৫৫৭ ৫৫।	২২৮	২৬৫
২ ৫	২৫৪ প	২২৯	২৬৬, প ১
২ ৫, ব্যাখ্যা ১	২৮০	২৩০	২
২	৪০৩ ব্যাখ্যা	২৩১	১৯৪, প
৩	২৫৫ প ২	২৩২	২৬৯
২১৬	২১৫	২০০ প ১ ও ২	২৭০, প ১

[1] ১৮৭৪ সালের ১৯ আ, ১৫ ধা, দেখ।

[2] ১৮৭৪ সাল, ১১ আ, ১৬ ধা, দেখ।
ঐ ঐ ১৭ ধা, দেখ।
ঐ ঐ ১৮ ধা, দেখ।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১ আইন	পাণ্ডুলিপি।
২৩৩ ব্যাখ্যা	৫৪৭	২৫১, প ১ ও ২	২৯০
২৩৪, প ১ প্র ১	উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে	প ৩	২৯১
২	৪৬০	২৫২	২৯৩
প২		২৫৩	২৯৪
২৩৫	২৭১	২৫৪	২৮৩
২৩৬	২৭৫, প ২	২৫৫ প ১	২৯৮ ও ৩১০, প ১
২৩৭, প ১ ও ২	২৭২	২	৩০৭ উপবিধি।
প ২	২৫৬ প ২	২৫৬	২৯৯
২৩৮	২৭৩ প ১	২৫৭	৩০০
২৩৯	২৮৫	২৫৮	২৯৫
২৪	২৭৭	২৫৯	২৮৬
২৪১	২৭৬	২৬	২৯৬
২৪২	২৬১	২৬১	৩ ০, প ২
২৪৩ প ১ ও ২	২৭৮ প১ ও ১	২৬২	৩ ০
প ৩	২৮ প ১	২৬৩ প	৩০১ ও ২
৪	২৭৭ উপবিধি ২	২	৩০৪
	২৮০ প ২	৩	৩০৩
২৪৪, আদ্যপ্রকরণ	২৭৯, আদ্যপ্রকরণ। ৩২০	৪	৩০৭
প্র (১)		৫	৩০৮ প ১ ও ২
(২)			৩
(৩)		২৬৪	৩৪৪ প১
(৪)		২৬৫	২৭৩ উপবিধি।
(৫)		২৬৬	৪০৭ প ১
(৬)	২৭৯ প্র (জ)	২৬৭	৪০৬
২৪৫	(ছ)	২৬৮ প ১	৪৮৬ প১ ও ২
২৪৬	২৮১	২	প৩
২৪৭ [1]	২৮৭	২৬৯ প ১	৪০৮, প ১
২৪৮	২৮৮	২	৪২২, প্র১
২৪৯	২৮৯	২৭০, প ১	৪০৮, উপবিধি ১
২৫০	৩৪২, প ১	২	প১

[1] ১৮৭৪ সাল, ১১ আ, ১৯ ধা দেখ।
ঐ ঐ ২০ ধা, দেখ।

[2] ও ১৮৭৪ সাল ১১ আ ২১ ধা দেখ।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
২৭০ প ৩	৪০৮ উপ ১ ও ৪১০	২৮২, প ২	৪০৪
২৭১ প ১[1]	৪১০	৩	৪২৮ প ২
২	৪১৮ ও ৪২৩ উপ ২	৪	৪২৮, প ৩
২৭১ ক, প ১	৩৭ প ৩	৫	
২		২৮৩, প ১	৫৫৮
২৭১ খ	৩৭৮ ৪২৯	২	
২৭২ প ১	৪ ৭	৩	
২, প্র ১	৪ ৭	২৮৪	৪২৩ প্র (খ)
২, প্র ২		২৮৫	৪৩০
৩	৪২৩	২৮৬	৪০৪
২৭৩, প ১	৪ ৩	২৮৬ উদাহরণ	
২	৪ ৩ ব্যাখ্যা	২৮৭ প ১	৩৭৪
৩	৪১২	২	৩৬৭, প ৫
২৭৪ প ১	৪১৪	২৮৮	৩৭৬
২	৪ ৫	২৮৯ প ১	৩৭৫ প ১
৩	৪১৬	২	২
ব্যাখ্যা	৪১৫ ব্যাখ্যা	৩	৩
২৭৫	৪ ৯	২৯০	৩৭৭
২৭৬	৫৫৯	২৯১	
২৭৭	৪২	২৯২	৫৬৪
২৭৮, প ১	৪২১ প ১	২৯৩	৫৬৪
২	২	২৯৪	৪৩৫, প ১
৩	উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে ৪২১ ও ৪২৩ ধারা দেখ।	২৯৫ প ১	২
২৭৯, প্র ১	৪২২, প্র ১	২	
২[1]	২	২৯৬ প ১	৪৩৮
২৮০[1]	৪২৩	২[1]	৪৩৬, প্র ১
উপবিধি	৪২৩, উপবিধি ১	উপবিধি[1]	৪৩৬ উপবিধি ২
২৮১	৪২৬	২৯৭[1]	৪৩৯
২৮২, প ১	৪২৮, প ১	২৯৭, প ৮	৪২৬, প ১

ও ১৮৭৪ সা, আ ২২ ধা দেখ।
ঐ ঐ ২৩ ধ দেখ।
ও ঐ ঐ ২৪ ধা, দেখ।
ঐ ঐ ২৫ ধা, দেখ।
১ ঐ ঐ ২৬ ধা দেখ।

১ ১৮৭৪ সা ১১ আ, ২৭ ধা, দেখ।
১ ঐ ঐ ২৮ ধা, দেখ।
১ ও ১ ঐ ঐ ২৯ ধা, দেখ।
১ ঐ ঐ ৩০ ধা, দেখ।

১৮৭২ সালের ১০ আইন ।	পাণ্ডুলিপি ।
২৯৭ প ১০	৪৪০
২৯৮[১]	৪৩৭
২৯৯ প ১	{৪২৫, প১ / ৪৪২
২	{৪৩৫ প ২ / ৪৪১
৩	৪৩৩ উপবিধি ২
৩০০	৫৪৮
৩০১ প ১	৩৭৯
২	৩৮১
৩০২ প ১	৩৭৩
২	
৩	
৩ ২ক প ১	৩৮৩
২	৩৯০
৩০৩	৩৮৪
৩ ৪ প ১	৩৮৬
২	
৩০৫	৪০০
৩০৬	৩৮২
৩ ৭ প ১	৩৮৬
২	৩৮৭
৩	
৪	৩৮৯
৩০৮ প ১ ২ ও ৩	৫৫৬
৪	৫৫৭
৩০৯ প ১	
১, উপবিধি	৩৩ প১ উপবিধি ২
২	৩৩, প উপবিধি ১
৩১০	৩৯১, প১

১৮৭২ সালের ১০ আইন ।	পাণ্ডুলিপি ।
৩১১, প ১	৩৯২
২	৩৯৩ প ১
৩	৩৯১, প ২
৩১২ প ১ ও ২	৩৯৪
প ৩	৩৯৩, প ২
৩ ৩	৩৯৫
৩১৪ প ১	৩৫ প ১
২	২
২, উপ ১	২ উপ ১
২ উপ ২	২ উপ ১
৩১৫	৩৪৮
৩ ৬	৩৯৬
৩১৭	৩৯৭
উপবিধি	৩৯৮
৩১৮	৩৯৯
৩ ৯	
৩২০	
৩২১	৩৬৮
৩২২ প ১	৪ ১ প ১
২	৩
৩	৪০২
৪ প্র ১	৪০১ প ৪
প্র ২	
৩২৩	৫ ৯
৩২৪	৫৫৬, প ২
৩২৫, প ১	৫২০
২	
৩২৬	৫২২
৩২৭	৫২৩
৩২৮	৩৫০ প ১

[১] ১৮৭৪ সা, ১১ আ, ৩১ ধা, দেখ।
ঐ । ঐ ৩২ ধা, দেখ।

[২] ১৮৭৪ সা, ১১ অ, ৩৩ ধা, প ১ দেখ।
ঐ ঐ ঐ প ২ দেখ।
ঐ ঐ ৩৪ ধা দেখ।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৩২৯	৩৫৯ প ১	৩৪৭	৩৩৭
৩৩০, প ১	৫ ৩ প ১	৩৪৮	৩৩৮
২	৫১১, প ১ ও ৩	৩৪৯	৩৩৯
৩	৫১৪ প ১	৩৫০	
৪	৫১৫	৩৫১	৫৫১
৫	৫ ৬	৩৫২	৯১
৬	৫ ৭	৩৫৩ প ১	৮৮ প ২, প্র (খ)
৩৩১		২	৮৯, প ১
৩৩২	৩৫৪	৩	২
৩৩৩	৩৫৫	৩৫৪	৯০
৩৩৪ প ১	৩৫৬ প ১	৩৫৫	৯১
প ২ ও ৩	২	৫৬	৪৮৫
প ৪	৩	৩৫৭ প ১	২০৯, প ২
৫	৪	২	২১০
৩৩৫	৩৫৭ ও ৩৬২ প ১	৩৫৮	২ ৭ প ১
৩৩৬	৩৫৮	৩৫৯	২ ৭ উপবিধি ২
৩৩৭	৩৬৬	৩৬০	২ ৮
৩৩৮	৩৫৯ ও ৩৬২, প ২	৩৬১	২৫৫ প ২ ও ৩
৩৩৯	৩৬০	৩৬২ প ১	২০৯ প ২ ২৫৩ প ২
৩৪০	৩৬১	২	২০৯, প ২ ২৫৮, প ১
৩৪১	৩৬৩		
৩৪২	৩৭২ প ১	৩৬৩	২৯২
৩৪৩	২	৩৬৪	৪৮৫
৩৪৪	৩৬৩	৩৬৫	৯৫, প ১
৩৪৫	৩৪২, প ৪	৩৬৬	৯৭
৩৪৬, প ১	৩৬২ প ১	৩৬৭	১০৫
২	২	৩৬৮, প ১	৯৭
৩	৩	২	৯৮
৪	২	৩৬৯, প্র ১	৯৭প২
৫	৫৪৪	২	৯৬

১২ ও ১৮৭৪ সা, ১১ আ, ৩২ ধা, দেখ।

১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৩৭০	১০২	৩৯১	৫০৯
৩৭১	১০২	৩৯২	৫১১
৩৭২	১ ২	৩৯৩	৫০৬
৩৭৩, প ১	১০২	৩৯৪	৫১০
২	১০	৩৯৫	৫১২
৩		৩৯৬	৫২৫ প ১, ২ ও ৩
৩৭৪	১ ০	৩৯৭, প ১	৫২৫ প ১
৩৭৫	১০২	২	২ ও ৩
৩৭৬, প ১	১০২	৩	৪
২	১০২	৩৯৮, প ১	৫২৫, প ১—৪
৩	০২	১, উপ	প ৫
৪	১০২	২	৫২৬
৩৭৭	৯৯ (ঘ) ও (ঙ) প্র ছাড়া	৩	৫২৭
৩৭৮, প ১		৩৯৯	৫২৪
২	১০৬	৪০০, প ১	৩২১ প ১
৩৭৯[1]	১৬৬	২	২
৩৮০	১৬	৪০ , প ১	৩২২
৩৮১	১৫৪	২	৩২৩
৩৮২	১০৩ প ১	৪ ২	৩২৪ প ১—৪
৩৮৩	২	৪০৩	৩২৫
৩৮৪	২	৪০৪	৩ ৯
৩৮৫	১ ৪	৪ ৫ প্র ১	২৭৯, ৩২০
৩৮৬	৫২	২	২৭৯, প্র (ঘ)
৩৮৭, প ১	৫ , প ১	৩	(ঙ)
		৪	(চ)
২	৫৩৪, প ১	৫	২৭৯, ৩২০
৩৮৮	৫০৬	৬	২৭৯, প্র (গ)
৩৮৯ প ১	৫০৭ প ১	৪০৬ প ১, প্র ১	৩২০, প্র ১
২	২	২	(ক
৯০	৫০৮	৩	(খ)

[1] ১৮৭৪ সা, ১১ আ, ৩৬ ধা, দেখ।

[2] ৮৭৪ সা, ১১ আ, ৩৭ ধ, বা, দেখ।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৪০৬ প ১ প্র ৪	৩২০, প্র (গ)	৪১৮[1]	৫২৮, প ১
৫	(ঘ)	৪১৮ ব্যাখ্যা[2]	৫২৮, ব্যাখ্যা
৬	(ঙ)	৪ ৯	৫৩১
৭	২৭৯, ৩২০	৪২	৫২৯
৮	৩২ প্র (ছ)	৪২১	৫৫৫ *
৯	(জ)	৪২২	৫৫৪
১০	(ঝ)	৪২৩	৪৬৪
১	(চ)	৪২৪ প ১	৪৬৯
১২	(ঞ)	২	৪৬৯
৪০৬, প্ ২	২৭৯ ৩২০	৩	৪৬৪
৩	২৭৯ ৩২০	৪২৫ প ১	৪৬৫, প ১
৪	৪৬২ উপবিধি	২	২
৪০৭	৩২৬	৪২৬	৪৬৬
৪০৮, প ১	৪৬২ প ১	৪২৭	৪৬৭
২	২	৪২৮	৪৬৮
৩	৩	৪২৯	৪৭০
৪		৪৩০	৪৭১
৪০৯, প ১	৩২৮	৪৩১	৪৭২
২	৬ অধ্যায়।—ক	৪৩২	৪৭৩
৩	ঐ	৪৩৩	৪৭৪
৪১০	৩২৭	৪৩৪	৪৭৫
৪ ১	৩২৯	৪৩৫, প ১	৪৮০
৪ ২	৩৩০	প ২ ও ৩	৪৮১
৪ ৩	৩৩১	৪৩৬ প ১	৪৮২ প ১
৪ ৪	৩৩২	২	২
৪১৫ প ১	৫৩৪, প ১	৩	৩৪৭
২	৫৩৬	৪	
৪১৬	৫৩৫, প ২	৪৩৭	৪৮৪
৪ ৭, প ১	৫৩৫, প ১	৪৩৮, প ১	৪৪৫
২	২	২	৪৪৭, প ১

[1] ১৮৭৪ সা ১১ আ ৩৮ ধা দেখ।

[2] ১৮৭৪ সা ১১ আ, ৩৯ ধা, দেখ।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৪৩৯	২২২	৪৫৪, উদা (ঢ)	২৩৬ উদা (খ)
৪৪০	২২৩	(ণ)	(ঙ)
৪৪১	২২৪	(ত)	(গ)
৪৪২	৫৬৫	৪৫৫	২৩৭
৪৪৩	২২৬	৪৫৬	২৩৮
৪৪৪	২২৮	৪৫৭	২৩৯ প ১
৪৪৫	২২৮	৪৫৭ উদা (ক)	২৩৯ উদা (ক)
৪৪৬	২২৭	(খ)	
৪৪৭	২২৯	৪৫৮	২৪০
৪৪৮	২৩০	৪৫৯	৪১
৪৪৯	২৩২	৪৬, প ১	৪০৩, প ১
৪৫০	২৩১	২	২
৪৫১[1]	২৩৩	৩	৩
৪৫২	২৩৪	৪	৪
৪৫৩	২৩৫	উদা (ক)	উদা (ক)
৪৫৩ ব্যাখ্যা		(খ)	(খ)
৪৫৪ প ১—৩	২৩৬	(গ)	(গ)
৪৫৪, উদা (ক)	২৩৬ উদা (ক)	(ঘ)	
(খ)	(ঘ)	(ঙ)	৪০৩ উদা (ঘ)
(গ)	(ঙ)	(চ)	(ঙ)
(ঘ)	(চ)	(ছ)	(চ)
(ঙ)		(জ)	(ছ)
(চ)	২৩৬ উদা (ছ)	৪৬১ প্র ১	৩৬৭, প ২
(ছ)	(জ)	২	৩
(জ)		৪৬২	৩৬৬
(ঝ)		৪৬৩	৩৬৭ প ১
(ঞ)	২৩৬, উদা (ঝ)	৪৬৪, প ১	৩৬৭ প ১ ২ ও ৪ ৩৬৯
(ট)		২[2]	৩৭, প ১
(ঠ)	২৩৬, উদা (ঞ)	৩	৩৭২
(ড)	(ঠ)	৪	৩৬৭ প ৫ উপবিধি।

[1] ১৮৭৪ সা, ১১ আ, ৪০ ধা, দেখ।

[2] ৮৭৪ সা, ১১ আ ৪ ধা দেখ।

১ ৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৪৬৪ প ৫	
৬	৫৪৮
৭	৫৪৮
৪৬৫	১৯৭
৪৬৬ প১, ২ ও ৩	১৯৮ প ১
৪	২
৫	৪ শেষ প
৪৬৭	১৯৬, প ১, প্র (ক)
৪৬৮	(খ)
৪৬৯	(গ)
৪৭০ প ১	১৯৬ প ২
২	৩
৪৭০ ব্যাখ্যা	
৪৭১ প ১ ও ২	৪৭৬ প ১
৩	২
৪৭২, প ১	৪৭৭ প ১
২	
৩	৪৭৭ প ২
৪৭৩	৪৮৭ প ১
৪৭৪ প ১ ও ২	৪৭৮
৩	
৪`০	৪৭৯
৪ ১	
৪ ১	৪৭৮, প ২
৪ ৭৭	৪৭৬
৪৭৮	২০০
৪৭৯	১০০
৪৮০	১২৮
৪৮১	২৯
৪৮২	১৩০
৪৮৩	১৩১, প্র (ক)

১৮৭৪ সা। ১১ আ, ৪১ ধাঁ দেখ।
ঐ ঐ ৪২ ধা, দেখ।

১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৪৮৪	১৩১
৪৮৫	১৩৩ প্র (গ)
৪৮৬	(ঘ)
৪৮৭	১৩২, ও ১৩৩, প্র (খ)
৪৮৮	১৩৩, প্র ১
৪৮০ অবধি ৪৮৮ পর্য্যন্ত (৩৬অধ্যায়),	২৮অবধি১৩৩ পর্য্যন্ত (৯ অধ্যায়)
৪৮৯ প ১	১০৭ প ১ ২৪ প ১, ২ ও ৩
২	১২১, প ১
৩	
৪	
৪৯০	১০৭, প ১ ১২৪ প ১, ২ ও ৩
৪৯১	১০৮
ব্যাখ্যা	০৮, ১১৮
৪৯২	১ ৩
৪৯২, ব্যাখ্যা	১১৪
৪৯৩, প১, প্র ১	৫৬৫
২	১০৭, প ১ শেষ প্র, ও ১১৯, উপবিধি ২
২	
৪৯৪	৯১
উপবিধি	০৯, প ১ ১১৫, উপবিধি
৪৯৫	১১৭
৪৯৬	১২০
৪৯৭	১৯, প ১ ১২৪, প ১
৪৯৮, প ১	১০৮, ১২৪
২	১২৪
৪৯৯, প ১	
২	

১৮৭৪ সা, ১১ আ, ৪৩ ধা, দেখ।

১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৪৯৯ প ৩	১২৪, প ১ ও ৪
ব্যাখ্যা	
৫০০	১২৫, প ১, ও ১২৬
৫০১	১২৭
৫০২ প ১	৫২৫ প ১
২	২
৩	৩
৪	৪
৫	১
৬	১১
৭	১০৮ ৫১৫
৫০৩ প ১	৫২৫, প ১
২	২ ও ৩
৩	৪
৫০৪, প ১	১১০
২	১২১ প
৩	
৪	১১
৫০৫	১১
৫০৬	১১
৫০৭ প ১	১২৪ প ২
২	৩
৫০৮	১২৪ প ৩
৫০৯, প ১	১৩
২	৫৬৫
৫১০, প ১	১২৪ প ১
২	৫
৫১১	১২৫, প
৫১২	২
৫১৩	১২৭

১ ৮৭৪ সা. ১১ আ, ৪৪ ধা দেখ।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৫১৪ প ১	৫১৫ প ১
২	প ২ ও ৩
৩	প ৪
৫১৫ প ১	১৩ ১১৫
২	১১০
৩	১১৮ প ২
৪	৫১১
৫১৬	২৩
৫১৭	১ ১
৫১৮ ও ব্যাখ্যা ১	৪৫ প ১
৫১৮ ব্যাখ্যা ২	২
৩	৩
৪	৪
৫১৯	৪৪
৫২০	৪৩৫ প ৩
৫২১	৩৪
৫২২	৩৫
৫২৩ প ১	১৩৬
২	৩৯ প্র (ক)
৩	৪০
৪	৪২
৫	১৩৯ প্র (গ), ও ১৭০
৫২৪ প ১	১ ৯ প্র (খ)
২	
৫২৫ প ১	১৩৭ ও ১৩৮ প ১ ১৪১ প ২
২	১৩১ প ৩
৫২৬ প ১	১০০ প ১ ১৪১ প ১
২	৪১ প ২
৫২৭	১৩৮ প ২

১৮৭৪ সালের ১১ আ ৪৫ ধা দেখ।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৫২৮	৪৩	৫৩৫	১ প ২
৫২৯	১, প ১	৫৩৬	৪৮৮
৫৩০	১৪৬	৫৩৭	৪৮৯
৫৩১	১৪৭	৫৩৮	৪৯০
৫৩২	১৫৮	৫৩৯	৫৬৮ প ১
৫৩৩	৪৯ প	৫৪০	১ প ১
৫৩৪	৫৩৩	৫৪	প ১

পাণ্ডুলি পব যেং ধাবার সাঙ্গত ১ ৭৪ সালের ১ আইনের যং ধা। মিল তৎ প্রদর্শক বর্ণনাপত্র।

১৮৭৪ সালের ১১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭৪ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি
১	৪ প্র (খ) ও (ন) ১৮	২৩	
	২ ৫ প ১	২৪ প্র ১	
২	৪ প ২ প্র ১	২	৪১৫ ব্যাখ্যা
৩	৮০ প ১	২৫	৫৫৯
৪	৭ প ১ প্র২ ও প ৩	২৬	উঠাইয়া দেওয় গিয়াছে
৫	১৪ প ৩		৪১১ ৪২৩ধ ব দেখ।
৬	১৯৩ প ১ ৫৩৯ প ১	২৭	৪২২ প্র ২
৭		২৮	৪২৩
৮	৫০৫	২৯ প্র ১	৪৩৬ প্র ১
৯	১৭৯ উপবিধি	২	উপবিধি ২
১০		৩০	৪৩৯
১	৫৩৮	৩১	৪৩৭
১২	৪৬৭ প ২ ৪৪৮	৩২	৩৮৩, ৩৯০
১৩	৩৪০	৩৩	৩৯১, প ২, ৩৯৪
১৪	২১০	৩৪ প্র ১	৪০১ প ১
১৫	২১৯, প্র ১	২	৪
১৬	২৫৫	৩	
১৭	২৬১ প্র (ঝ)	৩৫	৫১৪ প ১ ৫১৫ ৫১৭
১৮	১৯৪ প ১	৩৬	১৬৬ প ৪
১৯	২৮৭	৩৭	৫২৫, প ৫
২০	২৮৯	৩৮	৫২৮, প ১ ও ব্যাখ্যা
২১	৩০২, প ১ ৩০৮	৩৯	৪৬৫ প ২
২২, প্র ১	৪ ০	৪০	২৩৩ উদাহরণ
২	৪১৮, ৪২৩ উপবিধি ২	৪১	৩৭১ প ১, ৫৪৮
		৪২	৪, শেষ প
৩	৩৭১ প ৩	৪৩	৯ অধ্যায়
৪		৪৪	৫২৫, প ৪
৫	৩৭৮, ৪২৯	৪৫	৩৮, প ১

পাণ্ডুলিপির যে২ ধারার সহিত হাই কোর্ট বিষয়ক ১৮৭৫ সালের ১০ আইনের যে২ ধারা মিলে তৎপ্রদর্শক বর্ণনাপত্র।

৭৫ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭৫ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
১		৩১	৩৪০
২	২	৩২	২৬৮
৩	৪, ২৬৭	৩৩	২৭৫ ২৭৭, ২৭৭
৪	৩৩৪	৩৪	২৭৩
৫	৩৩৫	৩৫	৪৫১
৬	৫	৩৬	৪৫২
৭	২২৭	৩৭	৪৫২
৮	২২৭	৩৮	২৭৭
৯	২২৮	৩৯	৩১১
১০	২ ৮	৪০	৩১২
১	২২৯	৪১	৩১২
১২	২৩০	৪২	৩১৩
১৩	২১১ ৫৫৯	৪৩	৩ ৩
১৪	২৭৪ ৪০১	৪৪	৩,৪
৫	২৩২	৪৫	৩১৫
৬	২৩১	৪৬	৩১৮
১৭	২৩৪	৪৭	২৭৮ ২৭৯
৮	২৩৫	৪৮	২৮০
১৯	২৩৬	৪৯	২৭৭
২০	২৩৭	৫০	৩১৬
২১	২৩৮	৫১	৩১৭
২২	১৩৯	৫২	
২৩	২৪০	৫৩	২৭৮
২৪	২২৬	৫৪	২৭৯
২৫	৫৪৩	৫৫	২৮০
২৬	২২১	৫৬	২৮০
২৭	৩৩৬	৫৭	২৭৯
২৮	২৭২	৫৮	২৮১
২৯	২৭২	৫৯	২৮৭
৩০	২৭৩	৬০	২৮৮

১৮৭৫ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭৫ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৬১	৩৪২	৯২	৩০১
৬২	২৯০, ২৯১	৯৩	৩০০
৬৩	২৯৩	৯৪	৩০২
৬৪	২৯৪	৯৫	৩০৪
৬৫	২৯৭	৯৬	৩০৩
৬৬	৩৪৪	৯৭	৩০৬
৬৭	২৯৬	৯৮	৩ ৬
৬৮	৩৬৫	৯৯	২৮৪
৬৯	২৯৫	১ ০	৩০৯
৭০	৫৫৪	১০১	৪৩৪
৭১	৫ ৯	০২	২৪১
৭২	৫২	১০৩	৩৮৪
৭৩		০৪	৩৮১ ৩৮৫
৭৪	৫২৩	৫	৩৮৬ ৩৮৭
৭৫	২৮৯	১০৬	৫৫৬, ৫৫৭
৭৬	৫ ৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫ ৭	০৭	
৭৭	৩৩৮	০৮	৩৯২ ৩৯৪ ৩৯৫
৭৮	৩৩১	১ ৯	৩৫
৭৯		১১০	৩৯৩
৮০	৫৫১	১১১	৩৯৭
৮	৯	১১২	৩৯৯
৮২	৮৮	১ ৩	৩৬৮
৮৩	৯০	১১৪	৩৮২
৮৪	৯১	১১৫	৫২৮
৮৫	৯২	১১৬	৫৫৫
৮৬	৯৫	১১৭	৪০৩
৮৭	৯৭	১ ৮	২২২
৮৮	০৫	১১৯	৫২১
৮৯	৭ ৫	১২০	৪৩৫
৯০	২৯৮	১২১	৪৬৩
৯১	৯৯	১২২	৫৬৭

১৮৭৫ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭৫ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
১২৩	৪৬৮	১৩৯	৫২৪
১২৪	৪৭০	১৪০	০৭
১২৫	৪৭১	১৪১	১০৭
১২৬	৪৭৩	১৪২	৫৩১
১২৭	৪৭২	১৪৩	১
১২৮	৪৭৪	১৪৪	
১২৯	৪৭৫	১৪৫	১৯২
৩০	৩৪১	১৪৬	৩৩১
১৩১	১৯৭	১৪৭	৫৩৭
৩২	১৯৮	১৪৮	৫০১
৩৩	১৯৬	১৪৯	৫৫০
১৩৪	৯৬	১৫০	৩৫২
১৩৫	৪৭৬	১৫১	৩৪৫
১৩৬	৫০৮	১৫২	২৫
১৩৭	৫২৫	৫৩	
১৩৮	৫২৫, ৫২৭		

পাণ্ডুলিপির যেং ধারার সহিত প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ৪ আইনের যেং ধারা মিলে তৎপ্রদর্শক বর্ণনাপত্র।

১৮৭৭ সালের ৪ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭৭ সালের ৪ আইন।	পাণ্ডু লিপি।
১		৩১	৫৪৮
২		৩২	২০৪
৩	১	৩৩	২০৫
৪		৩৪	৯১, ২০৫
৫	৩৪২, ৫৬৮	৩৫	২০৫
৬	৪	৩৬	৯১
৭		৩৭	২০৬
৮	৭ ১৮, ১৯ ২০, ২৫	৩৮	১৯৭
৯	১৮, ২০ ২১	৩৯	৯৮
১০	৩	৪০	৯৬
১১	৩২	৪১	৯৬
১২	৩৩	৪২	৯৬
১৩	৩৫	৪৩	১৯৬
১৪	৫	৪৪	৪৭১
৫	৬৪	৪৫	২০০
১৬	১৬৫	৪৬	১৯৬ ১৯৭ ১৯৮
৭	৫৬২	৪৭	৬৮
১৮	৭৮	৪৮	৬৯
১৯	৮০	৪৯	৭০
২০	৮১	৫০	৭৩
২১	১৮৩	৫১	৭৪
২২	১৮২	৫২	৯৪
২৩	১৮৬	৫৩	৯১
২৪	৫৪২	৫৪	১৮৭
২৫	১৯২	৫৫	১৮৭
২৬		৫৬	৭৫, ৭৭
২৭	২০৫	৫৭	
৮	৯২	৫৮	৭৬
২৯	১২৯	৫৯	৭৭
৩০	২০১	৬০	৮০

১৮৭৭ সালের ৪ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭৭ সালের ৪ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৬১		৯২	২১৭
৬২	৬৫	৯৩	২১৮
৬৩	৮৩	৯৪	২২২ ২২২
৬৪	৮৪ ৮৫	৯৫	২২৩
৬৫	৮৬ ৮৭	৯৬	২২৪
৬৬		৯৭	৫৬৫
৬৭	৮৮	৯৮	২২৬
৬৮	৮৯	৯৯	২২৮
৬৯	৯০	১০০	২২৮
৭০	৬৩, ৫০৬	১০১	২২৯
৭১	৫০৭	১০২	২৩০
৭২	৫০৯	১০৩	২৩২
৭৩	৫১০	১০৪	২৩১
৭৪	৫০৬	১০৫	২৩৪
৭৫	৫১১	১০৬	২৩৫
৭৬	৫১২	১০৭	২৩৬
৭৭	৫২৫	১০৮	২৩৭
৭৮	৫২৫	১০৯	২৩৮
৭৯	৫২৫	১১০	২৩৯
৮০	৫২৪	১১১	২৪০
৮১	২ ৮	১১২	২৪১
৮২	২০৯	১১৩	৪০৩
৮৩	২০৯, ৩৫৩	১১৪	২৪২, ৩৭০
৮৪	৩৬৪	১১৫	৩৬২
৮৫	৫৫১	১১৬	২৫৫
৮৬	৩৪৪	১১৭	২৪৭ ৫৪৮
৮৭	২১০	১৮	২৪৮, ২৬০
৮৮	২১১	১১৯	২৪৩
৮৯	২১১, ২১৪, ২২১	১২০	২৪৪ ২৫৬
৯০	২১১	১২১	২৪৫, ২৫৭
৯১	২১২, ২১৩, ২১৪, ২২০, ২৯১	১২২	২৫৫ ২৫৬
		১২৩	৩৬৪

১৮৭৭ সালের ৪ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭৭ সালের ৪ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
১২৪	৯৩ ৩৪৪	১৫৫	৫২৩
১২৫	২৪৯	১৫৬	৩৫০
১২৬	২৪৬, ২৫৯, ৩৭০	১৫৭	৫১৩
১২৭	৩৪৭	১৫৮	৫১৩
১২৮	৩৪৮	১৫৯	৯৭
১২৯	৫০৫	১৬০	৯৯
১৩০	৩৪০	১৬১	১০২
১৩১	৩৪১	১৬২	১০৩
১৩২	৩৫২	১৬৩	১০৩
১৩৩	২৬০ ৩৪৫	১৬৪	০৩
১৩৪	৫৫১	১৬৫	১০৪
১৩৫	৯১	১৬৬	৫২
১৩৬	৯১	১৬৭	৪১১ ৪১২
১৩৭	৮৮, ৮৯	১৬৮	৪১৭, ৪২৭
৩৮	৯০	১৬৯	৪ ৯
১৩৯	৫৫৩	১৭০	৫০৯
১৪০	৯২	১৭১	৪২০
১৪১	৪৮৫	১৭২	৪২১
১৪২	২৪৫	১৭৩	৪২২
১৪৩	২৫৩, ২৫৮	১৭৪	৪২৩
১৪৪	৯৫	১৭৫	৪২৬
১৪৫	৯৭	১৭৬	৪২৮
১৪৬	৯৬	৭৭	৫৪৮
১৪৭	১০৫	১৭৮	৫৪৮
১৪৮	৩৪২	১৭৯	৪২৩
১৪৯	৩৫৩	১৮০	৪০৪
১৫০	৩৩৭	১৮১	৫৩৭
১৫১	৩৩৯	১৮২	৪৪১
১৫২	৫১৯	১৮৩	৩৮৩ ৩৯০
১৫৩	৫২০	১৮৪	৩৮৪
১৫৪	৫২২	১৮৫	৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৫৪৯

১৮৭১ সালের ৪ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ৪ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৮৬	৫৫৬	২১৭	৯১ ১৫
১৮৭	৩৯১	২১৮	১৭
১৮৮	৩৯২	২১৯	১২০
৮৯	৩৯৪	২২০	১১৯
৯০	৩৯৩	২২১	১২৪
৯১	৩৯৫	২ ২	১ ৩
১৯২	৩৯৬	২২৩	২৪
১৯৩	৩৯৭	২২৪	১২
৯৪	৪৬৪	২২৫	১২৫
১৯৫	৪৬৯	২২৬	১২৭
১৯৬	৪৬৬	২২৭	১২২
৯৭	৪৬৭	২২৮	৫২৫
৯৮	৪৬৮	২২৯	৫২৫
৯৯	৪৭০	২৩	৫২২
২০	৪৭১	২৩১	১০৮ ১১০, ১১১
২০১	৪৭৩	২৩২	১১২
২০২	৪৭২	২৩৩	৫৩৩
২০৩	৪৭৪	২৩৪	৫৮০
২০৪	৪৭৫	২৩৫	৪৮৯
২০৫	৪৮০	২৩৬	৪৯০
২০৬	২৭৭, ৪৮২	২৩৭	৫৮৮
২০৭	৪৮৪	৩৩৮	১৮৫
২ ৮	১০৭	২৪০	৪৩২
২০৯	১০৭	২৪১	৪৩৩
২১০	১২১	২৪২	২৫১ ৫৬৩
২১		২৪৩	৫২৮
২ ২	১১০	২৪৪	৫২৮, ৫৩৪, ৫৩৫
২১৩	১১১	২৪৫	৫৫৫
২ ৪	১১১	২৪৬	৪৪
২ ৫	১০৮	২৪৭	৪২
২১৬	১ ৩, ১১৪		

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

এক্ষণে ব্রিটিষ ভারতবর্ষে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক ন্যূনাধিক তিনটী আইন প্রচলিত আছে। ১৮৭২ সালের ১০ আইন, ৮৭৪ সালের ১ আইন দ্বারা সংশোধিত হইয়া মফঃসলে চলিতেছে। হাই কোর্ট বিষয়ক ১৮৭৫ সালের ১০ আইন রাজধানীনগর সমূহে ও এলাহাবাদে ও লাহোরে চলিতেছে, এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটদের সম্বন্ধীয় ১৮৭৭ সালের ৪ আইনও রাজধানী নগর সমূহে চলিতেছে।

এই সমস্ত আইনের অনেক বিধানে একটী অন্যটীর পুনরাবৃত্তি মাত্র ও এক বিষয়সম্বন্ধীয় হইলেও বিনা প্রয়োজনে অনেক বিধির ভাষার বৈলক্ষণ্য আছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পুস্তকের অনাবশ্যক আকার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং আদালত এক আইনের অর্থ করিতে গিয়া অন্য আইনসম্বন্ধীয় পূর্ব্ব নিষ্পত্তি দ্বারা চালিত হইতে পারেন না।

এই পাণ্ডুলিপি ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের পরামর্শানুসারে প্রস্তুত করা গিয়াছে। ৮৭২ সালের আইন বদলাইয়া তৎসহ হাই কোর্টবিষয়ক ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটবিষয়ক আইনের সারাংশ সংযোগ করিয়া ও তাহার ভাষাসম্বন্ধে যে বহু সংখ্যক নিষ্পত্তির রিপোর্ট আছে তাহা অন্তর্ভূত করিয়া ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধে ভারতবর্ষকে একটী সম্পূর্ণ আইন দিয়া এতদ্দেশের জন্য একটী সরল ও সমপ্রকৃতিক ব্যবস্থাপ্রণালী বিধিবদ্ধ করিবার নীতি যত দূর সম্ভব ফলবতী করা এই পাণ্ডুলিপির মুখ্য উদ্দেশ্য। পাণ্ডুলিপির মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনার্থে যত দূর প্রয়োজন হইয়াছে তত দূর মাত্র ৮৭২ সালের ১ আইনের ভাষা ও বিন্যাস পরিত্যাগ করা গিয়াছে। এরূপ করিবার আবশ্যকতাই বুঝা যাইতেছে।

২। যদিও ৮৭২ সালের ১ আইনে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক অনেক পারিপার্শ্বিক আইন ও ব্যবস্থা রহিত করিয়া তাহার সারাংশ গৃহীত হইয়াছিল এখনও অনেকগুলি স্পর্শ করা যায় নাই। এই আইনগুলির সংগ্রহ করা বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপির গৌণ উদ্দেশ্য। এই আইনগুলি সংখ্যায় দ্বাদশটী যথা।

আইন।

পরওয়ানা জারী করণবিষয়ক ৮৫০ সালের ২৩ আইন
রাজবন্দিবিষয়ক ৮৫০ সালের ৩৪ আইন
রাজবন্দিবিষয়ক ৮৫৮ সালের ৩ আইন
পোলীসবিষয়ক ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ৬ ও ২৪ ধারা ৩৭ অবধি ৪০ পর্য্যন্ত ধারা ও ৩৫ ধারার কিয়দংশ।
হাই কোর্টে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার প্রণালীবিষয়ক ১৮৬২ সালের ৮ আইন
শাস্তি কার্য্যে স্থগিতদের সম্বন্ধী। ৮৭৯ সালের ২ আইন
সবাধীনতে বিচার করিবার শক্তিবিষয়ক আইন ও ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের প্রতি বর্ত্তন সম্বন্ধীয় ৮৭০ সালের ২২ আইনের ২ ও ৪ ধারা।
১৮৭৯ সালের ২ আইনের ৩ অধ্যায় (ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে ব্রিটিস প্রজাদের কৃত অপরাধসম্বন্ধে ব্রিটিষ ভারতবর্ষে অনুসন্ধান করণবিষয়ক)

ব্যবস্থা।

বঙ্গদেশের রাজবন্দিবিষয়ক ৮ ৮ সালের ৩ আইন
বঙ্গদেশের কোন স্থানে বর্চ্চা রাধিপত্যবিষয়ক ৮২৫ সালের ২০ আইন,
মান্দ্রাজে রাজবন্দিবিষয়ক ১৯ সালের ২ আইন
বোম্বাইয়ে রাজবন্দিবিষয়ক ৮ ৭ সালের ২৫ আইন

৩। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট আইন ও ব্যবস্থা সংগ্রহ করিবার ফল এই হইবে যে যাহা রহিত কর নাই এরূপ ০৫৫ ধারা বা ১০ টী আইনের পরিবর্ত্তে ৫৬৮ ধারা বিশিষ্ট একটী আইন হইবে।

৪। বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি দশ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথমখণ্ডে চলিত উপক্রমণিকার বিষয় আছে। দ্বিতীয়খণ্ডে ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপন ও ক্ষমতার কথা আছে। তৃতীয়খণ্ডে কতকগুলি সাধারণ ক্ষমতার। চতুর্থ খণ্ডে অপরাধ নিবারণের কথা; পঞ্চমে পোলীসে সংবাদ দিবার ও তাহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার; ষষ্ঠে ভিন্নং প্রকার কার্য্যপ্রণালীর, সপ্তমে আপীলের ও অপরের ও সংশোধনের; অষ্টমে বিশেষ অনুষ্ঠানের বা বিষয়ের নবমে অতিরিক্ত বিধানের কথা।

উপক্রমণিকা।

৫। প্রথমখণ্ড একটী অধ্যায় তাহাতে চলিত উপক্রমণিকার বিষয় আছে। ১৮৭২ সালের ১০ আইনের কোন২ শব্দ অর্থ করিবার সময় তাহা বর্জন করা গিয়াছে, এবং "সাক্ষ্য করা" "রাজকীয় অভিযোক্তা" "উকীল" "অপরাধ" "হাজত" "তফসীল" "স্থান" "ও পোলীস থানা" এই শব্দের

অর্থ করণ সংযোগ করা গিয়াছে। ‘নালিশ” শব্দের একপ অর্থ করা গিয়াছে যে পোলীস কর্ম্মচারীর যে রিপোর্ট দেন ও পোলীস কর্ম্মচারীকে যে সম্বাদ দেওয়া যায় তাহা উহার মধ্যে পড়েন এবং অনুসন্ধান শব্দের অর্থ এরূপে বাড়াইয়া দেওয়া গিয়াছে যে ১৬০ বা ২০৩ ধারামতে যাহারা স্থানীয় অনুসন্ধান লইতে মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে ক্ষমতা পান তাঁহাদের কার্য্য অনুসন্ধানের অন্তর্গত হইবে। ‘ধর্ত্তব্য অপরাধ” শব্দের অর্থ এরূপে সংশোধন করা গিয়াছে যে দ্বিতীয় তপসীলের সহিত উহার সম্বন্ধ হইয়াছে।)

হাইকোর্ট শব্দের লক্ষণে একটী প্রকরণ যোগ করা গিয়াছে তাহাতে পার্শ্ববর্ত্তী যে দেশে আইনক্রমে ঐ রূপ কোর্ট সংস্থাপিত হয় নাই তথায় এই আইনমত উক্ত কোর্টের কর্ম্ম করণার্থ কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবকে দেওয়া হইয়াছে। ‘বিশেষ আইন “স্থানীয় আইন প্রভৃতি যে২ শব্দের অর্থকরণ দণ্ডবিধির আইনে আছে উক্ত আইনে সেই২ শব্দের যে২ অর্থ এই আইনে ও তাহাই থাকিবে। ন্যায়কে আবার তদন্ত লওয়া বিচার মাজিষ্ট্রেটের মোকদ্দমা এই২ শব্দের অর্থ করা এই আইনের সংশোধিতাকারে প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া তৎসমুদয় উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে।

২।—ফৌজদারী আদালত।

৬। ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপন ও ক্ষমতাবিষয়ক দ্বিতীয়খণ্ডে দুই অধ্যায় আছে তন্মধ্যে প্রথমটীতে (ক) ফৌজদারী আদালতের শ্রেণীবিভাগ (খ) দেশিক বিভাগ (গ) রাজধানী নগরের বহির্ভূত আদালত (ঘ) প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটদের আদালত (ঙ) শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস, ও (চ) জজ ও মাজিষ্ট্রেট ও শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের স্থগিত ও অপসৃত করণ এই২ বিষয়ের কথা। পোলীস বিষয়ক ৮৬১ সালের ৫ আইনে ৬ ধারার বিধান এবং অধ্যায়ের ৪ ধারায় অবলম্বন করা গিয়াছে। মাজিষ্ট্রেটদের কেশুর [illegible] পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ [illegible] ক্ষমতা (৬ ধারায়) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। ইহার ফল এই হইবে যে যেখানে বাঞ্ছনীয় হয় অতিরিক্ত [illegible] স্থাপিত হইবে। আসিষ্টাণ্ট সেশন জজেরা যে সেশন জজের আদালতে আপনারা বিচারাদি কর্ম্ম করেন তাঁহাদিগকে সেই সেশন জজের অধীন বলিয়া (১৭ ধারায়) নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। এবিষয়ে যে সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে ইহাতে তাহার প্রতিবিধান হইবে।

জজ ও মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা প্রত্যেক আদালতে যে প্রকারের অপরাধ গ্রাহ্য হইতে ভিন্ন২ শ্রেণীর আদালতে যে যে দণ্ডের আজ্ঞা হইতে পারিবে ও যে প্রকারে ঐ২ আদালতের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদত্ত হইবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই২ কথা আছে। পশ্চাল্লিখিত কয়েক স্থল ছাড়া এই অধ্যায়ে আইনের যে পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহা প্রায়ই ভাষাগত। বিশেষ বা স্থানীয় আইন অনুসারে যে২ অপরাধে সাত বৎসর অধিক কারাদণ্ড হইতে পারে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগকে সেই২ অপরাধের বিচার করিতে দেওয়া গিয়াছে (২৯ ধারা) উচ্চতর আদালতে এরূপ গুরুতর মোকদ্দমার বিচার হওয় উচিত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমুদয় মাজিষ্ট্রেটের পর বিচার করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তৃতীয় শ্রেণীর সমুদয় মাজিষ্ট্রেটের পোলীস থানার অধ্যক্ষের ক্ষমতা থাকিবে (৩৮ ধারা)। অপরাধের অনুসন্ধানকালে মাজিষ্ট্রেটেরা পোলীসের যে২ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। (৮৭২ সালের ১০ আইনের ৫৬ ধারায় দ্রষ্টব্য) ৪০ ধারায় স্থানান্তরে প্রেরিত কার্য্য কারকের ক্ষমতা থাকিবার সম্বন্ধে এরূপে শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে যে তাহাতে বুঝা যায় যে এক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন কর্ম্মচারিকে যে ক্ষমতা দেন অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন প্রদেশে প্রেরিত হইলে সেই ক্ষমতা তাঁহার সঙ্গে২ যায় না।

অর্থদণ্ডের টাকা না দিলে কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা বিষয়ক ৩৩ ধারার সম্বন্ধে এই পাণ্ডুলিপির সহিত এবং এই সময় দণ্ডবিধির আইনের ৬৭ ধারা সংশোধন করিয়া একটী ক্ষুদ্র আইন নির্ব্বন্ধ করা আবশ্যক হইবে। তাহাতে প্রকাশ থাকিবে যে উক্ত কারাদণ্ড সামান্য কারাদণ্ড হইবে।

বোম্বাই হাইকোর্টের একটী নিষ্পত্তি অনুসারে ৩৫ ধারায় বলা গিয়াছে যে দুই কিম্বা ততোধিক অপরাধের কারণ এক আসামীর প্রতি পর২ একক্রমীন অর্থাৎ স্থলে সংযুক্ত দণ্ডের আজ্ঞা একই দণ্ডের আজ্ঞা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

৩।—সাধারণ বিধান।

৭। তৃতীয়খণ্ডে কতকগুলি সাধারণ বিধান আছে। সেগুলি একত্র সংগ্রহ করা গিয়াছে এবং পরবর্ত্তি বিধানের উল্লেখ করিবার জন্য সেগুলি আইনের গোড়ার দিকে রাখা আবশ্যক। যে২ স্থল পশ্চাল্লিখিত বিষয় সম্পর্কীয় যথা মাজিষ্ট্রেট ও পোলীসকে ও ধৃত করা কার্য্যকারক ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দেওয়া, গ্রেপ্তার ও পলায়ন ও পুনর্গ্রহণ, উপস্থিত করাইবার ও দলীল আনাইবার পরওয়ানা, এবং অন্যায়মত অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগের সন্ধান ও [illegible] পরওয়ানা। এস্থলেও আইনের যে পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহা প্রায়ই ভাষাগত। কিন্তু যে২ অপরাধের নিবারণার্থে সর্ব্বসাধারণে সাহায্য করিতে বাধ্য রাজকীয় সম্পত্তির ও রেলওয়ে ও খাল প্রভৃতি নষ্ট করিবার উদ্যোগ (৪২ ধারায়) তৎসঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া গিয়াছে। আগুন লাগাইয়া মানুষ জান নষ্ট কিম্বা মূল্যবান সম্প

স্থির জানি হইবার সম্ভাবনা হইলে সর্ব্ব সাধারণে সাহায্য করিবে (৪২)। গ্রামের মণ্ডল প্রভৃতির রিপোর্ট করিতে হইবার আদেশসূচক ৪৫ ধারার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিয়া উহা যে কয়েদিরা পলায়ন করে ও অপরাধিদের নামে ঘোষণা করা যায় তাহাদের প্রতি এবং (পার্ব্বত্য পথের যে সকল গ্রাম দিয়া ডাকাইতের দল সর্ব্বদাই যাতায়াত করে সেই সকল গ্রাম সম্বন্ধে বিধান করিবার উদ্দেশে) যে অপরাধী গ্রাম দিয়া চলিয়া যায় মাত্র তাহাদিগের প্রতি বর্ত্তান গিয়াছে একরূপ করিবার কারণ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বলপূর্ব্বক বাধা দিবার স্থলে ধৃত করিবার আর যে উপায় অবলম্বন করিবার অনুমতি প্রদানের ধারার (৪৬ ধারা, ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিয়া তাহা ধৃত হওন এড়াইবার উদ্যোগের প্রতিও বর্ত্তান গিয়াছে। ধৃত করণার্থে আইন মতে যাহারা কোন গৃহে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিবার ক্ষমতা (৪৯ ধারায়) দত্ত হইয়াছে যে সকল ব্যক্তি ধৃত করেন স্পষ্ট বাক্যে তাঁহাদিগকে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে তাহারা ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে কোন সাংঘাতিক অস্ত্র থাকিলে তাহা লইতে পারিবেন (৫৩ ধারা)। যুদ্ধ জাহাজ হইতে পলাতক ব্যক্তিদিগকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধরিবার ক্ষমতা পোলিসের প্রতি অর্পিত হইয়াছে (৫৪ ধারা) এবং ৮৬১ সালের ২৫ আইনের ১১ ধারার তুল্য (৬৩ ও ৬৪) ধারা দিয়া আইনমত হেফাজত হইতে পলাতক কিম্বা ছাড়াইয়া লওয়া ব্যক্তিদিগকে পুনর্ব্বার ধরিবার বিধান করা গিয়াছে।

কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক বাধা দিলে কিম্বা পলাইবার উদ্যোগ করিলে তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত যাহা আবশ্যক তাহা করিবার ক্ষমতা পোলিসের প্রতি অর্পণকরণসূচক বর্ত্তমান আইনের ১৭৮ ধারার শব্দের ব্যাপ্তি এত অধিক যে তাহাতে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া বোধ হয়। এই নিমিত্ত পাণ্ডুলিপিতে ব্যাখ্যা করা গিয়াছে যে যাহার নামে প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হয় নাই উক্ত ক্ষমতাক্রমে তদ্রূপ ধৃত ব্যক্তির প্রাণহানি করিবার স্বত্ব জন্মে না। এই স্থলে পাণ্ডুলিপিতে স্কট লণ্ডের ব্যবস্থা অনুসরণ করা গিয়াছে শ্রীযুত মেন সাহেবের মতে উক্ত ব্যবস্থা ভারতবর্ষের পক্ষে অধিক তর হিতকর।

৮। বর্ত্তমান আইন (৮৭২ সালের ১০ আইনের ১৫৩ ধারা) মতে মাজিষ্ট্রেটেরা যে সমন দেন তাহা সামান্যত পোলিসের কোন কর্ম্মকারকদ্বারা জারী করা যায় পাণ্ডুলিপিতে (৬৮ ধারায়) বিধান করা গিয়াছে যে (স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে) আদালতের কোন কর্ম্মচারীদ্বারাও সমন জারী করা যাইবে। যে মাজিষ্ট্রেট সমন দেন তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বাহিরে তাহা জারী করিবার ও তদ্রূপ জারী হওন প্রমাণ করিবার বিধান করা গিয়াছে (৭৩ ও ৭৪ ধারা।)

৯। ৭৫ ধারায় আদেশ আছে যে ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট রাজধানী নগরে কি মফস্বলে যেখানেই দেওয়া যাউক, তাহা মোহরযুক্ত হইবে। ৮৭৭ সালের ৪ আইনের ৫৬ ধারামতে এরূপ স্থলে মোহর করা আবশ্যক নাই। মাজিষ্ট্রেটর বেঞ্চ হইতে যে ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায়, তাহাতে বেঞ্চের কোন মেম্বর স্বাক্ষর করিতে পারিবেন। যাহা সম্ভবত এখনকার চলিত রীতি তাহা এতৎক্রমে আইনসম্মত হইবে।

০। যে ব্যক্তির নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হয় সে পলাইলে তাহার উপস্থিত হইবার মিয়াদের সূচনা-সম্বন্ধে তদ্বিষয়ক ৮৭২ সালের ১০ আইনের ১৭১ ধারায় যে বিধান ছিল তৎসংক্রান্ত সন্দেহ ৮৮ ধারায় ভঞ্জন করা গিয়াছে।

১ । অন্যদিকে আবার যে ব্যক্তির পশ্চাতে সোবসার হয় ওয়ারেণ্ট বিনা তাহাকে ধরিবার ক্ষমতা রহিত করা গিয়াছে কারণ ভারতবর্ষে উক্ত রমন লা সংক্রান্ত অপ্রচলিত প্রণালী অপরিজ্ঞাতই আছে জাহাজ হইতে পলাতক ব্যক্তিদিগকে ধরিবার নিমিত্ত জাহাজের কাপ্তান ও মালিকের প্রতি যে ধারায় ক্ষমতা প্রদত্ত হয় সেই ধারাটী উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে কারণ সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনে ইহার যথোচিত বিধান আছে।

২। কি রূপে ঋণ ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে বর্ত্তমান আইনে ইহার কোন বিধান নাই। এই নিমিত্ত ৮৯ ধারায় এই বিষয়ের বিধান করা গিয়াছে এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের উল্লেখ করিয়া গ্রাহকের ক্ষমতা, কর্ত্তব্য ও দায় নির্দ্দেশ করা গিয়াছে।

১৩। কোন ব্যক্তির প্রতি দলীল উপস্থিত করিবার আজ্ঞা মাত্র হইলে তিনি তাহা উপস্থিত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া অন্যের দ্বারা উপস্থিত করাইলে, আজ্ঞা পালন করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে (৯১ ধারা)। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৪ ধারায়ও এইরূপ বিধান আছে।

১৪। পাণ্ডুলিপিতে ৯৯ ধারা রাখা বাঞ্ছনীয় কিনা এই বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের মতের অপেক্ষায় ঐ ধারা রাখা গিয়াছে। ৯৭ ধারা থাকায় উহা রাখা অনাবশ্যক বোধ হয়।

যে আদালত তল্লাসী পরওয়ানা দেন, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বাহিরে ঐ পরওয়ানা জারী করিয়া যে২ দ্রব্য পাওয়া যায় সাক্ষির স্বাক্ষরযুক্ত তাহার ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবার বিধান (১০৪ ধারায়) করা গিয়াছে। তল্লাশকালে কখন ২ যে সকল অনিয়ম হয় বলিয়া কথিত হয়, সাক্ষির স্বাক্ষর গ্রহণের

প্রয়োজন হওয়াতে তন্নিবারণের একটি উপায় হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয়। এই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন প্রস্তাবের দোষগুণ বিচার প্রার্থনা করা যাইতেছে।

১৫। যে সকল ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহাদিগকে তলাশ করিবার নিমিত্ত ওয়ারেন্ট দিবার ক্ষমতা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেটদিগকে দিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা গিয়াছে (১০১ ধারা)। উক্তরূপ ক্ষমতা প্রয়োজনীয় হই লও রাজধানী নগর ভিন্ন ভারতবর্ষে উহ নাই বলিয়া অনুমিত হয়। রাজধানী নগরে ১৮৭৫ সালের ১০ আইনমতে হাই কোর্ট হেবিয়স কর্পস সদৃশ আজ্ঞা করিয়া থাকেন।

৪।— অপরাধ নিবারণ।

৬। অপরাধের নিবারণ সম্পর্কীয় চতুর্থ খণ্ড অভিযোগবিষয়ক ষষ্ঠ খণ্ডের পূর্ব্বে থাকাই উচিত এরূপ বিবেচনা হয়। ইহাতে ছয়টী অধ্যায় আছে তন্মধ্যে শান্তিরক্ষার ও সদাচরণের জামিন দেওয়া বেআইনীমত জনতা ভঙ্গ করা অনিষ্ট জনক বিষয় উঠাইয়া দেওয়া, স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কীয় বিবাদ ও পোলিসের নিবারণার্থক কার্য্য এই ২ কথা আছে।

১৭। শান্তিরক্ষার ও সদাচরণের জামিন সংক্রান্ত অধ্যায়ে অপরাধনির্ণয় হইলে শান্তিরক্ষার জামিন লইবার ১০৭ ধারার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিয়া যে স্থানে কাহারও শরীরের বা সম্পত্তির হানি করিবার ভয় দেখাইয়া অপরাধ ভাবে ভয় দেখাইবার অপরাধ নির্ণয় হয় সেই স্থানের প্রতি বর্ত্তান গিয়াছে। শান্তিভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে অবৈধ উপায় অবলম্বন করা যে প্রকারের অপরাধ ইহাও সেই প্রকারের অপরাধ সুতরাং জামিন লওয়া সম্বন্ধে একই শ্রেণীর অন্তর্গত হওয়া উচিত। আপীল হইয়া বা প্রকারান্তরে অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ হইলে নিবন্ধপত্র ব্যর্থ হইবে। এবিষয় সম্বন্ধে বর্ত্তমান আইনে কোন কথা নাই।

বর্ত্তমান আইনের ৫০৫ ও ৫০৬ ধারার তুল্য ১১১ ধারায় প্রসিদ্ধ বদমায়েসদের স্থানে বা আশঙ্কাজনক চরিত্রের লোকের স্থানে জামিন চাহিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটকে যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল সেই সকল শব্দ উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে। ঐ শব্দগুলি অস্পষ্ট এবং উহাতে পোলীসের হস্তে যে ক্ষমতা থাকে তাহার অত্যন্ত অপব্যবহার হইতে পারে বলিয়া আপত্তি হইয়াছে।

যে প্রকারের ও যে শ্রেণীর জামিনের প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটকে দেওয়া গিয়াছে (১১৩)। কোন ব্যক্তি যে জামিন হওয়া স্বীকার করে ইহা তাহার নিবারণ হইবে আশা করা যায়। বর্ত্তমান আইনের ৩৯৯ ধারা দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায় যে কেবল টাকার জামিনের বিধান করাই আইনের উদ্দেশ্য নহে অপরাধির সদাচরণের প্রতিভূস্বরূপ ভদ্র লোক পাওয়াও আইনের উদ্দেশ্য।

যে সম্বাদ পাইয়া মাজিষ্ট্রেট এই অধ্যায়মতে কার্য্য করিয়াছেন তাহার সত্যতার অনুসন্ধান লইবার (১১৮) ধারার কার্য্যপক্ষে কোন ব্যক্তি যে নিত্য অপরাধী এই কথা সাধারণ প্রসিদ্ধি দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান মফস্বল স্থানের আইনের ৪৯৯ ধারার ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটদের আইনের ২১ ধারার তুল্য কোন বিধান পাণ্ডুলিপিতে নাই। যদি মূল নিবন্ধ পত্রের মিয়াদ অতীত হইবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের এরূপ বোধ হয় যে ঐ মিয়াদের অন্ত হইলে নিবন্ধ পত্র লেখককে নির্ব্বিরোধে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না তবে নিবন্ধ পত্র লেখকের প্রতি অন্যায় না হয় এই নিমিত্ত নূতন কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে।

সদাচরণের জামিন সংক্রান্ত তদন্ত যে প্রকারে করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে (১১৮ ধারা)। এখনকার রীতি এই যে সমনের মোকদ্দমায় যেরূপ হয় ঐ তদন্ত সেই রূপ হইয়া থাকে পাণ্ডুলিপিমতে ওয়ারেন্টের মোকদ্দমায় যে রূপ হয় সেই রূপ হইবে। নাবালগ না হইলে যে ব্যক্তির প্রতি জামিন দিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে সেই ব্যক্তির জামিনেরাই কেবল নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবেন (১১৯ ধারা)। ১২৭ ধারায় স্পষ্ট করিয়া বিধান করা গিয়াছে যে জামিনের প্রার্থনাক্রমে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট, জিলার মাজিষ্ট্রেট মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট নিবন্ধপত্র রহিত করিতে পারিবেন। মহকুমার মাজিষ্ট্রেটদিগকে সদাচরণের জামিন চাহিবার ক্ষমতাও দেওয়া গিয়াছে ১১০ ধারা।

৮ ধারা। বেআইনীমত জনতা ভঙ্গ করণ বিষয়ক (৯) অধ্যায়ে ভারতবর্ষীয় বলন্টিয়র বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে চালনাভুক্ত বলন্টিয়রদিগকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সেনাদলের সৈনিকদলের তুল্য করা গিয়াছে।

১৯। ১০ অধ্যায়ে ১৩৪ ধারার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিয়া সাধারণের স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর লওয়া বাণিজ্য ব্যবসার এবং জন সমাজের আচার ব্যবহারে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবসায় নিষেধ করিবার স্থানের প্রতি বর্ত্তন গিয়াছে। শেষোক্ত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে দোষগুণের বিচার প্রার্থনা করা যাইতেছে। কোন হিন্দু প্রধান নগরে কোন কশাই যদি এরূপে ব্যবসায় চালায় যে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা হয় সেই রূপ স্থলের নিমিত্ত এই পরিবর্ত্তন অভিপ্রেত।

বর্ত্তমান আইনের ৫১৮ ধারায় যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে যে স্থলে সত্বর প্রতিকার বাঞ্ছনীয় সেই রূপ অত্যাবশ্যক স্থলেই কার্য্য হইবার কল্পনা আছে। মানব জীবনের স্বাস্থ্যের বা নির্ব্বিঘ্নতার আশঙ্কা স্থলে কিম্বা দাঙ্গা বা হাঙ্গামার স্থলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, পাণ্ডুলিপিতে (১৪৫ ধারায়) বিধান আছে যে ১ অধ্যায় মত কোন আজ্ঞা দুই মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিবে না। সময় থাকিলে ০ অধ্যায়মতে কার্য্য প্রণালী চলিবে।

২০। যে স্থলে বাধিক অধিকারের স্বত্ব লইয়া বিবাদ হয়, কেবল সেই স্থলের প্রতি স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ বিষয়ক ১ অধ্যায় স্পষ্ট বাক্য বর্ত্তান গিয়াছে।

(১৪৯ ধারামতে) স্থানীয় তদন্ত করিতে প্রেরিত ব্যক্তির রিপোর্ট মোকদ্দমার সাক্ষ্য স্বরূপ পঠিত হইতে পারে কি না এবিষয়ে সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে। হইতে পারে বলিয়া পাণ্ডুলিপিতে এক্ষণ মীমাংসা করা গেল।

৫ পোলীসে সংবাদ দেওয়া ও তাহাদের অনুসন্ধানের ক্ষমতা।

২১। পঞ্চম খণ্ড এবং চতুর্দ্দশ বুক ইহাতে পোলীসে সংবাদ দিবার ও তাহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার কথা আছে ইহা ৮৭২ সালের ০ আইনের ০ অধ্যায়ের ও ঐ আইনের ৩১৯ ও ৩৮০ ধারার তুল্য।

২২। কিম্বা তৎক্ষণাৎ ধৃত করা আবশ্যক নহে ৮৭২ সালের ১ আইনের ৭ ধারায় এই ২ কথা আছে, তাহা এই পাণ্ডুলিপির ১৫৮ ধারা হইতে উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে কারণ ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় না যে পোলীসের কর্ম্মকারক প্রথমে কোন ব্যক্তিকে ধরিতে সক্ষম নহেন জ্ঞান করিলে ধর্ত্তব্য অপরাধের মোকদ্দমায় কোন অনুসন্ধান লইতে পারিবেন না।

২৩। ৬৫ ধারায় স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে যে স্বীকার বাক্য কেবল যে মাজিস্ট্রেট গ্রহণ করিবেন এমন নহে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষার ন্যায় তাহাতে স্বাক্ষর ও সার্টিফিকেটও যোগ করিবেন। স্বীকার বাক্য যে মাজিস্ট্রেটের সাক্ষাতে ও শ্রুতিগোচরে গৃহীত হইয়াছে ও তাহাতে যে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ ও প্রকৃত বিবরণ আছে ইহা দেখাইবার নিমিত্ত স্বীকার বাক্য সম্বন্ধীয় মন্মাত্মক লিপির পাঠে কএকটী শব্দ সন্নিবেশ করা গিয়াছে।

২৪। কার্য্যে যে সকল সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহা অতিক্রম করিবার উদ্দেশে পোলীস কর্ত্তৃক তল্লাশবিষয়ক ১৬৬ ও ৬৭ ধারা সংশোধন করা গিয়াছে। ৬৮ ধারাও সংশোধন করা গিয়াছে। একদিকে যতক্ষণ আবশ্যক তদধিক কাল পোলীস থানায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিতে দিবার সম্বন্ধে অত্যন্ত আপত্তি আছে অন্য দিকে আবার অপরাধিদিগকে ধরিবার নিমিত্ত বা সম্পত্তি উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সরেজমিনে তাহার উপস্থিত থাকা আবশ্যক হইলে তাহাকে মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দিতেই হইবে বলিয়া আদেশ করায় সুবিচারের গুরুতর বাধা হইতে পারে। উপযুক্ত সতর্কতার নিয়মাধীনে বিশিষ্ট কারণে অপরাধিকে এক্ষণকার মত আটক করিয়া রাখিতে দেওয়া যাইবে, কিন্তু সর্ব্বসাকুল্যে পনের দিনের অধিক কাল আটক করিয়া রাখা যাইবে না।

২৫। ৮৭১ সালের ৪ আইনের ১১ ধারা মতে করণরদের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে অপমৃত্যুর অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটদের প্রতিও মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ার্থে মৃত দেহ কবর হইতে উঠাইয়া পরীক্ষা করিবার তদ্রূপ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে (১৭৭ ধারা)।

৬ — অভিযোগের কার্য্যপ্রণালী।

২৬। ষষ্ঠ খণ্ডে আপীল পর্য্যন্ত অভিযোগের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কথা আছে। এই খণ্ড পশ্চাল্লিখিতরূপ ষোল অধ্যায়ে বিভক্ত।

১৫। তদন্ত ও বিচার কার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধিপত্যের বিধি।
১৬। মাজিস্ট্রেটদের নিকট নালিশ করিবার বিধি।
১৭। মাজিস্ট্রেটদের সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি।
১৮। সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ক বিধি।
১৯। অভিযোগের বিধি।
২০। মাজিস্ট্রেটরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি।
২১। যে মোকদ্দমা ওয়ারেণ্ট বাহির হয় মাজিস্ট্রেট দ্বারা তাহার বিচার হইবার বিধি।
২২। সরাসরী বিচারের বিধি।
২৩। হাইকোর্টের ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি।
২৪। তদন্ত ও বিচার বিষয়ক সাধারণ বিধি।
২৫। সাক্ষ্য বিষয়ক বিধি।
২৬। নিষ্পত্তি বিষয়ক বিধি।
২৭। মৃত্যুদণ্ডের দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ বিষয়ক বিধি।
২৮। আজ্ঞা সাধন সম্বন্ধীয় বিধি।

২৯। দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্ত্তন করিবার বিধি।

৩০। পূর্ব্ব অপরাধনির্ণয় কি নির্দ্দোষ নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

দৃষ্ট হইবে যে, অভিযোগের ঘটনাবলী যে রূপ কালানুক্রমিক পূর্ব্বলিখিত অধ্যায় গুলি, যত দূর হইতে পারে, তদ্রূপে বিন্যস্ত হইয়াছে।

২৭। (তদন্ত ও বিচারকার্য্যে আদালতের বিচারাধিপত্য বিষয়ক) ৫ অধ্যায়ে প্রথম তদন্তের কি বিচারের স্থানের ও পরে আনুষ্ঠানিক কার্য্যারম্ভের আবশ্যক নিয়মের বিধান আছে।

ব্রিটিষ প্রজা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে অপরাধ করিলে তাহার দায়িত্ব বিষয়ে এবং পলিটিকাল এজেন্টদেরসম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় প্রমাণ স্বরূপ তাহার গ্রহণ বিষয়ে, ভিন্ন দেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক (১৮৭৯ সালের ২১) আইনের ৯ ও ১০ ধারায় যথাক্রমে বিধান আছে। ঐ ধারাগুলি এই আইনের এই ভাগে (৮৯ ও ১৯০ ধারায়) উঠাইয়া আনা গিয়াছে। স্পষ্টই বোধ হয় ইহাই উহাদের উপযোগ স্থান।

২৮। মোকদ্দমা হস্তান্তর করণ সংক্রান্ত বর্ত্তমান আইনের বিধানসমূহে একটী প্রকরণ যোগ করিয়া বিধান করা গিয়াছে যে, কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্থানে এতদর্থে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিলে তিনি তদন্ত বা বিচার হইবার নিমিত্ত তাহা ঐ জিলার অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবেন। উক্ত মাজিষ্ট্রেটদের আদালতে যে কার্য্য উপস্থিত থাকে আবশ্যক হইলে এখানকার অপেক্ষা অল্প বিলম্বে তাঁহারা এই বিধানের বলে সেই কার্য্য বণ্টন করিয়া দিতে পারিবেন।

২৯। ১৯৬ ধারায় আদেশ আছে যে কোন২ অপরাধের নালিশ গ্রাহ্য করিবার অনুমতি দেওয়া গেলে, তাহাতে যে স্থানে ও যে ঘটনাসূত্রে অপরাধ করা যায় যথাসাধ্য তাহার নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অনুমতিদায়ী কর্ত্তৃপক্ষ যে কর্ত্তৃপক্ষের অধীন, সেই কর্ত্তৃপক্ষ অনুমতি রহিত করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান করা গিয়াছে। আর এবিষয়ে যে সন্দেহ উত্থিত হইয়াছে তাহার নিবারণার্থে ইহা নির্দ্দেশ করা গিয়াছে যে কোন আদালত হইতে সামান্যত যে আদালতে আপীল হয় এই ধারার কার্য্য পক্ষে প্রথমোক্ত আদালত সেই আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে।

৩০। মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নালিশ বিষয়ক ১৬ অধ্যায় ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ১৪৪ অবধি ১৪৭ পর্য্যন্ত ধারার তুল্য কিন্তু তাহাতে এই বিধানটী যোগ করা গিয়াছে যে কোন মাজিষ্ট্রেট যে নালিশ গ্রাহ্য করিতে সক্ষম নহেন সেই নালিশ তাঁহার নিকট লিখিয়া দেওয়া গেলে তিনি উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য তাহা ফিরাইয়া দিবেন (২০২ ধারা)।

পাণ্ডুলিপিতে স্পষ্ট করিয়া বিধান করা গিয়াছে যে তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট পরওয়ানা দেওয়া স্থগিত রাখিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন না (২০৩ ধারা)।

৩১। সেশন আদালতের বা হাই কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ক ১৮ অধ্যায়ে মাজিষ্ট্রেটের প্রতি এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে তিনি অভিযোগ অমূলক বিবেচনা করিলে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া মোকদ্দমা চলনের যে কোন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন (২১০ ধারা)।

৩২। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৪৩৯ অবধি ৪৭৯ পর্য্যন্ত ধারার ১৮৭৫ সালের আইনে যে সংশোধন হয় তাহা অভিযোগপত্র বিষয়ক ১৯ অধ্যায় সমুদয় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের প্রতি বর্ত্তান গিয়াছে এবং চাঁদ হরের মোকদ্দমায় (১১ বোম্বাই রিপোর্ট ২৪ পৃ) ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৪৫৭ ধারার সম্বন্ধে শ্রীযুত জষ্টিস ওয়েষ্ট সাহেব যে২ কথা বলেন, তদনুসারে পাণ্ডুলিপির ২৩৯ ধারা এরূপ করা হইয়াছে যে একটী বিশেষ ক্রিয়ার সমষ্টি স্বরূপ অপরাধে আবদ্ধ রাখা গিয়াছে যন্মধ্যে কতক গুলির সংযোগ হইলে একটী ক্ষুদ্রতর সম্পূর্ণ অপরাধ হয়

বর্ত্তমান আইনের ৪১৪ ধারার তুল্য অভিযোগ সংযোগ সংক্রান্ত ২৩৬ ধারা হইতে দণ্ডের পরিমাণ বিষয়ক সমুদয় বিধান উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে। উহা মূল ব্যবস্থার অন্তর্গত কার্য্যবিধানের অন্তর্গত নহে এবং উহার উপযুক্ত স্থান দণ্ড বিধির আইন। উদাহরণগুলও সংশোধন করা গিয়াছে।

কোন ব্যক্তির নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে যে স্থলে সেই ব্যক্তি এরূপ বৃত্তান্তের প্রমাণ দেন যাহাতে উহা ক্ষুদ্রতর অপরাধ হইয়া পড়ে সেই স্থলের নিমিত্ত ২৩৯ ধারায় বিধান করা গিয়াছে। তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্রতর অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

৩৩। সমনের মোকদ্দমার বিচার বিষয়ক ২০ অধ্যায়ের তুচ্ছ ও কষ্টদায়ি নালিশ সংক্রান্ত ২৫১ ধারায় একটী প্রকরণ যোগ করিয়া বিধান করা গিয়াছে যে পরে সেই বিষয় সংক্রান্ত দেওয়ানী মোকদ্দমায় ক্ষতিপূরণ দিবার আজ্ঞা করিবার সময়ে আদালত এই ধারামতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যত টাকা দেওয়া বা আদায় করা যায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

৩৪। ১৮ অধ্যায়ের ন্যায় ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমার বিচার বিষয়ক ২১ অধ্যায়েও একটী প্রকরণ যোগ করিয়া মাজিষ্ট্রেটের প্রতি এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে তিনি অভিযোগ অমূলক বিবেচনা করিলে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া মোকদ্দমা চলনের যে কোন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন (২৫৪ ধারা)। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিবাদকালে অভিযোগের সাক্ষিদিগকে পুনর্ব্বার ডাকাইয়া তাহাদের কূট পরীক্ষা করিতে পারিবেন ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ২১৮ ধারায় এই যে বিধান ছিল তাহা স্পষ্ট বাক্যে আদালতে কিম্বা আদালতের সীমাসরহদ্দের মধ্যে উপস্থিত সাক্ষিদের প্রতিই আবদ্ধ করা গিয়াছে (২৫৭ ধারা)। অভিযোগের সাক্ষিগণ আদালত হইতে চলিয়া গেলে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার ডাকাইবার ক্ষমতা কষ্ট দিবার ও বিলম্ব করিবার উদ্দেশে অনেক সময়ে অপব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া কথিত হয়।

৩৫। সরাসরীমতে বিচার বিষয়ক ২২ অধ্যায়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি এইরূপ অনুমতি দেওয়া গিয়াছে যে যে বেঞ্চের প্রতি দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে সরাসরীমতে যে২ অপ

রাধের বিচার করিতে পারেন সেইং অপরাধের সহায়তা ও উদ্যোগ করণাপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাও তাঁহা-দিগকে দিতে পারিবেন। ৫০ টাকার অনধিক মূল্যের চোরা দ্রব্য রাখা, এবং ৫০ টাকার অনধিক মূল্যের চোরা দ্রব্য গোপন করিয়া রাখিতে বা বিক্রয় দি করিতে সাহায্য করা অপরাধ সরাসরীমতে বিচার্য্য অপরাধের ফর্দ্দে যোগ করা গিয়াছে। উক্ত টাকার অধিক মূল্যের চোরা দ্রব্য হইলে ঐ দ্রব্য গ্রহণাপরাধের সরাসরীমতে বিচার হইবে না।

৩৬। জুরি ও তাহাদের সীমা সা বিষয়ক বিশেষ বিধি রক্ষা করিয়া ২৩ অধ্যায়ে হাই কোর্টের ও সেশন আদালতের নিমিত্ত একটী সাধারণ কার্য্যপ্রণালীর বিধান করা গিয়াছে।

অভিযোগের প্রমাণ না থাকিলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিবার ক্ষমতা সেশন আদালতকেও দেওয়া গিয়াছে (২৭৪ ধারা)।

পুলিসীটদ্বারা কিরূপে জুরবদগকে মনোনীত করা যাইবে এবিষয়ে আদেশ দিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের পরিবর্ত্তে হাই কোর্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছে (২৭৭ ধারা)।

কএক জনের নামে অভিযোগ হইলে যদি তন্মধ্যে কেহ প্রমাণ দিতে চাহে বলে অভিযোক্তা উত্তর দিতে পারিবেন (২৯৩ ধারা)।

অপরাধ যে স্থানে করা গিয়াছে বলিয়া কথিত হয় সেই স্থান দেখিবার নিমিত্ত জুরর কি আসেসরদিগকে লইয়া যাওয়া গেলে, তাহাদিগকে সংস্কার্য ফিরিয়া আসিবার নিয়ম হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন আদালতকে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে (২৯৪ধারা)।

সেশন জজ নির্দ্দোষ করণের মীমাংসায় সম্মত না হইয়া হাই কোর্টে মোকদ্দমা অর্পণ করিলে তাঁহার প্রতি আদেশ হইয়াছে (৩০৮ ধারা) যে তিনি যেঅপরাধ করা গিয়াছে বিবেচনা করেন তাহা লিখিবেন এবং হাই কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে পারিবেন কিম্বা যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিয়া জুরির সম্মুখে উপস্থিত করা যায় তৎক্রমে জুরি যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন অভিযুক্ত ব্যক্তির উক্ত অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন। ইহাই ৭২ সালের ১০ আইনের ২৬৩ ধারার এতদ্বিষয়ক প্রকরণের অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়।

৩৭। তদন্ত ও বিচার কার্য্য বিষয়ক সাধারণ বিধি সংক্রান্ত ২৪ অধ্যায়ে যাহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা যায় এরূপ অনেক কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে নিয়মাধীনে সহায়কে ক্ষমা করণের প্রস্তাব করিবার যে ক্ষমতাক্রমে এক্ষণে কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমায় কার্য্য হয় সমুদয় ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় সেই ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে (৩৩৭)। অনেক কর্ত্তৃপক্ষ এ গুরুতর পরিবর্ত্তের সপক্ষ। ইহার ঔচিত্য সম্বন্ধে আরো মত পাওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩৮। আইনমতে যে২ অপরাধের রফা হইতে পারে তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। দণ্ডবিধির আইনের ২১৪ ধারার যে বর্জিত কথায় এই বিষয়ের ব্যবস্থা আছে তাহা অতি দুর্ব্বোধ, এবং ঐ ধারার যে উদাহরণগুলি সংযুক্ত হইয়াছে তাহাতে ঐ দুর্ব্বোধ্যতার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপিতে ঐ উদাহরণগুলি রহিত করা গিয়াছে এবং ৩৫ ধারায় স্পষ্ট বাক্যে বলা গিয়াছে যে নির্দ্দিষ্ট কএক গুলি অপরাধের রফা করা যাইবে অন্য কোন অপরাধের নহে। ঐ নির্দ্দিষ্ট অপরাধগুলি এই২ —

- পীড়া জন্মান (দণ্ডবিধির আইনের ৩২৩ ৩৩৪ ৩৩৭ ও ৩৩৮ ধারা)।
- অন্যায়মতে অবরোধ বা বদ্ধ করণ (দণ্ডবিধির আইনের ৩৪১ ও ৩৪২ ধারা)।
- আক্রমণ বা অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ (দণ্ডবিধির আইনের ৩৫২ ও ৩৫৮ ধারা)।
- বেআইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান (দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৪ ধারা)।
- অপকার যেন সামান্য ব্যক্তির ক্ষতি বা হানি করা গেলে (দণ্ডবিধির আইনের ৪২৬ ও ৪২৭ ধারা)।
- অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ ও পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ (দণ্ডবিধির আইনের ৪৪৭ ও ৪৪৮ ধারা)।
- অপরাধভাবে চাকরীর চুক্তিভঙ্গ করণ (দণ্ডবিধির আইনের ৪৯০ ৪৯১ ও ৪৯২ ধারা)।
- পরস্ত্রীগমন ও অন্যের স্ত্রীকে কুমন্ত্রণায় লওন প্রভৃতি (দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৭ ও ৪৯৮ ধারা)।
- অপবাদ করণ (দণ্ডবিধির আইনের ৫০০ ধারা)।
- অপবাদজনক বিষয় মুদ্রিত বা খোদিত করণ (দণ্ডবিধির আইনের ৫০১ ধারা)।
- যাহাতে অপবাদজনক বিষয় থাকে এমত মুদ্রিত বা খোদিত বস্তু বিক্রয় করণ (দণ্ডবিধির আইনের ৫০২ ধারা)।
- শান্তিভঙ্গের প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে অপমান করণ (দণ্ডবিধির আইনের ৫০৪ ধারা)।
- যে স্থলে অপরাধ করিলে সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে সেই স্থল ছাড়া অপরাধভাবে ভয় দর্শান (দণ্ডবিধির আইনের ৫০৬ ধারা)।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ৩৩৫ ও ৪১৭ ধারামতে যথাক্রমে দণ্ডনীয় ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মান, ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মান ও বঞ্চনা করণ অপরাধ হইলে যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান গিয়াছে বা স্থল বিশেষে যাহাকে বঞ্চন করা গিয়াছে সে ব্যক্তি আদালতের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ অপরাধের রফা করিতে পারিবেন।

এই পাণ্ডুলিপি আইন হওন কালে এরূপ একটী ক্ষুদ্র আইন বিধিবদ্ধ করা আবশ্যক হইবে, যাহাতে নির্দ্দেশ থাকিবে যে দণ্ডবিধির আইনের ২১৪ ধারার বর্জিত কথার পরিবর্ত্তে এইং কথা দিতে হইবে।—

বর্জিত কথা। যে স্থলে আইনমতে অপরাধের রফা করা যাইতে পারে সেই স্থলের প্রতি ২১৩ ও ২১৪ ধারার বিধান বার্ত্তিবে না।

৩৯। নিষ্পত্তি বিষয়ক ২৬ অধ্যায়ের ৩৬৯ ধারায় অনুমতি দেওয়া গিয়াছে যে মফঃসল আদালতের নিষ্পত্তি অধ্যক্ষতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের মাতৃ ভাষায় লেখা যাইতে পারিবে।

৪০। ২৮ অধ্যায় আজ্ঞা সাধন বিষয়ক।—বর্ত্তমান আইনের ৩১৩ ধারার তুল্য ৩৯৫ ধারায় বিধান করা গিয়াছে যে কশাঘাতের পরিবর্ত্তে যে কারাদণ্ড দেওয়া যায় তাহা তিন মাসের অধিক হইবে না। কিন্তু অন্যদিকে আবার, অপরাধির মোট যত কারাদণ্ড হয় তাহা আইনমতে তাঁহার যে পরিমাণ কারাদণ্ড হইতে পারে। আদালত যে পরিমাণ কারাদণ্ড করিতে পারেন তদধিক হইবে না এই উপবিধিটী রহিত করা গিয়াছে এবং এইরূপে কারাদণ্ড করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে দোষ গুণের বিচার প্রার্থনা করা যাইতেছে।

৪১। এই অধ্যায়ে ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৩১৯ ও ৩২০ ধারার তুল্য কোন ধারা নাই। এরূপ না থাকার কারণ এই যে ঐ ২ ধারার বিষয় ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কীয় নহে, বরং তাহা বন্দিদের সম্বন্ধীয় ১৮৭১ সালের আইনের অন্তর্গত এবং এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইবার সহিত এক কালে একটি ক্ষুদ্র আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে, তাহাতে বন্দিদের সম্বন্ধীয় আইনের ৩৩ ধারার পরিবর্ত্তে ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৩১৯ ও ৩২০ ধারার তুল্য একটী ধারা দেওয়া যাইবে।

৪২। ২৯ অধ্যায় দণ্ড স্থগিত ও ক্ষমা ও পরিবর্ত্তন করণবিষয়ক।—দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করিবার প্রার্থনা হইলে, যে আদালতে অপরাধ নির্ণয় হয় সেই আদালতের আধিপত্যকারী জজের প্রতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ আদেশ করিতে পারেন যে বিচারের যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হয় ও প্রার্থনা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিবার উচিত্য সম্বন্ধীয় যে বৃত্তান্ত তাহা তিনি তাহার বর্ণনা লিখিয়া পাঠান (৪০১ ধারা)।

গবর্ণমেণ্টের দণ্ড পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা এপ্রকারে ব্যক্ত করা গিয়াছে যে কঠোর কারাদণ্ডের পরিবর্ত্তে সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে (৪০২ ধারা)।

৭।—আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন।

৪৩। সপ্তমখণ্ডে আপীল ও অর্পণ ও হাই কোর্টের সংশোধন ক্ষমতা বিষয়ক কথা আছে।

৪৪। ৩১ অধ্যায়ে (৪০৫ ধারায়) ক্রোকবদ্ধ সম্পত্তি পাইবার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞার উপর আপীল করিবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে।

৪৫। ৪০৮ ধারায় বিধান করা গিয়াছে যে ৩৪ ধারামতে প্রদত্ত বর্দ্ধিত ক্ষমতানুসারে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্য্য করিলে, তিনি যদি দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করণার্থে সেশন আদালতে না অর্পণ করিয়া থাকেন তাঁহার নিষ্পত্তির উপর উক্ত আদালতে আপীল হইবে ও যদি তদ্রূপ অর্পণ করিয়া থাকেন তবে হাই কোর্টে আপীল হইবে। ইহাতে উক্তরূপ আপীলগুলি আসিষ্টাণ্ট সেসন জজের উপর আপীলের ন্যায় হইল। উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখিবার কারণ দেখা যায় না।

৪৬। মান্দ্রাজ হাই কোর্টের একটী নিষ্পত্তি অনুসারে (ই লা রি ১ মান্দ্রাজ ৫৪ পৃ) ৪২৩ ধারায় বলা গিয়াছে যে, দণ্ডের আজ্ঞার উপর আপীল হইয়া আপীল আদালত তদনুযায়ি দণ্ড বাহাল করিলে, অন্য প্রকারের দণ্ড দিতে পারিবেন।

৪৭। নির্দ্দোষ নির্ণয়ের উপর আপীল হইলে ৪২৭ ধারায় স্পষ্টরূপ হাই কোর্টের প্রতি ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে উক্ত কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার সম্মুখে আনিবার আজ্ঞা দিতে ও আপীল নিষ্পত্তি হইবার অপেক্ষায় তাহাকে কারাগারে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহার নিকটে জামিন লইতে পারিবেন। এই ক্ষমতা না থাকাতে কোন ২ মোকদ্দমায় এরূপ ঘটিয়াছে যে, অপরাধী আপীলের কি ফল হইবে এই আশঙ্কায় পলায়ন করিয়াছে সুতরাং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল ব্যর্থ হইয়াছে।

৪৮। বোম্বাই হাই কোর্টের একটী নিষ্পত্তি (ই, লা রি ২ বোম্বাই ৫৬৪ পৃ) দেখিয়া একটী ধারায় (৪৩১) বিধান করা গিয়াছে যে যাহাদের প্রতি সদাচরণের জামিন দিবার আদেশ হয় কিম্বা যাহাদের অপরাধ নির্ণয় হয়, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহাদের কৃত আপীল উঠিয়া যায় ও অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে নির্দ্দোষ নির্ণয়ের উপর আপীল উঠিয়া যায়। আপীল উঠিয়া গেলেও দণ্ডিত ব্যক্তির পরিবারের প্রতি সদ্বিচার নিমিত্ত আবশ্যক হইলে ৪৩৯ ধারাক্রমে প্রদত্ত সংশোধনের ক্ষমতামতে হাই কোর্ট দণ্ডের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

৪৯। ৩২ অধ্যায়ে এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মহকুমার মাজিষ্ট্রেটদিগকে অধস্তন আদালতের নথী তলব করিবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে (৪৩৫ ধারা)। অন্যান্য বিষয়ে তাঁহারা যে কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন এই বিধান তাহারই অনুযায়ী।

৫০। অধস্তন আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অন্যায় মতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, সেশন আদালতের কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এরূপ বিবেচনা হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কেন সমর্পণ করা যাইবে না তাহাকে ইহার কারণ দেখাইবার সুযোগ না দিয়া সমর্পণ করা বিধেয় নহে (১ ও কে ৯৮)। ৪৩৬ ধারায় এই ভাবেরই বিধান করা গিয়াছে।

৫১। যখন সেশন আদালত বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব নাম আনুষ্ঠানিক কার্য্যপরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাহার যে ফল হয় হাই কোর্টের আজ্ঞার নিমিত্ত রিপোর্ট করিয়া দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিতে অনুরোধ করেন তখন ঐ সেশন আদালত বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ দণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত রাখিবার ও অভিযুক্ত ব্যক্তি অবরুদ্ধ থাকিলে জামিন বা তাহারই নিবন্ধ পত্র লইয়া তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৫২। (১৮৭২ সালের ১০ আইনের ২৩৯ ধারার তুল্য) ৪৯৭ ধারা এরূপে লিখিত হইয়াছে যে তৎক্রমে হাই কোর্ট সংশোধনের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে গিয়া অন্যায় নির্দ্দোষকরণে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন।

১৮৭২ সালের ১০ আইন যাঁহারা প্রণয়ন করেন, এই পরিবর্ত্তন তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

৫৩। হাই কোর্ট সংশোধন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা শুনিবার সুযোগ তাহাকে না দিয়া তাহার বিরুদ্ধে কোন আজ্ঞা করিবেন না (৪৪০ ধারা)।

৮।—বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্য্য।

৫৪। বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক অষ্টম খণ্ডে পশ্চাল্লিখিত বিষয় সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালীর কথা আছে—ইউরোপীয় ও আমেরিকাদেশীয়দের বিরুদ্ধ ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তি ও আদালতের অবজ্ঞা ও বিচার কার্য্যসম্পর্কীয় অন্যান্য অপরাধ স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণ রাজবন্দী হাবিয়স কর্পস ভাবাপন্ন আনুষ্ঠানিক কার্য্য।

৫৫। ৩৩ অধ্যায়।—বর্ত্তমান আইনে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাসম্বন্ধে হাই কোর্টের ও সেশন আদালতের কার্য্যপ্রণালী মধ্যে যে বিভেদ আছে ও যাহা থাকা আবশ্যক বোধ হয় না ৪৫১ ধারায় তাহা উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে। বিশেষত বিধান করা গিয়াছে যে কি সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে আবশ্যক অদ্ধাংশ জুরর কি আসেসর আমেরিক দেশীয় ও ইউরোপীয় হইতে পারিবে। বর্ত্তমান আইনে (৭৮ ধারায়) সেশন আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার বিচার জুরির দ্বারা হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ২৩৪ ধারার বিধান আছে যে কোন ইউরোপ বা আমেরিকাদেশীয় ব্যক্তি ব্রিটিষ প্রজা না হইলে তাহার ঐ রূপে বিচার হইবার সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে। শেষোক্ত বিধান পাণ্ডুলিপিতে গৃহীত হয় নাই।

৫৬। ৩৪ অধ্যায়।—ক্ষিপ্তমনা বলিয়া যে ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা যায় তাহাকে হেফাজত হইতে মুক্ত করিবার কিম্বা আত্মীয়ের হস্তে সমর্পণ করিবার যে ক্ষমতা ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৪৩৩ ও ৪৩৪ ধারামতে দেওয়া যায় বিচার কালে ক্ষিপ্তমনা দৃষ্ট হইলে যাহাদিগকে হেফাজতে সমর্পণ করা যায় তাহাদের প্রতি সেই ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়া পাণ্ডুলিপির ৪৭৪ ও ৪৭৫ ধারাক্রমে বর্ত্তান গিয়াছে।

৫৭। ৩৫ অধ্যায়।—এই অধ্যায় (৪৭৬ ৪৭৮ ৪৭৯, ৪৮০ ও ৪৮২ ধারা) স্পষ্ট বাক্যে রাজস্বসংক্রান্ত আদালত সমূহের প্রতি বর্ত্তান গিয়াছে।

৪৭৭ ধারা এইরূপে লিখিত হইয়াছে যে সেশন আদালতের সম্মুখে কোন ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে উক্ত আদালত তাহার নামে অভিযোগ পত্র লিখিতে পারিবেন, অভিপ্রায় না থাকিলে ও বর্ত্তমান আইনের ৪৭২ ধারায় উক্ত আদালতের ঐ ক্ষমতা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিলে সব রেজিষ্ট্রারেরা ৪৮০ ধারার মর্ম্মানুযায়ী "দেওয়ানী আদালত" বলিয়া গণ্য হইবেন (৪৮৩ ধারা)। সব-রেজিষ্ট্রারদের পদমর্য্যাদা ও যোগ্যতা ভিন্ন২ প্রদেশে ভিন্ন২ রূপ, কিন্তু এই দেশের কোন২ বিভাগে তাহারা এইরূপ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার যোগ্য বলিয়া বিশ্বাস আছে।

কোন রাজধানী নগরের ছোট আদালতে অবজ্ঞাহেতুক অপরাধ নির্ণিত হইলে, হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে, ৪৮৬ ধারায় বিধান করা হ।

১৮৭২ সালের আইনের ৪৭৩ ধারায় যে আদালতের ক্ষমতার অবজ্ঞা হয় এই২ যে কথা আছে তাহার অর্থ বুঝিতে যে কষ্ট হয়, তাহা এড়াইবার নিমিত্ত ৪৮৭ ধারা নূতন করিয়া লেখা গিয়াছে।

৯।—অতিরিক্ত বিধান।

৫৮। আইনে কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধীয় যে সাধারণ বিধি আছে তদতিরিক্ত কতকগুলি বিধান নবম খণ্ডে আছে। ইহাতে প্রথমত রাজকীয় অভিযোক্তা হাজির জামিন সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওয়ার কমিশ্যন ও সাক্ষ্য বিষয়ক বিশেষ বিধি আছে। তদনন্তর ইহাতে শান্তিরক্ষার ও সদাচরণের ও উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র প্রভৃতি যে দ্রব্য সম্বন্ধে কোন অপরাধ করা যায় তাহা লইয়া কার্য্যকরণ ফৌজদারী মোকদ্দমার হস্তান্তরীকরণ অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্য ও কোন২ বিবিধ প্রকারের বিষয় এইরূপ নানা ব্যাপার সম্পর্কীয় বিধান আছে।

৫৯। ৩৯ অধ্যায় রাজকীয় অভিযোক্তা বিষয়ক।—সেশন আদালতে মোকদ্দমা অর্পণ করা গেলে আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিম্নপদস্থ না হয় এরূপ পোলীস কর্ম্মচারিকে রাজকীয় অভিযোক্তা স্বরূপ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে। অনেক কর্ত্তৃপক্ষের মতে ঐ কর্ম্ম হইতে পোলীসের লোকদিগকে সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখা বাঞ্ছনীয় নহে। উপরিলিখিত নিয়মাধীনে সাক্ষিদিগকে ভয় দেখাইবার বা অযথাপ্রবৃত্তি দিবার আশঙ্কা থাকিবে না।

৬০। ৫০৫ ধারামতে আডবোকেট জেনরল সাহেবের কিম্বা ষ্টাণ্ডিং কৌন্সলসাহেবের কিম্বা গবর্ণমেণ্ট সলিসিটরসাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের আর অভিযোগ চালাইবার নিমিত্ত অনুমতি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

৬১। ৪০ অধ্যায় হাজির জামিন বিষয়ক।—এই অধ্যায় পোলীস কর্ম্মচারিদের প্রতি যে২ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা স্পষ্টবাক্যে কেবল পোলীস থানার অধ্যক্ষদের মধ্যে আবদ্ধ রাখা গিয়াছে।

৬২। ৪১ অধ্যায় সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার কমিশ্যন বিষয়ক।—সাক্ষ্য লইবার কমিশ্যন সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান আইন চারি প্রকারে সংশোধন করা যাইতেছে। সাক্ষী দেশীয় কোন রাজাধিকারের মধ্যে বাস করিলে, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ পোলিটিকাল এজেণ্টের বা অন্য কর্ম্মচারির প্রতি কমিশ্যন দিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে (৫১৩ ধারা)। ৪০৫ ধারায় আদেশ আছে যে যে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কমিশ্যন দেন, সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত প্রশ্নগুলি

প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করিবেন। অধস্তন কোন মাজিষ্ট্রেট কমিশান দিতে চাহিলে তিনি এখনকার ন্যায় সেশন আদালতের নিকট প্রার্থনা না করিয়া জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিবেন (৫ ৬ ধারা)। যে কার্য্য জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরই করা সুবিধা সেই কার্য্যের ভার হইতে এইরূপে সেশন আদালত মুক্ত হইবেন। আর কমিশন মতে কার্য্য হইয়া তাহা ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত যুক্তিমত নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত তদন্ত কি বিচার কার্য্য স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা স্পষ্ট বাক্যেই দেওয়া হইয়াছে (৫১৮ ধারা)।

৬৩। ৪২ অধ্যায় সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিশেষ বিধি বিষয়ক দণ্ডবিধির আইনের ১৯৯ ধারার দ্বিতীয় কি তৃতীয় কি পঞ্চম কি ষষ্ঠ কি সপ্তম কি অষ্টম কি নবম কি দশম বর্জ্জিত কথামতে প্রতিবাদ করিতে গিয়া কোনং অবস্থার সত্যা প্রমাণ করিবার স্থলে বিপরীত দৃষ্ট না হইলে সরলভাব অনুমান করা যাইবে পাণ্ডুলিপির ৫২১ ধারায় এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। ইহাই এক্ষণে রাজধানী নগরের ব্যবস্থা (১৮৬২ সালের ১৮ আইনের ২৭ ধারা) এবং ইহা মফস্সলে বর্ত্তাইলে উপকারের সম্ভাবনা।

৬৪। ৪৪ অধ্যায় সম্পত্তি লইয়া যে কার্য্য করিতে হইবে তদ্বিষয়ক।—সংপ্রতি বোম্বাই কোর্ট যে বিধি করিয়াছেন, তদনুসারে ৫২৮ ধারায় নির্দ্দেশ করা গিয়াছে যে, হাই কোর্ট কিম্বা সেশন আদালত সম্পত্তি লইয়া কার্য্য করিবার আজ্ঞা দিলে এবং উক্ত সম্পত্তি পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে আপন কর্ম্মচারি দ্বারা তাহা দিবার সুবিধা হইতে না পারিলে, উক্ত কোর্ট কি আদালত সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটদ্বারা আজ্ঞা ফলবতী হইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৬৫। যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় ৫২৮ ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে যাবৎ আপীল করিবার মিয়াদ গত না হয় অথবা উপযুক্ত সময়ে আপীল উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ ঐ আপীল ডিস্‌মিস না হয় তাবৎ ঐ আজ্ঞামত কার্য্য করা যাইবে না।

৬৬। কোন নির্দ্দোষী ক্রেতা চোরা দ্রব্য খরিদ করিয়া আইনমত অধিকারিকে ফিরাইয়া দিলে, যে চোরের অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার নিকট যে টাকা পাওয়া যায় সেই টাকা হইতে মূল্য দিবার বিধান করা গিয়াছে (৫৩০ ধারা) এই বিধান মহারাণী বিক্টোরিয়ার ৩০৩১ বৎসরের ৩৫ অধ্যায়ের আইনের ১০ ধারার অনুযায়ী।

৬৭। দণ্ডবিধির আইনের ২৯২ কি ২৯৩ কি ৫০১ কি ৫০২ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে যে অশ্লীল পুস্তক কি অপবাদের বিষয় সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহা বিনষ্ট করিবার বিধান ৫৩২ ধারায় আছে। উক্ত আইনের ২৭২ অবধি ২৭৫ পর্য্যন্ত ধারামতে যে মিশ্রিত কি অনিষ্টজনক খাদ্য কি পানীয় কি ঔষধীয় দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয় ইহাতে তাহা বিনষ্ট করিবারও বিধান আছে।

৬৮। ৪৫ অধ্যায় ফৌজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তর করণ বিষয়ক।—(ই লা রি ১ কলিকাতা ২২৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) স্যর বার্ণেস পীকক সাহেবের মিনিট অনুসারে ৫৩৭ ধারায় বিধান করা গিয়াছে যে হাই কোর্টে মোকদ্দমা হাস্তান্তর করিবার প্রার্থনা হইলে, তাহা প্রস্তাবনাক্রমে করা যাইবে, ও আফিডেবিট বা প্রতিজ্ঞা দ্বারা তাহার পোষকতা করিতে হইবে।

৬৯। ৪৬ অধ্যায় অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক।—মাজিষ্ট্রেটের উপযুক্তরূপ ক্ষমতা ছিল না কেবল এই কারণে যেং আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ করা যাইবে না তদ্বিষয়ের ফর্দ্দে ২৪ অধ্যায়মত ক্ষমা করিবার প্রস্তাব এবং ৫৩৫ বা ৫৩৬ ধারামত সম্পত্তি বিক্রয় যোগ করা গিয়াছে।

৭০। ৪৭ অধ্যায় বিবিধ বিষয়ক।—কারাবদ্ধ করিবার বা হাজতে রাখিবার স্থান অবধারিত করিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে দেওয়া গিয়াছে [৫৫১ ধারা]। এই আইনমতে কৃত আজ্ঞার বলে অর্থদণ্ডের টাকা ছাড়া অন্য যে টাকা দেয় হয় তাহা অর্থদণ্ডের মত আদায় করা যাইতে পারিবে [৫৫৮ ধারা]। অপহৃত স্ত্রীলোকদিগকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করিবার যে ক্ষমতা এক্ষণে কেবল রাজধানী নগর সমূহে আছে, তাহা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদের প্রতি বর্ত্তান গিয়াছে [৫৬২ ধারা]। অধস্তন আদালতের কাগজপত্রে পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা হাই কোর্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছে [৫৬৪ ধারা]। আর বিবিধ বিষয় ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য কালে কিরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে এই বিষয়ে সন্দেহ উত্থিত হইলে এতদর্থে হাই কোর্ট এই আইনসঙ্গত যে বিধি প্রণয়ন করিয়া থাকেন আদালত তদনুসারে চলিবেন [৫৬৮ ধারা] ১৮৬৮ সালের ১ আইনের ৫ ধারার তুল কোন প্রকরণ এই পাণ্ডুলিপিতে নাই যদিও সংগৃহীত আইন সমূহের প্রত্যেকটীতে] যথা ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৩০৯ ধারায় ১৮৭৫ সালের ১০ আইনের ৩৭ ধারায় ও ১৮৭৭ সালের ৪ আইনের ১২ ধারায়] তদ্রূপ বিধান আছে। দণ্ডবিধির আইন সংশোধনার্থ পূর্ব্বোল্লিখিত পাণ্ডুলিপিতে এ বিষয়ের বিধান করা যাইবে।

তফসীল।

৭১। দ্বিতীয় ও পঞ্চম তফসীল যথাক্রমে ১৮৭২ সালের ১০ আইনের চতুর্থ ও দ্বিতীয় তফসীলের তুল্য। কেবল মফস্সল আদালতের নহে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটেরও আদালতের উপযোগী করিতে তাহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করা গিয়াছে। পঞ্চম তফসীলে এক্ষণে অন্যূন ৫৬ খান পাঠ আছে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ও পঞ্জাবে কার্য্য এই সকল পাঠের পরীক্ষা হইয়াছে।

যেং অপরাধে পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মান অপরাধ তন্মধ্যে ধরা গিয়াছে। হঠাৎ ক্রোধজনক কার্য্য করাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক যে পীড়া জন্মান যায় যে ব্যক্তি ঐ কার্য্য করে তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায় না থাকিলে, ঐ পীড়া জন্মান সম্বন্ধেও ঐরূপ পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।

পীড়ার অভিযোগসম্বন্ধে বর্ত্তমান আইন অনুসারে পোলীসের যে বহুব্যাপক অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক হয় তাঁহাতে গুরুতর কর্ম্মে পোলীসদলের মনোযোগ থাকে না ও সাধারণের অল্পই উপকার হয় এইরূপ কথিত হয়।

পরস্ত্রীগমন অপরাধ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের ও প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য করা গিয়াছে

দণ্ডবিধির আইনের ৫৩৫ ধারা সংশোধন করিবার যে প্রস্তাব আছে, তদনুসারে হানি করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নিদ্বারা অপকার করণ সংক্রান্ত প্রকরণ পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে। গোলাজাত শস্যে আগুন লাগাইয়া দেওয়া অপরাধ নিবারণ করিবার নিমিত্ত এই পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে। এই অপরাধ এই দেশের কোন২ প্রদেশে প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। এইরূপে একজন কৃষকের সমস্ত শস্য বিনষ্ট হইতে পারে কিন্তু ইহার মূল্য ১০০৲ টাকার কম হইলে [অনেক সময়ে এইরূপই হয়] ঐ কৃষক মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেন্ট না পাইলে অপরাধিকে ধৃত করিবার নিমিত্ত পোলীসের সাহায্য পাইতে পারে না।

১৮৭২। সালের ১০ আইনে ২১ ও তৎপরবর্ত্তি ধারাগুলিতে যে২ ক্ষমতার ফর্দ্দ ছিল তাহা পাণ্ডুলিপির তৃতীয় ও চতুর্থ তফসীল ভুক্ত করা গিয়াছে।

৭২। এই পাণ্ডুলিপি ১৮৭৯ সালের ১২ ও ১৯ আপ্রিল তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হয়, এবং এই প্রার্থনা সহ ভিন্ন২ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান যায় যে নির্ব্বাচিত স্থানীয় ব্যবস্থাপকদের দ্বারা ইহা পরীক্ষিত হয়। এইরূপ করা হইয়াছে এবং পরীক্ষার ফল চুপেজী কম্যাস এক প্রকাণ্ড পুস্তকে আছে। এই সমালোচনা রাশির প্রতি এবং পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইবার পর যে২ মোকদ্দমার রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই পাণ্ডুলিপি সংশোধন করা গিয়াছে এবং ইহা সত্য সত্যই বলা যাইতে পারে যে এই পাণ্ডুলিপি ইহার বর্ত্তমান আকারে ব্যক্তি বিশেষের বা কার্য্য বিভাগ বিশেষের রচনা নয় বরং ভারতবর্ষীয় সমস্ত জজ মাজিষ্ট্রেটদের রচনা। এই দ্বিতীয় বার সংশোধন কালে উঠাইয়া দেওয়া ভিন্ন যে সকল পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহাই বাজীতে ইটালিক অক্ষরে ছাপা হইয়াছে। যাহা উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে মিয়াদ সংক্রান্ত ধারাগুলিই প্রধান ; অনেক বড়২ কর্ত্তৃপক্ষের মতানুসারে ঐ ধারাগুলি ভারতবর্ষের অনুপযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৭৩। এই আইন ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের পূর্ব্বে প্রবল হইবে না এইরূপ প্রস্তাব আছে। তাহা হইলে বর্ত্তমান আইন যে তারিখে প্রচলিত হয়, তদবধি দশবৎসর অতীত হইবে। শ্রীযুত সার ফিটজ জেমস ষ্টিফেন সাহেবের মতে এই আইন যে সময়ে নূতন করিয়া বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত ইহাতে তাহার পর পাঁচ বৎসর যাইবে। ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বিচারকার্য্য সম্পর্কীয় তাঁহার প্রসিদ্ধ মন্তব্যলিপিতে তিনি লিখিয়াছেন আমি বলি যে প্রয়োজনীয় প্রত্যেক আইন সম্বন্ধে পাঁচ বৎসরে অন্যূন একবার করিয়া এই প্রক্রিয়া পুনরবলম্বিত হওয়া উচিত।

৭৪। করণর ও ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাগণ ও দুর্ব্বৃত্ত জাতি সম্পর্কীয় আইনের বিশেষ বিধান বাদ দিয়া শ্রীযুত ককেরেল সাহেব ও শ্রীযুত কলবিন সাহেব ও শ্রীযুত ফিটজ পাট্রিক সাহেব ও আমি যতদূর পারিয়াছি এই পাণ্ডুলিপিটী ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক সম্পূর্ণ আইন করিয়াছি। ইহার বিধানগুলি স্পষ্ট ও কার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করা গিয়াছে এবং তাহার প্রতিশোধস্বরূপ সমুদয় যোগ্য ব্যক্তির নিকটে আগ্রহসহকারে প্রার্থনা করা যাইতেছে যে ঈদৃশ বৃহৎ ও জটিল গ্রন্থে তাঁহারা সতর্কতাসহকারে বারম্বার সংশোধন করা গেলেও নিঃসন্দেহ যে সকল ভ্রম কি ত্রুটি দেখিতে পাইবেন তৎসমুদয় যেন দেখাইয়া দেন।

কালকাতা ৮৮১ সাল ২৫ ফেব্রুয়ারি।	}	উইটলী ষ্টোক্‌স।

Numb 2191 ২১৯১

[REGISTERED NO 30]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 26, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART II

Resolutions Orders, and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধারণ আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

No 3031A.

GENERAL —*The 24th June* 1881 —Baboo Sree Nath Chatterjee, Sub-Deputy Collector, Hajeepore Mozufferpore, is allowed leave for two months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

The 12th July 1881 —Baboo Poorno Chunder Chatterjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is transferred to Rungpore, and is posted to the sudder station of that district

The 13th July 1881 —Mr H F J Kean c s, has been allowed by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of leave for three months on medical certificate

The orders of the 18th ultimo, appointing Baboo Anund Chunder Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Backergunge to have charge of the Patuakholly division of that district, are cancelled

Baboo Chunder Coomar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector Noakholly, is transferred to the district of Backergunge, and is appointed to have charge of the Patua kholly division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Chundra Seeker Banerjee or until further orders

In supersession of the orders of the 18th ultimo, Moulvi Syed Obeedoollah Deputy Magistrate and Deputy Collector Khoolna Jessore, is transferred to the Noakholly district, and posted to the sudder station of that district

Mr H P Peterson, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Chittagong is vested with powers under Section 85 of the Land Registration Act VII (B C) of 1876 to hear appeals against orders of Sub Deputy Collectors

Baboo Romesh Chundra Das acted as a Sub Deputy Collector of the Second Grade for Land Registration work in the district of Chittagong from the 18th March to the 9th May 1881

The 15th July 1881 —The orders of the 10th May 1881 granting to Baboo Prosonno Coomar Dutt, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Noakholly leave for two months, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code are cancelled

Mr F H B Skrine, c s has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India an extension of leave for three months on medical certificate

Mr C N Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India an extension of leave for twenty one months without pay

The 16th July 1881 —Baboo Opendro Chunder Mazoomdar temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector is posted to the sudder station of the Rungpore district, from the date on which he is relieved of his present special appointment under the Court of Wards in that district

Baboo Opendro Chunder Mazoomdar, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector Rungpore is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 1st proximo

Baboo Jadub Chunder Gossami, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is posted temporarily to the Balasore district, from the date on which he is relieved of his present special duty

Mr H W Gordon, Officiating District and Sessions Judge of Mozufferpore, is allowed leave for three months under Sections 72—2 and 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 13th proximo

Mr J Posford, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Chumparun, is appointed to act as District and Sessions Judge of Mozufferpore, during the absence, on leave of Mr H W Gordon, or until further orders

The 18th July 1881 —Mr H F J T Maguire, Assistant Magistrate and Collector, in charge of the Begooserai division of the Monghyr district, is allowed leave for two months and twenty seven days under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the afternoon of the 28th instant

[*Government Gazette, 26th July* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

৩০৩১A নম্বর।

সাধারণ।— ১৮৮১ সাল ২৪ জুন।— মজফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়, অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।— দিনাজপুরের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গপুরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৩ জুলাই।—ভারতবর্ষের পক্ষে মহিবর শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীযুত এচ, এফ, জে, ক্রীম, সি, এস, সাহেবকে চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে আর তিন মাসের ছুটী দিয়াছেন।

বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালী মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে বাকরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র সেনের নিয়োগ বিষয়ক গত মাসের ১৮ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত বাকরগঞ্জ জিলায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালী মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

গত মাসের ১৮ তারিখের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। যশোহরের অন্তর্গত খুলনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ অবীদুল্লা নওয়াখালী জিলায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

চট্টগ্রামের একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এচ, পি, পিটারসন সাহেব সব ডেপুটী কালেক্টরদের আজ্ঞার উপর আপীল শুনিতে ভূমি রেজিষ্টরী বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৮৫ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু রমেশচন্দ্র দাস ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের ১৮ তারিখ অবধি মে মাসের ৯ তারিখ পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম জিলায় ভূমি রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিয়াছেন।

১৮৮১সাল ১৫ জুলাই।— নওয়াখালীর একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার দত্তকে সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাসের ছুটী দেওন বিষয়ক ৮৮১ সালের ১০ মের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীযুত এফ এইচ, বি, ক্লাইন, সি এস, সাহেবকে চিকিৎসকের সর্টিফিকেটক্রমে আর তিন মাসের ছুটী দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিনা বেতনে আর একুশ মাসের ছুটী দিয়াছেন।

১৮৮১ সাল ১৬ জুলাই।—কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত কোর্ট ওয়ার্ডের অধীন স্বীয় বিশেষ কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিবার তারিখ অবধি রঙ্গপুর জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

রঙ্গপুরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র গোস্বামী স্বীয় বিশেষ কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিবার তারিখ অবধি কিয়ৎকালের নিমিত্তে বালেশ্বর জিলায় অবস্থাপিত হইলেন।

মজফরপুরের একটিং ডিষ্ট্রিকট ও সেশন জজ শ্রীযুত এচ ডবলিউ, গর্ডন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২—২ ও ৭১ ধারামতে আগামি মাসের ১৩ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এচ, ডবলিউ, গর্ডন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় চাম্পারণের একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে পোস্ফর্ড সাহেব মজফরপুরের ডিষ্ট্রিকট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত বেগুসরাই মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ এফ, জে, টি, মাগুয়ার সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ২৮ তারিখের অপরাহ্ন অবধি দুই মাস সাতাইশ দিনের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮১। ২৬ জুলাই।]

Mr T L L Jenkins, Assistant Magistrate and Collector, Durbhunga is appointed to have charge of the Begooserai division of the Monghyr district during the absence on leave, of Mr H F J T Maguire, or until further orders

Mr A W B Power, Deputy Commissioner of Lohardugga, is allowed leave for two months under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved

Mr R M Waller Deputy Commissioner of Darjeeling on leave, is appointed to act as Deputy Commissioner of Lohardugga, during the absence, on leave, of Mr A W B Power or until further orders

The 19th July 1881 —Baboo Komul Narain Chuckerbutty who was appointed, under the orders of the 7th instant as a temporary Sub Deputy Collector in the Burdwan Division is posted to the Jehanabad division of the Hooghly district

Mr H Beverley Additional Judge and Additional Sessions Judge of the 24 Pergunnahs and Hooghly is appointed under Clause 6 Section 3 Act X of 1870 to perform the functions of a Judge under that Act within the local limits of the Hooghly district

Baboo Behary Lal Ghosal is appointed to act as a Sub Deputy Collector, during the absence, on leave of Baboo Siva Prosonno Sen or until further orders, and is posted to the Contai division of the Midnapore district

Mr K J Badshah Assistant Magistrate and Collector Goalundo Furreedpore, is transferred to Dacca and is posted to the sudder station of that district

POLICE —*The 12th July* 1881 —Baboo Surup Chunder Das Inspector of Police is promoted from the Second to the First Grade, with effect from the 1st June 1881, *vice* Baboo Dinobundhoo Sen, retired

The undermentioned Inspectors of Police are promoted from the Third to the Second Grade with effect from the dates mentioned opposite their names —

Baboo Ram Chunder Roy, with effect from the 1st September 1880, *vice* Baboo Shib Kishore Roy retired

Baboo Koylash Chunder Gangooly with effect from the 27th October 1880 *vice* Baboo Mohima Chunder Ghose retired

Bahadoor Hosein with effect from the 22nd December 1880 *vice* Aziz Khan deceased

Mr G Cleveland with effect from the 12th January 1881, *vice* Baboo Koonjo Lal deceased

Baboo Jogeshur Mookerjee, with effect from the 14th April 1881 *vice* Moulvi Jaffar Ali Khan, transferred

Moulvi Zamin Ali Chowdry, with effect from the 1st June 1881, *vice* Baboo Surup Chunder Das, promoted

Mr J Masters, Officiating District Superintendent of Police, Gya is appointed to act as District Superintendent of Police, Moorshedabad during the absence on leave of Mr H M Reily or until further orders

This cancels the orders of the 27th ultimo appointing Mr J F Needham, Assistant Superintendent of Police, City Patna, to act as District Superintendent of Police Moorshedabad, and Mr G B Havelock Assistant Superintendent of Police, Patna to have charge of the Police of City Patna

The 13th July 1881 —Mr H Dawson, District Superintendent of Police Purneah, is appointed to act until further orders in the Fourth Grade of District Superintendents of Police with effect from the 1st ultimo *vice* Mr G H French

Mr G R K Meares District Superintendent of Police, Backergunge is appointed to act, until further orders, in the Fourth Grade of District Superintendents of Police, with effect from the 8th ultimo *vice* Mr H N Harris

The 15th July 1881 —Mr F A Chichester Assistant Superintendent of Police, has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India an extension of leave for six months on medical certificate

The 18th July 1881 —Mr J Monro, Inspector General of Police, is allowed leave for two months and nineteen days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 13th proximo or from such subsequent date as he may avail himself of it

[*Government Gazette, 26th July* 1881]

শ্রীযুত এচ, এফ, জে, টি মাগুার সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় দ্বারভঙ্গার আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটব শ্রীযুত টি, এল এল, জোনকিন্স সাহেব মুঙ্গের জিলার অন্তগত বেগুসরাই মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

লোহারডগার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত এ, ডবলিউ বি পৌযব সাহেব যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভার অর্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এ ডবলিউ বি, পৌয়র সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছুটীপ্রাপ্ত দার্জিলিঙ্গের ডেপুটী কমিশানর শ্রীযুত আর এম ওয়ালর সাহেব লোহারডগার ডেপুটী কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।—এই মাসের ৭ তারিখের আজ্ঞাক্রমে বর্দ্ধমান খণ্ডে নিযৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু কমলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমার অবস্থাপিত হইলেন।

২৪ পরগনা ও হুগলীব আডিশ্যনল জজ ও আডিশানল সেশন জজ শ্রীযুত এচ বেবরলী সাহেব ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৩ ধাবার ৬ প্রকরণ মতে হুগলী জিলাব স্থান সীমার মধ্যে জজের ক্ষমতা-ক্রমে কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুত বাবু শিবপ্রসন্ন সেনের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল ঘোষাল সব-ডেপুটী কালেকটরের পদে নিযুক্ত হইয়া মেদিনীপুব জিলার অন্তর্গত কাঁথি মহকুমার অবস্থাপিত হইলেন।

ফরীদপুরের অন্তর্গত গোযালন্দের আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত কে জে, ব্যাডেলী সাহেব ঢাকায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু সেন, কর্ম্মহইতে অবসর গ্রহণ করাতে পোলীসের ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু স্বরূপচন্দ্র দাস ১৮৮১ সালের ১ জুন অবধি দ্বিতীয় শ্রেণী-হইতে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

পোলীসের নিম্নলিখিত ইনিস্পেক্টরেরা আপন২ নামের পার্শ্বলিখিত তারিখ অবধি তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শিবকিশোর রায় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র রায ১৮৮০ সালের ১ সেপ্টেম্বর অবধি।

শ্রীযুত বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৮০ সালের ২৭ অক্টোবর অবধি।

আজিজ খাঁর মৃত্যু হওযাতে শ্রীযুত বাহাদুর হুসেন ১৮৮০ সালের ২২ ডিসেম্বর অবধি।

কুঞ্জলাল বাবুর মৃত্যু হওযাতে শ্রীযুত জি ক্লীবলাণ্ড সাহেব ৮৮১ সালের ১২ জানুযারি অবধি।

শ্রীযুত মৌলবী জাফরআলি খাঁ স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে শ্রীযুত বাবু যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায ৮৮১ সালের ৪ আপ্রেল অবধি।

শ্রীযুত বাবু স্বরূপচন্দ্র দাসের পদ বৃদ্ধি হওযাতে শ্রীযুত মৌলবী জমিন আলি চৌধুবী ৮৮ সালের জুন অবধি।

শ্রীযুত এচ, এম র‍্যাম্‌লী সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, গযার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে মার্ষ্টর্স সাহেব মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্মকরণার্থে শহর পাটনার পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে এফ নিডাম সাহেবের এবং শহর পাটনার পোলীসের কার্য্যের অধ্যক্ষতাভার গ্রহণার্থে শ্রীযুত জি বি হাবলক সাহেবের নিয়োগ বিষয়ক গত মাসের ২৭ তারিখের আজ্ঞা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

৮৮ সাল ১৩ জুলাই।-শ্রীযুত জি, এচ ফ্রেঞ্চ সাহেবের পবিবর্ত্তে পূর্ণিযার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ ডাসন সাহেব গত মাসের ১ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এচ এল, হারিস সাহেবের পবিবর্ত্তে বাকরগঞ্জের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জি, আর, কে, মিয়াস সাহেব, গত মাসের ৮ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৫ জুলাই।—ভারতবর্ষের পক্ষের শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এফ এ চিচেষ্টর সাহেবকে চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে আর ছয় মাসের ছুটী দিয়াছেন।

১৮৮১ সাল ১৮ জুলাই।—পোলীসের ইনস্পেক্টর জেনরল শ্রীযুত জে, মনরো সাহেব আগামি মাসের ১৩ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যাযের ৭১ ধারামতে দুই মাস উনিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১।২৬ জুলাই।]

Colonel W R Gordon, Deputy Inspector General of Police, is appointed to act as Inspector General of Police, during the absence, on leave, of Mr J Munro, or until further orders

Colonel W T Fagan District Superintendent of Police, Sarun, is appointed to act as a Deputy Inspector General of Police during the absence, on deputation, of Colonel W R Gordon, or until further orders

The services of Mr J F Rivett Carnac Assistant Superintendent of Police, Midnapore, on leave are placed at the disposal of the Government of India in the Home Department

The 19th July 1881 —Baboo Nobo Kristo Ghose Assistant Superintendent of Police, Palamow Lohardugga is transferred to Patuakhally in the district of Backergunge

REGISTRATION —*The 18th July* 1881 —Baboo Mohesh Chunder Bose Special Sub Registrar of Burrisal is allowed leave for one month and six days, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he availed himself of it

Baboo Pran Kissen Chatterjee is appointed to act as Special Sub Registrar of Burrisal during the absence on leave of Baboo Mohesh Chunder Bose or until further orders

EDUCATION —*The 15th July* 1881 —Mr William Dutt M A Head Master of the Commilla Government School is appointed to be Secretary to the District School Committee of Commilla *vice* Baboo Durga Das Dutt, transferred

The 16th July 1881 —Mr J A Martin Professor, Kishnaghur College is allowed leave for one month and seven days under Section 72—1 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 1st May last

The 19th July 1881 —Mr M G DuS Prothero B A Professor Presidency College is transferred to the Kishnaghur College with effect from the 21st June last

OPIUM —*The 12th July* 1881 —Mr H O Donnell is appointed to act until further orders as an Assistant Sub Deputy Opium Agent in the Benares Agency *vice* Mr H Hastings

The 18th July 1881 —Mr H G C Clarke Assistant Sub Deputy Opium Agent Behar Agency is appointed to act as Sub Deputy Opium Agent of Patna during the absence, on deputation of Mr A H Turnbull or until further orders

MEDICAL —*The 14th July* 1881 —Surgeon C H Joubert Second Resident Surgeon Presidency General Hospital acted as First Resident Surgeon of that Hospital, in addition to his own duties from the 4th April last to the date on which he was relieved by Dr F C Nicholson

The 15th July 1881 —Assistant Surgeon Gopal Chunder Chatterjee, attached to the Durbhunga Dispensary was in medical charge of the Civil Station of Durbhunga, from the 16th May to the 5th June 1881

The 16th July 1881 —Assistant Surgeon Amrito Lal Das in charge of the Charitable Dispensary at Mymensingh is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

Assistant Surgeon Jogendro Nath Mitra a Supernumerary at the Presidency is allowed leave for two years under Section 16 Chapter II of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may avail himself of it

Assistant Surgeon Aghore Nath Banerjee, a Supernumerary attached to the Presidency General Hospital is allowed leave for three weeks under Section 126 6 Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the 5th ultimo

The following gentlemen are appointed to be Members of the Committee for the Management of the Charitable Dispensary in Baloorghat in the district of Purneah —

The Moonsif of Patneetallah

The Sub Inspector of Schools, Southern Division

The 19th July 1881 —Surgeon H W Hill who reported his return from furlough on the 18th instant is appointed to act until further orders, as Civil Surgeon of Manbhoom

MUNICIPAL —*The 12th July* 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Bishenpore Municipality, in the district of Bankoora —

Ram Sadoy Mookerjee
Rameswar Sen
Ram Chandra Mohapattra
Koylash Chandra Ghose

[*Government Gazette 26th July* 1881]

শ্রীযুত জে মনরো সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডেপুটী ইন্সিপেক্টর জেনরল কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ আর, গর্ডন সাহেব, পোলীসের ইনস্পেক্টর জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ আর গর্ডন সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সারণের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ টি ফেগান সাহেব পোলীসের ডেপুটী ইনস্পেকটর জেনেরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত মেদিনীপুরের পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, টি রিবেট কার্ণাক সাহেব হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

৮৮১ সাল ৯ জুলাই।—লোহারডগার অন্তর্গত পালামৌয়ের পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষ বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালীতে প্রেরিত হইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—৮৮ সাল ৮ জুলাই।—বরিশালের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র বসু যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাস ছয় দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র বসুর ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বরিশালের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রারের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু দুর্গাদাস দত্ত স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে কমিল্লার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত উমেশচন্দ্র দত্ত এম এ কমল্লা জিলার স্কুল কামটীর সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১১ জুলাই।—কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত জে মার্টিন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে গত মে মাসের ১ তারিখ অবধি এক মাস সাত দিনের ছুটী পাইলেন।

৮৮১ সাল ৯ জুলাই।—প্রেসিডেন্সী কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত এম জি ডুসপ্রথরো সাহেব বি এ গত জুন মাসের ২১ তারিখ অবধি কৃষ্ণনগর কালেজে প্রেরিত হইলেন।

আফীম বিষয়ক।—৮৮১ সাল ১২ জুলাই।—শ্রীযুত এচ হেষ্টিংস সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত এচ ওডনেল সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বাণারস এজেন্টীর আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটী এজেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত এ এচ টর্ণবুল সাহেবের অনুপস্থিতকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বিহার এজেন্টীর আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত এচ জি, সি ক্লার্ক সাহেব পাটনার আফীমের সব ডেপুটী এজেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৪ জুলাই।—প্রেসিডেন্সী জেনরল হাঁস্পাতালের দ্বিতীয় রেসিডেণ্ট সর্জ্জন সর্জ্জন শ্রীযুত সি এচ জৌবর্ট সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত গত আপ্রেল মাসের ৪ তারিখ অবধি অর্থাৎ ডাক্তর শ্রীযুত নিকলসন সাহেবের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি উক্ত হাঁস্পাতালের প্রথম রেসিডেণ্ট সর্জ্জনের কর্ম্ম করিয়াছেন।

১৮৮১ সাল ১৫ জুলাই।—দ্বারভঙ্গার ঔষধালয়ে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮১ সালের মে মাসের ১৬ তারিখ অবধি জুন মাসের ৫ তারিখ পর্য্যন্ত দ্বারভঙ্গার সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

১৮৮ সাল ১৬ জুলাই।—ময়মনসিংহের দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুত অমৃতলাল দাস যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

রাজধানীতে অতিরিক্ত সর্জ্জন শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র যে তারিখে ছুটীগ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধি ২ অধ্যায়ের ১৬ ধারামতে দুই বৎসরের ছুটী পাইলেন।

প্রেসিডেন্সী জেনরল হাঁস্পাতালে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুত অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ২৬—৬ ধারামতে গত মাসের ৫ তারিখ অবধি তিন সপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুরুলিয়া জিলার অন্তর্গত বালুরঘাটস্থ দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পত্নীতলার মুনসেফ।

দক্ষিণ খণ্ডের স্কুলসমূহের সব ইনস্পেক্টর।

১৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।—সর্জ্জন শ্রীযুত এচ ডবলিউ হিল সাহেব, নিয়মিত ছুটীহইতে এই মাসের ৮ তারিখে প্রত্যাগমন করিয়াছেন রিপোর্ট করিয়া যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় মানভূমের সিবিল সর্জ্জনের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২ জুলাই।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত রামসদয় মুখোপাধ্যায়।	শ্রীযুত রামচন্দ্র মহাপাত্র।
„ রামেশ্বর সেন।	„ কৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৬ জুলাই।]

The 13th July 1881 —Mr P J Neuville, District Engineer, is appointed to be a Commissioner of the Monghyr Municipality

The Lieutenant Governor approves the re election, by the Commissioners of the South Barrackpore Municipality, of Baboo Chandra Kumar Moitra to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The 15th July 1881 —The Lieutenant Governor approves the re election, by the Commissioners of th Hazaribagh Municipality of Mr A H Collins Assistant Magistrate and Collector to be their Vice Chairman

The following gentlemen are re appointed to be Commissioners of the above Municipality —

Mr M L Mitra
, A H Gantzer
Rai Jodu Nath Mookerjee
Mr B Frizoni
Baboo Hari Churn Mitra
Moonshi Golab Chand
Baboo Jugger Nath Mistri
, Shewnarain Sett

The following gentlemen are also appointed to be Commissioners of the above Municipality —

Mr F Wilcox
The Officer Commanding in Cantonments
Mr Max Leibert, Tea Planter
Captain Smart late Bengal Pilot Service
Baboo Bhawani Churn Mitra Pleader
Sheik Hossein Bux Contractor
Baboo Annoda Pershad Dey, Medical Practitioner

Baboo Preonath Banerjee is re appointed to be a Commissioner of the North Dum Dum Municipality

The 16th July 1881 —Mr H W Hughes is appointed to be a Commissioner of the Commilla Municipality in the district of Tipperah

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Behar Municipality in the district of Patna

Baboo Luchmi Chund
Chooni Lall
Shah Nazerool Hossein
Mahomed Sugad

The following gentlemen are re appointed to be Commissioners of the Behar Municipality —

Baboo Prumber Nath Mitter, Assistant Surgeon
Moulvi Abdool Aziz
Ali Ahmed
Shah Ata Hossein
Shah Makbool Hossein
Ekbal Hossein
Mir Leakat Hossein
Sheik Ahmed Ali
Baboo Deokrishna Bhat *alias* Mohes Bhat

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Behar Municipality of Moulvi Naseeruddin Ahmed to be their Vice Chairman

ROAD CESS —*The 18th July* 1881 —Baboo Khettra Paul Sing Roy is appointed to be a member of the Branch Road Cess Committee of Serampore *vice* Baboo Guru Doyal Sing Roy resigned

The 19th July 1881 —Baboo Uma Churun Banerjea Deputy Magistrate and Deputy Collector is appointed to be Vice Chairman of the District Road Cess Committee of Dinagepore, *vice* Mr J F Needham transferred

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 1st July 1881 —Under the powers vested in him by Section 158 Act IX (B C) of 1880 the Lieutenant Governor sanctions the formation of a Branch Road Cess Committee for carrying out the purposes of the said Act within the limits of the sub division of Bhuddruck, in the district of Balasore

[*Government Gazette*, 26th *July* 1881]

১৮৮১ সাল ৩ জুলাই।—ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত পি জি নিউবিল সাহেব মুঙ্গের মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

দক্ষিণ বারাকপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার মৈত্রকে ১৮৮১।৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮১ সাল ১৫ জুলাই।—হাজীপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এ এচ লিজ সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এম এল মিত্র।
" এ, এচ গানজর সাহেব।
" রায় যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।
" বি ফ্র্যাজোনি সাহেব।

শ্রীযুত বাবু হরিচরণ মিত্র।
মুন্সী গোলাব চাঁদ।
" বাবু জগন্নাথ মিশ্র।
" বাবু শিবনারায়ণ সেট।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ও উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এফ উইলকক্স সাহেব।
সেনানীবেশের কর্ত্তৃপক্ষ।
চাকর শ্রীযুত মাক্সলাইবর্ট সাহেব।

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব আড়কাটীর কার্য্যের কাপ্তান শ্রীযুত স্মার্ট সাহেব।
উকীল শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ মিত্র।
কন্ট্রাক্টর শ্রীযুত সেখ হুসেন বক্স।

চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু অন্নদা প্রসাদ দে।

শ্রীযুত বাবু প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর দমদমা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৬ জুলাই।—শ্রীযুত এচ ডবলিউ হিউস সাহেব ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কমিল্লা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পাটনা জিলার অন্তর্গত বিহার মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত লক্ষ্মীচাঁদ বাবু।
চুনিলাল বাবু।

শ্রীযুত সাহ মাজেরুল হুসেন।
মহম্মদ সাদ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বিহার মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত বাবু প্রিয়ম্বদনাথ মিত্র।
শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল আজীজ।
আলি অহাম্মদ।
" শাহ আতা হুসেন।

শ্রীযুত শাহ মকবুল হুসেন।
একবল হুসেন।
মির লিয়াকৎ হুসেন।
সেখ আহাম্মদ আলি।
বাবু দেবকৃষ্ণ ভাট বা মহেশ ভাট।

বিহার মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত মৌলবী নসীরুদ্দীন আহাম্মদকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়ক ১৮৮১ সাল ১৫ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু [illegible] নাথ কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রপাল সিংহ রায় শ্রীরামপুরের শাখাপথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৯ জুলাই।—শ্রীযুত জে এফ নিউটন সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দিনাজপুর জিলার পথকর কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

হরেস এ কক্রেন
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১ জুলাই।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৮০ সালের [illegible] ৯ আইনের ১৫৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে তিনি বালেশ্বর জিলার অন্তর্গত ভদ্রক মহকুমার সীমার মধ্যে উক্ত আইনের কার্য্যপক্ষে শাখা পথকর কমিটী স্থাপনের অনুমতি দিলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৬ জুলাই]

The following gentlemen are appointed to form the Branch Committee —

The Sub divisional Officer Chairman, *ex officio* ,,
Rai Nemai Churn Bose Bahadoor Landholder, } Members
Baboo Mothoor Mohun Parhi, ,, } Members
,, Gobind Bullub Rai, ,, } Members
Moulvi Mūlla Muhammad Mazhar ul Haq ,, } Members

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 5th July 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Kishnagur Municipality for the erection of kitchens for the use of the Municipal constables attached to the Goari section house in the town of Kishnagur village Hat Goari, Pergunnah Ukhra Zilla Nuddea, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less two cottahs and fourteen chittaks is required The land is bounded on the North by Brojo Nath Pal Chaudhuri s jamaye land on the East by Jiban Ghose s jamaye land, on the South by Police section houses and on the West by the Gola Putti Street

The declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 8th July 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor that land is required to be taken up by Government at the expense of the South Dum Dum Municipality for public purposes viz for a municipal outpost and pound in the village of Belgatchea Punchannogram, Zillah 24 Pergunnahs it is hereby declared that for the above purposes a piece of land measuring more or less four superficial cottahs of standard measurement is required The land is bounded on the North by the high road leading from Calcutta to Jessore on the east by the existing pound house on the South by the garden of Dino Ghose and on the West by the homestead land of Shistee Dhur Kurmokar.

This declaration is made, under the provisions of Section 6 Act X of 1870, to all whom it may concern

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 12th July 1880 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose viz for improving Nobin Sircar's Lane, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land No 18 Nobin Sircar's Lane measuring more or less three chittacks and one square foot is required The land is bounded on the North by No 18, Nobin Sircar's Lane and on the East South and West by Nobin Sircar's Lane A plan and specification of the land are filed in the office of the Commissioners for the town of Calcutta for public inspection

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette*, 26*th July* 1881]

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা শাখা কমিটী হইবেন।

মফস্বলের কর্তৃপক্ষ, স্বীয় পদোপলক্ষে সভাপতি।

ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত রায় নিমাইচরণ বসু বাহাদুর, }
„ শ্রীযুক্ত বাবু মথুরমোহন পাহি। } মেম্বর।
„ বাবু গোবিন্দবল্লভ রায় }
„ মৌলবী মল্লা মহম্মদ মজহর উল হক }

এচ, এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং, সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ নদীয়া জিলার অন্তর্গত উখরা পরগনার হাট গোয়াড়ি গ্রামে কৃষ্ণনগর নগরের গোয়াড়ি সেকশন সংক্রান্ত মুনিসিপল কনস্টাবলদের ব্যবহারের নিমিত্ত পাকশালা প্রস্তুত করণার্থে কৃষ্ণনগর মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ন্যূনাধিক /২৸৶ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ব্রজনাথ পাল চৌধুরীর জমাই জমি পূর্ব্ব সীমা জীবন ঘোষের জমাই জমি দক্ষিণ সীমা পোলীস সেকশন হৌস ও পশ্চিম সীমা গোপাপটী ষ্ট্রীট।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত পঞ্চান্নগ্রামের বেলগাছিয়া গ্রামে মুনিসিপল ফাঁড়ি ও খোঁয়াড় করিবার জন্যে দক্ষিণ দমদমা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কল্পিতমতে ন্যূনাধিক চারি কাঠা পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কলিকাতা হইতে যশোহর পর্য্যন্ত বড় রাস্তা, পূর্ব্ব সীমা বর্ত্তমান খোয়াড় ঘর, দক্ষিণ সীমা দীন ঘোষের বাগান ও পশ্চিম সীমা স্বস্তিধর কর্ম্মকারের বাস্তু ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ, এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ নবীন সরকারের লেনের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতার মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে নবীন সরকারের লেনের ন্যূনাধিক ৶১০ ছটাক এক বর্গ ফুট পরিমিত ১৮ নং ভূমি খণ্ডের প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা নবীন সরকারের লেনের ১৮ নং বাটী, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা নবীন সরকারের লেন। উক্ত ভূমির নক্সা ও বিশেষ বিবরণ সাধারণের দেখিবার জন্যে কলিকাতা নগরের কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ, এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৬ জুলাই।]

DECLARATION

The 12th July 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose viz for improving Warris Bagan Lane it is hereby declared that for the above purpose pieces of land Nos 1 2 4 5 9 and 11 Warris Bagan Lane and No 9, Zig Zag Lane measuring more or less 6 (six) cottahs 14 (fourteen) chittacks and 11 (eleven) square feet are required The following are the boundaries of the lands —

Portion marked A in the plan bounded on the North and West by Warris Bagan Lane, South by Immambaree Lane East by portion of No 5 Warris Bagan Lane

Portion marked B in the plan bounded on the North and East by Warris Bagan Lane South by latrine belonging to the Corporation West by portion of No 4 Warris Bagan Lane,

Portion marked C in the plan bounded on the North West and South by Warris Bagan lane East by portion of Nos 9 and 11 Warris Bagan Lane

Portion marked D in the plan bounded on the North partly by Zig Zag Lane, and partly by Warris Bagan Lane South and East by Warris Bagan Lane, West by No 9 Zig Zag Lane and Nos 1 and 2 Warris Bagan Lane

Plans and specifications of the lands are filed in the Office of the Commissioners for the town of Calcutta for public inspection

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 9th July 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for removing the Azimgunge Post Office in Town Azimgunge zillo Moorshedabad it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less six cottahs two chittacks of standard measurement bounded on the North by Bani Datta s and Chhatra Kahar s house on the East by the Proprietor s land and the river Bhagiruthee on the South by the Proprietor s land, and on the West by the Bakahputi Ghât Lane is required within the Town of Azimgunge

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 19th July 1881 —Whereas a notification was published in the *Calcutta Gazette* of the 20th April 1881 declaring the intention of the Lieutenant Governor to extend the provisions of Act V (B C) of 1880 the Bengal Vaccination Act to the Hooghly and Chinsurah Municipality in the district of Hooghly and whereas no objection to such extension has been made within six weeks of such publication the Lieutenant Governor is now pleased in the exercise of the power conferred on him by Clause 1 of Section 1 of the said Act, to direct that the proposed extension shall take effect from the 1st September 1881

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 18th July 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Tramways Company Limited, for a public purpose viz for a depot and stables for the use of the Company, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less eight bigahs one cottah and eight chittacks situated in the district of the 24 Per

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১১ জুলাই।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ওয়ারিস বাগান লেনের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ওয়ারিস বাগান লেনে ১৩ ২ ও ৪ ও ৫ ও ৯ ও ১১ নং এবং জিগজ্যাগ লেনে ৯ নং ভূমি খণ্ডের অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১৮ ছটাক ১১ বর্গ ফুট পরিমিতে উক্ত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই ২,—

নকশার A চিহ্নিত খণ্ডের উত্তর ও পশ্চিম সীমা ওয়ারিস বাগান লেন দক্ষিণ সীমা এমামবাড়ী লেন পূর্ব্ব সীমা ওয়ারিস বাগান লেনের ৫ নং খণ্ডের কিয়দংশ।

নকশার B চিহ্নিত খণ্ডের উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা ওয়ারিস বাগান লেন দক্ষিণ সীমা সমবায়িত সমাজের পাইখানা পশ্চিম সীমা ওয়ারিস বাগান লেনের ৭ নং খণ্ডের কিয়দংশ।

নকশার C চিহ্নিত খণ্ডের উত্তর ও পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা ওয়ারিস বাগান লেন পূর্ব্ব সীমা ওয়ারিস বাগান লেনের ৯ ও ১১ নং খণ্ডের কিয়দংশ।

নকশার D চিহ্নিত খণ্ডের উত্তর সীমা অপ্রশস্ত জিগজ্যাগ লেন ও অপ্রশস্ত ওয়ারিস বাগান লেন দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমা ওয়ারিস বাগান লেন পশ্চিম সীমা জিগজ্যাগ লেনের ৯ নং এবং ওয়ারিস বাগান লেনের ১ ও ২ নং।

উক্ত ভূমির নকশা ও বিশেষ বিবরণ সাধারণের দেখিবার জন্যে কলিকাতা নগরের কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদের অবগত্যর্থে ৮১ সালে ১ আইনের ৬ ধারার বিধান মতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ এম কিশ

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৯ জুলাই।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত আজিমগঞ্জ নগরে আজিমগঞ্জের ডাকঘর অন্য স্থানে করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত আজিমগঞ্জ নগরে কটিমতে ন্যূনাধিক ।৵ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা [illegible] দাসের ও ছত্র [illegible] বাটী পূর্ব্ব সীমা জমীদারের জমী ও ভাগিরথী নদী দক্ষিণ সীমা জমীদারের জমী ও পশ্চিম সীমা বকালি পটি ঘাট লেন।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদের অবগত্যর্থে ৮১০ সালের [illegible] আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এ মাকেঞ্জি

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

৮৮১ সাল ৯ জুলাই।—হুগলী জিলার অন্তর্গত হুগলী ও চুঁচড়া মুনিসিপালিটীতে বঙ্গদেশের গো বীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গ ৫ আইনের প্রধান প্রকরণ জারি করা বিষয়ে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায়সূচক যে বিজ্ঞাপন ১৮৮১ সালের ৬ আপ্রিলের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা প্রকাশ করণের সময়াবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি উপস্থিত না হওয়াতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের [illegible] ধারার ৫ প্রকরণ দ্বারা যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি ৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর অবধি সেই প্রস্তাবিত প্রকরণ বলবৎ হইবার আজ্ঞা করিলেন।

এচ এম কিশ

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮ ১ সাল ৮ জুলাই।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ কলিকাতা সীমা স্ক্র টামওয়ে কোম্পানির ব্যবহারার্থে ডেপোর ও আস্তাবলের নিমিত্ত উক্ত কোম্পানির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলিকাতা পরগনার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রাম ও মৌজা ভবানীপুরের বৃহৎ ষষ্ঠ খণ্ডের A উপখণ্ডের ১৩ নং যোতরসা পাগল

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮১। ২৬ জুলাই]

ɛ unnahs pergunnah Calcutta, Dehi Punchannogram mouzah Bhowanipore, grand division VI sub division A holding No 53 at the junction of the Russapaglah and Lower Circular Roads is required The land is bounded on the North by the Lower Circular Road, on the East by the Russapaglah Road on the South by a ditch and bustee lands and on the West by bustee lands and a pathway

This declaration is made, under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT

No 3032 J

The 13th July 1881 – Baboo Parumutho Gangooly a Government pensioner is appointed to be an Honorary Magistrate for the Santipore Bench in the district of Nuddea and is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

The 16th July 1881 —Baboo Opendro Chunder Mozoomdar temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector who has, under separate orders of this date been posted to Rungpore is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

Baboo Jadub Chunder Goswami Deputy Magistrate and Deputy Collector Balasore is vested with the powers of a Magistrate of the First Class and with the power to try summarily the offences mentioned in Section 222 of the Criminal Procedure Code

The 18th July 1881 —Baboo Umesh Chunder Banerjee temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector Cold Southal Pergunnahs is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class and with those of a Moonsif in that sub division

The 19th July 1881 —Mr I Inglis Assistant Magistrate and Collector Hooghly is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

Baboo Sheo Shunker Sahey Second Sudder Moonsif of Gya is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes throughout the local limits of the Sudder Moonsifee of the district of Gya for the trial of suits cognizable by such a court up to the amount of Rs 50

Baboo Uma Churn Dutt First Moonsif of Baraset in the district of the 24 Pergunnahs is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes throughout the local limits of the Baraset Moonsifee for the trial of suits cognizable by such a court up to the amount of Rs 50

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

— — — —

NOTIFICATION

The 18th July 1881 —Under Section 16 of the Bengal Civil Courts Act VI of 1871 the Lieutenant Governor directs that until further orders the Court of the Additional Judge of Hooghly shall be held at Howrah

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT —BENGAL

— — — —

The 13th July 1881

No 186 —*Leave* —Mr A M Salmon Assistant Engineer First Grade and District Engineer under the Road Cess Committee Patna is granted privilege leave for three months under Section 7 of the Civil Leave Code with effect from the 15th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it

[*Government Gazette, 26th July* 1881]

ও লাগার সংযুক্তার রোডের সংযোগ স্থানে ন্যূনাধিক ৮/১।। ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তরসীমা লোয়ার সংযোগের রোড, পূর্ব্ব সীমা বসাপাগলা রোড, দক্ষিণ সীমা গর্ত্ত ও বসতী জমী ও পশ্চিম সীমা বসতী জমী ও পথ।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদের অবগত্যর্থ ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ এম, কিশ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটি সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

৩৩২A নম্বর।

৮৮১ সাল ৩ জুলাই।—গবর্ণমেণ্টর পেনশান ভোগী শ্রীযুত বাবু পরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নদীয়া জিলার অন্তর্গত শান্তিপুর স্টেশনে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটর পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৮৮১ সাল ১৬ জুলাই।—অদ্যকার তারিখের স্বতন্ত্র আজ্ঞাক্রমে রঙ্গপুর জিলায় অবস্থিত কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটর ক্ষমতা পাইলেন।

রাজেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র গোস্বামী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২২২ ধারার লিখিত অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—সাতাল পরগনার অন্তর্গত গদ্দার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত মহকুমায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ও মুনসেফের ক্ষমতা পাইলেন।

৮৮১ সাল ৯ জুলাই।—তৃতীয় আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত টি ই কিশ সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

গয়ার প্রথম সদর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শিবশঙ্কর শর্মা গয়া জিলার সদর মুনসেফীর স্থান সীমার সর্ব্বত্র ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারাসতের প্রথম সদর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু উমাচরণ দত্ত বারাসত মুনসেফীর স্থান সীমার সর্ব্বত্র ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

হরেস এ, কক্রেল।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—শ্রীল শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত ৮৭ সালের ৬ আইনের ১৬ ধারা মতে এই আজ্ঞা করিলেন যে যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় হুগলীর আডিশ্যনল জজ আদালত হাওড়ায় অধিষ্ঠিত হইবে।

হরেস এ কক্রেল

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮ সাল ৩ জুলাই।

৮৬ নম্বর।—ছুটী।—প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র ও পাটনার পথকর কমিটীর অধীন ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এ এম সাম্‌সন সাহেব এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭৩ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৬ জুলাই।]

No 187 —*Posting* —With reference to Government of India Notification No 178 dated 13th May 1881 Baboo Khettur Nath Chatterjee, Executive Engineer, Second Grade reported his arrival at Calcutta on the afternoon of the 18th July 1881, and is posted to the Burdwan Division

The 18*th July* 1881

No 188 —*Notification* —With reference to Notification No 175 of the 7th instant Mr J Barton, Executive Engineer Third Grade joined the office of the Superintending Engineer Sone Circle on the afternoon of the 11th July 1881

No 189 —*Transfer* —Mr F P Faulkner Assistant Engineer Second Grade, is transferred in the interests of the public service from the First to the Second Calcutta Division which he joined on the forenoon of the 30th June 1881

No 190 —*Notifications* —Mr A R Macdonald Assistant Engineer Second Grade Northern Bengal State Railway availed himself on the afternoon of the 7th instant of the three months language leave granted him in Notification No 152 of the 21st June 1881

No 191 —With reference to Notification No 41 dated the 12th March 1881 Captain A C Biggs Wither Executive Engineer, First Grade joined the Julpigoree Division on the forenoon of the 18th March last

No 195 —Notifications Nos 219 and 35 of the 28th March and 18th April 1881 respectively granting 39 days privilege leave to Mr G M Drury Traffic Superintendent Northern Bengal State Railway and appointing Mr G S Leonard to act for him respectively are hereby cancelled

No 196 —*Leave* —Mr J A Campbell, Executive Engineer Fourth Grade temporary rank Darjeeling Division is granted three months privilege leave under Chapter V Section 73 of the Civil Leave Code and Public Works Code II 11 27, in continuation of the three months leave to study the native languages which was granted to him in the marginally noted orders

No 2 dated 9th Ap 1 1881

LOCAL COMMUNICATION

No 197 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for a district road to be known as the Bulliah Ghât and Doomraon Road the said road being bounded on the North by the Ganges at Bulliah Ghât and on the South by the East Indian Railway at Doomraon and passing through land situate in, and appertaining to villages Bhojepore Majhwari Dhunarjovpur Chandpali Sonbursa Poiladeh Pudree Vanuckpura Soonderpur Suheear Argunpore, pergunnah Bhojepore in the district of Shahabad and being 10½ miles in length it is hereby declared that for the aforesaid purpose a strip of land containing an area of 35 acres 2 roods 26 poles more or less is required within the aforesaid villages

This declaration is made under the provisions of Section 6 Act X of 1870 to all whom it may concern

No 198 —*Declaration under Section* 6 *of Act* X *of* 1870 *of the Government of India* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor that land is required to be taken by Government at the expense of the Chittagong Road Cess Committee for a public purpose viz for the construction of the first section of the Juldi Road from Shadhanpoor to Poochurry in zillah Chittagong it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 14 miles in length and 53 feet in average breadth for road containing 271 beeghas 13 cottahs 10 dhoors and for temporary occupation for three years for excavation more or less 14 miles in length and 52 feet in average breadth containing 248 beeghas 10 cottahs 15½ dhoors passing through villages Shadhanpoor Goonagari Kokeduudi Palagram Kalipur, Boilchori, Chechooria Perung Juldi Shilkope, Chumbul and Napora in Banskhali thana is required

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

G F E S NEILL *Major* R E,
Asst Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

[*Government Gazette*, 26*th July* 1881]

৮৮১ সাল ১৪ জুলাই।

১৮৭ নম্বর —অবস্থিতির কথা।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ৮৮১ সালের ৩ রের ৭৮ ন বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক্সেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮৮১ সালের ১৩ জুলাইর অপরাহ্নে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন রিপোর্ট করিয়া বর্দ্ধমান খণ্ডে আস্থাপিত হইলেন।

৮৮১ সাল ৮ জুলাই।

৮৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—এই মাসের ৫ তারিখের ৭৫ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে তৃতীয় শ্রেণীর এক্সেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে, বারন সাহেব ৮৮১ সালের ১১ জুলাইর অপরাহ্নে শোণচক্রের সুপরিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়রের আফিসে কর্ম্মগ্রহণ করিলেন।

১৮৯ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ই টি, ফলকনর সাহেব রাজকার্য্যের স্বার্থের নিমিত্তে কলিকাতার প্রথম খণ্ড হইতে দ্বিতীয় খণ্ডে প্রেরিত হইয়া ৮৮১ সালের ৩০ জুনের পূর্ব্বাহ্নে তথায় কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

১৯০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—বঙ্গদেশের উত্তর দিকের ষ্টেট রেওলয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এ, আর, মাকডোনালড সাহেব ৮৮১ সালের ২১ জুনের ১৫০ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পান তাহা এই মাসের ৭ তারিখের অপরাহ্ণে গ্রহণ করিলেন।

৯১। - ১৮৮১ সালের ১২ মার্চের ৪১ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর এক্সেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র কাপ্তান শ্রীযুত এ জি সি ফিগউইনর সাহেব গত মার্চ মাসের ১৮ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে জলপাইগুড়ি খণ্ডে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

৯৫ নম্বর।—বঙ্গদেশের উত্তরদিকের ষ্টেট রেলওয়ের ট্রাফিক সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জি এম, ডুরি সাহেবকে ঊনচল্লিশ দিনের অনুগ্রহের ছুটী দেওন বিষয়ক ও তাহার কর্ম্ম করণার্থ শ্রীযুক্ত জি এন, লেনার্ড সাহেবকে নিযুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ ও ১৮ আপ্রিলের ক্রমান্বয়ে ২১৯ ও ৩৫ নং বিজ্ঞাপন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

১৯৬ নম্বর।—ছুটী।—দার্জ্জিলিঙ্গ খণ্ডের চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎকালিন এক্সেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে এ, কাম্বেল সাহেব, পার্শ্বলিখিত আজ্ঞাক্রমে এদেশীয় ভাষাভ্যাস করণার্থে যে তিন মাসের ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারামতে এবং পবলিক ওর্কস বিধি পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ১১ পরিচ্ছেদের ২৭ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সালের ৯ আপ্রিলের ২২ নং।

স্থানীয় বস্তাদি বিষয়ক।

১৯৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ 'বলিয়াঘাট ও ডুমরাওন পথ' নামে প্রদেশীয় পথ করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে পশ্চাৎ লিখিত গ্রামে ন্যূনাধিক ৩১ একর ২ রুড ২৬ পোল এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত পথের উত্তর সীমা বলিয়াঘাটে গঙ্গা নদী, দক্ষিণ সীমা ডুমরাওনে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে। উক্ত পথ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার ভোজপুর ও মথুরারি ধনঞ্জয়পুর ও চাঁদপালি ও সোনর্ষা ও পয়লাডিহ ও পত্রি ও ভামরুপুর ও সুন্দরপুর ও সহীয়ার ও আর্গমপুর গ্রামস্থ ও তৎসামিল ভূমি দিয়া যায়। উক্তপথ ১০॥ মাইল দীর্ঘ।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সম্বাদ দেওয়া গেল।

১৯৮ নম্বর।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৭০ সালের ০ আইনের ৬ ধারামত বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত সাধনপুর অবধি পুচরি পর্য্যন্ত জলদি পথের প্রথমভাগ প্রস্তুত করণার্থে চট্টগ্রামের পথকর কমিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পথের নিমিত্তে ন্যূনাধিক ৪ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে ৫৩ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ২৭১।।৩ কাঠা ১ ধুর পরিমিত এবং মাটি কাটিবার জন্যে তিনবৎসরের নিমিত্ত ১৪ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে ৫২ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ২৫৮৷০ কাঠা ১৫॥ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্তভূমি বাঁশখালি থানার সামিল সাধনপুর ও গুনাগাড়ি ও কোকদণ্ডি ও পালাগ্রাম ও কালীপুর ও বৈলচোরি ও চেচুরিয়া ও পেরঙ্গ ও জলদি ও শিলকোপ ও চম্বল ও নাপোরা গ্রামের মধ্য দিয়া যায়।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সম্বাদ দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এল, মীল, মেজর এম এস সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

[গেবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৬ জুলাই।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।

চতুর্থ খণ্ড ।•

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮১ সালের ৪ মার্চ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।—

১৮৮১ সালের ৩ নম্বর।

সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

নির্ঘণ্ট।

হেতুবাদ।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

১। সংক্ষেপ নাম।
ব্যাপ্তি।
আরম্ভ।

২। যেং আইন রহিত হইল তাহার কথা।

৩। অর্থ করণের ধারা।

৪। কোনং আডমিরলটি কোর্টের প্রতি যেং ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা রক্ষা করিবার কথা।
ফৌজদারী উচ্চতম আদালতের দ্বারা সেই ক্ষমতামতে কার্য্য হইবার কথা।

২ অধ্যায়।

জাহাজ সম্বন্ধে দুর্ঘটনা ঘটিলে এবং কাপ্তান, মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের নামে অভিযোগ হইলে তাহার অনুসন্ধান বিষয়ক বিধি।

৫। এই অধ্যায় কোনং জাহাজের প্রতি না বর্ত্তিবার কথা।

ধারা।

৬। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে দুর্ঘটনার সংবাদ জানাইতে হইবার কথা।

৭। অনুসন্ধান লইবার জন্যে বিশেষ আদালত নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৮। দুর্ঘটনার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন অন্যান্য আদালতের কথা।

৯। কাপ্তান, মালিম, ও ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইলে, তাহার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতার কথা।

১০। অযোগ্যতার বা অসদাচরণের অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১১। অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর শুনিবার কথা।

১২। সাক্ষ্য ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধান সম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতার কথা।
অ্যাসেসরের কথা।

১৩। সাক্ষিদিগকে ধরিয়া আনিবার ও জাহাজে উঠিবার ও জাহাজ আটক রাখিবার ক্ষমতার কথা।

১৪। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।
প্রমাণ দিবার জন্য ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিবার কথা।
জবানবন্দীর কথা।

১৫। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আদালতের রিপোর্ট করিবার কথা।

৩ অধ্যায়।

সর্টিফিকেট স্থগিত ও রহিত করিবার ও নূতন সর্টিফিকেট দিবার বিধি।

১৬। ইংলণ্ডের আইনমত সর্টিফিকেট রহিত ও স্থগিত করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণের কথা।

ধারা।

ঐ সর্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে স্থানীয় সর্টিফিকেট দিতে পারিবার কথা।

১৭। কোন২ সর্টিফিকট স্থগিত রাখিতে কি রহিত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।

এই আইনমত অনুসন্ধান হইলে পর।

অন্যান্য আইনমতে অনুসন্ধান লওনের পর।

কোন অপরাধ নির্ণয় করা গেলে।

অন্য ব্যক্তি তাঁহার উপর নিযুক্ত হইলে।

১৮। কাপ্তান প্রভৃতির সার্টিফিকেটদিতে হইবার কথা।

১৯। অন্য স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা।

২০। বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডে রিপোর্ট করিবার কথা।

২১ রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা অন্যথা করিবার ক্ষমতার কথা।

নূতন সর্টিফিকেট দিবার ক্ষমতার কথা।

---

৪ অধ্যায়।

নাবিকদের সঙ্গে বন্দোবস্তের কথা।

২২। এই অধ্যায় ৮৫৯ সালের ১ আইনের অংশ বলিয়া পঠিত হইবার কথা।

২৩। নাবিকদের সঙ্গে কাপ্তান সাহেবদের বন্দোবস্ত করিতে হইবার কথা।

২৪। বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ ও তাহার মর্ম্মের কথা।

২৫। আহারীয় দ্রব্যের যে স্কন্দ খালাসীদিগকে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

২৬। খালাসীকে জাহাজে লইলে তদ্বিবয়ের বিধান।

২৭। ব্রিটিষ কি উপনিবেশের জাহাজের বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ।

---

৫ অধ্যায়।

বন্দর পরিদর্শকদের কথা।

২৮। ১৮৭৫ সালের ১২ আইনে যাহা যোগ করিতে হইবে তাহার কথা।

---

৬ অধ্যায়।

বিবিধ বিষয়ক বিধি।

২৯। মোকদ্দমা উপস্থিত করণার্থ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরির নাম ধরিয়া মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করিবার কথা।

৩০। কাপ্তানের পরীক্ষাদির বিষয়ের যেং বিধান আছে তাহা কোনং জাহাজের প্রতি না খাটিবার কথা।

৩১। ৮৪১ সালের ১০ আইনের ২, ১৫, ৭ ও ২৩ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

সওদাগরী জাহাজ সংক্রান্ত আইন আরো সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ। জাহাজ সম্পর্কীয় দুর্ঘটনার ও কাপ্তান, মালিম ও ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুসন্ধান সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা বিহিত,

এবং পশ্চালিখিত অন্যান্য প্রকার সওদাগরী জাহাজের নিয়ম ও কর্তৃত্ব করণের বিধান করাও বিহিত অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

---

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম। ১ ধারা। এই আইন 'ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ৮৮১ সালের আইন' নামে খ্যাত হইতে পারিবে

ব্যাপ্তি এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে,

আরম্ভ। এবং ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

যেং আইন রহিত হইল তাহার কথা। ২ ধারা। ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ৮৭৫ সালের আইন এবং (যেসকল নাবিকদের ও অপ্রেন্টিসদের প্রাপ্য বেতন ও তাঁহাদের জন্যে খরচ করা টাকা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে আদায় করিবার বিধান করণার্থ ও ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন ও ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক ৮৭৫ সালের আইন সংশোধন করণার্থ) ১৮৭৮ সালের ১৩ আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

কিন্তু উক্ত উভয় বা কোন আইনক্রমে যে সকল আনুষ্ঠানিক কার্য্য আরব্ধ কর্ম্মচারী নিযুক্ত ক্ষমতা অর্পিত অনুসন্ধান গৃহীত সর্টিফিকেট রহিত বা স্থগিত বন্দোবস্ত কৃত ও ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, তৎসমুদয় যথাক্রমে এ আইনমতে আরব্ধ নিযুক্ত, অর্পিত, গৃহীত রহিত বা স্থগিত কৃত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

অর্থকরণে ধারা। ৩ ধারা। এই আইনে

জাহাজ শব্দের অর্থ। দাঁড়দ্বারা টানা না গিয়া যে কোন প্রকারের যান জলপথে ব্যবহৃত হয়, তাহাই 'জাহাজ' শব্দে গণ্য।

কাপ্তান আড়কাটী বা হার্বরের মাষ্টর ভিন্ন যে কোন ব্যক্তির হস্তে যখন কোন জাহাজের অধ্যক্ষতা বা কর্তৃত্বভার থাকে, 'কাপ্তান' শব্দে তখন সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

কোনং অ্যাডমিরল্টি কোর্টের এবং যেং ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা রক্ষা করিবার কথা। ৪ ধারা। ভারতবর্ষের মধ্যে যেং আদালতের সমুদ্রপথেকৃত অপরাধের বিচার ক্ষমতা থাকে, সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইনের ২৪০ ধারামতে কিম্বা (সওদাগরী জাহাজ সংক্রান্ত আইন সংশোধনের) ১৮৫৯ সালের ১ আইনের ৮০ ধারামতে সেইং আদালতের প্রতি যেং ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে, এই আইনের কোন কথাদ্বারা তাহার ব্যাঘাত হইবে না।

ভারতবর্ষের কোন বন্দরে যদি সমুদ্রে কৃত অপরাধের বিচার করণার্থে কোন আদালতের প্রাধিকারতা না থাকে, তবে সেই বন্দরে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করণার্থে যে উচ্চতম আদালতের সাধারণ ক্ষমতা থাকে সেই আদালত শেষোক্ত আইনের নির্দিষ্ট ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন।

ফৌজদারী উচ্চতম আদালতের দ্বারা সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য হইবার কথা।

---

২ অধ্যায়।

জাহাজ সম্বন্ধে দুর্ঘটনা ঘটিলে এবং কাপ্তান, মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের নামে অভিযোগ হইলে তাহার অনুসন্ধান বিষয়ক বিধি।

৫ ধারা। যে কোন জাহাজ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকারগত হয় বা তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে কিম্বা ভিন্ন দেশীয় কোন রাজার বা রাজ্য বিবাসের জাহাজ হয় তৎপ্রতি এই অধ্যায়ের কোন কথা বর্ত্তিবে না।

এই অধ্যায়ের কোন২ জাহাজের প্রতি না বর্ত্তিবার কথা।

৬ ধারা। নিম্নলিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে দুর্ঘটনার সম্বাদ জানাইতে হইবার কথা।

(ক) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমুদ্র তীরে কি তাহার নিকটে কোন জাহাজ মারা পড়িলে, বা পরিত্যাগ করা গেলে বা ডেঙ্গায় উঠিলে কিম্বা হানিগ্রস্ত হইলে

(খ) কিম্বা উক্ত সমুদ্রতীরে কি তাহার নিকট জাহাজে কোন প্রকারের দুর্ঘটনা হওয়াতে প্রাণের হানি হইলে,

(গ) কিম্বা উক্ত সমুদ্র তীরে কি তাহার নিকটে এক জাহাজের দ্বারা অন্য জাহাজ মারা পড়িলে কি তাহার ভারি হানি হইলে,

(ঘ) কিম্বা অন্য কোন স্থানে জাহাজ মারা পড়িলে কি পরিত্যাগ করা গেলে বা ডেঙ্গায় উঠিলে কিম্বা তাহার হানি হইলে, কিম্বা ঐ জাহাজে কিম্বা জাহাজের কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে, এবং তাহার উপযুক্ত সাক্ষী ব্রিটিষ ভারতবর্ষে কোন স্থানে উপস্থিত হইলে বা পাওয়া গেলে

(ঙ) কিম্বা কোন জাহাজ মারা পড়িয়াছে বলিয়া অনুমান হইলে, যে অবস্থায় ঐ জাহাজ সমুদ্রে যায় বা ঐ জাহাজের কথা শেষ শুনা যায়, ব্রিটিষ ভারতবর্ষে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে,

কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ঐ ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য সম্বাদ পাইবা মাত্র লিখিয়া ঐ সংবাদ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন

(ক) (খ) ও (গ) প্রকরণের লিখিত স্থলে কাপ্তান কি অফিসর কি হারবর মাষ্টর সাহেব, কিম্বা জাহাজ বৎকালে মারা পড়িল কি ত্যাগ করা গেল কি ডেঙ্গায় উঠিল কি তাহার হানি কি দুর্ঘটনা হইল তৎকালে অন্য যে ব্যক্তির জিম্মায় ছিল সেই ব্যক্তি, কিম্বা দুইখান জাহাজ হইলে যে জাহাজ বাহার জিম্মায় থাকে তিনি, এবং

(ঘ) প্রকরণের লিখিত স্থল হইলে যেখানে জাহাজ মারা যায় বা পরিত্যক্ত হয় বা ডেঙ্গায় উঠে বা তাহার হানি হয় বা দুর্ঘটনা ঘটে সেই স্থান হইতে ঐ জাহাজ বরাবর ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন স্থানে গেলে, ঐ জাহাজের কাপ্তান, যে সময়ে ঐ স্থানে জাহাজ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে

যে মাজিষ্ট্রেট অতি নিকটে থাকেন তাঁহাকে কিম্বা কোন বন্দরে পঁহুছিলে, পূর্ব্বোক্তমতে যে কর্ম্মকারক নিযুক্ত হন তাঁহাকে অগৌণেই ঐ জাহাজ মারা পড়ার কি পরিত্যাগ হওয়ার কি ডেঙ্গায় উঠিবার কিম্বা তাহার হানি হওয়ার কি দুর্ঘটনা ঘটিবার সংবাদ দিবেন।

এই ধারা মতে যে ব্যক্তি সম্বাদ দিতে আবদ্ধ হন, তিনি ইচ্ছা করিয়া ঐ সম্বাদ না দিলে, তাঁহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে এবং সেই দণ্ড না দিলে তাঁহার তিন মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

৭ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কোন স্থলে ৬ ধারার (ক) (খ) (গ) (ঘ) বা (ঙ) প্রকরণের লিখিত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভাবমতে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বা বিহিত জ্ঞান করিলে পূর্ব্বোক্ত সম্বাদ দেওয়া গেলে বা না গেলেও, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আদালত নিযুক্ত করিয়া তৎপ্রতি ঐ অনুসন্ধান লইবার আদেশ করিতে ও অনুসন্ধান লইবার স্থান ও নির্ণয় করিতে পারিবেন দুই জনের অন্যূন ও চারিজনের অনধিক ব্যক্তি লইয়া ঐ আদালত হইবে।

অনুসন্ধান লইবার জন্যে বিশেষ আদালত নযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

অনুসন্ধান যে স্থানে লওয়া যায় সেই স্থানে কি তাহার নিকটে যিনি মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করেন তিনি তাঁহাদের একজন ও সমুদ্র ব্যাপারে অভিজ্ঞ অন্য ব্যক্তি একজন হইবেন। আর এক কি দুই জন নিযুক্ত হইলে, তাঁহারাও সমুদ্র ব্যাপারে কিম্বা বাণিজ্য ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোক হইবেন।

৮ ধারা। সমুদ্রে যে অপরাধ করা যায় ভারতবর্ষের মধ্যে সেই অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের প্রতি, এবং ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে২ বন্দরে তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন আদালত না থাকে সেই২ বন্দরে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করণার্থে সাধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট উচ্চতম আদালতের প্রতি এতদ্ক্রমে এই অনুমতি দেওয়া গেল যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ পাইলে ৭ ধারায় উল্লিখিত অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

দুর্ঘটনার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন অন্যান্য আদালতের কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮১। ২৬ জুলাই।]

৯ ধারা। যদি কোন আদালত ৭ বা ৮ ধারামতে অনুসন্ধান লন, তবে প্রচলিত কোন আইনমতে বর্ণিজ্য বিষয়ক বোর্ডের বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত সর্টিফিকেটধারী কোন কাপ্তানের বা মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে ঐ অনুসন্ধানক্রমে অযোগ্যতা বা অসদাচরণের অভিযোগ উপস্থিত হইলে, কিম্বা তাঁহার কোন অন্যায় কার্য্য বা ক্রটি হেতুক পূর্ব্বোক্ত রূপ মারা যাওয়া বা পরিত্যাগ বা ভেঙ্গায় উঠা বা হানি বা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে উক্ত আদালত ঐ অভিযোগের অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

কাপ্তান মালিম ও ইঞ্জিনীয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইলে তাহার অনুসন্ধান লই বার ক্ষমতার কথা।

যে স্থলে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখা যায় যে অনুসন্ধানক্রমে উক্তরূপ কোন কাপ্তানের বা মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ অযোগ্যতার বা অসদাচরণের বা অন্যায় কার্য্যের বা ক্রটির অভিযোগ উপস্থিত হইবে, সেই স্থলে উক্ত আদালত সাধ্য হইলে উক্ত অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যে রিপোর্টক্রমে ঐ অনুসন্ধান লইবার আদেশ হয় তাহাকে সেই রিপোর্টের নকল দেওয়াইবেন।

১০ ধারা। ৭ বা ৮ ধারামত অনুসন্ধান ভিন্ন প্রকারান্তরে কোন কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়রের নামে অযোগ্যতার কি অসদাচরণের অভিযোগ করার হেতু আছে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে যে স্থানে পক্ষদের ও সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়া সুবিধা সেই স্থানের বা অগ্নিকটস্থ ৮ ধারার লিখিত কোন আদালতে ঐ গবর্ণমেণ্ট ঐ হেতুর বর্ণনাপত্র পাঠাইয়া উক্ত আদালতের প্রতি ঐ অভিযোগের অনুসন্ধান লইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

অযোগ্যতার বা অসদাচরণের অনুসন্ধান লই বার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত যে বর্ণনাপত্র পাঠান, আদালত অনুসন্ধানের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঐ অভিযুক্ত কাপ্তান, মালিম বা ইঞ্জিনিয়রকে সেই বর্ণনাপত্রের নকল দেওয়াইবেন।

১১ ধারা। কাপ্তান বা মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান করণার্থ ঐ আদালত উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে সমন করিয়া নিজে কি অন্যের দ্বারা প্রতিবাদ করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি উত্তর শুনিবার কথা।

১২ ধারা। এই অধ্যায় মত অনুসন্ধানের কার্য্য করিবার জন্যে সাক্ষিদিগকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করান ও তাহাদের জবানবন্দী লওন ও দলীল উপস্থিত করান ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধান করণ সম্পর্কে সন্ধানকারী আদালতের নিম্নলিখিতরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথা,

সাক্ষ্য ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধান সম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতার কথা।

(ক) উক্ত আদালত বিশেষ আদালত হইলে, যে স্থানে অনুসন্ধান লওয়া যায় সেই স্থানে সাধারণ ফৌজদারী বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত প্রধান আদালত যে২ ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন সেই২ ক্ষমতা।

(খ) উক্ত আদালত আডমিরালটী বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত আদালত কিম্বা সাধারণ ফৌজদারী বিচারাধিপত্যপ্রাপ্ত প্রধান আদালত হইলে, ঐ আডমিরালটী বা স্থল বিশেষে, ফৌজদারী বিচারাধিপত্য ক্রমে ঐ আদালত যে২ ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন সেই২ ক্ষমতা।

জাহাজ সম্পর্কীয় কার্য্য ব্যাপারে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি আসেসরের কর্ম্ম করিতে সম্মত হইলে বিশেষ আদালত ছাড় অনুসন্ধানকারী কোন আদালত বিহিত বিবেচনা করিলে ঐ অনুসন্ধানের কার্য্যার্থে তাঁহাকে আসেসর করিতে পারিবেন।

আসেসরের কথা।

সেই ব্যক্তি অনুসন্ধান লওন সময়ে উপস্থিত থাকিয়া আপনার মত লিখিয়া জানাইবেন। ঐ লিপিখানি মোকদ্দমার নথীর মধ্যে থাকিবে। কিন্তু এই আইনক্রমে কিম্বা প্রচলিত অন্য আইনক্রমে আদালতের প্রতি যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিবার ভার আদালতের হস্তে থাকিবে।

১৩ ধারা। কোন আদালত এই আইনমতে অনুসন্ধান লওন সময়ে প্রমাণ পাইবার জন্যে কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া আনা আবশ্যক জ্ঞান করিলে, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কোন কর্ম্মকারককে জাহাজে উঠিতে অনুমতি দিতে পারিবেন (কিন্তু এই বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা প্রবল মানিবেন)।

সাক্ষিদিগকে ধরিয়া আনিবার ও জাহাজে উঠিবার ও জাহাজ আটক রাখিবার ক্ষমতার কথা।

কোন কর্ম্মকারক উক্তপ্রকারে জাহাজে উঠিতে অনুমতি পাইলে, বলপূর্ব্বক উঠিবার জন্যে পোলীসের কি কষ্টমের কোন কার্য্যকারকের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য লইতে পারিবেন, ও সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যুক্তিমতে যতকাল আবশ্যক ততকাল ঐ জাহাজ ধৃত করিয়া আটক রাখিতে পারিবেন, ও উক্ত প্রত্যেক জন কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৮৬ ধারানুসারে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই ধারার বলে কোন ব্যক্তিকে চল্লিশ ঘণ্টার অধিক কাল আটক রাখিতে হইবে না।

১৪ ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে যে আইন প্রচলিত আছে, কোন ব্যক্তি এমত কোন আইনমতে দণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধ করিয়াছে, এই আইনমতে অনুসন্ধান লওন সময়ে ইহা দৃষ্ট হইলে যে আদালত অনুসন্ধান লইতেছেন, হাই কোর্ট সময়ে২ এই আইনের সঙ্গত যে২ বিধি নির্দ্ধার্য্য করেন সেই আদালত সেই২ বিধি প্রবল মানিয়া ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করাইতে কিম্বা উপযুক্ত আদালতের সম্মুখে বিচার হইবার জন্য তাঁহাকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাঁহার স্থানে হাজিরজামিন লইতে পারিবেন, ও সেই বিচারকালে প্রমাণ দিবার জন্যে কোন ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করিতে পারিবেন, ও এই ধারার কার্য্য পক্ষে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

প্রমাণ দিবার জন্যে ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৬ জুলাই]

সাহেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় ও নাবিকেরা মানিতে স্বীকার করেন, সেই বিধান ঐ বন্দোবস্তপত্রে লেখা যাইবে।

ও সেই বন্দোবস্তপত্র এমন করিয়া লেখা যাইবে যেন কাপ্তান সাহেবের ও একং জন নাবিকের মধ্যে বেতন আগাম পাইবার ও গরমবস্ত্র পাইবার যে নিয়ম সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক প্রচলিত কোন আইনের বিধানের অসঙ্গত না হয় এমত নিয়মও করা যাইতে পারে ও অন্য যে২ নিয়ম আইনের বিপরীত না হয় তাহা যেন ঐ পত্রের মধ্যে লেখা যাইতে পারে।

২৫ ধারা। খালাসীদের বা এদেশীয় অন্য নাবিকদের সহিত বন্দোবস্ত হইলে ঐরূপ প্রত্যেক জন নাবিককে আহারীয় যত দ্রব্য দেওয়া যাইবে বলিয়া বন্দোবস্ত হয় তাহার ফর্দ্দ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সময়ে২ যে ফর্দ্দ ধার্য্য ও প্রকাশ করেন তদপেক্ষা কম মাত্রায় হইবে না।

আহারীয় দ্রব্যের যে ফর্দ্দ খালাসী দিগকে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

কোন কাপ্তান কোন খালাসীর বা এদেশীয় অন্য কোন নাবিকের সহিত উক্তরূপে ধার্য্যকৃত ও প্রকাশিত ফর্দ্দ অপেক্ষা কম মাত্রায় আহারীয় দ্রব্যের ফর্দ্দের বন্দোবস্ত করিলে তাঁহার দুইশতটাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৬ ধারা। ভারতবর্ষের মধ্যে নয়এমত কোন বন্দর কোন খালাসীর কি এদেশীয় অন্য নাবিকের কর্ম্ম করিবার মিয়াদ ফুরাইবে এমত বন্দোবস্ত হইয়া থাকিলে ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট কথার অতিরিক্ত ঐ ব্যক্তি যে বন্দরে জাহাজে উঠিলেন কিম্বা অন্য যে বন্দরে যাইতে সম্মত হন সেই বন্দরে না যে জাহাজ যাইতে উদ্যত আছে তাঁহাকে এমত জাহাজে উপযুক্ত কর্ম্ম করাইয়া দিবার কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বন্দরে বিনা খরচে কিম্বা অন্য যে নিয়মে সম্মত হন এমত নিয়মে পঁহুছাইয়া দিবার করারও ঐ বন্দোবস্তপত্রে লেখা থাকিবে, উক্তরূপ প্রত্যেক করারে জাহাজের মালিকের কিম্বা তাহার পক্ষে কাপ্তানের দস্তখৎ করিতে হইবে।

খালাসীকে জাহাজে লইলে তদ্বিষয়ের বিধান।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় ব্রিটিস ভারতবর্ষ দেশীয় যে লোককে জাহাজের মল্লাগণের মধ্যে ধরিয়া ব্রিটিস ভারতবর্ষের কোন বন্দর হইতে সমুদ্রে যাওয়া যায় নাবিকশব্দে তিনিও গণ্য।

২৭ ধারা। গ্রেটব্রিটন ও ঐরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের কিম্বা ব্রিটিস অধিকারের অন্তর্গত কোন দেশের কোন জাহাজের মল্লাগণের সঙ্গে কাপ্তান সাহেবের কোন বন্দোবস্ত থাকিলে ও জাহাজ যে স্থানের হয় কিম্বা মল্লাগণের সঙ্গে যে স্থানে করার করা গেল, ঐ বন্দোবস্তপত্র সেই স্থানের আইনমতে উপযুক্ত পাঠানুসারে লেখা থাকিলে যদি সেই কাপ্তান সাহেব ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন বন্দরে খালাসী বা দেশীয় অন্য নাবিক ছাড়া একমাত্র নাবিককে করার করিয়া লন তবে সেই নাবিক সেই প্রকারের লিখিত বন্দোবস্তপত্রে দস্তখৎ করিতে পারিবেন এবং আইনমতে যে বন্দোবস্তপত্র করা যায় তাহাতে তাঁহার দস্তখৎ করিবার প্রয়োজন নাই।

ব্রিটিস কি উপনিবেশের জাহাজের বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ।

———

৫ অধ্যায়।

বন্দর পরিদর্শকদের কথা।

২৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের ৮ ধারার পর নিম্ন লিখিত ধারাগুলি দিতে হইবে যথা

১৮৭৫ সালের ১২ আইনে যাহা যোগ করিতে হইবে তাহার কথা।

৮ ক ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ এই আইনের নিয়মাধীনে কোন বন্দরে বন্দর পরিদর্শক নামক একজন কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে ও তাঁহাকে স্থগিত বা অবসৃত করিতে পারিবেন।

বন্দর পরিদর্শক নিয়োগ করণের ও তাঁহার ক্ষমতার কথা।

"উক্তরূপে যে প্রত্যেক কার্য্যকারককে নিযুক্ত করা যায় তিনি যে বন্দরের নিমিত্ত নিযুক্ত হন সেই বন্দরের সীমার মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন যথা

(ক) তিনি যে কোন সময়ে কোন জাহাজে প্রবেশ করিয়া তাহা ও তাহার প্রত্যেক অংশ এবং ঐ জাহাজস্থ ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারার্থে যে আহারীয় দ্রব্য ও জল দেওয়া হয় তাহা এবং নাবিকদের জন্য যে ঔষধ ও সরঞ্জাম ও স্থান থাকে তাহা দেখিতে পারিবেন

(খ) তিনি ঐ জাহাজের সকল বা কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসকস্বরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।

'(গ) ঐ জাহাজের ব্যক্তিবর্গের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অবস্থার তদন্ত লইবার নিমিত্ত তিনি যে লগ বা অন্য কোন বহী বা কাগজের দলীল আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে ও সেই আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন,

(ঘ) তিনি উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐরূপ সকল বা কোন ব্যক্তিকে তলব করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং তিনি যে কোন তদন্ত লওয়া উচিত বোধ করেন তৎসম্বন্ধে উত্তর দিবার আদেশ করিতে পারিবেন

(ঙ) তিনি উক্তরূপে যে ব্যক্তির পরীক্ষা করেন সেই ব্যক্তি যে উক্তি করে তাহার সত্যতার প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

১৮ খ ধারা। কোন জাহাজ উপস্থিত হইলে পর উক্ত বন্দর পরিদর্শক ঐ জাহাজ প্রথমে প্রবেশ করিয়াই অনুসন্ধান লইবেন যে ঐ জাহাজের কোন খালাসী বা দেশীয় অন্য নাবিক কাপ্তানের বা মল্লাদের কাহারও নামে নালিশ করিতে চাহে কি না।

বন্দর পরিদর্শকের নালিশের তত্ত্ব লইবার কথা।

উক্তরূপ কোন নাবিক নালিশ করিতে চাহিলে বন্দর পরিদর্শক ঐ নালিশ শুনয়, তাহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাঁহার মতানুযায়ী পদার্থে ১৮ক ধারার লিখিত যে কোন ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

এ ধারামতে বন্দরপরিদর্শকের নিকট যে কোন নালিশ করা যায় তাহার বিশেষ বিবরণ ও তদ্বিষয়ে তাঁহার নিজের মত লিখিয়া তিনি শিপিং মাষ্টরের নিকট অবিলম্বে রিপোর্ট পাঠাইবেন।

নালিশ সম্বন্ধে শিপিং মাষ্টরের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা।

৬ অধ্যায়।

বিবিধ বিষয়ক বিধান

২৯ক। সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ৮৫৪ সালের আইনের ২১১ ধারামতে ও সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থে ৮৫৫ সালের আইনের ১ ধারামতে যে বেতন বা খরচ আদায় হইতে পারে তাহার দণ্ড এই ধারামতে ব্রিটিস ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালতের দ্বারা অথবা কোন জাহাজের প্রতি কিম্বা কোন কাপ্তান কিম্বা স্বামীর কিম্বা অন্য ব্যক্তির স্থানে আদায় হইতে পারে। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন এমত কোন ব্যক্তিকে আজ্ঞাপত্র প্রদান করিয়া সাধারণ কিম্বা বিশেষরূপে তাঁহাদিগকে সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইনের ২১১ ধারার বিধানমতে ঐ বেতন ও খরচের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাহা আদায় করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণার্থ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

উক্তরূপে যে ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তিনি তদনুসারে উক্ত কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেন এবং তাহাতে তাঁহার সাক্ষ্য বিষয়ক ৮৭২ সালের আইনের ৫৭ ধারার ৭ প্রকরণের তাৎপর্য্যানুসারে ঐ ব্যক্তিকে রাজকীয় পদভুক্ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এই ধারামতে সকল মোকদ্দমা ও মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নামধরিয়া উপস্থিত করিয়া চালাইতে হইবে।

ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরির নাম ধরিয়া মকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করিবার কথা।

৩০ ধারা। কোন জাহাজ ১৮০১ সালের ১১ আইন মতে রাজষ্টরী করা গেলে ও বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া ভারতবর্ষের অন্তর্গত নানা বন্দরের ও আরব সমুদ্রাঞ্চল দেশের মধ্যে যাতায়াত করিলে যদি সেই জাহাজ কেবল ভারতের লোক ও খালাসী করা আসিয়া থকেন অন্তর্গত অন্য দেশীয় নাখোদা ও নাবিক থাকেন তবে সেই জাহাজের প্রতি ৮৫৯ সালের উক্ত ১ম আইনের ৯ অবধি ৬পর্য্যন্ত ধারা খাটিবে না।

কোন কোন ধারার প্রতিবিধান কোন কোন জাহাজের প্রতি না খাটিবার কথা।

৩১ ধারা। ৮৫৯ সালের উক্ত ০আইনের উক্ত ২১৫ ও ৭৬ ধারায় নানা বাজদানীর অাডবোকেট জেনরল সাহেব শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে সন্ধান জানাইলে পূর্ব্বোক্ত সন্ধানমতে পূর্ব্বোক্ত সন্ধানমতে এই কথা যে স্থানে আছে তাহার পরিবর্ত্তে এই কথা দিতে হইবে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইলে।

১৮৫৯ সালের ১ আইনের সংশোধন করিবার কথা।

"পূর্ব্বোক্ত সন্ধানমতে"

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের যে পাণ্ডুলিপি পরে ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন হইয়াছে সেই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটী ৮৮০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে যে রিপোর্ট করেন তাহার ৮ প্রকরণ নিম্নলিখিতরূপ ছিল

৮। আমরা মূল পাণ্ডুলিপির ৭ ও ৮ অধ্যায় উঠাইয়া দিয়াছি কারণ আমরা বিবেচনা করি যে ঐ দুই অধ্যায়ে যে২ বিষয়ের কথা আছে তাহা একরূপ একটি পাণ্ডুলিপির অধিকতর উপযোগী হইবে যাহাতে ১৮৭৫ সালের ৪ আইন ও বন্দর শোধনার্থ ১৮৭৮ সালের ১১ আইনের ধারা উলিখিত গৃহীত হইবে।

১। যে দুইটি অধ্যায় উঠাইয়া দেওয়া যায় তাহাতে যে প্রকারের কথা ছিল, তাহা ঐ পাণ্ডুলিপি সংযুক্ত ১৮৭৯ সালের ২৯ অগষ্টের তারিখের অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনার নিম্নলিখিত কএক প্রকরণ দৃষ্টে জানা যাইবে।

'২১। বন্দর বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের কথা যোগ করণ দ্বারা ৭ অধ্যায় বন্দর পরিদর্শক নামক এক জন কার্য্যকারক নিয়োগ করিবার বিধান করা গিয়াছে। এই কার্য্যকারক স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব এক্ষণে যে২ কর্ম্ম করেন (এ কার্য্য কবিতা নমত পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার প্রতি অাইনমত অর্পিত হইয়াছে) তদতিরিক্ত বন্দরে কোন জাহাজ উপস্থিত থাকনে মল্লাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কাপ্তানের বা মল্লাদের অন্যান্য ব্যক্তিদের নামে যে নালিশ করে তাহার তদন্ত লইবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইউরোপীয় গবর্নমেন্ট গেজেট। ৮৮১। ২৬ জুলাই।]

জাহাজে কর্ম্ম করিবার সময় খালাসীদের ও প্রাচ্যদেশীয় অন্য নাবিকদের রক্ষার্থ শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের ইচ্ছানুসারে শেষোক্ত বিধানটি সন্নিবেশ করা গিয়াছে।

'২২। ৮ অধ্যায়ে ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের দুইটি সংশোধন করা গিয়াছে। যেং স্থল সম্বন্ধে এক্ষণে কোন বিধান নাই সেই২ স্থলে অনুসন্ধানার্থে সামুদ্রিক আদালত বসাইবার ক্ষমতা দিবার নিমিত্ত উক্ত আইনের ৩ ধারার বিধানের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা গিয়াছে। স্থানীয় সামুদ্রিক কর্ত্তৃপক্ষ দিগের অনুরোধক্রমে এই পরিবর্ত্তনটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহা সংপ্রতি সংশোধিত ইংলণ্ডের ব্যবস্থার বিধানের অনুযায়ী। অন্য সংশোধন ক্রমে আহারীয় দ্রব্যের কদ্দ ধার্য্য করিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। কোন খালাসী বা দেশীয় নাবিকের সহিত ঐ কদ্দ অপেক্ষা কম দ্রব্য দিবার চুক্তি করিলে কাপ্তানের দণ্ড হইবে উক্ত নাবিকদিগের রক্ষণার্থ এইরূপ বিধান করা প্রয়োজনীয় দৃষ্ট হইয়াছে।

৩। উপরিস্থিত সিলেক্ট কমিটীর পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশে ভূতন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে।

কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ৮৭৫ সালের ও ১৮৭৮ সালের আইনের বিধান গুলি সংগ্রহ করিয়া সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ৮৭৯ সালের আইনের পাণ্ডুলিপির পরিত্যক্ত বিষয় সহযোগে পুনর্ব্বার বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে মাত্র, এমন নহে, ইহাতে আর কিছু আছে।

রাজকীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের বিধান বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডের যে সার্টিফিকেটের প্রতি বর্ত্তে সেই সর্টিফিকেট স্থগিত ও রহিত করিবার বিষয়ে ৮৭৫ ও ৮৭৮ সালের আইনের স্থানেং বিধান আছে রাজকীয় আইনের বিধানের সহিত আমাদের আইনের বিধান মিলাইয়া দেখিলে দৃষ্ট হয় যে পার্লিয়ামেন্ট যাহার বিধান করিয়াছেন এরূপ কএকটি বিষয়ে আমাদের আইনেও বিধান আছে এটি বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের আইন যে স্থলে ঠিক প্রতিলিপি নহে আইনের সিদ্ধতা সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে তাহার কথা থাকু, একই বিষয়ে দুই প্রকারের বিধান থাকায় কার্য্যের পক্ষে অসুবিধা হয়। এই নিমিত্ত এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা যেং আইন রহিত করা গেল সেই২ আইনের বিধান পুনর্ব্বার বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে রাজকীয় আইনে যে সকল বিষয়ের বিধান নাই এবং যৎ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে স্পষ্টই জানা যায় সেই সকল বিষয়েই পাণ্ডুলিপির বিধান আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান আইনের কোন২ বিধান পরিত্যাগ করিতে ও কোন২ বিধান সংশোধন করিতে হইয়াছে।

৪। এই পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সুযোগে ১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ২৬ ধারা সংশোধন করিয়া বিধান করা গিয়াছে যে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যে বন্দর নহে সেই বন্দরে কোন খালাসীর কর্ম্মের মিয়াদ ফুরাইলে, কাপ্তানের সহিত তাহার যে বন্দোবস্ত হয় তাহাতে তাহাকে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ফেরত পাঠাইবার করার নিয়ত থাকিবে এবং যে বন্দর সম্ভবত ব্রিটিশ ভারতবর্ষে নয় এরূপ অন্য যে বন্দরের বন্দোবস্ত হয় সেই বন্দরে যে জাহাজ যাইতেছে সেই জাহাজে কর্ম্ম করিয়া দিবার করার করিলেই হইবে না। ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে প্রাচ্য দেশীয় বাণিজ্যকার্য্যে দেশীয় নাবিকদের নিয়োগ বৃদ্ধি সহকারে এবং ইউরোপীয় বন্দরে দুরবস্থায় পতিত আশয়ানিবাসী নাবিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি সহকারে জনরব না হইলেও অর্থের দায়গ্রস্ত হেতুবশত গবর্ণমেন্টের এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত যাহাতে যে ব্যক্তিরা ভারতবর্ষীয় নাবিকদিগকে লইয়া যায় তাহাদের খরচে ঐ নাবিকেরা এতদ্দেশে প্রত্যাগমন করিতে পারে।

৫। ১৮৫৯ সালের ১২ আইনমতে যে আড়কাটিদের সৃষ্টি হয় তাহাদের বিচার করণার্থে আদালতের প্রতি ১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ৩১ ধারাক্রমে কোন২ ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। এই পাণ্ডুলিপি হইতে ঐ ধারা উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে কারণ প্রথমোক্ত আইন সংশোধনার্থ স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপিতে এই বিষয়ের বিধান হওয়া উচিত।

৮৮১ সাল, ২৪ ফেব্রুয়ারি।

হুইটলী ষ্টোকস।

ডি ফিটজ পাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA M A, B L *Bengali Translator*

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ৮৮১। ২৬ জুলাই।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 26, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড ।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENT　　　ভূমি বিষয়ক ইস্তাহার ।

জেলা রঙ্গপুর ।

জমিদারী বিক্রয়ের এস্তাহার ।

ইহাদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮০ । ৮১ ইং লাগায়েদ কিস্তি ফেব্রুওয়ারি মো ১২৮৭ সালের লাগায়েদ কিস্তি ফাল্গুন তারিখের প্রাপ্য রাজস্ব ও অন্যান্য দাওয়া যাহা বাঁকি রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহা আদায় জন্য নিম্নলিখিত মহাল আগামী ১৮৮১ । ২২ আগষ্ট মো সন ১২৮৮ সনের ৭ ভাদ্র সোমবার অত্র কাছারীতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ৮৮১ । ০ জুলাই ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যে প্রকারের মহাল ।	তৌজির নম্বর ।	নাম মহাল ও পরগনা	মালীকের নাম ।	সদর জমা ।	বাকির পরিমাণ ।	মন্তব্য ।
মস্তুমুবাদি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল ।	৬১৭	পরগনে আলগাও ।	চন্দ্রশিখর রায় ও গোপাল চন্দ্র রায় ও রাজলক্ষী চৌধুরাণীও ব্রজকিশোরী চৌধুরাণী ও বন্ধময়ী চৌধুরাণীও ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ও পূর্ণচন্দ্র রায় কমাধ্যক্ষ পক্ষে ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ও কোওর শ্যামকিশোর রায় ক্ষমাময়ী চৌধুরাণী ।	৫৯৮ ৸/১॥	১৭৮৸৶	এই তাহুতের ৪ ঘরের লিখিত মালীকগণ মধ্যে ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণীর হক হিস্যা এই তাহুতের ব্রকম /১ ৸৭॥ দন্তী যাহার সদর জমা ৫৭৮॥৶৮৭ পাই যাহা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১ ধারামতে বিশেষ নম্বরে লিখিতাছে তাহা

দেনা রাজস্ব দাখিল না করায় কেবল এই অংশ নীলাম হইবে অবশিষ্ট অংশের রাজস্ব আদায় হওয়ায় তাহা বাদ থাকিল প্রকাশ থাকে যে এই মহালের এই অংশ কথিত অংশ বাকির জন্য বিগত ৯ জুন তারিখে নিলাম হইয়াছিল খরিদারনীলামি পণের অবশিষ্ট টাকা যথাকালে দাখিল না করায় ১৮৫৯ । ১১ । ২৩ ধারামতে পুনরায় নিলাম হইবে ।

C F MAGRATH *Offg Collector*

জিলা বীরভূম

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

১৮৫৯ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহাদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তগত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সাল ৯ ভাদ্র শনিবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিঃশেষে বিক্রয় হইবে । ১৮৮১ সাল তারিখ ১১ জুলাই ।

তফসীল ।

মহালের শ্রেণী ।	তৌজির নম্বর ।	পরগন ও মহালের নাম ।	যে প্রকার বাকীর জন্য নিলাম হইবেক ।	নাম মালিক ।	সদর জমা ।	মন্তব্য ।
প্রথম শ্রেণী	১৪৩	পং বারবকসিংহ শ্যামসুন্দরপুর	বকী রাজস্ব ৩১৮৶	৺ খেলচন্দ্র ঘোষের ষ্টেটের এড মিনিষ্ট্রেটক্স কৃষ্ণমোহিনী দাসী ও মতিউন নেছাবিবি বিষ্ণুচন্দ্র কুণ্ডু ।	২১১৩৸/	সমুদয় মহাল বিক্রয় হইবে ।

JOSEPH ARMSTRONG,
Collector

বীরভূমের কালেক্টরী কাছারী, }
১ জুলাই । ৮৮১ । }

[*Government Gazette*, 26*th July* 1881]

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮১ ইং রেজীর ২৫ মে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড সেস ও পবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮১ ইং ১০ আগষ্ট মোং ১২৮৮ বাং ২৭ শ্রাবণ রোজ শুক্রবার জেলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইং ২৯ জুন।

মহল নওয়াবাদ

নম্বর মহাল	নাম থানা মৌজা তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বার্ষিক সেস।	বাকীর পরিমাণ। খাজানা।	সেস।	মোট।	মন্তব্য।
২৬	থানে বাজু। মৌং বিলওয়াংজা। তাং গৌরীশঙ্কর বৈদ্য নাথ কাং	মছরত আলী চৌং	৯৩৮৲	১২৮৷৵	৯৮৲	১২৮৮৵	৬৬৮৵	সম্পূর্ণ তলুকা নিলাম হইবে।
৭৬	থানে বাজু। মৌং উমখালী। তাং জৈনদ্দিন মুনশী	চৈতন্যচরণ দাস	১২৭৲ রোডফণ্ড ৮৴ ——— ১৩৫৶	১৬॥৴৬	১৯২৭৲ রোডফণ্ড ১৶ ——— ১৯৪৩৶	১৮৷৶	২১১১৮৴	ঐ
৩৮	থানে বাজু। মৌং রাজার কুল। তাং সেরমস্ত খাঁ	শ্রীমতী দেওয়ান বিবি গং	১১॥৬	১৫৮৷৴		১৭৯৷	১৭৩৷	ঐ
১৭০	থানে বাজু। মৌং ডোকখালী। তাং গৌরীশঙ্কর বৈদ্য নাথ কাং।	শ্রীমতী আক্তিবা বানু গং	৫৬৮৴	৪৫৸৶৬	১৮৯৮৴	১৫৷৴	২৫৶	ঐ
২০৫	থানে রাজু। মৌং চাকমার কুল তাং আমানআলী চৌ	শ্রীমতী লাউ বিবি চৌধুরিয়া।	৫৪৯৲		৫৪৯৲		৫৪৯	ঐ
২৩৫	থানে চকরিয়া। মৌং লক্ষ্যার চর। তাং মোহনলাল সুকুল	মোহনলাল সুল	৮৫০৮০	১৯৶৩	৩৮৮	৬৬৷৴৬	৩৫৴৬	ঐ
২৭৪	থানে চকরিয়া। মৌং তেওলা মানিক চর। তাং বিবি ইস্রাক	মাগন আলী	৭৫৭॥৶	৯৬৷৶	২৮৪॥৶	৩২৶	৩১৬৸৴	ঐ
২৮৬	থানে চকরিয়া। মৌং বারবাকীয়া। তাং বিবি ইস্রাক	দেওয়ান আলী চৌং	৩৮৭॥৴৩	২৯৪৮৴	২৫৭॥৴৩	৯৮৷৴	৩৫৭৸৶৩	ঐ
৩৮	থানে ফটীকছরি। মৌং খুরুস। তাং আমজদআলী মৌলবী।	আমজদ আলী মৌলবি।	৬২৲		৬২৮৮৶৩		৬২৮৮৶৬	ঐ
৪৯৩	থানে রাজু। মৌং খুরুশ্যা। তাং শ্রীমতী নবাশের বানু	অছাদ আলী	৭২৲ রোডফণ্ড ৴ ——— ৭১২৴০	১৮৶	৭২ রোডফণ্ড ৴ ——— ৭১২৴	১৮৶	৭২২৸৶	ঐ
১৪৬০	থানে চকরিয়া মৌং পেকুয়া। ই সেখ ফজরআলী	সেখ ফজর আলী।	১১১৭ রোডফণ্ড ১২৲ ——— ১১৭৯৲	১০৯৷৶৬	৩২ রোডফণ্ড ১২ ——— ৮৮৪	২৮৴	৯৫৬৮৶	ঐ

A Manson *Offg Collector*

জিলা বাখরগঞ্জ।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাখরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্ন লিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৩ আগষ্ট মোং ১২৮৮ সনের ৮ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে ১৮৮১ সাল তারিখ ২৫ জুন।

তপসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজীর নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
প্রথম শ্রেণী।	৭৫৩২ নং	পং বুজুর্গ কালিকাপুর দেবপুর আবাদ হরিপ্রসাদ রায় পেসকর দেছ লবা সাহেব ওসত তালুক।	এজমালি হিং ॥৶০ আনী মালিক শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী।	১১১৫ ॥১	হাল খাজানা ১১১৫॥১ বকয়া ১৪১০॥৶২ ২৬০৬৶৩	এই মহালের হিস্যার পৃথক হওয়া ।৵ আনী অংশের নিলামের দিন ১৮৮১ সনের ২৫ জুন ধার্য্য ছিল ঐ তারিখে নিলামে ডাক আরম্ভ হইয়া বাকীর পরিমাণ ডাক না হওয়াতে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ১৪ ধারামতে যে ল আনা মহাল এজমাল হইয়া নিলাম হইবেক ইতি।
			হিসার পৃথক হওয়া হিং ।৵ আনী মালিক জগদীশ্বরী চৌধুরাণী ও মহীপাল চক্রবর্ত্তী।	৫৪৩।৶৭	বাকী হাল ১২৮৭ সনের কিং কালগুনের ৪০৬৵১ বকয়া ১২৮৫ সনের ৫২।৶১১ ১২৮৬ সনের ৫৪৩।৶৭ ১০৫২৲৪	
				১৭৩৮৸৶৮	৩৬৫৮৶৭	

J C VEASEY, *Offg Collector*

জিলা নওয়াখালী।

ইস্তাহার।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ ই ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা নওয়াখালীর মধ্যবর্ত্তি নিম্নের লিখিত মহালের ১৮৮১ ইং ২৮ জুনের সূর্য্যাস্তের প্রাপ্য বাকির জন্য আদায় নিমিত্তে ১৮৮১ ই রেজি সনের ১৯ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮৮ সনের ৪ আশ্বিন রোজ সোমবার ঐ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজি ৩ জুলাই।

নম্বর তৌজী	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকির সংখ্যা।
৪৫ নং	পং ভুলুয়া নিজমত মহিষ্ম মারাণ চৈদম ভুলুয়া।	নিলাম খরিদ ঈশানচন্দ্র নন্দি	৬০৭৵১১	১১৮৸৶৮

E V WESTMACOTT
Offg Collector

[*Government Gazette*, 26th *July* 1881]

জিলা হুগলী।

জমিদারী বিক্রয় বব ইস্তাহার কাছারী কালেক্টরী জিলা হুগলী।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আক্টের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলীর অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮১ সালের ২ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ২৮৮ সালের ২৩ ভাদ্র বুধবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮১ সাল তারিখ

মহালের নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	বাকীদার মালকের নাম।	সদর জমার তাইন।	বাকীর পরিমা।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।				
৩৪৯৮ নং	পাচগাছিয়া পং বালী গড়ি।	অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায় ও রাধিকাপ্রসাদ সিংহ রায় ও ভবদাপ্রসাদ সিংহ রায়।	১১৬৩৩৸৶	৻৬	
	ঐ				
৬৫২০ নং	তেলিনীপাড়া পং বোর	পূর্ণচন্দ্র রায় দিগর খাজানা চৌকীদারী রোডকর বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ॥ আট আনার সদর জমা খাজানা চৌকীদারী রোডকর ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে বাকী রাজনারায়ণ রায় রকম ॥ আনার সদর জমা খাজানা চৌকীদারী রোড কর ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই	 ১ ১৸/৩ ১১ ।৶ ১৶১১ ৫ ৶৭॥ ৫৬৸/ ॥/৫॥ ৫ ৸৴৭॥ ৫৬৸/ ॥/৫॥	 ২৮।৶৬ ।৮	 এই অংশের বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।

R Cornell Offg Collector

জেলা কটক।

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টর মধ্যম প্রদেশ জেলা কটক।

সমস্ত লোকদিগের জ্ঞাতকারণ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ইংরেজি সন ৮২৯ সাল ১ আইনের ৬ ধারা ও সন ১৮৬৮ সাল ৭ আইনের ৩ ধারানুসারে কটক জেলার নিচের লিখিত মহাল সকল লাগায়েত কিস্তী জানুয়ারি সন ৮৮১ সাল মোতাবেক সন ১২৮৮ সাল অবশিষ্ট বাকী সরকারের পাওনা আদায়কারণ সন ৮৮১ সাল আগস্ট মাহার ৫ তারিখ মোতাবেক সন ২৮৮ সাল ভাদ্র মাহার তারিখ সোমবার দিবসে এজেলার কালেক্টরি কাছারিতে নিলামে ধরা যাইবেক এবং নিলামে ক্রয় হইবেক। ৯ তারিখ মাহ জুলাই সন ১৮৮১ সাল।

দ্বিতীয় শ্রেণী মেয়াদী বন্দোবস্ত জম ধার্য্য হওয়া মাহাল।

নং ৫৮৯ তৌজি হুজুরি মাহাল কিসমত তালুকে সত্যভামাপুর পং পদ্মপুর লিখিত মালিক রঘুনাথ দাস ও রাধামোহন দাস ও ভাগ্যরথি মাইতি ও ইন্দ্রমণি দাস ও চিন্তামণি দাস ও নন্দরধর দাস ও ব্রজাধর দাস ও পীর মহমদ ও ফকির মহম্মদ সদর জমা ৲ ৫২৭৸/৯

নং ১২৫৩ তৌজি কি ৷/৫৲১২৶১২ গণ্ডা তালুকে জাহাঁগারা ম পং করমুল লিখিত মালক চৌধুরী রাধামাধব সামন্তরা মহাপাত্র স্বয়ং ও মাহাফেজ দিব্য সিং পহরাজ ও ব্রজসুন্দর পাট যোশী লাবণ্যগাণ ও চৌধুরী শ্যামসুন্দর রাএগুরু ও সুধামণী দেই ও শ্রী চন্দ্রদাস ও বিনোদবেহারী দাস ও অনাদি দাস ও কল্পতরু দাস ও অচ্যুতানন্দ ও আনন্দচন্দ্র দাস ও প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ ও গোপাল পতি ও বিশোর দীক্ষিত ও চক্রধর পতি ও শিবপতি ও বলিপতি ও শ্রীনিবাস ভুঁয়া ও কাশীনাথ বসু ও সুদরিমন ও চৌধুরী রঘুনাথ দাস ও রাধামোহন দাস ও মন্দরধর দাস ও ব্রজাধর দাস নিলমণি দাস ও ইন্দ্রমণি দাস ও চিন্তামণি দাস ও সুধামণি দাস ও উমাপ্রসাদ বসু ও শ্যামচরণ মল ও শ্যামচরণ মাইতি ও সুদর্শন ভুয়াঁ ও চক্রধর ভুয়াঁ কলভদ্র বেহরা সাবুচরণ মাইতি ও হাড়ি সাহু সদর জমা মং ১০০৭৶৫। একহাজার সাত টাকা তিন আনা পঞ্চপাই একপুয়া।

জেলা কটক ৯ তারিখ
মেই সন১৮৮১ সাল।

C Grant, *Offg Collector*

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৬ জুলাই।]

The Hymns of the Rig Veda, in the Samhita and Pada Text, by Professor F Max Müller M A in two Volumes *Price Rs 21 packing and postage Rs 1 1*

*. The Rig Veda, the oldest book of Indian literature has very properly been made one of the principal class books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India and though at present a scholar like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only yet as soon as editions translations grammars and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country —*Extract from Preface*

OFFICE OF SUPDT GOVT PRINTING No 8 Hastings Street Calcutta

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিনকোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা, প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা প্রতি পাউণ্ড টীন ১৬॥০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ডাক্তারখানা ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়

উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।৷০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant Governor of Bengal by C D Field M A LL D of the Inner Temple Barrister at Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service District and Session Judge of Burdwan Member of the Rent Commission

Price Rs 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant Bengal Secretariat

N B—Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার আট লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সার্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশনের মেম্বর ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি ডি ফিল্ড এম এ এল এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৴০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য। উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

Rates of Subscription to the Bengali Government Gazette

FROM 1st JANUARY 187-

Payable in advance

For one year without postage	Rs 10	0	0
Ditto with postage	1	8	0

When postage stamps are remitted in payment of subscription one anna in the Rupee should be added for discount

---

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার।

ডাকমাশুল বিনা এক বৎসরের	৩৲
ডাকমাশুল যুক্ত ঐ	২।

ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠান গেলে টাকা প্রতি এক আনা মূল্যের একং খান ডাকের টিকিট ডিস্কৌণ্ট দিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৬ জুলাই।]

NOTICE

IN continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied, unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c, inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretaria

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

NOTE.—*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

	Rs
Full page per issue	20
Half	10

Casual advertisements —4 annas per line

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তান্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৴০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

৮৭৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

	টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা	১০
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পঁক্তি	।০

[*Government Gazette*, *26th July* 1881]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন মরিস্ লুইস্ সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1134—740—26 7 81

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

বুধবার ১৮৮১ সাল ২৭ জুলাই।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ব্যবস্থাপক কার্য্যবিভাগ।

সম্পত্তি হস্তান্তর করণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি সিলেক্ট কমিটীর

পত্রাদির নির্ঘণ্ট।

রাজস্ব কৃষি ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্য বিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের নিকট উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ও অযোধ্যার গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৮ সালের ৮ অক্টোবরের ৭২২ A নং পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি [৩৪নং কাগজপত্র।]

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের একটিং প্রধান সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৭ মার্চের ৪৬৭নং পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি [৩৫ নং কাগজ পত্র।]

মান্যবর শ্রীযুক্ত এচ এস কনিঙ্গাম সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৩১ মার্চের পত্র [৩৬নং কাগজপত্র।]

কলিকাতার হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রার সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২৫ মার্চের ৯১৪নং পত্র [৩৭ নং কাগজ পত্র।]

হয়দরাবাদের রেসিডেণ্ট সাহেবের বিরারের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৮ আপ্রিলের ১ নং পত্র [৩৮ নং কাগজ পত্র।]

মান্যবর শ্রীযু ধ জি এচ পি, ইবান্স সাহেবের ১৮৭৯ সালের ১১ আপ্রিলের পত্র [৩৯ নং কাগজ পত্র।]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২১ আপ্রিলে ১২৪৭ নং পত্র ও তৎ সহিত পত্রাদি (৪০ নং কাগজ পত্র)

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ১৮ আপ্রিলের ২০৪৮ নং পত্র ও তৎ সহিত পত্রাদি [৪১ নং কাগজ পত্র]

পাঞ্জাবের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ১ মের ১৭ ৫ নং পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি [৪২ নং কাগজ পত্র।]

হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট সাহেবের বিরারের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৩ এপ্রিলের ৪ নং পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি [৪৩ নং কাগজ পত্র।]

মহীশূরের প্রধান কমিশ্যনরের একটিং সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৫ মের ১ ৮২৩J নং পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি [৪৪ নং কাগজ পত্র।]

মধ্যপ্রদেশের প্রধান কমিশনরের একটিং সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৯ মের ২ ৪৪২৮ নং পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি [৪৫ নং কাগজপত্র।]

হয়দরাবাদের একটিং প্রথম আসিষ্টাণ্ট রেসিডেণ্ট সাহেবের ১৮৭৯ সালের ১০ মের ২ P নং পত্র [৪৬নং কাগজপত্র]।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ও অযোধ্যার গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ১০ মের ৩৬৭ নং পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি [৪৭ নং কাগজপত্র।]

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ও অযোধ্যার গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৯ সালের ২১ মের ১৬ নং পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি [৪৮ নং কাগজ পত্র।

উত্তর পশ্চিম [illegible] হাই কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিতের ১৮৭৯ সালের ২৯ মের স্মারক লপি [৪৯ নং কাগজপত্র।]

আজমীর মেরওয়ার প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২৯ মের ৪০০ নং পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি [৫০ নং কাগজপত্র]

আসামের [illegible] কমিশ্যনরের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ১৯ আপ্রিলের ৬৪৩ নং পত্র ও [illegible] [৫১ নং কাগজপত্র।]

[illegible] সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২০ জুনের ২৫৫C নং পত্র ও তৎসহিত [illegible] কাগজ পত্র।]

মান্দ্রাজ [illegible] গবর্ণমেণ্টের একটিং প্রধান সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৬ জুনের ১৩২০ নং পত্র ও ত [illegible] কাগজপত্র।]

বোম্বা [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] কটিং ছোট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২৫ জুনের ৩৭২০ নং পত্র ও তৎ [illegible] ৫৬ নং কাগজপত্র।]

মান্দ্রা [illegible] সেসন জজ শ্রীযুক্ত [illegible] কৃষ্ণস্বামী রাওর ১৮৭৯ সালের ২৮ জুনের পত্র [৫৫ নং ক [illegible]

কলি [illegible] রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত জে ক্রাফর্ড সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২৭ জুনের ১৭২৩ নং পত্র [illegible] কাগজপত্র।]

মান্দ্রাজ [illegible] প্রধান সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২ জুলাইর ১৫৫৮ নং পত্র ও তৎ [illegible] কাগজপত্র।]

উত্তর প [illegible] ও অযোধ্যার গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২৩ অক্টোবর [illegible] সহিত পত্রাদি [৫৮ নং কাগজপত্র।]

ব্রিটিশ [illegible] কমিশনরের একটিং সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২ ডিসেম্বরের ৪০৮৯ [illegible] নং পত্র ও তৎসহিত পত্রাদি [৫৯ নং কাগজপত্র।]

মান্য [illegible] সাহেবের ১৮৮০ সালের ৮ ডিসেম্বরের মন্তব্য লিপি।

[illegible] নিয়মস্বাক্ষরকারী মেম্বর আমাদের হস্তে অর্পিত হয়। আমরা সবিনয়ে ব্যক্ত করিতেছি যে ১৮৭৯ সালের ইণ্ডিয়ান লা কমিশনের রিপোর্ট নিয়মিতরূপে আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ রিপোর্টের যে অংশ উক্ত পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত আমরা সেই অংশ ও এতৎ সংযুক্ত কর্দ্দের নির্দ্দিষ্ট কাগজপত্র সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, এবং ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮০ সালের ৭ অক্টোবরের ৩৭ নং (ব্যবস্থাপনবিষয়ক) বিজ্ঞাপনীর প্রকাশিত তদীয় ইচ্ছানুসারে আমরা এক্ষণে আমাদের এই তৃতীয় রিপোর্ট উপস্থিত করিতেছি।

লা কমিশনরেরা পাণ্ডুলিপি যেরূপে বর্দ্ধিত করিয়াছেন তাহাতে সাধারণত আমাদের সম্মতি আছে এবং তাঁহাদের স্থির কৃত যে পাণ্ডুলিপি ১৮৮০ সালের ১৭ ও ২৪ জানুয়ারি তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হয় আমরা এই রিপোর্টে তাহারই উল্লেখ করিব।

১ অধ্যায়
উপক্রমণিকা।

যে সকল দ্রব্য কেবল মৃত্তিকার উপর থাকে, "মৃত্তিকা সংলগ্ন" শব্দের লক্ষণ আমরা তৎপ্রতি অপ্রযুজ্য করিয়াছি, এবং আমরা 'সংবাদ' শব্দের লক্ষণ সংশোধন করিয়া স্পষ্টতঃ এরূপ স্থলে প্রয়োগ করিয়াছি যে স্থলে যে রেজিষ্টরে তলাশ করা উচিত ছিল কোন ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাতে তলাশ করে না।

৩ অধ্যায়।—পক্ষদের কার্য্য দ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তর করণের কথা।

কে [illegible] যোগ্য নহে ও কাহারা হস্তান্তর করিতে পারে, এই কথা নির্দ্দেশ করিবার পর, এইঅধ্যায়ে জনসাধা [illegible] সম্পত্তি হস্তান্তর করণের নিয়মাবলী প্রকাশ করা গিয়াছে। এই সকল নিয়ম বস্তুতঃ

ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত বিষয়ক আইনের নিয়মাবলীর মর্ম, এবং দেশাচার ও ব্যক্তিগত আইন হইতে যে সকল স্বত্ব ও দায় উদ্ভূত হয় তৎসমুদয় ২ ধারার (ক) প্রকরণ দ্বারা যথাযোগ্যরূপে সংরক্ষিত হইয়াছে।

যাহা হস্তান্তর করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধীয় ৯ ধারা আমরা এই২ বিষয়ে সংশোধন করিয়াছি —প্রথমত আমরা প্রথম প্রকরণে "ধারা" শব্দের পরিবর্ত্তে "আইন" শব্দ দিয়াছি। ইহার ফল এই হইবে যে হস্তান্তর কালে যাহার উৎপত্তি হয় নাই তাহার প্রতি বিবাহসূত্রে বা প্রকারান্তরে সম্পত্তি নিরূপণ করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে হিন্দুরা ইউরোপীয়দের সমান অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। দানের সময়ে গ্রহীতা জীবিত থাকিবে যদিও ইহা হিন্দু দিগের ব্যবস্থাশাস্ত্রের সাধারণ বিধি বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, তথাপি উক্তরূপ সম্পত্তি নিরূপণ এতদ্দেশীয় রীতির অনুযায়ী।

দ্বিতীয়ত. আমরা (ক) প্রকরণ টি এইরূপে নূতন করিয়া লিখিয়াছি।

(ক) ভাবী উত্তরাধিকারির বিষয়াধিকারী হইবার সম্ভাবিত স্বত্ব কিম্বা কোন জ্ঞাতি বা কুটুম্বের মৃত্যু হইলে তদীয় উইলক্রমে কোন ব্যক্তির দ্রব্যাদি পাইবার সম্ভাবিত স্বত্ব কিম্বা তদ্রূপ অন্য কোন সম্ভাবিত স্বত্বমাত্র হস্তান্তর করা যাইতে পারে না। কোন হিন্দু স্ত্রীলোকের অধিকারে যে সম্পত্তি থাকে, হিন্দু উত্তরাধিকারির তাহা পরে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবিত স্বত্ব যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় সেই সম্পত্তির বর্ত্তমান। ভাবী স্বামী বা সহস্বামি ভিন্ন অন্য কাহাকেও হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ আমরা (গ) প্রকরণ টি এইরূপ করিয়াছি।"

"(গ) স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব প্রবল উত্তরাধিকার স্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।"

চতুর্থত অবৈধমতে সম্পত্তির হানি করা গেলে, তৎসম্বন্ধে মোকদ্দমা করিবার স্বত্বের প্রতি আমরা (ঙ) প্রকরণ বর্তাইয়াছি।

স্ত্রীলোকেরা সধবা থাকিতে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে বা তাহার উপর দায় বর্তাইতে পারিবে না এই নিয়মে স্ত্রীলোকদিগকে বা তাহাদের উপকারার্থ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিবার ক্ষমতা আমাদের বিবেচনায় এখনকার ন্যায় হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ ব্যতিরিক্ত স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধেই থাকা উচিত, এবং আমরা এই বিবেচনানুসারে ১০ ধারা পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না যে এক সম্প্রদায়ের মুসলমান ব্যবস্থা পুস্তক দেখিয়া জানা যায় যে তাঁহারা চিরকালের নিমিত্ত কোন ব্যক্তির ও তাঁহার সন্তান সন্ততির [illegible] সম্পত্তি নিরূপণের অনুমতি দেন।

কিন্তু কার্য্যত এইরূপ সম্পত্তি নিরূপণ চলিত নাই, এবং এরূপ করা গেলেও এক্ষণে আদালতে সিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। এই নিমিত্ত আমরা বিবেচনা করি যে এইরূপ চিরকালীন বন্দোবস্ত নিষেধক ১৪ ধারা অপরিবর্ত্তিতই থাকিতে পারে।

আমরা ৩৩ ও ৩৪ ধারা সংক্ষেপ ও সহজ করিয়াছি। হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা তৎপূর্ব্বে কোন কার্য্য সম্পাদন করিবেন এই নিয়মের এবং উক্তরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে তদ্রূপ নিয়মের বিধান ঐ২ ধারায় ক্রমান্বয়ে [illegible] রা হইয়াছে।

স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে হিন্দুর ভরণপোষণ পাইবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ৪০ ধারায় যে নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষকর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে, আমাদের বিবেচনায় এ কথা বলা যাইতে পারে না এবং ইহা প্রতিবাদ করিবার বিশিষ্টহেতু আছে।

এই নিমিত্ত আমরা ৪০ ধারার প্রথম প্রকরণ এইরূপে নূতন করিয়া লিখিয়াছি।

৪০ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে তৃতীয় কোন ব্যক্তির ভরণ পোষণ পাইবার কিম্বা সাংসারিক উন্নতির বা বিবাহের বিধানার্থ টাকা পাইবার স্বত্ব থাকিলে, এবং উক্ত স্বত্ব ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায় ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করা গেলে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা যদি উক্ত অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া থাকেন কিম্বা যদি বিনা মূল্যে হস্তান্তর করা যায়, তবে ঐ গ্রহীতার বিরুদ্ধে উক্ত স্বত্ব প্রবল করা যাইতে পারিবে, কিন্তু মূল্য দিয়া ও উক্ত স্বত্বের কথা না জানিয়া যিনি হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা হন তাঁহার বিরুদ্ধে বা তাঁহার হস্তগত ঐ সম্পত্তির বিরুদ্ধে উক্ত স্বত্ব প্রবল করা যাইবে না।

৪০ ধারার অবশিষ্টাংশ যদিও ইংলণ্ডীয় মোকদ্দমা দেখিয়া লিখিত, তথাপি আমাদের মতে ভারতবর্ষে প্রযুজ্য ন্যায়বিচারের সাধারণ সূত্রমূলক এবং এনিমিত্ত অপরিবর্ত্তিত থাকিবার যোগ্য।

৪১ ধারা এরূপে সংশোধন করা গিয়াছে যে স্পষ্টতঃই বেনামিদার ইহার কার্য্যচলনের মধ্যে পড়ে।

হস্তান্তর কার্য্য রহিত করিবার ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা মূল্য লইয়া যে স্থলে হস্তান্তর করেন সেই স্থলেই কেবল আমরা ৪২ ধারা খাটাইয়াছি।

এক সহভাগিকর্ত্তৃক হস্তান্তর করণবিষয়ক ৪৪ ধারায় আমরা একটি প্রকরণ যোগ করিয়া প্রকাশ করিয়াছি যে, অবিভক্ত পরিবারের বাসগৃহের কোন অংশের হস্তান্তর ক্রমে গৃহীতা [illegible] নি সম্পর্কীয় ব্যক্তি হইলে, গৃহের একত্র অধিকার পাইবার বা তাহায় অন্যরূপ সাধারণ বা আংশিক ভোগ করিবার স্বত্ব যে তাঁহার হইবে এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

প্রবঞ্চনাক্রমে হস্তান্তর করিবার স্থলেই আমরা ৫৩ ধারা খাটাইয়াছি। প্রবঞ্চনাক্রমে সম্পত্তি দণ্ড সম্বন্ধে এক
যে বিধান আছে তাহা ও ব্যবস্থাগত পরিবর্তন ঘটবে, ইহার ফল কি হইবে সহজে বুঝা যায়।

---

৩ অধ্যায় ।—স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বিষয়ক বিধি ।

স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর করণ প্রণালী প্রকাশ্য হস্তান্তর করণ প্রণালী করিবার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সার
হেনরি মেন সাহেবের সহিত আমাদের ঐকমত্য আছে এবং আমরা সেই মতের যত দূর ভাল বোধ হইয়াছিল তদ-
পেক্ষা এই দিকে আরো কিয়দ্দূর যাইতে আমাদের প্রবৃত্তি হয়। যথা, আমরা বিবেচনা করি যে ভাবি উত্তরাধি
কার বা অন্য অতীন্দ্রিয় পদার্থ হইলে, যদিও উহার মূল্য ১০০ টাকা অপেক্ষা কম হয় তথাপি কেবল রেজিষ্টরী
করা লিখিতপত্রক্রমে উহার হস্তান্তর হওয়া উচিত এবং এতদনুসারে আমরা ৫৪ ধারা পরিবর্তিত করিয়াছি।

বিক্রেতার কর্তব্য কর্ম্মসম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করি যে বাধীনে সম্পত্তি বিক্রয় করা না গেলে, বিক্রয়ের
তারিখে সম্পত্তির উপর যে সকল দায় থাকে তিনি তৎসমুদয় শোধ করিবেন, ও যাবৎ সমুদয় ক্রয়ের টাকা
দেওয়া না হয়, তাবৎ তিনি অধিকারসূচক দলীল দিতে বাধ্য হইবেন না। আমরা আরো বিবেচনা করি যে
পাণ্ডুলিপিতে যে যুক্তিমতে ব্যক্ত করা যাইতে পারে এবং ইহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে যে ভাবান্তরের নিয়ম না
থাকিলে, বিক্রেতা এইরূপ চুক্তি করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে যে তিনি যে স্বার্থ হস্তান্তর করিতে প্রবৃত্ত হন সেই
স্বার্থ চলিত রহিয়াছে ও তাঁহার হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা আছে কিন্তু তিনি ন্যাসধারীরূপে বিক্রয় করিলে আমরা
বর্তমান রীতির অনুসরণ করিব এবং কেবল এই কথা ব্যক্ত করিব যে তিনি এইরূপ চুক্তি করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে
যে যদ্দ্বারা সম্পত্তি দায়গ্রস্ত হয় তিনি এমন কোন কার্য্য করেন নাই কিম্বা উহা হস্তান্তর করিতে তাঁহার কোন বাধা
নাই। এতদনুসারে আমরা ৫৫ ধারার (ক) প্রকরণের ৭ ৮ ও ৯ দফা পরিবর্ত্ত করিয়াছি।

যাবজ্জীবনভোগী পূর্ব্বাধিকারির বাস্তবিক বা আগম মৃত্যু প্রভৃতি বিক্রেতার অজ্ঞাত যে বৃত্তান্ত বলে তাঁহার
সম্পত্তিগত স্বার্থ লঙ্ঘিত হয় ক্রেতার তাহা বিক্রেতার নিকট প্রকাশ করিবার যে বিধি (গ) প্রকরণের (১)
দফায় নিরূপিত হইয়াছে একজন প্রধান কর্তৃপক্ষ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। জ্যাক ৬৯ পৃষ্ঠায় টর্নর ও
হার্বির মোকদ্দমায় ১ বল ও বি ২৪১ পৃষ্ঠায় এসাউ ও লড শাণ্ডাকের মোকদ্দমায় ও জীবৎকালের বিমা
বিক্রয় উপলক্ষে ২ মুয়র ও আর ৩৪৮ পৃষ্ঠায় জোন্স ও কীনের মোকদ্দমায় যে বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, উক্ত বিধি
ঠিক তদনুযায়ী বলিয়া আমাদের বোধ হয়। যাহা হউক এই প্রকরণে আমরা কিঞ্চিৎ ভাষাগত পরিবর্তন
করিয়াছি।

ক্রেতার কর্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা সেই প্রকরণটী উঠাইয়া দিয়াছি যাহাতে তাঁহার প্রতি আদেশ ছিল যে
ক্রয়ের টাকা দিবার পূর্ব্বে স্বামিত্ব হস্তান্তরিত হইলে যদি তিনি টাকা না দেন বা দিবার প্রস্তাব না করিলে বিক্রীত
সম্পত্তি পুনরায় হস্তান্তর করিয়া দিবেন। একপ স্থলে ঐ সম্পত্তির উপর বিক্রেতার যে স্বত্ব থাকে, তাহাই আমা
দের বিবেচনায় যথেষ্ট।

ক্রেতার স্বত্ব সম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করি যে তিনি ক্রয়ের টাকা অগ্রিম দিলে বিক্রেতার বিরুদ্ধে যে স্বত্ব
থাকে সেই টাকা দিবার কথা জানিয়া যাহারা বিক্রেতার অধীন দাওয়াদার হয় তাহাদের সকলের বিরুদ্ধে প্রবল
হইবে। আমরা এতদনুসারে ধারা পরিবর্তন করিয়াছি।

দুই সম্পত্তির উপর একই সাধারণ দায় থাকিলে ও তন্মধ্যে একটি বিক্রীত হইলে, ক্রেতা ঐ দায়ের কথা
জানিত কি না জানিত এই কথার উপর অন্য সম্পত্তি হইতে দায় শোধ হইবার বিক্রেতার বিরুদ্ধে ক্রেতার,
স্বত্ব নির্ভর রাখে না। এ নিমিত্ত আমরা সংবাদ জানা সম্বন্ধীয় কথাগুলি ৫৬ ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়াছি।

---

৪ অধ্যায় ।—বন্ধক বিষয়ক বিধি ।

আমরা বিবেচনা করি যে সামান্য বন্ধকের লক্ষণে আনুষঙ্গিক প্রতিভূ স্বরূপ রাখে" এই কথায় গোলযোগ
ঘটিবার সম্ভাবনা। আমরা আরো বিবেচনা করি যে অধিকার সহকৃত হইলেও কট কবালার বন্ধক" হইতে পারে
এবং উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধকের 'লক্ষণে কিম্বা অর্পণ করিতে সম্মত হয়" ও 'বাস্তবিক' এই কথাগুলি
অনাবশ্যক বোধ হয়। এই নিমিত্ত আমরা এই লক্ষণগুলি নিম্নলিখিতরূপে সংশোধন করিয়াছি।

সামান্য বন্ধক।

"যে স্থলে বন্ধক দাতা বন্ধক গ্রহীতার অধিকারে বন্ধকী সম্পত্তি সমর্পণ না করিয়া বন্ধকী ঋণ শোধ
করিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন ও স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ এইরূপ অঙ্গীকার করেন যে যদি তিনি চুক্তি মতে ঋণ
শোধ করিতে না পারেন তবে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া যত দূর আবশ্যক হয়, বিক্রয়োৎপন্ন
টাকা বন্ধকী ঋণ শোধ নিমিত্ত প্রয়োগ করিতে পারিবেন, সেই স্থলে এই ব্যাপারটিকে সামান্য বন্ধক ও বন্ধক
গ্রহীতাকে সামান্য বন্ধক গ্রহীতা বলা যায়।"

কট কবালার বন্ধক।

যে স্থলে বন্ধক গ্রহীতা নিম্নলিখিত কোন নিয়মে বন্ধকী সম্পত্তি প্রকাশ্যত বিক্রয় করেন, অর্থাৎ
নির্দ্দিষ্ট কোন তারিখে বন্ধকী ঋণ শোধ করা না গেলে ঐ বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে, কিম্বা ঐ রূপে ঋণ শোধ করা গেলে
ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে কিম্বা ঐ রূপে ঋণ শোধ করা গেলে ক্রেতা বিক্রেতাকে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিবেন সেই
স্থলে এই ব্যাপারটিকে কট কবালার বন্ধক ও বন্ধক গ্রহীতাকে কট কবালার বন্ধক গ্রহীতা বলা যায়।"

উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক।

"বন্ধক দাতা বন্ধক গ্রহীতার অর্পিকা র সম্পত্তি সর্পণ করিয় তাহাকে বন্ধকী ঋণ শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সম্পত্তি স্বীয় অধিকারে রাখিয়া ঐ সম্পত্তির খাজানা ও উপস্বত্ব লইতে ও বন্ধকী ঋ ণর সুদের পরিবর্ত্তে বা ঐ ঋণ শোধার্থে উক্ত খাজানা ও উপস্বত্ব প্রয়োগ করি ত অনুমতি দিলে সেই ব্যাপারটিকে উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক ও বন্ধকগ্রহীতাকে উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক গ্রহীতা বলা যায়।"

লা কমিশানরদের সহিত আমরা এ বিষয়ে একমত যে রেজিষ্টারী করা আবশ্যক হইলে কেবল যে প্রবঞ্চনার সংযমন ও প্রমাণানুসন্ধানের সুবিধা হইবে এমন নহে, ইহাতে অগ্রগণ্যতা সম্বন্ধীয় কতকগুলি কঠিন প্রশ্ন উঠি তই পারিবে না। কিন্তু আমাদের অধিকাংশের মত এই যে, আসল যে টাকার প্রতিভূ প্রদত্ত হয় তাহা ১০ টাকার কম হইলে নিবন্ধপত্র রেজিষ্টারী করিবার প্রয়োজন নাই, এবং এই বিবেচনায় আমরা পাণ্ডুলিপি পরিবর্ত্তিত করিয়াছি।

এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমাদের সহযোগী শ্রীযুত ষ্টোকুস সাহেবের ভিন্ন মত কারণ তিনি বিবেচনা করেন যে সমুদয় দায়ই রেজিষ্টরে দর্শিত হওয়া উচিত। যাহারা অনেক টাকা লইয়া বন্ধক দেয় তাহাদের অপেক্ষা যাহারা অল্পটাকায় সম্পত্তি বন্ধক দেয় তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা হইতে রক্ষা কর আবশ্যক এ টি২ সমান্য বিধি, এবং আইনের কার্য্য চলন সম্বন্ধে যে সকল পরিবর্ত্তন শীঘ্রই হইবে তাহাতে অতি সামান্য বিষয় হইলেও রেজিষ্টরী করিবার প্রয়োজন অন্য কোন কষ্ট হইবে না।

আমাদের অধিকাংশের মত এই যে কলিকাতায় মান্দ্রাজে, বোম্বাইয়ে, রেঙ্গুণে ও করাচীতে স্বত্বসংক্রান্ত দলীল গচ্ছিত রাখিয়া যে ন্যায়ানুগত বন্ধক দেওয় যায় তাহা সিদ্ধ থাকিবে। এই রূপ প্রতিভূ দিয়া টাকা তুলিবার রীতি এই সকল নগরে বহুকাল প্রচলিত আছে এবং উহা বিচলিত করিবার চেষ্টা করিলে অনেক অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। এস্থলে ও আবার নিম্নলিখিত হেতুতে ষ্টোকুস সাহেবের ভিন্ন মত —(ক) উক্তরূপ বন্ধক রেজিষ্টরী আইনের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ (খ) উহাতে ইষ্টাম্পের মাসুল ফাকি দেওয়া হয়, (গ) উহা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করণের প্রণালী যতদূর সম্ভব প্রকাশ্য হস্তান্তরকরণ প্রণালী করিবার বিধির বিরুদ্ধ (ঘ) যে টাকার প্রতিভূ দেওয়া যায় তাহা ১০ বা তদধিক হইলে, ঐ বন্ধক লিখিত দলীলের আদেশসূচক ৫৮ ধারার সাধারণ বিধির বিরুদ্ধ হইবে।

আমরা শ্রীযুত জষ্টিস ওয়েষ্ট সাহেবের সহিত বিবেচনা করি যে আসল টাকা শোধ করিবার অবধারিত সময় অতীত হইলে, কিম্বা ঐরূপ সময় ধার্য্য না হইয়া থাকিলে উক্ত টাকা দিবার বা দিবার প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে বন্ধক গ্রহীতা যুক্তিমত নোটিস পাইবার অধিকারী হইবেন এই মর্ম্মের বিধান থাকিলে, বন্ধকদাতার সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব নির্দ্দেশসূচক ৫৯ ধারার কোন কথাক্র মে ঐ বিধান অসিদ্ধ হইবে না। তদ্রূপ যে স্থলে বন্ধকগ্রহীতা উক্তরূপ নোটিস পাইবার অধিকারী হইবেন বলিয়া চুক্তি থাকে সেই স্থলে আমাদের বিরচনার ৮২ বা ৮৩ ধারার কোন কথাক্রমে তিনি সুদ পাইবার স্বত্বে বঞ্চিত হইবেন না।

বন্ধক গ্রহীতার প্রতি বিক্রয় করিবার স্বত্ব অর্পিত হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবে কি না এই বিবাদস্থলীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে (৬৮ ধারায়) লা কমিশানরেরা যে মীমাংসার প্রস্তাব করিয়াছেন আমরা তাহাতে সম্মত আছি, এবং এবিষয়ে হাই কোর্ট বা প্রিবী কৌন্সিল কোন আজ্ঞা করিবেন এরূপ সম্ভাবনা না থাকায়, যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থাপন কার্য্য দ্বারা এবিষয়ের ব্যবস্থা করা আমরা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করি।

বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করিয়া বিক্রয় করিলে, তাঁহার প্রতিভূ পরিত্যাগ সম্বন্ধীয় ৯৮ ধারার পরিবর্ত্তে, আমরা নিম্নলিখিত ধারাটি দিয়াছি,—

'৯৮ ধারা। বন্ধকক্রমে উত্থিত হউক বা না হউক কোন দাওয়া শোধ নিমিত্ত ডিক্রীজারীক্রমে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করিলে তিনি ৬৬ ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া প্রকারান্তরে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করাইতে পারিবেন না।"

এই অধ্যায়ের বিধানমতে কার্য্য হইবার নিমিত্ত বিধি প্রণয়নক রিবার ক্ষমতা আমাদের বিবেচনায় হাই কোর্টের থাকা উচিত।

---

৫ অধ্যায়।—পাট্টা বিষয়ক বিধি।

বাটী ও বাগান ও খনি পাট্টা করিয়া দিবার বেলা আমাদের মতে এই অধ্যায় কাজে লাগিবে। লা কমিশানরদের সহিত এবিষয়ে আমাদের ঐকমত্য আছে যে এই অধ্যায় স্বত্ব জমীদার ও রায়তের সম্বন্ধ সম্পর্কে খাটিবে না, এবং আমরা বিবেচনা করি যে ৫ ধারার (এক্ষণকার ১১৬ ধারার) এই অধ্যায়ের বিধান কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত পাট্টার প্রতি খাটাইবার যে ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছে তদনুসারে কেবল মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি পাইলেই কার্য্য করিতে হইবে এবং আবশ্যক বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি ছয়মাস গত না হইলে বলবৎ হইবে না।

প্রস্তাব লাগান দ্রব্যের স্থানান্তর করণীয়তা সম্বন্ধীয় ১০৬ ধারার (ঝ) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বিধিসম্বন্ধে কেহ২ আপত্তি করিয়াছেন যে ইহা এদেশে র প্রচলিত আইন অনুযায়ী নহে। কিন্তু চুক্তি বা দেশাচার না থাকিলেই ইহার কার্য্য হইবে এবং কার্য্য ও ইহা কৃষিস ক্রান্ত প্রজাদের প্রতি বর্ত্তিবে না। অধিকন্তু এবিষয়ে ভারতবর্ষের ব্যবস্থা কি হওয়া নিশ্চয় করা য় বলা অসম্ভব। এই নিমিত্ত উপদেশ প্রাপ্তির আশয়ে আদালতসমূহ রোমক ব্যবস্থা ও ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন। স পত্তির গুরুতর হানি না করিয়া স্থানান্তর করা যাইতে পারিলে রোমক ব্যবস্থানুসারে প্রজা স্থাবর সম্পত্তি সংলগ্ন সমুদয় দ্রব্য স্থানান্তর করিতে পারে, এবং যে স্থলে বাণিজ্য বা শিল্পকার্য্যের নিমিত্ত শোভাসম্পাদনার্থ আসবাব জন্য ও গার্হস্থ ব্যবহার বা সুবিধা নিমিত্ত সংলগ্ন দ্রব্য লাগান গিয়াছে সেই স্থলে ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার কঠোরতাও শিথিল করা হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় যে বিবাদীয় প্রকরণ রোমক ও ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার বিধির যুক্তিমত শুদ্ধ প্রতিরূপ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

---

৬ অধ্যায়।—দানবিষয়ক বিধি।

লা কমিশানরদের সহিত এবিষয়ে আমাদের একমত্য আছে যে স্থাবর সম্পত্তি যে মূল্যের কেন হউক না তাহা দান করিতে হইলে রেজিষ্টরী করিতে হইবে। এই সকল দান সামান্যতঃ লিখিত নিদর্শনপত্রক্রমে হইয়া থাকে এবং রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ১৭ ধারার (ক) প্রকরণ মতে এই সকল নিদর্শন পত্র রেজিষ্টরী করাইতেই হইবে সুতরাং এইস্থলে বর্ত্তমান আইন পরিবর্ত্তন করিবার যে প্রস্তাব আছে তাহা প্রায় নামমাত্র পরিবর্ত্তন।

যাহারা উইলের সাক্ষী তাহাদের প্রতি চরমদান সম্বন্ধীয় ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক আইনের বিধিমূলক যে প্রকরণ ২১ ধারায় (এখনকার ১২২ ধারায়) ছিল তাহা আমরা উঠাইয়া ফেলিয়াছি। যে স্থলে দাতা আপন অভিপ্রায়ের সাক্ষ্য দিতে পারেন, দাতার জীবৎকালে সংঘটিত একরূপ ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের বিবেচনায় ঐ প্রকরণের প্রয়োগ হইতে পারে না।

দাতা গ্যারাণ্টী দিতে বাধ্য নহেন এই কথার নির্দ্দেশসূচক (২০) ধারাও আমরা উঠাইয়া ফেলিয়াছি। এদেশে যাহা কেহ বলিবে না তাহার অস্বীকারসূচক একরূপ ধারা আমাদের অধিকাংশের অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। আমাদের সহযোগী শ্রীযুক্ত ষ্টোকস্ সাহেবের ইচ্ছা যে যুক্তিমতে আদালতে যে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে তাহার প্রতিবিধানার্থে এই ধারাটী রাখেন। ২ বর্জে ১৪৫ পৃ দেখ।

আমরা ১ ৫ ৩৮ ৭৫ ৫৯ ৬১, ৬৪ ৮০ ৮ ৯০, ৯১ ৯৯ ০১, ১০৬ ১২৬ ও ১৩৩ ধারার ভাষাগত ও অন্যরূপ সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

পাণ্ডুলিপি এক্ষণে যেরূপ স্থিরীকৃত হইল তাহাতে বর্ত্তমান ব্যবস্থার প্রণালীবদ্ধ ও হিতকর সংগ্রহ বলিয়া আমাদের বোধ হয়। কিন্তু এবিষয়ে লা কমিশানরদের সহিত আমাদের একমত্য আছে যে ভারতবর্ষের নিয়মও বিধিবদ্ধ মূল দেওয়ানী আইন ব্যবস্থাপক সভাকর্ত্তৃক সময়েং প্রণীত ভিন্নং অংশরূপ না থাকিয়া যখন অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপ ও সুবিন্যস্ত আকারে পরিণত হইবে, তখন বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপির বিক্রয়, বন্ধক, পাট্টা ও বিনিময় বিষয়ক অধ্যায়গুলি বোধ হয় চুক্তি বিষয়ক আইনের বিধির সহিত নিকট সম্বন্ধে স্থাপিত হইবে। যাবৎ উক্ত কাল না আইসে তাবৎ চুক্তিবিষয়ক আইনে যাহা ভুক্ত হয় নাই জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পত্তির হস্তান্তর করণ নিয়ামক একরূপ সাধারণ বিধি যে আইনে আছে সেই আইনের মধ্যে উক্ত অধ্যায়গুলির যোগ্য স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

এই সকল বিধি বর্ত্তমান স্পষ্টতাকারে যে সারল্য বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত করিবে অথবা বর্ত্তমান আদালতের বিচারপতিদের কর্ম্মে হস্তক্ষেপ বা তাহা স্থান ভ্রষ্ট করিবে আমরা একরূপ বিবেচনা করি না। এনিমিত্ত আমাদের পরামর্শ এই যে এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হউক। পূর্ব্বকার ইণ্ডিয়ান লা কমিশানরদের দ্বারা ইংলণ্ডে প্রথমে এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। শ্রীযুত সার এ হব্‌হৌস সাহেব ইহা সংশোধন করিয়া ১৮৭৭ সালের জুন মাসে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রিভিকৌন্সিলে উপস্থিত করেন। ইহা সাধারণের মত পাইবার নিমিত্ত ও প্রকাশ করণার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের নিকট পাঠান গিয়াছে এবং সিলেক্ট কমিটী ইহার উপর দুইবার রিপোর্ট করিয়াছেন, একবার ১৮৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ও আর একবার ১৮৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তৎপরে গত ইণ্ডিয়ান লা কমিশান ইহা সামান্য সংশোধন করেন। এক্ষণে আবার আমাদের দ্বারা ইহা সংশোধিত হইল। এনিমিত্ত ক্রেয় বন্ধের নিদর্শনপত্র সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির সম্বন্ধে যেরূপ এই পাণ্ডুলিপির সম্বন্ধেও সেইরূপ আমরা বিবেচনা করি যে প্রকৃত কার্য্য চলন সম্ভূত অভিজ্ঞতা বিনা এক্ষণে আর ইহার উৎকর্ষ সাধন করিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমাদের পরামর্শ এই যে ইহা এই রিপোর্টের সহিত ইণ্ডিয়া গেজেটে পুনর্ব্বার প্রকাশ করা যায়, এবং মাননীয় ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের আজ্ঞানুসারে এইপাণ্ডুলিপি বিলাতে তাঁহার নিকটে পাঠাইতে হইবে এবং দেশীয় ভাষাসমূহে অনুবাদ করিতে হইবে।

আমাদের মাননীয় সহযোগী শ্রীযুত মাইন সাহেব ও পল সাহেব আমাদের অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারাতে এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন নাই।

১৮৮ সাল মার্চ।

হুইটলী ষ্টোকস।
জে পিট কেনেডী।
রেমণ্ড ডিউ কলবিন।
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

ওমঅর।

সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ৮৮১ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

---

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বিষয়ক বিধি।

---

৪ চতুর্থ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক ও দায় বিষয়ক বিধি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

৫ নম্বর।

পক্ষদের কার্য্যদ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ বিষয়ক ব্যবস্থা সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

পক্ষদের কার্য্যদ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ব্যবস্থার কোন২ অংশ নির্দ্ধারণ ও সংশোধন করা বিহিত। এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

১ প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন 'সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন' নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপ্তি।

এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রে বর্ত্তিবে

যে সময় অবধি প্রচলিত হইবে।

১ ১৮৮২ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রবল হইবে।

কোন২ আইন রহিত হইবে তাহার কথা।

২ ধারা। উক্ত দিবসাবধি এই আইন সংযুক্ত প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট সকল আইন ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর উল্লেখ হইয়াছে, তত দূর রহিত করা যাইবে। কিন্তু এই আইনের কোন কথা দ্বারা

কোন২ আইন ও অমুক বন্ধ ও স্বত্ব ওদায় প্রভৃতি প্রবল রাখিবার কথা।

(ক) এতৎক্রমে যে আইন স্পষ্ট রহিত করা যায় নাই তাহার কোন বিধানের ও

(খ) চুক্তি ঘটিত বা সম্পত্তির স্থিতি সংক্রান্ত যে নিয়ম বা অনুষঙ্গ এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত নয় ও প্রচলিত আইন সম্মত হয় তাহার ও

(গ) এই আইনসঙ্গত দেশাচার বা ব্যক্তিগত ব্যবস্থা হইতে যে স্বত্বের বা দায়ের উৎপত্তি হয় তাহার কিম্বা এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে আইনমত যে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহার কিম্বা সেই স্বত্ব কি দায় সম্পর্কীয় কোন প্রতিকারের ও

(ঘ) আইনের কার্য্যক্রমে কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের ডিক্রী বা আজ্ঞাক্রমে যে হস্তান্তর করণ ঘটে, তাহার, যে বিঘ্ন হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

অর্থকরণের ধারা।

৩ ধারা। এই আইনে বিষয় বিবেচনায় কি পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে,

স্বামিত্ব।

অন্য লোকদিগকে বঞ্চিত করিয়া কোন দ্রব্য অধিকার ও ব্যবহার করিতে এক বা এতাধিক ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে ঐ দ্রব্যের "স্বামিত্ব" বলিতে সেই স্বত্ব বুঝায়। ঐ স্বামিত্ব হয় নির্ব্বৃঢ়, নয় গৌণ।

সম্পত্তি।

যে দ্রব্যের স্বামিত্ব হইতে পারে, তাহাকে "সম্পত্তি" বলে।

'নিবন্ধ পত্র।'

উইল ভিন্ন যে নিদর্শনপত্রের মর্ম্মানুসারে কি ফলানুসারে স্থাবর সম্পত্তিগত কোন স্বত্ব কি অধিকার কি স্বার্থ বর্ত্তমানে কি ভাবিকালে সৃষ্ট কি হস্তান্তরিত হয় কি প্রকারান্তরে প্রয়োগ করা যায়, 'নিবন্ধপত্র' শব্দে এমত কোন নিদর্শনপত্র বুঝিতে হইবে।

রেজিষ্টরী।

দলিল রেজেষ্টরী করণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে যে রেজিষ্টরী করা যায়, "রেজিষ্টরী" শব্দে তাহাই বুঝিতে হইবে।

'ভূসংলগ্ন।'

'ভূসংলগ্ন' শব্দে

(ক) তরু ও গুল্মের ন্যায় ভূমিতে মূলবদ্ধ বা

(খ) ভিত্তির বা গৃহাদির ন্যায় ভূমিতে প্রথিত বা

(গ) তদ্রূপ প্রথিত বস্তু স্থায়িরূপে ভাল করিয়া ভোগ করিবার উদ্দেশে তাহাতে সংলগ্ন, বুঝিতে হইবে।

সংবাদ।

কোন ব্যক্তি যে বৃত্তান্ত প্রকৃত প্রস্তাবে জানেন কিম্বা তাঁহার যে অনুসন্ধান বা তলাশ লওয়া উচিত ছিল ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত না থাকিলে বা গুরুতর শৈথিল্য না করিলে তিনি যে বৃত্তান্ত জানিতে পাইতেন কিম্বা ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক আইনের ২২৯ ধারার লিখিত অবস্থায় যে বৃত্তান্তের সংবাদ তাঁহার কর্ম্মকারককে দেওয়া যায় বা ঐ কর্ম্মকারক প্রাপ্ত হন, সেই ব্যক্তি সেই বৃত্তান্তের "সংবাদ" পাইয়াছেন বলা যায়।

চুক্তি সংক্রান্ত বিধান গুলি ১৮৭২ সালের ৯ আইনের অংশ বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৪ ধারা। এই আইনের চুক্তিসংক্রান্ত অধ্যায় ও ধারা গুলি ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে।

২ দ্বিতীয় অধ্যায়।

পক্ষদের কার্য্য দ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

(ক) অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

হস্তান্তর করণ শব্দের অর্থ।

৫ ধারা। যে কার্য্য দ্বারা জীবিত এক ব্যক্তি অন্যের প্রতি অথবা আপনার ও অন্যের প্রতি বর্ত্তমানে বা ভাবীকালে সম্পত্তির স্বামিত্ব বা তদন্তর্গত কোন স্বার্থ অর্পণ করে, নিম্নলিখিত ধারাসমূহে 'হস্তান্তর করণ' শব্দে সেই কার্য্য বুঝাইবে, এবং 'হস্তান্তর করা' বলিতে উক্ত কর্ম্ম সাধন করা বুঝাইবে।

যাহা হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৬ ধারা। এই আইনে কিম্বা প্রচলিত অন্য কোন আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, যে কোন প্রকারের সম্পত্তির স্বামিত্ব হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে।

(ক) ভাবী উত্তরাধিকারির উত্তরাধিকারী হইবার সম্ভাবিত স্বত্ব কিম্বা কোন জ্ঞাতি বা কুটুম্বের মৃত্যু হইলে তদীয় উইলক্রমে কোন ব্যক্তির দ্রব্যাদি পাইবার সম্ভাবিত স্বত্ব কিম্বা তদ্রূপ অন্য কোন সম্ভাবিত স্বত্বমাত্র, হস্তান্তর করা যাইতে পারে না। কোন হিন্দু স্ত্রীলোকের অধিকারে যে সম্পত্তি থাকে, হিন্দু উত্তরাধিকারির তাহা পরে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবিত স্বত্ব যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় সেই সম্পত্তির বর্ত্তমান বা ভাবী স্বামী বা সহস্বামী ভিন্ন অন্য কাহাকেও হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

(খ) অনুবর্ত্তী নিয়ম ভঙ্গ হইলে পুনঃ প্রবেশ করিবার স্বত্বমাত্র তৎসংসৃষ্ট সম্পত্তির স্বামী ভিন্ন অন্য কাহাকেও হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

(গ) স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব প্রবল উত্তরাধিকার স্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(ঘ) সম্পত্তিগত যে স্বার্থ কেবল স্বামিরই ভোগের নিমিত্ত আছে তাহা তিনি হস্তান্তর করিতে পারেন না।

(ঙ) প্রবঞ্চনা বা অবৈধরূপে হানি করা গেলে, তন্নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব মাত্র হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(চ) কোন রাজকীয় পদ হস্তান্তর করা যাইতে পারে না, এবং কোন রাজকীয় কর্ম্মচারির বেতন প্রাপ্য হইবার পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(ছ) গবর্ণমেন্টের সামরিক ও দেওয়ানী পেনশ্যান ভোগী ব্যক্তদের বৃত্তি ও রাজনীতিঘটিত পেনশ্যান হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(জ) (১) যে স্বার্থ হস্তান্তর করা যায় তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ হইলে কিম্বা (২) অবৈধ কার্য্য নিমিত্ত কিম্বা (৩) যে ব্যক্তি আইনমতে হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা হইতে পারে না তাহার অনুকূলে হস্তান্তর করণ হইতে পারে না।

৭ ধারা। কোন ব্যক্তি চুক্তি করিতে সক্ষম ও হস্তান্তরকরণীয় সম্পত্তির অধিকারী হইলে, অথবা আপনার নয় এরূপ হস্তান্তর করণীয় সম্পত্তি লইয়া কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, ঐ সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে এবং নিয়ম বিনা বা নিয়মাধীনে প্রচলিত আইনে যে অবস্থায় যে পরিমাণে ও যে প্রকারে হস্তান্তর করিবার অনুমতি ও নির্দ্দেশ আছে সেই অবস্থায় সেই পরিমাণে ও সেই প্রকারে হস্তান্তর করিতে সক্ষম হইবেন।

যাঁহারা হস্তান্তর করিতে সক্ষম তাঁহাদের কথা।

৮ ধারা। ভিন্ন অভিপ্রায় স্পষ্ট ব্যক্ত না থাকিলে অথবা অবশ্যই না বুঝাইলে, যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় হস্তান্তরকারী তদন্তর্গত যে সমুদয় স্বার্থ ও আইনঘটিত অনুষঙ্গ হস্তান্তর করিতে সক্ষম, হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে তৎক্ষণাৎ তৎসমুদয় অর্পণ করা যাইবে।

হস্তান্তরকরণের ফলের কথা।

এই অনুষঙ্গের মধ্যে এই বিষয় ধরা যাইবে উক্ত সম্পত্তি ভূমি হইলে, তৎসংলগ্ন স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব ও হস্তান্তর করিবার পর যে খাজানা ও উপস্বত্ব প্রাপ্য হয় তাহা ও ভূমিসংলগ্ন সকল দ্রব্য।

উক্ত সম্পত্তি ভূমিতে সংলগ্ন কল হইলে, সেই কলের বেং অংশ সরান না হওয়া যাইতে পারে তাহা।

এবং উক্ত সম্পত্তি বাটী হইলে তৎসংলগ্ন স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব ও হস্তান্তর করিবার পর যে খাজানা পাওনা হয় তাহা ও কুলুপ চাবি হুড়কা দ্বারা জানালা এবং চিরকাল ব্যবহার হইবার নিমিত্ত ঐ গৃহের সহিত যাহা কিছু সংযোগ করা যায় তাহা।

এবং উক্ত সম্পত্তি ঋণ বা নালিশযোগ্য অন্য দাওয়া হইলে, তাহার নিবন্ধপত্র, কিন্তু হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে যে সুদ বাকী পড়িয়া থাকে তাহা নহে।

এবং উক্ত সম্পত্তি টাকা বা আয়োৎপাদনকারী অন্য সম্পত্তি হইলে, স্বাধীন হস্তান্তরিত হইলে পর যে সুদ বা উপস্বত্ব পাওনা হয় তাহা।

৯ ধারা। যে স্থলে আইনমতে লিখিয়া দিবার স্পষ্ট আদেশ না থাকে, সেই স্থলে না লিখিয়া হস্তান্তর করণ হইতে পারে।

বাচনিক হস্তান্তর করণের কথা।

[illegible] ধারা। হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা বা তাঁহার অধীন দাওয়াদার হস্তান্তরিত সম্পত্তি সম্বন্ধীয় স্বীয় স্বার্থ কোনরূপে পরিত্যাগ বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না এইরূপ নিয়ম বা নিবন্ধনের অধীনে হস্তান্তর হইলে যেস্থলে পাট্টাদাতার কিম্বা তাঁহার অধীন দাওয়াদারদের উপকারার্থ এই নিয়ম করা যায় সেইস্থল ছাড়া অন্যত্র উক্ত নিয়ম বা নিবন্ধন ব্যর্থ হইবে কিন্তু যিনি হিন্দু বা মুসলমান বা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিনী নহেন এরূপ স্ত্রীলোককে বা তাঁহার উপকারার্থে সম্পত্তি এই নিয়মে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে যে সধবা থাকিতে তিনি ঐ সম্পত্তি বা তদন্তর্গত স্বীয় উপকারজনক স্বার্থ হস্তান্তর করিতে পারিবেন না বা তাহার উপর দায় বর্ত্তাইতে পারিবেন না।

হস্তান্তর করণের বাধাজনক নিয়মের কথা।

১[illegible] ধারা। সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে যদি কোন ব্যক্তির অনুকূলে কোন স্বার্থ নিরূঢ়রূপে সৃষ্ট করা যায়, কিন্তু হস্তান্তর করণের নিয়মের মধ্যে এরূপ আদেশ থাকে যে ঐ স্বার্থ বিশেষ কোন প্রকারে প্রয়োগ বা ভোগ করিতে হইবে তবে ঐ আদেশ না থাকিলে যে রূপ হইত সেই রূপে ঐ ব্যক্তি ঐ স্বার্থ প্রাপ্ত হইতে ও তাহা লইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন।

সৃষ্টস্বার্থের বিরুদ্ধ নিয়মের কথা।

একখণ্ড স্থাবর সম্পত্তি উপকারজনকরূপে ভোগ করিবার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তির আর এক খণ্ডের ভোগ সঙ্কুচিত করিবার কিম্বা ঐ সম্পত্তি বিশেষ কোন প্রকারে ভোগ করিতে বাধা করিবার যে স্বত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার যে কোন বিঘ্ন হইবে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

দেউলিয়া হইলে বা হস্তান্তর করিবার চেষ্টা করিলে স্বার্থ নষ্ট হইবার নিয়মের কথা।

১২ ধারা। যদি এই নিয়মের বা নিবন্ধনের অধীনে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় যে ঐ সম্পত্তিগত স্বার্থ যে ব্যক্তিকে দেওয়া যায় বা যাহার উপকারার্থে রক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তি দেউলিয়া হইলে বা ঐ স্বার্থ হস্তান্তর বা বিক্রয়াদি করিতে চেষ্টা করিলে সেই স্বার্থ নষ্ট হইবে, তবে ঐ নিয়ম বা নিবন্ধন ব্যর্থ হইবে।

পাট্টাদাতার বা তাঁহার অধীন দাওয়াদারদের উপকারার্থে পাট্টায় যে কোন নিয়ম থাকে এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না।

হস্তান্তর করিবার সময়ে যাহার জন্ম হয় নাই এমন কোন ব্যক্তির উপকারার্থে পূর্ব্ব হস্তান্তর করণের নিয়মাধীনে হস্তান্তর করিবার কথা।

১৩ ধারা। হস্তান্তর করিবার সময়ে যাহার জন্ম হয় নাই, সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এমন কোন ব্যক্তির উপকারার্থে সেই হস্তান্তর কার্য্যদ্বারা সৃষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী কোন স্বার্থের অধীনে যে স্বার্থ সৃষ্ট করা যায় তাহা সম্পত্তির হস্তান্তরকর্ত্তার অবশিষ্ট সমুদয় স্বার্থব্যাপী না হইলে ফলবৎ হইবে না।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন সম্পত্তির স্বামী হইয়া এই নিয়মে তাহা বলরামকে হস্তান্তর করিয়া দেন যে তিনি আনন্দের ও তাঁহার অভিপ্রেত স্ত্রীর জীবৎ কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের জন্য ও তাঁহাদের মধ্যে উত্তরজীবির মৃত্যু হইলে ঐ অভিপ্রেত বিবাহজাত জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবৎ কাল পর্য্যন্ত ঐ পুত্রের জন্য ও ঐ পুত্রের মৃত্যু হইলে দ্বিতীয় পুত্রের জন্য ঐ সম্পত্তি ন্যাসস্বরূপ রাখিবেন। ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপকারার্থে যে স্বার্থ সৃষ্ট হয় তাহা ফলবৎ হয় না কারণ ঐ স্বার্থ আনন্দের সম্পত্তিগত অবশিষ্ট সমুদয় স্বার্থব্যাপী নহে।

চিরস্থায়িত্ব নিষেধক বিধি।

১৪ ধারা। হস্তান্তর করিবার সময়ে যে এক বা অধিক ব্যক্তি জীবিত থাকেন তাঁহাদের জীবৎকাল এবং সেই কালের অবসান হইবার সময়ে জীবিত যে ব্যক্তি অপ্রাপ্তব্যবহার হইলে সৃষ্ট স্বার্থ প্রাপ্ত হইবেন তাঁহার অপ্রাপ্ত ব্যবহার কাল গত হইবার পর যে স্বার্থ ফলবৎ হইবে, কোন হস্তান্তর করণক্রমে এরূপ স্বার্থ সৃষ্টি করা যাইতে পারিবে না।

যে শ্রেণীর কোনং ব্যক্তি ১৩ ও ১৪ ধারার বিধানের অধীন সেই শ্রেণীকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

১৫ ধারা। যদি সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এক শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপকারার্থে কোন স্বার্থ সৃষ্ট হয় এবং ১৩ ও ১৪ ধারার কোন বিধিমতে ঐ শ্রেণীর কোনং ব্যক্তির সম্বন্ধে ঐ স্বার্থের লোপ হয় তবে ঐ সমস্ত শ্রেণীর সম্বন্ধে উক্ত স্বার্থের লোপ হইবে।

পূর্ব্ব হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ হইলে যে হস্তান্তর করণ ফলবৎ হইবে তাহার কথা।

১৬ ধারা। ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ধারার কোন বিধিক্রমে কোন স্বার্থের লোপ হইলে, সেই কার্য্যক্রমে সৃষ্ট যে স্বার্থ উক্ত পূর্ব্ব স্বার্থের লোপ হইলে বা হইবার পর ফলবৎ হইবার অভিপ্রায় থাকে সেই স্বার্থেরও লোপ হইবে।

সাধারণের উপকারার্থে চিরকালের নিমিত্ত হস্তান্তর করিবার কথা।

১৭ ধারা। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, নির্ব্বিঘ্নতা বা মানব জাতির হিতজনক অন্য কোন বিষয় বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে সাধারণের উপকারার্থ যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় তৎপ্রতি ১৪ ও ১৫ ও ১৬ ধারার অধিকারসঙ্কোচক বিধান বর্ত্তিবে না।

জমা করিবার আদেশের কথা।

১৮ ধারা। যে স্থলে সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিয়মমধ্যে এরূপ আদেশ থাকে যে তদুৎপন্ন উপস্বত্ব জমা করিয়া রাখিতে হইবে সেই স্থলে ঐ আদেশ ব্যর্থ হইবে, এবং জমা করিবার আদেশ না থাকিলে যেরূপে হইত সেইরূপে ঐ সম্পত্তি লইয়া কার্য্য হইতে পারিবে।

বর্জ্জিত কথা।— স্থাবর সম্পত্তি হইলে কিম্বা হস্তান্তর করিবার তারিখ অবধি জমা করিবার আদেশ হইলে, হস্তান্তর করিবার তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে সেই সম্পত্তি হইতে যে উপস্বত্ব উৎপন্ন হয় কেবল তাহার সম্বন্ধে সেই আদেশ বলবৎ হইবে, এবং সেই বৎসর শেষ হইলে যে কালের নিমিত্ত জমা করিবার আদেশ করা গেল সেই সমুদয় কাল অতীত হইবার ন্যায় ঐ সম্পত্তি ও উপস্বত্ব লইয়া কার্য্য হইবে।

নির্দ্ধারিত স্বার্থের কথা।

১৯ ধারা। স্বার্থ কোন্ সময়ে ফলবৎ হইবে ইহা নির্দ্দেশ না করিয়া, অথবা উহা তৎক্ষণাৎ অথবা যে ঘটনা নিশ্চয় ঘটিবে সেই ঘটনা ঘটিলে ফলবৎ হইবে বাক্যে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে কোন ব্যক্তির অনুকূলে যদি স্বার্থ সৃষ্টি করা যায়, তবে হস্তান্তর করণের নিয়ম মধ্যে বিপরীত অভিপ্রায় সৃষ্ট না হইলে উক্ত স্বার্থকে নির্দ্ধারিত স্বার্থ বলে।

দখল পাইবার পূর্ব্বে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার মৃত্যু হইলে কোন নির্দ্ধারিত স্বার্থ বিলুপ্ত হয় না।

ব্যাখ্যা।—যে বিধানক্রমে ভোগের কাল বিলম্বে ঘটে, বা যৎক্রমে সেই সম্পত্তিগত পূর্ব্ববর্ত্তী স্বার্থ অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত বা তন্নিমিত্ত রক্ষিত হয় বা যৎক্রমে সম্পত্তিসমুৎপন্ন উপস্বত্ব ভোগ কাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত জমা করিয়া রাখিবার আদেশ থাকে এইরূপ কোন বিধান থাকিলে, অথবা বিশেষ কোন ঘটনা ঘটিলে ঐ স্বার্থ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে এইরূপ বিধান থাকিলে কেবল তাহা হইতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না যে স্বার্থ নির্দ্ধারিত না করিবার অভিপ্রায় ছিল।

যে ব্যক্তি বিদ্যমান না থাকে তাহার উপকারার্থে হস্তান্তর করণের কথা।

২০ ধারা। যে ব্যক্তি তৎকালে বিদ্যমান না থাকে সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে সেই ব্যক্তির উপকারার্থে কোন স্বার্থ সৃষ্ট করা গেলে, যদি হস্তান্তর করণের নিয়ম মধ্যে বিপরীত ভাব দৃষ্ট না হয় তবে ঐ ব্যক্তি জন্মিবা মাত্র স্বার্থ ভোগে অধিকারী না হইলেও জন্মকালেই নির্দ্ধারিত স্বার্থ প্রাপ্ত হন।

অতিরিক্ত সময় দিতে হইবে। কিন্তু উক্ত কার্য্য সম্পাদনের সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, যদি নিয়মপালন না হওয়াতে যাহার স্বার্থ থাকে এরূপ কোন ব্যক্তির প্রবঞ্চনাক্রমে ঐ কার্য্য সম্পাদন অসম্ভব হইয়া উঠে বা অলক্ষ্য কাল পর্য্যন্ত বিলম্বিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ নিয়ম পালন হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

মনোনিত করণবিষয়ক বিধি।

যে স্থলে মনোনীত করণ আবশ্যক তাহার কথা।

৩৬ ধারা। যে ব্যক্তির যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার স্বত্ব নাই সেই ব্যক্তি সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে চাহিলে এবং সেই কার্য্যক্রমে ঐ সম্পত্তির স্বামির কোন উপকার সাধন করিলে, ঐ স্বামী মনোনীত করিয়া হয় ঐ হস্তান্তর করণ দৃঢ় করিবেন, না হয় তাহাতে অসম্মত হইবেন। শেষোক্ত স্থলে ঐ রূপে যে উপকার সাধিত হয় তিনি তাহা পরিত্যাগ করিবেন এবং ঐ পরিত্যক্ত উপকার সম্বন্ধে কোনরূপ বিনিয়োগ না ঘটিলে যেরূপ হইত সেইরূপে উহা হস্তান্তর কর্ত্তার ও তদীয় স্থলাভিষিক্তের প্রতি ফিরিয়া বর্ত্তিবে।

তথাপি যে স্থলে বিনামূল্যে হস্তান্তর করা যায় ও উক্ত মনোনীত করণের পূর্ব্বে হস্তান্তর কর্ত্তার মৃত্যু হয় কিম্বা তিনি প্রকারান্তরে নূতন হস্তান্তর করিতে অশক্ত হইয়া পড়েন,

এবং যে সকল স্থলে মূল্য লইয়া হস্তান্তর করা যায়,

সেই বা সেই সকল স্থলে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে যে সম্পত্তি দিবার চেষ্টা হয় তাহার মূল্য বা টাকা সেই বঞ্চিত গ্রহীতাকে দিবার দায় ঐ উপকারে সংলগ্ন থাকিবে।

উদাহরণ।

ফুলতামপুরে ইজারা চন্দ্রের সম্পত্তি ও তাহার মূল্য ৮০০ টাকা। আনন্দ দানপত্রক্রমে উহা বলরামকে হস্তান্তর করিয়া দিতে চাহেন, এবং সেই পত্রক্রমেই চন্দ্রকে ১০০০ টাকা দেন। চন্দ্র ইজারা রাখিই মনোনীত করিলেন। তিনি ১০০০ টাকার দাবে বঞ্চিত হইবেন।

ঐ উদাহরণে স্থলে যদি উক্ত মনোনীত করণের পূর্ব্বে আনন্দের মৃত্যু হয় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি বলরামকে ঐ ১০০০ টাকার ৮০০ টাকা দিবেন।

হস্তান্তর কর্ত্তা যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিতে চাহেন, তিনি আপনাকে সেই সম্পত্তির স্বামী বলিয়া বিশ্বাস করুন বা না করুন উভয় স্থলেই এই ধারার প্রথম প্রকরণের বিধি বর্ত্তিবে।

কেন কার্য্যক্রমে যে ব্যক্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপকার দর্শে না কিন্তু পরোক্ষে উপকার দর্শে সেই ব্যক্তির মনোনীত করিবার প্রয়োজন নাই।

যে ব্যক্তি এক পদোপলক্ষে কোন কার্য্যমত উপকার গ্রহণ করিতে পারে, সেই ব্যক্তি অন্য পদোপলক্ষে তাহাতে অসম্মত হইতে পারে।

শেষ বিধি চতুষ্টয়ের বর্জ্জিত কথা।

হস্তান্তরকর্ত্তা যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে চাহেন সেই সম্পত্তির বিনিময়ে সম্পত্তি স্বামির বিশেষ কোন উপকার করিবার কথা ব্যক্ত থাকিলে ঐ স্বামী সম্পত্তির দাওয়া করিলে ঐ বিশেষ উপকার পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু তৎকার্য্যক্রমে তাহার অন্য যে উপকার হয় তিনি তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য নহেন।

যে ব্যক্তির উপকার সাধন করা যায় সেই ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিলে তিনি হস্তান্তর কার্য্য দৃঢ় করিতে মনোনীত করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে তিনি মনোনীত করিবার নিজ স্বত্ব অবগত হইয়া কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যেই বিষয় বিশেষ বুঝিয়া বিচারপূর্ব্বক মনোনীত করেন তাহা জানেন অথবা সেই বিষয়বিশেষের অনুসন্ধান করিবার স্বত্ব ত্যাগ করেন।

যে ব্যক্তির উপকার সাধন করা যায় সেই ব্যক্তি অসম্মতিসূচক কোন কার্য্য না করিয়া দুই বৎসর কাল ঐ উপকার ভোগ করিলে, বিপরীত প্রমাণাভাবে উক্তরূপ জ্ঞান বা স্বত্বত্যাগ অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

যে ঐ ব্যক্তি বিশেষ কোন কার্য্য না করিলে যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে চাহা হয় সেই সম্পত্তির স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের যে অবস্থা হইত তাহাদিগকে সেই অবস্থা প্রাপ্ত করা যদ্দারা অসাধ্য হয় ঐ ব্যক্তি এরূপ কোন কার্য্য করিলে উক্তরূপ জ্ঞান বা স্বত্বত্যাগ অনুমান করা যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

চন্দ্রের যাহাতে স্বত্ব আছে আনন্দ বলরামকে এইরূপ একটি মহাল হস্তান্তর করিয়া দেন ও চন্দ্রকে একটি পাত-কির কয়লার খনি দেন। চন্দ্র খনি দখল লইয়া তাহার কয়লা ফুরাইয়া ফেলেন। সেই কার্য্য দ্বারা তিনি বলরামকে মহাল হস্তান্তর করিয়া দেওয় দৃঢ় করিলেন।

যদি হস্তান্তর করণের তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে তিনি হস্তান্তরকর্ত্তাকে বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগকে ঐ হস্তান্তর করণ দৃঢ় করিবার বা তাহাতে অসম্মত দিবার অভিপ্রায় না জানান, তবে উক্ত হস্তান্তরকর্ত্তা বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ ঐ সময় অতীত হইলে তাঁহাকে মনোনীত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং তিনি ঐ আদেশ পাইবার পর যুক্তিসঙ্গত সময় মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিলে তিনি হস্তান্তর করণ দৃঢ় করিতে মনোনীত করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

অক্ষমতার স্থলে যাবৎ উক্ত অক্ষমতা শেষ না হয় বা যাবৎ কোন উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ মনোনীত না করেন তাবৎ মনোনীত করণ স্থগিত থাকিবে।

বণ্টন বিষয়ক বিধি।

অধিকারির স্বার্থশেষ হইলে নিয়মিত কালান্তরে দত্ত টাকা বণ্টন করিবার কথা।

৩৭ ধারা। বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকিলে সমুদয় খাজানা, বার্ষিক বৃত্তি পেনশান ডিবিডেণ্ড ও উপস্বত্ব ভাবের নিয়মিত কালান্তরে দত্ত অন্য টাকা, ঐ টাকা পাইবার অধিকারী ব্যক্তির স্বার্থ হস্তান্তর করা গেলে হস্তান্তর কর্ত্তা ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা এই উভয়ের সম্বন্ধে, দিন দিন পাওনা হয় বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, এবং তদনুসারে বণ্টন করা যাইতে পারিবে কিন্তু টাকা দিবার যেই দিন নির্দ্দিষ্ট থাকে সেইই দিন দেয় হইবে।

সম্পত্তি সংক্রান্ত কর্ত্তব্য ভাগকরণ বিষয়ক বিধি।

হস্তান্তর করণ হেতুক কএক ব্যক্তির অনুকূলে উৎপন্ন স্বত্বক্রমে কার্য্য সাধন হইবার কথা।

৩৮ ধারা। হস্তান্তর করণ হেতুক সম্পত্তি বিভক্ত হইয় কএক অংশে ভোগ করা গেলে এবং তন্নিমিত্ত ঐ সমস্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন কর্ত্তব্য জনিত উপকার এক স্বামী হইতে সম্পত্তির কএক স্বামির প্রতি বর্ত্তিলে তদনুযায়ী কর্ম্ম, স্বামিদের মধ্যে বিপরীত ভাবের চুক্তি

২১ ধারা। অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিলেই কিম্বা অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা না ঘটিলে, ফলবৎ হইবে বলিয়া সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে কোন ব্যক্তির অনুকূলে কোন স্বার্থ সৃষ্ট হইলে, উক্ত ব্যক্তি ঐ সম্পত্তিতে ঘটনাধীন স্বার্থ প্রাপ্ত হয়। প্রথমোক্ত স্থলে উক্ত ঘটনা ঘটিলে ও শেষোক্ত স্থলে উক্ত ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইলে, উক্ত স্বার্থ নির্দ্ধারিত স্বার্থ হয়।

ঘটনাধীন স্বার্থের কথা।

বর্জ্জিত কথা।—য স্থলে হস্তান্তর করণক্রমে কোন ব্যক্তি বিশেষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সম্পত্তিগত কোন স্বার্থের অধিকারী হন, এবং হস্তান্তরকর্ত্তা তাঁহাকে ঐ বয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ স্বার্থসমুৎপন্ন উপস্বত্ত্ব নির্ব্বৃঢ় রূপে দেন, কিম্বা তাঁহার উপকারার্থে সেই উপস্বত্ত্ব বা তাহার প্রয়োজনীয় অংশ প্রয়োগ করিবার আদেশ করেন, সেই স্থলে ঐ স্বার্থ ঘটনাধীন বলিয়া গণ্য হয় না।

২২ ধারা। যে স্থলে সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে ব্যক্তিরা বিশেষ বয় প্রাপ্ত হয় কেবল তাহাদের অনুকূলে কোন স্বার্থসৃষ্ট হয় সেইস্থলে উক্ত শ্রেণীর যে কোন ব্যক্তি ঐ বয়স প্রাপ্ত হয় নাই ঐ স্বার্থ তৎ প্রতি বর্ত্তে না।

কোন শ্রেণীর মধ্যে যে ব্যক্তিরা বিশেষ বয় প্রাপ্ত হয় তাহাদিকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

২৩ ধারা। যে স্থলে সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এই নিয়ম করা যায় যে অনিশ্চিত বিশেষ কোন ঘটনা ঘটিলে ঐ সম্পত্তিগত কোন স্বার্থ বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে এবং ঐ ঘটনা ঘটিবার সময়ের কোন উল্লেখ না থাকে, সেই স্থলে মধ্যবর্ত্তী বা পূর্ব্ববর্ত্তী স্বার্থ শেষ হইবার সময়ে বা তৎপূর্ব্বে ঐ ঘটনা না ঘটিলে উক্ত স্বার্থ বিলুপ্ত হইবে।

অনিশ্চিত বিশেষ ঘটনাধীনে হস্তান্তর করণের কথা।

২৪ ধারা। যে সময় সূক্ষ্মরূপে নিরূপিত হয় নাই এরূপ কোন সময়ে বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে তাহাদের প্রতি যে স্থলে ঐ সম্পত্তিগত কোন স্বার্থ বর্ত্তিবে সেই স্থলে, হস্তান্তর করিবার নিয়ম মধ্যে বিপরীত অভিপ্রায় প্রকাশ না পাইলে মধ্যবর্ত্তী বা পূর্ব্ববর্ত্তী স্বার্থ শেষ হইবার সময়ে ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকে ঐ স্বার্থ তাহাদিগকে আশ্রয় করিবে।

অনির্দ্দিষ্ট কোন সময়ে বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে তাহাদিগকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের জীবৎকালপর্য্যন্ত বলরামকে ও তাঁহার মৃত্যুর পর চন্দ্র ও দিননাথকে সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দেন। চন্দ্র ও দিননাথ তাহা সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইতে পারিবেন, অথবা তাঁহাদের মধ্যে যিনি উত্তরজীবী হন তিনি ঐ সম্পত্তি পাইবেন। বলরামের জীবৎকালে চন্দ্রের মৃত্যু হয়। দিননাথ বলরামের উত্তরজীবী হন। বলরামের মৃত্যু হইলে সম্পত্তি দিননাথকে আশ্রয় করিবে।

২৫ ধারা। সম্পত্তি হস্তান্তরক্রমে নিয়মাধীনে কোন স্বার্থ সৃষ্টি করা গেলে যদি ঐ নিয়ম পালন অসম্ভব হয়, বা আইনমতে নিষিদ্ধ হয়, কিম্বা এপ্রকারের হয়, যে উহা করিতে দিলে আইনের কোন বিধান নিষ্ফল হয় কিম্বা যদি ঐ নিয়ম পালন করিতে গেলে, প্রবঞ্চনা বা অন্য কোন ব্যক্তির শরীর বা সম্পত্তির কোন হানি হয় অথবা যদি আদালত উহা নীতিবিরুদ্ধ বা রাজনীতি বিরুদ্ধ বিবেচনা করেন তবে ঐ স্বার্থের লোপ হইবে।

নিয়মাধীনে হস্তান্তর করণের কথা।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম ঘণ্টায় পদব্রজে একশত মাইল চলিবে এই নিয়মে আনন্দ বলরামকে ইজারা দেন। ঐ ইজারা অসিদ্ধ।

(খ) বলরাম আনন্দের কন্যা চন্দ্রমণিকে বিবাহ করিবে এই নিয়মে আনন্দ বলরামকে ৫০০ টাকা দেন। হস্তান্তর করণের সময়ে চন্দ্রমণির মৃত্যু হইয়াছিল। ঐ হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ।

(গ) বলরাম চন্দ্রকে বধ করবে এই নিয়মে আনন্দ বলরামকে ৫০০ টাকা হস্তান্তর করিয়া দেন। ঐ হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ।

(ঘ) চন্দ্রমণি আপন স্বামিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে তাহার পিতৃব্য আনন্দ তাহাকে এই নিয়মে ৫০০০ টাকা হস্তান্তর করিয়া দেন। ঐ হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ।

২৬ ধারা। অগ্রে কোন নিয়ম পালন না করিলে কোন ব্যক্তি সম্পত্তিগত কোন স্বার্থ প্রাপ্ত হইবে না সম্পত্তি হস্তান্তর করণের কথায় মধ্যে এরূপ আদেশ থাকিলে সেই নিয়ম সারতঃ পালন করা গেলে তাহা পালন করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

অগ্রে নিয়ম পালন করিবার কথা।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম চন্দ্রের দীননাথের ও ঈশানের সম্মতি লইয়া বিবাহ করিবে আনন্দ এই নিয়মে বলরামকে ৫০০ টাকা হস্তান্তর করিয়া দেন। ঈশানের মৃত্যু হয়। বলরাম চন্দ্রের ও দীননাথের সম্মতি লইয়া বিবাহ করে। বলরাম উক্ত নিয়ম পালন করিয়াছে।

(খ) বলরাম চন্দ্রের দীননাথের ও ঈশানের সম্মতি লইয়া বিবাহ করিবে আনন্দ এই নিয়মে বলরামকে ৫০০ টাকা হস্তান্তর করিয়া দেন। বলরাম চন্দ্রের দীননাথের ও ঈশানের সম্মতি না লইয়া বিবাহ করে কিন্তু বিবাহের পর তাঁহাদের সম্মতি প্রাপ্ত হয়। বলরাম উক্ত নিয়ম পালন করে নাই।

২৭ ধারা। যে স্থলে সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এক ব্যক্তির অনুকূলে কোন স্বার্থ সৃষ্ট হয়, এবং সেই কার্য্য দ্বারাই হস্তান্তর করণমত পূর্ব্ব স্বার্থ ফলবৎ হইতে না পারিলে অন্য ব্যক্তির অনুকূলে পরে সেই স্বার্থের বিনিয়োগ হয় সেই স্থলে পূর্ব্ব বিনিয়োগ নিষ্ফল হইলে পরবর্ত্তী বিনিয়োগ ফলবৎ হইবে, যদিও পূর্ব্ব বিনিয়োগ যেরূপে নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা বলিয়া হস্তান্তর কর্ত্তা মনে করিয়াছিলেন তাহা সেইরূপ নিষ্ফল না হয়।

পূর্ব্ব হস্তান্তর করণ নিষ্ফল হইলে অন্য কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যাইবে এই নিয়মে এক ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

কিন্তু যে স্থলে হস্তান্তর কার্য্যের উভয় পক্ষের অভিপ্রায় এইরূপ থাকে যে পূর্ব্ব বিনিয়োগ বিশেষ কোন প্রকারে নিষ্ফল হইলেই পরবর্ত্তী বিনিয়োগ ফলবৎ হইবে, সেই স্থলে পূর্ব্ব বিনিয়োগ সেই প্রকারে নিষ্ফল না হইলে পরবর্ত্তী বিনিয়োগ ফলবৎ হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের মৃত্যুর পর তিন মাস মধ্যে বলরাম বিশেষ একখণ্ড পাট্টা লিখিয়া দিলে বলরামকেও না লিখিয়া দিলে চন্দ্রকে আনন্দ ৫০০ টাকা হস্তান্তর করিয়া দেন। আনন্দের জীবৎকালে বলরামের মৃত্যু হয়। চন্দ্রের প্রতি হস্তান্তর করণ ফলবৎ হইবে।

(খ) আমন্দ এই নিয়মে তাঁহার স্ত্রীকে সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দেন যে যদি আপনার জীবৎকালে ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হয় ঐ হস্তান্তরিত সম্পত্তি বলরামকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইবে। একসঙ্গে এরূপ অবস্থায় আমন্দ ও তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয় যে ঐ স্ত্রী যে আগে মরিয়াছে ইহা প্রমাণ করা অসম্ভব। বলরামের প্রতি হস্তান্তরক ণ ফলব- হইবে না।

বিশেষ ঘটনা ঘটিবার বা না ঘটিবার নিয়মাধীনে পরে হস্তান্তর করণের কথা।

২৮ ধারা। সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন স্বার্থ সৃষ্ট করিয়া তাহা এরূপ নিয়মের অধীন করা যাইতে পারে যে অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিলে ঐ স্বার্থ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে কিম্বা অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা না ঘটিলে ঐ স্বার্থ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে। প্রত্যেক স্থলে এইরূপ বিনি-যোগ ১০, ১২ ২, ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ও ২৭ ধারার অন্তর্গত বিধির অধীন হইবে।

পরবর্ত্তী নিয়ম পালনের কথা।

২৯ ধারা। পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত প্রকারের পরবর্ত্তী বিনিয়োগ, নিয়ম সম্পূর্ণরূপে পালিত না হইলে, ফলবৎ হইতে পারে না।

উদাহরণ।

আমন্দ বলরামকে এই নিয়মে ৫ টাকা হস্তান্তর করিয়া দেন যে বলরাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বা বিবাহ করিলে তাঁহাকে ঐ টাকা দে যা যাইবে। ইহার সহিত এই উপনিয়ম থাকে যে বলরাম নাবালগ অবস্থায় মরিলে কিম্বা চন্দ্রের সম্মতি বিনা বিবাহ করিলে ঐ ৫ টাকা দিনন শেব প্রতি বর্ত্তিবে। বলরাম ১৭ বৎসর বয়সে চন্দ্রের সম্মতি বিনা বিবাহ করিল। দিনবাথের প্রতি হস্তান্তর করণ ফলবৎ হইবে।

পরবর্ত্তি বিনিয়োগের অসিদ্ধতা হেতুক পূর্ব্ব বিনিয়োগের বিঘ্ন না হইবার কথা।

৩০ ধারা। পরবর্ত্তী বিনিযোগ যদি সিদ্ধ না হয় তাহাতে পূর্ব্ব বিনিযোগের কোন বিঘ্ন হইবে না।

উদাহরণ।

আমন্দ যার জীবৎকাল পর্য্যন্ত বামাকে ও বামা তাহার স্বামিকে পরিত্যাগ না করিয়া গেলে চন্দ্রকে কোন ইজারার জমী হস্তান্তর করিয়া দেন। কোন নিয়ম সন্নিবেশন করিলে যেরূপে হইত বামা সেইরূপে যাবজ্জীবন ঐ ইজারার জমীর অধিকারিণী হইবেন।

অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিলে বা না ঘটিলে হস্তান্তর করণ ফলবৎ না থাকিবার নিয়মের কথা।

৩১ ধারা। ১২ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এই নিয়ম যোগে কোন স্বার্থ সৃষ্টি করা যাইতে পারে যে অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিলে কিম্বা অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা না ঘটিলে, ঐ স্বার্থ ফলবৎ থাকিবে না।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের জীবৎকালপর্য্যন্ত আমন্দ তাঁহাকে কোন ইজারার জমী এই নিয়মে হস্তান্তর করিয়া দেন যে বলরাম নির্দ্দিষ্ট কোন কাষ্ঠ কাটিলে হস্তান্তর ফলবৎ থাকিবে না। বলরাম ঐ কাষ্ঠ কাটেন। তিনি ঐ ইজারার জমীতে আপনার যাবজ্জীবন স্বত্ব হারাইবেন।

(খ) আমন্দ বলরামকে কোন ইজারার জমী এই নিয়মে হস্তান্তর করিয়া দেন যে বলরাম হস্তান্তর করণের তারিখের পর তিন বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে না গেলে ঐ ইজারার জমীতে তাঁহার স্বার্থ থাকিবে না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বলরাম ইংলণ্ডে গেলেন না। ঐ ইজারার জমীতে তাঁহার আর স্বার্থ থাকিবে না।

ঐ নিয়ম অসিদ্ধ না হইবার কথা।

৩২ ধারা। কোন স্বার্থ ফলবৎ থাকিবে না এই নিয়ম যাহাতে সিদ্ধ হইতে পারে এরূপ করিতে হইলে, ইহা আবশ্যক যে তন্নির্দ্দিষ্ট ঘটনা আইনমতে কোন স্বার্থ সৃষ্টির নিয়ম হইতে পারে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা তৎপূর্ব্বে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার কোন কার্য সম্পাদন করিতে হইবার নিয়মের কথা।

৩৩ ধারা। যদি সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এইরূপ নিয়মের অধীনে কোন স্বার্থ সৃষ্টি করা যায় যে ঐ স্বার্থপ্রাপক ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ে বা তৎপূর্ব্বে কোন কার্য্য সম্পাদন করিবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে ঐ কার্য্য সম্পাদন না করা গেলে, হস্তান্তর কর্ত্তা যদি ঐ স্বার্থ সৃষ্টি করিবার সময়েই আপনার বা অন্য কোন ব্যক্তির অনুকূলে তাহার পরবর্ত্তী কোন বিনিয়োগ করেন, তবে ঐ সময়ের মধ্যে ঐ কার্য্য সম্পাদন না করা গেলে, কিম্বা পূর্ব্ব বিনিয়োগক্রমে উপকৃত ব্যক্তি ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করা অসম্ভব করিয়া তুলিলে পূর্ব্ব বিনিয়োগ আর ফলব- থাকিবে না। কিন্তু যে স্থলে হস্তান্তরকর্ত্তা ঐ স্বার্থের উক্তরূপ কোন পরবর্ত্তী বিনিযোগ করেন নাই সেই স্থলে সময় নিয়মের প্রধান অঙ্গ হইলে হস্তান্তরকর্ত্তার ইচ্ছাক্রমে ঐ স্বার্থ সম্বন্ধে হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে কিন্তু সময় চুক্তির প্রধান অঙ্গ না হইলে ঐ রূপে উক্ত হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে না।

উক্ত অভিপ্রায় স্পষ্ট দৃষ্ট হইলে, পূর্ব্ববিনিয়োগমতে ঐ স্বার্থের বাস্তবিক ভোগ হইয়াছে বলিয়া উক্ত নিয়মের কার্য্যের কোন ব্যাঘাত হয় না।

কার্য্য সম্পাদনের সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে ঐ কার্য্য সম্পাদনের নিয়মাধীনে হস্তান্তর করিবার কথা।

৩৪ ধারা। যে স্থলে সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এইরূপ নিয়মের অধীনে কোন স্বার্থ সৃষ্টি করা যায় যে, ঐ স্বার্থ প্রাপক ব্যক্তি কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিবেন, কিন্তু ঐ কার্য্য সম্পাদনের সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকে সেই স্থলে ঐ ব্যক্তি উক্ত নিয়ম পালন চিরকালের নিমিত্ত বা অনির্দ্দিষ্ট কালপর্য্যন্ত অসম্ভব করিয়া তুলিলে ঐ নিয়ম ভঙ্গ হয়।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য্য সম্পাদনের নিয়মাধীনে হস্তান্তর করিবার কথা।

৩৫ ধারা। হস্তান্তর করণক্রমে সৃষ্ট কোন স্বার্থ ভোগ করিবার পূর্ব্বে যে নিয়ম পালন করিতে হইবে, কিম্বা যে নিয়ম পালন না করিলে ঐ স্বার্থ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে, সেই নিয়ম পালনস্বরূপ যদি কোন ব্যক্তির কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় এবং ঐ কার্য্যসম্পাদনের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে তবে ঐ নিয়ম পালন না হইলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে যাহার লাভ হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রবঞ্চনা হেতুক নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে ঐ কার্য্য সম্পাদন না হইলে উক্ত প্রবঞ্চনাজনিত বিলম্বের কাল পূরণার্থ যদ্রূপ আবশ্যক হয় তাহার বিরুদ্ধে ঐ কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত তদ্রূপ

কিন্তু মূল্য দিয়া ও ঐ স্বত্বের বা কর্ত্তব্যের কথা না জানিয়া যিনি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা হন, তাঁহার বিরুদ্ধে ও তাঁহার হস্তগত ঐ সম্পত্তির বিরুদ্ধে ঐ স্বত্ব বা কর্ত্তব্য প্রবল করা যাইতে পারিবে না।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের নিকট সুলতানপুর বিক্রয় করিবে বলিয়া চুক্তি করে। ঐ চুক্তি প্রবল থাকিতে২ সে চন্দ্রের নিকট তাহা বিক্রয় করে। চন্দ্র ঐ চুক্তির কথা জানিত। বলরাম যে পরিমাণে আনন্দের বিরুদ্ধে ঐ চুক্তি প্রবল করিতে পারিতেন চন্দ্রের বিরুদ্ধেও সেই পরিমাণ পারিবেন।

৪১ ধারা। স্থাবর সম্পত্তিতে যাঁহাদের স্বার্থ আছে স্পষ্টত বা ভাবত তাঁহাদের সম্মতিক্রমে কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির প্রত্যক্ষ স্বামিস্বরূপ থাকিয়া মূল্য লইয়া যদি তাহা হস্তান্তর করেন তবে হস্তান্তরকর্ত্তার হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা ছিল না বলিয়া ঐ হস্তান্তরকরণ অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে না। কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে হস্তান্তরকর্ত্তার হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা ছিল কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত যুক্তিমত যত্ন করিয়া হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা সরলমনে কার্য্য করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ স্বামির দ্বারা হস্তান্তর হইবার কথা।

উদাহরণ

(ক) গ্রাম্য ভূমির দুই সহাধিকারির মধ্যে আনন্দ নামক একজন স্বীয় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যায় ও তাহার সম্মতিক্রমে বলরামনামে অন্য সহাধিকারির নামে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী ঐ ভূমি রেজেষ্টরী করেন। দশবৎসর পরে বলরাম ঐ ভূমির কিয়দংশ চন্দ্রের নিকট বিক্রয় করেন। বলরামের ঐ ভূমি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা আছে কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত চন্দ্র যুক্তিমত যত্ন করিয়া সরলমনে কার্য্য করেন। আনন্দ ঐ বিক্রয় অন্যথা করিতে পারিবেন না।

(খ) আনন্দ ভূমি ক্রয় করিয়া আপনারই জন্য অন্যের হস্তে ন্যস্ত করিয়া রাখিবার উদ্দেশে তাহা আপনার চাকর বলরামকে হস্তান্তর করাইয়া দেন এবং রাজস্বসংক্রান্ত রেজিষ্টরে তাহা বলরামের নামে লেখান। বলরাম ঐ ভূমির রেজিষ্টরী করা মালিক ও তাহার রাজস্ব দিয়া থাকে ইহা ভাবিয়া চন্দ্র ঐ ভূমি বলরামের স্থানে ক্রয় করে। আনন্দ বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন না।

৪২ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন স্থাবর সম্পত্তির কোন হস্তান্তর করণ অন্যথা করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, মূল্য লইয়া যদি ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দেন তবে ঐ ক্ষমতাগতে কার্য্য হইবার নিয়মাধীনে ঐ হস্তান্তর করণ বা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার অনুকূলে উক্ত ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হওয়া পরিমাণে পূর্ব্বহস্তান্তরকরণ অন্যথা করা হয়।

হস্তান্তর করণ অন্যথা করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হস্তান্তর করিবার কথা।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে বাটী ভাড়া দিয়া বলরাম উহা যে প্রকারে ব্যবহার করে তাহাতে সর্জ্জন বিশেষের মতে উহার মূল্য কমিবার সম্ভাবনা হইলে ভোগানুমতি অন্যথা করিবার ক্ষমতা রাখেন। পরে উহার ঐ প্রকার ব্যবহার হইয়াছে মনে করিয়া আনন্দ উহা চন্দ্রকে ভাড়া দেন বলরাম উহা যে প্রকারে ব্যবহার করে তাহাতে উহার মূল্য কমিবার সম্ভাবনা ছিল কি না উক্ত সর্জ্জনের এতদ্বিষয়ক মতাধীনে এতদ্দ্বারা বলরামের ভোগানুমতি পত্র অন্যথা করা হইল।

৪৩ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি ভ্রান্তিক্রমে প্রকাশ করেন যে তিনি কোন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে ক্ষমতাপন্ন ও মূল্য লইয়া ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দেন তবে যৎকালে ঐ হস্তান্তর করণ বিষয়ক চুক্তি বলবৎ থাকে তৎকালমধ্যে হস্তান্তরকর্ত্তা ঐ সম্পত্তিগত কোন স্বার্থ প্রাপ্ত হইলে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার স্বেচ্ছাক্রমে ঐ হস্তান্তর করণ ঐ স্বার্থ সম্বন্ধে প্রবল হইবে।

যে ব্যক্তি পরে হস্তান্তরিত সম্পত্তিতে স্বার্থ প্রাপ্তহন ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া সেই ব্যক্তির হস্তান্তর করণের কথা।

উক্তরূপ স্বেচ্ছা থাকিবার সংবাদ পাইয়া মূল্য দিয়া সরলমনে যাহারা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা হন এই ধারার কোন কথাক্রমে তাঁহাদের স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

উদাহরণ।

আনন্দ নামক একজন হিন্দু তাঁহার পিতা বলরাম হইতে পৃথক হইয়া চন্দ্রের নিকট ক, খ, ও গ নামক তিনটি ক্ষেত্র বিক্রয় করেন। ইহার মধ্যে গ আনন্দের কথা মতে, উহা বাটওয়ারা হইবার সময়ে বলরাম রাখিয়া ছিলেন। কিন্তু বলরামের মৃত্যু হইলে আনন্দ উত্তরাধিকারী স্বরূপ গ ক্ষেত্রটি প্রাপ্ত হইলেন। চন্দ্র বিক্রয়ের চুক্তি অন্যথা না করায় গ ক্ষেত্র তাঁহাকে দিবার নিমিত্ত আনন্দের প্রতি আদেশ করিতে পারেন।

৪৪ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির দুই বা ততধিক সহস্বামিদের মধ্যে একজন যদি তদর্থে ক্ষমতাপন্ন হইয়া ঐ সম্পত্তিতে তাঁহার যে অংশ বা স্বার্থ থাকে তাহা হস্তান্তর করেন তবে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা ঐ অংশ বা স্বার্থ সম্বন্ধে ঐ হস্তান্তর করণ বলবৎ করিবার জন্য যত দূর আবশ্যক হয়, ঐ সম্পত্তি একত্রে দখল করিবার বা সাধারণ বা আংশিকভাবে ভোগ করিবার ও তাহা বাটওয়ারা করাইবার যে স্বত্ব হস্তান্তরকর্ত্তার থাকে তাহা ঐ হস্তান্তরিত অংশ বা স্বার্থ সম্বন্ধে হস্তান্তরকরণ সময়ে যে২ নিয়ম ও দায় থাকে তদধীনে প্রাপ্ত হইবেন।

একজন সহাধিকারির হস্তান্তর করণের কথা।

কোন অবিভক্ত পরিবারের বাসগৃহের কোন অংশ যিনি হস্তান্তরক্রমে গ্রহণ করেন, তিনি নিঃসম্পর্কীয় লোক হইলে ঐ গৃহ যে একত্র দখল করিতে বা অন্যরূপে সাধারণ ভাবে বা আংশিক ভাবে ভোগ করিতে পারেন এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না

৪৫ ধারা। যে স্থলে মূল্য লইয়া দুই বা ততধিক ব্যক্তিকে সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় এবং তাঁহাদের সাধারণ তহবীল হইতে মূল্য প্রদত্ত হয়, সেই স্থলে বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকিলে ঐ তহবীলে তাঁহাদের যাঁহার যে স্বার্থ থাকে যত দূর হইতে পারে তিনি সম্পত্তিতে সেই স্বার্থের অধিকারী হইবেন, এবং মূল্য তাঁহাদের স্বতন্ত্র২ তহবীল হইতে দেওয়া গেলে যদি বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকে, তবে ঐ মূল্যের যিনি যে অংশ দেন তিনি ঐ সম্পত্তির সেই অংশের স্বার্থে অধিকারী হইবেন।

মূল্য লইয়া একযোগে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

ঐ তহবীলে যাঁহার যে স্বার্থ থাকে, কিম্বা মূল্যের যে অংশ যিনি দেন, তদ্বিষয়ের প্রমাণ না থাকিলে উক্তরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ সম্পত্তিতে সমান স্বত্ব আছে বলিয়া অনুমান হইবে।

উদাহরণ।

একজন হিন্দু সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকগত হন। আনন্দ ও বলরাম তাঁহার পুত্র এবং চন্দ্র তাঁহার পৌত্র। চন্দ্রের পিতা দিনমাথের ও মৃত্যু হইয়াছে। বাটওয়ারা হইবার পর আনন্দ ও বলরাম পুনর্ব্বার একত্র হন। চন্দ্রের স্বার্থ স্বতন্ত্র ই থাকে চন্দ্রের অংশ তিন ভাগের এক ভাগ। দিননাথের স্বতন্ত্র সম্পত্তির ও সেই মূল্য। ক নামক মহাল খরিদ করিতে আনন্দ বলরাম ও চন্দ্রের সমস্ত তহবীল খরচ হইয়া যায়। ঐ মহালের অর্দ্ধেক আনন্দ ও বলরাম একসঙ্গে পাইবেন এবং চন্দ্র অপর অর্দ্ধেক স্বতন্ত্র সম্পত্তি স্বরূপ পাইবেন।

৪৬ ধারা। সম্পত্তিতে যাহাদের স্বতন্ত্র২ স্বার্থ তাঁহারা মূল্য লইয়া ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিলে, যদি বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকে তবে হস্তান্তরিত সম্পত্তিতে হস্তান্তর কর্ত্তাদের সমান মূল্যের স্বার্থ থাকিলে তাঁহারা মূল্যের সমান অংশ পাইবার অধিকারী, এবং সম্পত্তিতে তাহাদের অসমান মূল্যের স্বার্থ থাকিলে তাঁহারা আপনা২ স্বার্থের মূল্যের অনুযায়ী অংশ পাইবার অধিকারী হইবেন।

যাঁহাদের স্বতন্ত্র২ স্বার্থ থাকে মূল্য লইয়া তাঁহাদের হস্তান্তর করিবার কথা।

উদাহরণ।

(ক) সুলতানপুর মৌজায় আনন্দের আট আনা ও বলরামের ও চন্দ্রের চারি২ আনা করিয়া অংশ থাকে। তাহারা ঐ মৌজায় দুই আনা অংশের বিনিময়ে লালপুর মৌজা চারি আনা অংশ লইলেন। বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকাতে আনন্দ লালপুরের দুই আনা অংশ এবং বলরাম ও চন্দ্র প্রত্যেকে ঐ মৌজার এক২ আনা অংশ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(খ) মৌজা আলীপুর যাবজ্জীবন স্বত্বের অধিকারিণী অম্বা। ও ভাবী উত্তরাধিকারী বলরাম ও চন্দ্র ঐ মৌজা ১০০০৲ টাকায় বিক্রয় করেন। অম্বার যাবজ্জীবন স্বত্বের মূল্য ৬০০৲ টাকা ও ভাবী উত্তরাধিকারীর স্বার্থের মূল্য ৪০০৲ টাকা বলিয়া নির্ণীত হয়। ক্রয়ের টাকা হইতে অম্বা ৬০০৲ টাকা পাইবার এবং বলরাম ও চন্দ্র ৪০০৲ টাকা পাইবার অধিকারী।

৪৭ ধারা। হস্তান্তরকর্ত্তাদের বিশেষ কোন অংশের বা অংশগুলির উপর হস্তান্তর করণ ফলবৎ হইবে তাহা নির্দ্দেশ না করিয়া স্থাবর সম্পত্তির একজন সহস্বামী ঐ সম্পত্তিগত কোন অংশ হস্তান্তর করিলে হস্তান্তরকর্ত্তাদের মধ্যে সমান২ অংশ থাকিলে হস্তান্তর করণ ঐ সকল অংশের উপর সমানরূপে এবং অসমান অংশ থাকিলে অংশের পরিমাণ অনুসারে ফলবৎ হইবে।

সাধারণ সম্পত্তিগত অংশ সহস্বামিদের হস্তান্তর করিবার কথা।

উদাহরণ।

মৌজা সুলতানপুরের আট আনা অংশের স্বামী আনন্দ এবং চারি২ আনা অংশের স্বামী বলরাম ও চন্দ্র তাহাদের কোন২ অংশ হইতে হস্তান্তর করা গেল ইহা নির্দ্দেশ না করিয়া দিননাথকে ঐ মৌজার দুই আনা অংশ হস্তান্তর করিয়া দেন। ঐ হস্তান্তর করণ ফলবৎ করিবার নিমিত্ত আনন্দের অংশ হইতে এক আনা এবং বলরামের ও চন্দ্রের অংশ হইতে আধ আনা করিয়া লওয়া যাইবে।

৪৮ ধারা। একই স্থাবর সম্পত্তিতে বা তাহার উপর কোন ব্যক্তি ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ স্বত্ব সৃষ্টি করিলে এবং ঐ সকল স্বত্ব একত্র থাকিতে না পারিলে অথবা একত্র পূর্ণ পরিমাণে তদনুযায়ী কার্য হইতে না পারিলে উত্তর কালে সৃষ্ট প্রত্যেক স্বত্ব পূর্ব্ববর্ত্তী হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতারা যদ্দ্বারা বাধ্য হন এরূপ বিশেষ চুক্তি বা নিয়ম না থাকিলে, পূর্ব্ব সৃষ্ট স্বত্বের নিয়মাধীন হইবে।

হস্তান্তরক্রমে সৃষ্ট স্বত্বের অগ্রগণ্যতার কথা।

৪৯ ধারা। যে স্থলে স্থাবর সম্পত্তি মূল্য লইয়া হস্তান্তর করা যায় এবং হস্তান্তর করণ সময়ে ঐ সম্পত্তির বা তাহার কোন অংশের অগ্নি-জনিত ক্ষতি বা হানির বিমা করা থাকে সেই স্থলে উক্তরূপ ক্ষতি বা হানি হইলে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকিলে হস্তান্তর কর্ত্তা ঐ বিমা পত্র ক্রমে বাস্তবিক যে টাকা পান তাহা কিম্বা ঐ টাকার যে অংশ আবশ্যক হয় তাহা উক্ত সম্পত্তির পুনঃ সংস্থান করিবার নিমিত্ত প্রয়োগ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

বিমা পত্রমতে হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতার স্বত্বের কথা।

৫০ ধারা। কোন ব্যক্তি যাহার নিকট হইতে সরল মনে স্থাবর সম্পত্তি ভোগ করেন তাঁহাকে সরলমনে কোন খাজানা বা উপস্বত্ব নগদ বা দ্রব্য যোগে দিয়া থাকিলে যদিও তাহা পরে দৃষ্ট হয় যে যাঁহাকে নগদ টাকা বা দ্রব্যাদি দেওয়া যায় তাঁহার উক্ত খাজানা বা উপস্বত্ব পাইবার স্বত্ব ছিল না তথাপি ঐ ব্যক্তির উপর ঐ খাজানা বা উপস্বত্ব দিবার দায় বর্ত্তিবে না।

দোষযুক্ত স্বত্বক্রমে ভোগাধিকারিকে সরলমনে খাজানা দিবার কথা।

উদাহরণ।

আনন্দ একটি ক্ষেত্র ৫০ টাকা খাজানায় বলরামকে ইজারা দিয়া পরে ঐ ক্ষেত্র চন্দ্রকে হস্তান্তর করিয়া দেন। বলরাম হস্তান্তর করণের সম্বাদ না পাইয়া সরলমনে আনন্দকে খাজানা দেন। উক্তরূপে যে খাজানা দেওয়া যায় বলরামের উপর তাহার দায় বর্ত্তিবে না।

৫১ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা উহাতে আপনার নিরূঢ় স্বত্ব আছে সরলমনে এরূপ বিশ্বাস করিয়া ঐ সম্পত্তির কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন করিলে যদি উৎকৃষ্টতর অধিকার বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি তাঁহাকে উহা হইতে উচ্ছেদ করে, তবে ঐ হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা বা তাঁহার স্বার্থানুগত প্রতিনিধি উচ্ছেদকারী ব্যক্তিকে ঐ উৎকর্ষ সাধনের মূল্য নিরূপণ করিয়া গ্রহীতাকে দিবার বা তদর্থে সুনিশ্চিত করিয়া রক্ষা করিবার, অথবা উৎকর্ষ সাধনের মূল্য ব্যতিরিক্ত ঐ সম্পত্তির বাজার দরে উক্ত সম্পত্তিগত স্বীয় স্বার্থ হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতার নিকট বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

দোষযুক্ত স্বত্বক্রমে ভোগাধিকারির সরল মনে উৎকর্ষসাধন করিলে তাহার কথা।

ঐ উৎকর্ষ সাধন উপলক্ষে যত টাকা প্রদত্ত বা সুরক্ষিত হয় তাহা উচ্ছেদ সময়ের মূল্যানুসারে নিরূপিত হইবে।

পূর্ব্বলিখিত অবস্থায় হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতাকে সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করা গেলে, যদি তিনি ঐ সম্পত্তির উপর শস্যবপন বা রোপণ করিয়া থাকেন ও শস্য জন্মিয়া থাকে, তবে তিনি ঐ শস্য পাইবার অধিকারী ও তাহা কাটিয়া লইয়া যাওয়ার নিমিত্ত তথায় অবাধে যাতায়াত করিতে পারিবেন।

৫২ ধারা। ব্রিটিষ ভারতের যে অংশ হাইকোর্ট কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক স্থা পিত, কোন আদালতে যৎকালে এরূপ বিবাদযুক্ত মোক দ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য চলিতেছে যাহাতে স্থাবর সম্পত্তি ঘটিত কোন স্বত্ব লইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও বিশেষ রূপে বিবাদ হইতেছে তৎকালে ঐ মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠা নিক কার্য্যের কোন পক্ষ মোকদ্দমায় যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয় তদনুযায়ী অন্য কোন পক্ষের স্বত্বের বিঘ্ন করিবার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে বা তাহা লইয়া প্রকারান্তরে কার্য্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু আদা-লতের অনুমতিক্রমে ও আদালত যে নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন সেই নিয়মে ঐ রূপ করিতে পারিবেন।

সম্পত্তি সম্বন্ধে মোকদ্দমা চলিবার সময় তাহা হস্তান্তর করিবার কথা।

৫৩ ধারা। মূল্য দিয়া পূর্ব্বে বা পরে যাঁহারা হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীত হন তাঁহাদিগকে কিম্বা সহস্বামিদিগকে কিম্বা ঐ সম্পত্তিতে কম রূপ স্বার্থ বিশিষ্ট অন্য ব্যক্তি দিগকে প্রবঞ্চনা করিবার কিম্বা হস্ত ান্তরকর্ত্তার মহাজনদিগকে ব্যর্থ করিবার বা বিলম্বে ফেলিবার অভিপ্রায়ে স্থাবর সম্পত্তির যে প্রত্যেক হস্তান্তর করা যায় তাহা উক্তরূপে ব্যক্তিকে ভ্রম বা ব্যর্থ করা যায় বা বিলম্বে ফেলা যায় তাঁহার স্বেচ্ছা মতে অন্যথা করা যাইতে পারিবে।

প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক হস্তান্তর করণের কথা।

যে স্থলে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ক্রমে উক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা বা ব্যর্থ করা বা বিলম্বে ফেলা হয় এবং বিনা মূল্যে বা নিতান্ত অনুপযুক্ত মূল্যে হস্তান্তর কার্য্য সাধিত হয় সে হ স্থলে পূর্ব্ব রূপ অভিপ্রায়ে হস্তান্তর করা গিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারিবে।

সরলমনে মূল্য দিয়া যিনি হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা হন এই ধারার কোন কথাক্রমে তাঁহার স্বত্বের বিঘ্ন হইবে না।

---

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বিষয়ক বর্ণন

৫৪ ধারা। প্রদত্ত বা অঙ্গীকৃত অথবা কিৎপরি মাণে প্রদত্ত ও কিৎ পরিমাণে অঙ্গীকৃত মূল্যের বিনিময়ে স্বামিত্ব হস্তান্তর করণকে 'বিক্রয়' বলে।

বিক্রয় শব্দের অর্থ।

একশত টাকা ও তদধিক মূল্যের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি হইলে, কিম্বা ভাবি উত্তরাধিকার কিম্বা অন্য অতীন্দ্রিয় স্বত্ব হইলে উক্তরূপ হস্তান্তরকরণ কেবল রেজিষ্টরী করা নিবন্ধপত্রদ্বারা হইতে পারে।

যেরূপে বিক্রয় করা যায় তাহার কথা।

একশত টাকার কম মূল্যের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি হইলে উক্ত হস্তান্তর করা রেজিষ্টরী করা নিবন্ধ পত্র দ্বারা কিম্বা সম্পত্তি সমর্পণ দ্বারা হইতে পারে।

বিক্রেতা ক্রেতাকে বা তাঁহার আদেশমত ব্যক্তিকে সম্পত্তির দখল দিলে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তির সমর্পণ ঘটে।

উভয় পক্ষের মধ্যে যে২ নিয়ম স্থিরীকৃত হয় সেই ২ নিয়মে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইবে এইরূপ চুক্তিকে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তি বলে।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তির কথা।

কেবল এতদ্দ্বারা ঐ সম্পত্তিতে বা তাহার উপর কোন স্বার্থ বা দায় বর্ত্তে না।

৫৫ ধারা। ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতা ও বিক্রেতা নিম্নলিখিত বিধির, কিম্বা তন্মধ্যে যে২ বিধি বিক্রীত সম্পত্তির প্রতি খাটে সেই ২ বিধির, নির্দ্দিষ্ট স্বত্ব প্রাপ্ত হন ও তাঁহাদের প্রতি সেই ২ বিধির নির্দ্দিষ্ট দায় বর্ত্তে।

ক্রেতার ও বিক্রেতার স্বত্বের ও দায়ের কথা।

(ক) বিক্রেতার এই ২ কার্য্য করিতে হইবে

(১) বিক্রেতার জ্ঞাত ও ক্রেতার অজ্ঞাত যে দোষ ক্রেতা সামান্য সতর্কতা দ্বারা জানিতে পারিতেন না ক্রেতার নিকটে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রেতার তৎসম্পত্তির সেই দোষ প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) ঐ সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কীয় যে সকল দলীল বিক্রেতার নিকটে বা অধিকারে থাকে তাহা ক্রেতার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যে তদীয় প্রার্থনা ক্রমে তাঁহাকে দেখাইতে হইবে।

(৩) ক্রেতা ঐ সম্পত্তি কিম্বা তদগত অধিকার বিষয়ে প্রাসঙ্গিক যে সকল প্রশ্ন করেন বিক্রেতার স্বীয় জ্ঞানানুসারে তাহার উত্তর দিতে হইবে।

(৪) মূল্যের টাকার যত দেনা থাকে ক্রেতা তাহা দিলে কি দিতে চাহিলে বিক্রেতার স্বাক্ষর করিবার জন্যে উপযুক্ত সময়ে ও স্থানে ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত নিবন্ধপত্র তাঁহার সম্মুখে অর্পণ করা গেলে বিক্রেতার তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং ঐ সম্পত্তি মাল ক্রোক বা একাল বা তাহার অংশ হইলে তৌজীর আব-শ্যক পরিবর্ত্তন নিমিত্ত উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দর খাস্ত দিতে হইবে।

(৫) যাহার সাধারণ বিবেচনা আছে এরূপ সম্পত্তিস্বামী ঐ সম্পত্তির ও তৎসংক্রান্ত দলীলের যেরূপ তত্ত্ব লন বিক্রয়ের চুক্তির তারিখ অবধি সম্পত্তি সমর্পণের তারিখ পর্য্যন্ত বিক্রেতার ঐ সম্পত্তির ও তৎসংক্রান্ত অধিকার সূচক যে দলীল তাঁহার হস্তে থাকে তাহার সেইরূপ তত্ত্ব লইতে হইবে।

(৬) সম্পত্তির ভাব বিবেচনায় যেরূপ দখল দেওয়া সম্ভব হয় আদেশ পাইলে ক্রেতাকে বা তাঁহার আদেশমত ব্যক্তিকে বিক্রেতার সেইরূপ দখল দিতে হইবে।

(৭) বিক্রয়ের তারিখ পর্য্যন্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যে সকল সরকারী প্রাপ্য ও খাজানা দেনা পড়ে এবং ঐ তারিখে সম্পত্তির দায় ঘটিত যে সুদ দেয় হয় বিক্রেতার তাহা দিতে হইবে এবং যে স্থলে সম্পত্তি দায়যুক্ত থাকিয়া বিক্রীত হয় তদ্ভিন্ন স্থলে তৎকালে সম্পত্তির উপর যে সকল দায় থাকে তাহা হইতে বিক্রেতার ঐ সম্পত্তি মুক্ত করিতে হইবে।

(৮) এবং বিক্রেতা এইরূপ চুক্তি করিলেন বলিয়া জান করা যাইবে যে তিনি ক্রেতাকে যে স্বার্থ হস্তান্তর করিয়া দেন তাহা প্রবল আছে ও তাঁহার সেই স্বার্থ হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা আছে।

কিন্তু ন্যাসধারিস্বরূপ কোন ব্যক্তির দ্বারা বিক্রয় হইলে সম্পত্তি যাহাতে দায়গ্রস্ত হয় কিম্বা যদ্দ্বারা বিক্রেতা ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন না এমত কোন কার্য্য করেন নাই ক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার এমত চুক্তি হইল বলিয়া জান করা যাইবে।

(৯) ক্রয়ের সমুদয় টাকা বিক্রেতাকে দেওয়া গেলে সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কীয় যে সকল দলীল বিক্রেতার নিকটে বা তাঁহার অধিকারে থাকে ক্রেতাকে তৎসমুদয়ও বিক্রেতার দিতে হইবে।

পরন্তু (১) ঐ২ দলীলে যে সম্পত্তির উল্লেখ আছে বিক্রেতা সেই সম্পত্তির কোন অংশ স্বীয় অধিকারে রাখিলে, তাঁহার ঐ সকল দলীল স্বহস্তে রাখিবার স্বত্ত্ব আছে ও (২) ঐ দলীলের উল্লিখিত সমুদয় সম্পত্তি ভিন্ন২ ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করা গেলে যিনি ঐ সম্পত্তির অধিক মূল্যের অংশ ক্রয় করেন তাঁহার ঐ সকল দলীল রাখিবার স্বত্ত্ব থাকিবে। কিন্তু ক্রেতা কিম্বা স্থলবিশেষে অন্য ক্রেতাদের মধ্যে কোন এক জন কিম্বা তাঁহার অধীন কোন দাওয়াদার যুক্তিমতে ঐ২ দলীল দেখিবার ও প্রয়োজনমত যথার্থ নকল পাইবার প্রার্থনা করিলে পূর্ব্বোক্ত (১) নং স্থলে বিক্রেতা ও (২) নং স্থলে অধিক মূল্যের অংশের ক্রেতা প্রার্থকের খরচে সেই দলীল দেখাইতে ও তাহার যতখানির নকল প্রার্থনা হয় তত খানির যথার্থ নকল দিতে বদ্ধ থাকিবেন। ইতিমধ্যে অগ্নি দ্বারা বা অন্য অনিবার্য্য বিপত্তির দ্বারা ঐ দলীলের হানি না হইলে ঐ বিক্রেতার বা স্থলবিশেষে ঐ সম্পত্তির অধিক মূল্যের অংশের ক্রেতার ঐ২ দলীল বাতিল কি বিকৃতি না করিয়া নিরাপদে রাখিতে হইবে।

(খ) বিক্রেতার এই২ অধিকার থাকিবে,

(১) যাবৎ সম্পত্তির স্বামিত্ব ক্রেতার প্রতি না বর্ত্তে বিক্রেতা তাহার খাজানা ও উপস্বত্বের অধিকারী থাকিবেন।

(২) ক্রয়ের সমুদয় টাকা দিবার পূর্ব্বে ক্রেতার প্রতি সম্পত্তির স্বামিত্ব বর্ত্তিলে ঐ ক্রয়ের টাকার জন্যে কিম্বা তাহার যে অংশ প্রদত্ত হয় নাই তজ্জন্যে ও সেই টাকার কি সেই অংশের সুদের জন্যে ঐ সম্পত্তির উপর বিক্রেতার দাওয়া থাকিবে।

(গ) ক্রেতার এই২ কার্য্য করিতে হইবে,

(১) ক্রেতার জ্ঞাত বিক্রেতার স্বার্থের প্রকৃতি ও পরিমাণ সূচক যে বৃত্তান্ত ক্রেতা বিক্রেতার অজ্ঞাত বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন ও যদ্দ্বারা উক্ত স্বার্থের মূল্য বৃদ্ধি হয় বিক্রেতার নিকট স্থাবর সম্পত্তি ক্রেতার সেই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) হস্তান্তর কার্য্য সমাপ্ত করিবার সময়ে ও স্থানে ক্রেতার বিক্রেতাকে বা তাঁহার আদেশমত ব্যক্তিকে ক্রয়ের টাকা দিতে বা দিবার প্রস্তাব করিতে হইবে, কিন্তু দায়মুক্ত করিয়া সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইলে হস্তান্তর করণের তারিখে ঐ সম্পত্তির উপর যে সকল দায় থাকে, তাহার টাকা ক্রেতা ক্রয়ের টাকা হইতে রাখিতে পারিবেন এবং ঐ রূপে যে টাকা রাখা হয় তাহা পাইবার অধিকার যাঁহাদের থাকে তাঁহাদিগকে দিবেন।

(৩) ক্রেতার প্রতি সম্পত্তির স্বামিত্ব বর্ত্তিলে, উক্ত সম্পত্তির নাশ, হানি বা মূল্যহ্রাস নিবন্ধন যে ক্ষতি হয় তাহা বিক্রেতার কৃত না হইলে ক্রেতার বহন করিতে হইবে।

(৪) ক্রেতার প্রতি সম্পত্তির স্বামিত্ব বর্ত্তিলে ক্রেতা ও বিক্রেতা এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ হয় তাহাতে ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে যে রাজকীয় দাওয়া বা খাজানা দেনা হয় তাহা, এবং যে সকল দায় যুক্ত হইয়া সম্পত্তি বিক্রীত হয় তৎসমুদয়ের আসল টাকা ও পরে ঐ টাকার যে সুদ পাওনা হয় তাহা ক্রেতার দিতে হইবে।

(ঘ) ক্রেতার এই২ অধিকার হইবে।

১। ক্রেতার প্রতি সম্পত্তির স্বামিত্ব বর্ত্তিলে, ক্রেতা উক্ত সম্পত্তির উন্নতি সাধনের বা মূল্য বৃদ্ধির লাভ ও তদুৎপন্ন খাজানা ও উপস্বত্ব পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) ক্রেতা সম্পত্তি সমর্পণ গ্রাহ্য করিতে অনুচিত মতে অস্বীকার করিয়া না থাকিলে ঐ সমর্পণের অপেক্ষায় উপযুক্ত মতে ক্রয়ের যে টাকা দেন তজ্জন্য ও সেই টাকার উপর সুদের জন্য, ঐ সম্পত্তিতে বিক্রেতার যতদূর স্বার্থ থাকে ততদূর বিক্রেতার ও টাকা দিবার নোটিস প্রাপ্ত তদধীন দাওয়াদারদের বিপক্ষে ঐ সম্পত্তির উপর ক্রেতার দাওয়া থাকিবে এবং ক্রেতা ঐ সমর্পণ গ্রাহ্য করিতে উচিতমতে অস্বীকার করিলে তিনি বায়নার টাকা দিয়া থাকিলে তজ্জন্য ও চুক্তির নির্দ্দিষ্টমতে কার্য্যসাধন করাইবার নিমিত্ত কিম্বা তাহা ব্যর্থ করিবার ডিক্রী পাইবার নিমিত্ত যে মদ্দমা উপস্থিত করা গিয়া থাকলে মোকদ্দমা খরচার জন্য ঐ সম্পত্তির উপর ক্রেতার দাওয়া থাকিবে।

এই ধারার (ক) প্রকরণের (১) দফায় এবং (গ) প্রকরণের (১) দফায় যেই২ কথা প্রকাশ করিবার উল্লেখ আছে সেই২ কথা প্রকাশ করিবার ত্রুটি প্রবঞ্চনামূলক বলিয়া গণ্য হইবে।

দুই সম্পত্তির উপর একই সাধারণ দায় থাকিলে এক সম্পত্তি বিক্রয়ের কথা।

৫৬ ধারা। দুই সম্পত্তির উপর একই সাধারণ দায় বর্ত্তিলে যদি তন্মধ্যে একটি সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তবে তাহাদের চুক্তি না থাকিলে সেই দায়ের শোধ অন্য সম্পত্তি হইতে যত দূর হইতে পারে তত দূর যেন হয়, বিক্রেতার বিরুদ্ধে ক্রেতার এমত স্বত্ব থাকিবে।

---

৪ চতুর্থ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক ও দায় বিষয়ক বিধি।

বন্ধক বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতা এই২ শব্দের অর্থের কথা।

৫৭ ধারা। (ক) যে টাকা ঋণ স্বরূপ অগ্রিম দেওয়া যায় বা দেওয়া যাইবে তাহার কিম্বা বর্ত্তমান কি ভাবি ঋণের শোধ কি অঙ্গীকারের পালন সুনিশ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ স্থাবর সম্পত্তিগত কোন স্বার্থ হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেলে সেই হস্তান্তরকার্য্যকে স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক বলা যায়।

হস্তান্তরকারি ব্যক্তিকে বন্ধকদাতা, ও যাহার প্রতি হস্তান্তর করা যায় তাঁহাকে বন্ধক গ্রহীতা বলা যায় যে আসল টাকার ও সুদের শোধ তৎকালে সুনিশ্চিত করা যায় তাহা বন্ধকী ঋণ, যে স্বার্থ হস্তান্তর করা যায় তাহা বন্ধকী সম্পত্তি ও নিবন্ধপত্র থাকিলে যে নিবন্ধপত্র দ্বারা সেই হস্তান্তর কার্য্য সম্পাদন করা যায় তাহা বন্ধকীপত্র বলিয়া অভিহিত হয়।

সামান্য বন্ধকের কথা।

(খ) যে স্থলে বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার অধিকারে বন্ধকী সম্পত্তি সমর্পণ না করিয়া বন্ধকী ঋণ শোধ করিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন ও স্পষ্টত বা ভাবত এইরূপ অঙ্গীকার করেন যে যদি তিনি চুক্তি মতে ঋণ শোধ করিতে না পারেন, তবে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া যত দূর আবশ্যক হয়, বিক্রয়োৎপন্ন টাকা বন্ধকী ঋণ শোধ নিমিত্ত প্রয়োগ করিতে পারিবেন সেই স্থলে এই ব্যাপারটিকে সামান্য বন্ধক ও বন্ধক গ্রহীতাকে সামান্য বন্ধকগ্রহীতা বলা যায়।

কট কবালায় বন্ধকের কথা।

(গ) যে স্থলে বন্ধকদাতা নিম্নলিখিত কোন নিয়মে বন্ধকী সম্পত্তি প্রকাশ্যত বিক্রয় করেন, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কোন তারিখে বন্ধকী ঋণ শোধ করা না গেলে ঐ বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে কিম্বা ঐ রূপে ঋণ শোধ করা গেলে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে কিম্বা ঐ রূপে ঋণ শোধ করা গেলে ক্রেতা বিক্রেতাকে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিবেন, সেই স্থলে এই ব্যাপারটিকে কট কবালার বন্ধক ও বন্ধক গ্রহীতাকে কট কবালার বন্ধক গ্রহীতা বলা যায়।

উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক বিষয়ক কথা।

(ঘ) বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতার অধিকারে সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে বন্ধকী ঋণ শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সম্পত্তি নিজ অধিকারে রাখিয়া ঐ সম্পত্তির খাজানা ও উপস্বত্ব লইতে ও বন্ধকী ঋণের সুদের পরিবর্ত্তে বা ঐ ঋণ শোধার্থে উক্ত খাজানা ও উপস্বত্ব প্রয়োগ করিতে অনুমতি দিলে সেই ব্যাপারটিকে উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক ও বন্ধক গ্রহীতাকে উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধকগ্রহীতা বলা যায়।

ইংলণ্ডীয় বন্ধকের কথা।

(ঙ) যে স্থলে বন্ধক গ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট তারিখে বন্ধকী ঋণ শোধ করিতে অঙ্গীকারে আপনাকে বদ্ধ করিয়া বন্ধক গ্রহীতাকে বন্ধকী সম্পত্তি একেবারে হস্তান্তর করিয়া দেন, কিন্তু এইরূপ নিয়ম থাকে যে অঙ্গীকার মতে নির্দ্দিষ্ট তারিখে বন্ধকী ঋণ শোধ করিলে বন্ধক গ্রহীতা সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবেন, সেই স্থলে যে ব্যাপার হয় তাহা ইংলণ্ডীয় বন্ধক নামে বলা যায়।

নিবন্ধপত্র ক্রমে বন্ধক হইবার কথা।

৫৮ ধারা। যে আসল টাকা সুনিশ্চিত করা যায়, তাহা এক শত বা তদধিক হইলে বন্ধক দাতার ও অন্যূন দুই জন সাক্ষির স্বাক্ষরিত রেজেষ্টরী করা নিবন্ধপত্র না থাকিলে বন্ধক হইতে পারিবে না।

যে আসল টাকা সুনিশ্চিত করা যায়, তাহা এক শত টাকার কম হইলে, পূর্ব্বোক্তরূপে স্বাক্ষরিত ও রেজেষ্টরী করা বন্ধকপত্র দ্বারা বা সম্পত্তি সমর্পণ দ্বারা বন্ধকদান কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারিবে।

স্থাবর সম্পত্তির প্রতিভূ স্থাপিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার অধিকার সংক্রান্ত দলীল মহাজনকে বা তাঁহার কর্ম্মকারককে দিয়া কলিকাতা মান্দ্রাজ বোম্বাই করাচী ও রেঙ্গুণ নগরে যে বন্ধক দেওয়া হয়, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহা যে অসিদ্ধ হইল এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

বন্ধকদাতার স্বত্ব ও দায় বিষয়ক কথা।

বন্ধকদাতার সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্বের কথা।

৫৯ ধারা। আসল টাকা যে সময়ে দেনা পড়ে সেই সময়ের পর বন্ধকদাতা কিম্বা এক দিক বন্ধকদাতা থাকিলে তন্মধ্যে কেহ উপযুক্ত সময়ে ও স্থানে বন্ধকী ঋণ শোধ করিয়া বা করিতে প্রস্তাব করিয়া বন্ধক গ্রহীতার প্রতি আপনার হস্তে (ক) বন্ধকপত্র অর্পণ করিবার ও (খ) বন্ধক গ্রহীতার অধিকারে বন্ধকী সম্পত্তি থাকিলে ঐ সম্পত্তির অধিকার বন্ধকদাতাকে অর্পণ করিবার এবং বন্ধকদাতার খরচে তাঁহাকে বা তাঁহার আদেশ মত ব্যক্তিকে বন্ধকী সম্পত্তি পুনর্হস্তান্তর করিয়া দিবার কিম্বা নীয় স্বামিত্বের কি অন্য স্বার্থের ভাবিক যে স্বত্ব বন্ধকগ্রহীতাকে দেওয়া যায় তাহা লুপ্ত হইয়াছে এই মর্ম্মের স্বীকারপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিবার ও রেজিষ্টরী করা নিবন্ধ পত্র ক্রমে বন্ধক দেওয়া গিয়া থাকিলে ঐ স্বীকারপত্র রেজিষ্টরী করিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবে।

কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে এই ধারামতে যে স্বত্ব প্রদত্ত হয় তাহা পক্ষদের কার্য্যক্রমে বা আদালতের আজ্ঞাক্রমে বিলুপ্ত হয় নাই।

এই প্রকারে যে স্বত্ব প্রদত্ত হইল, তাহা উদ্ধার করিবার স্বত্ব নামে অভিহিত হয় এবং এই স্বত্ব প্রবল করিবার মোকদ্দমাকে উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা বলে।

যদি আসল টাকা শোধ করিবার অবধারিত সময় অতীত হইতে দেওয়া হয় অথবা উক্তরূপ কোন সময় অবধারিত না থাকে তবে ঐ টাকা দিবার বা দিতে চাহিবার পূর্ব্বে বন্ধকগ্রহীতা যুক্তিমত নোটিস পাইবার অধিকারী হইবেন এই মর্ম্মের কোন বিধান থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহা অসিদ্ধ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

বন্ধকী সম্পত্তির কিয়দংশ উদ্ধার করিবার কথা।

কোন বন্ধক গ্রহীতা কিম্বা একাধিক বন্ধকগ্রহীতা থাকিলে তাঁহারা সকলে সম্পত্তির এক অংশে কোন বন্ধকদাতার যে স্বার্থ আছে তাহা যে স্থলে প্রাপ্ত হন এমত স্থলভিন্ন বন্ধকী সম্পত্তির একাংশ মাত্রে যে বন্ধকদাতার স্বার্থ থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তিনি বন্ধক ক্রমে যত টাকা দেন হয় তাহার অংশমত টাকা দিয়া যে আপনার সেই অংশমাত্র উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে সক্ষম হইবেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে না

৬০ ধারা। দুই কি তদধিক সম্পত্তির স্বামী যদ স্বতন্ত্র নিবন্ধপত্র করিয়া ঐ২ সম্পত্তির উপর স্বতন্ত্র বন্ধকের দায় বর্ত্তান, তবে বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকিলে এক পত্রে বন্ধক গ্রহীতার সপক্ষে বন্ধক রাখা গেলেও ঐ প্রত্যেক বন্ধকী সম্পত্তি লইয়া স্বতন্ত্র বার্য্য হইতে পারিবে।

দুই সম্পত্তির স্বতন্ত্র বন্ধক রাখা গেলে তাহার মধ্যে এক সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্বের কথা।

উদাহরণ।

দয়াপুর ও যোধপুর মৌজার স্বামী আনন্দ বলরামের স্থানে ১০০ টাকা লইয়া তাহার নিকট দয়াপুর মৌজা বন্ধক রাখেন। পরে আর ১০ টাকা লইয়া যোধপুর মৌজাও বন্ধক রাখেন কিন্তু দয়াপুরের উপর দাবী বাড়াইয়া দিবার কোন নিয়ম করেন না। আনন্দ বন্ধকহইতে কেবল দয়াপুর উদ্ধার করিবার স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

৬১ ধারা। উপস্বত্ব ভোগসহিত বন্ধক হইলে।

উপস্বত্ব ভোগসহিত বন্ধক হইলে বন্ধকদাতার অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইবার কথা।

(ক) যে স্থলে সম্পত্তির খাজানা ও উপস্বত্ব হইতে বন্ধকী ঋণ পরিশোধ করিয়া লইবার ক্ষমতা বন্ধক গ্রহীতাকে দেওয়া গিয়াছে সেই স্থলে ঐ ঋণ পরিশোধ করা গেলে ও।

(খ) যে স্থলে বন্ধক গ্রহীতাকে উক্ত খাজানা ও উপস্বত্ব হইতে কেবল বন্ধকী ঋণের সুদ লইবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই স্থলে বন্ধকী ঋণ শোধ করিবার কোন মিয়াদ থাকিলে সেই মিয়াদ গত হইলে ও বন্ধক দাতা বন্ধকের টাকা বন্ধক গ্রহীতাকে দিলে কি দিতে চাহিলে কিম্বা পশ্চাল্লিখিতমতে আদালতে আমানত করিলে

বন্ধকদাতা সম্পত্তির অধিকার পুন প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

৬২ ধারা। বন্ধক থাকিবার সময় যদি বন্ধকী সম্পত্তির বৃদ্ধি হয় তবে ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে বন্ধকদাতা সম্পত্তি উদ্ধার করিলে উক্ত বর্দ্ধিতাংশ পাইবারও অধিকারী হইবেন।

বন্ধকী সম্পত্তি বৃদ্ধি হইবার কথা।

বন্ধক গ্রহীতার খরচে যদি ঐ বর্দ্ধিতাংশ লব্ধ হয় এবং মূল সম্পত্তির কোনরূপ হানি বিনা ঐ বর্দ্ধিতাংশের স্বতন্ত্র অধিকার বা ভোগ হইতে পারে তবে বন্ধকদাতা ঐ বর্দ্ধিতাংশ লইতে চাহেন তাহা লাভ করিতে যে খরচ হয় সেই খরচ দিবেন। উক্তরূপ স্বতন্ত্র অধিকার বা ভোগ সম্ভব না হইলে, ঐ বর্দ্ধিতাংশ উক্ত সম্পত্তির সহিত সমর্পণ করিতে হইবে বিনাশ দণ্ড বা ক্রিয়া হইতে সম্পত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিম্বা বন্ধকদাতার সম্মতক্রমে ঐ অংশ গৃহীত হইয়া থাকিলে বন্ধকদাতা তাহার ন্যায্য খরচ দিতে দায়ী হইবেন। ঐ খরচ আসল টাকার উপর চলান যাইবে ও তাহার সুদ সেইরূপ হারে দিতে হইবে।

তদ্বার্ত্ত ও দায়িত্বক্রমে যে বর্দ্ধিতাংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার কথা।

শেষোক্ত স্থলে যদি বর্দ্ধিতাংশ হইতে কোন উপস্বত্ব জন্মে তাহা বন্ধকদাতার নামে জমা করা যাইবে।

উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক হইলে ও বন্ধকগ্রহীতার খরচে বর্দ্ধিতাংশ লব্ধ হইয়া থাকিলে যদি ভাবান্তরের চুক্তি না থাকে, তবে বর্দ্ধিতাংশ হইতে কোন উপস্বত্ব জন্মিলে তাহা যে টাকা খরচ হয় তাহার সুদ দিতে হইলে সেই সুদের হিসাবে কাটান দিতে হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ এক ক্ষেত্র বলরামের কাছে বন্ধক রাখিলেন তদুপরিস্থ বৃক্ষ গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি। উক্ত ক্ষেত্র বলরাম অধিকার করিলেন ও দখলীকার থাকিতে বৃক্ষগুলি ক্রয় করিলেন। আনন্দ ক্ষেত্র উদ্ধার করিলেন। তিনি খরচ দিলে বৃক্ষগুলি পাইবার অধিকারী।

৬৩ ধারা। কএক বৎসরের মিয়াদী পাট্টা লইয়া বন্ধকী সম্পত্তি হইলে, বন্ধকগ্রহীতা যদি পাট্টা নূতন করিয়া লন তবে ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে নূতন পাট্টা দ্বারা যে উপকার জন্মে বন্ধকদাতা ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করিলে সেই উপকার প্রাপ্ত হইবেন।

বন্ধকীপাট্টা নূতন করিয়া লইবার কথা।

৬৪ ধারা। ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার সহিত এই২ চুক্তি করিয়াছেন এমত জ্ঞান করা যাইবে।

বন্ধক দাতার পাকত চুক্তির কথা।

(ক) বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতাকে যে স্বার্থ হস্তান্তর করিতেছেন তাহা প্রবল আছে ও বন্ধকদাতা তাহা অর্পণ করিতে সক্ষম।

(খ) বন্ধকদাতা উক্ত সম্পত্তিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে তাহা সমর্থন করিবেন কিম্বা বন্ধকগ্রহীতার অধিকারে বন্ধকী সম্পত্তি থাকিলে ঐ স্বত্ব সমর্থন করণার্থে বন্ধকগ্রহীতাকে সক্ষম করিবেন।

(গ) বন্ধক গ্রহীতার অধিকারে বন্ধকী সম্পত্তি না থাকিলে, বন্ধকদাতা ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে যে সকল রাজকীয় প্রাপ্য দেনা হয় তাহা দিবেন।

(ঘ) বন্ধকী সম্পত্তি কএক বৎসরের মিয়াদী পাট্টাই ভূমি হইলে বন্ধকীপত্র সম্পাদনের সময় পর্য্যন্ত ঐ পাট্টার নির্দ্ধারিত খাজানা দেওয়া গিয়াছে ও তদুল্লিখিত নিয়ম পালন হইয়াছে ও পাট্টাদার যে সকল চুক্তিক্রমে বদ্ধ আছেন তাহা পালন করা গিয়াছে, এবং প্রতিভূ যতদিন প্রবল থাকে ও বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধকগ্রহীতার অধিকারে না থাকে বন্ধকদাতা ততদিন ঐ পাট্টার কিম্বা নূতন পাট্টা লওয়া গেলে নূতন পাট্টার নির্দ্ধারিত খাজানা দিবেন, ও তদুল্লিখিত নিয়ম পালন করিবেন, ও পাট্টাদার যে সকল চুক্তিক্রমে বদ্ধ আছেন তাহা পালন করিবেন এবং উক্ত খাজানা না দেওয়াতে বা উক্ত নিয়ম পালন না হওয়াতে ও চুক্তিমত কার্য্য না হওয়াতে যে সকল দাওয়া ঘটে তৎপক্ষে বন্ধক গ্রহীতাকে ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি দিবেন।

(ঙ) সম্পত্তির উপর যে বন্ধকীদায় বর্ত্তান যায়, তাহা দ্বিতীয় বা তৎপরবর্ত্তী দায় হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক দায় ঘটিত সুদ সময়ে২ যে রূপে যখন দেনা পড়ে তাহা দিবেন এবং যথা কালে উক্তরূপ প্রত্যেক দায় ঘটিত আসল টাকা শোধ করিবেন

(গ) বা (ঘ) প্রকরণের কথা যতদূর ভবিষ্যৎ কালের খাজানা শোধের সহিত সম্পর্ক রাখে উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধকের প্রতি বর্ত্তে না।

৬৫ ধারা। বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধক দাতার অধিকারে থাকিলে তিনি যদি সম্পত্তির অবস্থা মন্দ হইতে দেন, তজ্জন্য তিনি বন্ধক গ্রহীতার নিকটে দায়ী নহেন, কিন্তু তিনি এমন কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না যদ্দ্বারা সম্পত্তির বিনাশ সাধন বা স্থায়ী

বন্ধকদাতার অধিকারে থাকিবার সময়ে অপচয়ের কথা।

অপকার ঘটে, বিশেষতঃ যদি প্রতিভূ বলিয়া ঐ সম্পত্তি অপ্রচুর হয় অথবা উক্ত কার্য্যদ্বারা অপ্রচুর হইয়া উঠে।

ব্যাখ্যা।—বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য বন্ধক বাবৎ পাওনা টাকা অপেক্ষা তৃতীয়াংশ পরিমাণে অধিক না হইলে, কিম্বা গৃহাদি সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পরিমাণে অধিক না হইলে, ঐ প্রতিভূ এই ধারার মর্ম্মানুসারে অপ্রচুর হয়।

বন্ধক গ্রহীতার স্বত্বের ও দায়ের কথা।

সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত বা বিক্রয় করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্বের কথা।

৬৬ ধারা। ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে, বন্ধকী ঋণ দেনা পড়িলে পর ও বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের ডিক্রী হইবার কিম্বা পশ্চাল্লিখিতমতে বন্ধকী ঋণ শোধ হইবার বা আমানত করিবার পূর্ব্বে বন্ধক গ্রহীতা আদালত হইতে বন্ধকদাতা সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব একেবারে হারান কিম্বা সম্পত্তি বিক্রয় করা যায়, এরূপ আজ্ঞা লইতে পারিবেন।

বন্ধকদাতা বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব একেবারে হারান এরূপ আজ্ঞা পাইবার মোকদ্দমাকে সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করিবার মোকদ্দমা বলে।

পরন্তু (ক) সামান্য বন্ধক গ্রহীতা সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার মোকদ্দমা কিম্বা উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক গ্রহীতা উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার কি সম্পত্তি বিক্রয় করিবার মোকদ্দমা কিম্বা কটকবালার বন্ধকগ্রহীতা সম্পত্তি বিক্রয়ের মোকদ্দমা যে উপস্থিত করিতে পারিবেন, কিম্বা

(খ) যে বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার ন্যাসধারী বা আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া তাহার স্বত্ব ভোগ করেন ও সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য মোকদ্দমা করিতে পারেন তিনি সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করিবার মোকদ্দমা যে উপস্থিত করিতে পারিবেন কিম্বা

(গ) রেলওয়ে খাল প্রভৃতি যে বিষয়ের অবস্থিতিতে সাধারণের স্বার্থ থাকে সেই বিষয়ের বন্ধক গ্রহীতা ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার কি সম্পত্তি বিক্রয় করিবার মোকদ্দমা যে উপস্থিত করিতে পারিবেন, কিম্বা

(ঘ) বন্ধকী ঋণের অংশমাত্রে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তিনি বন্ধকী সম্পত্তির তত্তুল্য অংশমাত্র বিষয়ে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত জ্ঞান হইবে না। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে বন্ধকদাতার সম্মতিক্রমে বন্ধক গ্রহীতার বন্ধক পত্রমত অপর স্বার্থ স্বতন্ত্র করিয়া থাকিলে, এই নিয়ম খাটিবে না।

বন্ধকী ঋণের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্বের কথা।

৬৭ ধারা। কেবল পশ্চাল্লিখিত স্থলে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধক দাতার নামে বন্ধকী ঋণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন

(ক) বন্ধকদাতা ঐ ঋণ শোধ করিতে আপনাকে বদ্ধ রাখিলে,

(খ) বন্ধকদাতার অবৈধ কার্য্য কি ত্রুটি হেতুক বন্ধক গ্রহীতা সম্পূর্ণরূপে বা কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিভূশূন্য হইলে, কিম্বা

(গ) বন্ধক গ্রহীতা সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বত্ববান হইলেও বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার প্রতি সম্পত্তির অধিকার না দিলে, কিম্বা বন্ধক দাতার কি অন্য ব্যক্তির নিকট কষ্ট না পাইয়া তাঁহার সেই অধিকার ভোগের বিধান না করিলে। যদি বন্ধকদাতার বা বন্ধক গ্রহীতার অবৈধ কার্য্য বা ত্রুটি ভিন্ন অন্য কোন কারণে বন্ধকী সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে বা কিয়ৎ পরিমাণে বিনষ্ট হয় কিম্বা ৬৫ ধারার লক্ষণমত প্রতিভূ অপ্রচুর হয় তবে বন্ধক গ্রহীতা যুক্তমত সময় মধ্যে স্বীয় ঋণের অন্য প্রচুর প্রতিভূ দিউন এই বলিয়া বন্ধকদাতার প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন এবং বন্ধকদাতা তাহা না দিলে, বন্ধকী ঋণের নিমিত্ত তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

বিক্রয় করিবার ক্ষমতা অসিদ্ধ হইবার কথা।

৬৮ ধারা। (ক) আদৌ যে আসল টাকার প্রতিভূ গ্রহীত হয় তাহা ৫০০৲ টাকা বা তদধিক না হইলে, কিম্বা

(খ) ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব বন্ধক গ্রহীতা না হইলে কিম্বা

(গ) বন্ধকী সম্পত্তি কলিকাতা কি মান্দ্রাজ কি বম্বাই কি করাচী কি রেঙ্গুন নগরের অন্তর্গত না থাকিলে,

বন্ধকীপত্রক্রমে বন্ধক গ্রহীতার কি তৎপক্ষে কোন ব্যক্তির প্রতি বন্ধকী সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ বিক্রয় করিবার কি বিক্রয় করিতে অনুমতি দিবার ক্ষমতা প্রদান করা গেলে, তাহা অসিদ্ধ।

৮৬৬ সালের ২৮ আইনের ৬৬ ধারা এই ধারার সঙ্গে যতদূর অসঙ্গত হয় তত দূর রহিত করা গেল।

বন্ধকী সম্পত্তির বৃদ্ধি বিষয়ক কথা।

৬৯ ধারা। বন্ধক দিবার তারিখের পর যদি বন্ধকী সম্পত্তির বৃদ্ধি হয় তবে ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে বন্ধক গ্রহীতা আপন টাকার প্রতিভূ স্বরূপে ঐ বর্দ্ধিত অংশও পাইবার স্বত্ববান হইবেন।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের নিকট নদীর ধারের এক ক্ষেত্র বন্ধক রাখেন। চড়া পড়িয়া ঐ ক্ষেত্রের বৃদ্ধি হয় আপন টাকার প্রতিভূস্বরূপ ঐ চড়ার উপর বলরামের অধিকার থাকিবে।

(খ) আনন্দ বলরামের নিকট গৃহনির্ম্মাণের উপযুক্ত এক খণ্ড ভূমি বন্ধক রাখিয়া সেই ভূমিখণ্ডে গৃহ নির্ম্মাণ করেন। আপন টাকার প্রতিভূস্বরূপ যেমন ঐ ভূমিখণ্ডের উপর তেমনি ঐ ঘরের উপর বলরামের অধিকার আছে।

বন্ধকী পাট্টাই সম্পত্তি নূতন করিয়া লইবার কথা।

৭০ ধারা। বন্ধকী সম্পত্তি কএক বৎসরের মিয়াদী পাট্টাই সম্পত্তি হইলে, ও বন্ধকদাতা পাট্টা নূতন করিয়া লইলে যদি ভাবান্তরের চুক্তি না থাকে, তবে বন্ধকগ্রহীতা প্রতিভূস্বরূপে নূতন পাট্টামত স্বত্বের অধিকারী হইবেন।

সম্পত্তি বন্ধকগ্রহীতার ভোগে থাকিলে তদ্বিষয়ক কথা।

৭১ ধারা। বন্ধক থাকিবার সময়ে যদি বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি অধিকার করিয়া লন, তবে নিম্ন লিখিত কার্য্য জন্য অর্থাৎ

(ক) সম্পত্তির উপযুক্তমতে কার্য্যাধ্যক্ষতা করণের ও খাজানা ও উপস্বত্ব আদায়ের জন্যে ও।

(খ) সম্পত্তির বিনাশ কি দণ্ড কি বিক্রয় না হইয়া তাহা রক্ষা করণের জন্যে, ও

৭৬ ধারা। বন্ধকী সম্পত্তি যত দিন বন্ধক গ্রহীতার অধিকারে থাকে, ততদিন বন্ধকী সম্পত্তি হইতে তাঁহার যত আয় হয় তিনি আসল টাকার

সুদের পরিবর্ত্তে প্রাপ্ত টাকার কথা।

সুদের পরিবর্ত্তে কিম্বা উক্ত সুদের ও আসল টাকার নির্দ্দিষ্ট অংশের পরিবর্ত্তে যেন সেই আয় গ্রহণ করেন বন্ধক গ্রহীতার ও বন্ধকদাতার মধ্যে এই মর্ম্মের চুক্তি থাকিলে, ৭৫ ধারার (খ, ও (ঘ) ও (ছ) ও (জ) প্রকরণের কোন কথা সেই স্থলে খাটিবে না।

অগ্রগণ্যতার কথা।

৭৭ ধারা। পূর্ব্ব বন্ধক গ্রহীতার প্রতারণা বা অসাবধানতা কিম্বা গুরুতর তাচ্ছল্য হেতুক অন্য ব্যক্তি সেই বন্ধকী সম্পত্তি লইয়া ঋণ দিবার প্রবৃত্তি পাইলে ঐ পূর্ব্ব বন্ধক গ্রহীতা দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহীতার পশ্চাৎগণ্য হইবেন।

পূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতারপশ্চাৎগণ্য হইবার কথা।

৭৮ ধারা। ভবিষ্যৎ ঋণ আদায়ের বা নিয়ম পালনের বা চলিত হিসাবমত বাকী টাকা আদায়ের প্রতিভূস্বরূপ বন্ধক দেওয়া গেলে ও যত টাকার প্রতিভূ হয় সেই ঊর্দ্ধ সংখ্যা ব্যক্ত থাকিলে যদি সেই সম্পত্তি পশ্চাৎ বন্ধক রাখা যায় তবে পূর্ব্ব বন্ধকের কথা জানিয়া সেই কার্য্য করা গেলে কিম্বা পূর্ব্ব বন্ধকের নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করা গেলে উক্ত ঊর্দ্ধ সংখ্যার অনধিক যত টাকা ঋণ দেওয়া যায় বা খরচ বলিয়া লেখা যায় পশ্চাৎ বন্ধকের কথা অবগত হইয়া তাহা দেওয়া বা লেখা গেলেও ঐ পশ্চাৎ বন্ধক পূর্ব্ব বন্ধকের পশ্চাৎ গণ্য হইবে।

ঊর্দ্ধ সংখ্যা ব্যক্ত থাকিলে অনিশ্চিত টাকার প্রতিভূস্বরূপ বন্ধকের কথা।

উদাহরণ।

বি কোং নামক কুঠীয়ালদের সঙ্গে আনন্দের যে হিসাবচলন ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত ঐ হিসাবের বাকির প্রতিভূ বলিয়া তাহাদের নিকট সুলতানপুর বন্ধক রাখেন। পরে ১০০০ টাকার প্রতিভূ বলিয়া চান্দ্রের নিকট ঐ সুলতানপুর বন্ধক রাখেন ও ঐ বন্ধকী কোম্পানিকে সেই বিষয় জ্ঞাত করেন। দ্বিতীয় বন্ধক দিবার সময়ে আনন্দের নামে বি কোম্পানির ৫ টাকার অধিক পাওনা ছিল না। তাহার পর বি কোং ক্রমে আনন্দকে টাকা দিয়া শেষে তাঁহার নামে ১০০০ টাকার অধিক পাওনা হইল। ঐ বি কোং সেই ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত চান্দ্রের অগ্রগণ্য হইবার স্বত্ববান।

৭৯ ধারা। কোন বন্ধক গ্রহীতা মধ্যবর্ত্তি বন্ধকের কথা অবগত হইয়া বা না হইয়াও পূর্ব্ব বন্ধকী ঋণ শোধ করিলেও আপনার গৃহীত আসল বন্ধকের পক্ষে অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবেন না ও ৭৮ ধারার বিধানের স্থলভিন্ন, বন্ধক গ্রহীতা মধ্যবর্ত্তি বন্ধকের কথা অবগত হইয়া বা না হইয়াও বন্ধকদাতাকে পশ্চাৎ ঋণ দিলে তিনি ঐ পশ্চাৎ দত্ত ঋণের বন্ধক উপলক্ষে কোন অগ্রগণ্যতাপ্রাপ্ত হইবেন না।

সংযোগ কার্য্য রহিত হইবার কথা।

সন্নিধান করণের ও হারাহারীমতে দিবার বিধি।

৮০ ধারা। যদি দুই সম্পত্তির স্বামী এই ব্যক্তির নিকট ঐ দুই সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া অন্য ব্যক্তির সেই পূর্ব্ব বন্ধকের সম্বাদ জানা না থাকিতে সেই অন্য ব্যক্তির নিকট উক্ত দুই সম্পত্তির এক সম্পত্তি বন্ধক রাখেন, তবে তাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহীতার নিকট যে সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া যায় না হইয়া যতদূর হইতে পারে ততদূর ঐ সম্পত্তি হইতে প্রথম বন্ধক গ্রহীতার ঋণশোধ করণ। যে দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহীতার অধিকার থাকিবে কিন্তু তাহাতে প্রথম বন্ধক গ্রহীতার কিম্বা মূল্য দিয়া পণ উপলক্ষে উক্ত কোন এক সম্পত্তির উপর অন্য যে ব্যক্তি স্বত্ব প্রাপ্ত হন তাঁহার স্বত্বের যেন হানি না হয়।

বন্ধকীসম্পত্তির সন্নিধান করণের কথা।

৮১ ধারা। এক কি ক এক জন স্বামির কতক সম্পত্তি যদি এক ঋণহেতুক বন্ধক রাখা যায়, তবে তাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে উক্ত প্রত্যেক সম্পত্তির উপর বন্ধক দিবার সময়ে অন্য কোন দায় থাকিলে সেই২ সম্পত্তির মূল্য হইতে ঐ দায়ের টাকা বাদ দিলে পর ঐ বন্ধকী ঋণ উক্ত সকল সম্পত্তি হইতে হারহারিমতে শোধ করা যাইবে।

বন্ধকীঋণশোধার্থে হার হারিমতে দিবার কথা।

একই স্বামির দুই সম্পত্তির মধ্যে যদি এক ঋণহেতুক এক সম্পত্তি বন্ধক রাখা যায় ও পশ্চাৎ অন্য ঋণহেতুক, দুই সম্পত্তি বন্ধক রাখা যায় ও পূর্ব্বসম্পত্তি হইতে পূর্ব্ব ঋণ শোধ হইয়া থাকে তবে তাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে যে সম্পত্তি হইতে পূর্ব্ব ঋণ দেওয়া গেল তাহার মূল্য হইতে ঐ ঋণের টাকা বাদ দিলে পর উক্ত দুই সম্পত্তি হইতে হারহারিমতে দ্বিতীয় ঋণের টাকা দেওয়া যাইবে।

৮০ ধারামতে যে সম্পত্তির উপর দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহীতার দাওয়া থাকে তাহার প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটে না।

আদালতে আমানত করণ বিষয়ক বিধি।

৮২ ধারা। আসল টাকা দেনা পড়িলে পর ও বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা নিবারিত হওয়ার পূর্ব্বে কোন সময়ে বন্ধকের বাবৎ যত টাকা তৎকালে বাকী থাকে বন্ধকদাতা কিম্বা উক্ত মোকদ্দমা করিবার স্বত্ববান অন্য কোন ব্যক্তি যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিতেন সেই আদালতে বন্ধক গ্রহীতার নামে জমা দিয়া ঐ টাকা আমানত করিতে পারিবেন।

বন্ধকের বাবৎ দেনা টাকা আদালতে আমানত করিতে পারিবার কথা।

তাহা হইলে আদালত বন্ধক গ্রহীতার নামে ঐ টাকা আমানত হওয়ার নোটিস লেখাইয়া দিবেন ও বন্ধক গ্রহীতা সেই আদালতে বন্ধক ক্রমে তাঁহার যত টাকা পাওনা আছে তাহা লিখিয়া এবং সম্পূর্ণরূপে ঐ টাকা শোধার্থে আমানতী টাকাগ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া এবং বন্ধকীপত্র আপনার অধিকারে বা ক্ষমতাধীনে থাকিলে তাহা উক্ত আদালতে অর্পণ করিয়া আইন মতে আবেদনপত্রে সত্যপাঠ লিখিবার যে বিধান আছে তদনুসারে সত্যপাঠ যুক্ত দরখাস্ত দিয়া উক্ত গচ্ছিত টাকা পাইবার প্রার্থনা করিয়া ঐ টাকা লইতে পারিবেন, এবং অর্পিত বন্ধকী পত্র বন্ধকদাতাকে বা উক্তরূপ অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

বন্ধকদাতা যে টাকা আমানত করেন তত্প্রতি স্বত্বের কথা।

৮৩ ধারা। বন্ধকক্রমে যত টাকা বাকী থাকে বন্ধকদাতা বা উক্তরূপ অন্য ব্যক্তি ৮২ ধারামতে সেইসমুদয় টাকা দিতে চাহিলে বা আদালতে আমানত করিলে সেই

সুদ বন্ধ হইবার কথা।

টাকা দিতে চাহিবার তারিখ অবধি কিম্বা স্থলবিশেষে বন্ধকগ্রহীতা যাহাতে আদালত হইতে ঐ টাকা লইতে পারেন বন্ধকদাতা বা ঐ উক্তরূপ অন্য ব্যক্তি এরূপ সমুদয় কার্য্য করিলেপর আসল টাকার সুদ বন্ধ হইবে।

যে স্থলে এরূপ চুক্তি থাকে যে বন্ধক ঋণ শোধ করিবার বা শোধকরণের প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে বন্ধক গ্রহীতাকে যুক্তিমত নোটিস দিতে হইবে সেই স্থলে এই ধারার বা ৮২ ধারার কোন কথা ক্রমে বন্ধক গ্রহীতার যে সুদ পাইবার স্বত্ব লোপ হইবে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ বা বিক্রয় করণার্থ বা উদ্ধার করণার্থ ও মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণার্থ বিক্রয় করণার্থ ও উদ্ধার করণার্থ মোকদ্দমার পক্ষগণের কথা।

৮৪ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৩৭ ধারা প্রবল মানিয়া, বন্ধকভুক্ত সম্পত্তিতে যে সকল ব্যক্তির স্বার্থ থাকে এই অধ্যায়মত ঐ বন্ধক সংক্রান্ত মোকদ্দমায় তাঁহাদিগকে মোকদ্দমার পক্ষ বলিয়া সংযোগ করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে বাদী ঐ স্বার্থের কথা জানেন।

উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণ ও বিক্রয় করণ বিষয়ক বিধি।

উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণার্থ মোকদ্দমার ডিক্রীর কথা।

৮৫ ধারা। সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণার্থ মোকদ্দমার বাদী জিতিলে আদালত ডিক্রী করিয়া এই আজ্ঞা করিবেন,—পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট তারিখে বন্ধকক্রমে আসল টাকা ও সুদ ও মোকদ্দমার খরচা বলিয়া বাদির যত টাকা প্রাপ্য হয় ইহার হিসাব লওয়া যায় কিম্বা ঐ ডিক্রীর তারিখে যত টাকা প্রাপ্য হয় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া জানাইবেন। ও

সেই টাকা প্রাপ্য বলিয়া যে তারিখে আদালতে নির্দ্দেশ করা যায় সেই তারিখ অবধি আদালত ছয় মাসের মধ্যে যে দিন নিদ্ধার্য্য করেন প্রতিবাদী সেই দিনে বাদিকে কিম্বা আদালতে সেই প্রাপ্য টাকা দিলে ঐ বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কীয় যে সকল দলীল বাদির নিকট বা অধিকারে থাকে তিনি প্রতিবাদিকে কিম্বা তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তিকে সেই২ দলীল দিবেন ও বাদী কিম্বা তাঁহার অধীন দাওয়াদার কোন ব্যক্তি কিম্বা বাদী অন্য হইতে স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া দাওয়া রাখিলে তিনি যাঁহাদের অধীনে দাওয়া রাখেন তাঁহারা যে সকল দায় সৃষ্টি করেন তাহা ব্যতীত প্রতিবাদিকে ঐ সম্পত্তি দিবেন, ও আবশ্যক হইলে প্রতিবাদিকে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইবেন।

কিন্তু আদালতের নিদ্ধার্য্য দিনে কি তৎপূর্ব্বে ঐ টাকা না দেওয়া গেলে সেই সম্পত্তি উদ্ধার করিতে প্রতিবাদির সকল স্বত্ব একেবারে রহিত করা যাইবে।

প্রাপ্য টাকা দেওয়া গেলে পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮৬ ধারা। যদি উক্ত টাকা ও ৯৩ ধারার উল্লিখিত তৎপশ্চাতের খরচা দেওয়া যায়, তবে আবশ্যক হইলে প্রতিবাদিকে ঐ বন্ধকী সম্পত্তির অধিকার দেওয়ান যাইবে।

উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণের চূড়ান্ত আজ্ঞার কথা।

টাকা উক্ত প্রকারে না দেওয়া গেলে, বাদী আদালতের নিকট এইরূপ আজ্ঞার প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে প্রতিবাদির ও তাঁহার অধীন দাওয়াদারগণের বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব একেবারে রহিত হয়। তাহা হইলে আদালত ঐরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও আবশ্যক হইলে বাদিকে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইতে পারিবেন।

মিয়াদ বাড়াইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

পরন্তু বিশিষ্ট কারণ দর্শান গেলে আদালত কোন নিয়ম উচিত বোধ করিলে যেরূপ নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই রূপ নিয়মে সময়ে২ ঐ টাকা দিবার মিয়াদ বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণমত আজ্ঞা করা গেলে বন্ধকক্রমে যে ঋণের প্রতিভূ থাকে তাহা শোধ হইয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের চতুর্থ তফসীলের ১২৯ নং পাঠে "শেষ ডিক্রী" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "চূড়ান্ত" ডিক্রী এই শব্দ পাঠ করিতে হইবে।

বিক্রয় করিবার ডিক্রীর কথা।

৮৭ ধারা। বিক্রয় করণার্থ মোকদ্দমা হইলে যদি বাদী জয়ী হন আদালত ৮৫ ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত মর্ম্মের ডিক্রী করিবেন ও প্রতিবাদী ঐ২ প্রকরণের লিখিতমতে টাকা না দিলে, বন্ধকী সম্পত্তি কি তাহার যথোচিত অংশ যেন বিক্রয় করা যায় ও বিক্রয়ের খরচ বাদে ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকা আদালতে দেওয়া যায় ও উক্ত প্রকারে বাদির যত টাকা পাওনা বলিয়া দৃষ্ট হয় তাহা হইতে সেই টাকা যেন দেওয়া যায় ও উদ্বৃত্ত থাকিলে যেন প্রতিবাদিকে কিম্বা ঐ টাকা লইবার স্বত্ববান অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া যায় আদালত এই আজ্ঞা করিবেন।

বন্ধক গ্রহীতার অনুরোধে বিক্রয়ের আজ্ঞা করণের কথা।

উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার মোকদ্দমায় বাদী জয়ী হইলে আদালত তাঁহার প্রার্থনা মতে উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার ডিক্রীর পরিবর্ত্তে উক্ত প্রকারের ডিক্রী করিতে পারিবেন।

বন্ধকদাতার অনুরোধে উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণার্থ মোকদ্দমায় বিক্রয়ার্থ ডিক্রী করিবার ক্ষমতার কথা।

যদি বন্ধকগ্রহীতা সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণের বা বিক্রয় করণের প্রার্থনা না করিয়া কেবল সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণের প্রার্থনা করেন তবে বিক্রয় হইলে বন্ধক গ্রহীতার হানি হইবে না আদালতের এমত বিবেচনা হইলে এবং বন্ধকক্রমে প্রতিবাদির তৎকালে যত বাকী দেনা থাকে প্রতিবাদী আদালতের বিবেচনামতে তাহা সম্পূর্ণরূপে ও ত্বরায় শোধ করণার উপযুক্ত প্রতিভূ দিলে, আদালত প্রতিবাদির অনুরোধে উক্ত প্রকারের ডিক্রী করিতে পারিবেন।

প্রতিবাদী সেই প্রাপ্য টাকা দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮৮ ধারা। ৮৭ ধারামত কোন মোকদ্দমায় প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্তরূপে যে দিন ধার্য্য হয় সেই দিন বাদিকে বা আদালতে বন্ধকক্রমে পাওনা টাকা এবং বাদিকে খরচা দিবার আজ্ঞা হইলে ঐ খরচা ও ৯৩ ধারার উল্লিখিত পশ্চা-

তের খরচ দিবার পর, আবশ্যক হইলে তাঁহাকে বন্ধকী সম্পত্তির অধিকার দেওয়ান যাইবে। কিন্তু টাকা উক্ত প্রকারে দেওয়া না গেলে বাদী কিম্বা স্থলবিশেষে প্রতিবাদী ঐ বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় হইবার চূড়ান্ত আজ্ঞা আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে আদালত ঐ সম্পত্তি কিম্বা তাহার যথোচিত অংশ বিক্রয় হইবার ও বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া ৮৭ ধারার উল্লিখিতমতে কার্য্য হইবার আজ্ঞা করিবেন। তাহা করিলে প্রতিবাদির ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব ও প্রতিভূ উভয়ই লুপ্ত হইবে।

বিক্রয়ের চূড়ান্ত আজ্ঞার কথা।

৮৯ ধারা। তৎকালে বন্ধকক্রমে যত টাকা প্রাপ্য হয়, খরচ বাদে ঐ বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে যদি তাহা শোধ করিতে না কুলায় ও অবশিষ্ট টাকা বিক্রীত সম্পত্তি হইতে না হইয়া আদালতে প্রতিবাদির স্থানে প্রকারান্তরে আদায় করা যাইতে পারে তবে আদালত বিহিত বোধ করিলে সেই মোকদ্দমার টাকার ডিক্রীমতে যেরূপে হইতে পারে সেইরূপে কিম্বা বন্ধক গ্রহীতা আইনমত অন্য যে কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন সেই প্রণালীমতে অবশিষ্ট টাকা আদায় করা যাইতে পারিবে।

বন্ধকক্রমে বাকী আদায়ের কথা।

সম্পত্তি উদ্ধার করণ বিষয়ক বিধি।

৯০ ধারা। বন্ধকদাতাভিন্ন নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তি বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিতে বা উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন,—

উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা কাহার উপস্থিত করিবার ক্ষমতা থাকে তদ্বিষয়ক কথা।

(ক) যে স্বার্থ উদ্ধার করিবার চেষ্টা হয় তাহার বন্ধক গ্রহীতাভিন্ন অন্য যে ব্যক্তির ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ বা তদুপরি দায় থাকে।

(খ) সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্বে যে ব্যক্তির স্বার্থ কিম্বা সেই স্বত্বের উপর যে ব্যক্তির দায় থাকে।

(গ) বন্ধকী ঋণ কি তাহার কোন অংশ শোধ করিবার প্রতিভূ।

(ঘ) অপ্রাপ্তবয়স্ক বন্ধকদাতার পক্ষে তাঁহার সম্পত্তির অভিভাবক।

(ঙ) ক্ষিপ্তমনা কি জড় বন্ধকদাতার পক্ষে তৎসংক্রান্ত কমিটী কি আইনমত অন্য সম্পত্তিরক্ষক।

(চ) বন্ধকদাতার ডিক্রীমত মহাজন ডিক্রীজারীর আজ্ঞা পাইলে তিনি।

(ছ) বন্ধকদাতার মহাজন তাঁহার মহলের ধনাধ্যক্ষতা করণের মোকদ্দমায় বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ডিক্রী পাইলে তিনি।

৯১ ধারা। বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধারকরণার্থ মোকদ্দমা বাদী জিতিলে, আদালত ডিক্রী করিয়া এই মর্ম্মের আজ্ঞা করিবেন যে পশ্চাৎ লিখিত তারিখে বন্ধকী ঋণের ও মোকদ্দমার খরচা দিবার আজ্ঞা হইয়া থাকিলে তাহার নিমিত্ত প্রতিবাদির যত টাকা পাওনা থাকে তাহার হিসাব লওয়া যায়, কিম্বা ঐ ডিক্রীর তারিখে যত টাকা তদ্রূপে প্রাপ্য হয় ইহা নির্দ্দেশ করিবেন।

উদ্ধার করণার্থ মোকদ্দমার ডিক্রীর কথা।

ও, তদ্রূপ প্রাপ্য টাকা আদালত নির্দ্দেশ করিবার তারিখ অবধি আদালত ছয় মাসের মধ্যে যে দিন ধার্য্য করেন বাদী সেই দিনে প্রতিবাদিকে কিম্বা আদালতে তদ্রূপ প্রাপ্য টাকা দিলে ঐ বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কীয় যে সকল দলীল প্রতিবাদির নিকট কি তাঁহার অধিকারে থাকে তিনি বাদিকে কি তাঁহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে যেন সেই সকল দলীল দেন ও বন্ধকহইতে মুক্ত করিয়া ও প্রতিবাদী কি তাহার অধীন কোন দাওয়াদার কিম্বা প্রতিবাদী অন্যের স্থানে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া দাওয়া করিলে, তিনি যাঁহাদের অধীনে দাওয়াদার হন তাঁহার যে সকল দায় সৃষ্ট করিয়াছেন তাহা ব্যতীত যেন পুনর্ব্বার হস্তান্তর করিয়া বাদিকে বন্ধকী সেই সম্পত্তি ফিরাইয়া দেন ও আবশ্যক হইলে বাদিকে সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইবেন। কিন্তু আদালত যে দিন ধার্য্য করেন ঐ টাকা সেই দিনে কি তৎপূর্ব্বে দেওয়া না গেলে যদি সামান্য বা উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক না হয়, বাদির ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করিবার সকল স্বত্ব চূড়ান্তরূপে রহিত হইবে কিম্বা যদি কট কবলার বন্ধক না হয়, ঐ সম্পত্তি বিক্রীত হইবে।

৯২ ধারা। উক্ত টাকা ও ৯৩ ধারার উল্লিখিত তৎপশ্চাৎ খরচা দেওয়া গেলে পর আবশ্যক হইলে বাদিকে বন্ধকী সম্পত্তির অধিকার দেওয়া যাইবে।

উদ্ধার হইলে অধিকার করণ বিষয়ক কথা।

ঐ টাকা তদ্রূপে না দেওয়া গেলে যদি সামান্য বা উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক না হয় প্রতিবাদী আদালতে বাদির ও তদধীন দাওয়াদার সকলের ঐ বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব সম্যক্‌রূপে রহিত হইবার কিম্বা কটকবলার বন্ধক না হইলে উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রীত হইবার আজ্ঞার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

টাকা না দিলে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত হইবার কি বিক্রয়ের কথা।

সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করিবার আজ্ঞার প্রার্থনা হইলে আদালত বাদির ও তদধীন দাওয়াদারগণের ঐ বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার সকল স্বত্ব সম্যক্‌রূপে রহিত হইবার আজ্ঞা করিবেন ও আবশ্যক হইলে প্রতিবাদিকে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইবেন।

বিক্রয়ের আজ্ঞার প্রার্থনা হইলে, আদালত আজ্ঞা করিবেন যে উক্ত সম্পত্তি কিম্বা তাহার যথোচিত অংশ বিক্রীত হয় এবং বিক্রয়ের উৎপন্ন বিক্রয়ের খরচ বাদ দিয়া আদালতে প্রদত্ত হয় ও প্রতিবাদির পাওনা শোধ করিতে প্রযোজিত হয় এবং অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বাদিকে কিম্বা গ্রহণের স্বত্ববান অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া হয়।

এই ধারা ক্রমে আজ্ঞা করা গেলে বাদির উদ্ধার করিবার স্বত্ব ও প্রতিভূ উভয়ই আজ্ঞা সংস্পৃষ্ট সম্পত্তিসম্বন্ধে বিলুপ্ত হইবে।

পরন্তু বিশিষ্ট কারণ দর্শান গেলে আদালত কোন নিয়ম করা উচিত বোধ করিলে সেই নিয়মে ৯১ ধারাক্রমে অবধারিত প্রাপ্য টাকা দিবার তারিখ সময়ে২ পিছাইয়া দিতে পারিবেন।

সময় বাড়াইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

৯৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে সম্পত্তি উদ্ধার বা আদালতের দ্বারা বিক্রয় করা গেলে বন্ধকগ্রহীতাকে যত টাকা দিতে হইবে, ইহা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করণ সময়ে যদি বন্ধকগ্রহীতার আচরণহেতু তাঁহার খরচা পাইবার স্বত্ব অগ্রাহ্য না হইয়া থাকে

ডিক্রীর পর বন্ধক গ্রহীতার খরচার কথা।

তবে সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব বঞ্চিত হইবে বা উদ্ধার বা বিক্রয় করণের ডিক্রীর পরে টাকা না দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার মোকদ্দমার উপযুক্ত যত খরচ লাগে আদালত বন্ধকী ঋণের সঙ্গে তাহা সংযোগ করিয়া দিবেন।

৯৪ ধারা। কএকজন বন্ধকদাতার মধ্যে একজন বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া তাহার অধিকার লইলে অন্য সহবন্ধকদাতাদের প্রত্যেকের ঐ সম্পত্তিগত অংশের উপর সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া অধিকার লইবার ন্যায্য খরচের অংশ নিমিত্ত তাঁহার দাওয়া থাকিবে।

কএকজন সহ বন্ধকদাতার মধ্যে কেহ সম্পত্তি উদ্ধার করেন তাঁহার দাওয়ার কথা।

যে সম্পত্তির উপর পূর্ব্ব বন্ধকের দায় থাকিবে তাহা বিক্রয় করণ বিষয়ক বিধি।

৯৫ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা হয় সেই সম্পত্তির উপর যদি ওৎপূর্ব্ব বন্ধকের দায় থাকে তবে আদালত সেই পূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতার সম্মতি লইয়া ও ঐ বিক্রীত সম্পত্তিতে পূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতার যে স্বার্থ ছিল বিক্রয়োৎপন্ন টাকাতেও তাঁহার প্রতি সেই স্বার্থ প্রদান করিয়া পূর্ব্ব বন্ধকের দায় ব্যতীত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সম্পত্তির উপর পূর্ব্ব বন্ধকের দায় থাকিলে তাহা বিক্রয় করণের কথা।

৯৬ ধারা। ঐ বিক্রয়োৎপন্ন টাকা আদালতে আনা যাইবে ও এই প্রকারে তাহা প্রয়োগ হইবে —

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগের কথা।

প্রথম বিক্রয় করণের নিমিত্তক সকল খরচ ও বিক্রয় করণের উদ্যোগে উপযুক্ত যে খরচ হয় তাহার শোধ হইবে।

দ্বিতীয় যদি পূর্ব্ব কোন বন্ধকের দায় ব্যতীত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া থাকে, তবে ঐ বন্ধকক্রমে যত প্রাপ্য থাকে তাহা শোধ করা যাইবে।

তৃতীয় যে বন্ধকহেতু বিক্রয়ের আজ্ঞা হইল তজ্জন্যে যত সুদ প্রাপ্য থাকে ঐ সুদ, ও যে মোকদ্দমায় বিক্রয় করণের আজ্ঞাসূচক ডিক্রী হইল সেই মোকদ্দমার খরচ শোধ হইবে।

চতুর্থ উক্ত বন্ধকহেতুক মূল ঋণের যত টাকা প্রাপ্য হয় তাহা শোধ করা যাইবে ও

পঞ্চম, উদ্বৃত্ত থাকিলে বিক্রীত সম্পত্তিতে যে ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থের প্রমাণ করেন তাঁহাকে দেওয়া যাইবে কিম্বা তদ্রূপ একের অধিক ব্যক্তি থাকিলে ঐ সম্পত্তিতে তাঁহাদের প্রত্যেক জনের স্বার্থানুসারে কি তাঁহাদের সাধারণ রসীদ লইয়া তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে।

বিভিন্ন প্রকৃতিক বন্ধক বিধি।

৯৭ ধারা। যে বন্ধক সামান্য বন্ধক বা কটকবালার বন্ধক বা উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক বা ইংলণ্ডীয় বন্ধক নহে কিম্বা প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের বা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের সংযোগ নহে এই রূপ বন্ধক হইলে বন্ধকী পত্রে যে চুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় সেই চুক্তিক্রমে এবং যে স্থলের প্রতি উক্ত চুক্তি বর্ত্তে না সেই স্থলে দেশাচারক্রমে উভয় পক্ষের স্বত্ব ও দায় নির্দ্ধারিত হইবে।

৫৬ ধারার (খ) (গ) ও (ঙ) প্রকরণে যে বন্ধকের বর্ণনা নাই তাহার কথা।

বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

৯৮ ধারা। বন্ধকক্রমে উপস্থিত হউক বা না হউক কোন দাওয়া শোধ নিমিত্ত ডিক্রীজারীক্রমে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করিলে তিনি ৬৭ ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া প্রকারান্তরে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করাইতে পারিবেন না।

বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

দায়ের বিধি।

৯৯ ধারা। পক্ষদের কার্য্য বা আইনের বিধানক্রমে এক ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি অন্য ব্যক্তির নিকট টাকা দিবার প্রতিভূস্বরূপ রাখা গেলে যদি ঐ ব্যাপার বন্ধক পরিণত না হয় ঐ সম্পত্তির উপর শেষোক্ত ব্যক্তির দায় আছে এমত বলা যায় ও পূর্ব্ব লিখিত যে সকল বিধান বন্ধকদাতার প্রতি বর্ত্তে তাহা যতদূর হইতে পারে ঐ সম্পত্তির স্বামির প্রতি বর্ত্তিবে ও এ ৮০ ও ৮১ ধারার বিধান ও বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করণ মোকদ্দমা উপস্থিতকারী বন্ধকগ্রহীতার প্রতি পূর্ব্বলিখিত যে সকল বিধান বর্ত্তে তাহা দাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি যতদূর সম্ভব বর্ত্তিবে।

দায়ের কথা।

নিয়মিতরূপে দানের বা ভরণপোষণের ব্যয় নিমিত্ত ন্যস্ত সম্পত্তির উপর ন্যায্য ধারায় যে দায় বর্ত্তে তাহা, এই ধারার কোন কথা তাহার প্রতি খাটিবে না।

১০০ ধারা। কোন ব্যক্তি যে স্থাবর সম্পত্তির উপর দায়ের কি অন্য দাবির স্বামী হন সেই স্থাবর সম্পত্তিতে তিনি নিরূঢ় রূপে স্বত্বান থাকিলে বা হইলে উক্ত দায় কি দাবী প্রবল থাকিবে তিনি স্পষ্ট বাক্যে কি ভাবার্থে নির্দ্দেশ না করিলে কিম্বা উক্তরূপ প্রবল থাকা তাঁহার পক্ষে হিতকর না হইলে সেই দায় বা দাবী লুপ্ত হইবে।

দায় লোপ হইবার কথা।

নোটিস ও প্রস্তাব বিষয়ক বিধি।

১০১ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তির উপর নোটিস জারী করিতে কিম্বা যাহার নিকট টাকা দিবার প্রস্তাব করিতে হইবে তিনি বন্ধকী সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ যে জিলায় থাকে সেই জিলায় বাস না করিলে তাঁহার আমমোক্তারনামা প্রাপ্ত কিম্বা প্রকারান্তরে নোটিস বা প্রস্তাব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারকের উপর নোটিস জারী করা কিম্বা ঐ কর্ম্মকারকের নিকট প্রস্তাব করা গেলেই তাহা উপযুক্তরূপে করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

কর্ম্মকারকের উপর নোটিস জারী বা তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিবার কথা।

যে ব্যক্তির বা কর্ম্মকারকের উপর ঐ নোটিস জারী করিতে হইবে তাঁহাকে উক্ত জিলায় পাওয়া না গেলে কিম্বা নোটিস জারী করিবার আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁহাকে না জানিলে বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা যে আদালতে আনা যাইতে পারিত শেষোক্ত ব্যক্তি সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং ঐ নোটিস যে প্রকারে জারী করা যাইবে উক্ত আদালত তদ্বিষয়ের আদেশ করিবেন এবং উক্ত আদেশ অনুসারে কোন নোটিস জারী করা গেলে তাহা উপযুক্তরূপে করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

যে ব্যক্তির বা কর্ম্মকারকের নিকট প্রস্তাব করিতে হইবে তাঁহাকে উক্ত জিলায় পাওয়া না গেলে কিম্বা যে ব্যক্তি প্রস্তাব করিতে চাহেন তিনি তাঁহাকে না জানিলে, শেষোক্ত ব্যক্তি যে টাকা দিবার প্রস্তাব করিবার চেষ্টা হয় পূর্ব্বোক্ত আদালতে তাহা আমানত করিতে পারিবেন, এবং ঐ রূপে আমানত করা গেলে ঐ টাকা দিবার প্রস্তাবের তুল্য ফল হইবে।

যে ব্যক্তি চুক্তি করিতে অক্ষম তাহার উপর বা তদ্দ্বারা নোটিস জারী করণ প্রভৃতির কথা।

১০২ ধারা। যে ব্যক্তি চুক্তি করিতে অক্ষম হয়েন, এই অধ্যায়ের বিধানমতে তাঁহার উপর বা তদ্দ্বারা নোটিস জারী করিতে হইলে, কিম্বা প্রস্তাব বা আমানত তাঁহার করিতে বা গ্রাহ্য করিতে বা আদালত হইতে গ্রহণ করিতে হইলে ঐ ব্যক্তির সম্পত্তির যিনি আইনমত রক্ষক হন তিনি উক্ত নোটিস জারী কিম্বা প্রস্তাব বা আমানত করিতে বা গ্রাহ্য করিতে বা গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু উক্তরূপ সম্পত্তিরক্ষক না থাকিলে যদি উক্ত ব্যক্তির স্বার্থ সাধনার্থ এই অধ্যায়ের বিধান মতে নোটিস জারী করা কিম্বা প্রস্তাব বা আমানত করা প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় বোধ হয় তবে রক্ষক উদ্ধারের নিমিত্ত যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিত সেই আদালতে মোকদ্দমাকালীন অভিভাবক নিযুক্ত করণের প্রার্থনা করা যাইতে পারিবে। ঐ অভিভাবক উক্ত নোটিস জারী করিবেন বা লইবেন উক্ত প্রস্তাব করিবেন বা গ্রাহ্য করিবেন উক্ত আমানত করিবেন বা আদালত হইতে গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি চুক্তি করিতে সক্ষম হইলে যাহা করিতে পারিতেন বা তাঁহার যাহা করা উচিত হইত সেই সকল আনুষঙ্গিক কার্য্য সম্পাদন করিবেন। উক্ত প্রার্থনাপত্রের প্রতি ও তাহার পক্ষদের প্রতি ও তৎকালে নিযুক্ত অভিভাবকের প্রতি যত দূর সম্ভব দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১ অধ্যায়ের বিধান খাটিবে।

বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৩ ধারা। হাইকোর্ট এই অধ্যায়ের বিধান মত কার্য্য হইবার নিমিত্ত সময়ে২ এই আইন সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা বিষয়ক বিধি।

পাট্টা শব্দের অর্থ।

১০৪ ধারা। প্রদত্ত বা অঙ্গীকৃত মূল্য উপলক্ষে কিম্বা টাকা কিম্বা ফসলের অংশ বা কর্ম্ম বা মূল্যবান অন্য কোন দ্রব্য নিয়মিত কালান্তরে বা বিশেষ২ সময়ে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার হস্তান্তরকর্ত্তাকে দিতে হইবে বলিয়া স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত বা চিরকালের নিমিত্ত স্থাবর সম্পত্তি ভোগ করিবার স্বত্ব হস্তান্তর করা গেলে এবং হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা ঐ২ নিয়মে হস্তান্তর গ্রাহ্য করিলে ঐ হস্তান্তর করাকে উক্ত সম্পত্তির পাট্টা কহে।

পাট্টাদাতা পাট্টাদার পণ ও খাজানা শব্দের অর্থ।

হস্তান্তরকর্ত্তাকে পাট্টাদাতা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে পাট্টাদার মূল্যকে পণ এবং যে টাকা, অংশ কর্ম্ম বা অন্য দ্রব্য ঐ রূপে দিতে হইবে তাহাকে খাজানা বলে।

নিয়মপত্রের কি দেশাচারের অভাবে কোন২ পাট্টার মিয়াদের কথা।

১০৫ ধারা যদি ভাবান্তরের চুক্তি পত্র কিম্বা স্থানীয় ব্যবস্থা বা দেশাচার না থাকে তবে কৃষিকরণের বা শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করণের জন্যে সম্পত্তির যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহা বৎসর২ চলিবে ও পাট্টাদাতার কি পাট্টাদারের পক্ষ হইতে ছয় মাসের নোটিস দিয়া তাহা রহিত করা যাইতে পারিবে সেই ছয় মাসের শেষ যেন ভূমি ভোগের বৎসরের শেষের সঙ্গে মিলে। ও অন্য কোন কার্য্যের জন্য সম্পত্তির যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহা মাসে২ চলিবে ও পাট্টাদাতার কি পাট্টাদারের পক্ষ হইতে পঞ্চদশ দিন থাকিতে নোটিস দিয়া তাহা রহিত করা যাইতে পারিবে সেই পঞ্চদশ দিনের শেষ যেন সম্পত্তি ভোগের কোন মাসের শেষের সঙ্গে মিলে।

পাট্টা রহিত করিবার নোটিসের কথা।

যে পক্ষ এই ধারামতে নোটিস দেন তিনি কিম্বা তৎপক্ষে অন্য ব্যক্তি ঐ নোটিস লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলে তদ্দ্বারা যে ব্যক্তিকে বদ্ধ করিবার কল্পনা থাকে তাহাকে দেওয়া যাইবে বা দিবার প্রস্তাব হইবে কিম্বা সম্পত্তির কোন প্রকাশ স্থানে তাহা লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

পাট্টা যে প্রকারে করিতে হইবে তাহার কথা।

১০৬ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা বৎসর২ বা এক বৎসরের অধিককালের নিমিত্ত চলিলে বা বার্ষিক খাজানার নিয়মাধীনে দেওয়া গেলে রেজেষ্টরী করা নিবন্ধপত্রক্রমে ঐ পাট্টা লিখিয়া দিতে হইবে।

স্থাবর সম্পত্তির অন্য সকল পাট্টা নিবন্ধপত্রক্রমে বা বাচনিক নিয়মক্রমে হইতে পারে।

পাট্টাদাতার ও পাট্টাদারের স্বত্বের ও দায়ের কথা।

১০৭ ধারা। বিপরীত ভাবের চুক্তিপত্র বা দেশাচার না থাকিলে স্থাবর সম্পত্তির পাট্টাদাতা ও পাট্টাদার পরস্পর বিপক্ষে নিম্নলিখিত বিধির উল্লিখিত স্বত্ব ও দায়, কিম্বা তন্মধ্যে যে২ স্বত্ব ও দায় পাট্টাস্থ সম্পত্তির প্রতি খাটে তাহা প্রাপ্ত হন

ক।— পাট্টাদাতার স্বত্ব ও দায় বিষয়ক বিধি।

(ক) স্থাবর সম্পত্তির অভিপ্রেত ব্যবহার সম্বন্ধে পাট্টাদাতার জ্ঞাত কিন্তু পাট্টাদারের অজ্ঞাত যে দোষ পাট্টাদার সামান্য যত্নে আবিষ্কার করিতে পারেন না স্থাবর সম্পত্তির পাট্টাদাতার সেই দোষ পাট্টাদারের নিকটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(খ) পাট্টাদারের অনুরোধ করিলে পাট্টাদাতার ঐ পাট্টাস্থ সম্পত্তিতে পাট্টাদারের অধিকার করাইয়া দিতে হইবে।

(গ) পাট্টার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে পাট্টাদার পাট্টার নির্দ্দিষ্ট খাজনা যত দিন দিতে থাকেন ও আপনার চুক্তিমতে যত দিন কর্ম্ম করেন তত দিন বাধা না পাইয়া সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবেন পাট্টাদাতা পাট্টাদারের সহিত এমত চুক্তি করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে

(ঘ) পাট্টাদারের স্থানে খাজানা বাকী পড়িলে পাট্টাদাতা ঐ বাকী খাজানার জন্য নালিশ না করিয়া যে সম্পত্তি সম্বন্ধে খাজানা পাওনা থাকে সেই সম্পত্তির

মধ্যে বা উপরে যে মাল পাওয়া যায় তাহা না উক্ত সম্পত্তির উৎপন্ন ক্রোক ও বিক্রয় করি ? ক্রো সংক্রান্ত কোন স্থানীয় আইন চলিত থা ক ল সে আ নে নিয়ামাধীনে ঐ খাজানা আদায় ক রতে পা রি ে ন।

খ।— পাট্টাদারের স্বত্ব ও দায় বিষয়ক বিধি।

(ঙ) যদি পাট্টা বলবৎ থাকিবার সময় পাট্টাই সম্পত্তির বৃদ্ধি হয় তৈবেন্তি সম্বন্ধে ে কালে যে আইন প্রচলিত থাকে তাহার নিয়মানীনে উক্ত বৃদ্ধিও। প পাট্টাই সম্পত্তির অন্তর্গত বলিয়া জ্ঞান ক া যা বে।

(চ) অগ্নি কি ঝড় কি বন্যা কিম্বা সৈন্য দলের কি জন গার কি অন্য প্রবল শক্তির বেগ দ্বারা যদি পাট্টাই সম্পত্তির কোন প্রয়োজনীয় অংশ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায় কিম্বা যে কার্য্যের নিমিত্ত পাট্টা দেওয়া যায় বাস্তবিক চিরকালের নিমিত্ত সেই কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া পড়ে পাট্টাদারের স্বেচ্ছাক্রমে পাট্টাব্যর্থ হইবে। কিন্তু যদি পাট্টাদারে র অন্যায় কার্য্য বা ত্রুটি দ্বারা ঐ অপকার হইয়া থাকে তবে তিনি এই বিধান জন্য উ ্- কার পাইবার স্বত্ববান নহেন।

(ছ) পাট্টাদাতার পাট্টাই সম্পত্তি বিষয়ক যে মেরা মত করা কর্ত্তব্য নোটিস প াইল পর যুক্তিসঙ্গত সম- য়ের ম ধ তাহা করি ত উপেক্ষা করিলে পাট্টাদার আপনি ত হা ক রয়া খাজানা ই ত সুদসমেত সেই মরামতী খরচ ক টিয়া লইতে কিম্বা অ া প্রকারে পাট্টা দাতার স্থানে আদায় করিয়া ল তে ারিবেন।

(জ) পাট্টাদাতার যে টাকা দেওয় কর্ত্তব্য ত ন দেওয়া গে ল যদি পাট্টাদারের স্থানে বা পাট্টাই সম্পত্তি হইতে তাহা আদায় করিয়া লওয়া যা য পরে তবে তিনি ঐ টাকা দিতে উপে া করিলে পাট্টাদার আপনি তাহা দেয়া খাজানা হইতে সুদ সমেত কাটিয়া ল তে কিম্বা অন্য প্রকারে পাট্টাদাতার স্থা ন াদায় করিয়া লইতে পারি বেন।

(ঝ) পাট্টাদার যে সকল বস্তু ভূ িতে স ংযু করেন ঐ পাট্টাই সম্পত্তি াহার অ ধকারে থাকি বে কালের মধ্যে কোন সময়ে সেই সকল বস্তু উঠাইয়া লইতে পারি বেন। কিন্তু পাট্টাই সম্পত্তি তিনি যে অ বস্থায় প্রাপ্ত হন, সেই অবস্থায় রাখিয়া দিবেন।

(ঞ) পাট্টাদারের দোষভিন্ন কোন কারণে অনির্দ্দিষ্ট মিয়াদের পাট্ট ফুরাইলে, ঐ পাট্টাদারের রোপণ করা বা বোনা য ফসল ঐ পাট্ট রহিত হ বার প্রচলিত ঋতু তে পাট্টাই ভূমিতে থাকে, ি নি ব াহার বৈধস্বলাভি যিক্ত ব্যক্তি সেই ফসল পাকিবার ও তাহা কাটিয়া ল বা বা নিমিত্ত ভূমি ও গা তাবধি কারবার স্বত্ববান।

(ট) সম্পত্তিতে পাট্টাদারের যে স্বার্থ থাকে তাহার সমুদয় কি কোন অং । ঐ পাট্টাদার সম্যক প্রকারে বা বন্ধকক্রমে বা দ প ট্টাক্রমে হস্তান্তর করিতে স্বত্ববান ও হস্তান্তরক্রমে সেই স্বার্থের বা অংশের গ্রহীতা তাহা পুনরায় হস্তান্তর করিতে পারিবেন। পাট্টা সংক্রান্ত যে দায় আছে পাট্টাদার হস্তান্তর ক রণ প্রযুক্তই তন্মধ্যের কোন দায় হইতে মু ক হই বন না।

হস্তান্তর করণের অযোগ্য দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজাকে কি যে মহালের র জন্য দিতে ত্রুটি হইয়াছে তাহার ইজারদারকে কি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন ইষ্টেটের পাট্টাদারকে এই ধা ার কোন কথাক্রমে উক্ত প্রজা, কি ইজারদার কি পাট্টাদারস্বরূপ আপনার স্বার্থ অন্যের প্রতি নিরূপণ করিবার ক্ষমতা যে দেওয়া গেল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

(ঠ) পাট্টাদাতার স্বার্থের প্রকৃত কি পরিমাণসূচক যে বৃত্তান্ত পাট্টাদারের জ্ঞাত কিন্তু পাট্টাদাতার অজ্ঞাত এবং যাহাতে উক্ত স্বার্থের মূল্য বৃদ্ধি হয় স্থাবর সম্পত্তির পাট্টাদারের সেই বৃত্তান্ত পাট্টাদাতার নিকটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(ড) নির্দ্দিষ্ট সময় ও স্থানে পাট্টাদাতাকে কিম্বা তাঁহার এতদ্বিষয়ক কর্ম্মকারককে পাট্টাদারের পণ বা খাজানা দিতে কিম্বা দিবার প্রস্তাব করিতে হইবে।

(ঢ) প ট্টাদারের আবশ্যক যে সম্পত্তি যে অবস্থায় তাঁহার অধিকারে দেওয়া যায় সেই অবস্থায় তাহা রাখেন ও পাট্টার মিয়াদ ফুরাইলে যুক্তিসঙ্গত ব্যব হারের বা অনিবার্য্য শক্তির দ্বারা সম্পত্তির যে রূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহা না ধরিয়া সেই অ স্থায় সম্পত্তি ফিরাইয়া দেন এব মিয়াদের মধ্যে যু ক্তসঙ্গত যে কোন সময়ে পাট্টাদাতা কি তাঁহার কর্ম্মকারককে পাট্টাই সম্পত্তির মধ্যে প্রবেশ ক রয়া তাহার অ স্থা দেখিতে ও অবস্থার কোন দোষ দেখিলে তদ্বিষয়ের নোটিস দি তে কি রাখিয়া যাইতে দেন এবং পাট্টাদা রের বা তাঁহার চাকর বা কর্ম্মকারকদের কোন কার্য্য বা ত্রুটি হেতু ঐ দোষ জন্মিয়া থাকিলে উক্ত নোটিস দিলে কি রাখিয়া গেলে পর তিন মাসের মধ্যে উক্ত দোষ স শোধন করেন।

(ণ) পাট্টাদারকে যে সম্পত্ত পাট্টা করিয়া দেওয়া গেল অন্য ব্যক্তির দ্বারা ই সম্পত্তি কি তাহা কোন অ শ লইবার বাধা উত্থান হই ছে অথবা অন্য ব্যক্তি পাট্টাই সম্পত্তির কোন স্থান অতিক্রম করিতেছে কিম্বা এ সম্পত্তি স্পর্কে পাট্টাদাতার কোন স্বত্বে হস্তক্ষেপ করি তেছে এই মর্ম্মের সন্ধান জানিতে পারিলে পাট্টা- দার যুক্তিসঙ্গত ত্বরা করিয়া পাট্টাদাতাকে সই কথার নোটিস দিবেন।

(ত) পাট্টাদার জ্ঞানবান কোন ব্যক্তির ন্যায় পাট্টাই সম্পত্তির ও তদুৎপন্ন দ্রব্য থাকিলে তাহার ব্যবহার করিতে পারিবেন। কিন্তু যে অভিপ্রায়ে পাট্টা দেওয়া যায় তদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপে উক্ত সম্পত্তির ব্যবহার করিতে পারিবেন না বা অন্য কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিবেন না কিম্বা বাহাদুরী কাষ্ঠের বৃক্ষ ছেদন করিতে কি ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা তাহার হানি করিতে কিম্বা পাট্টা দিবার সময়ে যে খনি খোলা ছিল না সেই খনি খুঁড়িতে কি যাহাতে স পত্তির বিনাশ সাধন কি চির কালীন ক্ষতি হয় এরূপ কার্য্য করিতে পারিবেন না।

(থ) পাট্টাদার পাট্টাদাতার অনুমতি না পাইলে, কেবল কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত ছাড়া অন্য কোন কারণে কোন স্থায়ি বিষয় গাঁথাইবেন না।

(দ) পাট্টার মিয়াদ ফুরাইলে, পাট্টাদারের পাট্টা দাতাকে পাট্টাই সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইয়া দিতে হইবে।

১০৮ ধারা। পাট্টাদাতা ঐ পাট্টাই সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ কিম্বা তন্মধ্যে আপনার কোন স্বার্থ হস্তান্তর করিয়া দিলে, হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে যত দিন ঐ সম্পত্তির কম্বা তাহার হস্তান্তরিত অংশের স্বামি থাকেন তত দিন তৎসম্পর্কে পাট্টাদাতার সকল স্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন ও পাট্টার ইচ্ছা করিলে পাট্টাদাতার সকল দায়েও দায়ী হইবেন। কিন্তু পাট্টার দ্বরাপাট্টাদাতার উপর যে সকল দায় বর্ত্তান যায়, ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছেন এই মাত্র বলিয়া পাট্টাদাতা তন্মধ্যের কোন দায় হইতে মুক্ত হইবেন না কিন্তু পাট্টাদার ইচ্ছা করিলে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে আপনার নিকট দায়ী বলিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন।

পাট্টাদাতার স্থানে যিনি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা হন তাঁহার স্বত্বের কথা।

পরন্তু হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে যে খাজানা বাকী পড়ে উক্ত গ্রহীতা তাহা পাইবার অধিকারী নহেন ও তদ্রূপ হস্তান্তর যে করা গিয়াছে এমত জ্ঞান করিবার কারণ না থাকিতে যদি পাট্টাদার পাট্টাদাতাকে খাজানা দিয়া থাকেন তবে তিনি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে আবার সেই খাজানা দিবার দায়ী নহেন।

পাট্টাদাতা পাট্টাই সম্পত্তির অংশমাত্র হস্তান্তর করিয়া দিলে ঐ হস্তান্তরীর অংশের নিমিত্তে পাট্টার নির্দ্ধারিত পণের বা খাজনার যে অংশ দেয় হয় তিনি তাহা ৩৮ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে নির্ণয় করিতে পারিবেন।

১০৯ ধারা। পাট্টার নির্দ্ধারিত মিয়াদ নির্দ্ধারিত দিনাবধি প্রচলিত হইবে বা লিখিত থাকিলে ঐ মিয়াদের হিসাব করিতে গেলে সেই দিন ধরিতে হইবে না। মিয়াদ আরম্ভ হইবার কোন দিন নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে পাট্টা করিবার সময়াবধি সেই মিয়াদ চলিবে।

মিয়াদ যে দিনাবধি চলিবে সেই দিন গণিতে না হইবার কথা।

যদি এক কি কএক বৎসর মিয়াদ চলে তবে প্রকারান্তরের স্পষ্ট নিয়ম না থাকিলে ঐ মিয়াদ যে দিনাবধি চলে পাট্টা সেই বা সেই ২ বৎসরের অবসানের পর দিনের সম্পূর্ণ দিনও প্রবল থাকিবে।

এক বৎসর মিয়াদের কথা।

উক্ত রূপে যে মিয়াদ নির্দ্ধারিত হয় তাহা অতীত হইবার পূর্ব্বে স্বেচ্ছামতের রহিত হইতে পারিবার কথা ব্যক্ত থাকিলে ও কাহার স্বেচ্ছামতে তাহা রহিত হইতে পারিবে পাট্টায় ইহার উল্লেখ না থাকিলে পাট্টাদারের স্বেচ্ছামতে সেই মিয়াদ রহিত হইতে পারিবে পাট্টাদাতার স্বেচ্ছামতে নয়।

পাট্টা স্বেচ্ছামতে রহিত হইবার কথা।

১১০ ধারা। পাট্টা এই ২ প্রকারে রহিত হইতে পারিবে,

পাট্টার মিয়াদ রহিত হওন বিষয়ক কথা।

(ক) পাট্টার নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে

(খ) যে স্থলে উক্ত মেয়াদের অন্ত কোন ঘটনা সাপেক্ষ হয় ঐ ঘটনা ঘটিলে,

(গ) পাট্টাই সম্পত্তিতে পাট্টাদাতার যে স্বার্থ থাকে তাহা কিম্বা ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ সম্বন্ধে তাঁহার যে ক্ষমতা থাকে তাহা কোন ঘটনা ঘটিলে যদি রহিত হয় তবে ঐ ঘটনা ঘটিলে

(ঘ) সমুদয় পাট্টাই সম্পত্তিতে পাট্টাদাতার ও পাট্টাদারের স্বার্থ একই সময়ে একই স্বত্বে একই ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিলে,

(ঙ) স্পষ্ট কথা দ্বারা ত্যাগ করা গেলে অর্থাৎ পরস্পর সম্মতিক্রমে পাট্টাদার স্বীয় পাট্টাই স্বার্থ পাট্টাদাতাকে সমর্পণ করিলে

(চ) ভাবত ত্যাগ করা গেলে

(ছ) দণ্ডক্রমে অর্থাৎ (১) পাট্টার কোন নিয়ম ভঙ্গ হইলে পাট্টাদাতা সম্পত্তি পুনগ্রহণ করিবেন কিম্বা পাট্টা ব্যর্থ হইবে এই মর্ম্মের স্পষ্ট নিয়ম থাকিলে ও পাট্টাদার সেই নিয়ম ভঙ্গ করিলে, কিম্বা (২) পাট্টাদার তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে অধিকার তুলিয়া কিম্বা আপনি অধিকারের দাওয়া করিয়া আপনার পাট্টাদারী পদ ত্যাগ করিলে এবং উভয় স্থলে পাট্টাদাতা কি তাঁহার স্বত্ব গ্রহীতা পাট্টা রহিত করিবার অভিপ্রায় সূচক কোন কার্য্য করিল

(জ) এক পক্ষ অন্য পক্ষকে নিয়মমতে পাট্টা রহিত করিবার কি সম্পত্তি হইতে উঠিয়া যাইবার কি উঠিয়া যাইবার অভিপ্রায়ের নোটিস দিলে ঐ নোটিসের মিয়াদ গত হইলে।

(চ) প্রকরণের উদাহরণ।

আমাদ পাট্টাদার পাট্টাদাতার স্থানে পাট্টাই সম্পত্তির নতুন পাট্টা লইলেন উহা বর্ত্তমান পাট্টা চলিত থাকিতেই প্রবল হইবে। ইহাতে ভাবত পূর্ব্ব পাট্টা ত্যাগ করা হইল সুতরাং পূর্ব্ব পাট্টা রহিত হইবে।

১১১ ধারা ১১০ ধারার (ছ) প্রকরণমতে দণ্ডক্রমে পাট্টা রহিত হইলে পর যে খাজানা দেনা পড়ে তাহা গ্রহণ করা গেলে কিম্বা ঐ খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করা গেলে কিম্বা পাট্টাদাতার অন্য যে কার্য্য দ্বারা পাট্টা প্রবল থাকিবার ন্যায় কার্য্য হইবার অভিপ্রায় দৃষ্ট হয় এমত কার্য্য করা গেলে সেই দণ্ড অন্যথা করা হয়।

দণ্ড অন্যথা করণের কথা।

কিন্তু দণ্ড যে হইয়াছে ইহা পাট্টাদাতার জ্ঞান চাই তার দণ্ডক্রমে পাট্টাদারকে উঠাইয়া দিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পরে খাজানা গ্রহণ করা গেলে উক্ত গ্রহণ দ্বারা দণ্ড অন্যথা করা হইবে না।

১১২ ধারা। ১১ ধারার (জ) প্রকরণমতে পাট্টাদাতা নোটিস দিলে পর পাট্টাদাতার কোন কার্য্য দ্বারা পাট্টা প্রবল থাকিবার ন্যায় কার্য্য হইবার অভিপ্রায় দৃষ্ট হয় এমত কার্য্য করা গেলে যাহাকে নোটিস দেওয়া যায় স্পষ্টত কি ভাবত তাঁহার সম্মতিক্রমে, উক্ত নোটিস অন্যথা করা হয়।

উঠিয়া যাইবার নোটিস অন্যথা করণের কথা।

উদাহরণ।

(ক) পাট্টাদাতা আনন্দ বলরাম পাট্টাদারকে পাট্টাই সম্পত্তি হইতে উঠিয়া যাইবার নোটিস দেন। নোটিসের মিয়াদ ফুরাইয়া গেলে। নোটিসের মিয়াদ ফুরাইবার পর ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে যে খাজানা দেয় হয় বলরাম দিতে চাহেন ও আনন্দ গ্রহণ করেন। উক্ত নোটিস অন্যথা করা হইল।

(খ) পাট্টাদাতা আনন্দ বলরাম পাট্টাদারকে পাট্টাই সম্পত্তি হইতে উঠিয়া যাইবার নোটিস দেন। নোটিসের মিয়াদ ফুরাইয়া যায় ও সম্পত্তি বলরামের অধিকারে থাকে। আনন্দ বলরাম পাট্টাদারকে উঠিয়া যাইবার দ্বিতীয় নোটিস দেন। তাহাতে প্রথম নোটিস অন্যথা করা হইল।

খাজানা না দিবার দণ্ড হইতে মুক্তির কথা।

১৩ ধারা। খাজানা না দেওয়া প্রযুক্ত দণ্ডস্বরূপ স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা রহিত করা গেলে ও পাট্টাদাতা পাট্টাদারকে উঠাইয়া দিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে যদি মোকদ্দমা শ্রবণ সময়ে পাট্টাদার বাকী খাজানা ও তাহার উপর সুদ ও মোকদ্দমার সম্পূর্ণ খরচা পাট্টাদাতাকে দেন বা দিতে চাহেন কিম্বা আদালত যাহা প্রচুর বোধ করেন পনের দিনের মধ্যে সেই টাকা দিবার এমত জমানৎ দেন তাহা হইলে আদালত পাট্টাদারকে উঠাইয়া দিবার ডিক্রী না করিয়া ঐ দণ্ড হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ পাট্টা রহিত হইবার যোগ্য না হইবার মত পাট্টাদার ঐ পাট্টাই সম্পত্তি ভোগ করিবেন।

পেটাও পাট্টা সম্বন্ধে পাট্টা ত্যাগ কি দণ্ডের ফলের কথা।

১১৪ ধারা। স্পষ্টত কি ভাবত কোন স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা ত্যাগ করিলে পাট্টাদার খাজানার পরিমাণ ছাড়া প্রায়ই মূল পাট্টার নিয়ম ও স্বত্ব অনুসারে পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তির কিছুদিন পূর্ব্বে যে পেটাও পাট্টা দিয়াছিলেন তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না। কিন্তু নূতন পাট্টা লইবার অভিপ্রায়ে পাট্টা ত্যাগ করা না গেলে পেটাও পাট্টাদার যে খাজানা দিতেও যে নিয়ম পালন করিতে আবদ্ধ পাট্টাদাতা সেই খাজানা লইতে ও সেই নিয়ম পালন করাইতে পারিবেন।

উক্ত পাট্টা দণ্ড হইলে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পেটাও পাট্টা রদ হইবে। কিন্তু পেটাও পাট্টাদারদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া পাট্টাদাতা এক দণ্ডের যোগাড় করিয়া থাকিলে এই নিয়ম খাটিবে না।

পাট্টার অধিক কাল থাকিবার ফলের কথা।

১৫ ধারা। কোন সম্পত্তির পাট্টাদার কি পেটাও পাট্টাদার পাট্টার মিয়াদ ফুরাইলে পরও ঐ সম্পত্তির অধিকার করিতে থাকিলে ও পাট্টাদাতা কিম্বা তাহার বৈধ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ঐ পাট্টাদারের বা পেটাও পাট্টাদারের নিকট খাজানা গ্রহণ করিয়া থাকিলে, কিম্বা অন্য প্রকারের তাঁহার অধিকার থাকিবার বিষয়ে সম্মতি জানাইলে ও প্রকারান্তরের স্পষ্ট নিয়ম না থাকিলে যে কার্য্যের নিমিত্ত ঐ সম্পত্তির পাট্টা দেওয়া গেল তদ্বিবেচনায় ১০৭ ধারার বিধান মতে ঐ পাট্টা বৎসর২ কিম্বা মাস২ ধরিয়া চলিবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামকে পাঁচ বৎসর মিয়াদে ঘর ভাড়া দেন বলরাম মাসে ১ টাকা ভাড়া লইয়া চন্দ্রকে ঐ ঘর ভাড়া দেন। পাঁচ বৎসর গত হইলেও চন্দ্র ঘরে থাকিয়া আনন্দকে ভাড়া দিয়া থাকেন চন্দ্রের পাট্টা মাসে২ যেন নূতন চলিতেছে।

(খ)। আনন্দ চন্দ্রের যাবজ্জীবন বলরামকে কোন মৌজা ইজারা দেন চন্দ্র মরিলেও বলরাম আনন্দের সম্মতি ক্রমে ঐ মৌজা ভোগ করিতে থাকেন বলরামের পাট্টা বৎসর২ নূতন চলিতেছে।

কৃষিকার্য্যের পাট্টা মুক্ত থাকিবার কথা।

১১৬ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই অধ্যায়ের সমুদয় বা কোন বিধান স্থানীয় কোন আইন চলিত থাকিলে তাহার বিধানের সহিত বা তদধীনে যত দূর খাটান গেল বলিয়া প্রকাশ করেন তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে কৃষিকার্য্যের পাট্টার প্রতি এই অধ্যায়ের বিধান বর্ত্তিবে না।

উক্ত জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণের তারিখ অবধি ছয় মাস গত না হইলে ঐ জ্ঞাপনপত্র সিদ্ধ হইবে না।

---

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিনিময় বিষয়ক বিধি।

বিনিময় শব্দের অর্থের কথা।

১১৭ ধারা। দুইপক্ষ পরস্পর এক দ্রব্যের স্বামিত্বের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্যের স্বামিত্ব দিতে চুক্তি করিলে ও তন্মধ্যে কোন দ্রব্য মুদ্রা না হইলে কিম্বা উভয়ই কেবল মুদ্রা হইলে ঐ ব্যাপারকে বিনিময় বলে।

বিনিময় কার্য্য সমাপ্ত করিবার নিমিত্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে হইলে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ক্রমে হস্তান্তর করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কেবল সেই প্রণালী মতে হস্তান্তর করিতে হইবে।

বিনিময়ে যে দ্রব্য দেওয়া গেল তাহা দাতার স্বামিত্বে স্থাপন করা না গেলে তাহার স্বত্বের কথা।

১১৮ ধারা। এক পক্ষ বিনিময়ে যাহা পাইলেন অন্য পক্ষের স্বত্বের দোষ থাকা প্রযুক্ত সেই দ্রব্য বা তাহার কিয়দংশ হইতে বঞ্চিত হইলে যদি তদ্বিপরীতের চুক্তি না থাকে তিনি নিজ ইচ্ছামতে হানিপূরণ পাইবার কিম্বা আপনি যে দ্রব্য দিলেন তাহা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১১৯ ধারা। এই অধ্যায়ে যে স্থলের অন্যরূপ বিধান হইল সেই স্থলভিন্ন যে ব্যক্তি যাহা দেন তৎসম্পর্কে তাঁহার বিক্রেতার তুল্য স্বত্ব ও দায় থাকে, ও যিনি যাহা লন তৎসম্পর্কে তাঁহার ক্রেতার তুল্য স্বত্ব ও দায় থাকে।

উভয় পক্ষের স্বত্বের ও দায়ের কথা।

১২০ ধারা। মুদ্রার বিনিময় হইলে যে ব্যক্তি যে মুদ্রা দেন, দেওয়াতেই তিনি সেই মুদ্রার নির্দ্দোষিতার প্রতিভু হন।

মুদ্রা বিনিময়ের কথা।

---

৭ সপ্তম অধ্যায়।

দানবিষয়ক বিধি।

১২১ ধারা। ইচ্ছাপূর্ব্বক ও বিনা মূল্যে দাতা নামে অভিহিত এক ব্যক্তি গ্রহীতা নামে অভিহিত অন্য এক ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট কোন বর্ত্তমান অস্থাবর বা সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিলে, এবং গ্রহীতাকর্ত্তৃক বা তাঁহার পক্ষে তাহা গ্রহণ করা গেলে ঐ হস্তান্তর ব্যাপারকে 'দান' বলা যায়।

দান, শব্দের অর্থ।

দাতার জীবৎকালে ও তিনি দানকরণক্ষম থাকিতেই উক্তরূপ গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্রহণ যে সময়ে করিতে হইবে, তাহার কথা।

গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে গ্রহীতার মৃত্যু হইলে দান ব্যর্থ হয়।

১২২ ধারা। স্থাবর সম্পত্তি দান করিতে হইলে রেজিষ্টরী করা নিবন্ধপত্রক্রমে হস্তান্তর কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। ঐ নিবন্ধপত্র দাতাকর্ত্তৃক বা তাঁহার পক্ষে স্বাক্ষরিত হইবে এবং তাহাতে অন্যূন দুইজন সাক্ষির স্বাক্ষর থাকিবে।

হস্তান্তর কার্য্য যেরূপে সম্পাদন করিতে হইবে তাহার কথা।

অস্থাবর সম্পত্তি দান করিতে হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে রেজিষ্টরী করা স্বাক্ষরিত উইলভিন্ন নিদর্শনপত্রক্রমে কিম্বা সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া হস্তান্তর কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারিবে

বিক্রীত মাল যেরূপে সমর্পণ করা যায় সেইরূপে উক্তরূপ সমর্পণ করা যাইতে পারিবে।

১২৩ ধারা। বর্ত্তমান ও ভাবী উভয় সম্পত্তি দান করা গেলে শেষোক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে দান ব্যর্থ হইবে।

বর্ত্তমান ও ভাবী সম্পত্তির দানের কথা।

১২৪ ধারা। কোন বিভাজ্য দ্রব্য দুই কিম্বা ততধিক গ্রহীতাকে দান করা গেলে ও তন্মধ্যে একজন দান গ্রহণ না করিলে তিনি গ্রহণ করিলে যে স্বার্থ পাইতেন সেই স্বার্থ সম্বন্ধে দান ব্যর্থ হইবে।

কএক জনকে দান করা গেলে ও তন্মধ্যে একজন গ্রহণ না করিলে তদ্বিষয়ক কথা।

১২৫ ধারা। যাহা দাতার ইচ্ছা সাপেক্ষ নহে একরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট ঘটনা ঘটিলে দান স্থগিত রাখিতে বা রহিত করিতে হইবে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে একরূপ নিয়ম করিতে পারেন কিন্তু দাতার ইচ্ছা হইলেই দান সম্পূর্ণ কি বা অংশত রহিত করা যাইতে পারিবে উভয় পক্ষ একরূপ নিয়ম করিলে, ঐ দান সম্পূর্ণরূপে বা স্থল বিশেষে অংশত ব্যর্থ হইবে।

যে স্থলে দান স্থগিত রাখা বা রহিত করা যাইতে পারিবে। তাহার কথা।

মূল্যের অভাব বা তাহা দিবার ক্রুটির স্থল ভিন্ন যে স্থলে চুক্তি হইলে তাহা অন্যথা করা যাইতে পারিত সেই স্থলে দানও রহিত করা যাইতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্ত রূপে না হইলে দান রহিত করা যাইতে পারিবে না।

নোটিস না পাইয়া মূল্য দিয়া যাহারা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা হন এই ধারার কোন কথাক্রমে তাঁহাদের স্বত্বের যে কোন বিঘ্ন হইবে, এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আমজদ বলরামকে একটি ক্ষেত্র দিয়া বলরামের সম্মতিক্রমে আপনার এই স্বত্ব রক্ষা করেন যে আমজদের পূর্ব্বে বলরাম ও তাহার সন্তান সন্ততি মরিলে আমজদ ঐ ক্ষেত্র পুনর্গ্রহণ করিতে পারিবেন। কোন সন্তান সন্ততি না রাখিয়া আমজদের জীবৎকালে বলরামের মৃত্যু হইল। আমজদ ঐ ক্ষেত্র পুনর্গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(খ) আমজদ বলরামকে একলক্ষ টাকা দিয়া বলরামের সম্মতিক্রমে আপনার এই স্বত্ব রক্ষা করেন যে তিনি ইচ্ছামতে ঐ একলক্ষ টাকার মধ্যে ১০,০০০ টাকা পুনর্গ্রহণ করিতে পারিবেন। ৯০,০০০ টাকা সম্বন্ধে দান সিদ্ধ থাকিবে কিন্তু ১০,০০০ টাকা সম্বন্ধে দান ব্যর্থ হইবে, ও শেষোক্ত টাকা আমজদেরই থাকিবে।

১২৬ ধারা। যদি একই হস্তান্তরক্রমে একই ব্যক্তিকে কএকটি দ্রব্য দান করা যায় এবং তন্মধ্যে একটি দ্রব্য ভারযুক্ত থাকে ও অন্যগুলি তদ্রূপ না হয় তবে যদি দান সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করিলে গ্রহীতা ঐ দানের কিছুই পাইতে পারেন না।

ভারযুক্ত দানের কথা।

যদি দুই বা ততধিক ভিন্ন স্বতন্ত্র হস্তান্তর দ্বারা একই ব্যক্তিকে কএকটি দ্রব্য দান করা যায় তবে তন্মধ্যে একটি উপকারজনক ও অন্যগুলি ভারযুক্ত হইলেও ঐ ব্যক্তি প্রথমটি গ্রাহ্য ও অন্যগুলি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

যে গ্রহীতা চুক্তি করিতে অক্ষম তিনি কর্ত্তব্য ভার যুক্ত কোন সম্পত্তি গ্রহণ করিলে ঐ গ্রহণ দ্বারা বদ্ধ হইবেন না। কিন্তু চুক্তি করিতে সক্ষম হইলে ও কর্ত্তব্য জ্ঞাত হইলে পর তিনি যদি দত্ত সম্পত্তি রাখেন তবে তিনি উক্তরূপে বদ্ধ হন।

অযোগ্য ব্যক্তিকে ভারযুক্ত দান করিবার কথা।

উদাহরণ।

(ক) চিত্রপুরের শ্রীবৃদ্ধিশীল জাইণ্টষ্টক কোম্পানিতে ও জগৎপুরের সঙ্কটাপন্ন জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানিতে আনন্দের শ্যার আছে। জগৎপুরের শ্যার সম্বন্ধে শীঘ্র ভারি কিস্তি চাহিবার সম্ভাবনা আছে। দুই জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানিতে আনন্দের যত শ্যার আছে তিনি তাহা বলরামকে দান করিলেন। বলরাম জগৎপুরের শ্যার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। সেই চিত্রপুরের শ্যার পাইতে পারে না।

(খ) আনন্দ কয়েক বৎসরের মিয়াদি পাট্টাক্রমে একটি বাটী ভাড়া লইয়া যে ভাড়া দিতে স্বীকার করেন তাহা তিনিও তাঁহার প্রতিনিধিরা ঐ মিয়াদকালের নিমিত্ত দিতে বদ্ধ কিন্তু ঐ বাটিতে প্রজা রাখিলে তত ভাড়া পাওয়া যায় না। আনন্দ বলরামকে ঐ পাট্টা ও ভিন্ন ও স্বতন্ত্ররূপে কিয়ৎপরিমাণ টাকা দেন। বলরাম পাট্টা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। অস্বীকার করাতে তাঁহার টাকা পাইবার অধিকার নষ্ট হইবে না।

১২৭ ধারা। দাতার সমস্ত সম্পত্তি দান করা গেলে যে পরিমাণের সম্পত্তি থাকে সেই পরিমাণ পর্য্যন্ত ১২৬ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে দাতার দানকালীন সমুদয় ঋণের জন্য গ্রহীতা স্বয়ং দায়ী হইবেন।

সমস্ত সম্পত্তির গ্রহীতার কথা।

১২৮ ধারা। মৃত্যুর কল্পনা করিয়া যে অস্থাবর সম্পত্তি দান করা যায় এই অধ্যায়ের কোন কথা তৎসম্বন্ধে খাটিবে না, এবং মুসলমানদের ব্যবস্থাক্রমে যে কোন বিধি থাকে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহার বিঘ্ন হইল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

মৃত্যুহেতুক দান ও মুসলমান ব্যবস্থা সংরক্ষণের কথা।

---

৮ অষ্টম অধ্যায়।

মোকদ্দমাযোগ্য দাওয়া হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

১২৯ ধারা। দেওয়ানী আদালতে কোন দাওয়া উপশম পাইবার হেতু বলিয়া গণ্য হইলে উহা প্রবল করিবার নিমিত্ত বাস্তবিক মোকদ্দমা উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক কিম্বা আবশ্যক হওয়ার সম্ভব হউক বা না হউক, ঐ দাওয়াকে মোকদ্দমাযোগ্য দাওয়া বলে।

মোকদ্দমা যোগ্য দাওয়ার কথা।

১৩০ ধারা। খাতক কিম্বা সম্পত্তি যাহার প্রতি বর্ত্তে তিনি কোন ঋণ কি অস্থাবর সম্পত্তিগত কোন লভ্যাংশক স্বার্থ হস্তান্তর করিবার একপক্ষ না হইলে তাঁহাকে স্পষ্ট নোটিস না দেওয়া গেলে, তাঁহার বিপক্ষে ঐ হস্তান্তরকরণ প্রবল হইবে না, এবং ঐ খাতক কি উক্ত অন্য ব্যক্তি ঐ হস্তান্তর করণ কার্য্যের একপক্ষ না হইয়া ও তদ্বিষয়ের স্পষ্ট নোটিস না পাইয়া আপনার ঋণ লইয়া কি সম্পত্তি লইয়া যে কার্য্য করেন, তাহা ঐ হস্তান্তর করণের বিপক্ষে সিদ্ধ হইবে।

ঋণ হস্তান্তর করণের কথা।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের টাকা ধারেন, বলরাম চন্দ্রের প্রতি ঐ ঋণ হস্তান্তর করেন। পরে বলরাম আনন্দের স্থানে ঐ টাকা দাওয়া করিলে আনন্দ ঐ ঋণ অন্যের প্রতি হস্তান্তরিত হইবার নোটিস না পাইয়া বলরামকে টাকা দেন। ঐ কার্য্য সিদ্ধ ও চন্দ্র ঐ ঋণ আদায়ের জন্য আনন্দের নামে নালিশ করিতে পারিবেন না।

(খ) আনন্দ বলরাম নামক স্বর্ণকারের নিকট গহনা গচ্ছিত করিয়া চন্দ্রের নিকট তাহার বন্ধকীপত্র করিয়া দেন। পরে আনন্দ নিমনাথের নিকট ঐ গহনার হস্তান্তরপত্র লেখিয়া দিলেন। বলরাম চন্দ্রের পক্ষে ঐ গহনার বন্ধকীপত্রের নোটিস না পাইতে নিমনাথ তাঁহার নিকট ঐ হস্তান্তরপত্র আনিয়া ঐ গহনা লইয়া যান। নিমনাথকে গহনা দেওয়া বলরামের ন্যায়সঙ্গত কার্য্য। নিমনাথের বিপক্ষে চন্দ্রের প্রতিকার নাই।

১৩১ ধারা। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক নোটিস লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাতে যে ব্যক্তি ঐ দ্রব্য হস্তান্তরকরেন তাঁহার, কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে তাঁহার নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর করিতে হইবে।

নোটিস লিখিয়া স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা।

১৩২ ধারা। খাতক কিম্বা যে ব্যক্তির প্রতি সম্পত্তি বর্ত্তে তিনি উক্তরূপ নোটিস পাইলে ঐ হস্তান্তর কার্য্য সফল করিবেন। কিন্তু যদি খাতক ভিন্নাধিকার দেশে বাস করেন কিম্বা সম্পত্তি ভিন্ন দেশের অন্তর্গত থাকে ও যাহার অনুকূলে সেই হস্তান্তরকার্য্য করা যায় ঐ দেশের আইন অনুসারে যদি তাঁহার স্বত্ব সম্পূর্ণ না হয় তবে সফল করিবেন না।

খাতকের সেই হস্তান্তর কার্য্য সকল করিতে হইবার কথা।

১৩৩ ধারা। যে স্থলে ঋণের হস্তান্তর কর্ত্তা খাতকের ঋণশোধন ক্ষমতা গরাণ্টী করেন তাবাস্তবের চুক্তি না থাকিলে সেই স্থলে খাতকের হস্তান্তর কালীন ঋণশোধন ক্ষমতা সম্বন্ধেই এবং পণ উপলক্ষে হস্তান্তর করা গেলে ঐ পণের পরিমাণ বা মূল্য পর্য্যন্ত, ঐ গরাণ্টী খাটে।

খাতকের ঋণ শোধন ক্ষমতার গরাণ্টীর কথা।

১৩৪ ধারা। মোকদ্দমাযোগ্য দাওয়া বিক্রীত হইলে যাহার বিরুদ্ধে দাওয়া ক্রেতাকে মূল্য ও বিক্রয়ের আনুষঙ্গিক খরচ ও ক্রেতা যে তারিখে মূল্য দেন সেই তারিখ অবধি ঐ মূল্যের সুদ দিলে যাহার বিরুদ্ধে ঐ দাওয়া থাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন।

যাহার বিরুদ্ধে দাওয়া বিক্রীত হয় তাঁহার মুক্ত হইবার কথা।

(ক) বিক্রীত দাওয় সহ উত্তরাধিকারির বা সহস্বামির নিকট বিক্রয় করা গেলে

(খ) মহাজনের যাহা পাওনা থাকে তাহা শোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট বিক্রয় করা গেলে,

(গ) উক্ত মোকদ্দমাযোগ্য দাওয়ার নিয়মাধীন কোন সম্পত্তির অধিকারির নিকট বিক্রয় করা গেলে

(ঘ) দাওয়া সপ্রমাণ করিয়া কোন উপযুক্ত আদালত রায় দিলে কিম্বা দাওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া তাহা রাখের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিলে,

এই ধারার পূর্ব্বাংশের কোন কথা খাটিবে না।

বিচারালয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদের অক্ষমতার কথা।

১৩৫ ধারা। কোন বিচারপতি উকীল কেরাণী বেলিফ বা বিচারালয় সংক্রান্ত অন্য কোন কর্ম্মচারী যে আদালতে কর্ম্ম করেন সেই আদালতের বিচারাধিপত্যাধীন কোন মোকদ্দমাযোগ্য দাওয়া ক্রয় করিতে পারিবেন না।

ঋণ হস্তান্তর করিলে গ্রহীতার দায়ের কথা।

১৩৬ ধারা। ঋণ কি দায় যে ব্যক্তির প্রতি হস্তান্তর করা যায় হস্তান্তরকারির প্রতি হস্তান্তরকরণের তারিখে যে সকল দায় বর্ত্তিত তিনি সেই সকল দায় স্বীকার করিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন।

উদাহরণ।

কোন প্রকাশ্য কোম্পানি ‘ক’কে প্রতারণা করিয়া আমদের নামে ডিবেঞ্চর (অর্থাৎ ঋণ দানপত্র) দেওয়া যায়। আমদ বলদেবের নিকট ঐ ঋণদানপত্র বিক্রয় করিয়া তাঁহার প্রতি হস্তান্তর করিয়া দেন কিন্তু বলরাম ঐ প্রতারণার কথা জানিতেন না। বলদেবের হস্তে ঐ ঋণ দানপত্র অসিদ্ধ।

বন্ধকী ঋণের কথা।

১৩৭ ধারা। বর্ত্তমান কি ভবিষ্যৎ ঋণের প্রতিভূস্বরূপে যে ঋণ হস্তান্তরিত করা যায় মূল ঋণ হস্তান্তরকারী কি গ্রহীতা আদায় করিলে তাহা প্রথমত উক্ত আদায়ের খরচা দিতে ও দ্বিতীয়ত যে টাকার প্রতিভূস্বরূপ হস্তান্তর ধার্য্য করা হইয়াছে তাহা শোধ দিতে প্রয়োগ করিতে হইবে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হস্তান্তরকারির হইবে।

ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্র বর্জ্জিত হইবার কথা।

১৩৮ ধারা। ১৩৭ ধারার বিধান স্থল ছাড়া ক্রয় বিক্রয় নিদর্শনপত্রের প্রতি এই অধ্যায়ের কোন কথা খাটে না।

তফসীল।

(ক) রাজবিধি।

সাল ও অধ্যায়।	বিষয়।	যত দূর রহিত হইল।
অষ্টম হেনরির ৩৭ নম্বরের আইনের ৯ অধ্যায়	ব্যবহার বিষয়ক	সমুদয়
ষষ্ঠ জর্জের ও ৪র্থ জর্জের ৪ বৎসরের আইনের ১৬ অধ্যায়।	প্রচ্ছন্ন বন্ধক বিষয়ক।	স

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যত দূর রহিত হইল।
১৮৪২ সালের ২৯ আ	বন্ধন ও মুক্তি পত্র বিষয়ক।	সমুদয়
১৮৫৪ সা ৩১ আ	ভূমি হস্তান্তর করণের নিয়ম বিষয়ক।	১৭ ধারা।
১৮৫৫ সা ১১ আ	ওয়াসিলাত ও উন্নতি বিষয়ক।	১ ধারা ও আখ্যার ও হেতুবাদের এইং কথা ওয়াসিলাতের বিষয়ের ও ও য়াসিলাতেরদায়ের বসীমা নিরূপ করা।
১৮৬৬ সা ৭ আ	ভারতবর্ষীয় ন্যাসধারি বিষয়ক	৩১ ধারা।
১৮৭২ সা ৪ আ	পঞ্জাবের আইন বিষয়ক।	১৭৮ সালের বঙ্গদেশীয় ১ আইনের ও ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর।
১৮৭৫ সা ২ আ	মধ্যপ্রদেশের আইন বিষয়ক।	১৭৯৮ সালের বঙ্গদেশীয় ১ আইনে ও ৮০৬ সালের ৭ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর।
১৮৭৬ সা ১৮ আ	অযোধ্যা দেশের আইন বিষয়ক	১৮০৬ সালের বঙ্গদেশীয় ১৭ আইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক থাকে তত দূর।
১৮৭৭ সা ১ আ	বিশেষ উপকার বিষয়ক।	৩৫ ও ৩৬ ধরায় লিখিয়া এই শব্দ।

(গ) আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যত দূর রহিত হইল।
বঙ্গদেশীয় ১৭৯৮ সা ১ আ	কটকবালা বিষয়ক	সমুদয় আইন।
বঙ্গদেশীয় ১৮০৬ সা ১৭ আ	উদ্ধারকরণ বিষয়ক	সমুদ আইন।
বোম্বাইয়ের ১৮২৭ সা ৫ আ	ভোগাধিকার প্রাপ্তবন্ধক গ্রহীতা বিষয়ক।	১২ ধা।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAY M A AND B L

Trans Director

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন ম বস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1162—740—27 7 81

Numb 2192 ২১৯২ [REGISTERED No 30]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 2 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২ আগষ্ট।

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART II

Resolutions Orders and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

NOTIFICATION

The 25th July 1881 —The following programme of His Honor the Lieutenant Governor's approaching tour is published for general information —

Place			Date
Darjeeling		Date of departure	8th August
Rungpore	"	arrival	9th
	"	departure	Do
Dhubri	"	arrival	Do "
	"	departure	11th "
Dacca	"	arrival	12th or 13th "
	"	departure	15th or 16th ,
Backergunge	"	arrival	Ditto ,
	"	departure	17th or 18th ,
Khoolna		arrival	18th or 19th "
	"	departure	20th or 21st "
Canning	,	arrival	22nd or 23rd "
	"	departure	Ditto ,
Calcutta	"	arrival	23rd or 24th ,

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

No 3121A

GENERAL —*The 19th July* 1881 —The Civil Surgeon of Monghyr is appointed under Section 5 of Act XV of 1881 (the Indian Factories Act), to be certifying Surgeon for the whole of that district

The 22nd July 1881 —Mr C J O'Donnell, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Jessore is allowed leave for one month under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from any date, not earlier than the 24th proximo, on which he may avail himself of it

Baboo Bhoirub Nath Palit, Deputy Magistrate and Deputy Collector Rungpore is allowed leave for one month under Section 127, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it

Mr A C Mackertich, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Chittagong Hill Tracts is allowed leave for three months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved

Mr R R Pope, Assistant Magistrate and Collector, Chittagong is transferred temporarily to the Chittagong Hill Tracts and is posted to the Sudder Station of that district

The 23rd July 1881 —Mr R M Waller Officiating Deputy Commissioner of Lohardugga on leave, is appointed to act, until further orders, in the Second Grade of Deputy Commissioners, with effect from the afternoon of the 12th instant, *vice* Mr W B Oldham

Major C H Garbett, Deputy Commissioner of Singbhoom, is appointed to act in the Second Grade of Deputy Commissioners with effect from the afternoon of the 12th instant, during the absence on leave, of Mr R M Waller or until further orders

Mr L R Forbes Officiating Deputy Commissioner of the Chittagong Hill Tracts, is appointed to act until further orders in the Third Grade of Deputy Commissioners, with effect from the afternoon of the 12th instant *vice* Major C H Garbett, promoted

The 24th July 1881 —Mr E E Lowis, Commissioner of the Chittagong Division, is allowed leave for two months and twenty six days, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 23rd proximo

Mr J Ware Edgar C S I, Officiating Magistrate and Collector of Chumparun, is appointed to act as Commissioner of the Chittagong Division, during the absence, on leave, of Mr E E Lowis or until further orders

Mr H M Tobin, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector Sewan, Sarun is appointed to act temporarily as Magistrate and Collector of Chumparun, *vice* Mr J Ware Edgar, C S I

[*Government Gazette, 2nd August* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞা।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৫ জুলাই।—মাননবর শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নানা স্থানে গমনের নিম্নলিখিত বিবরণ সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গল।

৮ আগষ্ট তারিখে	দার্জিলিঙ্গ হইতে যাত্রা করিবেন।
৯ „	রংপুর পঁহুছিবেন।
ঐ „	রংপুর হইতে যাত্রা করিবেন।
ঐ „	ধুবড়িতে পঁহুছিবেন।
১১ „	ধুবড়ি হইতে যাত্রা করিবেন।
১২ বা ১৩ „	ঢাকায় পঁহুছিবেন।
১৫ বা ১৬ „	ঢাকা হইতে যাত্রা করিবেন।
ঐ „	বাকরগঞ্জে পঁহুছিবেন।
১৭ বা ১৮ „	বাকরগঞ্জ হইতে যাত্রা করিবেন।
১৮ বা ১৯ „	খুলনায় পঁহুছিবেন।
২০ বা ২১ „	খুলনা হইতে যাত্রা করিবেন।
২২ বা ২৩ „	কালিঘাটে পঁহুছিবেন।
ঐ „	কালিঘাট হইতে যাত্রা করিবেন।
২৩ বা ২৪ „	কলিকাতায় পঁহুছিবেন।

হরেস এ, কক্রেল।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

৩১২১A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।—মুঙ্গেরের সিবিল চিকিৎসক উক্ত জিলার সর্ব্বত্র ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের ১৫ আইনের ৫ ধারামতে সর্টিফিকট দিবার সর্জনের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২২ জুলাই।—যশোহরের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত সি জে, ওডোনেল সাহেব আগামি মাসের ২৪ তারিখ অবধি যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটী বিষয়ক বিধি পুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবনাথ পালিত যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ২৭ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ সি মাকার্টিক সাহেব অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

চট্টগ্রামের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত আর আর পোপ সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্ত চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৩ জুলাই।—শ্রীযুক্ত ডবলিউ বি, ওলডহাম সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত আর, এম ওয়ালর সাহেব এই মাসের ১২ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডেপুটী কমিশ্যনরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত আর এম ওয়ালর সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় সিংহভূমের ডেপুটী কমিশ্যনর মেজর শ্রীযুক্ত সি এচ, গার্ব্বেট সাহেব এই মাসের ১২ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি ডেপুটী কমিশ্যনরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মেজর শ্রীযুক্ত সি, এচ, গার্ব্বেট সাহেবের পদ বৃদ্ধি হওয়াতে চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের একটিং ডেপুটী কমিশ্যনর শ্রীযুক্ত এল আর, ফর্ব্বস সাহেব, এই মাসের ১২ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডেপুটী কমিশ্যনরদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৪ জুলাই।—চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশ্যনর শ্রীযুক্ত ই, ই, লৌইস সাহেব, সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি মাসের ২৩ তারিখ অবধি দুই মাস ছাব্বিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত ই, ই, লৌইস সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় চাম্পারণের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে ওয়ার এডগার সাহেব, সি, এস আই, চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, ওয়ার এডগার সি এস, আই, সাহেবের পরিবর্ত্তে সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, এম, টবিন্স সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে চাম্পারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

The 25th July 1881 —Mr A C Tute, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector of Dacca, is allowed leave for twenty one days, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may avail himself of it

The 26th July 1881 —Baboo Saroda Prosad Sarkar Deputy Magistrate and Deputy Collector Fenny River Division Noakholly on leave is transferred to Moorshedabad and is posted to the Sudder Station of that district

Moonshee Dedar Bux temporary Sub Deputy Collector Jajpore Cuttack is allowed leave for two months under Section 133 Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved

Baboo Nityanund Chose B A is appointed to act as Sub Deputy Collector of Jajpore in the district of Cuttack during the absence on leave of Moonshee Dedar Bux or until further orders

Baboo Tara Prosad Chatterjee Deputy Magistrate and Deputy Collector on furlough, is posted to the Sudder Station of the 24 Pergunnahs

Baboo Tara Prosad Chatterjee Deputy Magistrate and Deputy Collector 24 Pergunnahs having joined his appointment on the afternoon of the 20th instant the unexpired portion of the furlough granted to him under the orders of the 22nd ultimo is cancelled

Moulvi Husmut Hossein is appointed to act as Sub Deputy Collector of Hajeepore, in the district of Mozufferpore during the absence on leave of Baboo Sree Nath Chatterjee or until further orders

Mr F W Collin Assistant Magistrate and Collector, is posted to the Sudder Station of the 24 Pergunnahs

Mr C F Manson Deputy Magistrate and Deputy Collector in charge of the Damin Forest in the Sonthal Pergunnahs is posted to the Sudder Station of that district

Mr T D Moran, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Doomka, Sonthal Pergunnahs is appointed to have charge of the Damin Forests in that district

Mr F L Piffard Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Sonthal Pergunnahs is posted temporarily to Deoghur

Baboo Sreenath Gupta Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Maldah, is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he availed himself of it

This cancels the orders of the 8th instant transferring Baboo Sreenath Gupta to the district of Balasore and vesting him with the powers of a Magistrate of the First Class

ZOOLOGICAL GARDENS —*The 25th July* 1881 —Mr F Schiller is appointed temporarily to be a member of the Committee of Management of the Zoological Gardens at Alipore vice Mr L Schwendler

POLICE —*The 19th July* 1881 —Mr V W Beitelsen Assistant Superintendent of Police reported his departure from India on furlough on the 23rd June 1881

The 20th July 1881 —Mr D T Poole Assistant Superintendent of Police Purneah, is allowed leave for one month under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the afternoon of the 1st instant

The 22nd July 1881 —Colonel W Gordon, District Superintendent of Police Howrah is allowed leave for two months and twenty days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

Mr H N Harris District Superintendent of Police Rungpore, is appointed to act as District Superintendent of Police Howrah, during the absence, on leave of Colonel W Gordon or until further orders

Mr R F Guise Assistant Superintendent of Police, Shahabad, is appointed to act as District Superintendent of Police Rungpore, during the absence, on deputation of Mr H N Harris or until further orders

The 26th July 1881 —The services of Mr R A D Bignell Assistant Superintendent of Police are placed at the disposal of the Government of India in the Foreign Department

Mr W D Abercrombie, Officiating Assistant Superintendent of Police, Gya is transferred to Shahabad

[*Government Gazette 2nd August* 1881]

১৮৮১ সাল ২৫ জুলাই।—ঢাকার একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ সি, টুট সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারা মতে একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।—নওয়াখালীর অন্তর্গত ফেণীনদী মহকুমার ছুটী প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ সরকার, মুরশিদাবাদে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

কটকের অন্তর্গত যাজপুরের কিয়ৎকালীন সব- ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মুনশী দেদারবক্স যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৩ অধ্যায়ের ১৩৩ ধারা মতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত মুনশী দেদার বক্সের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত বাবু নিত্যানন্দ ঘোষ, বি, এ, কটক জিলার অন্তর্গত যাজপুরের সব- ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

নিয়মিত ছুটী প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ২৪ পরগনার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এই মাসের ২০ তারিখের অপরাহ্নে আপন কর্ম্ম গ্রহণ করাতে গত মাসের ২২ তারিখের আজ্ঞামতে যে নিয়মিত ছুটী পান তাহার অবশিষ্টাংশ রহিত করা গেল।

শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত মৌলবী হসমৎ হুসেন মজফরপুর জিলার অন্তর্গত হাজিপুরের সব ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ই ডবলিউ, কলিন সাহেব ২৪ পরগনার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দামিন বনের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর শ্রীযুত সি, এফ মাক্সন সাহেব উক্ত জেলার সদরমোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত টি ডি মোরান সাহেব উক্ত জিলার অন্তর্গত দামিন বনেরকার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকালেক্টর শ্রীযুত এফ, ই, পিকার্ড সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে দেবগড়ে অবস্থাপিত হইলেন।

মালদহের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ গুপ্তকে বালেশ্বর জিলায় প্রেরণ ও তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাদান বিষয়ক এই মাসের ৮ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

পশুপক্ষ্যাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যান বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৫ জুলাই।—শ্রীযুত এন, সেলডনর সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত এফ, পিলব সাহেব আলিপুরস্থ পশুপক্ষ্যাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যান বিষয়ক কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে কিয়ৎকালের জন্যে নিযুক্ত হইলেন।

পোলিসী বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।—পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বি, ডবলিউ, বর্টেনসেন সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮১ সালের ২৩ জুনে ভারতবর্ষহইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।

১৮৮১ সাল ২০ জুলাই।—পূরনিয়ার পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডি, জে, পুল সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ১ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২২ জুলাই।—হাবড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ,গর্ডন সাহেব অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাস বিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ গর্ডন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রঙ্গপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, এন, হারিস সাহেব হাবড়ার পুলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত এচ, এন, হারিস সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শাহাবাদের পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত আর, এফ, গাইস সাহেব রঙ্গপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।—পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত আর, এ, ডি, বিগনেল সাহেব ফরিন্ ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

গয়ার পোলীসের একটিং আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ,ডি, আবরক্রম্বি সাহেব শাহাবাদে প্রেরিত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

EDUCATION —*The 19th July* 1881 —Baboo Baburam Chatterjee, M A, is appointed temporarily to act as a Lecturer in Mathematics in the Presidency College, with effect from the 1st instant

The 25th July 1881 —Baboo Juggut Doorlub Bysack Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Deoghur Sonthal Pergunnahs is appointed to be a member of the Sub-divisional School Committee of Deoghur *vice* Baboo Chunder Narain Goopta on leave

MEDICAL —*The 21st July* 1881 —Assistant Surgeon Amrita Lal Dass attached to the Mymensing Dispensary was in medical charge of the Civil Station of that district from the 27th February to the 10th March 1881

Assistant Surgeon Jogendro Nath Ghose, attached to the Motihari Dispensary, was in medical charge of the Civil Station of Chumparun from the 15th to the 27th April 1881

The 23rd July 1881 —Assistant Surgeon Poorna Chunder Banerjee attached to the Emambarah Hospital, Hooghly was in medical charge of the Civil Station of that district from the 16th May to the 15th June 1881

Assistant Surgeon Abhaya Kumar Sen a Supernumerary at the Presidency is appointed temporarily to have medical charge of the Civil Station of Noakholly *vice* Mr T Lyons

The 26th July 1881 —Surgeon Major M Knox is appointed to have medical charge of the Dinapore Lock Hospital in addition to his other duties with effect from the 1st May last, *vice* Surgeon Major E Wilkes, on leave

FORESTS —*The 22nd July* 1881 —Mr W Johnston Officiating Assistant Conservator of Forests of the First Grade is confirmed in that grade with effect from the 9th May 1881

ECONOMIC MUSEUM —*The 23rd July* 1881 —The undermentioned gentlemen are appointed to be members of the local Economic Museum Committee, Dacca —

Mr I I Platts *vice* Mr W H Weathral
Baboo Kisto Chunder Roy, *vice* Baboo Deno Nath Sen
,, Okhoy Coomar Sen *vice* Baboo Radhica Mohun Roy

MUNICIPAL —*The 22nd July* 1881 —The Lieutenant Governor approves the re election by the Commissioners of the South Suburban Municipality, of Rai Jadub Chunder Ghose Bahadoor to be their Vice Chairman for 1881 82

Baboo Kadar Nath Banerjee is appointed to be a Commissioner of the South Barrackpore Municipality in the district of the 24 Pergunnahs

The 25th July 1881 —Syad Mozuffer Ali is appointed to be a Commissioner of the Lalbagh Municipality in the district of Moorshedabad, *vice* Syad Nadair Hossein

ROAD CESS —*The 25th July* 1881 —Baboo Ram Taruk Mookerjee, Inspector of Police Cutwa Burdwan is appointed to be a member of the Branch Road Cess Committee of Cutwa

The 26th July 1881 —Baboo Shyamadhub Roy Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Hooghly, is appointed to be a member of the District Road Cess Committee of that district

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 23rd July 1881 —Mr A C Mackertich Deputy Magistrate and Deputy Collector, Chittagong Hill Tracts having passed the Examination in the Lushai language in accordance with the rules laid down in Appendix V to the Departmental Examination Rules of the 18th November 1879 is authorised to draw the prescribed reward of Rs 1,000

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette, 2nd August* 1881]

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু বাবুরাম চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, এই মাসের ১ তারিখ অবধি কিয়ৎ কালের নিমিত্তে প্রেসিডেন্সি কালেজে অঙ্কবিদ্যার উপদেশকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৫ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত ছুটী লওয়াতে সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দেবগড়ের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগদ্দুর্লভ বসাক দেবগড় মফুহমার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২১ জুলাই।—ময়মনসিংহের ঔষধালয়ে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুত অমৃতলাল দাস ৮৮১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অবধি ০ মার্চ পর্য্যন্ত উক্ত জিলার সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের ভার প্রাপ্ত ছিলেন।

মতিহারির ঔষধালয়ে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৮৮১ সালের আপ্রেল মাসের ১৫ তারিখ অবধি ২৭ তারিখ পর্য্যন্ত চাম্পারণের সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের ভার প্রাপ্ত ছিলেন।

১৮৮১ সাল ২৩ জুলাই।—হুগলীর এমামবারা হাস্পাতালে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮১ সালের ১৬ মে অবধি ১৫ জুন পর্য্যন্ত উক্ত জিলার সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের ভার প্রাপ্ত ছিলেন।

শ্রীযুত টি, লিয়ন্স সাহেবের পরিবর্ত্তে রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুত অভয়া কুমার সেন কিয়ৎকালের নিমিত্তে নওয়াখালির সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।—সর্জ্জন-মেজর শ্রীযুত ই, উইলকিস সাহেব ছুটী লওয়াতে সর্জ্জন মেজর শ্রীযুত এম, নক্স সাহেব আপন অন্যান্য কর্ম্মাতিরিক্ত গত মে মাসের ১ তারিখ অবধি দানাপুর লাক হাস্পাতালের চিকিৎসাকার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

বনবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২২ জুলাই।—প্রথম শ্রেণীর একটিং আসিষ্টাণ্ট বনরক্ষক শ্রীযুত ডবলিউ জনসন সাহেব ১৮৮১ সালের মে মাসের ৯ তারিখ অবধি সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

ইকনমিক মিউশিয়ম বিষয়ক।—৮৮১ সাল ২৩ জুলাই।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ঢাকার স্থানীয় ইকনমিক মিউসিয়ম কমিটীর মেম্বরেরপদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, ওয়েদরঅল সাহেবের, পরিবর্ত্তে শ্রীযুত এফ, টি প্যাটন সাহেব।
„ বাবু দীননাথ সেনের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
„ বাবু রাধিকামোহন রায়ের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার সেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২২ জুলাই—দক্ষিণ শাহাবাদর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত রায় যাদবচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরকে ১৮৮১। ৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ বারাকপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—শ্রীযুত সৈয়দ নাদেরহুসেনের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত সৈয়দ মজফরআলি মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত লালবাগ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৫ জুলাই।—বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার পোলীসের ইনিস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু রামতারক মুখোপাধ্যায় কাটোয়ার শাখাপথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।—হুগলীর একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্যামাধব রায় উক্ত জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

হরেস এ, কক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৩ জুলাই।—চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত এ, সি, মাকার্টিক সাহেব, কার্য্যবিভাগ সংক্রান্ত পরীক্ষা বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১৮ নবেম্বরের বিধির ৫ পরিশিষ্টের লিখিত বিধি অনুসারে লুসাই ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়াতে নির্দ্দিষ্ট ১০০০৲ টাকা পুরস্কার গ্রহণের অনুমতি পাইলেন।

হরেস এ, কক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

NOTIFICATION

The 26th July 1881 —Under the powers vested in him by Section 1 of Act V (B C) of 1880, The Bengal Vaccination Act, the Lieutenant-Governor hereby declares his intention to extend the provisions of the said Act to the Municipality of Pubna.

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 26th July 1881 —In continuation of the notification dated the 12th July 1881, published in the *Calcutta Gazette* of the 13th idem (Part I, page 714), and in further modification of the schedule published with the notification of this Government, dated the 18th August 1879, in the *Calcutta Gazette* of the 20th August 1879 (Part I, page 841), the Lieutenant-Governor is pleased to direct, in accordance with the provisions of Section 56, Act XII of 1875 (the Indian Ports Act), that the rate of port dues payable on vessels entering the Port of Calcutta in ballast be reduced from three annas to two annas and three pies per ton with effect from the 1st October 1881

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 26th July 1881 —In modification of the Marine Notification dated the 9th July 1879, which was published at Part I, page 715 of the *Calcutta Gazette* of the 16th July 1879, specifying the boundaries of the Port of Chittagong, the Lieutenant Governor has been pleased to order that the south west boundary shall in future be as follows —

To the south west —A line drawn across the river Kharnafoolee from the boundary pillar at the mouth of the Marsh Khallee to the boundary pillar on the opposite bank at the northernmost point of Lurkea Char

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT

No. 3122A

The 19th July 1881 —Mr Raj Kisson Sen, Barrister at Law Moonsif of Monghyr is promoted to the Second Grade of Moonsifs, *vice* Baboo Dinobundhoo Roy

The 25th July 1881 —Baboo Jagut Bundhoo Dutt, Moonsif of Chittagong, is appointed to be a Moonsif in the district of Backergunge, and to be ordinarily stationed at the Sudder Station of that district, *vice* Baboo Doorga Churn Sen

Baboo Doorga Churn Sen, Moonsif of Burrisal, in the district of Backergunge, is appointed to be a Moonsif in the district of Chittagong, and to be ordinarily stationed at the Sudder Station of that district *vice* Baboo Jagut Bundhoo Dutt

The 26th July 1881 —Mr H H Risley, Assistant Commissioner, Hazareebagh, is vested with the powers of a Subordinate Judge

Mr H P Peterson, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector in charge of the Goalundo division of the Furreedpore district, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in Section 222 of the Criminal Procedure Code

The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Nattore Bench, in the district of Rajshahye, and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class —

Baboo Mohim Chunder Roy L M S, Medical Practitioner
Moulvi Fuzlar Rahuman Khan
Baboo Kamal Chunder Mozoomdar, Head Master, Nattore Anglo Persian School

[*Government Gazette, 2nd August* 1881]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবিজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আ মের ১ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে তিনি উক্ত আইনের বিধান পাবনা মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

এচ, এম, ক্রিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮ সাল ২৬ জুলাই।—১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ১৩ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ৭১৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ মাসের ১২ তারিখের বিজ্ঞাপনের অনুক্রমে এবং ৮৭৯ সালের আগষ্ট মাসের ২০ তারিখের কলিকাত গেজেটের প্রথম খণ্ডের ৮৪১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৯ সালের ৮ আগষ্টের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে প্রকাশিত তফসীল আরো পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক ৮৭৫ সালের ১২ আইনের ৫৬ ধারার বিধানমতে এই আদেশ করিলেন যে নিলম বোঝাই করিয়া যে সকল জাহাজ কলিকাতা বন্দরে প্রবেশ করে তাহাদের বন্দরীয় মাশুলের হার ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখ অবধি ৶ আনা হইতে কমিয়া ৵৫ দুই আনা এক পয়সা হইবে।

এ ম্যকেঞ্জি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।—১৮৭৯ সালের ১৬ জুলাইর কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ৭১৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত চট্টগ্রাম বন্দরের সীমা নির্দ্দেশ বিষয়ক সমুদ্র সম্পর্কীয় ১৮৭৯ সালের ৯ জুলাইর বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ইহার পর নিম্নলিখিত দক্ষিণ পশ্চিম সীমা হইবার আদেশ করিলেন।

দক্ষিণ পশ্চিম দিকে।—মহিষখালির মোহানার সীমা নিরূপক স্তম্ভ হইতে অপর পারে লক্ষ্মীয়া চরের অতি উত্তর বিশেষ স্থানে সীমা নিরূপক স্তম্ভ পর্য্যন্ত কর্ণফুলি নদীর উপর দিয়া যে রেখা টানা যায় তাহা।

এ ম্যাকেঞ্জি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

৩১২২ A নম্বর।

৮৮ সাল ১৯ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু রায়ের পরিবর্ত্তে মুঙ্গেরের মুনসেফ বারিষ্টার আট ল শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সেন মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৫ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ সেনের পরিবর্ত্তে চট্টগ্রামের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু জগবন্ধু দত্ত বাকরগঞ্জ জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত উক্ত জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু জগবন্ধু দত্তের পরিবর্ত্তে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বরিশালের মুনসেফ, শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ সেন চট্টগ্রাম জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত উক্ত জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই। হাজারিবাগের আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত এচ, এচ রিসলি সাহেব, সব র্ডিনেট জজের ক্ষমতা পাইলেন।

ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত গোয়ালন্দ মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত এচ, পি পিটরসন সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২২২ ধারায় লিখিত অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু মহিমচন্দ্র রায়, এল, এম, এস।
শ্রীযুত মৌলবী ফজলার রহমান খাঁ।
নাটোরের আংগ্লো পারসী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু কমলচন্দ্র মজুমদার।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট]

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFS.—*The* 21*st July* 1881.—Baboo Brijo Mohun Purshad, First Moonsif of Durbhunga, is allowed leave for fourteen days, under Rule 1, Section 72 of the Civil Leave Code, with effect from the 2nd August 1881.

The 23*rd July* 1881.—Baboo Premchand Pal, Moonsif of Julpigoree, is allowed leave for fifteen days under Rule 1, Section 72 of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

HORACE A. COCKERELL,
Secy. to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.—BENGAL.

The 21*st July* 1881.

No. 199.—*Leave.*—Mr. E. Behrmann, Assistant Engineer, First Grade, who is under transfer to Bengal, is granted privilege leave for two months and sixteen days, under Section 136 of the Civil Leave Code.

The 25*th July* 1881.

No. 200.—*Notification.*—With reference to Notification No. 46 of the 25th April last, Mr. E. W. P. Foster, Executive Engineer, Third Grade, Eastern Sone Division, returned to duty on the afternoon of the 15th instant.

No. 201.—*Transfer.*—Mr. E. W. P. Foster, Executive Engineer, Third Grade, is transferred, in the interests of the public service, from the Eastern Sone to the Buxar Division, and will be in charge of the latter division during the absence on deputation of Mr. R. B. Buckley, or until further orders.

No. 202.—*Leave.*—Mr. W. deW. Peel, Executive Engineer, Fourth Grade, Northern Bengal State Railway, is granted three months special leave under Government of India, Public Works Department Resolution Nos. 079-80 of 6th February 1880, with effect from 1st August 1881, or such date as he may avail himself of it.

No. 203.—*Notification.*—With reference to Notification No. 36 of the 2nd May last, Mr. W. B. Cwyther, Assistant Engineer, Second Grade, East Calcutta Division, returned to duty on the forenoon of the 18th July 1881.

RAILWAY.

The 25*th July* 1881.

No. 204.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for brick-field of East Indian Railway in the village of Saggurbungah, pergunnah Silampore, zillah Burdwan, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 acres 1 rood and 22 perches, or 10 beeghas 4 cottahs and 15 chittacks of standard measurement, bounded on the north by Troylueckho Nath Chuckerbutty and others' jote land, south by railway line, east by chowkidari chakran land, and west by the land required to be taken up for East Indian Railway along with this plot, is required within the aforesaid village of Saggurbungah.

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern.

No. 205.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for a brick-field of East Indian Railway in the village of Saggurbhanga, pergunnah Silampore, zillah Burdwan, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 12 beegahs 16 cottahs of standard measurement, bounded on the north by

মুনসেফদের ছুটী।— ১৮৮১ সাল ২১ জুলাই।— দ্বারভাঙ্গার প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন প্রসাদ সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণমতে ৮৮১ সালের আগষ্ট মাসের ২ তারিখ অবধি চৌদ্দদিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৩ জুলাই।—জলপাইগুড়ির মুনসেফ শ্রীযুত বাবু প্রেমচাঁদ পাল যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণমতে পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

হরেস এ, কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮১ সাল ২১ জুলাই।

৯৯ নম্বর।—ছুটী।— বঙ্গদেশে প্রবাসীন প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ই বেহর্ম্মস সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১১৬ ধারামতে দুই মাস ষোল দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৫ জুলাই।

২০০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন। -গত আপ্রিল মাসের ২৫ তারিখের ৪৬ ন বিজ্ঞাপনোপলক্ষে পূর্ব্ব শোন খণ্ডের তৃতীয় শ্রেণীর একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ই ডবলিউ পি ফষ্টর সাহেব এই মাসের ৫ তারিখের অপরাহ্নে কর্ম্মে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

২০১ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত আর, বি বকলে সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় তৃতীয় শ্রেণীর একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ই ডবলিউ পি ফষ্টর সাহেব রাজকার্য্যের স্বার্থের নিমিত্তে পূর্ব্বশোণ খণ্ড হইতে বক্সার খণ্ডে প্রেরিত হইয়া শেষোক্ত খণ্ডের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিবেন।

২০২ নম্বর।- ছুটী।— বঙ্গদেশের উত্তর দিকের ষ্টেট রেলওয়ের চতুর্থ শ্রেণীর একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডবলিউ ডি ডবলিউ পীল সাহেব ১৮৮১ সালের ১ আগষ্ট অবধি অথবা যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের ১৮৮০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারির ০৭৯ ৮০ নং নিদ্ধারণ মতে তিন মাসের বিশেষ ছুটী পাইলেন।

২০৩ নম্বর।— বিজ্ঞাপন।— গত মে মাসের ২ তারিখের ৫৬ ন বিজ্ঞাপনোপলক্ষে কলিকাতার প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডবলিউ বি গথর সাহেব ১৮৮ সালের ৮ জুলাইর পূর্ব্বাহ্নে কর্ম্মে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ২৫ জুলাই।

২০৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বৰ্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত সিলামপুর পরগণার সাগরবঙ্গ গ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ইটখোলার নিমিত্তে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত সাগরবঙ্গ গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৩ একর ১ রুড ২১ পোল অর্থাৎ ১০।৫৯।৶ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির যোত জমি, দক্ষিণ সীমা রেল পথ, পূর্ব্ব সীমা চৌকীদারী চাকরান জমি, ও পশ্চিম সীমা এই ভূমি খণ্ডের সঙ্গে ২ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২০৫ নম্বর —বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বৰ্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত সিলামপুর পরগণার সাগরবঙ্গ গ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ইটখোলার নিমিত্তে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত সাগরবঙ্গ গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ১২৸১ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।—উক্ত ভূমির উত্তর সীমা জীবন মণ্ডলের

Jeebon Mundle s jote land south by the railway line, east by the plot of land belonging to Government and held by Bengal Coal Company on lease, and west by Jeebon Mundle's jote land is required within the aforesaid village of Saggurbhanga

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 206 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for the extension of the Kownea and Dhurla Tramway line in the 3rd section from 2nd mile post to Patchgachia Ghat on the river Dhurla, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring 2 400 feet in length and 100 feet in width and containing an area of 16 beegahs 13 cottahs 5 chittacks 15 square feet more or less, is required in the district of Rungpore

The said strip of land is for the most part situated in the mouzah of Arazi Bhogdangah Nowabosh pergunnah Bheturbund

This declaration is made, under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all to whom it may concern

The 26th July 1881

No 208 —*Leaves* —With reference to Notification No 167 of 27th December last, Mr S C Roberts Deputy Revenue Superintentent, Second Grade Orissa Canals has been granted by Her Majesty s Secretary of State for India an extension of four months' special leave without pay

No 209 —Privilege leave for two months and thirteen days is granted to Mr G M Drury Traffic Superintendent Northern Bengal State Railway with effect from 9th August 1881, or such subsequent date as he may avail himself of it

No 210 —*Notification* —Mr G S Leonard Assistant Traffic Superintendent is appointed to officiate as Traffic Superintendent Northern Bengal State Railway during the absence of Mr Drury, on privilege leave or until further orders

CIVIL BUILDINGS

No 211 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz for the Cuttack Telegraph Office in mouzah Shahamazpore, pergunnah Bahkrabad &c in the town of Cuttack, it is hereby declared that for the above purpose, a piece of land measuring more or less 4 acres 1 rood 32 poles and 181 square feet of standard measurement bounded on the north by the City Protective Embankment, east by the Commissioner s Office, and south and west by the public roads, is required within the aforesaid town of Cuttack

This declaration is made, under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

G F E S NEILL, *Major*, M S C
Asst Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

যোত জমি দক্ষিণ সীমা রেল পথ পূর্ব্ব সীমা গবর্ণমেণ্টের যে ভূমি খণ্ড বেঙ্গল কোল কোম্পানি পাট্টা করিয়া লইয়াছেন তাহা, ও পশ্চিম সীমা জীবন মণ্ডলের জমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২০৬ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয় মাইল নিরূপক স্তম্ভ হইতে ধরলা নদীর তটে পাঁচগাছা ঘাট পর্য্যন্ত কোচবিহার ও ধরলা ট্রামওয়ে পথ বৃদ্ধি করিবারজন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে রঙ্গপুর জিলায় ২৪০০ ফুট দীর্ঘ ও ১০০ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৬।।৩।/ ছটাক ১৫ বর্গ ফুট পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমির অধিকাংশ ভেতরবন্দ পরগনার আবাজি ভোগদাঙ্গা মওয়াবাস মৌজায় স্থিত।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।

২০৮ নম্বর।—ছুটী।—ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব গত ডিসেম্বর মাসের ২৭ তারিখের ১৬৭ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে উড়িষ্যা খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজস্বের ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এস সি বরটস সাহেবকে বিনা বেতনে আর চারি মাসের বিশেষ ছুটী দিয়াছেন।

২০৯ নম্বর।—বঙ্গদেশের উত্তর দিকের ষ্টেট রেলওয়ের ট্রাফিক সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জি এম ডুরি সাহেব ৮৮১ সালের ৯ আগষ্ট অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখ ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি দুই মাস তের দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

২১০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুত ডুরি সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় আসিষ্টাণ্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জি এল লেনার্ড সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের ষ্টেট রেলওয়ে ট্রাফিক সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

সিবিল অট্টালিকা বিষয়ক।

২১১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ কটক নগরের অন্তর্গত বাখরাবাদ প্রভৃতি পরগনার বশ হানিয়াঙ্গপুর মৌজায় কটকের টেলিগ্রাফ আফিস করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত কটক নগরে কমিনতে ন্যূনাধিক ৪ একর ১রুড ৩২ পোল ১৮১ বর্গফুট পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা নগর রক্ষার্থ বাঁধ পূর্ব্ব সীমা কমিশ্যনরের আফিস দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা সরকারি পথ।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই এল, নীল মেজর এম, এস, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২ আগষ্ট।

পঞ্চম খণ্ড

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮১ সালের ৩০ মার্চ তারিখে উক্ত মান্যবর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা ১৮৮১ সালের ৫ জুলাই তারিখে মহামহিম শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮১ সালের ৫ আইন।

কলিকাতায় ও তাহার শাখানগরে সমাধি বোর্ড নিয়োগ করিবার বিধান করণার্থ আইন।

হেতুবাদ।

কলিকাতায় ও তাহার শাখানগরে গবর্ণমেণ্টের যে সকল সমাধিস্থান আছে তাহার সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষতা ব্যবস্থা ও কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে উৎকৃষ্টতর বিধান করা বাঞ্ছনীয় অত এব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।—

আইনের সংক্ষেপ নাম ও আরম্ভ।

১ ধারা। এই আইন "কলিকাতার সমাধি বোর্ড বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে এবং ইহা যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদনসহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের সমাধি বোর্ড নিয়োগ করিতে পারিবার কথা।

২ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া কলিকাতা ও শাখানগরের নিমিত্ত সমাধি বোর্ড নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

বোর্ডের সংগঠনের কথা।

৩ ধারা। বোর্ডে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ থাকিবেন,

কলিকাতা সমবায়িত সমাজের সভাপতি।

কালকাতার স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিযুক্ত পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের একজন কার্য্যকারক।

কালকাতার সেণ্টজান গির্জার প্রধান চ্যাপলেন।

পশ্চিম বঙ্গপ্রদেশের আর্চ বিশপ ও বাইকার আপস্টলিক সাহেবের মনোনীত রোমীয় খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের একজন পাদরি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মনোনীত একজন প্রটেষ্টাণ্ট নন্‌কন্‌ফর্ম্মিস্ট ধর্ম্মোপদেশক।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মনোনীত তিন জনের অন্যূন ও ছয় জনের অনধিক অন্য মেম্বর।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে কোন ব্যক্তিকে ঐ বোর্ডের মেম্বরের পদে মনোনীত করেন তাঁহাকে উক্ত মেম্বরস্বরূপ তদায় কর্ম্মভার হইতে সময়ে২ মুক্ত করিতে পারিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্ত্তৃক সভাপতি মনোনীত হইবার কথা।

৪ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্ত্তৃক বোর্ডের সভাপতি মনোনীত হইবেন।

৫ ধারা। দৈনিক সমাধিস্থান ব্যতীত কলিকাতা নগরে ও তাহার শাখানগরে অবস্থিত গবর্ণমেণ্টের সমুদয় বা যত গুলি উচিত বোধ হয় ততগুলি সমাধিস্থান বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া উক্ত বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে সংস্থাপন করিতে পারিবেন। তাহা করিলে উক্ত সমাধিস্থানের সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষতা ব্যবস্থা ও কর্তৃত্বভার এই আইনের নিয়মাধীনে উক্ত বোর্ডের প্রতি অর্পিত হইবে ও তাঁহারা তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর সাহেবের বোর্ডের অধীনে গবর্ণমেণ্টের সমাধিস্থান স্থাপন করিতে পারিবার কথা।

৬ ধারা। উক্ত সামাধিস্থান ব্যবস্থারার্থ ও তথায় স্মরণ স্তম্ভ নির্ম্মাণার্থ যে ফী ও অন্য টাকা প্রদত্ত হয় এবং গবর্ণমেণ্ট সময়েং তাঁহাদের হস্তে যে টাকা অর্পণ করেন, বোর্ড তৎসমুদয় গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে কার্য্যাধ্যক্ষতা সংক্রান্ত সকল খরচ খরচা দিবেন এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যেরূপ আদেশ করেন তদ্রূপ পাঠে ও সেই প্রকারে বৎসর একবার বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট উক্ত আয়ব্যয়ের হিসাব পাঠাইবেন।

বোর্ডের ফী ও অর্পিত টাকা গ্রহণ করিয়া হিসাব দিবার কথা।

৭ ধারা। এই আইনের কার্য্য সাধনে সহায়তা নিমিত্ত যেরূপ আবশ্যক ও উপযুক্ত জ্ঞান করেন বোর্ড সময়েং তদ্রূপ ওবরসিয়র, কেরাণী অধস্তন কর্ম্মচারী ও চাকর নিযোগ করিতে পারিবেন, এবং সময়েং উক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে অপসৃত করিয়া তাঁহার স্থানে অন্য লোক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

বোর্ডের অধীন লোকেরা নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৮ ধারা। নিম্নলিখিত কোন কার্য্যের নিমিত্ত আবশ্যক বোধ হইলে বোর্ড বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এই আইনের অভিপ্রায় সম্মত বিধি সময়েং প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) যে সময়ে বোর্ডের অধিবেশন হইবে ও ঐ অধিবেশনে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইবে তাহার বিধান করিবার নিমিত্ত,

(খ) আপনাদের কর্তৃত্বাধীন সমাধিস্থানে বর্ত্তমান স্মরণস্তম্ভ রক্ষা, সংস্কার বা অপসারণের বিধান এবং নূতন স্মরণস্তম্ভের আয়তন ও নির্ম্মাণের বিধান করিবার নিমিত্ত,

(গ) উক্তরূপ কোন সমাধিস্থানে সমাধিকার্য্য সম্বন্ধে যে ফী, খরচ বা অন্য কিছু দেয় থাকে তাহা যে প্রকারে আদায় করিতে হইবে ও তাহা লইয়া যে প্রকারে ব্যয় করিতে হইবে তদ্বিষয়ের বিধান করিবার নিমিত্ত,

(ঘ) সমাধিস্থানে যে সকল কার্য্য হইবে তাহা যে প্রকারে ও যে সকল ব্যক্তিদের দ্বারা হইবে, ইহা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত

(ঙ) প্রকারান্তরে এই আইনের উদ্দেশ্য সকল করিবার নিমিত্ত।

বোর্ড সময়েং পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক উক্তরূপে প্রণীত কোন বিধি রূপান্তরিত, পরিবর্ত্তিত বা রহিত করিতে পারিবেন। উক্তরূপ সমুদয় বিধি ও তাহার রূপান্তর বা পরিবর্ত্তন বা রহিত করণ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

৯ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্বীয় বিবেচনামতে উক্তরূপ কোন সমাধিস্থান যে কোন সময়ে উক্ত বোর্ডের কর্তৃত্বের ও কার্য্যাধ্যক্ষতার বাহির করিয়া লইতে পারিবেন।

সমাধিস্থান বোর্ডের কর্তৃত্বের বাহির করিয়া লইতে পারিবার কথা।

১০ ধারা। কোন খ্রীষ্টীয় সমাধিস্থানের স্বামিরা, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহার অনুমোদিত নিয়ম ও শর্ত্তে ঐ সমাধিস্থান সমাধি বোর্ডের কার্য্যাধ্যক্ষতা, ব্যবস্থা ও কর্তৃত্বাধীনে স্থাপন করিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ সমাধিস্থান লইয়া এই আইনের বিধামাধীন গবর্ণমেণ্টের সমাধিস্থানের ন্যায় সর্ব্বোতোভাবে কার্য্য করা যাইবে।

ব্যক্তি বিশেষের সমাধিস্থান বোর্ডের হস্তে অর্পণ করিবার বিধানের কথা।

সি, এচ, ব্রাইলী
ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে, বঙ্গদেশের
গবর্ণমেণ্টের একটিং আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA, M A AND B L,
Bengali Translator

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২ আগষ্ট।

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাপত্র।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত সরকুলর।

দেওয়ানী।

৬ নম্বর বিধি। ১৮৮১ সাল ১৩ মে।

টাকা দিবার ও লইবার বিধির ৫৩ পৃষ্ঠার তুল্য দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৮৬ পৃষ্ঠার ৮ নং পাঠের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ ঘরে

"(৪ ন. পাঠ)" এই কথার পরিবর্ত্তে, "(১৬ নং পাঠ)" এই কথা দিতে হইবে।

দেওয়ানী।

৭ নম্বর বিধি। ১৮৮১ সাল ১৩ মে।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৩ অধ্যায়ের ১৬২ পৃষ্ঠায় যে (দেওয়ানী) ১ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয় খণ্ডে ফুট নোটস্বরূপ নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে, —

"মন্তব্য।— নিম্নলিখিত পাঠের আবশ্যক বিবরণও দিতে হইবে (৩)।

যে শ্রেণীর বিচারপতি।		ইউরোপীয়।	দেশীয়।	মন্তব্য।
যে সকল কার্য্যকারক প্রথমস্থলীয় ও আপীলী উভয় প্রকার বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করেন।	জিলার জজ আডিশ্যনল জজ সবর্ডিনেট জজ			
যে সকল কার্য্যকারক কেবল প্রথম স্থলীয় বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করেন।	ছোট আদালতের জজ মুন্সেফ			

(৩) ১৮৮১ সালের ১৩ মের ৭ নম্বর বিধিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

দেওয়ানী।

৮ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮১ সাল ১৬ মে।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ১৬০ পৃষ্ঠার সাময়িক বর্ণনাপত্রের পাঠের তালিকার "ত্রৈমাসিক" শীর্ষকের মধ্যে বিবিধ বিষয়ক আপীলের ১২ নং পাঠের পর নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে, —

১২ ক	১৮৮১ সালের ৫ আইনমত প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতা পত্র।	জিলার জজ	হাই কোর্ট

২। দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ১৫৫ পৃষ্ঠার পর ১৫৫ ক পৃষ্ঠাস্বরূপ নিম্নলিখিত পৃষ্ঠা যোগ করিতে হইবে, —

F চিহ্নিত ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্র।

১৮৮১ সালের ৫ আইনমতে উইল সহিত প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতাপত্র পাইবার প্রার্থনাপত্র ও উইল না থাকিলে ধনাধ্যক্ষতাপত্র পাইবার প্রার্থনাপত্র।

১৮৮ সালের ত্রৈমাসে জিলার জজ সাহেবের আদালতে।

যে শ্রেণীর মোকদ্দমা।	পূর্ব্ব ত্রৈমাস হইতে দায়ের আছে।	বর্ত্তমান ত্রৈমাসে উপস্থিত।	২ ও ৩ অঙ্কের যোগ।	এই ত্রৈমাসে যত নিষ্পত্তি হইয়াছে	দায়ের আছে। ১ সপ্তাহের উপর	৩ মাসের উপর।	৬ মাসের উপর।	৯ মাসের উপর।	[illegible] মাসের উপর।	এক বৎসরের উপর।	মোট যত দায়ের আছে। ৬ অবধি ১১ পর্য্যন্ত অঙ্কের যোগ।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১	১১	১২	১৩
উইল সহিত প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতা পত্র পাইবার প্রার্থনা পত্র। — বিবাদী												
উইল সহিত প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতা পত্র পাইবার প্রার্থনা পত্র। — নির্ব্বিবাদ												
উইল না থাকিলে ধনাধ্যক্ষতাপত্র পাইবার প্রার্থনাপত্র।												

মন্তব্য।—যদি কোন জিলায় আবশ্যক হয় কোনং জিলার জিলার জজ সাহেবদিগকে কর্ম্মভার হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত ৮৮১ সালের ৬ আইনমতে জিলার প্রতিনিধি কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে হইবে। (১৮৮১ সালের ১৬ মের ৮ নং সরকুলর অর্ডরের নির্দ্দিষ্ট) এই বর্ণনাপত্র হইতে হাই কোর্ট এই বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

দেওয়ানী।

৯ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮১ সাল ১৮ মে।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৪ অধ্যায়ের ২৩৫ পৃষ্ঠার ১০ ধারার (৩) প্রকরণের পর ও (৪) প্রকরণের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে —

"মন্তব্য।—যে কোন পেয়াদা লিখিতে পড়িতে পারে তিন বৎসরের অনুমোদিত চাকরী কাল পূর্ণ হইলেই তাহাকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিতে হইবে না, পেয়াদাদের কিয়দংশমাত্র, অর্থাৎ অবস্থাভেদে তৃতীয়াংশ হইতে অর্দ্ধেক, প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইবে। তিন বৎসর অনুমোদিত চাকরী করিবার পর না হইলে তাহারা উক্ত শ্রেণীতে গৃহীত হইবার যোগ্য হইবে না। [১৮৭৫ সালের ৪ ডিসেম্বরের ১৪ নং সরকুলর অর্ডর।]"

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA, M A AND B L, *Bengali Translator*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

রাজস্ব বিষয়ক সরক্যুলর।

১৮৮১ সাল জানুয়ারি মাস।

শ্রীযুত বকলাণ্ড সাহেব ও ডাম্পিয়র সাহেব।

৩ নম্বর।

রেবিনিউ বোর্ডের অধীন রাজস্ব বিষয়ক কার্য্যালয়ে যে সকল ইংরাজী চিঠিপত্র থাকে ও যে সকল কাগজপত্র সামান্যতঃ ইংরাজী ভাষায় রাখা হয়, তাহা শ্রেণীবদ্ধ করিবার ও বিনষ্ট করিবার বা প্রকারান্তরে তাহা লইয়া কার্য্য করিবার নিম্নলিখিত আদেশ সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল, এবং ইহা বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন সংস্করণে ১১ অধ্যায়ের ৪ ক পরিচ্ছেদরূপে সন্নিবেশ করিতে হইবে।

৪ ক পরিচ্ছেদ।—রেবিনিউ বোর্ডের অধীন রাজস্ববিষয়ক কার্য্যালয়ে যে সকল ইংরাজী চিঠিপত্র থাকে ও যে সকল কাগজপত্র সামান্যতঃ ইংরাজী ভাষায় রাখা হয় তাহা শ্রেণীবদ্ধ করিবার ও বিনষ্ট করিবার বা প্রকারান্তরে তাহা লইয়া কার্য্য করিবার আদেশ।

১। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ও অনুমোদনক্রমে রেবিনিউ কালেক্টরদের আফিসের জন্য এবং কালেক্টরের অধীন সমুদয় কর্ম্মচারির আফিসের জন্য নিম্নলিখিত বিধি প্রচার করা গেল। কমিশনর সাহেবেরা আপনং আফিসের কাগজপত্র লইয়া কার্য্য করিবার বেলা এই বিধির মর্ম্মানুসারে চলিবেন, এবং এতদনুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক অনাবশ্যক কাগজপত্র বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিবেন।

২। দেশীয় ভাষায় লিখিত কাগজপত্র যে নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয় ইংরাজী কাগজপত্রসেই নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইবে। যে সকল কাগজ চিরকালের নিমিত্ত রক্ষা করিতে হইবে, অচিহ্নিত A শ্রেণীতে সেই সকল কাগজ থাকিবে। বার বৎসর পরে যে সকল কাগজ বিনষ্ট করিতে হইবে, B শ্রেণীতে সেই সকল কাগজ থাকিবে। যে সকল কাগজ দুই বৎসরের অধিক কাল রাখিবার প্রয়োজন নাই C শ্রেণীতে সেই সকল কাগজ থাকিবে। যাবৎ লেখা লেখী শেষ না হয়, তাবৎ কোন পত্র A কি B কি C শ্রেণীর মধ্যে রাখা উচিত ইহা সকল সময়ে বিচার করিয়া স্থির করা যায় না, এইনিমিত্ত চূড়ান্ত আজ্ঞা পাওয়া প্রযুক্ত বা চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রেরিত হওয়া প্রযুক্ত লেখালেখী শেষ হইয়াছে বলিয়া যাবৎ বোধ না হয় তাবৎ কোন ফাইলের কাগজপত্র শ্রেণীবদ্ধ করা যাইবে না। যে কার্য্যকারকের জবাবদিহি করিতে হইবে, তিনি কোন কাগজ B বা C চিহ্নত না করিলে, তাহা বিনষ্ট করা যাইবে না। প্রত্যেক বিষয়ের চিঠিপত্র হইতে C চিহ্নিত পত্রগুলি C চিহ্নিত হইবামাত্র অন্য পত্রাদি হইতে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্র এক প্যাকেটে বাঁধিয়া রাখিলে পরিণামে অনেক কষ্ট হইতে বাঁচা যায়। কিন্তু যাবৎ C চিহ্নিত পত্রগুলি বিনষ্ট করিবার সময় উপস্থিত না হয় তাবৎ উক্ত প্যাকেটে ঐ বিষয়ের চিঠিপত্রের A ও B চিহ্নিত প্যাকেটের সহিত বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

৩। ইংরাজী কাগজপত্রগুলি এই বিধিমতে বিবেচনাসহকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, ইহা দেখিবার নিমিত্ত কালেক্টরীর প্রধান কেরাণী মুখ্যত দায়ী হইবেন। সন্দেহস্থলে প্রধান কেরাণী কালেক্টর সাহেবের হুকুম লইবেন।

৪। ভবিষ্যতে যে কাগজ দেখিবার প্রয়োজন হইতে পারে তাহা বিনষ্ট করিয়া ফেলা নিবারণার্থ সর্ব্বদা বিশেষ বিচক্ষণতা, স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি সহকারে কার্য্য করা আবশ্যক। এনিমিত্ত কালেক্টর সাহেবদের সাবহিত তত্ত্বাবধানের উপর অনেকাংশ নির্ভর করিবে। সমুদয় জিলায় সকল স্থলে কোন বিধিই খাটিতে পারে না এবং একণে যে শ্রেণী বন্ধনের বিধান হইল কেহ আপন বিবেচনা না খাটাইয়া অনবধানে তাহার অনুসরণ করিবেন, এরূপ অভিপ্রায় নাই। যে কাগজপত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে তাহা বিনষ্ট না করিয়া রক্ষা করিলে, উক্ত বিবেচনা অনুসারে সামান্যতঃ সুন্দররূপে কার্য্য করা হইবে।

৫। ইংরাজী কাগজপত্র বিনষ্ট করিতে হইলে, কার্য্যকারকেরা যে বিস্তারিত শ্রেণীবন্ধন অনুসারে চলিবেন, এতৎসংযুক্ত তিনটি ফর্দ্দে তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল কাগজ প্রকৃত পক্ষে প্রয়োজনীয় চিরকালের নিমিত্ত তাহা রক্ষা করিবার, এবং যে রাশীকৃত কালকালিক ও অনাবশ্যক চিঠিপত্রে স্থানীয় আফিসের নথী রাখিবার সেন্দুক ও আলমারা একণে বোঝাই থাকে নিয়মিত কালান্তরে তাহা বিনষ্টকরিবার, বিধান করা এই শ্রেণীবন্ধনের উদ্দেশ্য। ইহা দৃষ্ট হইবে যে A শ্রেণীর মধ্যে কেবল "প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র" ধরা যায়। যে সকল কাগজের চিরকালীন মূল্য নাই ফাইল হইতে কালেক্টর সাহেবকে তাহা বাদ দিয়া ফেলিতে সমর্থ করা এইরূপ নির্দেশের উদ্দেশ্য। উদাহরণ বন্দোবস্ত ও জরীপ করিবার সেরেস্তা সংক্রান্ত চিঠিপত্র চিরকাল রাখিবার প্রয়োজন নাই, যদিও উহা দুই বৎসরের অধিককাল রাখা ভাল। এরূপ বিষয়ে কালেক্টর সাহেব স্বীয় বিবেচনা অনুসারে কার্য্য করিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

৬। পূর্ব্বকার চিঠিপত্র পুস্তকাকারে বাঁধা হইয়া থাকিলে, তাহা কোন কারণেই বিনষ্ট করিতে হইবে না।

৭। A শ্রেণীর কাগজপত্র বিনা আপত্তিতে যে সময়ের মধ্যে বিনষ্ট করা যাইতে পারে তাহা ধার্য্য করা নির্ব্বিঘ্ন নহে বলিয়া যদিও এই সকল ফর্দ্দ অনুসারে ঐ কাগজপত্র চিরকালের নিমিত্ত রাখিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি অত্যধিক কাগজ জমা হওয়া নিবারণার্থ যে রাশীকৃত ও ক্রমবর্দ্ধনশীল পুরাতন কাগজের বাস্তবিক চিরকালীন প্রয়োজন বা শাসন সংক্রান্ত গৌরব না থাকে মোহাফেজখানা তাহার ভার হইতে নিয়মিত কালান্তরে মুক্ত করিবার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। বোর্ড মোহাফেজখানার অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট পাইয়া পুনদৃষ্টি কার্য্য আর পাঁচ বৎসর স্থগিত রাখিতে অনুমতি না দিলে একজন আসিষ্টাণ্ট বা ডেপুটী কালেক্টরের পাঁচ বৎসরান্তর ঐরূপ পুনদৃষ্টি করিতে এবং কালেক্টর সাহেবের দ্বারা কমিশ্যনর সাহেবের ও বোর্ডের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে। তাঁহাদের অনুমতিক্রমে অনাবশ্যক কাগজপত্র বিনষ্ট করিতে হইবে।

৮। প্রতিবৎসর আগষ্ট মাসে ইংরাজী চিঠিপত্র বিনষ্ট করিতে হইবে। কোন প্রকারের বা শ্রেণীর কোন দলীল বা পত্র কালক্রমে বা কীট লাগিয়া সম্পূর্ণরূপে অপাঠ্য বা অব্যবহার্য্য হইয়াছে কালেক্টর সাহেব স্বয়ং দেখিয়া এইরূপ নির্ণয় করিলে, উহা কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতিক্রমে যে কোন সময়ে বিনষ্ট করা যাইতে পারে এবং উহার স্থানে কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত উক্ত বৃত্তান্তের মর্ম্মাত্মক লিপি রাখিতে হইবে।

৯। যে ইংরাজি চিঠি পত্র বিনষ্ট করা যায়, তাহার মর্ম্মাত্মক লিপি সর্ব্বদা লিখিয়া রাখিতে হইবে।

৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট ইংরাজী চিঠি পত্র ও অন্যান্য ইংরাজী কাগজপত্র নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণীবদ্ধ করা যাইবে।

A শ্রেণী।

এই সকল কাগজপত্রে চিহ্ন না দিয়া চিরকালের নিমিত্ত রাখিতে হইবে।

এই২ বিষয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র

বন্দোবস্ত।
জরীপ।
পতিত ভূমি।
বাঁধ।
জল সেচন।
পয়ঃপ্রণালী।
খাস মহাল।
রাজস্ব সম্পত্তি।
দানার্থ সম্পত্তি।
বাটওয়ারা।
সম্পত্তি উদ্ধার করণ।
হস্তান্তর করণ।
রাজস্ব কমা ও কম করণ।
কষ্টম।
আফীন।
লবণ।
আবকারী।
পার্য্যকৃত টাক্স।
ইষ্টাম্প।
লাখেরাজ বাজেআপ্ত।
সামান্য ও বিশেষ রেজিষ্টরী।

মালিকানা।
দেওয়ানী মোকদ্দমা।
চাকরাণ জমী।
নীলাম।
খাজানা বৃদ্ধি।
কালেক্টর সাহেবের কার্য্যাধ্যক্ষতাধীন রাজানুপালিত ব্যক্তিদের বা অন্যান্য ব্যক্তি বিশেষের মহাল।
ভূমির উৎকর্ষ সাধন।
সীমা।
বিচারাধিপত্য।
ভূমি রেজিষ্টরী করণ।
ভূমি গ্রহণ।
পথ ও পূর্ত্তকার্য্য কর।
স্থিতি নীতি।
বন সংরক্ষণ।
বন্যা।
দুর্ভিক্ষ।
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত উপাধি।
পেনশ্যন।
চিরকালীন স্বার্থ ঘটিত প্রশ্ন থাকিলে আপীল।

সমুদয় বার্ষিক রিপোর্ট ও রিটর্ণ।

গবর্ণমেণ্ট রেবিনিউ বোর্ড, রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেব, ও আকৌণ্টাণ্ট জেনরল সাহেব প্রভৃতির সমুদয় সরকুলার।

বিধি ও সাধারণ আদেশ জানাইবার সমুদয় পত্র।

কালেক্টর সাহেবের বিবেচনামতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের চিঠিপত্র।

পুস্তকাকারে বাঁধা সমস্ত পুরাতন চিঠিপত্র।

আইন, ব্যবস্থা ও গেজেট সমেত সমুদয় ছাপা রিপোর্ট ও কেতাব।

সমুদয় মানচিত্র ও জরীপী কাগজপত্র।

বিনষ্ট কাগজপত্রের সমুদয় ফর্দ্দ।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

B শ্রেণী।

এই সকল কাগজপত্র B চিহ্নিত করিয়া বার বৎসর জন্য রাখিতে হইবে।

এই২ বিষয় সংক্রান্ত চিঠিপত্র—

A শ্রেণীর লিখিত কোন বিষয় অপেক্ষাকৃত অল্প প্রয়োজনীয় হওযাতে যাহা বার বৎসরের অধিক রাখিবার প্রয়োজন নাই বুঝা যায়।
তামু।
ইকনমিক মিউজিয়ম।
তাগাবী দাদন।
ডিক্রীজারী।
ইষ্টাম্প ফী ফিরিয়া পাওয়া।
আইন ও পাণ্ডুলিপি বিষয়ক মত।
চিরকালীন স্বার্থ ঘটিত কোন প্রশ্ন না থাকিলে আপীল।
কাগজ কলম প্রভৃতি।
হিসাবের বিষয়।
বজেট।
তহবীল তসরুফ।
পূর্ত্তকার্য্য ও অট্টালিকা।
কাগজপত্র দান।
কর্ম্মচারিদের প্রতিভূ।
ধনাদি পড়িয়া পাওয়া।
আমলাদের নিয়োগ ও কর্ম্মচ্যুতি।
ছুটী, নিয়োগ ও ভারার্পণ।

কালেক্টর সাহেবের বিবেচনামতে বিবিধ প্রকারের অন্য যে চিঠিপত্র ধরিতে হইবে।
সমুদয় ত্রৈমাসিক ও যাণ্মাষিক রিটর্ণ ও রিপোর্ট।
রিটর্ণের উপর যে সকল নির্দ্ধারণ হয়।
রোজনামচা।
পরিদর্শনের মর্ম্মাত্মক লিপি ও আজ্ঞা।

C শ্রেণী।

এই সকল কাগজ C চিহ্নিত করিয়া দুই বৎসরের পর বিনষ্ট করিতে হইবে।

সমুদয় মাসিক রিটর্ণ।
সমুদয় সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক রিটর্ণ।
সমুদয় স্মারক লিপি মর্ম্মাত্মক লিপি ও A ও B শ্রেণীর তদ্রূপ অনাবশ্যক ছোট পত্রাদি।
ডাকে ও নগরে চিঠি পাঠাইবার বহী।
জিলার রিটর্ণভুক্ত মহকুমার ও অন্য অধীন কর্ম্মচারিদের সমুদয় রিটর্ণ।
নিম্ন আমলাদের দরখাস্ত, পাঠ ও কাগজ কলমাদির প্রার্থনাপত্র।
আকৌণ্টাণ্ট জেনরল সাহেবের আপত্তিপত্র ও তাহার কৈফিয়ৎ।
বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালামের ২৩৮ পৃষ্ঠার ১১ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ১২ ধারামতে ক্ষণিক স্বার্থঘটিত যে সকল পত্র বিবিধ প্রকারের কাগজপত্রের মধ্যে রাখিতে হয় তাহা সামান্যত এই শ্রেণীর মধ্যে ধরিতে হইবে।

শ্রীযুত সি টি বকলাণ্ড সাহেব।

---

৪ নম্বর।

১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৩৫ ধারামতে বোর্ড নিম্ন বঙ্গ প্রদেশে চরস আমদানী সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। এই বিধি বোর্ডের বিধি পুস্তকের ১ বালামের ১৫ অধ্যায়ে ১৭ A পরিচ্ছেদরূপে যোগ করিতে হইবে।

২। বোর্ডের আবকারী বিধির প্রথম পরিচ্ছেদের ৬ ধারার ৬ পংক্তিতে ভাঙ্গ" শব্দের পর 'চরস' এই কথা দিতে হইবে, এবং ঐ পরিচ্ছেদের ১০ ধারার প্রথম পংক্তি হইতে ও ১৭ পরিচ্ছেদের ৬ ধারা হইতে ও উক্ত বালামের ৩৮৮ পৃষ্ঠায় ২৭ নং পাঠের শিরোভাগ হইতে 'চরস' শব্দটি ও উক্ত পাঠের ফুট নোট হইতে চরস ভিন্ন এই কথা উঠাইয়া দিতে হইবে।

৭ A পরিচ্ছেদ।— চরসের আমদানী বিধান করণার্থ বিধি।

১। আমদানীকারক যে জিলায় চরস বিক্রয় করিবেন, সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র বিনা কোন ব্যক্তি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ বা নেপাল বা অন্য স্থানহইতে বঙ্গদেশে চরস আমদানী করিতে পারিবেন না। বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের A ক্রোড়পত্রের ৫৫ নং পাঠে ঐ ছাড়পত্র দেওয়া যাইবে।

২। যে জিলা হইতে ছাড়পত্র দেওয়া যায় চরস সেই জিলায় পঁহুছিলে পরীক্ষা নিমিত্ত ও ছাড়পত্রের সহিত মিলাইবার নিমিত্ত আবকারী ডেপুটী কলেক্টরের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে।

৩। সের প্রতি ৮৲ টাকা হিসাবে মাসুল ধরা যাইবে, ছাড়পত্র লইবার সময়ে ইহার অর্দ্ধেক দিতে হইবে। যে জিলায় বিক্রয় করা যাইবে সেই জিলায় উক্ত মাদক দ্রব্য পঁহুছিলে পর আবকারী ডেপুটী কালেক্টরের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে মাসুলের অপরার্দ্ধ দেওয়া যাইবে। ছাড়পত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চরস না পঁহুছিলে আমদানীকারক সময় বাড়াইয়া লইবার নিমিত্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে প্রার্থনা করিবেন, নতুবা যত চরসের জন্য ছাড়পত্র লওয়া হয় তাহার তত চরসের পূর্ণ মাসুল তুল্য অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

৪। নিম্নলিখিত কোন অপরাধ হইলে, সমস্ত চালান রদ হইবে ও আমদানীকারক আবকারী আইনের অন্যান্য দণ্ডের অধীন হইবেন,—

(১)—যে কালেক্টরী হইতে ছাড়পত্র দেওয়া হয় সেই কালেক্টরীতে পহুছিবার পূর্ব্বে চালানের কোন অংশ বিক্রয় করা গেলে।

(২)—ছাড়পত্রে যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়া দেখা যায়, তাহার অধিক বা কম পরিমাণ দ্রব্য নিকটে থাকিলে যদি প্রভেদ হইবার কারণ সন্তোষরূপে ব্যাখ্যা করা ও পূর্ণ মাসুল দেওয়া না হয়।

৫। যিনি চরস আমদানী করেন তিনি যত পান ও যত খরচ করেন নিম্নলিখিত পাঠে তাহার হিসাব রাখিবেন। লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদের সহিত কারবার করিতে হইলেই তাঁহার এই পাঠ ব্যবহার করিতে হইবে। সাধারণের নিকট উক্ত দ্রব্য বিক্রয়াদি করিতে চাহিলে, তাঁহার A ক্রোড়পত্রের ৪৬ নং পাঠে খুচরা বিক্রয়ের স্বতন্ত্র লাইসেন্স লইতে হইবে। বোর্ডের সাধারণ বা বিশেষ আজ্ঞামতে নীলামের নিয়ম বা অবধারিত লাইসেন্স ফীর নিয়মক্রমে ঐ লাইসেন্স দেওয়া যাইবে।

যত আমদানী হয়			যত বিক্রয় হয়।			
পাইবার তারিখ।	যত পাওয়া যায়।	ছাড়পত্রের নম্বর ও তারিখ।	বিক্রয়ের তারিখ।	যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ির নিকট বিক্রয় করা যায় তাহার নাম ও ঠিকানা।	যত বিক্রয় করা যায়।	প্রত্যেক বিক্রয়ের পর যত মৌজুদ থাকে।
	মণ সের				মণ সেঃ ছঃ	মণ সে ছঃ

৬। যে জিলায় ঐ মাদক দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে সেই জিলার ডেপুটী কালেক্টর পরীক্ষা করত উপরিলিখিত ৩ ও ৪ প্রকরণের বিধানমতে পূর্ণ মাসুল আদায় করিয়া লইলে পর, আমদানী কারক যে জিলায় চরস আমদানী করেন সেই জিলায় আবকারী কর্ত্তৃপক্ষদের আর কোনরূপ হস্তক্ষেপ বিনা কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ির নিকট আপন মৌজুদ চরসের যে কোন পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ স্থলে খুচরা বিক্রয়ের দোকানে চালান হইবার সময়ে ঐ দ্রব্যের রক্ষণার্থ উক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়িকে তাঁহার আপন স্বাক্ষরযুক্ত ছাড়পত্র দিতে হইবে। অন্য কোন জিলার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ির নিকট চরস বিক্রয় করিতে চাহিলে ঐ অন্য জিলায় চালানকালে ঐ দ্রব্য রক্ষণার্থ কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র পাইবার নিমিত্ত তাঁহার প্রার্থনা করিতে হইবে। যে কালেক্টর সাহেব উক্তরূপ ছাড়পত্র দেন উহা যে জিলার নিমিত্ত দেওয়া যায় তিনি সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে উহা দিবার সংবাদ দিবেন যত চরসের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া যায় তাহা ও যে আমদানী কারকের স্থানে চরস গৃহীত হইল তাহার ও যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়িকে চরস হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেল তাহার নাম ও ঠিকানা জানাইবেন। উক্তরূপ ছাড়পত্র বিনা মাসুলে দেওয়া যাইবে।

৪৫ নং পাঠ।

(৭ A পরিচ্ছেদের ১ ধারা দেখ)

চরস আমদানী করিবার ছাড়পত্রের পাঠ।

জিলার নাম	চরস যে জিলায় আমদানী করিতে হইবে সেই জিলার নাম
ছাড় পত্রের রেজিষ্টরী করা নম্বর	ছাড়পত্রের রেজিষ্টরী করা নম্বর
যে ব্যক্তিকে দেওয়া গেল তাহার নাম	যে ব্যক্তিকে দেওয়া গেল তাহার নাম
দিবার তারিখ	দিবার তারিখ
ছাড় পত্রে যত চরস লেখা গেল	ছাড়পত্রে যে পরিমাণ চরস লেখা গেল। মণ সের ১৮ সালের মাসের তারিখ পর্য্যন্ত এই ছাড়পত্র চলিবে। উক্ত তারিখে তাহা নিম্ন স্বাক্ষরকারির সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে।
যত মাসুল আদায় হইল	যে স্থান হইতে এই দ্রব্য আমদানী করিতে হইবে তাহার নাম
ছাড় পত্র ফিরাইয়া দিবার তারিখ	যে পথ দিয়া চালান হইবে
(স্বাক্ষর) শ্রী আবকারীর কর্ত্তৃপক্ষ।	নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট উল্লিখিত তারিখে ছাড়পত্র ফিরাইয়া দিবার এটি হইলে ছাড়পত্রে যত চরস লেখা থাকে তাহার দ্বিগুণ মাসুল ছাড়পত্রধারির দিতে হইবে। (স্বাক্ষর) শ্রী আবকারীর কর্ত্তৃপক্ষ।
মন্তব্য।—যে কর্ত্তৃপক্ষ ছাড় পত্র দিলেন তাঁহার নিকট এই ভাগ থাকিবে।	মন্তব্য —বহী হইতে এই ভাগ ছিঁড়িয়া চরস আমদানী কারকে দেওয়া যাইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৭১। ২ আগষ্ট।]

৫৬ নং পাঠ।

[১৭ A পরিচ্ছেদের ৫ ধারা দেখ]

চরস খুচরা বিক্রয় করিবার লাইসেন্স পত্র।

মন্তব্য।—ইহার অনুপত্র লাইসেন্স ধারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া কালেক্টরের আফিসে রাখা যাইবে।

জিলা *
৮১ নং রেজিষ্টরে লাইসেন্স পত্রের নম্বর
বিক্রেতার নাম
দোকান যে স্থানে আছে

জিলার অন্তর্গত পরগনার গ্রাম বাসি শ্রী

১৮৮ সালের মাসের তারিখ অবধি মার্চ মাসের ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত স্থানে এতদ্দ্বারা চরস খুচরা বিক্রয় করিবার দোকান খুলিতে কালেক্টর সাহেবের স্থানে অনুমতি পাইয়াছেন, ইহা সকলে জ্ঞাত হউন।

এই লাইসেন্সপত্র যত দিন বলবৎ থাকিবে তত দিন লাইসেন্সপত্রধারির প্রতি নিম্নলিখিত সকল নিয়ম উপযুক্তমতে ও বিশ্বস্তরূপে পালন করিয়া কার্য্য করিবার আদেশ দেওয়া গেল।

১। তিনি নিম্নলিখিত কিস্তিমতে গবর্ণমেণ্টে টাকা টাক্স দিবেন।

২। তিনি যে দোকানের নিমিত্ত লাইসেন্সপত্র পাইলেন কেবল সেই দোকানে চরস বিক্রয় করিবেন এবং স্বতন্ত্র লাইসেন্সপত্র বিনা অন্য স্থানে বিক্রয় করিবেন না, কিম্বা দ্বিতীয় দোকান করিবেন না।

৩। তিনি কোন ব্যক্তির নিকট এক কালে ৫ তোলার অধিক চরস বিক্রয় করিবেন না।

৪। তিনি চরসের মূল্যের পরিবর্ত্তে পরিধেয় কোন বস্ত্রাদি বা অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না।

৫। তিনি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দোকান খুলিবেন না ও সেই দোকানে বিক্রয় করিবেন না অমুক সময়ের পর দোকান খোলা রাখিবেন না বা তথায় বিক্রয় করিবেন না ও রাত্রিতে সেই দোকানে কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিবেন না।

৬। তিনি প্রসিদ্ধ কদাচারি ব্যক্তিদিগকে দোকানে আসিতে দিবেন না ও দোকানে দ্যূত ক্রীড়া ও অনিয়মিত ব্যবহার করিতে বারণ করিবেন। যাহাদের প্রতি সন্দেহ থাকে তদ্রূপ কোন ব্যক্তি সে দোকানে আইলে নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীস কর্ম্মচারির নিকট সংবাদ দিবেন।

৭। তিনি আপন দোকানের প্রবেশস্থানে সাইনবোর্ড সর্ব্বদা টাঙ্গাইয়া রাখিবেন, তাহাতে দেশীয় ভাষায় এই২ কথা খোদা থাকিবে।

"চরস বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রাপ্ত"

(বিক্রেতার নাম।)

৮। তিনি অন্য কোন ব্যক্তিকে আপন দোকান ভাড়া বা আপন লাইসেন্স পত্র দিবেন না।

৯। তিনি কেবল লাইসেন্সপত্রপ্রাপ্ত চরস আমদানীকারকের স্থানে চরস লইবেন অথবা বঙ্গদেশে চরস আমদানী করিবার বিধি অনুসারে আপনি আমদানী করাইবেন। তিনি অন্য জিলার লাইসেন্স পত্র প্রাপ্ত চরস আমদানীকারকের স্থানে চরস লইলে সেই অন্য জিলার কালেক্টর সাহেবের দত্ত ছাড়পত্রক্রমে তাহা রক্ষিত হইবে। যে জিলায় তাঁহার দোকানের লাইসেন্সপত্র লইয়াছেন সেই জিলার আমদানীকারকের স্থানে চরস লইলে ঐ আমদানীকারকের স্বাক্ষর যুক্ত ছাড়পত্র ক্রমে তিনি আপন দোকানে সেই চরস লইয়া যাইতে পারিবেন।

১০। তিনি নিম্নলিখিত পাঠে চরস গ্রহণের ও বিক্রয় করণের দৈনিক হিসাব রাখিবেন। দিবাবসানে বাকী কাটিতে হইবে।

যত গ্রহণ করা গেল।				যত বিক্রয় করা গেল।			দৈনিক বাকী।
তারিখ	কোথা হইতে পাওয়া গেল।	যত পাওয়া গেল।	ছাড়পত্রের নম্বর ও তারিখ।	তারিখ।	কাহার নিকট বিক্রয় করা গেল।	কত বিক্রয় করা গেল।	
		মণ, সের ছ।				মণ সের ছ।	

১১। হেড কনষ্টেবল বা তাহা অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ আবকারীর কোন কর্ম্মচারী তাঁহার লাইসেন্স পত্র বা হিসাব দেখিতে চাহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাহা দেখাইবেন ও আবকারীর যে কোন শ্রেণীর কর্ম্মচারী হউন দিবাভাগের বা রাত্রির কোন সময়ে তাঁহাকে দোকানে প্রবেশ করিতে বাধা দিবেন না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

২। উপরোক্ত নিয়মের মধ্যে কোন নিয়ম লঙ্ঘন হইলে এই লাইসেন্সপত্রধারির লাইসেন্সপত্র কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারিবে ও ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৫৯ ও ৬০ ও ৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট মতে তাঁহার দণ্ড হইতে পারিবে।

কালেক্টরী কাছারী। } শ্রী
১৮ সাল তাং } কালেক্টর।

---

৫ নম্বর।

১৮৭৯—৮০ সালের বোর্ডের আবকারী কার্য্য সংক্রান্ত রিপোর্টের উপর ১৮৮০ সালের ১৭ নবেম্বর তারিখে গবর্ণমেণ্ট যে নির্দ্ধারণ লিপিবদ্ধ করেন, তাহা হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ আবকারী কর্ম্মচারিদের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল —

৬—"১৮৭৬ ৭৭ সালের রিপোর্ট বিষয়ক নিদ্ধারণে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বলেন যে খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্সের ফীর হার কোন ২ জিলায় অযথারূপ কম বলিয়া বোধ হয়। ইহা দেখিয়া সন্তোষ জন্মিতেছে যে তদবধি সাধারণত হার বৃদ্ধি হইয়াছে। নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে, যথা,

নিম্নতম ফী	১৮৭৬ ৭৭ সালে কত জিলায়	৮৭৮-৭৯ সালে কত জিলায়	১৮৭৯ ৮০ সালে কত জিলায়
৪৮ টাকা ও তাহার ন্যূন	৩৪	৩১	১৭
৯৬ টাকা ও তদধিক	৬	৮	২০

'ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, এদেশে ও অন্য দেশে চিরকাল যেরূপ হইয়া আসিয়াছে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সহকারে সুরা পাইবার আগ্রহ বৃদ্ধি হইতেছে, এবং উহা বিক্রয় করিবার স্বত্ব পাইবার নিমিত্ত প্রতিযোগিতা ঘটায় সাধারণের প্রয়োজন বৃদ্ধি সহকারে রাজস্ববৃদ্ধি হইতেছে। স্থানীয় কর্ম্মচারি সমূহের রিপোর্ট বাহির ভাটি প্রণালীর অত্যন্ত অনুকূল। বর্দ্ধমানের কমিশানর সাহেব বলেন, ঐ খণ্ডের জিলার কর্তৃপক্ষ সমূহের সর্ব্ববাদি সম্মত মত এই যে উক্ত প্রণালী সম্পূর্ণরূপে সফলতা লাভ করিয়াছে, ঐ প্রণালীর গুণে রাজস্ব বৃদ্ধি হইলেও, বেআইনীমতে মদ চোয়ান কমিয়াছে এবং উহাতে মাতলামি বৃদ্ধি করে নাই। ভাটি খানার শরাব অপেক্ষা কমজোর ও কম হানিকর বলিয়া লোকে বাহির ভাটিতে প্রস্তুত শরাব অধিক ভাল বাসে, এইরূপ কথিত হয়। রাজশাহী ও কুচবিহারের কমিশানর সাহেব রিপোর্ট করেন যে বাহির ভাটি প্রণালী যেখানে অবলম্বিত হইয়াছে সেইখানে বেআইনীমতে মদচোয়ান বন্ধ হইয়াছে। উড়িষ্যার কমিশানর সাহেব বলেন ' প্রকৃত পক্ষে মাতলামি যে বৃদ্ধি পাইয়াছে স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এপর্য্যন্ত ইহা কোন রূপে দৃষ্ট হয় নাই '। সদর ভাটিখানা প্রণালীক্রমে যত সুরা কাটিত তদপেক্ষা অধিক সুরা কাটিয়াছে কি না ইহার নির্ণয় পক্ষে এপর্য্যন্ত প্রচুর উপকরণ সংগৃহীত হয় নাই, পাটনার কমিশানর সাহেব এইরূপ বিবেচনা করেন কিন্তু তিনি রিপোর্ট করেন (এবং এবিষয়ে রাজশাহী ও কুচবিহারের কমিশানর সাহেবের সহিত তাঁহার ঐক্যমত আছে) যে বাহির ভাটির শরাব কিয়ৎ পরিমাণে অনিষ্টকর মাদকদ্রব্য গুলির স্থান অধিকার করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। কেবল ভাগলপুরের কমিশানর সাহেব রিপোর্ট করেন যে মাতলামি বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু বোর্ড বলেন যে তিনি ইহার কোন প্রমাণ দেন নাই এবং জিলার কর্তৃপক্ষদের মধ্যে কেবল যিনি এবিষয়ে মত ব্যক্ত করিয়াছেন তিনি ভিন্নমতের পক্ষপাতী। ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় যে এই খণ্ডের পাঁচ জিলার মধ্যে একমাত্র যে সাঁওতাল পরগনা জিলায় সদর ভাটিখানা প্রণালী বলবৎ আছে সেই জিলায় যদিও মাসুলের হার পরিবর্ত্তিত হয় নাই তথাপি মাসুল প্রদানানন্তর যত গ্যালন কাটে তাহা ১৮৭৮ ৭৯ সালে ৪৭ ৭৫০ গ্যালন থাকিলেও বর্দ্ধিত হইয়া ১৮৭৯ ৮০ সালে ৫৯ ২২১ গ্যালন হয়। সেই সঙ্গে লাইসেন্সের নম্বর একমাত্র বৃদ্ধি হইলেও, লাইসেন্স ফীর টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৬ ৮৩ হইতে ২০,৭২০ টাকা হয়। দোকানের সংখ্যা কমাইয়া ৯৬ হইতে ৮১ করা গেলেও তাড়ির লাইসেন্সের ফীতে অন্যূন ৩ ৫১০ টাকা (অর্থাৎ শতকরা ৬৫ টাকা) বৃদ্ধি হয়। অধিক পরিমাণ কাটতি ও দোকানের নিমিত্ত প্রতিযোগিতা দেখিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বিবেচনা করেন যে সুবিধা সহকারে এই জিলায় সুরার মাসুলের হার কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কিন্তু শরাব পাইবার সুবিধা বৃদ্ধি না হইলেও মাসুলযুক্ত শরাবের কাটতি বৃদ্ধি হওয় ও সেই সঙ্গে সুরা ও তাড়ি উভয়েরই লাইসেন্সের ফীর টাকাবৃদ্ধি হওয়া লোকের ক্রয় করিবার শক্তি বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবি ফল, এবিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। যেহ জিলায় উভয় প্রণালী বলবৎ আছে সেহ২ জিলায় তুলনা করা সহজ নহে কিন্তু এবৃত্তান্ত নিতান্ত অর্থশূন্য নহে যে পাটনায় সদর ভাটিখানা সংক্রান্ত দোকানের সংখ্যা কম করা ও বাহির ভাটির সংখ্যা বৃদ্ধি করা গেলেও যদিও মাসুলের হার সমান ছিল, তথাপি ভাটিখানার যত মদের নিমিত্ত মাসুল দেওয়া যায়, তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬৩, ৯৩৭ গ্যালন হইতে ৪৩৫, ৮৬১ গ্যালন হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে সদর ভাটিখানা প্রণালীর নিয়মাধীন স্থানে সুরা পাইবার আগ্রহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ঐ আগ্রহ বাহিরভাটি প্রণালীদ্বারা কোনরূপে বর্দ্ধিত হয় নাই, এবং উহা লোকের খরচ করিবার ক্ষমতাবৃদ্ধিমূলক বলিতে হইবে। এই সকল বৃত্তান্তের প্রতি দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বোধ হয় যে, বাহিরভাটি প্রণালী নিবন্ধন রাজস্বের বৃদ্ধি হইয়াছে সুতরাং প্রকারান্তরে যাহা হইত না ঐ প্রণালীতে মদ পাইবার তদ্রূপ আগ্রহ জন্মাইয়াছে,

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 2ND 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২ আগষ্ট।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

৮০ তোলায় সেরের হিসাবে

নম্বর	জিলা।	গম — এই সপ্তাহের হিসাব	গম — ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	গম — গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব	যব। — এই সপ্তাহের হিসাব	যব। — ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	যব। — গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব	ভাল চাউল। — এই সপ্তাহের হিসাব	ভাল চাউল। — ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	ভাল চাউল। — গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব	সামান্য চাউল। — এই সপ্তাহের হিসাব	সামান্য চাউল। — ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	সামান্য চাউল। — গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব	বজু ও বাজরা। — এই সপ্তাহের হিসাব	বজু ও বাজরা। — ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	বজু ও বাজরা। — গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব	চোলম ও জোয়ার। — এই সপ্তাহের হিসাব	চোলম ও জোয়ার। — ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	চোলম ও জোয়ার। — গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব	রাগী বা মাড়ুয়া ও চীনা। — এই সপ্তাহের হিসাব	রাগী বা মাড়ুয়া ও চীনা। — ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	রাগী বা মাড়ুয়া ও চীনা। — গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব
	পূর্ব্বাঞ্চল জিলা।																					
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সে
১৭	ঢাকা	ণ ।৪॥	।৫।	।৬	১৴	১৴	৸০	।৫	।১৩॥	।১০	৸২॥	৸২	।২			।৬						
১৮	ফরিদপুর	ড ।১	।২	।১০।	৸২	৸০	৸১	৴৮	৴৬।	৴৬॥	।৭	।৬॥	।৯॥									
১৯	বাখরগঞ্জ	থ						।।	।২	।৩।	৸	৸	। ।।									
২০	ময়মনসিংহ	দ ।৩	।১॥	।৬				।৪	।৪	।০	।৭	।৮	।৪									
২১	চট্টগ্রাম	ধ ।২	২।	।২।				।৫	।৭	।৭	।৪	।৫	।২									
২২	নওয়াখালী	ন						।৬	।৫	।০	।৯	।৯	।২									
২৩	ত্রিপুরা	।৪	।৪	।৪				।৬	।৬	।।	৸৭	৸৮	।৭									
২৪	চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ							।৬	।৬	।১।৴	।৭৶	।৭৶	।৪॥									
	ত্রিপুরা রাজ্য	।২	।২	৴৮				৸০	৸২	।৫	৸৮	১৴	।২					...				
	বেহার																					
২৫	পাটনা	।২	।২	।২	১৴	১৴	৸	।৫	।৫	।৩।৴	।২	।২	।৮									
২৬	গয়া	প ।০	।১	।।	৸৭	৸৮	৸০	।২॥	।৩	৴৯	।১॥	।১ ।২	।৮									
২৭	শাহাবাদ	।৭-।৮	।। ।১	।৮৸	৸৪	৸৫	৸০	।৮ ।০	।৯ ।১	।৭	।১ ।৩	।৩	।৯			।৪			।৴৪			।৯
২৮	দারভাঙ্গা	ফ ।৬	।৯	।।	১।০	১।০	৸৮	।৬	।৬	।১॥	।০	।০	।৫							১৴	১৴	।৭
২৯	মজঃফরপুর	ব ।৩	।৪	।।	১৴	১৴	৸	।১	।১	।১	।৯	।০	।৬									
৩০	সারণ	।৮	।৯	।৭॥	৸৬	১৴১	৸০	। ।।	। ।।	৴৯	।২	।২॥	।৭		৫		৸৮	৴২	৸২	৸২	৸২	।৪
৩১	চাম্পারণ	ভ ।৬	।৪	।২	১৴৯	১।০	৸৪	।২	।২	।২	।১	।১	।৬॥									
৩২	মুঙ্গের	ম ।৯৸৶	।৯৸৵	।৯৸৶	১৴২	৸ ৸	৸১॥	।৪॥৶	।৪॥৶	। ।।	।৯৸৶	।৯৸৶	।৯৸৶									
৩৩	ভাগলপুর	য ।৬৶	।৭॥৶	।৭॥৶	৸২৸	৸১৴	৸৫।	।৭॥৶	।৮৸৶	।৬৶	।৯॥৴	।। ৶	।৭॥৶									

ণ। মফঃস্বলের দর এইঃ।—ভাল চাউল ।৩ সের অবধি ৸ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।৫ সের অবধি ৸৫ সের পর্য্যন্ত জ্বালানিকাষ্ঠ ২৴ মণ অবধি ৩৴ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ (কেবল বিৎকায়) ৴৮ সের গম ।২ সের ও যব ১৴৫ সের, ও ছোলা ।০ সের।

ড। ঐ ঐ।—ভাল চাউল ।২ সের অবধি ।৪ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চাউল ।২ অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত ছোলা ।৩ অবধি ।৪ সের পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৮ সের অবধি ৴৯॥ সের পর্য্যন্ত গম (গোয়ালন্দে) ।০ সের ও যব ৸৬ সের জ্বালানি কাষ্ঠ (গোপালগঞ্জে) ৫৴ মণ।

থ। ঐ ঐ।—গম (পিরোজপুরে) ১। মণ ভাল চাউল ।। সের অবধি ৸০৸৶ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।৪ সের অবধি ৸৩ সের পর্য্যন্ত ছোলা ।। সের অবধি ।১ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ২৴ মণ অবধি ৫৴ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৮ সের (ভোলায়) বাজরা ১।৫ সের জোয়ার ১।৫ সের।

দ। ঐ ঐ।—গম ।০ সের অবধি ।৭ সের পর্য্যন্ত, ভাল চাউল ।০ সের অবধি ৸০ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চাউল ।৩ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত ছোলা । সের অবধি ।৮ সের পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৮ অবধি ৴৯৸ সের পর্য্যন্ত।

ধ। ঐ ঐ।— সামান্য চাউল ।৩ সের অবধি ৸ সের পর্য্যন্ত, ও লবণ (কক্সবাজারে) ৴৬ সের, ভালচাউল ।২ সের জ্বালানি কাষ্ঠ ৫।৪ সের,।

ন। ঐ ঐ।—ভাল চাউল ।২ সের অবধি ৸৫ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চাউল ।৮ সের অবধি ১৴ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৬। সে অবধি ৴৮ সের পর্য্যন্ত।

প। ঐ ঐ।—গম ।৪ সের অবধি ।৭॥ সের পর্য্যন্ত, যব ১৴২ সের অবধি ১।০ মণ পর্য্যন্ত ভালচাউল (আরেঙ্গাবাদে) ।৭॥ সে সামান্য চাউল ।১॥ সের অবধি ।৬ সের পর্য্যন্ত রাগীপ্রভৃতি (মরদহে) ১।০ মণ ছোলা ৸২ সের অবধি ১৴৩ সে পর্য্যন্ত জ্বালানিকাষ্ঠ ৩।০ মণ অবধি ৪।০ মণ পর্য্যন্ত, লবণ ৴৮ সের অবধি ৴৮॥ সের পর্য্যন্ত।

[Government Gazette, 2nd August 1881]

জনেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাঠ			লবণ।			বলদাদিক্রষাণ ও মজুর।			মহীস।			রাজমিস্ত্রি ও ছুতার বা কামার।			জিলা।
এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	
																					পূর্ব্বাঞ্চলস্থ জিলা।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	মণ	মণ	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
			।।০	।৮৩	।৯	১/৬	২।৬	২।১।।	।০	৯৩	/৯।।	৫ ৬	৫ ৬	৫ ৬	৫ ৬	৫ ৬	৫ ৬	৮ ২	৮ ২	৮ ২০	ঢাকা।
			।২	।২	।১	৩/			/৯৩	/৯৩	/৯	৯।৵		৭।।০			৬৲	৭।। ১৪		৯২ ১৫	ফরীদপুর।
			।৭	।৯।।	।৩।।	২।।	২।।	২।।	/৮।।	/৮।।	/৮।।	৭।।	৭।।	৭।।	৬৲	৬৲	৬৲	৮ ১৫	৮ ১৫	৮-১৫	বাকরগঞ্জ।
			।৭।।	।৮।	।৪				/৯।	/৯।	/৯	৫ ১	৬ ৭।।	৬।। ৭।।	৪ ৭	৬৲	৬৲	১ ৩	১ ২৫	১২ ০	ময়মনসিংহ।
			।৬	।৬	।১।	২/	২/	৩/	/৬।।	৬।।	।	৭।। ৯।৵	৭।। ৯৵	৭।। ১১।	৬ ৯।৵	৬ ৭	৬ ৭।	৭।। ৮৩	৯ ১	৭।। ৯।।	চট্টগ্রাম।
			।৬	।৬	/৮				/৭	/৬	/৮	৭ ৮	৭ ৮	৭ ৮	৫ ৭	৫ ৭	৫ ৭	৭ ২০	৭ ১৫	৭ ১৫	নওয়াখালী।
			।৬	।৮	।৩।				/৯।।	/৯।।	/৯	৬ ৯	৬ ৯	৬ ৯	৫	৫ ৭	৫ ৭	৭ ১৬	৭ ৬	৭ ১৬	ত্রিপুরা।
						৮/	৮/	৮/	/৬।৵	/৬।৵	/ ৵	১ ৲		৭।।							চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ।
			। ।	। ।।	/৯				/৮	/৮	/৮	৭।।	৭	৭	৬	৬	৬	১২	২	১২	ত্রিপুরা পর্ব্বত
																					বেহার।
১/	১/	৩	৩৪	৩৫	।৭		৩/	২/৮	/৯	/৯।	/৯।/	৪	৬ ৪	৬ ৪	৪ ৫	৪ ৫	৪ ৫	৫।৵ ৭।।	৫।৵ ৭।।	৫।৵ ৭।	পাটনা।
		।।৪	৩২	৩২	।।৫।।	৶।।	৪/	৪/	/৯	/৯	/৯	২।। ৩	২।। ৩	২৩ ৩	৪ ৫	৪ ৫	৪	৭ ৮	৫।। ৬	৫।। ৬	গয়া।
৩৫	৩৬		৩২ ৩৩/	৩২	।।৬	৩/	৩/	২।।	/৯	/৯।।	/৯।	৪৲	৩ ৪	৪৲	৫ ৬	৫ ৬	৫ ৬	৬ ১২	৬ ১২	৬ ১২	শাহাবাদ।
/	১/	৩	।।৭	।।৭	।'২।	৪।।	৪।।	৪/	/৯	/৯	/৮	৩।। ৪	৩।। ৪	৩৩	৩ ৫	৩-৫	৩ ৫	৫ । ১	৫।। ১	৫।।-৭।।	দ্বারভাঙ্গা।
১/৫	১/৫	।।৭।।	৩২	৩২	। ২	৩।।	৶।।	৩/	৮।।	/৮।।	/৮।।	৩ ৫	২ ৩	৩ ৪	৩ ৫	৩ ৫	৩ ৫	৫ ৮	৪ ৬	৪ ৬	মজফরপুর।
৮৭	৩৯	৩	৩	৩১।।	।।৫	৪/	৪/	৪/	/৮।।	/৮।।	/৯	৬ ৩	৩ ৩	৩ ৩	৪ ৬	৪ ৬	৪ ৬	৬	৬ ৭	৬ ৭	সারণ।
১।৬	১।	।।২	৩৫	৩৫	।৬				/৭।।	/৮	/৮	৪৲	৩৲	২৩/	৪৲	৪৲	৪৲	৮৲	৬৲	৬।।	চাম্পারণ।
৩১৩	১/২	।৬৩	৩১৩	৩৩ /	।।৬।	৩।।৬	৶।৬	২/৫	/৮।	/৮।৵	/৮।৵	৶৩	৶৩	৩৲	৪৲	৪৲	৬৲	৫।। ৭।।	৫।।৵ ৭।	৫।।৵ ৭।।	মুঙ্গের।
১১/৪-।৵	/ ৪ ।৶		৩১।।/	।।৬৩	।।৬।৵	৩/৬।	৩।৮ ৩৵	৩/ ।	/৯।৵	/৯।৵	/৯।৶	৪ ৫	৩ ৪	৬ ৪	৪ ৫	৪ ৫	৪ ৫	৬ ১	৬ ১	৬ ১	ভাগলপুর।

ক। মধুবনিতে দর এইং।—গম ।।৪ সের যব ১।।০ সের ভাল চাউল ।।২ সের সামান্য চাউল ।।৮ সের মাড়ুয়া ১। সের জনেরা ১।। সের ছোলা ৩৩ সের জ্বালানী কাষ্ঠ ৫/ মণ ও লবণ /৯ সের।

খ। মফঃসলের দর এইং।—গম ।।১ সের অবধি ৩৫ সের পর্য্যন্ত যব ৩ ।। সের অবধি ২/ মণ পর্য্যন্ত ভাল চাউল ।২ সের অবধি ৮২ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।৮ সের অবধি ৩৪ সের পর্য্যন্ত রাগীপ্রভৃতি ১/ মণ অবধি ১।। মণ পর্য্যন্ত জনেরা ৩২। সের অবধি ১৩৫ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ।।৫ সের অবধি ১।০ মণ পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ২।। মণ অবধি ৪/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ /৮ সের অবধি /৯'। সের পর্য্যন্ত।

গ। ঐ ঐ ।—গম ।।৪ সের অবধি ৩৫ সের পর্য্যন্ত, যব ১/ মণ অবধি ১।। সের পর্য্যন্ত ভাল চাউল ।২ সের অবধি ।। সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।১।। সের অবধি ।।৮ সের পর্য্যন্ত জনেরা ১।০ সের অবধি ১।।৫ সের পর্য্যন্ত ছোলা ।।৪ সের অবধি ১। সের পর্য্যন্ত ও লবণ /৭। সের অবধি /৯।। সের পর্য্যন্ত।

ঘ। জমুয়ের দর এইং।—গম ।।১ সের যব ১/ মণ ভাল চাউল ।২ সের সামান্য চাউল ।।২ সের জোয়ার ১/ মণ মাড়োয়া ১/৫ সের জনেরা ৩০ সের ছোলা ৩২ সের জ্বালানিকাষ্ঠ ৩।।০ মণ ও লবণ /৯ সের।

ঙ। মফঃসলের দর এইং।—গম ।৮ সের অবধি ।।৭।। সের পর্য্যন্ত, যব ৩৫ সের অবধি ১।০ সের পর্য্যন্ত ভাল চাউল ।।১ সের অবধি ৩ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।২ সের অবধি ৮২ সের পর্য্যন্ত রাগী প্রভৃতি ১।০ মণ জনেরা (বাঁকায়) ৩৫ সের ছোলা ।।৫ সের, জ্বালানি কাষ্ঠ ৪/ মণ ও লবণ /৮ সের।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

নং	জিলা।	গম।			যব।			ভাল চাউল।			সামান্য চাউল।			বজু ও বাজরা।			ছোলা ও জোয়ার।			রাগী বা মাড়ুওয়া ও চীনা।		
		এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ
	বেহার।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
৪	পুরলিয়া	যং১ |৮	||০	|৮	১৵	১৵	৸৭	||১	||২	|৬	||৮	৸০	||৮									
৫	[illegible]	||০	||১	|৮				||১	||০	|২	||৫	||৪	|৯				.					
৬	সাঁওতাল পরগনা।	|৪||	|৫	|৩				||৫	||৪	|৬	||৭||	||৭||	||২				--					
	উড়িষ্যা।																					
৩৭	কটক	|৯||৶	||৩||৵		||				|৮৶	|৯||৶	|০||	||২|৵ *	||২|৵	|৫৸০							|৮|৶	|৮|৶	|৪|৹
৩৮	পুরী	|৭	|৭৵	৶৯				||৩|৶	||৩||৶	|০	||৭৸৶	||৮	|৫									
৩৯	বালেশ্বর	|৬	|৬	|৬				৸২	৸২	|৬	১৵	১৵	||৬||৵০									
	ছোট নাগপুর। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।																					
৪০	হাজারীবাগ	যং২ ||	||০	|৮			||৪	|২	|২	|১	||১	||০	||৪							১৵৮	১৵৮	১৵
৪১	লোহারডগা	যং৩ |৯	|৯	|৩	||৮	||৮	||৬	||০	||০	||০	||৮	||৮	||৮							১৵০	১৵৪	৸
৪২	সিংহভূম	||৪	||৪	|২	১৵	১৵	৸	৸২	৸২	৸২	৸৬	৸৬	১৵০									
৪৩	মানভূম	যং৪ |৬	|৮	|৩	১৵	১৵	||৪	||০	||০	|৬	৸০	৸২	||৮				১৵০	১৵	৸২	১||৪	১||৪	১

* মফস্বলে সামান্য চাউল টাকায় ||৬০ সের অবধি ৸৯|৶ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

যং১। মফঃসলের দর এইং।—গম |২ সের অবধি ||৭ সের পর্য্যন্ত, যব ১৵ মণ ভাল চাউল |৬ সের অবধি ||৮ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল সের অবধি ৸১ সের পর্য্যন্ত ও ছোলা |৮ সের অবধি ||৫ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ১||৪ সের অবধি ৩৵ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৶৮ সের।

যং২। ঐ ঐ।—গম ||০ সের। যব ৸৫ সের অবধি ৸৮ সের পর্য্যন্ত, ভাল চাউল |২ সের অবধি |৬ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চা ||০ সের অবধি ||৬ সের পর্য্যন্ত, রাগীপ্রভৃতি ৸৫ সের অবধি ১|০ সের পর্য্যন্ত, জয়েরা ৸২ সের, অব ১৵ মণ, পর্য্যন্ত, ছোলা ||৭ সের, অবধি ||৮ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ৪৵ মণ অবধি ৮৵ মণ পর্য্য লবণ ৶৮ সের অবধি ৶৮|| সের পর্য্যন্ত।

কলিকাতা।
১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।

[*Government Gazette*, *2nd August* 1881]

জনেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			বলবান কৃষাণ ও মজুর।			সহিস।			রাজমিস্ত্রি ও ছুতার বা কামার।			জিলা।
এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	* এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	
																					বেহার।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	মণ	মণ	মণ	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
			॥৭	।।২	।৫	৩/	৩/	৩/	/৮	/৮	/৮	৪॥৮-৫॥৶	৪॥৶ ৫॥৶	৪॥৮-৫॥৶	৪ ৫৲	৪-৫৲	৪ ৫৲	৭ ১৬৲	৭ ১৬৲	৭ ১৬৲	পুরণিয়া।
			।।৭	॥৭	।৮	৩/	৩/	৩/	/৯	/৯	/৯	৬	৭॥	৭॥	৫৲	৬৲	৫৲	-২০	৬ ১৫	৭॥ ১৫	ভাগলপুর।
৸৫	৸৫	॥৮	॥২	॥২	।৬	৫/	৫/	৫/	/৮	/৮	/৮	৩৸০	৩৸০	৩৸০	৫৲	৫৲	৫৲	৭।০	৭।০	৭।০	সাঁওতাল পরগণা।
																					উড়িষ্যা।
			॥৬।	॥২/	।৯॥৶	৪/	৪/	৪/	।১	।১	।১	৫॥৶	৫॥৶	৫॥৶	৪৲	৪৲	৪৲	৭॥ ১০৲	৭॥ ১০৲	৭॥ ১০৲	কটক।
			।৯।৶	।৩৶	।২	২।০	২॥	২॥০	/৯৶	৯৶	।১৭/	৭৲	৭৲	৬॥০	৫৲	৫৲	৫৲	৮ ১০	৮-১০৲	৭॥ ১০৲	পুরী।
			।৩।/	।৩।/	/৮	৩॥০	৩॥	৩/	/৯।	/৯।	/৯	৬॥/	৬॥/	৪॥৶	৫৲	৫৲	৬৲	৭॥০	৭॥০	৭॥	বালেশ্বর।
																					ছোট নাগপুর। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্সী।
৸৬	৸৬	৸৪	॥৫	॥৫	॥	৫/	৫/	৫/	/৮	/৮	/৭॥	৩-৪৲	৪৲	৪৲	৩-৫৲	৫৲	৫৲	৬ ৮৲	৮৲	৮৲	হাজারীবাগ।
			॥০	॥০	।৩	৩।০	৩॥০	৪/	/৬॥	/৬॥	/৭	৩-৩॥	৩৲	৩৲	৩-৫৲	৩ ৫	৩ ৫৲	৫ ১০	৬ ১০৲	৫ ১০৲	লোহারডগা।
			॥৪	।৪	।৬	৪/	৪/	৪/	/৭	/৭	/৬	৩৲	৩৲	৩৲	৪॥ ৫	৪॥ ৫	৪॥ ৫	৫ ১০	৫ ১০৲	৫ ১০৲	সিংহভূম।
১/০	১/০	।৬	।।১॥	॥০	।৬	৩॥	৩॥	৪/	/৮॥	/৮॥	/৮	৩৸	৩৸০	৩৸০	৪৲	৪৲	৪৲	৯।৶	১০৲	৯।৶	মানভূম।

* মজুরীর রিটর্ণ পত্র পাওয়া যায় নাই।

২৩। দালতনগঞ্জের দর এইরূপ।—গম ॥৬ সের যব ৸৪ সের ভাল চাউল ।৪৸ সের সামান্য চাউল ।৬০৬২ সের মহুয়া ১/৮ সের, ছোলা । ৸ ৸ সের, লবণ /৭॥ সের।

২৪। মক সলের দর এইরূপ।—গম ।৪ সের অবধি ।৬ সের পর্য্যন্ত ভাল চাউল ।।০ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চাউল ।।৩ সের অবধি ৸৪ সের পর্য্যন্ত, জনেরা ১৸৫ সের অবধি ২/ মণ পর্য্যন্ত, ছোলা ।২ সের অবধি ।।০ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ৪/ মণ অবধি ২০/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ /৮ সের অবধি ।০ সের পর্য্যন্ত।

সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা গেল

এচ, এম, কিশ্‌,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

৪০ সেরের

নম্বর	বাজার।	গম।			যব।			ভাল চাউল।			সামান্য চাউল।			কলু ও বাজরা।		
		এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাক	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা *															
২	সিরাজগঞ্জ	১।	১৸	২৲				৪৲	৩৸৶	৩।।০	১৶	১।	১৸৶			
৩	ঢাকা	২।৶	১।।/	২।৵	৸৶	৸৶	১৶	১।।০	১।।৶	১৸৶	১/	৶	১।।/			৩।।
৪	নারায়ণগঞ্জ							১।	১।৵	১৸৵	৵	১।/	১৸			
৫	চট্টগ্রাম							২।।	২।০	২।	১।৶	১।।	১৸/			
৬	পাটনা	১৸/	১৸/	১৸/	১৲	১৲	১/৩	২।০	২।।৶	৩৲	১৸/	১৸/	২৶৬			
৭	বালেশ্বর	২।।	২।।	২।।				১।০	১।	২।।	১৲	৲	১।।৶			
৮	পুরী										১।৶৬	১।৶	২।।			
৯	কটক	১৸৶	১।।/	৩।।৶				২৲	১৸৶	৩।।৶	১।৶	১।।৶	২।/			

* রিটর্ণ পত্র পওয়া যায় নাই।

কলিকাতা,
১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।

[Government Gazette, 2nd August 1881.]

দুই সপ্তাহ অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্য দ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ থোক বিক্রয়ের বাজার দর।

বন্দরের দর।																		বন্দর।
ধান্য ও জোয়ার।			রাগী বা মাড়ুয়া ও চীনা।			জনেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			
এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাক	টাকা	টাকা	টাক	টাকা	টাকা	টাকা	
		..																কলিকাতা *।
									২৷৷	২৸০	২৷৷৶				৪৷	৪৶	৪৷৴	সিরাজগঞ্জ।
									১৸৶	২৲	২৴৬	৷৴০	৷৶	৷৶	৩৸৶	৪৲	৪৶০	ঢাকা।
									২৶	২৲	২৷৷	৷৷০	৷৷০	৷৷	৪৶	৪৲	৪৷০	নারায়ণগঞ্জ
											..							চট্টগ্রাম।
						১৲	১৲	১৷৴৩	১৶৭	১৴৯	১৷৶৬	৷৴৩	৷৴৩	৷৶৩	৪৷৷০	৪৴৬	৪৷৶০	পাটনা।
			..						৬৲	৩৲	৫৲	৷৴	৷৴	৷৴৩	৪৷৶	৪৷৶	৪৷৶	বালেশ্বর
																		পুরী
..			২৲	২৲	৷২৷৶				১৷৷	১৷৷৶	১৸৶	৷	৷	৷	৩৷৷	৩৷৷	৩৷০	কটক।

সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা গেল

এচ, এম, কিশ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১ ২ আগষ্ট।]

জেলা রঙ্গপুর।

জমিদারী বিক্রয়ের এস্তাহার।

ইহাদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮০। ৮১ ইং লাগায়েদ কিস্তি ফেব্রুওয়ারি মো ১২৮৭ সালের লাগায়েদ কিস্তি ফাল্গুন তারিখের প্রাপ্য রাজস্ব ও অন্যান্য দাওয়া যাহা বাঁকি রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহা আদায় জন্য নিম্নলিখিত মহাল আগামী ১৮৮১। ২২ আগষ্ট মোঃ সন ১২৮৮ সনের ৭ ভাদ্র সোমবার অত্র কাছারীতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১। ১০ জুলাই।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যে প্রকারের মহাল।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	মালীকের নাম।	সদর জমা।	বাকির পরিমাণ।	মন্তব্য।
ইস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।	৬৯৭	পরগনে আলিগাও।	চন্দ্রশিখর রায় ও গোপাল চন্দ্র রায় ও রাজলক্ষী চৌধুরাণী ও ব্রজকিশোরী চৌধুরাণী ও ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী ও ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ও পূর্ণচন্দ্র রায় কর্ম্মাধ্যক্ষ পক্ষে ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ও কোওর শ্যামকিশোর রায় ক্ষমাময়ী চৌধুরাণী।	৫৯৮১৸৴১॥	১৭৮৸৶৭॥	এই তাহুতের ৪ ঘরের লিখিত মালীক গণ মধ্যে ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণীর হক হিস্যা এই তাহুতের রকম ৴১০৸৭॥ হস্তী যাহার সদর জমা ৫৭৮॥৶১৭ পাই যাহা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে বিশেষ ১ নম্বরে লিখিতাছে তাহার

দেনা রাজস্ব দাখিল না করায় কেবল এই অংশ নীলাম হইবে অবশিষ্ট অংশের রাজস্ব আদায় হওয়ায় তাহা বাদ থাকিল প্রকাশ থাকে যে এই মহালের এই অংশ কথিত অংশ বাকির জন্য বিগত ৯ জুন তারিখে নিলাম হইয়াছিল খরিদারনীলামি পণের অবশিষ্ট টাকা যথাকালে দাখিল না করায় ১৮৫৯। ১১। ২৩ ধারামতে পুনরায় নিলাম হইবে।

C F MAGRATH, *Offg Collector*

জিলা বীরভূম।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহাদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তগত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন, দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সাল ৯ ভাদ্র শনিবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিঃবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ১১ জুলাই।

তফসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	পরগনা ও মহালের নাম।	যে প্রকার বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	নাম মালিক।	সদর জমা।	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী	১৪৩	পং বারবক সিংহ শ্যাম সুন্দরপুর	বাকী রাজস্ব ৩১৸৶	৺ খেলচন্দ্র ঘোষের ষ্টেটের এড মিনিষ্ট্রেটক্স কৃষ্ণমোহিনী দাসী ও মতিউন নেছাবিবি বিষ্ণুচন্দ্র কুণ্ডু।	২১১৩৸৴	সমুদয় মহাল বিক্রয় হইবে।

JOSEPH ARMSTRONG
Collector

বীরভূমের কালেক্টরী কাছারী } ১১ জুলাই। ৮৮১।

[*Government Gazette, 2nd August* 1881]

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮১ ইংরেজীর ২৫ মে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড সেস ও পবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮১ ইং ১০ আগষ্ট মোং ১২৮৮ বাং ২৭ শ্রাবণ রোজ শুক্রবার জেলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইং ২৯ জুন।

মহল নওয়াবাদ

নম্বর মহাল।	নাম থানা মৌজা তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বার্ষিক সেস।	বাকীর পরিমাণ। খাজানা।	সেস।	মোট।	মন্তব্য।
২৬	থানে রাঙ্গু। মৌং ঝিলওয়াংজা। তাং গৌরীশঙ্কর বৈদ্য নাথ কাং	মছরত আলী চৌং	৯৩৮৭	১২৮৸৶°	৯০৮৭	১২৮৸৶	১০৬৬৸৶	সম্পূর্ণ তালুকা নিলাম হইবে।
৭৬	থানে রাঙ্গু। মৌং উমখালী। তাং জৈমদ্দিন মুনশী	চৈতন্যচরণ দাস	১৯২৭৭ রোডফণ্ড ৮৶	১৬৮৷৶৬	১৯২৭৭ রোডফণ্ড ১৬৶	১৬৮৷৶৬	২১১১৸৴৬	ঐ
১০৮	থানে রাঙ্গু। মৌং রাজার কুল। তাং সেখমত্ত খাঁ	শ্রীমতী দেওয়ান বিবি গং	১৯৩৫৶ ১১০১৷৷৬	১৫৮৷৴	১৯৪৩৶০ ০	১৭৯৷০	১৭৯৷০	ঐ
১৭০	থানে রাঙ্গু। মৌং সে কখালী। তাং গৌরীশঙ্কর বৈদ্য নাথ কাং।	শ্রীমতী আক্কিকা বানু গং	৫০৬৸৴	৪৫৸৶৬	১৮৯৸৴	১৫৷৴	২০৫৶	ঐ
২১৫	থানে রাঙ্গু। মৌং চাকমার কুল তাং আমানআলী চৌং	শ্রীমতী লাউ বিবি চৌধুরিয়া	৫৪৯৭		৫৪৯৭	০	৫৪৯	ঐ
২৩৫	থানে চকরিয়া। মৌং লক্ষ্যাচর। তাং মোহনলাল মুকুল	মোহনলাল মুল	৮৫০৸	১৯৯৲৬	৩ ৮৸০	৬৬৷৴৬	৩৮৫৴৬	ঐ
২৭৪	থানে চকরিয়া। মৌং ডেওলা মাণিক চর। তাং বিবি ইস্রাক	মাণব আলী	৭৫৭৷৷৶	৯৬৷৶	২৮৪৷৷৶	৩২৶	৩১৬৸৴	ঐ
২৮৬	থানে চকরিয়া। মৌং বারবাকীয়া। তাং বিবি ইস্রাক	দেওয়ান আলী চৌং	৬৮৭৷৷৴৩	২৭৪৸৴	২৫ ৷৷৴৩	৯৮৷৴	৮৫৫ ৸৶৩	ঐ
৩৬৮	থানে ফটীকছবি। মৌং খুরুস। তাং আমজদআলী মৌলবী।	আমজদ আলী মৌলবি।	৬২৫৭	০	৬২৮৸৶৬	০	৬২৮৸৶৬	ঐ
৪৯৩	থানে রাঙ্গু। মৌং খুরুল্যা। তাং শ্রীমতী সমশের বানু	আহাদ আলী	৭১২৭ রোডফণ্ড ৴	১ ৸৶	৭১২ রোডফণ্ড ৴০	১ ৸৶	৭২২৸৶	ঐ
১৪৬০	থানে চকরিয়া মৌং পেকুয়া। ইং সেখ ফজরআলী	সেখ ফজর আলী।	৭১২৴ ১১৬ ৭ রোডফণ্ড ১২৭ — ১১৭৯৭	১০৯৷৶৬	৭১২৴ ৮৭২ রোডফণ্ড ১২ — ৮৮৪	৭২ ৸৶	৯৫৬৸৶	ঐ

A Mansoy Offg Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

জিলা বাখরগঞ্জ।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৩ আগষ্ট মোং ১২৮৮ সনের ৮ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ৮৮১ সাল তারিখ ২৫ জুন।

তপসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজীর নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
প্রথম শ্রেণী।	৪৫৩২ নং	পং বুড়দী কালিকা পুর দেবপুর আবাদ হরিপ্রসাদ রায় পেসর দেহ নবী সাহেব ওগত তালুক।	এজমালি হিং ॥৶০ আনী মালিক শ্রীশ্রীমতী তারকেশ্বরী।	১১৯৫ ॥১	হাল খাতাবা ১১৯৫॥১ বকয়া ১৪১ ॥৵২ ——— ২৬০৬৶৩	এই মহালের হিসাব পৃথক হওয়া ।৵ আনী অংশের নিলামের দিন ১৮৮১ সনের ২৫ জুন ধার্য্য ছিল ঐ তারিখে নিলামে ডাক আরম্ভ হইয়া বাকীর পরিমাণ ডাক না হওয়াতে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ১৪ ধারামতে ষোল আনা মহাল এজমাল হইয়া নিলাম হইবেক ইতি।
			হিসাব পৃথক হওয়া হিং ।৴ আনী মালিক জগদীশ্বরী চৌধুরাণী ও মকড়িলাল চক্রবর্ত্তী।	৫৪৩।৵৭	বাকী হাল ১২৮৭ সনের হিং হালওয়ের ৪৫৬৴১০ বকয়া ১২৮৫ সনের ৫২।৶১১ ১২৮৬ সনের ৫৪৩।৵৭ ——— ১০৫২৲৪	
				১৭৩৮৸৶৮	৩৬৫৮৶৭	

J C VEASEY, *Offg Collector*

জিলা নওয়াখালী।

ইস্তাহার।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ ই ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা নওয়াখালীর মধ্যবর্ত্তি নিম্নের লিখিত মহালের ১৮৮১ ইং ২৮ জুনের সূর্য্যাস্তের প্রাপ্য বাকির জন্য আদায় নিমিত্তে ১৮৮১ ইংরেজি সনের ১৯ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮৮ সনের ৪ আশ্বিন রোজ সোমবার ঐ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজি ১৩ জুলাই।

নম্বর তৌজী।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকির সংখ্যা।
৪৫ নং	পং সুন্দীপ কিসমত মহিন্দ্র নারায়ণ চৈনন সুন্দীপ।	নিলাম খরিদ ঈশানচন্দ্র মল্লিক	৬৩৭৴১১	১১৮৸৶৮

E V WESTMACOTT
Offg Collector

[*Government Gazette*, *2nd August* 1881]

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ২৯ আগষ্ট মোতাবেক ১২৮৮ সালের ১৪ ভাদ্র সোমবার ঐ জিলা'র কালেকটর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮১। ১৩ জুলাই।

নং তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।
	পরগণে উগঙ্গ।			
১৩৭	হিস্যা ৷০ আনা জমিদারী ষোল আনা রকমে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিস্যা ।৴ আনা ২ দন্তী ৬৪ তিল।	ঈশানচন্দ্র শর্ম্মা ভাদুড়ী	৬২২।৶	৬১৸৴
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১১।১ জব।	রাণী রুদ্রাণী দেব্যা	৬৯৸৶	০
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৶১৬৸২ দন্তী।	রাণী গৌরসুন্দরী দেব্যা	৩৫৩৷৷	০
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৫।=১৬ তিল।	কালীকিশোর সিংহ	৯৬৴	০
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৴২৷৷২ জব।	রাজা হরচন্দ্র সিংহ	১১৯৸৶	০
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ।০৸ – ২ দন্তী।	রাণী রুদ্রাণী দাস্যা	৫০২৷৷৶	০
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১১।১ জব।	রাজা মথুরাকান্ত সিংহ	৬৯৸৶	০
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১।১ দন্তী।	রাণী ব্রজমণী দেব্যা	৬।৶	০
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৮।=১ দন্তী।	বিশ্বেশ্বরী দেব্যা	৫২।৴	০
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৭।= ক্রান্তী।	ব্রজকিশোরী দেব্যা	৪৬৴	০
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৪৷৷২ দন্তী।	রামশঙ্কর ভাদুড়ী	২৯৶	০
	পরগণে সেরপুরা।			
১৪৪	জমীদারী হিস্যা ৴১৫ গণ্ডা	শিবদয়াল তেওয়ারী গয়রহ	২৬৪৩৷৷০	৯২।
	পরগণে আলাপ সিংহ।			
৫১৪৫	চরদরি কুষ্টীয়া ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিস্যা ৶১ ৸– ক্রান্তী।	হরসুন্দরী দেব্যা চৌধুরাণী	২৬২।৶৮	২৷৷৶
ঐ	৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৪ = ক্রান্তী।	ঈশান চন্দ্র আচার্য্য	১৫।৶	০
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ।৴৬৷৷= ক্রান্তী।	রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	৩৯৫৶৪	০
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ।৴১১৷৷= ক্রান্তী।	জগত কিশোর আচার্য্য চৌধুরী	৪১৩৷৷৶	০
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৬। – ক্রান্তী।	কেদার কিশোর আচার্য্য	৪৯।৶	০
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৩। – ক্রান্তী।	বিমলা দেব্যা	৪৯৷৶	০
	দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।			
	পরগণে আলাপ সিং।			
৪৯৬৫	চর জোহেলখাম। ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিস্যা ৶৬।—৷৷ তিল।	কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী গয়রহ	৫১৪৸	১০৯৷৷০
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ।২= ক্রান্তী	রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	৬৩৫৷৷৶	১৫৯৷৷৶

[*Governm nt Gazette, 2nd August* 1881]

নং তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।
৪৯৬৫	৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৬।= কাত্তি।	রাজকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	৫১॥৴	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ।১। কড়া।	জগৎকিশোর আচার্য	৬১৮৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৩।— কাত্তী।	প্রসন্ন নারায়ণ আচার্য্য	১০৩৴	
ঐ	১৮৮৯ সনের ১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৩/— কাত্তি।	দীননয়ী দেব্যা	১০৩৴	
ঐ	১৮৮১ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৩। কাত্তি।	অমৃতনারায়ণ আচার্য্য	১০৩৴	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৪=১ তিল।	জগতময়ী দেব।	৮৪।৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৪=১	হরেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য	৩৪।৶	•
ঐ	১৮৭৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৪=১	যোগেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য	৩৪৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৯৮—।।	শ্যামচন্দ্র আচার্য্য	৭৬৸৴	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৩।— কাত্তী।	হরসুন্দরী দেব্যা	১০৩৴	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৩।— কাত্তী।	কেদারকিশোর আচার্য্য	২৫৸৴	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৩।— কাত্তি।	বিমলা দেব্যা	২৫৸৴	
	পরগণে ময়মনসিংহ।			
৫০৮৫	বিল চলন্তী	শীতলচন্দ্র রায় চৌধুরী	৫৫৪৲	৫৶
	পরগণে আলাপসিংহ।			
৬১২৯	তাং চর চিয়ার চর সংক্রান্ত বাহাদুর পুর	কমলমণী দেব্যা গয়রহ	৫২৬৲	১১৸৶

N S ALEXANDER,
Collector

জিলা ২৪ পরগনা।

এস্তেহারনামা কাছারি কালেক্টরি জেলা ২৪ পরগনা এই যে,

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালাতের সন ১৮৮১ সালের ২৮ জুন কিস্তির বাকি বাবত ইংরাজী সন ১৮৮১ সালের ৩০ আগষ্ট মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৮৮ সাল ৫ ভাদ্র মঙ্গলবার ঐ জেলার কালেক্টরিতে বিনা ওজর নিলাম করা যাইবেক ইংরাজী সন ১৮৮১ সাল তারিখ ২০ জুলাই মোতাবেক সন ১২৮৮ সাল তারিখ ৬ শ্রাবণ।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।

৯৭৪ নং পরগনে মাইহাটী দিগর মৌজে গজফরপুর ওগয়রহ লিখিত মালিক মেহার মহম্মদ খাঁ চৌধুরি ওগয়রহ সদর জমা ১৫৪০৲ ৪

রেভাকণ্ড ১৫।৶৯

১০৬৯ নং পরগনে মাগুরা হাট কালিগঞ্জ ওরফে হাট চেতলা লিখিত মালিক উপেন্দ্রনাথ সরকার ওগয়রহ সদর জমা ৩৫০০৲

রেভকণ্ড ৩৫৲

২৩১৯ নং পরগনে দাতিয়া কি দাতিয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক বর্ণময়ী দাসী ওগয়রহ সদর জমা ৪৭৩২২/৬। টাকার মধ্যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৶১।=/১৮৶ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে বর্ণময়ি দাসী ওগয়রহর নামে ৶৮।—৶৬৶ আনার কাত সদর জমা ৮৬৪৫৸/২৬ টাকা তাহার সন ১২৮৮ সালের লাং জৈষ্ঠ কিস্ত সন ১৮৮১ সালের লাং ২৮ জুন পর্য্যন্ত আদায় বাদে ৫১৮২ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

D R LYALL, *Collector*

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

NOTICF is hereby given, under Section 6, Act XI of 1859, that the undermentioned estate in the district of Furreedpore will be put up to public and unreserved sale at the Collector's Office of that district on the 29th August 1881 corresponding with 14th Bhadra 1288 B S, for arrears of revenue and other demands which by the Regulations and Acts in force are directed to be realized in the same manner as arrears of revenue due on 28th January 1881

Number on the towji	Name of estate and pergunnah	Names of recorded proprietors	Government revenue	Amount of arrears
			Rs	Rs
369	Char Bhadrasan pergunnah Char Mukundia	Shameshor Sikdar Moodhu Sudan Chudhar and others	4 834	1 817

FURREEDPORE COLLECTORATE, *the 16th July* 1881 J E B JEFFERY *Offg Collector*

জিলা ফরীদপুর।

এস্তাহার নামা কাছারী কালেকটরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দারায় জানান যাইতেছে ১৮৫৯। ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা ফরীদপুরের মধ্যবর্ত্তী নীচের লিখিত মহাল ১৮৮১ সনের ২৯ আগষ্ট মোতাবেক ১২৮৮ সনের ১৪ ভাদ্র সোমবার এজিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি ১৮৮১। তারিখ ৯ জুলাই।

প্রথম শ্রেণী ও এস্তমুরারি জমাধার্য্য হওয়ার মহাল।

তৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা ও মালীকের নাম।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।
৩৬৯ নং	পরগনে চর মুকন্দীয়া অন্তর্গত চর ভদ্রাসনের হিস্যা স্বতন্ত্রের অংশীদার অটলচন্দ্র ভুমক ও সোমেশ্বর শীকদার দিগরের হিস্যা॥ আদীর ১৮৮১ সনের লাং জানুয়ারির বাকী খাজানার নিলামে কেহ না ডাকায় ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ১৪ ধারামতে বক্রী॥ আদীর অংশীদার মধুসূদন চৌধুরী প্রভৃতির নামে নুটিস জারী হওয়া স্বত্বে তাহারা নিয়মিত কালমধ্যে সমুদয় বাকী দাখিল করিয়া ক্রয় না করায় সম্পূর্ণ মহাল নিলামের বিষয়।	সদর জমা। ৪৭৮৬ রোড কণ্ড। ৪৮ ৪৮ ৪	ইং কিস্তি জানুয়ারি লাং জুন ১৮৮১ খাজানা ১৭৯৩ রোড কণ্ড ২৪ ১৮১৭

J E B JEFFERY *Offg Collector*

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করাণ যাইতেছে যে জেলা ঢাকার অধীন মুনশীগঞ্জ মহকুমার সংলগ্ন ধলেশ্বরী নদীর তীরে যে প্রতি বৎসর বিখ্যাত কার্ত্তিক বারুণীর মেলা হইয়া থাকে তাহা ইংরাজি ১৮৮১ সনের ৫ই নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ২১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভঙ্গ হইবেক, বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি।

C C STEVENS,
জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

NOTICE

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in, the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c , inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretaria *

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA,
Asst Secy to the Govt of Bengal.

The 19th February 1878

---

* NOTE —*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

	Rs
Full page per issue	20
Half „	10
Casual advertisements —4 annas per line	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

---

* মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

	টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১০৲
মধ্যং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পঁক্তি	।০

গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন মরিস্ লুইস্ সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1160—740— 8 81

Numb 2193 ২১৯৩

[REGISTERED NO 30]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 9, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART I

Resolutions Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

DEPARTMENT OF HOME, REVENUE, AND AGRICULTURE

NOTIFICATION —GENERAL

Simla the 26th July 1881

No 27.—In supersession of the Notification issued from the Home, Revenue, and Agricultural Department No 66 dated the 25th February 1881 it is notified that Mr C L Tupper, Officiating Under Secretary to the Government of India in that Department, was granted privilege leave for thirty days, with effect from the 28th February last

C L TUPPER,
Offg Secy to the Govt of India

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Simla the 25th July 1881

No 250—Mr C J Cole Assistant Engineer Second Grade is transferred from the establishment under the Director General of Railways to that under the Government of Bengal in the Railway Branch

ALEX FRASER, *Major Genl* R E
Secy to the Gov of India

হোম, রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগ ।

বিজ্ঞাপন ।—সাধারণ ।

সিমলা ৮৮১ সাল ৬ জুলাই

২৭ নম্বর ।—হোম রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্য্য বিভাগের ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫ তারিখের ৬৬ নম্বর জ্ঞাপনপত্র রহিত করিয়া এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। উক্ত কার্য্য বিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত সি এল টপার সাহেব গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৮ তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের অনুগ্রহের ছুটী প্রাপ্ত হন।

সি, এল টপার
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী ।

পবলিক ওকস ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন ।

সিমলা ১৮৮১ সাল ২৫ জুলাই ।

২৫০ নম্বর ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত সি জে, কোল সাহেব রেলওয়ে সমূহের ডিরেক্টর জেনরলের শিরিস্তা হইতে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে শাখায় প্রবিষ্ট হইলেন ।

আলেক, ফ্রেসর, মেজর-জেনরল, আর ই,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 9, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট ।

PART II.

Resolutions Orders, and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No 3204A

GENERAL —*The 27th July* 1881 —Mr J A Hopkins reported his departure from India on furlough on the 23rd April 1881

The 28th July 1881 —Baboo Jodu Nath Sircar, Sub Deputy Collector, Gya, is transferred to Sarun, and is posted to the Gopalgunge division of that district

Baboo Poorno Chunder Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector, Manbhoom, on leave, is transferred to Cuttack and is posted to the Sudder Station of that district

Mr G E Manisty, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Tajpore, Durbhunga, is allowed leave for three months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 6th proximo

Mr H Holmwood, Assistant Magistrate and Collector, Patna, is transferred to Durbhunga, and is appointed to have charge of the Tajpore division of that district, during the absence, on leave of Mr G E Manisty, or until further orders

The 29th July 1881 —Baboo Kali Nath Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore, on leave, is transferred to Gya, and is posted to the Sudder Station of that district

Baboo Deno Nath Addy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is transferred to Durbhunga, and is posted to the Sudder Station of that district.

Baboo Nobin Chunder Das, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore is transferred to Shahabad, and is posted to the Sudder Station of that district

The 30th July 1881 —Baboo Mohendro Nath Seal, temporary Sub-Deputy Collector Tipperah, is allowed leave for one month, under Section 16 Chapter II of the Civil Leave Code, with effect from the 11th July 1881

Mr R H Pawsey, Magistrate and Collector, Cuttack on leave, is appointed to act, until further orders in the First Grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 19th instant *vice* Mr C T Metcalfe, C S I

Mr R Porch Magistrate and Collector Maldah, is appointed to act in the First Grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 19th instant, during the absence, on leave, of Mr R H Pawsey, or until further orders

Mr P Nolan, Officiating Magistrate and Collector, Shahabad is appointed to act, until further orders, in the Second Grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 19th instant *vice* Mr R Porch

Mr H G Sharp, Officiating Magistrate and Collector Bogra, is appointed to act, until further orders, in the Second Grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 20th instant, *vice*, Mr J O Veasey, on leave

Baboo Raj Gopal Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is posted temporarily to the Sudder Station of the Lohardugga district

The order of the 19th instant, transferring Mr K J Badshah, Assistant Magistrate and Collector, Goalundo Furreedpore, to the Sudder Station of the Dacca district is cancelled

Mr H P Peterson Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector of Chittagong is transferred to Monghyr and is appointed to have charge of the Begooserai division of that district during the absence on leave, of Mr H F J T Maguire, or until further orders

The 1st August 1881 —Mr H Mosley, Officiating Magistrate and Collector, Moorshedabad, is allowed leave for two months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant

Mr F H Barrow Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is appointed to act as Magistrate and Collector of Moorshedabad, during the absence, on leave of Mr H Mosley, or until further orders

The order of the 18th ultimo, appointing Mr T L L Jenkins, Assistant Magistrate and Collector of Durbhunga, to have charge of the Begooserai division of the Monghyr distr

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞা।

৩২০৪ A নম্বর।

আষাঢ়ের।—১৮৮১ সাল ২৭ জুলাই।—শ্রীযুত জে এ, হপকিন্স সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ৮৮১ সালের আপ্রিল মাসের ২৩ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুলাই।—গয়ার সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু যদুনাথ সরকার সারণে প্রেরিত হইয়া ঐ জিলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জ মহকুমায় অবস্থাপিত হইলেন।

মানভূমের ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় কটকে প্রেরিত হইয়া ঐ জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত তাজপুরের একটিং জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুত জি ই, মানিষ্টী সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীবিষয়ক বিধিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি মাসের ৬ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত জি, ই, মানিষ্টী সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাটনার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ লমউড সাহেব দ্বারভাঙ্গায় প্রেরিত হইয়া ঐ জিলার অন্তর্গত তাজপুর মহকুমার অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।—ভাগলপুরের ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কালীনাথ বসু গয়ায় প্রেরিত হইয়া ঐ জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

শাহাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দীননাথ আঢ দ্বারভাঙ্গায় প্রেরিত হইয়া ঐ জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

দিনাজপুরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র দাস শাহাবাদে প্রেরিত হইয়া ঐ জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৩০ জুলাই।—ত্রিপুরার কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ শীল সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটী বিষয়ক বিধিপুস্তকের ২ অধ্যায়ের ১৬ ধারামতে ৮৮১ সালের জুলাই মাসের ১১ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুত সি, টি মেটকাফ, সি এস আই সাহেবের পরিবর্ত্তে কটকের ছুটীপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত আর, এচ পসী সাহেব এই মাসের ১৯ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীমতে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত আর এচ পসী সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় মালদহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত আর পোর্চ সাহেব এই মাসের ৯ তারিখ অবধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীমতে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত আর, পোচ সাহেবের পরিবর্ত্তে শাহাবাদের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত পি নোলান সাহেব এই মাসের ৯ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত শ্রীযুত জে সি, বিসী সাহেবের পরিবর্ত্তে বগুড়ার একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ, জি শার্প সাহেব এই মাসের ২০ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজগোপাল রায় কিয়ৎকালের নিমিত্তে লোহারডগা জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

ফরীদপুরের অন্তর্গত গোয়ালন্দের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত কে, জে, বাদশাহকে ঢাকার সদর মোকামে প্রেরণ করণ বিষয়ক এই মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

শ্রীযুত এচ, এফ, জে টী মাগুইর সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, চট্টগ্রামের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এচ, পি পিটার্সন সাহেব মুঙ্গেরে প্রেরিত হইয়া ঐ জিলার অন্তর্গত বেগুসরাই মহকুমার অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—মুরশিদাবাদের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ মসী সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীবিষয়ক বিধিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

শ্রীযুত এচ, মসী সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শাহাবাদের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এফ এচ বর্মো সাহেব মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

দ্বারভাঙ্গার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত টি এল, এল জেনকিন্স সাহেবের মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত বেগুসরাই মহকুমার ভার গ্রহণার্থ নিয়োগ বিষয়ক গত মাসের ৮ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

Mr K G Gupta, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Kendraparah, Cuttack is allowed leave for two months and fifteen days, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved

Baboo Jadub Chunder Gossami Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is transferred to Cuttack, and is appointed to have charge of the Kendraparah division of that district, during the absence, on leave, of Mr K G Gupta, or until further orders

Baboo Shoshee Bhooshun Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore, having resumed charge of his duties on the afternoon of the 2nd ultimo, the unexpired portion of the leave granted to him under the order of the 22nd March last is cancelled

Baboo Brojo Nath Bhuttacharjee, Temporary Sub Deputy Collector in the Presidency Division is posted to Jessore

Baboo Hurry Mohun Dutt Temporary Sub Deputy Collector in the Presidency Division, is posted to Moorshedabad

The 2nd August 1881 —Baboo Hem Chunder Mitter Temporary Sub Deputy Collector, Bongong Nuddea is appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the First Grade

Mr R R Pope Assistant Magistrate and Collector, Chittagong was on privilege leave from the 1st to the 7th July 1881

Mr H W Barber, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Chittagong is vested with the powers of a Collector under Act VII (B C) of 1868 and Act VII (B C) of 1880

Moulvie Mahamed Soban Hyder, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector Chittagong is vested with the powers of a Collector under Act VII (B C) of 1868 and Act VII (B C) of 1880

Mr F F Pargiter Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Alipore 24 Pergunnahs is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 for the purpose of acquiring land required for public purposes in Calcutta

Baboo Bhugwan Chunder Sen Deputy Magistrate and Deputy Collector, employed on the Dearah Survey, is vested with the powers of a Collector under Regulation VII of 1822, for the Settlement of Dearah lands in the districts of Dacca Furreedpore Backergunge, and Mymensingh in the Dacca Division, and in the districts of Tipperah and Noakholly in the Chittagong Division

Mr G A Grierson, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Patna, acted as Magistrate and Collector of that district from the afternoon of the 18th to the afternoon of the 25th July 1881

Baboo Doorgagati Banerjee, Personal Assistant to the Commissioner of the Patna Division, is allowed leave for one month and fifteen days, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 15th instant, or any subsequent date on which he may avail himself of it

Baboo Annada Prosad Das is appointed temporarily to act as a Special Deputy Collector for the purpose of completing the partition of Talook Mahomed Estate in the District of Mymensingh

The services of Baboo Annada Prosad Das are placed at the disposal of the Board of Revenue

The following promotions and confirmations are made in the Subordinate Executive Service —

Promoted to the First Grade

Baboo Isser Chunder Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, *vice* Mr C W Wilmot retired

Confirmed in the Second Grade

Moulvie Dulleeluddin Ahmed, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, *vice* Baboo Isser Chunder Mitter

Promoted temporarily to the Second Grade

Baboo Juggo Mohun Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, *vice* Moulvie Dulleeluddin Ahmed

[*Government Gazette, 9th August* 1881]

কটকের অন্তর্গত কেন্দ্রপাড়ার একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত কে জি গুপ্ত যে তারিখে অন্যের প্রতি আপন কার্য্যের ভার অর্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটী বিষয়ক বিধি পুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাস পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত কে জি, গুপ্তের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র গোস্বামী কটকে প্রেরিত হইয়া ঐ জিলার অন্তর্গত কেন্দ্রপাড়া মহকুমার অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শশীভূষণ দত্ত গত মাসের ২ তারিখের অপরাহ্নে আপন কর্ম্মভার পুনগ্রহণ করতে গত মার্চ মাসের ২২ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটীপান তাহার অবশিষ্টাংশ রহিত করা গেল।

প্রেসিডেন্সী খণ্ডে নিযুক্ত কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য যশোহরে অবস্থাপিত হইলেন।

প্রেসিডেন্সী খণ্ডে নিযুক্ত কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু হরিমোহন দত্ত মুরশিদাবাদে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২ আগষ্ট।—নদীয়ার অন্তর্গত বনগ্রামের কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু হেমচন্দ্র মিত্র কিয়ৎ কালের নিমিত্তে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত আর, আর পোপ সাহেব ১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ১ অবধি ৭ তারিখ পর্য্যন্ত অনুগ্রহের ছুটী লইয়া ছিলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এচ ডবলিউ বার্বর সাহেব ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন ও ৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন মত কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ গোলাম কাইদর ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন ও ৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন মত কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চব্বিশপরগনার অন্তর্গত আলিপুরের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এফ, ই পারগিটার সাহেব কলিকাতার রাজ কার্য্যের নিমিত্তে ভূমিগ্রহণার্থে ৮৭০ সালের ১০ আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

দিয়ারার জরীপীকার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র সেন ঢাকা খণ্ডের অন্তর্গত ঢাকা ও ফরীদপুর ও বাখরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জিলার এবং চট্টগ্রাম খণ্ডের অন্তর্গত ত্রিপুরা ও নওয়াখালী জিলার দিয়ারা ভূমির বন্দোবস্ত করণার্থে ১৮২২ সালের ৭ আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জি এ গ্রিয়ারসন সাহেব জুলাই মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্ন অবধি ২৫ তারিখের অপরাহ্ন পর্য্যন্ত ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর স্বরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন।

পাটনা খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের স্বকীয় আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত বাবু দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিষয়ক বিধিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি একমাস পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ দাস ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত তালুক মহাম্মদ ইস্টেটের বাটোয়ারা-কার্য্য শেষ করিবার নিমিত্তে কিয়ৎ কালের জন্য বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্মে অবিরত নিযুক্ত হইলেন।
শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ দাস রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

সবর্ডিনেট এক্সেকিটিব সর্বিসে নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি ও পদে স্থায়িরূপে নিয়োগ করা গেলঃ—

শ্রীযুত সি ডবলিউ উইলমট সাহেব কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে তৎপরিবর্ত্তে চব্বিশ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র
প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের পরিবর্ত্তে চব্বিশ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী দলীলুদ্দীন আহাম্মদ,
দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মৌলবী দলীলুদ্দীন আহাম্মদের পরিবর্ত্তে কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগমোহন রায়,
কিয়ৎকালের নিমিত্তে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

Confirmed in the Third Grade

Baboo Jadub Chunder Ghose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, *vice* Moulvie Dulleeluddin Ahmed

Promoted temporarily to the Third Grade

Baboo Bemola Churn Bhuttacharjee Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, *vice* Baboo Juggo Mohun Roy

Confirmed in the Fourth Grade

Baboo TarRny Churn Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Moheshreka, Howrah, *vice* Baboo Jadub Chunder Ghose

Promoted temporarily to the Fourth Grade

Baboo Chunder Seekur Banerjee Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna kholly Backergunge on leave, *vice* Baboo Bemola Churn Bhuttacharjee

Confirmed in the Fifth Grade

Baboo Juggobundhoo Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Noakholly, *vice* Baboo Tarinv Churn Mitter

Promoted temporarily to the Fifth Grade

Baboo Nobin Krishna Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector on special duty under the Court of Wards in Moorshedabad, *vice* Baboo Chunder Seekur Banerjee

Baboo Troyluckonath Sen Deputy Magistrate and Deputy Collector, Moonsheegunge, Dacca, *vice* Baboo Hurri Chaitanya Ghose on deputation

Baboo Rajendronath Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, *vice* Baboo Nobin Krishna Banerjee on special duty

Confirmed in the Sixth Grade

Baboo Soorjo Coomar Sen Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jehanabad Hooghly, *vice* Baboo Juggobundhoo Sen

Promoted temporarily to the Sixth Grade

Baboo Khetter Mohun Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly *vice* Baboo Troyluckhonath Sen

Baboo Gossai Das Dutt Deputy Magistrate and Deputy Collector Kissengunge Purneah, *vice* Baboo Rajendranath Roy

Baboo Poorno Chunder Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector Cuttack, *vice* Baboo Brojo Mohun Roy, on deputation

Confirmed in the Seventh Grade

Baboo Hurrish Chunder Banerjee Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, on special duty under the Public Works Department *vice* Baboo Soorjo Coomar Sen

The following Officiating Deputy Magistrates and Deputy Collectors are appointed temporarily to the Seventh Grade

Mr J T Babonau Rungpore

Moulvie Shere Ali on special duty in the Sonthal Pergunnahs

Baboo Radha Madhub Bose Furreedpore

Rajendro Nath Ghose Officiating Personal Assistant to the Commissioner of the Rajshahye and Cooch Behar Division

Baboo Mohendro Chunder Mozoomdar on special duty in Mymensingh

,, Nobin Krishna Banerjee, Furreedpore

, Annoda Prosad Sen on special duty in the 24 Pergunnahs

Radha Kant Banerjee on special duty in Jessore

Moulvie Fuzlul Karim Monghyr

Baboo Pran Kumar Doss Mymensingh

, Juggut Doorlub Bysack Deoghur, Sonthal Pergunnahs

,, Juggut Chunder Shome Baraset, 24 Pergunnahs, *vice* Baboo Hurrish Chunder Banerjee, on special duty

Baboo Gobind Chunder Bysack, Brahmunberiah, Tipperah, *vice* Baboo Mohendro Chunder Moozoomdar on special duty

Baboo Siee Nath Gupta Maldah, on leave, *vice* Baboo Annoda Prosad Sen, on special duty

[*Government Gazette, 9th August* 1881]

শ্রীযুত মৌলবী জলীলুদ্দীন আহাম্মদের পরিবর্ত্তে সারনের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ

তৃতীয় শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু জগমোহন রায়ের পরিবর্ত্তে হুগলির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য,

কিয়ৎকালের নিমিত্তে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষের পরিবর্ত্তে হাবড়ার অন্তর্গত মহিশরেখার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র

চতুর্থ শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে বাকরগঞ্জের অন্তর্গত পটুয়াখালীর ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়,

কিয়ৎকালের নিমিত্তে চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্রের পরিবর্ত্তে পটুয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগবন্ধু সেন,

পঞ্চম শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে মুরশিদাবাদের কোর্টঅফ ওয়ার্ডসের অধীনে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও

রাজকার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু হরি চৈতন্য ঘোষের পরিবর্ত্তে ঢাকার অন্তর্গত মুনশীগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সেন ও

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে সারনের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায়

কিয়ৎকালের নিমিত্তে পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু জগবন্ধু সেনের পরিবর্ত্তে হুগলীর অন্তর্গত জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার সেন

ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সেনের পরিবর্ত্তে হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও

শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায়ের পরিবর্ত্তে পুরুলিয়ার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গোঁসাইদাস দত্ত ও

রাজকার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে প্রেরিত শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন রায়ের পরিবর্ত্তে কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়

কিয়ৎকালের নিমিত্তে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার সেনের পরিবর্ত্তে পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের অধীনে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সপ্তম শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরা কিয়ৎকালের নিমিত্ত সপ্তম শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

রঙ্গপুরের শ্রীযুত জে টী, বরন সাহেব।

সাঁওতাল পরগনায় বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত মৌলবী শেরআলী।

করীমপুরের শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বসু।

রাজশাহী ও কুচবিহার খণ্ডের কমিশনর সাহেবের স্বকীয় একটিং আসিষ্টান্ট শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ময়মনসিংহে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার।

ফরীদপুরের শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চব্বিশ পরগনায় বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন।

যশোহরে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুঙ্গেরের শ্রীযুত মৌলবী ফজলুল করীম।

ময়মনসিংহের শ্রীযুত বাবু প্রাণকুমার দাস।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দেবগড়ের শ্রীযুত বাবু জগদ্দুর্লভ বসাক।

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত বারাশতের শ্রীযুত বাবু জগচ্চন্দ্র সেন।

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়ার শ্রীযুত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র বসাক।

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেনের পরিবর্ত্তে মালদহের ছুটী প্রাপ্ত শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

Baboo Kali Sunker Sen, on special duty in Noakholly, *vice* Baboo Radha Kant Banerjee, on special duty

Baboo Poorno Chunder Mitter Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Midnapore *vice* Baboo Kali Sunker Sen on special duty

POLICE —*The 27th July* 1881 —Mr R H G Irvine reported his departure from India, on furlough on the 28th June 1881

The 30th July 1881 —Mr D J Poole Assistant Superintendent of Police Purneah, is allowed leave for ten days under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the orders of the 20th instant

The 2nd August 1881 —Lieutenant Colonel C T Hitchins District Superintendent of Police Cuttack, is allowed leave for fifteen days, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 15th July 1881

Mr H L C Paget Officiating Assistant Superintendent of Police, Pooree, is transferred to the District of Cuttack

Mr J F Needham Assistant Superintendent of Police in charge of the Police of City Patna, is appointed to act as District Superintendent of Police Sarun, during the absence, on deputation of Colonel W F Fagan or until further orders

Mr G B Havelock Assistant Superintendent of Police Patna, is appointed to have charge of the Police of City Patna in addition to his own duties during the absence, on deputation of Mr J F Needham or until further orders

Baboo Gopal Harri Mullick Officiating Assistant Superintendent of Police, Jessore, is appointed to be an Assistant Superintendent of Police of the Second Grade

Baboo Gopal Harri Mullick is also appointed to act until further orders in the First Grade of Assistant Superintendents of Police with effect from the 1st ultimo

EDUCATION —*The 28th July* 1881 —Mr A Macdonell Professor Dacca College is allowed leave for three months under Section 51 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 18th instant

Baboo Byom Kesh Chuckerbutty, Lecturer in Physical Science Seebpore Engineering College is appointed to act as Lecturer in Mathematics and Physics in the Dacca College, during the absence on leave of Mr A Macdonell or until further orders

The 30th July 1881 —Mr W T Webb M A Professor Presidency College is appointed temporarily to the Third Class of the Bengal Educational Service from the 21st August to the 22nd December 1880 the date preceding that on which he was confirmed in that class

OPIUM —*The 27th July* 1881 —The Right Hon ble the Secretary of State for India has granted to Mr W Masters Sub Deputy Opium Agent an extension of leave for three months on medical certificate

Mr F J D Innes an Assistant Sub Deputy Opium Agent in the Benares Agency is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 15th instant or any subsequent date on which he may avail himself of it

MEDICAL —*The 29th July* 1881 —The orders of the 7th instant appointing Surgeon Major A S Lethbridge Inspector General of Jails to act in addition to his own duties as Sanitary Commissioner for Bengal during the absence, on leave of Dr R Lidderdale, are cancelled

Assistant Surgeon Bibhuti Bhusan Chatterjee a Supernumerary at Dacca is allowed leave for three months under Section 16 Chapter II of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may avail himself of it

The 1st August 1881 —Assistant Surgeon Ram Kali Goopta Teacher of Anatomy and Surgery Temple Medical School Patna was in medical charge of the Civil Station of Patna the Patna Lunatic Asylum and the Meteorological Observatory at Bankipore, from the 1st to the 19th May last He was also in charge of the Temple Medical School from the 1st to the 4th idem

[*Government Gazette 9th August* 1881]

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে মণ্ডযাখালীতে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর সেন।

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর সেনের পরিবর্ত্তে মেদিনীপুরের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র।

পোলীসসংক্রান্ত। ১৮৮১ সাল ২৭ জুলাই।—শ্রীযুত আর এচ জি আবিন সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২৮ তারিখে ভারতবর্ষহইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।

১৮৮ সাল ৩০ জুলাই।—পুরনিয়ার পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ডি জে, পুল সাহেব এই মাসের ২০ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটী বিষয়ক বিধিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দশদিনের ছুটী পাইলেন।

৮৮১ সাল ২ আগষ্ট।—কটকের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত সি টি হিচীনস সাহেব ১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ১৫ তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীবিষয়ক বিধিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

পুরী পোলীসের একটিং আসিষ্টান্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, ই সি পেজেট সাহেব কটক জিলায় প্রেরিত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে কর্ণেল শ্রীযুত ডাবলিউ টী ফেগান সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাটনার শহরের পোলীসের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে এফ নীডহাম সাহেব সারণের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত জে এফ নীডহাম সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাটনার পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জি বি হাবলক সাহেব স্বীয় কর্ম্মাতিরিক্ত পাটনা শহরের পোলীসের অধ্যক্ষতাভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের পোলীসের একটিং আসিষ্টান্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বাবু গোপালহরি মল্লিক পোলীসের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু গোপালহরি মল্লিক গত মাসের ১ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টদের প্রথম শ্রেণীতেও কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত।—১৮৮১ সাল ২৮ জুলাই।—ঢাকা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত এ মাকডনেল সাহেব এই মাসের ৮ তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটী বিষয়ক বিধিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৫১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এ মাকডনেল সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের উপদেশক শ্রীযুত বাবু ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ঢাকা কলেজে অঙ্ক শাস্ত্র ও পদার্থ বিদ্যার উপদেশকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৩০ জুলাই।—প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত ডবলিউ টি ওয়েব সাহেব এম এ ১৮৮০ সালের আগষ্ট মাসের ২১ তারিখ অবধি ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখ পর্য্যন্ত কিয়ৎকালের নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। শেষোক্ত তারিখের পর তারিখে তিনি উক্ত শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

অফীম সংক্রান্ত।—১৮৮১ সাল ২৭ জুলাই।—ভারতবর্ষের পক্ষে মহিমবর শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব আফীমের সব ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ মাষ্টর্স সাহেবকে চিকিৎসকের সর্টিফিকট ক্রমে তিন মাসের অতিরিক্ত ছুটী দিয়াছেন।

বেনারস এজেন্সীতে নিযুক্ত আফীমের আসিষ্টান্ট সব ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত টি, ই ডি ইবীস সাহেব এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীবিষয়ক বিধিপুস্তকে ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

চিকিৎসা সংক্রান্ত।—১৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।—এই মাসের ৭ তারিখের যে আজ্ঞাক্রমে ডাক্তর শ্রীযুত আর, লিডব ডেল সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে জেল সমূহের ইনিস্পেক্টরজেনরল সর্জন মেজর শ্রীযুত এ, এস লেথব্রিজ সাহেব স্বীয় কর্ম্মাতিরিক্ত বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যবিষয়ক কমিশ্যনরস্বরূপ কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন তাহা রহিত করা গেল।

ঢাকার অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটী বিষয়ক বিধিপুস্তকের ২ অধ্যায়ের ১৬ ধারামতে যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—পাটনাস্থ টেম্পল মেডিকাল স্কুলের ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও অস্ত্র চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষক আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত রামকালী গুপ্ত গত মে মাসের ১ তারিখ অবধি ১৭ তারিখ পর্য্যন্ত পাটনার সিবিল মোকামের চিকিৎসা কার্য্যের, পাটনাস্থ নিরুদ্যমী ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীর ও বাঁকিপুরস্থ বাবু তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণিকার অধ্যক্ষতার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি আরো ঐ মাসের ১ তারিখ অবধি ৪ তারিখ পর্য্যন্ত টেম্পল মেডিকাল স্কুলের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

ECONOMIC MUSEUM —*The* 1*st August* 1881 —The undermentioned gentlemen are appointed to be members of the local Economic Museum Committee, Pubna :—

Baboo Ashootosh Goopta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, *vice* Baboo Amarnath Bhuttacharjee
„ Dwarka Nath Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, *vice* Baboo Kasi Kinker Sen
„ Giridhari Bose, Deputy Inspector of Schools *vice* Baboo Peary Mohun Banerjee
„ Jeebun Kristo Chatterjee, Offg Subordinate Judge, *vice* Baboo Taran Chunder Sirkar
„ Shumbhoo Chunder Nag Moonsif, *vice* Baboo Mohendra Nath Mitter
„ Doorga Nath Bagchee Pleader *vice* Baboo Shib Prosad Neogy, deceased
„ Grish Chunder Roy Pleader *vice* Azimuddin Chowdry
„ Protab Chunder Roy Pleader, *vice* Mr J B Savi
„ Sosee Bhoosun Sen, Head master, *vice* Mr C B Clarke

The undermentioned gentlemen are appointed to be members of the local Economic Museum Committee of Serajgunge in Pubna —

Mr A W MacDonell, Superintendent Serajgunge Jute Company, Limited
„ C G Ridge, Merchant
Baboo Nidhoo Lall Haldar, Assistant Surgeon
„ Prosonno Chunder Chuckerbutty Pleader
„ Gobind Chunder Bose Mooktear

MUNICIPAL —*The* 26*th July* 1881 —Mr H Beck, District Engineer, Pooree is appointed to be a Commissioner of the Municipality of Pooree

Baboo Nundo Lal Neogi is appointed to be a Commissioner of the North Barrackpore Municipality, *vice* Mr D McL Morrison

The 27*th July* 1881 —The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Chandurna Municipality, in the district of the 24 Pergunnahs of Baboo Ashutosh Rai to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Chandurna Municipality in the district of the 24-Pergunnahs —

Baboo Jogendra Nath Rai Landholder
„ Jadu Nath Sircar Landholder
„ Troilokhya Nath Misser Gantidar
Baboo Kesub Chandra Chuckrabutty Landholder
Kazi Kamandi Medical Practitioner

Mr G Hennessy Manager of the Sahibgunge Indigo Factory, is appointed to be a Commissioner of the station of Sahibgunge

Baboo Gyan Chandra Bhattacharji is appointed to be a Commissioner of the Rajpore Municipality in the district of the 24 Pergunnahs

The following gentlemen are re appointed to be Commissioners of the above Municipality —

Baboo Mohendra Nath Rai Chowdri
Baboo Jogodishur Bhuttacharji
Baboo Saroda Pershad Mukerji

The 29*th July* 1881 —Mr R Sim is appointed to be a Commissioner of the Naraingunge Municipality in the District of Dacca

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Sewan Municipality of Munshi Gungadeo Narain, Pleader, to be their Vice Chairman, *vice* Assistant Surgeon Heera Lal Dutta, resigned

The 30*th July* 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Serampore Municipality —

Mr D Gantzer, Pensioner
„ A Cooke Manager, Calcutta Jute Mill, Rishra.
„ F Finlay, Manager, Hastings Jute Mill, Rishra

The 1*st August* 1881 —The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Bhagulpore Municipality of Baboo Gopal Chunder Sircar to be their Vice Chairman, *vice* Mr L C Abbott, transferred

[*Government Gazette*, 9*th August* 1881]

একনমিকমিউসিয়ম সংক্রান্ত।—১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা পাবনার স্থানীয় একনমিক মিউসিয়ম কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন —

শ্রীযুত বাবু অমরনাথ ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত।

শ্রীযুত বাবু কাশীকিঙ্কর সেনের পরিবর্ত্তে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ রায়।

শ্রীযুত বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু গিরিধারী বসু।

শ্রীযুত বাবু তারণচন্দ্র সরকারের পরিবর্ত্তে একটিং সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্রের পরিবর্ত্তে মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র নাগ।

বাবু শিবপ্রসাদ নিয়োগীর মৃত্যু হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে উকীল শ্রীযুত বাবু দুর্গানাথ বাগচী।

শ্রীযুত আজিমুদ্দীন চৌধুরীর পরিবর্ত্তে উকীল শ্রীযুত বাবু গিরিশচন্দ্র রায়।

শ্রীযুত জে বি, সাবী সাহেবের পরিবর্ত্তে উকীল শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়।

শ্রীযুত সি বি ক্লার্ক সাহেবের পরিবর্ত্তে প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু শশিভূষণ সেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা পাবনার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের স্থানীয় একনমিক মিউসিয়ম কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন —

শেরাজগঞ্জ জুট কোম্পানী লিমিটেডের অধ্যক্ষ শ্রীযুত এ ডবলিউ মাকডনেল সাহেব
সওদাগর শ্রীযুত সি, জি রিজ সাহেব।
আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুত বাবু বিধুলাল হালদার।
উকীল শ্রীযুত বাবু প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
মোক্তার শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু।

মুনিসিপাল সম্পর্কীয়।—১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।—পুরীর ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এচ, বেক সাহেব পুরী মুনিসিপালিটীর কমিশনর স্বরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডি মাকল মরীসন সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু নন্দলাল নিয়োগী উত্তর বারাকপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

৮৮১ সাল ২৭ জুলাই — চব্বিশ পরগনা জিলার অন্তর্গত চাঁদুড়িয়া মুনিসিপালটীর কমিশনরেরা ১৮৮১। ৮২ সালের নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু আশুতোষ রায়কে তাঁহাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা চব্বিশ পরগনা জিলার অন্তর্গত চাঁদুড়িয়া মুনিসিপালটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন —

ভূম্যধিকারী শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায়।	ভূম্যধিকারী শ্রীযুত বাবু কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি
" " যদুনাথ সরকার।	চিকিৎসক শ্রীযুত কালীকমন্দী।
গাঁতিদার " " ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র	

সাহেবগঞ্জের নীলকুঠীর অধ্যক্ষ শ্রীযুত জি হেনেসী সাহেব সাহেবগঞ্জ মোকামের কমিশ্যনরেরপদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য চব্বিশ পরগনা জিলার অন্তর্গত রাজপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা উক্ত মুনসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন —

শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী | শ্রীযুত বাবু জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুত বাবু সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।—শ্রীযুত আর, সিম সাহেব, ঢাকা জিলার অন্তর্গত নারায়নগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুত হীরালাল দত্ত পদত্যাগ করাতে তৎপরিবর্ত্তে সেওয়ান মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা উকীল শ্রীযুত মুনশী গঙ্গাদেবনারায়ণকে তাঁহাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮১ সাল ৩০ জুলাই।—নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা শ্রীরামপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পেনশ্যনভোগি শ্রীযুত ডি, গানসার সাহেব।
রিসড়াস্থ কলিকাতা যুটমিলের অধ্যক্ষ শ্রীযুত এ কুক সাহেব।
" হেষ্টিংস " " " এফ, ফিনলে সাহেব।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—শ্রীযুত এল, সি, আবট সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে ভাগলপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র সরকারকে তাঁহাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

ROAD CESS —*The 27th July* 1881 —Mr C Murray, Tea Planter, is appointed to be a Member of the District Road Cess Committee of Hazareebagh, *vice* Moonshi Bishen Prosad deceased

The 28th July 1881 —The following gentlemen are appointed to be Members of the Branch Road Cess Committee of Chandpore in the district of Tipperah —

The Sub Divisional Officer of Chandpore, Chairman
Baboo Prosonno Coomar Mozumdar Sub Inspector of Schools Vice Chairman
,, Ram Churn Dutt Government Pensioner and Talukdar
,, Durga Churn Ghosh Talukdar
Kali Prasanna Roy do
Chundra Kissor Ghosh Pleader
Ram Doyal Das Talukdar and Pleader
,, Kalimohun Sen Sub Inspector of Police
Mohesh Chunder Das Head Clerk and Sheristadar
Tarini Churn Singha Mookhtear
Jogobundhu Guha Talukdar and Mookhtear
Kashi Chandra Chatterjee, Mookhtear
Nava Kissor Mozumdar Howladar
Ram Kumar Roy Talukdar
Munshi Azizullah Mookhtear
Tomizuddin Khan Talukdar
Mahommed Wazih Patwari Howladar
Zamir Mahommed Patwari Ryot and Howladar
Nur Mahommed Miji Ryot
The Sub Divisional Police Inspector for the time being
The Executive Engineer of the Chittagong Division *ex officio*

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 1st August 1881 —Under the provisions of Section 5 of Act XV of 1881 (the Indian Factories Act) the Lieutenant Governor is pleased to appoint Surgeon Major S C Mackenzie M D Superintendent of the Campbell Medical School and Hospital Sealdah to be certifying Surgeon for so much of the town of Calcutta as lies to the south of Canning Street

Under the provisions of Section 5 of Act XV of 1881 (the Indian Factories Act) the Lieutenant Governor is pleased to appoint Dr H W Jones M D M R C S London, Resident Medical Officer of the Mayo Native Hospital, Calcutta to be certifying Surgeon for so much of the town of Calcutta as lies to the north of Canning Street

A MACKENZIE
Secretary to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 28th July 1881 —Under the power vested in him by Section 54 Act V (B C) of 1866 entitled an Act to make better provision for the regulation of hackney carriages and palankeens in the town and suburbs of Calcutta the Lieutenant Governor hereby extends from the 1st April 1882 the provisions of that Act to the Municipality of Rampore Beauleah in the district of Rajshahye

2 Under Section 2 of the Act it is further notified that the Vice Chairman of the Municipality for the time being shall be the registering officer under the Act, but every act matter, or thing done by him under the Act shall be subject to the order disposition, and control of the Magistrate of the district for the time being

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette, 9th August* 1881]

পথকর সংক্রান্ত।—১৮৮১ সাল ২৭ জুলাই। মুনশী বিষ্ণুপ্রসাদের মৃত্যু হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে চাকর শ্রীযুত সি মরে সাহেব হাজারীবাগ জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুলাই।—নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত চাঁদপুরের শাখা পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

চাঁদপুর মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ সভাপতি।
স্কুল সমূহের সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার মজুমদার প্রতিনিধি সভাপতি।
গবর্ণমেণ্টের পেনশ্যনভোগী ও তালুকদার শ্রীযুত বাবু রামচরণ দত্ত।

তালুকদার	" " দুর্গাচরণ ঘোষ।
ঐ	" ভবানীপ্রসন্ন রায়।
উকীল	" চন্দ্রকান্ত ঘোষ।
তালুকদার ও উকীল	রামদয়াল দাস।
পোলীসের সব ইন্সপেক্টর	কালামোহন সেন।
প্রধান কেরাণী ও শিরিস্তাদার	" মহেশচন্দ্র দাস।
মোক্তার	" হরিমোহন সিংহ।
তালুকদার ও মোক্তার	জগদ্বন্ধু গুহ।
ঐ ঐ	কাশীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হাওলাদার	নবকিশোর জমাদার।
তালুকদার	" রামকুমার রায়।
মোক্তার	মুনশী আজিজউল্ল।
তালুকদার	ত মজউদ্দীন খাঁ।
হাওলাদার	মহম্মদ ওয়ারিস পাটোয়ারী।
রায়ত ও হাওলাদার	আমীর হমজ পাটোয়ারী।
রায়ত	নুরমহম্মদ মেজি।

যিনি যে সময়ে মহকুমার পোলীসের ইনস্পেক্টর থাকেন।
চট্টগ্রাম খণ্ডের এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র সাহেব স্বীয় পদোপলক্ষে

হবেস এ ককেরেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

— —

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—ভারতবর্ষীয় কারখানাবিষয়ক ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার বিধানা ক্রমে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব শিয়ালদহস্থ ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুল ও হাঁস্পাতালের এনাটমি ও সার্জ্জন মেজর শ্রীযুত এম সি, ম্যাকেঞ্জি এম ডি সাহেবকে কলিকাতা নগরের যে অংশ কানাল ষ্ট্রীটের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত তাহার নিমিত্তে সর্টিফিকেটদাতা সর্জ্জনের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ভারতবর্ষীয় কারখানাবিষয়ক ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার বিধানক্রমে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতাস্থ মেয়ো নেটীব হাঁস্পাতালের রেসিডেণ্ট চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত এচ ডবলিউ জোন্স এম ডি ও লণ্ডনের এম আর সি এস সাহেবকে কলিকাতা নগরের যে অংশ কানাল ষ্ট্রীটের উত্তর ভাগে অবস্থিত তাহার নিমিত্তে সর্টিফিকেটদাতা সর্জ্জনের পদে নিযুক্ত করিলেন।

এ ম্যাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—কলিকাতা নগরের ও শহরতলী নগরের ছকড়া গাড়ীর ও পাল্কীর উৎকৃষ্টতর বিধান করিবার ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৫৪ ধারাক্রমে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তৎক্রমে তিনি ১৮৮২ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখ অবধি উক্ত আইনের বিধান রাজশাহী জিলার অন্তর্গত রামপুর বোয়ালিয়া মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিলেন।

২। উক্ত আইনের ২ ধারাক্রমে ইহাও প্রকাশ করা যাইতেছে যে যিনি যে সময়ে উক্ত মুনিসিপালিটীর প্রতিনিধি সভাপতি হন তিনিই ঐ আইনমতে রেজিষ্টরী সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষ হইবেন কিন্তু ঐ আইনক্রমে তাঁহার কৃত প্রত্যেক কার্য্য বিষয় ও ব্যাপার যিনি যে সময়ে জজের মাজিষ্ট্রেট থাকেন তাঁহার আদেশ ব্যবস্থা ও শাসনাধীন হইবে।

এচ এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

NOTIFICATION

The 1st August 1881 —The undermentioned Assistant Surgeons of the Third Grade having passed the prescribed examination are promoted to the Second Grade —

	Names	Date of promotion
Assistant Surgeon	Mohendro Lall Bose	2nd May 1881
Ditto	Chunder Coomar Gupto	Ditto
Ditto	Madu Suddun Gupta	Ditto
Ditto	Jogendro Nath Ghosh	Ditto

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 30th July 1881 —It is hereby notified that the Lieutenant Governor has been pleased to extend the provisions of Section 46 Act IX (B C) of 1880 which permit the record of separate accounts of cesses payable by registered holders of revenue free estates to all the districts of Bengal in which the Cess Act is in force except Chittagong Midnapore and the districts of the Orissa Division

This order is passed subject to such rules and conditions as the Board of Revenue may prescribe under the second clause of the said section

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 29th July 1881 —An estimate amounting to Rs 60 000 for taking down removing and re erecting the Jetty Import Sheds Nos 3 and 4 having been submitted by the Vice Chairman to the Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta with his communication No 970 dated the 23rd June 188 the Lieutenant Governor sanctions the expenditure under Section 35 of Act V (B C) of 1870

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 28th July 1881 —Baboo Norendro Chunder Roy is appointed under Sections 4 and 5 Act VI (B C) of 1880 to be a Drainage Commissioner in the place of Baboo Annoda Proshad Koondoo Chowdhury resigned for the purpose of carrying out the provisions of the Act in the district of Howrah in connection with schemes approved generally by the Lieutenant Governor and known as the Howrah Rajapore, and Amptah drainage schemes

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT.

No 3205 A

The 28th July 1881 —Baboo Poorno Chunder Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector Cuttack is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

The 29th July 1881 —Mr W H Thomson Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

Mr H Cox Assistant Magistrate and Collector Rajshahye is vested with the powers of a Magistrate of the First Class

The 30th July 1881 —Baboo Raj Gopal Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

[*Government Gazette 9th August* 1881]

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট সর্জনেরা নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।—

নাম	পদবৃদ্ধির তারিখ।
আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত মহেন্দ্রলাল বসু	১৮৮১ সাল ২ মে।
ঐ ,, চন্দ্রকুমার গুপ্ত	ঐ
ঐ ,, মধুসূদন গুপ্ত	ঐ
ঐ ,, যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ	ঐ

এচ, এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৩০ জুলাই।—এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব লাখেরাজ মহালের যে অধিকারীদিগের নাম রেজিষ্টরী করা হইয়াছে তাঁহাদের দেয় কর সম্পর্কে স্বতন্ত্র হিসাব লিখিবার অনুমতিসূচক ১৮ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ৪৬ ধারার বিধান চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা খণ্ডের অন্তর্গত জিলাসমূহ ভিন্ন বঙ্গদেশের যে সকল জিলায় করসংক্রান্ত ঐ আইন প্রচলিত আছে তাহার সর্ব্বত্র প্রচলিত করিলেন।

উক্ত ধারার দ্বিতীয় প্রকরণমতে রেবিনিউ বোর্ড যে বিধি ও নিয়ম নির্দ্দেশ করেন তাহা প্রবল মানিয়া এই আজ্ঞা করা গেল।

এচ এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।—কলিকাতা বন্দর সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশ্যনরদের প্রতিনিধি সভাপতি তাঁহার ৮৮১ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখের ৯৭০ নম্বর পত্রের সহিত ৩ ও ৪ নম্বর জেটীর মাল আমদানী করিবার সেড ভাঙ্গিবার ও স্থানান্তর ও পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্তে ৬০ ০০০৲ টাকা ব্যয়ের অনুমানপত্র প্রেরণ করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১ ধারামতে উক্ত ব্যয় হইবার অনুমতি দিলেন।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

৮৮১ সাল ২৮ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ গুপ্ত চৌধুরী পদ ত্যাগ করাতে তাঁহার স্থানে শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র রায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ৪ ও ৫ ধারামতে ঐ আইনের বিধান হাবড়া জিলায় কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্তে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্তৃক সাধারণত অনুমোদিত ও হাবড়া ও রাজাপুর ও আমতার জলপ্রণালী ঘটিত কার্য্য নামে খ্যাত প্রস্তাবিত কার্য্য সম্পর্কে জলপ্রণালী সংক্রান্ত কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

এ, ম কেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

৩২০৫ ১ নম্বর।

৮৮১ সাল ২৮ জুলাই।—কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।—ভাগলপুরের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ এচ, টামসন সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন।

রাজশাহীর আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ কক্স সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৩০ জুলাই।—লোহারডগার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজগোপাল রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

The 1st August 1881 —Baboo Brojo Behary Shome Moonsif of Ghattal in the district of Midnapore is appointed to be a Moonsif in the district of the 24 Pergunnahs and to be ordinarily stationed at Diamond Harbour

Baboo Brojo Nath Roy is appointed to act as a Moonsif in the district of Midnapore and to be ordinarily stationed at Ghattal *vice* Baboo Brojo Behary Shome

The 2nd August 1881 —Baboo Kartic Chunder Paul Officiating Moonsif of Bishenpore in the District of Bancoorah is appointed temporarily to act as a Moonsif in the District of Midnapore and will be ordinarily stationed at Nemal *vice* Baboo Shosee Bhusan Chowdry or until further orders

Baboo Kartic Chunder Paul is vested under Section 29 of the Bengal Civil Courts Act VI of 1871 with the powers of a Small Cause Court Judge for the trial of suits cognizable by such Courts up to the value of Rs 50

Baboo Gobind Chunder Bysack Deputy Magistrate and Deputy Collector, Brahmunberiah Tipperah is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFS —*The 27th July* 1881 — Baboo Dwarka Nath Bhuttacharjee Moonsif of Serajgunge in the District of Pubna is allowed leave of absence for one day *i e* 28th March 1881 under Section 4 Supplement 1 of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under the orders of 5th November 1880

The 29th July 1881 —Baboo Bacharam Mookerjee Moonsif of Barripore in the District of the 24 Pergunnahs is allowed leave of absence for four months under Section 133 Chapter X of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under the orders of the 10th May last

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

ERRATUM

The 27th July 1881 —In the notification dated the 15th June 1881 published in Part I page 636 of the *Calcutta Gazette* of the 22nd idem vesting certain Moonsifs with the powers of a Judge of a Court of Small Causes within the local limits of their respective Moonsifees for the trial of suits cognizable by such a court up to the amount of Rs 50 for—

Name of Moonsif	Moonsifee	District
Poorna Chunder Roy	North Putteah	Chittagong
Read—		
Poorna Chunder Roy	South Putteah	Ditto

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT,—BENGAL.

The 1st August 1881

No 212 —*Leave* —In continuation of notification No 173 of the 4th July 1881 Mr S Finney Assistant Engineer First Grade Northern Bengal State Railway, is granted a further extension of 25 days privilege leave granted him in notification No 106 of the 30th May 1881

No 213 —*Notification* —With reference to notification No 187 of the 14th July 1881 Baboo Khetter Nath Chatterjee Executive Engineer Second Grade, joined the Burdwan Division on the afternoon of the 18th idem

No 214 - *Reversion* —Mr A Monies Executive Engineer Fourth Grade, temporary rank Eastern Soane Division to revert to Assistant Engineer First Grade, with effect from the 19th July 1881

Government Gazette, 9th August 1881]

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—মেদনীপুর জিলার অন্তর্গত ঘাটালের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু ব্রজবিহারী সোম চব্বিশ পরগনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত কলাগাছীতে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু ব্রজবিহারী সোমের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু ব্রজনাথ রায় মেদনীপুর জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত ঘাটালে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮১ সাল ২ আগষ্ট।—শ্রীযুত বাবু শশিভূষণ চৌধুরীর পরিবর্ত্তে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের একটিং মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কার্ত্তিক চন্দ্র পাল কিয়ৎকালের নিমিত্তে মেদিনীপুর জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত সেখানে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র পাল বঙ্গদেশীয় দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে উক্ত আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।— ৮৮১ সাল ২৭ জুলাই।—পাবনা জিলার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য ১৮৮০ সালের নবেম্বর মাসের ৮ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর F চিহ্নিত পরিশিষ্ট বিধির ৪ ধারামতে একদিন অর্থাৎ ১৮৮১ সালের মাচ মাসের ২৮ তারিখে ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।—চব্বিশ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারুইপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু বেচারাম মুখোপাধ্যায় গত মে মাসের ৩০ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীবিষয়ক বিধিপুস্তকের • অধ্যায়ের ১৩৩ ধারামতে চারি মাসে ছুটী পাইছেন।

হরেস এ কক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

অশুদ্ধ শোধন।

১৮৮১ সাল ২৭ জুলাই।—কএক জনমুনসেফে তাঁহাদের স্ব২ মুনসেফীরস্থান সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইবেন এইবিষয়ে ১৮৮১ সালের জুন মাসের ১৫ তারিখের যে জ্ঞাপনপত্র ঐ মাসের ২৮ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ২য় খণ্ডের ৬১১—৬১৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় তাহাতে

মুনসেফের নাম।	মুনসেফী।	জিলা
শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়	উত্তর পটীয়া	চট্টগ্রাম।
	ইহার পরিবর্ত্তে	
শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়	দক্ষিণ পটীয়া	ঐ
	পাঠ করিতে হইবে।	

হরেস এ, কক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।

২১২ নম্বর।—ছুটী।—১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ৪ তারিখের ১৭৩ নম্বর জ্ঞাপন পত্রানুক্রমে বঙ্গদেশের উত্তর দিকস্থ ষ্টেটরেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এস কীনী সাহেব ১৮৮১ সালের মে মাসের ৩০ তারিখের ১০৬ নম্বর জ্ঞাপনপত্রক্রমে দত্ত ছুটীর অতিরিক্ত ২৫ দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

২১৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।— ৮৮১ সালের জুলাই মাসের ১৪ তারিখের ৮১ নম্বর জ্ঞাপন পত্রোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর একসিকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্লে বর্দ্ধমান খণ্ডে কর্ম্মগ্রহণ করিলেন।

২১৪ নম্বর।—পদে প্রত্যাগমন।—পূর্ব্ব শোণ খণ্ডের কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত এ, মণীস সাহেব ১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ১৯ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের পদে প্রত্যাগমন করিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

No 215 —*Leave* —Major General C T Stewart R E, Superintending Engineer First Class Western Circle, is granted privilege leave for two months under Chapter V, Section 73 of the Civil Leave Code, with effect from the 25th instant, or such date as he may avail himself of it

LOCAL COMMUNICATIONS

The 2nd August 1881

No 221 —*Posting* —With reference to Government of India Public Works Department Notification No 250 of the 25th July 1881 Mr C J Cole Assistant Engineer Second Grade is posted to the Northern Bengal State Railway

No 222 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for Akware drainage cut from the Akware distributary it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring above 2 300 feet in length, varying from 12 to 16 feet in width situated in mouzah Akware pergunnah Nonore, and containing an area of 2 0 11¼ more or less is required in the district of Shahabad

The declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

G F E S NEILL, *Major* M S C,
Asst Secy to the Govt of Bengal P W Dept

২১৫ নম্বর।—ছুটী।—পশ্চিম চক্রের প্রথম শ্রেণীর সুপরিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র মেজর জেনরল শ্রীযুত সি, টি, ষ্টুয়ার্ট সাহেব আর, ই, সিবিল কার্য কারকদের ছুটী বিষয়ক বিধি পুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারামতে এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি অথবা যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি দুই মাসের অনুগ্রহের ছুটী পালেন।

স্থানীয় বর্ম্মাদি বিষয়ক।

৮৮১ সাল ২ আগষ্ট।

২২১ নম্বর।—অবস্থাপনের কথা।—ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের পবলিক র্কস ডিপার্টমেণ্টের ১৮৮১ সালের ২৫ জুলাইর ২৫০ নম্বর জ্ঞাপন পত্রোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত সি, জে কোল সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকস্থ ষ্টেটরেলওয়েতে অবস্থাপিত হইলেন।

২২৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয়কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ আকোয়ারীর জল বিতরণার্থ না। হইতে জল নির্গমনের আকোয়ারী নালা প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি গ্রহণ করা প্রয়োজন বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সম্বাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলার সোনর পরগনার অন্তর্গত আকোয়ারী মৌজায় দীর্ঘে ২৩০০ ফুটের অধিক ও প্রস্থে ১২ হইতে ২৬ ফুট অর্থাৎ ন্যুনাধিক একর ১ ¼ পোল পরিমিত এক খণ্ডভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সম্বাদ দেওয়া গেল।

জি এফ, ই, এস নীল মেজর এম এস সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।*

ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮১ সালের ৫ মার্চ তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের [illegible]ত নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮১ সালের ১৬ আইন।

গমনাগমনের পথে বাধা অপসৃত বা বিনষ্ট করণার্থ এবং উক্তরূপ বাধা সৃষ্টি নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দিবার আইন।

হেতুবাদ।

ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বন্দরে ও বারে জাহাজের গমনাগমন পথে বাধা অপসৃত বা বিনষ্ট করণার্থ এবং উক্তরূপ বাধাসৃষ্টি নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওয়া বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

সংক্ষেপ নাম।

আরম্ভ।

১ ধারা। এই আইন "গমনাগমনের পথে বাধা সংক্রান্ত ১৮৮১ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে, এবং ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

কিন্তু শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন জাহাজের প্রতি কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব যে জাহাজ ভাড়া করেন তাহার প্রতি এই আইনের কোন কথা বর্ত্তিবে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

গমনাগমনের পথের বাধা অপসৃত বা বিনষ্ট করণার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি ক্ষমতার্পণের কথা।

২ ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন বন্দরে বা বারে [illegible] বা কোন জাহাজ ডুবিলে চড়ায় উঠিলে বা পরিত্যক্ত হইলে [illegible] কাষ্ঠ [illegible] দ্রব্য স্থাপিত বা রক্ষিত হইলে, ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে প্রদেশে ঐ বন্দর থাকে সেই প্রদেশের স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি বিবেচনা করেন যে ঐ দ্রব্য দ্বারা জাহাজের গমনাগমনের বাধা বা বিপত্তি হইবে বা হইবার সম্ভাবনা,

(ক) তবে ঐ দ্রব্য বা উহার কোন অংশ স্থানান্তর করাইতে পারিবেন কিম্বা

(খ) যদি ঐ দ্রব্য এ প্রকারের হয় বা এরূপ ভাবে থাকে যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মতে তাহা স্থানান্তর করিবার যোগ্য না হয় তবে উহা বা উহার কোন অংশ বিনষ্ট করিতে পারিবেন।

বাধা অপসৃত করিতে যে খরচ পড়ে গবর্ণমেণ্ট তাহা পাইবার অধিকারী হইবার কথা।

৩ ধারা। ২ ধারামতে কোন দ্রব্য স্থানান্তরিত করা গেলে গবর্ণমেণ্ট সমুদয় ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে যত টাকা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিবার খরচ বলিয়া তত টাকা পাইতে পারিবেন।

উক্ত খরচ লইয়া বিবাদ হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

উক্তরূপ যে কোন দ্রব্য স্থানান্তর করা যায় তাহা লইয়া এই ধারামত পাওনা টাকা সম্বন্ধে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে যে স্থানে ঐ দ্রব্য থাকে সেই স্থানের এলাকাধিকার প্রাপ্ত জিলার বা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে বিবাদী পক্ষদের কোন পক্ষ তৎসম্বন্ধে প্রার্থনা করিলে

ঐ মাজিস্ট্রেট তাহার নিষ্পত্তি করিবেন এবং ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

৪ ধারা। ২ ধারামতে যে দ্রব্য স্থানান্তর করা গেল স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ দ্রব্যের বিবরণ এবং যে সময়ে যে স্থান হইতে উহা স্থানান্তর করা যায় তাহা লিখিয়া স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিবেন।

স্থানান্তরকরণের সংবাদ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দিতে হইবার কথা।

৫ ধারা। উক্ত জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিবার পর কেহ ঐ দ্রব্যের দাওয়া না করিলে কিম্বা দাওয়াদার উক্ত খরচের টাকা এবং তৎসম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্তৃক যে খরচা দিতে হয় তাহা

স্থানান্তর করা দ্রব্য কোন২ স্থলে বিক্রীত হইতে পারিবার কথা।

মাসুল না উপযুক্ত না দিলে

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য নীলামে ধরিয়া ঐ দ্রব্য আশুক্ষয়শীল হইলে তৎক্ষণাৎ এবং আশুক্ষয়শীল না হইলে, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিবার পর ছয় মাসের অন্যূন কোন সময়ে বিক্রয় করিতে পারিবেন।

৬ ধারা। উক্ত বিক্রয়ের উৎপন্ন টাকা আদায় হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ খরচ ও খরচার প্রাপ্য টাকা বিক্রয়ের খরচা সমেত কাটিয়া লওয়া যাইবে এবং অবশিষ্ট কিছু থাকিলে তাহা বিক্রীত দ্রব্যের স্বামীকে দেওয়া যাইবে অথবা তদ্রূপ কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া দাওয়া না করিলে আমানত করিয়া রাখা যাইবে এবং পরে কোন ব্যক্তি তাহাতে আপনার স্বত্ব সাব্যস্ত করিলে বিনা সুদে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা কিরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।

কিন্তু বিক্রয়ের তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ ব্যক্তির দাওয়া করা চাই।

৭ ধারা। এ আইনের কার্য্য পক্ষে জাহাজ শব্দে কোন জাহাজের বস রসী সরঞ্জাম, মাল দ্রব্যসামগ্রী বা মাল স্বরূপ বা তাহার অংশ স্বরূপ প্রত্যেক বস্তু বা দ্রব্য বা দ্রব্যসমূহ বুঝাইবে এবং কোন জাহাজ বা তাহার মাল কিম্বা তাহা হইতে কিছু অথবা কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যে টাকা উৎপন্ন হয় সেই টাকা সাধারণ তহবীল বলিয়া গণ্য হইবে।

জাহাজ শব্দে মাস্তুল ও মাল প্রভৃতি বুঝাইবার কথা।

৮ ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন বন্দরে যাইবার পথে মৎস্য ধরিবার খুঁটা স্থাপন কিম্বা নিলম, জঞ্জাল বা অন্য যে কোন দ্রব্য হইতে চর বা চড়া জন্মিবার সম্ভাবনা তাহা ফেলা বা নিক্ষেপ করা কিম্বা অন্য যে কার্য্য করিলে তাঁহার মতে জাহাজাদির গমনাগমনে বাধা বা বিপত্তি হইবে বা হইবার সম্ভাবনা সেই কার্য্য নিয়মিত বা নিষিদ্ধ করণার্থ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপন পত্র প্রকাশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

গমনাগমনের পথে বাধা স্থাপন নিয়মিত ও নিষিদ্ধ করণার্থ বিধি করিতে পারিবার কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

৯ ধারা। ৮ ধারামতে প্রণীত বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক কেহ কোন কার্য্য বা ত্রুটি করিলে তাঁহাকে যে জিলায় বা রাজধানী নগরে পাওয়া যায় তথায় উক্ত অপরাধ নিমিত্ত তাঁহার বিচার হইতে পারিবে এবং তাঁহার ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫০০ ৲ পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে।

উক্ত বিধি লঙ্ঘন করিলে দণ্ডের কথা।

১০ ধারা। বহুকালীন প্রথা বলিয়া বা প্রকারান্তরে কোন গমনাগমনের পথে বাধা রক্ষা বা সৃষ্টি করা বৈধ হইয়া থাকিলে যদি ১ ধারামতে উক্ত বাধা স্থানান্তরিত বা বিনষ্ট করা যায় বা ৮ ধারামতে উহার সৃষ্টি নিয়মিত বা নিষিদ্ধ করা যায় তবে যে ব্যক্তির উক্তরূপ বাধা রক্ষা বা সৃষ্টি করিবার স্বত্ব থাকে, উক্তরূপে স্থানান্তরিত বিনষ্ট নিয়মিত বা নিষিদ্ধ করাতে তাহার যে হানি হয় তন্নিমিত্ত ভবিষ্যতে তবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের স্থানে ন্যায়ক্রমত হানিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

এই আইনমতে হানি করা গেলে কোন২ স্থলে হানিপূরণের টাকা দিতে হইবার কথা।

উক্ত হানিপূরণ পাইবার স্বত্ব বা তাহার পরিমাণ সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজকার্য্যের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ভূমি ঘটিত তদ্রূপ বিবাদ সম্বন্ধে যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইন অনুসারে নিষ্পত্তি হইবে প্রকারান্তরে নহে এবং উক্ত আইনের কার্য্য পক্ষে গমনাগমনের যে পথ হইতে বাধা স্থানান্তরিত বা বিনষ্ট হয় বা যে পথে ঐ বাধার সৃষ্টি নিয়মিত বা নিষিদ্ধ হয় তাহা যে বন্দরে যাইবার পথ সেই বন্দর যে রাজধানী নগরে বা জিলায় থাকে উক্ত পথ সেই রাজধানী নগরের বা জিলার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

১১ ধারা। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন বন্দরে যাইবার পথের কোন বাধা স্থানান্তরিত বা বিনষ্ট করা হইয়া থাকিলে অথবা তদ্রূপ বাধা সৃষ্টি নিয়মিত বা নিষিদ্ধ করা হইয়া থাকিলে, উক্তরূপ স্থানান্তরিত বা বিনষ্ট বা নিয়মিত বা নিষিদ্ধ করণ এই আইনমতে সাধিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কোন২ কার্য এই আইনমতে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

১২ ধারা। এতদর্থে গবর্ণমেণ্টের অন্য যে কোন ক্ষমতা থাকে এই আইনের কোন কথায় সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার বাধা হইবে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

গবর্ণমেণ্টের অন্য ক্ষমতা সংরক্ষণের কথা।

ডি ফিট্জপাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA M A AND B L.
Bengali Translator

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 9 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড ।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

জিলা ফরীদপুর।

নিলামের বিজ্ঞাপন। কাছারী কালেক্টরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরীদপুর জেলার অন্তঃপাতি নিম্নের লিখিত খাস মহাল গবর্ণমেণ্টের মালিকি স্বত্ব ইংরাজি ৮৮১ সালের ২ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ৬ আশ্বিন বুধবার জিলা ফরীদপুরের কালেক্টরীতে বিক্রয় হইবেক এই মহাল যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেন তিনি নিম্নলিখিত বিক্রয়ের নিয়ম সকলের অধীন থাকিবেন।

১। এই মহাল যে ব্যক্তি নীলামের প্রথম ডাকের উপর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডাকিবেক তাহাকেই দেওয়া যাইবেক। ক্রেতা মহালের মালিক বলিয়া গণ্য হইবে এবং মহাল গবর্ণমেণ্টের যে মালিক স্বত্ব আছে তাহা তাঁহাকে বিক্রীত হইবে। কেবল চির নির্দ্ধারিত সদর জমা দিতে হইবে।

২। বর্ত্তমান পাট্টা এবং বন্দোবস্তের শর্ত্ত কি প্রবল আইন হইতে উৎপন্ন স্বত্ব সকল বিক্রয়ের পরেও বাহাল থাকিবেক রাজস্ব কার্য্যকারকদিগের কৃত জমাবন্দীতে যে যে খোদকস্তা রাইয়ত স্বাক্ষর করিয়াছে ক্রেতা তাহাদিগের স্বত্ব মানিতে বাধ্য হইবে।

৩। একশত টাকার অনধিক পণ হইলে সেই সমুদয় তৎক্ষণাৎ দিতে হইবেক।

৪। একশত টাকার অধিক হইলে ডাকপণের চারি অংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয়ের দিবস এক দিবস বলিয়া গণনা করিয়া বিক্রয়ান্তর পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্নকালে কিম্বা সেই দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপরে প্রথম যে দিন কাছারী খোলা যায় সেই দিনের মধ্যাহ্নকালে যদি অবশিষ্ট টাকা দাখিল না হয় তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক ও প্রথম-দ্বিতীয় বিক্রয়েবন্যায় পুনরায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণপূর্ব্বক ঐ ত্রুটিকারি ক্রেতার ঝুকিতে সেই মহাল পুনরায় বিক্রয় হইবেক।

খাস মহালের নম্বর।	জিলার বহীর নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	ভূমির পরিমাণ।			সদর জমা।	নীলামের প্রথম ডাক।	মন্তব্য।
			একর।	রোড	পোল	নির্দ্ধারিত রা জমা।		
৩৩৪	৫৫৫৬	তাং রঘুরাম মজুমদার পং তেলিহাটী	২	১	১৮	৩৲	৩৲	১৮৮ সালের ১ এপ্রেল হইতে বিক্রয়ের কল হইবেক।

ফরিদপুর কালেক্টরি।

J E B JEFFERY Offg Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮০। ৯ আগষ্ট।]

জেলা রঙ্গপুর।

জমিদারী বিক্রয়ের এস্তাহার।

ইহাদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮০। ৮১ ইং লাগায়েদ কিস্তি ফেব্রুওয়ারি মোঃ ১২৮৭ সালের লাগায়েদ কিস্তি ফালগুন তারিখের প্রাপ্য রাজস্ব ও অন্যান্য দাওয়া যাহা বাঁকি রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহা আদায় জন্য নিম্নলিখিত মহাল আগামী ১৮৮১। ২২ আগষ্ট মোঃ সন ১২৮৮ সনের ৭ ভাদ্র সোমবার অত্র কাছারীতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১। ১০ জুলাই।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যে প্রকারের মহাল।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা	মালীকের নাম।	সদর জমা।	বাকির পরিমাণ।	মন্তব্য।
উত্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।	৬৯৭	পরগনে আলি গাও।	চন্দ্রশিখর রায় ও গোপাল চন্দ্র রায় ও রাজলক্ষী চৌধুরাণী ও ব্রজকিশোরী চৌধুরাণী ও ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী ও ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ও পূর্ণচন্দ্র রায় কর্ম্মাধ্যক্ষ পক্ষে ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ও কোত্তর শ্যামকিশোর রায় ক্ষমাময়ী চৌধুরাণী।	৫৯৮১৩৵১॥	১৭৮৬৶৯।	এই তাহুতের ৪ ঘরের লিখিত মালীকগণ মধ্যে ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণীর হক হিস্যা এই তাহুতের রকম ৵১ দ৭॥ ধর্ত্তী যাহার সদর জমা ৫৭৮॥৶১৩ পাই যাহা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে বিশেষ ১ নম্বরে লিখিতাছে তাহার

দেয়া রাজস্ব দাখিল না করায় কেবল এই অংশ নীলাম হইবে অবশিষ্ট অংশের রাজস্ব আদায় হওয়ায় তাহা বাদ থাকিল।

প্রকাশ থাকে যে এই মহালের এই অংশ কথিত অংশ বাকির জন্য বিগত ৯ জুন তারিখে নিলাম হইয়াছিল খরিদার নীলামি পণের অব শষ্ট টাকা যথাকালে দাখিল না করায় ১৮৫৯। ১১। ২৩ ধারামতে পুনরায় নিলাম হইবে।

C F MAGRATH, *Offg Collector*

জিলা বীরভূম।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহাদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তগত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন, দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সাল ৯ ভাদ্র শনিবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিঃবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ১১ জুলাই।

তফসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	পরগনা ও মহালের নাম।	য প্রকার বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	নাম মালিক।	সদর জমা।	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী	১৪৩	পং বারবক সিংহ শ্যাম সুন্দরপুর	বাকী রাজস্ব ৩১৩৶	৺ খেলচন্দ্র ঘোষের ষ্টেটের এড মিনিষ্ট্রেটক্স কৃষ্ণমোহিনী দাসী ও মতিউন নেছাবিবি বিষ্ণুচন্দ্র কুণ্ডু।	২১১৩৸৶	সমুদয় মহাল বিক্রয় হইবে।

JOSEPH ARMSTRONG
Collector

বীরভূমের কালেক্টরী কাছারী। }
১১ জুলাই। ১৮৮১। }

[*Government Gazette, 9th August* 1881]

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮১ ইংরেজীর ২৫ মে পর্য্যান্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড সেস ও পবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮১ ইং ১০ আগষ্ট মোং ২৮৮ বাং ২৭ শ্রাবণ রোজ জেলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইং ২৯ জুন।

মহল নওয়াবাদ

নম্বর মহাল।	নাম থানা মৌজা তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বার্ষিক সেস।	বাকীর পরিমাণ। খাজানা।	সেস।	মোট।	মন্তব্য।
২৬	থানে রাঙ্গু। মৌং বিলওয়াংজা। তাং গৌরীশঙ্কর বৈদ্য নাথ কাং	মহব্বত আলী চৌং	৯৩৮৭	১২৮৸৶	৯৩৮৭	১২৮৸৶	১০৬৬৸৶	সম্পূর্ণ তালুকা নিলাম হইবে।
৭৬	থানে রাঙ্গু। মৌং উমখালী। তাং জৈনদ্দিন মুনশী	চৈতন্যচরণ দাস	১৯২৭৭ রোডফণ্ড ৮৶ ——— ১৯৩৫৶	১৬৮।৶৬	১৯২৭৭ রোডফণ্ড ১৬৶ ——— ১৯৪৩৶	১৬৮।৶৬	২১১১৸/৬	ঐ
১৫৮	থানে রাঙ্গু। মৌং রাজার কুল। তাং সেরমস্ত খাঁ	শ্রীমতী দেওয়ান বিবি গং	১১ ১।৬	১৫৮।/	০	১৭৯।০	১৭৯।০	ঐ
১৭০	থানে রাঙ্গু। মৌং পোকখালী। তাং গৌরীশঙ্কর বৈদ্য নাথ কাং।	শ্রীমতী আম্বিকা বানু গং	৫০৬৸৶	৪৫৸৶৬	১৮৯৸/	১৫।/	২০৫৶	ঐ
২১৫	থানে রাঙ্গু। মৌং চাকমার কুল তাং আমামআলী চৌং	শ্রীমতী লাউ বিবি চৌধুরিয়া।	৫৪৯৭	০	৫৪৯৭	০	৫৪৯	ঐ
২৩৫	থানে চকরিয়া। মৌং লক্ষ্যাচর। তাং মোহনলাল সুকুল	মোহনলাল সুল	৮৫০৸০	১৯৯৵৬	৩১৮৸০	৬৬।/৬	৩৮৫/৬	ঐ
২৭৪	থানে চকরিয়া। মৌং ভেওলা মানিক চর। তাং বিবি ইস্রাক	মাগন আলী	৭৫৭॥৶	৯৬।৶	২৮৪॥৶	৩২৶	৩১৬৸/	ঐ
২৮৬	থানে চকরিয়া। মৌং বাবরাকীয়া। তাং বিবি ইস্রাক	দেওয়ান আলী চৌং	৬৮৭॥/৩	২৯৪৸/	২৫৭॥/৩	৯৮।/	৩৫৫৸৩	ঐ
৩৬৮	থানে কটিকছবি। মৌং ধুরুঙ্গ। তাং আমজদআলী মৌলবী।	আমজদ আলী মৌলবি।	৬২৩৭	০	৬২৮৸৶৬	০	৬২৮৸৶৬	ঐ
৪৯৩	থানে রাঙ্গু। মৌং ধুরুল্যা। তাং শ্রীমতী সমশের বানু	আহাদ আলী	৭১২৭ রোডফণ্ড / ——— ৭১২/০	১০৸৶	৭১২ রোডফণ্ড /০ ——— ৭১২/	১০৸৶	৭২২৸৶	ঐ
১৪৬০	থানে চকরিয়া মৌং পেকুয়া। ই শেখ ফজরআলী	শেখ ফজর আলী।	১১১৬৭ রোডফণ্ড ১২৭ ——— ১১৭৯৭	১০৯।৶৬	৮৭২ রোডফণ্ড ১২ ——— ৮৮৪	৭২৸৶	৯৫৬৸৶	ঐ

A Manson, *Offg Collector*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

জিলা বাখরগঞ্জ।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসা র ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৩ আগষ্ট মোং ১২৮৮ স নর ৮ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরুদশেষে বিক্রয় হইবে। ৮৮১ সাল তারিখ ২৫ জুন।

তপসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজীর নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
প্রথম শ্রেণী।	৪৫৩২ নং	পং রত্নদী কালিকাপুর দেবপুর আবাদ হরিপ্রসাদ রায় পেদর দেহলবী সাহেব ওগয়রহ তালুক।	এজমালি হিং ॥৶ আনী মালিক শ্রীশ্রীমতী তারতেশ্বরী।	১১১৯৫ ॥১	হাল খাজানা ১১১৯৫॥১ বকয়া ১৪১০॥৶২ ২৬ ৬৶৩	এই মহালের হিসাব পৃথক হওয়া ।৴ আনী অংশের নিলামের দিন ১৮৮১ সনের ২৫ জুন ধার্য্য ছিল ঐ তারিখে নিলামে ডাক আরম্ভ হইয়া বাকীর প রিমাণ ডাক না হওয়াতে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ১৪ ধারামতে ষোল আনা মহাল এজমাল হইয়া নিলাম হইবেক ইতি।
			হিসাব পৃথক হওয়া হিং ।৴ আনী মালিক জগদীশ্বরী চৌধুরাণী ও মতিলাল চক্রবর্ত্তী।	৫৪৩।৶৭	বাকী হাল ১২৮৭ সনের কিং ফালগুনের ৪৫৬৴১ বকয়া ১২৮৫ সনের ৫২।৶১১ ১২৮৬ সনের ৫৪৩।৶৭ ১ ৫২৲৪	
				১৭৩৮৸৶৮	৩৬৫৮৶৭	

J C VEASEY, *Offg Collector*

জিলা নওয়াখালী।

ইস্তাহার।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ ই ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা নওয়াখালীর মধ্যবর্ত্তি নিম্নের লিখিত মহালের ১৮৮১ ইং ২৮ জুনের সূর্য্যাস্তের প্রাপ্য বাকির জন্য আদায় নিমিত্তে ১৮৮১ ই রেজি সনের ৯ সেপ্টেম্বর মোতাবক বাঙ্গলা ১২৮৮ সনের ৪ আশ্বিন রোজ সোমবার ঐ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজি ৩ জুলাই।

নম্বর তৌজী।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকির সংখ্যা।
৪৫ নং	পং সুন্দীপ কিসমত মহিন্দ্র নারায়ণ চৈনন সুন্দীপ।	নিলাম খরিদ ঈশানচন্দ্র নন্দি	৬৩৭৴১১	১১৮৸৶৮

E V WESTMACOTT
Offg Collector

জিলা হুগলী।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারী কালেক্টরী জিলা হুগলী।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলীর অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮৮ সালের ২৩ ভাদ্র বুধবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮১ সাল তারিখ

মহালের নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালেকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।				
৩৪৯৮ নং	পাচগাছিয়া পং বালী গড়ি।	অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায় ও রাধিকাপ্রসাদ সিংহ রায় ও ভবদাপ্রসাদ সিংহ রায়।	১১৬৩৮৶৬	৻৬	
	ঐ				
৫৫২ নং	তেলিনীপাড়া পং বোর	পূর্ণচন্দ্র রায় দিগর— খাজানা চৌকীদারী রোডফণ্ড বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ॥ আট আনার সদর জমা খাজানা চৌকীদারী রোডফণ্ড ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে বাকী রাজনারায়ণ রায় রকম ॥ আনার সদর জমা খাজানা চৌকীদারী রোড ফণ্ড ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই	 ১০ ১৬৴৩ ১১০ ।৶ ১৶১১ ৫০০৸৶৭॥ ৫৬৸৴ ॥৴৫॥ ৫০৩৸৴৭॥ ৫৬৸৴০ ॥৴৫॥	 ২৮।৶৬ ।৮	এই অংশের বাকীরজন্য নিলাম হই বেক।

R Cornish Offg Collector

জেলা কটক।

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টর মধ্যম প্রদেশ জেলা কটক।

সমস্ত লোকদিগের জ্ঞাতকারণ সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ইংরেজি সন ১৮৫৯ সাল ১১ আইনের ৬ ধারা ও সন ১৮৬৮ সাল ৭ আইনের ৩ ধারানুসারে কটক জেলার নীচের লিখিত মহাল সকল লাগায়েত কিস্তী জানুয়ারি সন ১৮ ১ সাল মোতাবেক সন ১২৮৮ সাল আটপণী বাকী সরকারের পাওনা আদায়কারণ সন ১৮৮১ সাল আগষ্ট মাহার ১৫ তারিখ মোতাবক সন ১২৮৮ সাল ভাদ্র মাহার ১ তারিখ সোমবারদিবসে এজেলার কালেক্টরি কাছারি তে নিলামে ধরা যাইবেক এবং নিতান্ত বিক্রয় হইবেক। ৯ তারিখ মাহ জুলাই সন ১৮৮১ সাল।

দ্বিতীয় শ্রেণী মেয়াদী বন্দোবস্ত জমাধার্য্য হওয়া মাহাল।

নং ৫৮৯ তৌজি হজুরি মাহাল কিসমত তালুকে সত্যভামাপুর প পদ্মপুর লিখিত মালিক রঘুনাথ দাস ও রাধামোহন দাস ও ভাগ্যরথি মাইতি ও ইন্দ্রমণি দাস ও চিন্তামণি দাস ও নন্দরধর দাস ও রাজাধর দাস ও পীর মহমদ ও ফকির মহম্মদ সদর জমা ম৲ ৫৩৭৬৴৯

নং ১২৫৩ তৌজি কি ৶৫৲ ২৶১২ গণ্ডা তালুকে জাইঁগারা বাদ পং করমুল লিখিত মালিক চৌধুরী রাধামাধব সামন্তরা মহাপাত্র স্বয়ং ও মাহাফেজ দিবা সিংহ পহরাজ ও ব্রজসুন্দর পাট যোশী নাবলগাল ও চৌধুরী শ্যামসুন্দর রাএগুরু ও সুধ্যামী দেই ও শ্রী চন্দ্রদাস ও বিনোদবেহারি দাস ও অনাদি দাস ও বংশীধর দাস ও অচ্যুতানন্দ ও আনন্দচন্দ্র দাস ও প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ ও গোপালপতি ও বিনোদ দীক্ষিত ও চক্রধর পতি ও শিবপাত্র ও বলিপতি ও শ্রীনিবাস ভূয়া ও কাশীনাথ বসু ও সুন্দরিমন ও চৌধুরী রঘুনাথ দাস ও রাধামোহন দাস ও নন্দরধর দাস ও রাজাধর দাস নিলমণি দাস ও ইন্দ্রমণি দাস ও চিন্তামণি দাস ও সূর্য্যমণি দাস ও উমাপ্রসাদ বসু ও শ্যামচরণ মল ও শ্যামচরণ মাইতি ও সুদর্শন ভুয়াঁ ও চক্রধর ভুয়া কলভরু বেহরা সাধুচরণ মাইতি ও হাড়ি মাঝি সদর জমা ম৲ ১০০৭৶৫। একহাজার সাত টাকা তিন আনা পঞ্চপাই একপুয়া।

জেলা কটক ৯ তারিখ
মেই সন ১৮৮১ সাল।

C Grant Offg Collector

[গবর্ণমেন্ট গজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ৮৮১ সালের ২৮ মার্চ্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্ টর অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ২৯ আগষ্ট মোতাবেক ১২৮৮ সালের ১৪ ভাদ্র সোমবার ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮১। ৩ জুলাই।

নং তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।
	পরগণে উগঙ্গ।			
১৩৭	হিস্যা ৶ আনা ভূমি । ৷ ষোল আনা রকমে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি হিস্যা ।৵ আনা ২ দন্তী ৬৪ তিল।	ঈশানচন্দ্র শর্ম্মা ভাদুড়ী	৬২২।৶	৬১৸৵
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১১।১ কর।	রাণী রুদ্রাণী দেব্যা	৬৯৸৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৶১৬৸২ দন্তী।	রাণী গৌরসুন্দরী দেব্যা	৩৫৩।	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৫ =১৬ তিল।	কালীকিশোর সিংহ	৯৬৵	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৵২৷৷২ কর।	রাজা হরচন্দ্র সিংহ	১৩৯৸৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা । ৸ — ২ দন্তী।	রাণী রুদ্রাণী দাস্যা	৫ ২। ৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১১।১ কর।	রাজা মথুরাকান্ত সিংহ	৬৯৸৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১।১ দন্তী।	রাণী ব্রজমণী দেব্যা	৬।৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৮।=১ দন্তী।	বিশ্বেশ্বরী দেব্যা	৫২।৵	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৭।= ক্রান্তী।	ব্রজকিশোরী দেব্যা	৪৬৵	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৪৷৷২ দন্তী।	রামশঙ্কর ভাদুড়ী	২৯৶	•
	পরগণে সেরপুর।			
১৪৪	জমীদারী হিস্যা ৵১৫ গণ্ডা	শিবদয়াল তেওয়ারী গয়রহ	২৬৪৩৷৷	৯২।
	পরগণে আলাপসিংহ।			
৫১৪৫	চরদরি কুষ্টীয়া ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি হিস্যা ৫১ ৸ ক্রান্তী।	হরসুন্দরী দেব্যা চৌধুরাণী	২৬২।৶৮	২৷৷৶
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৪ = ক্রান্তী।	ঈশান চন্দ্র আচার্য্য	১৫।৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ।৵৬৷৷— ক্রান্তী।	রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	৬৯৫৶৪	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ।৵১১। — ক্রান্তী।	জগত কিশোর আচার্য্য চৌধুরী	৪১ ৷৷৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৬। — ক্রান্তী।	কেদার কিশোর আচার্য্য	৪৯।৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৬। — ক্রান্তী।	বিমলা দেব্যা	৪৯ ৶	
	দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল। পরগণে আলাপসিংহ।			
৪৯১৫	চর জেলেখান। ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি হিস্যা ৬। — । তিল।	কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী গয়রহ	৫১৪৸	১ ৯৷৷
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ।২= ক্রান্তী।	রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	৬৩৫৷৷৶	৫৷৷৶

নং তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।
৪১৬৫	৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৬।= ক্রান্তি	যাদবকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	৫১।৴	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ।১। কড়া।	জগতকিশোর আচার্য্য	৯২৮৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৩।— ক্রান্তী।	প্রসন্ন নারায়ণ আচার্য্য —	১০৩৴	•
ঐ	১৮৮৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৬/— ক্রান্তি।	দীনময়ী দেব্যা	১০৩৴	•
ঐ	১৮৮৯ সনের ১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৩। ক্রান্তি।	অমৃতনারায়ণ আচার্য্য	১০৩৴	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৪=১ তিল।	জগতময়ী দেব্যা।	৩৪।৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৪=১	নরেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য	৩৪।৶	•
ঐ	১৮৭৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৪=১	যোগেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য	৩৪।৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৯৮—।।	ঈশানচন্দ্র আচার্য্য	৭৬৮৴	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৩। ক্রান্তী।	হরসুন্দরী দেব্যা	১ ৩৴	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৩।— ক্রান্তী।	কেদারকিশোর আচার্য্য	২৫৮৴	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৩।— ক্রান্তি।	বিমলা দেব্যা	২৫৮৴	
৫ ৮৫	পরগণে ময়মন সিংহ। বিলচলক্ষী পরগণে আলাপ সিংহ।	শীতলচন্দ্র রায় চৌধুরী	৫৫৪৲	৫।৶
৬১২৯	তাং চর টিয়ার চর সংক্রান্ত বাহাদুর পুর	কমলমণী দেব্যা গয়রহ	৫২৬৲	১১৸৶

N S ALEXANDER

Collector

জিলা ২৪ পরগনা।

এস্তেহারনামা কাছারি কালেক্টরি জেলা ২৪ পরগনা এই যে,

সন ৮৫৯ সালের ১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালাতের সন ৮৮১ সালের ২৮ জুন কিস্তির বাকি বাবত ইংরাজী সন ১৮৮১ সালের ৩০ আগষ্ট মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৮৮ সাল ৫ ভাদ্র মঙ্গলবার ঐ জেলার কালেক্টরিতে বিনা ওজর নিলাম ধরা যাইবেক ইংরাজী সন ১৮৮১ সাল তারিখ ২০ জুলাই মোতাবেক সন ২৮৮ সাল তারিখ ৬ শ্রাবণ।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।

৯৭৪ নং পরগনে মাইহাটী দিগর মৌজে গজফরপুর ওগয়রহ লিখিত মালিক মেহার মহম্মদ খাঁ চৌধুরি ওগয়রহ সদর জমা ৫৫০৲ ৪

রেভাফণ্ড ১৫।৶৯

১০৬৯ নং পরগনে মাগুরা হাট কলিগঞ্জ ওরফে হাট চেতলা লিখিত মালিক উপেন্দ্রনাথ সরকার ওগয়রহ সদর জমা ৩৫০০৲

রোডফণ্ড ৩৫৲

২৩০৯ নং পরগনে দাতিয়া কি দাতিয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক বর্ণময়ী দাসী ওগয়রহ সদর জমা ৪৭৩২২।/৬। টাকার মধ্যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮৶ ।=/১৮৶ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে বর্ণময়ি দাসী ওগয়রহর নামে ৶১৮।— / ৬৶ আনার কাত সদর জমা ৮৬৪৫৬/২৫ টাকা তাহার সন ১২৮৮ সালের লাং জ্যৈষ্ঠ কিস্তি সন ৮৮১ সনের লাং ২৮ জুন পর্য্যন্ত আদায় বাদে ৫১৶২ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

D R LYALL, *Collector*

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

জেলা নদীয়া।

বাকী খাজানার জ্ঞাপন পত্রের পাঠ কাছারি কালেক্টরি জেলা নদীয়া।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে জেলা নদীয়ার তৌজির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকলের ৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখের প্রাপ্য বাকি মালগুজারির এবং অন্যান্য দাওয়া যাহা চলিত আইন ও আক্ট অনুসারে বাকি রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ২৪শে ভাদ্র তারিখে এই জেলার কালেক্টর সাহেবের কাচারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক।—

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	লিখিত মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৪৪২	ডিহি বামুনপাড়া পং উখড়া	রমেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয় ও ভারপ্রাপ্ত জাং উমেশ্বর যোগেশ্বর অমৃতেশ্বর ও রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় গোকুলমনি দাসী অন্নদা-প্রসাদ সেন ম্যানেজার স্টেট রাজানুপালিত মন্মথ নাথ, গিরিজানাথ, সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী নাবালগান নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী অমরেন্দ্রনাথরায় চৌধুরী, ভবতারিণী দেবী, মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ও পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী।—	৫৩৫২৷৷৭ পোলিস ৩৪৷৷৪	৩০৷৶৬	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৴১২ আনা অংশ যাহার বার্ষিক ৫৩৫-৷০ টাকা সদর জমা ও ৩৷৶৪ টাকা পুলিস রাজেন্দ্রনাথ ও মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিং নামে লেখে ঐ অংশে বাকি ১৮৶০ টাকা ও ঐ আইনের ঐ ধারামতে ৴১২ আনা রকম যাহার বার্ষিক ৫৩৫৷০ টাকা সদর জমা ও ৩৷৶৪ টাকা পুলিস নরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দি নামে লেখে ঐ অংশে ১২৷৷৬ টাকা বাকি পড়ায় ঐ দুই অংশ নিলাম হইবেক।—
৯০৮	ডিহি ধর্ম্মপুর প° উখড়া	মুন্সী হাফীজদ্দিন তমিজন নেছা বিবি আমত হজরা বিবি আজিজন্নেছা বিবি জাহেরন্নেছা বিবি বসিরন্নেছা বিবি জয়নবন্নেছা বিবি মোবারকন্নেছা বিবি ওয়াছেতান্নেছা বিবি করিমনন্নেছা বিবি, সবরন্নেছাবিবি রকিনতন্নেছা বিবি ও আদিনাথ রায়।	৩৪৭৫৻১ পোলিস ৪৩৷১	১৬৷৴৪	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২৭৬৯	গোড়ভাঙ্গা নতিডাঙ্গা পং রাজপুর	গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় দীননাথ মুখোপাধ্যায় বৈদ নাথ মুখোপাধ্যায় ননিমোহন মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেব্যা অলিমাতা জা নাবালক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, মে° আরচি বল্ড হিল সাহেব, অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নাবালগান জীবনকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অলিমাতা প্রসন্নময়ী দেব্যা ও অক্ষকুমার মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেব্যা মহেন্দ্রনাথ ও বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় অছিয়ান জা মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেব্যা ছোট দীননাথ মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুমুদিনী দেব্যা অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র ও বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র ও ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অছি জা কালীপদ ও তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগান —	৭৩৮৶০ রোডসেস ৭৷৶০	২৷৷৶৪	৮৫৯ সালের ১১ আইনের ০ ধারার বিধানমতে পৃথক হওয়া অংশবাদে অবশিষ্ট ৷৶৪৷ আনা অংশ যাহা গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় দীননাথ মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ননিমোহন মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেব্যা অলিমাতা জা° নাবালক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় মে° আরচিবলডহিল সাহেব অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নাবালগান জীবনকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অলিমাতা প্রসন্নময়ী দেব্যা ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেব্যা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় অছিয়ান জা মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেব্যা ছোট দীননাথ মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুমুদিনী দেব্যা অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায় দিগরের নামে ৫১৭৶১০ টাকা সদর জমা ও ৫৶১১ টাকা রোডসেস লেখা যায় ঐ অংশে বাকি পড়ায় উহা নিলাম হইবেক।—

জেলা নদীয়ার কালেক্টরি।
সন ১৮৮ সাল ২৯ জুলাই।

W V G Tayler, Collector

জিলা বাকরগঞ্জ।

জমিদারির বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা'র বিধান অনুসারে ইহাব দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচালত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের মোতাবেক সন ১২৮৮ সনের ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ৩০ জুলাই।

তপসীল।

মহালের শ্রেণী	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সঙ্খ্যা।	কৈফিয়ত।
প্রথম শ্রেণী।	৯৮৩	জাহাপুর পরগনা।	এজমালী হিং ৸১৸৩৸৫ অংশের মালীক রজনীকান্ত দত্ত চৌধুরী গয়রহ।	মোট জমা ৮৫৩ ।।৶১০ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়, অংশের জমা ৭০ ৸৵৬ ৬৪৪৸৴৪	৭৸৶৴১।।	এই এজমালী ৸১৭৩৸৫ অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৮৩৬	সিলিমাবাদ পরগনা হি ৭ গণ্ডা।	হিং ৻৫।গণ্ডা এজমালী কালীপ্রসন্ন বসু গয়রহ।	২০৭৯৸৵৬।। মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৫১৯ ৸৶৭।। ১৫৫৯৸৵ ১	১১৴৮৸	এই এজমালী ৫। গণ্ডা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৮৫৬	সিলিমাবাদ ও গয়রহ পরগনা হি ২। গণ্ডা।	হি ৮৻১২।। তিল এজমালী মালীক জগৎ মোহিন গয়রহ।	৩৮৮২৶৴৫ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ১৬৫৸৭। ২৪ ৬।৶৴২৸ ৫৫০।৴৩	৬৫৬৵৯৸	এই এজমালী ৮৻৭।। তিল অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৪৮৭২	প. বোজর্গ ও মেদপুর সাকুল্যা বাম বস্তু তাং ৻।। আন।	জমিলন্নেছা খাতুন গয়রহ।		৫৶৯	এই যোল আনা মহাল নিলাম হই বক ইতি।
ঐ	৫১৯৫	অজিবানবিপুরা চর।	এজমালী হি ।।৴ আনা মোলবী আকবর আলী চৌধুরী গয়রহ।	৯২৪ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৪০৪।০ ৫ ৸৩ মোট রাস্তা খরচ ৯৲ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের ৩৸৴ ৫৴০	খাজানা ১।৴ রাস্তা খরচ ।৴ ১৸৵০	এই এজমালী ।। আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।

ANUND CHUNDER SEN
for Offg. Collector

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আক্টের ৬ ধারামতে জেলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মহাল সন ১২৮৮ সালের লাগাএদ জৈষ্ঠী কিস্তের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য সন ১৮৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক সন ১২৮৮ সালের ২৯ ভাদ্র মঙ্গলবার তারিখে জেলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১ সাল। ২৯ জুলাই।

বহির নম্বর।	মহালের প্রকার।	তৌজির নম্বর	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম তালুকদার	সদর জমা।	কৈফিয়ত।
১	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৫৫	কিঃ পং খড়গাঁ পং খড়গাঁ।	উম্মত জাহেরা ওরফে উম্মত বিবি খোনকার আবদুল রহিম সদত মেছ বিবি জাহেদা বিবি ওরফে ছোগরা বিবি উম্মতজাহেরা ওরফে জাহেরা বিবি সকাতননেছা বিবি স্বয়ং এবং আবদু লগফুর নাবালগের মেনাজার বক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগের মেনাজার বক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী সারদ প্রসাদ রায় চৌধুরি ধনদাপ্রসাদ রায় চৌধুরি তারিণীপ্রসাদ রায় চৌধুরি অসগর হোসেন নিত্যকেশী দেবী এলোকেশী দেবী বনওয়ারিলাল মুখোপাধ্যায় মধুসূদন রায় চৌধুরি বামাসুন্দরি দেব্যা মৃন্ময়ী চৌধুরানী হরিলাল ওরফে ছবিলাল রায় চৌধুরি সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় রামেশ্বরী দেবী নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বিপ্তে মেনাজার রাজমণী দেব্যা চৌধুরাণী কনকাকান্ত রায় চৌধুরি চন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরি আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় কাঙ্গালিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিলাল মুখোপাধ্যায় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভবতারিণী দেবী বনওয়ারি লাল মুখোপাধ্যায় ভবসুন্দরী দেবী তিনকড়ি ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য নাবালগের মেনাজার তস্য মাতা ভবসুন্দরী দেব্যা পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নাবালগের মেনাজার সর্ব্বেশ্বরী দেব্যা বামাইসুন্দরী দেব্যা ভবানন্দ কারকরমা সচ্চিদানন্দ কারকরমা নাবালগের মেনেজার বামাসুন্দরী দেব্যা অখিলেশ্বরী দেব্যা রামতারণ ভট্টাচার্য্য অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য হরিশ্চন্দ্র কারকরমা চন্দ্রমতি দেব্যা ওরফে কেতু দেব্যা রামজয় রায় রামচন্দ্র মণ্ডল চন্দ্রশেখর মণ্ডল যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রইশা বিবি সারদাসুন্দরী দেব্যা অতুলবেহারি হাজরা পুরিদাস হাজরা অচ্যুতানন্দ হাজরা কৃষ্ণকুমার হাজরা বিষ্ণুকুমার হাজরা রঙ্গলাল হাজরা ও কোর্ট অবওয়ার্ডসের অধীন আবদু সালেম নাবালগ।	২৩১ ৸৶৯	এই মহালের মধ্যে তারিণী প্রসাদ সারদাপ্রসাদ ধনদাপ্রসাদ পূর্ণদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী এলোকেশী ও নিত্যকেশী দেবী রামযাদব মুখোপাধ্যায় বনওয়ারিলাল মুখোপাধ্যায় বক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ও প্রতাপচন্দ্র মধুসূদন কালীকুমার প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগদিগের মেনেজার রামজয় রায় বামাসুন্দরী দেব্যা হরিশ্চন্দ্র কারকরমা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরমানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানন্দ কারকরমা সচ্চিদানন্দ কারকরমা নাবালগদিগের মেনেজার বামাসুন্দরী দেব্যা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণকুমার হাজরা পুরীদাস হাজরা দিগরের পৃথক করিয়া লওয়া ।। ১৯ ৸৶১৬ তিল অংশ বাদে বক্রী খোনকার আবদুলরহিম দিগরের এজমালি ।৶ /৪ তিল অংশের কাত ৮ ৯।।৵১ পাই টাকা সদরজমা নিলাম হইবেক।
২	প্রথম শ্রেণীর মহল	৪৫৫	কিঃ শঙ্করপুর পং পং পলাশী।	শ্রীদামচন্দ্র সেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় দিননাথ মুখোপাধ্যায় গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেব্যা অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় দিননাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কোর্টঅফ ওয়ার্ডসের অধীন আবদু সালেম নাবালগ ও কুমুদিনী দেব্যা অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায় নাবালগ সৈয়দ আতাওর রহমান সৈয়দ আবদুল কতাধ রাবিবি তালেবা বিবি ও নাবালগ সৈয়দ মাহাম্মদ মুশার অলিমাতা ফাতেমা বিবি সৈয়দ মাহাম্মদ তাহা বক্তিমন্নেছা বিবি ও সৈদাবিবি।	৪ ৩।।৵৩	এইমহালের মধ্যে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় দিগরের পৃথক অংশ ।৵৮৸ ২ দন্তি বাদ বক্রী শ্রীদামচন্দ্র সেন দিগরের এজমালি অংশ ।।৵১ ৸ ৭ দন্তি কাত সদরজমা ১৫৮৫।।৶৬টাকা নিলাম হইবেক।
৩	ঐ	৪৫৫	ঐ	ঐ	২৪০৩।।৵৩	এইমহালের মধ্যে শশীসুন্দরী দেব্যার পৃথক অংশ ৫।২ পাঁচগণ্ডা দুইকড়া ২ দন্তি কাত ৪১।৶৯ টাকা সদরজমা নিলাম হইবেক।
৪	দ্বিতীয় শ্রেণী ঐ	৫৮৪	কিঃ দেয়াড় শিবনগর পং নস্করপুর।	রাণী মনমোহিনী রাণী স্বর্ণময়ী রাণী ক্ষমাসুন্দরী রাণী চন্দ্রসুন্দরী দেব্যাও রাণী শ্যামাসুন্দরী দেব্যা মাতা পক্ষে পরেশ নারায়ণ রায় হরগোবিন্দ বসু মেনেজার পক্ষে গোপাল ইন্দ্র নারায়ণ রায় যোগেশ নারায়ণ রায় ও তারকনারায়ণ রায় নাবালগ দ্বয়ের মেনেজার নিম নারায়ণ রায় ও স্বয়ং রাণী স্বর্ণময়ি দেব্যা (দ্বিতীয়) মহারাণী সরৎসুন্দরী দেব্যা মাতা কুমার যোতীন্দ্র নারায়ণ রায় নাবালগ।	৭৭৬৸০	সমুদয় মহাল নিলাম হইবেক।

H MOSLEY, *Offg Collector*

[*Gov e rnment Gazette, 9th August* 1881]

জেলা রাজসাহি।

কালেক্টরী বাকী খাজানার বিজ্ঞাপন পাঠ।

ইহাদ্বার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে অত্র জেলার মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল ১৮৮১ সালের লাগাএত কিস্তী মেটর প্রাপ্ত বাকী মালগুজারি এবং অন্য দাওয়া চলিত আইন ও আক্ট অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মে তাবেক সন ১২৮৮ সালের ২৮ ভাদ্র সোমবার অত্র কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলাম করা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজী তারিখ ২৯ জুলাই।

(তপসীল)

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদরজমা।	যে রাজস্ব বাকির জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১৮১	তরফ রাজারামপুর কালীগঞ্জ পং মাহামুদপুর।	সৈয়দ মহাম্মদ এহিয়া সৈয়দ মাহাম্মদ মুছা সৈয়দ আতাওর রহমান সৈয়দা বিবি দীনবন্ধু সান্যাল কাশীচন্দ্র তালুকদার শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজরপক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম নাবালগ	খাজানা ৩২৮৩৸৶ পোলীস ৩৩৴ ৩৩৫৸৶		হিসাব পৃথক করা অংশ বাদে এজমালী অংশ নিলাম হইবেক।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।			
		বিশেষ নং ১ সৈয়দ মহাম্মদ এহিয়া	খাজানা ৩৬৪৸০ পোলীস ৩৸৶ ৩৬৮৸৶		
		বিশেষ নং ২ সৈয়দ মাহাদ মুছা	খাজানা ৩৮৪৸০ পোলীস ৩৸৶ ৩৬৮৸৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমাল অংশ নিলাম হইবেক। সৈয়দ আতাওর রহমান সৈয়দা বিবি দীনবন্ধু সান্যাল কাশীচন্দ্র তালুকদার ও শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম।	খাজানা ২৫৫৩৷৶ পোলীস ২৫৸৶ ২৫৭৮৷৴	৩৯।৴ ২৸৶	
১৯৯	ডুগবোল পরগনে বহাট।	দৈবকীনন্দন ও ব্রজ দয়াল ও ও কমলাকান্ত ও রাধামাধব সেন ও আহ্লাদমণী গুপ্তা।	খাজানা ৫৯৩৷/০ পোলীস ৩৶	৬৪৷৶	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২৩০	ডিহি ধোনকোড়া পং তেগাছা।	হেফাজতুল্লা চৌধুরী কেরামতুল্লা চৌধুরী বিবি উম্মত ফতেমা সৈয়দ মাহাম্মদ হোসেন আতাহর হোসেন বিবি আবেদন্নেছা বিবি আছমতন্নেছা ও বিবি অছিফতন্নেছা বঅলী সৈয়দ সাহা আবদুল্লা রোহিণীনন্দন দৈবকীনন্দন সেন যদুনন্দন সেন কৃপাময়ী দেব্যা হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর রায় রাণী মনমোহিনী দেব্যা জগদম্বা গুপ্তা মধুমতী গুপ্ত সারদাসুন্দরী দেব্যা কালীকমল মৈত্র তারকেশ্বর রায় হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে শশী শিখরেশ্বর রায় নাবালগ বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে স্বর্ণময়ী দেব্যা হেরাজতুল্লা চৌধুরী।	খাজানা ৪৫৫৮৷৶ পোলীস ১৸৶ ৪৫৬৮৸৴০		হিসাব পৃথক করা অংশ বাদে এজমালী অংশ নিলাম হইবেক।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে রাজস্ব বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৫৯ সনের ১ আইনমত পৃথক হিসাব বিশেষ ন˴ ১ কৃপাময়ী দেব্যা—	খাজানা ৩৮০।০ পোলীস ৸৶		
			৩৮১৶		
		বিশেষ ন˴ ২ যদুনন্দন সেন দিগর	খাজানা ১৬৭৲ পোলীস ।৶		
			১৮৭।৶		
		বিশেষ নং ৩ হেফাজতুল্লা চৌধুরী	খাজানা ৭৯১।০ পোলীস ১৸০		
			৭৯৩		
		বিশেষ নং ৪ হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে শশী শিখরেশ্বর রায় নাবালগ—	খাজানা ৩১৮৸৴ পোলীস ৸০		
			৩২০।।৴		
		বিশেষ নং ৫ কালীকমল মৈত্র—	খাজানা ২ ৮৸৶ পোলীস ।।৵০		
			২১৯।।৴		
		বিশেষ ন˴ ৬ কেবামতুল্লা চৌধুরী	খাজানা ৭ ৩।।৴ পোলীস ১।।৴		
			৭০৫৵		
			২৫৮৬৸৵		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী আ˴শ নিলাম হইবেক বিবি উম্মত ফতেমা সৈয়দ মাহাম্মদ হোসেন আতাহার হোসেন বিবি আবেদত ন্নেছা বিবি আছমত ন্নেছা ও বিবি অছিফত ন্নেছার অলী সৈয়দ সাহা আবদুল্লা হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর রায় রাণী মনমোহিনী দেব্যা জগদম্বা গুপ্তা মধুমতী গুপ্তা সারদাসুন্দরী দেব্যা তারকেশ্বর রায় বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে স্বর্ণময়ী দেব্যা হেরাছতুল্লা চৌধুরী—	খাজানা ৯৭৭।৵ পোলীস ৪।।৵	১৮৮৬ ০	

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে রাজস্ব বাকির জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ
২৫৬	ডিহি ছাতি পং গোবিন্দপুর।	নবীনকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে রাণী শুভদ্রা কুমারি সাহেবা যাদব চন্দ্র বাগচী রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর নন্দলাল ট্রষ্টী পক্ষে ব্রজনাথ রায় গোবিন্দনাথ সেন স্বয়ং অধ্যক্ষ পক্ষে গুরুপ্রসাদ সেন বামাসুন্দরী দাস্যা ইচ্ছাময়ী দাস্যা ট্রষ্টী পক্ষে ভুবনেশ্বরী দাস্যা শুকদাস চৌধুরি কালীনাথ চৌধুরি।	খাজানা ৬৭৪৮৷৶ পোলীস ১৪৲		
			৬৭৭২॥৶		
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।	০		
		বিশেষ নং ১ নন্দলাল রায় ট্রষ্টী পক্ষে ব্রজনাথ রায়।	খাজানা ৭৮২৸৶ পোলীস ৩৲		
			৭৮৫৸৶		
		বিশেষ নং ২ রাণী শুভদ্রা কুমারি সাহেবা।	খাজানা ৩১৩৩।০ পোলীস ১০৶		
			৩১৪৩॥৶		
		বিশেষ নং ৩ গোবিন্দনাথ সেন দিগর।	খাজানা ৩৯ ॥০ পোলীস ॥		
			৩৯৩৲		
		বিশেষ নং ৪ বামাসুন্দরী দাস্যা	খাজানা ২৪২৸৶ পোলীস ৸৶		
			২৪৩৩৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবেক যাদব চন্দ্র বাগচী রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর ইচ্ছাময়ী দাস্যা ট্রষ্টী পক্ষে ভুবনেশ্বরী দাস্যা শুকদাস চৌধুরী কালীনাথ চৌধুরী।	খাজানা ২১০৭৸৶ পোলীস ৮।৶	৮৪॥০ ০	
২৯৬	পং বোনগাঁও জায়গীর।	করমচাঁদ বাবু স্বয় ও অন্য পক্ষে রাখাল দুগড় নাবালগ দীনবন্ধু সান্ন্যাল শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে সৈয়দ আবদুল হলাম সৈয়দ মাহম্মদ মুসা সৈয়দ মাহম্মদ এহি সৈয়দা বিবি আনন্দমোহন মৈত্র।	খাজানা ১১৩৫৪৶০ পোলীস ১১ ৶০		
			১৪৬৮।০		

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ও মালিক।	সদর জমা।	যে রাজস্ব বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৫৯ সালের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।			
		বিশেষ নং ১ সৈয়দ মহম্মদ মুসা	খাজানা ১২৬১॥৴০ পোলীস ১৭॥৶০		
		বিশেষ নং ২ সৈয়দ মাহম্মদ এছিয়া।	১২৭৪।০ খাজানা ২৬॥৴ পোলীস ২।৶০		
		বিশেষ নং ৩ সৈয়দ আবদুল ছেলাম।	২৭৪।০ খাজানা ৪৩৮৫৷৵০ পোলাস ৪৪৵০		
		বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ দুগড় অলী অধ্যক্ষ পক্ষে বাখালচাঁদ দুগড় নাবালগ।	৪৪৩৲ খাজানা ১৩৭।৶ পোলীস ৩।৴০		
		বিশেষ নং ৫ আনন্দমোহন মৈত্র দীনবন্ধু সান্যাল।	৩৩৭৲ খাজানা ১৫১২৸৶ পোলীস ১৫।০		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবেক।	৯৮৭৩॥৶০		
		সৈয়দাবিবি ও করমচাঁদ বাবু	খাজানা ৬॥০ পোলীস ১৬৴	২৲২৶০ ৩৸৶০	

I H RUDDOCK *Offg Collector*

কালেক্টরি জেলা বগুড়া।
বাকী খাজানার জ্ঞাপন পত্রের পাঠ।

ইস্তাহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা বগুড়ার মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং এক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখ ঐ জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ৮৮১। ২৭ জুলাই।

অত্র কালেক্টরির তৌজীর ৮৬৩। ২৬০ নং মহাল পরগনে ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত লাট গোবিন্দপুর যাহা ৬৭৬৯॥৶১ পাই সদর জমায় জমিদারী লিখা যায় তাহার মধ্যে যাহা যাহা নিলাম হইবে তাহার বিস্তারিত নিম্নে দৃষ্ট হইবে।

মহালের নাম ও নম্বর	মালিকের নাম।	সদর জমা	বাকী	কৈফিয়ৎ।
নং ৮৬৩। ৬ পরগনে ঘোড়াঘাট লাট গোবিন্দপুর।	মথুরাকান্ত ঘোষ ম্যানেজার পক্ষে জয়কান্ত ঘোষ।	১৫৩১।৶৮	৫৯৴৮	১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারা মত এই অংশের হিসাব পৃথক আছে।
ঐ	গোপীকান্ত ঘোষ	১৫৩৯।৶৮	৫৭৷৴১১	ঐ
ঐ	ব্রজসুন্দরী চৌধুরাণী হরিসুন্দরী চৌধুরাণী।	২৭৫৮৶১০	৮৪৸৴০	হিসাব পৃথক হওয়া অংশ সকল বাদে এই অবশিষ্ট অংশ।

BOGRA COLLECTORATE, The 29th July 1881 } H G SHARP, *Offg Collector*

[*Government Gazette, 9th August* 1881]

NOTICE is hereby given, under Section 6, Act XI of 1859, that the undermentioned estate in the district of Furreedpore will be put up to public and unreserved sale at the Collector's Office of that district on the 29th August 1881 corresponding with 14th Bhadra 1288 B S, for arrears of revenue and other demands which, by the Regulations and Acts in force are directed to be realized in the same manner as arrears of revenue due on 28th January 1881

Number on the towji	Name of estate and pergunnah	Names of recorded proprietors	Government revenue	Amount of arrear due
			Rs	Rs
369	Char Bhadrasan pergunnah Char Mukundi	Shameshor Sikdar Modhu Sudan Choudhar and others	4 834	1 817

FURREEDPORE COLLECTORATE *the 16th July* 1881 J E B JEFFRY, *Offg Collector*

জিলা ফরীদপুর।

এস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারায় জানান যাইতেছে ৮৫৯। ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা ফরীদপুরের মধ্যবর্ত্তী নীচের লিখিত মহাল ১৮৮১ সনের ২৯ আগষ্ট মোতাবেক ১২৮৮ সনের ১৪ ভাদ্র সোমবার এজিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি ১৮৮১। তারিখ ৯ জুলাই।

প্রথম শ্রেণী ও এস্তমুরারি জমাধার্য্য হওয়ার মহাল।

তৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা ও মালীকের নাম।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।
৩৬৯ নং	পরগনে চর মুকন্দীয়া অন্তর্গত চর ভদ্রাসনের হিস্যা স্বতন্ত্রের অংশীদার অটলচন্দ্র ভূমক ও সোমেশ্বর শীকদার দিগরের হিস্যা ।। আনা ১৮৮১ সনের সাং জানুয়ারির বাকী খাজানার নিলামে কেহ না ডাকায় ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ১৪ ধারামতে বক্রী।। আনার অংশীদার মধুসূদন চৌধুরী প্রভৃতির নামে নুটিস জারী হওয়া সত্ত্বেও তাহারা নিয়মিত কালমধ্যে সমুদয় বাকী দাখিল করিয়া ক্রয় না করায় সম্পূর্ণ মহাল নিলামের বিষয়।	সদর জমা। ৪৭৮৮ রোড কণ্ড। ৯৬ ৪৮৮ ৪	ইং কিস্তি জানুয়ারি সাং মুল ১৮৮১ খাজানা ১৭৯৩ রোড কণ্ড ২৪ ১৮১৭

J E B JEFFRY *Offg Collector*

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে জেলা ঢাকার অধীন মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সংলগ্ন ধলেশ্বরী নদীর তীরে যে প্রতি বৎসর বিখ্যাত কার্ত্তিক বারুণীর মেলা হইয়া থাকে তাহা ইংরাজি ৮৮১ সনের ৫ই নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ২১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভঙ্গ হইবেক বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি।

C C STEVENS,
জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

Rates of Subscription to the Bengali Government Gazette

FROM 1ST JANUARY 1872

Payable in advance

For one year, without postage	Rs	10	0	0
Ditto with postage	„	12	8	0

When postage stamps are remitted in payment of subscription, one anna in the Rupee should be added for discount

৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার।

ডাকমাসুল বিনা এক বৎসরের	১০৲
ডাকমাসুল যুক্ত ঐ	১২।।০

ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠান গেলে টাকা প্রতি এক আনা মূল্যের একং খান ডাকের টিকিট ডিস্কৌণ্ট দিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

[*Government Gazette, 9th August* 1881]

NOTICE

In continuation of notice dated the 20th November 1877 intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription for the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied or advertisement notice &c inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

NOTE — *Rate for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

	Rs
Full page per issue	20
Half	10

Casual advertisements —4 annas per line

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গল গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া হইবে না ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের বিজ্ঞাপনপত্রানুসারে এই নিয়মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তাহাদিগকে নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের একৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কোণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী।

দ্রষ্টব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই–

	টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা	[illegible]
মধ্যে২ ইশ্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক২ পংক্তি	[illegible]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত এডওয়ার্ড বিদ্লুহম সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 7193—710 ৭৮৭১

Numb. 2194 ২১৯৪

[REGISTERED NO 30.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 16, 1881.

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART I

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

DEPARTMENT OF REVENUE, AND AGRICULTURE

NOTIFICATIONS —GENERAL

Simla, the 1st August 1881

No 35*A* —Mr C L Tupper, c s, and Mr E C Buck, c s, respectively made over and received charge of the office of Secretary to the Government of India in the Revenue and [illegible]ltural Department on the forenoon of the 1st instant

[illegible]—Mr C J Lyall at present Officiating as Secretary to the Chief Commissioner [illegible] is appointed to be Under Secretary to the Government of India in the Reven[illegible]ricultural Department, with effect from the 6th ultimo

[illegible]Tupper is appointed to officiate as Under Secretary to the Government of India [illegible]evenue and Agricultural Department during the absence of Mr C J Lyall, or until [illegible] orders, with effect from the forenoon of the 1st instant

F C BUCK,

Offg. Secy to the Govt of India

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATION —POLITICAL

Simla, the 4th August 1881

No 221 *G P* —Subject to the confirmation of Her Majesty's Government, His Excellency the Viceroy and Governor General in Council is pleased to recognise the appointment of Mr Henry Beer as in charge of the Vice Consulate for Portugal at Calcutta

A C LYALL,

Secy to the Government of India

রাজস্ব ও কৃষিকার্য্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন —সাধারণ।

সিমলা ১৮৮১সাল ১ আগষ্ট।

৩৫A নম্বর।—শ্রীযুত সি, এল টপর সাহেব, সি, এস ও শ্রীযুত ই, সি, বক সাহেব, সি, এস পরস্পর ক্রমান্বয়ে এই মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বাহ্ণে রাজস্ব ও কৃষিকার্য্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর কর্ম্মের ভার অর্পণ ও গ্রহণ করিলেন।

৩৫B নম্বর।—আসামের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের সেক্রেটরীস্বরূপ সম্প্রতি কর্ম্মকারি শ্রীযুত জে, সি লায়ল সাহেব, গত মাসের ৬ তারিখ অবধি রাজস্ব ও কৃষিকার্য্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত সি, জে, লায়ল সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, [illegible] সি, এল, টপর সাহেব এই মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বাহ্ণ অবধি রাজস্ব ও কৃষিকার্য্য সম্পর্কীয় কার্য্য[illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ই, সি, বক্,

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

ফরিণ্ ডিপার্টমেণ্ট

বিজ্ঞাপন—পোলিটিকাল।

সিমলা ১৮৮১ সাল ৪ আগষ্ট।

২২১ G P নম্বর।—মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত মহিমবর শ্রীযুত রাজ প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল সাহেব শ্রীশ্রীমতীর গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় পর্টুগালের পক্ষে কলিকাতায় বৈস কন্সলেটের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে শ্রীযুক্ত হেনরি বীর সাহেবের নিয়োগ স্বীকার করিলেন।

এ, সি, লায়ল,

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[*Government Gazette*, 16*th August* 1881]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট
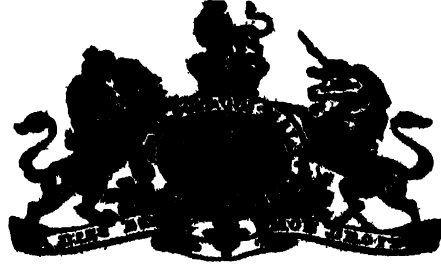
TUESDAY, AUGUST 16, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট ।

PART II

olutions Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নিদ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL

No 3340A.

General —*The 3rd August* 1881 —The following officers are appointed to act, until further orders as Joint-Magistrates and Deputy Collectors of the First Grade, with effect from the dates mentioned opposite their names —

Mr R Carstairs	from the 16th ultimo
„ J Kennedy	from the 21st ultimo
„ B Dé	

The following officers are appointed to act until further orders as Joint-Magistrates and Deputy Collectors of the Second Grade, with effect from the dates mentioned opposite their names —

Mr F A Slack	from the 3rd ultimo
„ E B Harris	from the 16th ultimo
„ G K Lyon	from the 20th ultimo
„ O T Barrow	from the 21st ultimo
„ T L L Jenkins	

The 4th August 1881 —Baboo Mohim Chunder Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector, Naraingunge, Dacca, is transferred to Backergunge, and is appointed to have charge of the Dakhin Shabazpore division of that district

Baboo Sree Nath Bhudder, Deputy Magistrate and Deputy Collector Dakhin Shabazpore, Backergunge, is transferred to Dacca and is posted to Naraingunge in that district

Baboo Otool Chunder Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is transferred to Mymensingh, and is appointed to have charge of the Atia division of that district

Moulvie Mahomed, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Atia, Mymensingh, is appointed to have charge of the Kissoregunge division of that district

Baboo Khetter Gopal Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector Kissoregunge, Mymensingh, is transferred to the Sudder Station of that district

The 5th August 1881 —Baboo Petumber Banerjee, Sub Deputy Collector, Backergunge, is allowed leave for two months, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code

Baboo Bhugwan Chunder Bose is appointed to act as Sub Deputy Collector, Backergunge, during the absence, on leave of Baboo Petumber Banerjee, or until further orders

Baboo Juggo Mohun Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector of Cuttack, is transferred to Balasore and is posted to the Sudder Station of that district

Mr G E Porter District and Sessions Judge Gya, is allowed leave for three months under Section 72 Rule 2 and Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code

The 6th August 1881 —Baboo Bhobotosh Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector 24 Pergunnahs is allowed leave for two months under Section 71 Chapter V, of the Civil Leave Code with effect from the 11th July last

Baboo Rojoni Coomar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Chandpore, Tipperah is allowed leave for three months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

Baboo Rutton Lall Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector, Rungpore on leave, is transferred to Tipperah and is appointed to have charge of the Chandpore division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Rojoni Coomar Dutt, or until further orders

Baboo Poorno Chunder Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector, Rajshahye, is allowed leave for three months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved

[*Government Gazette*, *16th August* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞা।

৩৩৪০ এ অক্টোবর।

সাধারণ।—১৮৮১ সাল ৩ আগস্ট।—নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা আপনং নামের পার্শ্বলিখিত তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় প্রথম শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত আর কষ্টে বর্স সাহেব, গত মাসের ১৬ তারিখ অবধি।
,, জে, কেনেডি সাহেব, }
,, বি ডে সাহেব, } গত মাসের ২১ তারিখ অবধি।

নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা আপনং নামের পার্শ্বলিখিত তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এফ এ স্লাক সাহেব গত মাসের ৩ তারিখ অবধি।
,, ই, বি হারিস সাহেব গত মাসের ১৬ তারিখ অবধি।
,, জি, কে লিয়ন সাহেব গত মাসের ২০ তারিখ অবধি।
,, এ, টি বারো সাহেব }
,, টি এল এল জেনকিন্স সাহেব } গত মাসের ২১ তারিখ অবধি।

১৮৮১ সাল ৪ আগস্ট।—ঢাকার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ বাকরগঞ্জে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত দক্ষিণসাবাজপুর মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত দক্ষিণসাবাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চন্দ্র ঢাকায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ময়মনসিংহে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত আটিয়া মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত আটিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মোলবী মহম্মদ উক্ত জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার কার্য্যে ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রগোপাল রায় উক্ত জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৫ আগস্ট।—বাকরগঞ্জের সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু বাকরগঞ্জের সব ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগন্মোহন রায় বালেশ্বরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

গয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত জি হ পোটর সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৫ ধারার ২ প্রকরণ এবং ৭ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

৮৮ সাল ৬ আগস্ট।—২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারামতে গত জুলাই মাসের ১ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত চাঁদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রজনীকুমার দত্ত যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারাপণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু রজনীকুমার দত্তের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ছুটীপ্রাপ্ত রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রতনলাল ঘোষ ত্রিপুরায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত চাঁদপুর মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন

রাজশাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ১১ আগস্ট।]

Baboo Ashootosh Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pubna, is transferred to Rajshahye and is posted to the Sudder Station of that district, during the absence, on leave of Baboo Poorno Chunder Ghose or until further orders

Baboo Mohini Mohun Chuckerbutty, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Bhubooah division of the Shahabad district is allowed leave for three months, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved

Moulvie Zakir Hossein, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun on leave is transferred to Shahabad and is appointed to have charge of the Bhubooah division of thats district during the absence on leave of Baboo Mohini Mohun Chuckerbutty, or until further orders

The 8th August 1881 —Mr G K Lyon, Assistant Magistrate and Collector Gopal gunge, Sarun is also appointed to have charge of the Sewan division of that district during the absence on deputation of Mr H M Tobin or until further orders

Moulvie Azhurul Huq Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is transferred temporarily to Sewan in that district

The 9th August 1881 —Baboo Girish Chunder Sircar is reappointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the First Grade at Nattore in Rajshahye with effect from the 12th April last, the date on which he was relieved of his appointment as an Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector

Baboo Sita Nath Mookerjee is reappointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the Second Grade at Dinagepore with effect from the 12th April last

Mr F W J Rees, District and Sessions Judge of Noakholly is appointed to act, until further orders in the First Grade of District and Sessions Judge with effect from the 22nd ultimo *vice* Mr L B B King

Mr W Fiddian, Officiating Magistrate and Collector of Midnapore is appointed to act until further orders in the Second Grade of Magistrates and Collectors with effect from the 26th ultimo *vice* Mr T F Coxhead

Mr R M Towers District and Sessions Judge of Tipperah, is appointed to act until further orders in the First Grade of District and Sessions Judges with effect from the 24th ultimo *vice* Mr F H McLaughlin

Mr J C Veasey Officiating Magistrate and Collector Backergunge having resumed charge of his duties on the afternoon of the 1st instant the unexpired portion of the leave granted to him under the order of the 9th ultimo is cancelled

Baboo Denonath Dev Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Bankoora is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870, in that district

Baboo Behary Lall Mookerjee is appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the Second Grade for employment on settlement work in the district of [illegible]goree

Mr J Kennedy Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Chittagong having rejoined his appointment on the afternoon of the 18th ultimo the unexpired portion of the leave granted to him under the order of the 6th May last is cancelled

POLICE —*The 6th August* 1881 —Mr C E Gouldsbury Assistant Superintendent of Police in charge of the District Police of Darjeeling is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 24th instant or any subsequent date on which he may avail himself of it

Mr C S Murray, Officiating Assistant Superintendent of Police Sonthal Pergunnahs is appointed to have charge of the District Police of Darjeeling during the absence, on leave of Mr C E Gouldsbury or until further orders

REGISTRATION —*The 8th August* 1881 —Baboo Juggut Chunder Gangooly, Special Sub Registrar, Chittagong is allowed leave for two months, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 6th ultimo

[*Government Gazette, 16th August* 1881]

শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত রাজশাহীতে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভুবুয়া মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তীর ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছুটীপ্রাপ্ত সারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী আকবর হুসেন, শাহাবাদে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত ভুবুয়া মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।—রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত এচ এম টবিন্‌ সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সারণের অন্তর্গত গোপালগঞ্জের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জি কে, গিবন সাহেব, সেই জিলার অন্তর্গত সেওয়ান মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

সারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী আব্দুলহক্‌ কিয়ৎকালের নিমিত্তে সেই জিলার অন্তর্গত সেওয়ানে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।—শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র সরকার গত আপ্রিল মাসের ১২ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের জন্যে রাজশাহীর অন্তর্গত নাটোরে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন উক্ত তারিখে তিনি স্বীয় একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করেন।

শ্রীযুত বাবু সীতানাথ মুখোপাধ্যায় গত আপ্রিল মাসের ১২ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের নিমিত্তে দিনাজপুরে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এল বি বি কি সাহেবের পরিবর্ত্তে, নওয়াখালীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত এফ ডবলিউ জে বীস সাহেব গত মাসের ২২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত টি ই কক্সহেড সাহেবের পরিবর্ত্তে মেদিনীপুরের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ কিড়িয়ান সাহেব গত মাসের ২৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এফ এচ, মাকলখলিন সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত আর এম টৌয়ার্স সাহেব গত মাসের ২৪ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বাকরগঞ্জের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জে সি বীস সাহেব এই মাসের তারিখের অপরাহ্নে আপন কার্য্যের ভার পুনর্গ্রহণ করাতে গত মাসের ৯ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তাহার অবশিষ্টাংশ রহিত করা গেল।

বাঁকুড়ার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দীননাথ দে উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ৩ ৎ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু শিববাসাল মুখোপাধ্যায় জলপাইগুড়ি জিলার বন্দোবস্তী কার্য্যে নিযুক্ত হওনার জন্যে কিয়ৎকালের নিমিত্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের একটিং জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে কেনেডি সাহেব গত মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্নে আপন কর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করাতে গত মাসের ৬ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তাহার অবশিষ্টাংশ রহিত করা গেল।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৬ আগষ্ট।—দার্জিলিঙ্গের ডিষ্ট্রিক্ট পোলীসের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত সি ই গুলসবরি সাহেব এই মাসের ২৪ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত সি ই গুলসবরি সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় সাঁওতাল পরগনার পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত সি এস মরে সাহেব দার্জিলিঙ্গের ডিষ্ট্রিক্ট পোলীসের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টরী করণবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।—চট্টগ্রামের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত বাবু জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারামতে মাসের ৬ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ আগষ্ট।]

The 8th August 1881 —Moulvie Ikram Rusool, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Chittagong is appointed to act also as Sub-Registrar of Chittagong, during the absence, on leave of Baboo Juggut Chunder Gangooly or until further orders

EDUCATION —*The 9th August* 1881 —Baboo Prosonno Koomar Chatterjee, M A, Head Master Motihari Zillah School is appointed to be a Member of and Secretary to, the District School Committee of Chumparun, *vice* Baboo Suresh Chunder Kaviraj

MEDICAL —*The 5th August* 1881 —Surgeon J C Smith 16th Regiment Native Infantry, at Bhagulpore acted as Civil Surgeon of that district in addition to his own duties, from the afternoon of the 14th to the afternoon of the 21st May last

The 9th August 1881 —Assistant Surgeon Troilokya Nath Maitra, a Supernumerary at the Presidency is allowed leave for nine months, under Section 16, Chapter II of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it

Dr V Richards Civil Medical Officer Kooshtea and Goalundo, reported his arrival in India on the 17th ultimo

JAILS —*The 5th August* 1881 —Mr H H Watson Personal Assistant to the Inspector General of Jails having resumed charge of his duties on the 27th ultimo the unexpired portion of the leave granted to him under the order of the 5th May last, is cancelled

MUNICIPAL —*The 5th August* 1881 —Synd Baker Hossein is reappointed to be a Commissioner of the Mozufferpore Municipality

ROAD CESS —*The 6th August* 1881 —Baboo Bhoobun Mohun Raha, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be Vice Chairman of the District Road Cess Committee of Beerbhoom

The 9th August 1881 —The following gentlemen are appointed to be Members of the District Road Cess Committee of Darjeeling—

Mr D Norton Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector Kurseong
„ H C Bell of Narbong
„ L Damell of Singell
Mr R Harrison of Chongtong
„ C G Reid of Murman

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 1st August 1881 —The following medical men are appointed under Section 5 of Act XV of 1881 (the Indian Factories Act) to be certifying Surgeons within the jurisdictions mentioned —

(1) The Civil Surgeon of Serampore within that jurisdiction
(2) The Civil Surgeon of Howrah within the Sudder sub division of that district
(3) Dr Grish Chunder Gupta v i c within the Moheshrakha sub division of the Howrah district

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 2nd August 1881 —The following arrangements are made for the conduct of the duties of certifying Surgeon under Act XV of 1881 (the Factory Act) in the district of the 24 Pergunnahs—

For Thana Nuhatty the Civil Surgeon of Hooghly
For Boranagore the Officer in charge of the Northern Suburban Hospital
For the rest of the district until further orders the Civil Surgeon

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette*, *16th August* 1881]

১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।—শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী ইক্রাম রসুল চট্টগ্রামের সব রেজিষ্ট্রারের কর্ম্ম করিতেও নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।—শ্রীযুত বাবু সুরেশচন্দ্র কবিরাজের পরিবর্ত্তে মতিহারী জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ চাম্পারণ জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বর ও সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসাবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৫ আগষ্ট।—ভাগলপুরস্থ ১৬ স থাক দেশীয় পদাতিক পল্টনের সর্জন শ্রীযুত জে, সি, স্মিথ সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত গত ম মাসের ৪ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি ২১ তারিখের অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত উক্ত জিলার সিবিল চিকিৎসকের কর্ম্ম করিয়াছেন।

১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টাট সর্জন শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ মৈত্র যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ২ অধ্যায়ের ১৬ ধারামতে নয় মাসের ছুটী পাইলেন।

কুষ্টা ও গোয়ালন্দের সিবিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত বি, রিচার্ডস সাহেব গত মাসের ৭ তারিখে ভারতবর্ষে পঁহুছিয়াছেন বলিয়া রিপোর্ট করেন।

জেল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৫ আগষ্ট।—জেল সমূহের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের স্বকীয় আসিষ্টান্ট শ্রীযুত এচ এচ ওয়াটসন সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখে আপন কর্ম্মের ভার পুন গ্রহণ করাতে গত মে মাসের ৫ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তাহার অবশিষ্টাংশ রহিত হয় গেল।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৫ আগষ্ট।—শ্রীযুত সৈয়দ বেকর হুসেন মজফরপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৬ আগষ্ট।—ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন রায় বীরভূম জিলার পথকর কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দার্জ্জিলিঙ্গ জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

কর্সিয়ঙ্গের একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডি নর্টন সাহেব।

পার্ব্বোঙ্গের শ্রীযুত এচ সি বেল সাহেব।	চোঙ্গটোঙ্গের শ্রীযুত আর হারিসন সাহেব।
সিঞ্জেলের শ্রীযুত এল ডানিয়েল সাহেব।	মম্মাগের শ্রীযুত সি, জি রীড সাহেব।

হরেস এ কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত চিকিৎসকেরা ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ৮৮১ সালের ১৫ আইনের ৫ ধারামতে উল্লিখিত এলাকার মধ্যে সর্টিফিকট দেওয়ার সর্জনের পদে নিযুক্ত হইলেন।

(১) শ্রীরামপুরের সিবিল চিকিৎসক সেই এলাকার মধ্যে।

(২) হাবড়ার সিবিল চিকিৎসক উক্ত জিলার সদর মহকুমার মধ্যে।

(৩) ডাক্তর শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র গুপ্ত বি এল এস হাবড়া জিলার অন্তর্গত মহেশরেখা মহকুমার মধ্যে।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২ আগষ্ট।—২৪ পরগনা জিলায় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের ১৫ আইনমতে সর্টিফিকট দিবার সর্জনদের কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত নিয়ম করা গেল।

হুগলীর সিবিল চিকিৎসক নৈহাটী থানায়।

উত্তর শাখানগরের হাঁস্পাতালের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত কার্য্যকারক বরাহনগরে।

যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় সিবিল সর্জন সাহেব জিলার অবশিষ্ট স্থানে।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৬ আগষ্ট।]

NOTIFICATION

The 4th August 1881 —The Lieutenant Governor is pleased to notify that, in accordance with the new classification of Conservators and Deputy Conservators of Forests, introduced by the Government of India in the Home Department, in its Circular Resolution No 6[illegible] dated the 1st April 1881 the following changes in the nominal position of officers serving in Bengal have been made with effect from that date —

Mr J S Gamble M A Officiating Conservator of Forests of the Fourth Grade to be Officiating Conservator of Forests of the Third Grade

Mr G W Strettell Deputy Conservator of Forests of the Second Grade to be a Deputy Conservator of Forests of the First Grade

Mr H H Davi[illegible] Deputy Conservator of Forests of the Third Grade to be a Deputy Conservator of Forests of the Second Grade

Mr J S Gamble M A Deputy Conservator of Forests of the Third Grade to be a Deputy Conservator of Forests of the Second Grade

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 5th August 1881 —The following rule made by the Government of Bengal under Section 55 of the Indian Stamp Act I of 1879 in supersession of Rule XVIII of the rules issued in the Notification of the 25th April 1881 in Part I of the *Calcutta Gazette* of the 27th idem is hereby published for general information —

When a stamp vendor is unable to furnish a single stamp of the value required for any instrument the number of stamps furnished shall be the smallest number which he can supply so as to make up the required amount and in each such case the stamp vendor must certify truly (1) that he is unable to furnish a single stamp of the required amount and (2) that the number of sheets furnished is the smallest number he can supply so as to make up the required amount

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 1st August 1881 —It is hereby notified under Section 19 of the Indian Forest Act (Act VII of 1878) that the following tracts of land in the Darjeeling district which it was proposed in a Notification of the 28th July 1878 published at page 840 of the *Calcutta Gazette* of the 7th August 1878 to constitute Reserved Forests under the names of the Ne[illegible] Block and Nar[illegible] respectively shall from the 1st September next be Reserved Forests under the said Act —

District	Subdivision	Name of Forest	Boundaries
Darjeeling	Dumsong	Ne[illegible]	*North and East*—The Bhotan Frontier then a demarcated line running from the Chocthu Chu across the Re[illegible] Chu Tipling Chu and the Chu Chu to the Jal Chu then the Jal Chu to its junction with the Roo[illegible] Chu. *South and West*—A succession of ridges running from the [illegible] Mamcha [illegible] Sitha La Re Chu La to the Bhotan Frontier
Ditto	Ditto	Nar[illegible]	*North*—The Sikkim Frontier. *East*—A ridge running from Re[illegible] hu La to Satha La then to [illegible] Lat Tempo [illegible] and south to a demarcated line running south to the Jalpaiguri boundary. *South*—A demarcated line forming the boundary between the Darjeeling and Jalpaiguri districts to the Nar Chu. *West*—The Sikkim [illegible] Reserved Forests then the ridge passing through Lark[illegible] to the Sikkim Frontier

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette* 16th *August* 1881]

NOTIFICATION

The 1st August 1881 —It is hereby notified under Section 19 of the Indian Forest Act (Act VII of 1878) that the following tracts of land in the Darjeeling district, comprising part of the forests which it was proposed in a Notification of the 28th July 1878, published at page 810 of the *Calcutta Gazette* of the 7th August 1878 to constitute Reserved Forests, shall from the 1st September next be Reserved Forests under the said Act —

District	Subdivision	Name of Forest	Boundaries
Darjeeling	Dumsing	Suckum	*North* —A ridge running from near Chamaigaon to the Neora river *East* —The Neora river *South* —A demarcated line from the Neora river to the Dalimkote road *West* —Dalimkote road then a demarcated line eastward to the Suckam river up to that river and again westwards to the Daling Chu then the Daling Chu and a demarcated line to near Chamaigaon these boundaries excluding the Gurubathan village lands
Ditto	Ditto	Mo	*North* —The ridge from Thasum La to Nam Cha La *East* —A ridge from Nam Cha La southwards *South* —A demarcated line across the Mo Valley *West* —A ridge northwards to Thasam La

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 1st August 1881 —It is hereby notified under Section 19 of the Indian Forest Act (Act VII of 1878) that the following tract of land in the Darjeeling district which it was proposed in a Notification of the 28th July 1878 published at page 840 of the *Calcutta Gazette* of the 7th August 1878 to constitute a Reserved Forest under the name of the Rushett block shall from the 1st September next be a Reserved Forest under the said Act —

District	Subdivision	Name of Forest	Boundaries
Darjeeling	Dumsing	Rushett	*North* —A demarcated line running from near Turchong along the Rushett Chu Valley and then in a northerly direction to the Sikkim Frontier *East* —The Sikkim Frontier then the Nar Forest Reserve as far as the Tankasar Trigonometrical station *South* —The ridge from the Tankasar Trigonometrical station through Labah to the Kumpung Trigonometrical station *West* —The Kumpung and Maydong Forest Reserves as far as Turchong

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 8th August 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Soory Municipality for a public purpose viz for the burying of night soil and the construction of a latrine in the town of Soory in the village of Soory pergunnah Khatunga zillah Beerbhoom it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less 1 beegha 7 cottahs 7 gundas of standard measurement is required The land is bounded on the north by land of Dinoo Mandal on the east by a footpath along the western bank of Nooree Pakhur on the south by Moochi Pakhur and on the west by land of Kirty Chandra Mookherjee and Syama Das

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette* 16*th August* 1881]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৯ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে দার্জিলিঙ্গ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত যে ভূমিখণ্ড ১৮৭৮ সালের আগষ্ট মাসের ৩ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ৭১৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ৮৭৮ সালের জুলাই মাসের ২৮ তারিখের বিজ্ঞাপনে রক্ষিত বন করিবার প্রস্তাব করা গিয়াছিল তাহা উক্ত আইনমতে আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখ অবধি রক্ষিত বন হইবে।

জিলা।	উপবিভাগ।	বনের নাম।	সীমা।
দার্জিলিঙ্গ	ডুমসঙ্গ	সকম	উত্তর সীমা।—চায়েগাঁর নিকট অবধি মেওরা নদী পর্য্যন্ত গাসি পর্ব্বত শ্রেণী। পূর্ব্ব সীমা।—মেওরা নদী। দক্ষিণ সীমা।—মেওরা নদী অবধি দালিমকোট পথ পর্য্যন্ত চিহ্নিত রেখা। পশ্চিম সীমা।—দালিমকোট পথ পরে পূর্ব্বমুখে সকম নদীর পূর্ব্ব ও ঐ নদী পর্য্যন্ত উজান ও আবার দালিংচু পর্য্যন্ত পশ্চিম মুখে চিহ্নিত রেখা। পরে দালিংচু ও চায়েগাঁর নিকট পর্য্যন্ত চিহ্নিত রেখা গরু বাথান গ্রামের ভূমি এই২ সীমার বাহিরে থাকিল।
ঐ	ডুমসঙ্গ	যো	উত্তর সীমা।—থাসমলা অবধি নামচা লা পর্য্যন্ত পর্ব্বত শ্রেণী। পূর্ব্ব সীমা।—নামচা লা হইতে দক্ষিণ মুখে পর্ব্বত শ্রেণী। দক্ষিণ সীমা।—মে পত্তনার উপর দিয়া চিহ্নিত রেখা। পশ্চিম সীমা। উত্তরমুখে থাসমলা পর্য্যন্ত পর্ব্বত শ্রেণী।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট—ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক ৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৯ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে দার্জিলিঙ্গ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত যে ভূমি খণ্ড ৮৭৮ সালের আগষ্ট মাসের ৩ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ৭ ৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ৮৭৮ সালে জুলাই মাসের ২৮ তারিখের বিজ্ঞাপনে বর্ণিত খণ্ড [illegible] রক্ষিত বন হইবার প্রস্তাব করা গিয়াছিল তাহা উক্ত আইনমতে আগামি সেপ্টেম্বর মাসের [illegible] তারিখ অবধি রক্ষিত বন হইবে।

জিলা।	উপখণ্ড	বনের নাম।	সীমা।
দার্জিলিঙ্গ	ডুমসঙ্গ	রসেট	উত্তর সীমা।—তরচোঙ্গে নিকট হইতে রসেট চু উপত্যকা উপর দিয়া গামি চিহ্নিত রেখা পরে উত্তরমুখে সিকিমের সীমান্ত স্থান পর্য্যন্ত ঐ রেখা। পূর্ব্ব সীমা।—সিকিমের সীমান্ত স্থান পরে পাঙ্কাসোরীর ত্রিকোণমিতি ষ্টেশন পর্য্যন্ত নাব রক্ষিত বন। দক্ষিণ সীমা। পাঙ্কাসারী ত্রিকোণমিত ষ্টেশন হইতে লাব মধ্য দিয়া কম্পাঙ্গ ত্রিকোণমিতি ষ্টেশন পর্য্যন্ত পর্ব্বত শ্রেণী। পশ্চিম সীমা।—তরচোঙ্গ পর্য্যন্ত কম্পাঙ্গ ও ময়দোঙ্গ রক্ষিত বন।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বীরভূম জিলার অন্তর্গত খাটঙ্গা পরগণার শিউড়ী গ্রামে বিচার পুষ্করিণী রক্ষা ও শিউড়ী নগরের পাইপ নল প্রস্তুত করিবার জন্যে শিউড়ী মুন্সিপালটীর অর্থব্যয়ে পবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সম্বাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কম্মিমতে [illegible] অধিক ১। ২ বিঘা পণ্ড পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা [illegible] জমি পূর্ব্ব সীমা জুরি পুকুরের পশ্চিম পাড়ের সমেত [illegible] দক্ষিণ সীমা মুটি [illegible] ও পশ্চিম সীমা। কীর্ত্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ও শ্যাম দাসের জমা।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদের অবগত্যর্থে ৮৭০ সালের [illegible] আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সম্বাদ দেওয়া গেল।

এচ এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৬ আগষ্ট।]

DECLARATION

The 8th August 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Midnapore Municipality for a public purpose viz for the burying of night soil in the villages of Kamararah, Bar Manickpore and Ballavpore in the town of Midnapore zillah Midnapore it is hereby declared that for the above purpose three pieces of land measuring, more or less 24 beeghas are required within the aforesaid villages

The boundaries of the three plots of land are given below—

1 A piece of land in the village of Kamararah measuring more or less 8 beeghas of standard measurement —bounded on the north by Kalu Mirh's lakhiraj land on the west by the bank of the tank belonging to Baboo Gungaram Dutt on the south by the Burdwan road and on the east by the houses belonging to Bodi Teli Nobin Majee and Haru Mundul

2 A piece of land in the village of Bar Manickpore measuring more or less 8 beeghas of standard measurement —bounded on the north by the house of Bhajahari Dass on the west by a tank belonging to Ram Moy Mozoomder and others on the south by land belonging to Jadab Jana and on the east by Dwarkanath Masanta's land

3 A piece of land in the village of Ballavpore measuring more or less 8 beeghas of standard measurement —bounded on the north by a public road leading to Hosnabad on the west by the house of Kalindi Das and bamboo clumps belonging to Hari Ojha on the south by the bank of a tank belonging to Ram Nidhi Kundu and on the east by the lakhiraj land belonging to Notabur Moira

This declaration is made under the provisions of section 6 Act X of 1870, to all whom it may concern

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 8th August 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Midnapore Municipality for a public purpose viz for the construction of a Municipal Police outpost within the town of Midnapore in the village of Ballavpore pergunnah Midnapore zillah Midnapore it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 3 cottahs of standard measurement is required It is bounded on the north by the public road on the west by the land belonging to Shaik Imdadali on the south and east by the land belonging to Ram Nidhi Kundu

This declaration is made, under the provisions of section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT

No 3341 A

The 3rd August 1881 —Baboo Promotho Nath Mookerjee Officiating Subordinate Judge of Beerbhoom is transferred temporarily to Burdwan

The 4th August 1881 —Baboo Kalidas Dutt Second Subordinate Judge Tipperah is allowed leave for three months under Section 72 1 of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may avail himself of it

Baboo Jogesh Chunder Mitter First Moonsif of Alipore 24 Pergunnahs is appointed to act as Second Subordinate Judge of Tipperah during the absence, on leave, of Baboo Kalidas Dutt or until further orders

Baboo Shoshi Bhooshun Chowdry, Additional Moonsif Nemal, Midnapore, is appointed temporarily to be a Moonsif in the district of the 24 Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Alipore *vice* Baboo Jogesh Chunder Mitter, or until further orders

[*Government Gazette, 10th August* 1881]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত মেদিনীপুর নগরের কামারজাড়া, বার মানিকপুর ও বল্লভপুর গ্রামে বিষ্ঠা পুঁতিবার জন্যে মেদিনীপুর মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত কএক গ্রামে ন্যূনাধিক ২৪৲ বিঘা পরিমিত তিন খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত তিন খণ্ড ভূমির সীমা নিম্নভাগে লেখা গেল।

১। কামারাড়া গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৮৲ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমি। তাহার উত্তর সীমা কালু মিঞার লাখেরাজ জমি পশ্চিম সীমা গঙ্গারাম দত্তের পুষ্করিণীর পাড় দক্ষিণ সীমা বন্ধ-মানের পথ ও পূর্ব্ব সীমা বোদি শেখ ও নবীন মাঝি ও চাঁদ মণ্ডলের বাড়ী।

২। বার মানিকপুর গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৮৲ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমি তাহার উত্তর সীমা ভজহরি দাসের বাড়ী পশ্চিম সীমা রমময় মজুমদার প্রভৃতির পুষ্করিণী দক্ষিণ সীমা যাদব জানার জমি, পূর্ব্ব সীমা দ্বারকানাথ মাসন্তের জমি।

৩। বল্লভপুর গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৮৲ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমি তাহার উত্তর সীমা তোসানাবাদে যাইবার রাজপথ পশ্চিম সীমা কালিন্দী দাসের বাটী ও হরি ওঝার বাঁশঝাড় দক্ষিণ সীমা রামনিধি কুণ্ডুর পুষ্করিণীর পাড় ও পূর্ব্ব সীমা নটবর ময়রার লাখেরাজ জমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ, এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮ সাল ৮ আগষ্ট।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত মেদিনীপুর পরগনার বল্লভপুর গ্রামে মেদিনীপুর নগরের মধ্যে মুনিসিপল পোলীস ফাঁড়ি করিবার জন্যে মেদিনী-পুর মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কষ্টি মতে ন্যূনাধিক ৵৩ কাঠা পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রাজপথ পশ্চিম সীমা শেখ মহম্মদ আলের জমি দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমা রামনিধি কুণ্ডুর জমি।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালে আইনের ৬ ধারার বিধান মতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ, এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্ট।

৩৩৪১ A নম্বর।

১৮৮১ সাল ৩ আগষ্ট।—বীরভূমের একটিং সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, কিছু কালের নিমিত্তে বৰ্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৪ আগষ্ট।—ত্রিপুরার দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস দত্ত যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২-১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু কালিদাস দত্তের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ২৪ পরগণার অন্তর্গত আলিপুরের প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র ত্রিপুরার দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্রের পরিবর্ত্তে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় মেদিনীপুরের অন্তর্গত নেমা লর আডিশ্যানল মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শশীভূষণ চৌধুরী কিয়ৎকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামানতঃ আলিপুরে অবস্থাপিত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ৮৮১। ১৬ আগষ্ট।]

Baboo Shoshi Bhooshun Chowdry is vested under section 29 of the Bengal Civil Courts Act VI of 1871 with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such courts up to the value of Rs 50

The 6th August 1881 —Baboo Rutton Lall Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector in charge of the Chandpore division of the Tipperah district is vested with the powers of a Magistrate of the First Class and with the power to try summarily the offences mentioned in Section 222 of the Criminal Procedure Code

Baboo Ashootosh Gupta Deputy Magistrate and Deputy Collector, Rajshahye is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

The 9th August 1881 —Baboo Khudiram Poddar, Officiating Sub-Deputy Collector Bagirhat Jessore is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

Baboo Behary Lal Ghosal Officiating Sub Deputy Collector, Contai Midnapore, is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

Moulvie Ikram Russool Deputy Magistrate and Deputy Collector Chittagong, is vested with the powers of a Magistrate of the First Class

Baboo Nagendra Nath Pal Chowdry Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Moorshedabad is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

Baboo Raj Mohun Das Temporary Sub Deputy Collector Noakholly, is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

Baboo Komul Narain Chuckerbutty Temporary Sub Deputy Collector, Jehanabad Hooghly is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

Baboo Bancy Madhub Mitter First Subordinate Judge Backergunge is allowed leave for two months under Section 72—1 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 23rd proximo

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFS —*The 3rd August* 1881 —Baboo Benode Behary Chowdhry Second Moonsif of Midnapore is allowed leave up to the close of the ensuing Dusserah vacation under Section 12 Chapter X of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 21st May 1881

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 30th July 1881 —In continuation of the Government notification of the 10th August 1880 it is hereby notified under the provisions of Section 15 of Act V of 1861 that in consequence of ill feeling still existing between the adherents of Sree Narain Ghose and Ranaimuddi Meah son-in-law of Gogon Meah at Singkhali and Atinkhali in the Perozepur Sub Division in the District of Backergunge and it being probable that if the Special Police are withdrawn a breach of the peace will take place the Lieutenant Governor sanctions the retention for a further period of six months from the 31st July 1881 of the special force of one Head Constable and four Constables quartered at Singkhali in the Perozepur Sub Division of the District of Backergunge

2 The cost of the force noted below will as before be assessed and levied from the inhabitants of the village in proportion to their respective means —

	Rs	A	P
One Head Constable Third Grade @ Rs 15	15	0	0
Two Constables Second Grade @ Rs 8	16	0	0
Two ditto Third Grade @ Rs 7	14	0	0
Pensionary charge @ annas per rupee	5	10	0
Contingent charges @ 10 %	4	8	0
Head Constable's boat hire @ Rs 8 per month	8	0	0
One Dak Boat	25	0	0
Rupees	88	2	0
or for six months Rupees	528	12	0

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

Government Gazette 10th *August* 1881

NOTIFICATION

The 5th August 1881 —It is hereby notified under the provisions of Section 15 of Act V of 1861 that whereas the village of Anundobash sub division Meherpore in the district of Nuddea is in a disturbed and dangerous state the Lieutenant Governor has sanctioned with effect from the 14th of June 1881 the employment for a period of three months, of a special police force consisting of one Head Constable and eight Constables to be quartered at the abovementioned village of Anundobash

The cost of the force as noted below will be assessed on and levied from the inhabitants of the village by the Magistrate of the district in proportion to their respective means —

1	Head Constable at Rs 15		Rs 15			
1	Constable at	9	9			
2	Ditto at	8	16			
2	Ditto at	7	14			
3	Ditto at	6	18			
—			—	72	0	0
9						
	Contingencies at 10 per 100			7	3	2
	Pensionary charges at 18 2 per rupee			9	0	0
	Clothing allowance of 1 Head Constable and 8 Constables at Rs 4 each per annum			3	0	0
	Per mensem			91	3	
	Or for three months			273	9	6

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

RAILWAY

The 1st August 1881

No 216 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for public purposes viz for the flanking abutments of the flood openings in the village of Kusba Hamidpore zillah Shahabad it is hereby declared that for the above purpose (6) six strips of land are required as follow —

Plot No 1 —Measuring standard 1 beegha 18 cottahs and 16¾ dhoors bounded on the north by railway line, on the south by the land of Chowdree Lyakut Hossain on the west by the land of Chowdree Kisri Sahay and on the east by the land of Chowdree Kisri Sahay

Plot No 2 —Measuring standard 1 beegha 18 cottahs and 16¾ dhoors bounded on the north by railway line on the south by the land of Chowdree Lyakut Hossain on the west by the land of Chowdree Kisri Sahay and on the east by the land of Chowdree Kisri Sahay

Plot No 3 —Measuring standard 1 beegha 18 cottahs and 16¾ dhoors bounded on the north by the land of Chowdree Lyakut Hossain on the south by the railway line on the west by the land of Chowdree Kisri Sahay and on the east by the land of Chowdree Kisri Sahay

Plot No 4 —Measuring standard 1 beegha 18 cottahs and 16¾ dhoors, bounded on the north by the land of Chowdree Lyakut Hossain on the south by railway line on the west by the land of Chowdree Kisri Sahay and on the east by the land of Chowdree Kisri Sahay

Plot No 5 —Measuring standard 10 cottahs and 7½ dhoors bounded on the north by railway line on the south by the land of Chowdree Kisri Sahay on the west by the land of Chowdree Kisri Sahay and on the east by the land of Chowdree Kisri Sahay

Plot No 6 —Measuring standard 10 cottahs and 7½ dhoors, bounded on the north by the land of Chowdree Kisri Sahay on the south by railway line on the west by the land of Chowdree Kisri Sahay and on the east by the land of Chowdree Kisri Sahay

LOCAL COMMUNICATIONS

The 1st August 1881

No 217 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the District Road Cess Committee of Sarun for a public purpose viz for the diversion of Seetalpur and Pygumberpore Road west of Garkha in the village of Aketnarpore pergunnah Bal district Sarun, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less, 1 beegha

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৫ আগষ্ট।—১৮৬১ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার বিধানমতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নদীয়া জিলার অন্তর্গত মেহেরপুর মহকুমার সামিল আনন্দবাস গ্রামের গোলযোগ ও আশঙ্কাবস্থা প্রযুক্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত আনন্দবাস গ্রামে একজন হেডকনষ্টাবল ও আটজন কনষ্টাবলের এক বিশেষ পোলীসদল ১৮৮১ সালের জুন মাসের ৪ তারিখ অবধি তিন মাসের নিমিত্ত নিযুক্ত থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন।

উক্ত দলের খরচ নিম্নলিখিতমতে উক্ত গ্রামবাসিদের স্ব২ অবস্থানুসারে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক হারহারীমতে ধার্য্য হইয়া আদায় করা য হবে।

১৫৲ টাকা করিয়া একজন হেড কনষ্টাবল				১৫৲ টাকা	
৯৲	”	”	একজন কনষ্টাবল ..	৯৲	
৮৲	”	”	দুইজন ”	১৬৲	
৭৲	”	”	দুইজন ”	১৪৲	
৬৲	”	”	তিনজন ”	১৮৲	
৯৲					৭২৲
শতকরা ১০৲ টাকার হিসাবে নৈমিত্তিক খরচ					৭।৶২
পেনশ্যনের উপলক্ষে টাকায় ৶ করিয়া					৯৲
একজন হেড কনষ্টাবল ও আটজন কনষ্টাবলের প্রত্যেক জনের বৎসর ৪৲ টাকার হিসাবে কাপড়ের খরচ					৩৲
মাসে					৯১।৶২
তিন মাসে					২৭৩॥৶৬

হবেস এ, কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী,

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।

২১৬ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত কশবা হামিদপুর গ্রামে বন্যারজল নির্গত হইবার পার্শ্বপথ মঞ্চ করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হয়াছে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে নিম্নলিখিত ছয় খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

১ নং খণ্ড।—কষ্টিমতে ১৸৩ কাঠা ১৬৸ ধুর পরিমিত। ইহার উত্তর সীমা রেল পথ, দক্ষিণ সীমা চৌধুরী লেয়াকৎ হুসেনের ভুমি, পশ্চিম সীমা চৌধুরী কিজ্রি সহায়ের ভুমি, ও পূর্ব্ব সীমা চৌধুরী কিজ্রি সহায়ের ভুমি।

২ নং খণ্ড।—কষ্টিমতে ১৸৩ কাঠা ১৬৸ ধুর পরিমিত, ইহার উত্তর সীমা রেল পথ, দক্ষিণ সীমা চৌধুরী লেয়াকৎ হুসেনের জমি, পশ্চিম সীমা চৌধুরী কিজ্রি সহাযের জমি, ও পূর্ব্ব সীমা চৌধুরী কিজ্রি সহায়ের জমি।

৩ নং খণ্ড।—কষ্টিমতে ১৸৩কাঠা ১৬৸ ধুর পরিমিত, ইহার উত্তর সীমা চৌধুরী লেয়াকৎ হুসেনের জমি, দক্ষিণ সীমা রেল পথ পশ্চিম সীমা চৌধুরী কিজ্রি সহায়ের জমি, ও পূর্ব্ব সীমা চৌধুরী কিজ্রি সহায়ের জমি।

৪ নং খণ্ড।—কষ্টিমতে ১৸৩কাঠা ১৬৸ ধুর পরিমিত ইহার উত্তর সীমা চৌধুরী লেয়াকৎ হুসেনের জমি, দক্ষিণ সীমা রেল পথ, পশ্চিম সীমা চৌধুরী কিজ্রি সহায়ের জমি, ও পূর্ব্ব সীমা চৌধুরী কিজ্রি সহায়ের জমি।

৫ নং খণ্ড।—কষ্টিমতে ।।০ কাঠা ৭।। ধুর পরিমিত, ইহার উত্তর সীমা রেল পথ, দক্ষিণ সীমা চৌধুরী কিজ্রি সহায়ের জমি, পশ্চিম সীমা চৌধুরী কিজ্রি সহায়ের জমি, ও পূর্ব্ব সীমা চৌধুরী কিজ্রি সহায়ের জমি।

৬ নং খণ্ড — কষ্টিমতে ।।০কাঠা ৭।। ধুর পরিমিত, ইহার উত্তর সামা চৌধুরী কিজ্রি সহায়ের জমি দক্ষিণ সীমা রেলপথ, পশ্চিম সীমা চৌধুরী কিজ্রি সহায়ের জমি, ও পূর্ব্ব সীমা চৌধুরী কিজ্রি সহায়ের জমি,

স্থানীয় বর্ত্মাদি বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।

২১৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত বল পরগনার আকেৎমারপুর গ্রামে গরখার পশ্চিম শীতলপুর ও পৈগম্বরপুরের পথ ফিরাইবার জন্যে সারণ জিলার পথকর কমিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্টগবর্ণর

11 8 cottahs, bounded on the west by public road to Khadaibag on the east by road to Garkha Bazar, and on the north and south by lands of Raj Coomar Panday, Lallji Panday, Sobha Sukul Narsing Kant, Parchit Panday, Harman Panday, Ugra Shah, Bidash., and Missir Hajam, is required within the aforesaid village of Aketnarpore

This declaration is made, under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 218 – *Declaration under Section* 6 *of Act X of* 1870 *of the Government of India* — Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the District Road Cess Committee of Sarun for a public purpose, viz for an Inspection Bungalow at Bussantpore in the village of Seepah, pergunnah Barai, district Sarun it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 3 beegahs of local measurement, bounded on the north by village road between Bussantpore and tramway road on the east by Jodi Panday and Parag Roy's mangoe tope, on the west by Essur Kalwar's mangoe tope and on the south by Sewan Nugwa road is required within the aforesaid village of Seepah

The declaration is made, under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 221 —*Posting* —With reference to Government of India, Public Works Depart ment Notification No 250 of the 25th July 1881 Mr C J Cole, Assistant Engineer, Second Grade is posted to the Northern Bengal State Railway

No 222 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government, at the public expense for a public purpose, viz for Akware drainage cut from the Akware distribatary it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring above 2,300 feet in length, varying from 12 to 26 feet in width, situated in mouzah Akware, pergunnah Nonore, and containing an area of 1 0 11½ more or less, is required in the district of Shahabad

The declaration is made, under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

The 8th August 1881

No 223 —*Notifications* —Mr E B Behrmann Assistant Engineer First Grade availed himself on the 12th ultimo, of the privilege leave granted him in Notification No 199 of the 21st idem

No 224 —With reference to Notification No 201 of the 25th July 1881, Mr E W P Foster, Executive Engineer, Third Grade, joined the Buxar Division, and took over charge from Mr J P Scotland, on the afternoon of the 26th idem

LOCAL COMMUNICATIONS

The 8th August 1881

No 225 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Road Cess Depart ment of the district of Maldah for a public purpose, viz for the purpose of an inspection bungalow in the village of Somashpur, pergunnah Chuirah, zillah Maldah, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 1 beegha 3 cottahs 5 dhoors of standard measurement, bounded on the north and east by the Govern ment road, south by the waste land of the Rughoonath tank, and west by Koil Dhanghar's jote, is required within the aforesaid village of Somashpur

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 226 —*Notification* —The following Engineer Officer and Upper Subordinate, attached to the Cossye division of the South Western Circle, are vested with the powers of a Canal Officer, under Parts II, III IV, V, VI and IX of the Bengal Irrigation Act III (B C) of 1876 —

Mr T Butler, Assistant Engineer

Baboo Jodoo Nath Bose, Supervisor

G F E S NEILL, *Major*, R E ,
Asst Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

[*Government Gazette*, 16*th August* 1881]

সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত আকেন্দারপুর গ্রামে ন্যূনাধিক ১॥১০৮ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পশ্চিম সীমা খাঁদেরবাগে যাইবার রাজ পথ, পূর্ব্ব সীমা গরখা বাজারে যাইবার পথ, উত্তর ও দক্ষিণ সীমা রাজকুমার পাঁড়ের ও লালজি পাঁড়ের ও সোভা শুকুলের ও বরসিংহ কান্তের ও পার্চিং পাঁড়ের ও হার্ম্মন পাঁড়ের ও উগ্র শাহার ও বিদাশীব ও মিশ্র হাজামের ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২১৮ নম্বর।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারামত বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত বারে পরগনার সীপা গ্রামে বসন্তপুরে ইনস্পেকশন বাঙ্গলাঘর করিবার জন্যে সারণ জিলারপথকর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমিলওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এইকথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত সীপাগ্রামে স্থানীয় মাপের ন্যূনাধিক ৩৴ বিঘাপরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা বসন্তপুর ও ট্রামও ঘর মধ্যগত গ্রাম্য পথ পূর্ব্ব সীমা জোদি পাঁড়ে ও প্রয়াগ রায়ের আম্রবাগান, পশ্চিম সীমা ঈশ্বর কালওয়ারের আম্রবাগান, দক্ষিণ সীমা সেওয়ান যাওয়া পথ।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২২১ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের ১৮৮১ সালের ২৫ জুলাইর ২০০ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত সি, জে, কোল সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের ষ্টেট রেলওয়েতে অবস্থাপিত হইলেন।

২২২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ আকোয়ারীর জল বিতরণের নাল হইতে জল নির্গম নর আকোয়ারী নালা কাটিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে সাহাবাদ জিলার অন্তর্গত নানোর পরগনার অন্তর্গত আকোয়ারী মৌজায়স্থিত ২৩০ ফুট দীর্ঘ ও ১২ অবধি ২৬ পর্য্যন্ত ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১ একর ০—১১॥ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।

২২৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ই বি বেহর্ম্মাণ সাহেব গত মাসের ২১ তারিখের ১৯৯ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে অনুগ্রহের ছুটী ঐ পান মাসের ১২ তারিখে তাহা গ্রহণ করেন।

২২৪ নম্বর।—৮৮১ সালের ২৫ জুলাইর ২০১ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে তৃতীয় শ্রেণীর একুসেকিটির ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ই, ডবলিউ, পি, ফষ্টর সাহেব বক্সরখণ্ডে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া শ্রীযুত জে পি, স্কটলাণ্ড সাহেবের স্থানে ঐ মাসের ২ তারিখের অপরাহ্নে কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

স্থানীয় বর্ত্মাদি বিষয়ক।

৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।

২২৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ মালদহ জিলার অন্তর্গত চুইরা পরগনার সোমাসপুর গ্রামে ইনস্পেকশন বাঙ্গলাঘরে করিবার জন্যে মালদহ জিলার পথকর কার্য্য বিভাগের অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, । বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওযাতে এই সংবাদ দেওযা গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত সোমাসপুর গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ১/৩ কাঠা ৫ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।* উক্ত ভূমির উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা গবর্ণমেণ্টের পথ, দক্ষিণ সীমা রঘুনাথ পুষ্করিণীর পতিত ভূমি, ও পশ্চিম সীমা কোইল ধাঙ্গড়ের যোত।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওযা গেল।

২২৬ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—দক্ষিণ—পশ্চিম চক্রের কাঁসাই খণ্ডে নিযুক্ত নিম্নলিখিত ইঞ্জিনির কর্ম্মচারী ও অপর সবর্ডিনেট বঙ্গদেশের জলসেচন বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ২,৩ ৪,৫,৬, ও ৯ পরিচ্ছেদমতে খালের কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতা পাইলেন।

আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত টি বটলর সাহেব।

সুপরবাইসর শ্রীযুত বাবু যদুনাথ বসু।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, এম, এস, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৬৮। ১১ আগষ্ট।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 16TH 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তিহার প্রভৃতি।

অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ খুচরা বিক্রয়ের বাজার দর ।

টাকায় যত পাওয়া যায় ।

চোলম ও জোয়ার।			রাগী বা মাড়ওয়া। ও চীনা।			কষেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ			লবণ।			*
এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	জিলা।
																		বঙ্গদেশ
																		পশ্চিমবিভাগের জিলা।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সে	সের	সে	মণ	মণ	মণ	সের	সের	সের	
									।।৪	।।৩৸	।৬।।	২৲	২৲	২৲	।	।	।০ ১ ১	বর্দ্ধমান
						১৲	১৲	৸৶	।।	।।	।৬।	৬৲	৭৲	৬৲	৶৯	৶৯	৶৯	বাঁকুড়া।
									।।৩	।।৫	।।	৪।।	৪।।	৩	৶৯	৶৯	৶৮।	বীরভূম।
									।৮	৮	।৩	৪৲	৪৲	৪৲	৶৯	৶৯	৶৯	মেদিনীপুর।
									।।১	।।	।৬	২।।	৩৲	২।।	৶৯	৶৯	৯	হুগলী।
									।।১।	।।১।।	।৮৸	২৲	২৲	২৲	।।	।	।।	হাবড়া।
																		মধ্যস্থলের জিলা।
।।৬।।৶	।।৬।।৶	।।				।।৭	।৬ ৶	।	।।৪।।	।।২৸৲	।৮	২।	২।	২।	।	।	।০	কলিকাতা
									।।২৸	।।৪।।	।৭। ৶	২।।	২।	২৲	।	৶৯।৶	।	২৪ পরগণা
									।।৯	।।৭	।।				।	।	৶৹ ।।৶	নদীয়া।
									।।৫	।।৫	।৬৸	২৸	২৸	২৸	৶৮	৶৮	৶৮	যশোহর।
																		মুরশিদাবাদ*
									।	।	।৫	৪।।	৪।।	৪৲	৶৮৸	৶৮।।	৶৮।।	দিনাজপুর।
									।। ৸	।। । ৸২	।।১।৲	৬।	৬।	৬৲	৶৯৶	৶৯	৶৯	রাজসাহি।
									।২	।২	৶৯	৩৲	৩৲	৩৲	৶৮৸	৶৮৸	৭৸৶	রঙ্গপুর।
									।৭	।৯।।	।৬।।	১।৭।	।। ।।	১। ৭।।	৮।।	৶৯	৶৯	বগুড়া।
									।।	।।	।৯	৫৲	৫৲	৫৲	৶৯।	৶৯।	৶৯।	পাবনা।
			৶১	৶৯	৶৯	।১	।৩	।	৶৮	৮	৶৬।।	৪৲	৪৲	৪৲	৶৫	৶৫	৶৫	দার্জ্জিলিঙ্গ।
									।২৸	।৩।৲	।	১।।৪	১।।৪	১।।৪	৶৮	৶৮	৶৮	জলপাইগুড়ি।

ছ। মফঃসলেরদর এইং।—গম ।১সের অবধি ।।৩ সের পর্য্যন্ত যব ।।৬ সের অবধি ১। মণ পর্য্যন্ত ভাল চাউল ৶৯ সের অবধি ।।৩ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।৬। সের অবধি ।।৯ সের পর্য্যন্ত ছোলা ।।১ অবধি ১৲ মণ পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ২৲ মণ অবধি ৫৲ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৶৮ সের অবধি ।০ সের পর্য্যন্ত।

জ। ঐ ঐ ।—গম ৶৮ সের, ভাল চাউল ৶৯ সের অবধি। ৫ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।৫ সের অবধি ৸ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৶৮ সের অবধি। সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ২।। সের অবধি ৪৲ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৶৮ সের অবধি ৶৮।। সের পর্য্যন্ত

ঝ। রায়গঞ্জ মহকুমারদর এইং।—গম ।৭ সের ভাল চাউল ।।০ সের সামান্য চাউল ।।৮ সের ছোলা ।৮ সের জ্বালানিকাষ্ঠ ৩৲ মণ ও লবণ ৶৮। সের।

ঞ। নাটোরের দর এইং।—গম ।।৬ সের, ভাল চাউল ।২ সের, সামান্য চাউল ৸ সের ছোলা ।।১৸ সের জ্বালানী কাষ্ঠ ৩৸৹ সের লবণ ৯ সের।

ট। মফঃসলের দর এইং।—গম ।৬ সের অবধি ।।২ সের পর্য্যন্ত যব (বাগদে গরায়) ।।৩ সের, ভাল চাউল ।৬ সের অবধি ।।৬ সর পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।২ সের অবধি ৸ সের পর্য্যন্ত ছোলা। সের অবধি ।৫ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ২৲ অবধি ৩৲ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৶৭।। সের অবধি ৶৯ সের পর্য্যন্ত।

ঠ। সেরাজগঞ্জে দর এইং।—গম।।৯ সের, ভাল চাউল ।২ সের, সামান্য চাউল ৸২ সের ছোলা ।।০ সের ও লবণ ৶৯ সের।

ড। কর্সিয়ঙ্গের দর এইং।—ভাল চাউল ৶৬ সের সামান্য চাউল ।৩ সের রাগী প্রভৃতি ।২ সের কষেরা ।৩ সের ছোলা ৶৮ সের জ্বালানিকাষ্ঠ ৪৲ মণ ও লবণ ৶৫ সের।

ঢ। মফঃসলের দর এইং।—ভাল চাউল ।০।। সের অবধি ।৬ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।৬ সের অবধি ।।০ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ৶৮ সের অবধি ।২।৲ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ১।।৪ সের অবধি ২৲ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৶৬।৶ সের অবধি ৶৮ সের পর্য্যন্ত।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৭ আগষ্ট।]

নাবীর মত পাওয়া যায়।

চোলম ও জোয়ার।			রাগী বা মাড়ুওয়া ও চীনা।			জনেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			জিলা।
এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	
																		বেহার।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	মণ	মণ	মণ	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	
									॥৩	॥৭	।৬	৩/	৩/	৩/	৮	/৮	/৮	পুরনিয়া।
									।৮	॥৭	॥	৩/	৩/	৩/	/৯	/৯	/৮॥	মালদহ।
						দ২	দ৫	॥৮	॥৪	॥২	।৬	৫/	৫/	৫/	৮	/৮	/৮	সাঁওতাল পরগনা।
																		উড়িষ্যা।
																		কটক *
									৯।৵	।৯।৵	।১৬	২॥	২॥	২॥	/৯৩	/৯৩	।১৬/	পুরী।
									।৬	।৩।/	৮	৩/	৩॥	৩/	/৯	/৯	৯	বালেশ্বর।
																		ছোট নাগপুর। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্সী।
			৮৩	১/৮	১/	দ৩	দ৬	দ২	॥৪	॥৫	॥১	৫/	৫/	৫/	/৮	/৮	/৭দ	হাজারীবাগ।
			১/৮	১/	দ৪				।৮	॥০	।৩	৩॥	৩॥	৪/	/৬॥	/৬।	দ/৭	লোহারডগা।
									॥৪	॥৪	।৬	৪/	৪/	৪/	/৭	৭	/৬	সিংহভূম।
১/	১/	২	১॥৪	॥৪	১॥৪		১/	॥৬	॥১	॥১॥	।৮	৩/	৩॥	৪/	/৮॥	/৮॥	/৮	মানভূম।

* । মফস্বলের দর এই২।—গম ।৩ সের অবধি ।৮ সের পর্য্যন্ত যব (গোবিন্দপুরে) ৮ সের ভাল চাউল ।৮ সে অবধি দ৬ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ॥২ সের অবধি ১/ মণ পর্য্যন্ত বাজরা (গোবিন্দপুরে) ॥৮ সের রাগী প্রভৃতি ১॥ সের জনেরা দ২ সের অবধি ১দ সের পর্য্যন্ত ছোলা ।২ সের অবধি ॥২ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ৪/০ অবধি ২০/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ /৮ সের অবধি ।০ সের পর্য্যন্ত।

সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা গেল

এচ, এম রিভস্

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

(গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১ আগষ্ট।)

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ৩১ তারিখের দূ…

৪০ সেরের

নম্বর।	বন্দর।	গম।			যব।			ভাল চাউল।			সাধারণ চাউল।			কলু ও বাজরা।		
		এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা	২৵	২॥	২৸৶	১৲	৶	২৲	৫॥	৫॥	৫৮৶	২॥	২॥৶	৩॥০			
২	শেরাজগঞ্জ	১০	১॥৵	২৲				৺৲	৪৲	৺॥	১৶	১৶	২৲			
৩	ঢাকা	২৷৶	১॥৶	২৷৶	৸৶	৸৶	১৶	১॥	১॥	১৸৶	১৵	১৵	১॥৵			
৪	নারায়ণগঞ্জ							১৷৶	১৷০	১৷৶	৷০	১৶	৷			
৫	চট্টগ্রাম							২৷৶	২॥০	২৷০	১৸	১৷৶	১৸৵			
৬	পাটনা	১৸৴৩	১৸৵	১৸৵	১৲	১৲	১৷৴৩	২॥৶	২॥৶	৩৲	৸৵	১৸৵	২৶৬			
৭	বালেশ্বর	২॥	২॥	২॥				১৸৶	১৷০	২॥০	১৷	১৲	১॥৶			
৮	পুরী										১৷৶	১৷৶৬	২॥			
	কটক*															

* রিটর্ণ পত্র পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতা,
১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।

[Government Gazette, 16th August 1881)

জিলা ফরীদপুর।

নিলামের বিজ্ঞাপন। কাছারী কালেক্টরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরীদপুর জেলার অন্তঃপাতি নিম্নের লিখিত খাস মহালে গবর্ণমেণ্টের মালিকি স্বত্ব ইংরাজি ১৮৮১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ৬ আশ্বিন বুধবার জেলা ফরীদপুরের কালেক্টরীতে বিক্রয় হইবেক এই মহাল যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেন তিনি নিম্নলিখিত বিক্রয়ের নিয়ম সকলের অধীন থাকিবেন।

১। এই মহাল যে ব্যক্তি নীলামের প্রথম ডাকের উপর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডাকিবেক তাহাকেই দেওয়া যাইবেক। ক্রেতা মহালের মালিক বলিয়া গণ্য হইবে এবং মহাল গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা তাহাকে বিক্রীত হইবে। কেবল চির নিদ্ধারিত সদর জমা দিতে হইবে।

২। বর্ত্তমান পাট্টা এবং বন্দোবস্তের শর্ত্ত কি প্রবল আইন হইতে উৎপন্ন স্বত্ব সকল বিক্রয়ের পরেও বাহাল থাকিবেক রাজস্ব কার্য্যকারকদিগের কৃত জমাবন্দীতে যে যে খোদকস্তা রাইয়ত স্বাক্ষর করিয়াছে ক্রেতা তাহাদিগের স্বত্ব মানিতে বাধ্য হইবে।

৩। একশত টাকার অনধিক পণ হইলে সেই সমুদয় তৎক্ষণাৎ দিতে হইবেক।

৪। একশত টাকার অধিক হইলে ডাকপণের চারি অংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয়ের দিবস এক দিবস বলিয়া গণনা করিয়া বিক্রয়ান্তর পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্নকালে কিম্বা সেই দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপরে প্রথম যে দিন কাছারী খোলা যায় সেই দিনের মধ্যাহ্নকালে যদি অবশিষ্ট টাকা দাখিল না হয় তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক ও প্রথম স্থলীয় বিক্রয়ের ন্যায় পুনরায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণপূর্ব্বক ঐ ত্রুটিকারি ক্রেতার ঝুঁকিতে সেই মহাল পুনরায় বিক্রয় হইবেক।

খাস মহালের নম্বর।	জিলার বহীর নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	ভূমির পরিমাণ। একর।	রোড	পোল	সদর জমা। নির্দ্ধারিত বা জমা।	নীলামের প্রথম ডাক।	মন্তব্য।
৩৩৪	৫৫৫৬	তাং রঘুরাম মজু মদারিপাং তেলিহাটী	২	১	১৮	৩৲	৬৲	১২৮৮ সালের ১ বৈশাখ হইতে বিক্রয়ের ফল হইবেক।

ফরিদপুর কালেক্টরি। J. B. Jeffery, Collector.

LAND ADVERTISEMENT

ভূমি বিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বীরভূম।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহাদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তগত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সাল ১৯ ভাদ্র শনিবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিঃশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ১১ জুলাই।

তফসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	পরগনা ও মহালের নাম।	যে প্রকার বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	নাম মালিক।	সদর জমা।	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী	১৪৩	পং ববক সিংহ শ্যাম সুন্দরপুর	বাকী রাজস্ব ৩১৸৶	৺ খেলচন্দ্র ঘোষের ষ্টেটের এড মিনিষ্ট্রেটক্স কৃষ্ণমোহিনী দাসী ও মতিউন নেছাবিবি বিষ্ণুচন্দ্র কুণ্ডু।	২১১৩৸৶	সমুদয় মহাল বিক্রয় হইবে।

Joseph Armstrong,
Collector.

বীরভূমের কালেক্টরী কাছারী।
১১ জুলাই। ১৮৮১।

] Government Gazette 16th August 1881]

FOREIGN DEPARTMENT

NOTIFICATION —POLITICAL

Simla, the 12th August 1881

No 229*G P* —His Excellency the Viceroy and Governor General is pleased to confer the dignity of 'Maharajah' upon Maharaj Koomar Aftab Chand Mahtab the adopted son of the late Maharajah of Burdwan, by the name, style and title of Maharajah Dheeraj Aftab Chand Mahtab Bahadur

A C LYALL,
Secy to the Govt of India

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Simla the 11th August 1881

No 273 —Mr J L Macpherson, Deputy Examiner of Accounts First Grade is appointed to officiate as Examiner of Public Works Accounts Bengal during the absence of Major I P Westmorland, R E on privilege leave or until further orders

ALEX FRASER *Major Genl R L*
Secy to the Govt of India

ফরিন্ ডিপার্টমেণ্ট ।

বিজ্ঞাপন—পোলিটিকাল ।

সিমলা ১৮৮১ সাল ২ আগষ্ট।

২২৯ G P নম্বর।—মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরল সাহেব বর্দ্ধমানের মৃত মহারাজার পোষ্য পুত্র শ্রীযুত মহারাজ কুমার আফতাব চাঁদ মহতাবকে মহারাজাধিরাজ অফতাব চাঁদ মহতাব বাহাদুর এই নাম, পদবী ও আখ্যাক্রমে সম্ভ্রম সূচক ' মহারাজা উপাধি প্রদান করিলেন।

এ সি লায়ল,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

পবলিক ওকস ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন ।

সিমলা ১৮৮১ সাল ১১ আগষ্ট।

২৭৩ নম্বর।—মেজর শ্রীযুত আই, পি ওয়েষ্টমোরলাণ্ড, আর ই সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী হিসাব পরীক্ষক শ্রীযুত জে এল মাকফরসন সাহেব বঙ্গদেশের পূর্ত্ত কার্য্যের হিসাবপরীক্ষকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

আলেকজাণ্ডর ফ্রেসর, মেজর-জেনরল, আর, ই,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 23, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট ।

PART II

Resolutions Orders and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

No 3435 A

GENERAL —*The 11th August* 1881 —Baboo Gunganund Mookerjee Deputy Magistrate and Deputy Collector Manbhoom is allowed leave for one month and two days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 23rd September next or such subsequent date as he may avail himself of it

The 12th August 1881 —Baboo Girendra Nath Mittra, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Manbhoom is vested with the powers of a Collector under Act IX (B C) of 1880 with effect from the 20th ultimo

The 13th August 1881 —Baboo Kedar Nath Banerjee temporary Sub Deputy Collector Midnapore is confirmed in the First Grade of Sub Deputy Collectors

Baboo Issur Chunder Laul temporary Sub Deputy Collector employed on survey work at Midnapore is confirmed in the First Grade of Sub Deputy Collectors

Baboo Radha Madhub Bose Deputy Magistrate and Deputy Collector Furreedpore was in charge of the Madaripore Division of that district from the afternoon of the 24th June to the afternoon of the 28th July 1881 the date on which he was relieved by Baboo Ambica Churn Roy Chowdry

The 16th August 1881 —Mr W S Wells Magistrate and Collector 24 Pergunnahs has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India an extension of furlough for four months

Baboo Rajgopal Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector Lohardugga, returned from leave on the forenoon of the 6th instant

Baboo Dwarka Nath Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pubna is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may avail himself of it

Baboo Hurry Mohun Chandra Second Personal Assistant to the Commissioner of the Rajshahye and Cooch Behar Division is allowed leave for thirty days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it

Mr D Cameron Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector Bettiah Chumparun is allowed leave for two months and twenty seven days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 18th instant

Mr T B Taylor Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector Bhagulpore is appointed to have charge of the Bettiah division of the Chumparun district during the absence on leave of Mr D Cameron or until further orders

Baboo Umakant Dey Assistant Political Agent Hill Tipperah, is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 5th proximo

Baboo Rajendra Nath Mitra Assistant Secretary to the Government of Bengal is allowed furlough for six months under Section 131 of the Civil Leave Code with effect from the 1st proximo

Baboo Bunkim Chunder Chatterjee Deputy Magistrate and Deputy Collector Howrah is appointed to act as Assistant Secretary to the Government of Bengal during the absence on leave of Baboo Rajendra Nath Mitra or until further orders

POLICE —*The 6th August* 1881 —Baboo Rohini Kumar Bose Inspector of Police was in charge of the District Superintendent's Office Tipperah from the 1st to the 5th June last

MEDICAL —*The 30th July* 1881 —Assistant Surgeon Baney Madhub Tagore in medical charge of the Seetamurhee Division of the district of Mozufferpore and the Seetamurhee Dispensary is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 15th September next

Assistant Surgeon Behari Lall Pal a supernumerary at the Presidency is appointed to have medical charge of the Seetamurhee Division of the district of Mozufferpore and the Seetamurhee Dispensary during the absence, on leave of Assistant Surgeon Baney Madhub Tagore, or until further orders

[*Calcutta Gazette* 31 *August* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

৩৪১৩ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮১ সাল ১১ আগষ্ট।—মানভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ২১ তারিখ অবধি অথবা তাঁহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাস দুই দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১২ আগষ্ট।—মানভূমের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গিরীন্দ্রনাথ মিত্র ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনমতে গত মাসের ৩০ তারিখ অবধি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১৩ আগষ্ট।—মেদিনীপুরের কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সব ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

মেদিনীপুরে জরিপী কার্য্যে নিযুক্ত কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পাল সব ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

ফরীদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বসু ১৮৮১ সালের ২৪ জুনের অপরাহ্ণ অবধি ২৮ জুলাইর অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত মেদিনীপুর খণ্ডের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ছিলেন উক্ত ২৮ তারিখে তিনি শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরীর প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করেন।

১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট।—ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট মহিমবর শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটারী সাহেব ২৪ পরগনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ডবালউ এস ওয়েলস সাহেবকে আর চারি মাসের নিয়মিত ছুটী দিয়াছেন।

লোহারডগার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ব্রজগোপাল দাস এই মাসের ৬ তারিখের পূর্ব্বাহ্ণে ছুটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ বসু যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

রাজশাহী ও কুচবিহার খণ্ডের কমিশনর সাহেবের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত বাবু হারমোহন চন্দ্র যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে ত্রিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

চাম্পারণের অন্তর্গত বেতিয়ার একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডি কানিংহাম সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ৮ তারিখ অবধি দুই মাস সাতাইশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত ডি কানিংহাম সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে কার্য্যনির্ব্বাহার্থ ত্রিহুত জিলার কুড়া পুরের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এফ বি টিবর সাহেব তাঁহার পরিবর্ত্তে জিলার অন্তর্গত বেতিয়া মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থ নিযুক্ত হইলেন।

ত্রিপুরা পর্ব্বতের আসিষ্টাণ্ট পোলিটিক্যাল এজেণ্ট শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত দাস সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি মাসের ৫ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭১ ধারামতে আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি তিন মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে কার্য্যনির্ব্বাহার্থ অস্থায়িরূপে জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কিশোরীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পোলিস বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৬ আগষ্ট।—পাবনার ইন্স্পেক্টর শ্রীযুত বাবু রোহিণীকুমার বসু গত জুন মাসের ৬ তারিখ অবধি ৮ তারিখ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।—মজঃফরপুর জিলার অন্তর্গত সীতামঢ়ি মহকুমার ও সীতামঢ়ীর ঔষধালয়ের চিকিৎসা কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত নীলমাধব ঠাকুর সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত নীলমাধব ঠাকুরের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে কার্য্যনির্ব্বাহার্থ অন্য আজ্ঞা না হয় তাবৎ অস্থায়িরূপে বৎসরের অফিসিয়েটিং শ্রীযুত বিহারীলাল মজঃফরপুর জিলার অন্তর্গত সীতামঢ়ি মহকুমার ও সীতামঢ়ীর ঔষধালয়ের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থ নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৪ আগষ্ট।]

The 13th August 1881 —The services of Assistant Surgeon Kunja Lal Sanyal, House Surgeon Second Surgeon's Wards, Medical College Hospital are placed at the disposal of the Darjeeling Himalayan Railway Company

Assistant Surgeon Basanto Kumar Sen a supernumerary at the Presidency, is appointed to be House Surgeon Second Surgeon's Wards Medical College Hospital *vice* Assistant Surgeon Kunja Lal Sanyal

The 16th August 1881 —Assistant Surgeon Nidhu Lall Haldar, in medical charge of the Serajgunge Division of the Pubna district, is allowed leave for two days in extension of the leave granted to him under the order of the 5th February last

JAILS —*The 16th August* 1881 —Mr W Leonard, Superintendent of the Central Jail Bhagulpore is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may avail himself of it

Mr C H C Sevenoal Assistant Superintendent of Jails on duty in the office of the Inspector General of Jails is appointed to act as Superintendent of the Central Jail Bhagulpore during the absence on leave of Mr W Leonard or until further orders

CUSTOMS —*The 3rd August* 1881 —Mr S U Phipps, Assistant Collector of Customs and Head Appraiser of the Calcutta Custom House is allowed leave for two months and twenty six days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it

Mr F G Martindell Senior Assistant Appraiser is appointed to act as Assistant Collector of Customs and Head Appraiser of the Calcutta Custom House during the absence on leave of Mr S U Phipps or until further orders

PORT TRUST —*The 16th August* 1881 —Mr J J J Keswick is re appointed, under the provisions of Act V (B C) of 1870 to act as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta during the absence on leave of Mr W Craik, or until further orders

MUNICIPAL —*The 8th August* 1881 —The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Noakholly Municipality, of Mr E F Sandys to be their Vice Chairman

The 9th August 1881 —The Lieutenant Governor approves the re election, by the Commissioners of the Bhuddeshur Municipality of Baboo Rajkissen Banerjee to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The following gentlemen are re appointed to be Commissioners of the above Municipality —

Baboo Nundo Lal Paul | Baboo Bhuggobutty Churn Banerjea

The 11th August 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Municipality of Chittagong —

The Revd J A DeCruze *vice* Mr L St Helaire resigned

Mr C C Ellis *vice* Mr W B Lowry resigned

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Sasseram Municipality of Baboo Kedarnath Mookerjee, temporary Sub Deputy Collector, to be their Vice Chairman

The 12th August 1881 —The Lieutenant Governor approves the re election by the Commissioners of the Furreedpore Municipality of Dr B Bose, Civil Surgeon, to be their Vice Chairman

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the English Bazar Municipality in the district of Maldah, of Baboo Asutosh Gupto, Deputy Magistrate and Deputy Collector to be their Vice Chairman

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Municipality of Naihatty in the district of the 24 Pergunnahs —

Mr T Hindmarsh Locomotive Superintendent Eastern Bengal Railway Company

Baboo Joy Gopal Gangooly Landholder

„ Girish Chundra Ghosal, Talookdar

„ Mohendra Nath Bhattacharji Pensioner

„ Deno Nath Rai Gupto Medical Practitioner

Baboo Srish Chundra Rai is re appointed to be a Commissioner of the above Municipality

[*Government Gazette*, *23rd August* 1881]

১৮৮১ সাল ১৩ আগষ্ট।—মেডিকাল কালেজ হাঁস্পাতালে দ্বিতীয় সর্জনের ওয়ার্ডের হৌসসর্জন আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত কুঞ্জলাল সান্ন্যাল কিয়ৎকালের নিমিত্তে দার্জিলিঙ্গ হিমালয়ান রেলওয়ে কোম্পানির আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত কুঞ্জলাল সান্ন্যালের পরিবর্ত্তে রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত বসন্তকুমার সেন মেডিকাল কালেজ হাঁস্পাতালে দ্বিতীয় সর্জনের ওয়ার্ডে হৌসসর্জনের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট।—পাবনা জিলার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জ মহকুমায় চিকিৎসা কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত বিধুলাল হালদার গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত দুই দিনের ছুটী পাইলেন।

জেল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট।—ভাগলপুরের সদর জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ লেনার্ড সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কর্ম্মকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ লনার্ড সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় জেল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনরল সাহেবের আফিসের কার্য্যে নিযুক্ত জেল সমূহের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত সি এচ, সি, সেবেনওকস সাহেব ভাগলপুরের সদর জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কষ্টম বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৩ আগষ্ট।—কষ্টমের আসিষ্টান্ট কালেক্টর ও কলিকাতার কষ্টম হৌসের প্রধান যাচনদার শ্রীযুত এস ইউ কিপস সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাস ছাব্বিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এস ইউ, কিপস সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পদজ্যেষ্ঠ সহকারি যাচনদার শ্রীযুত টি, জি, মার্টিণ্ডেল সাহেব কষ্টমের আসিষ্টান্ট কালেক্টরের ও কলিকাতার কষ্টম হৌসের প্রধান যাচনদারের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পোর্ট ট্রষ্ট বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট।—শ্রীযুত ডবলিউ ক্রেক সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত জে জে কেস্বিক সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দর সৌষ্ঠব করণার্থে কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিতে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।—নওয়াখালী মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত ই এফ সাণ্ডিস সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।—ভদ্রেশ্বর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৮৮১। ৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু নন্দলাল পাল। | শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৮১ সাল ১১ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা চট্টগ্রাম মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এল সেন্ট ফেটনর সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে পাদরী শ্রীযুত জে, ও ডিক্রুজ সাহেব।
ডবলিউ বি শোবী সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত সি, সি এলিস সাহেব।

সাদীরাম মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতিরপদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮১ সাল ১২ আগষ্ট।—ফরীদপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা সিবিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত ডি বসুকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংলিস বাজার মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ গুপ্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত নৈহাটী মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ইষ্টর্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির লোকোমটিব সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত টি, হাইওয়ার্শ সাহেব।
ভূম্যধিকারি শ্রীযুত বাবু জয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়।
তালুকদার শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষাল।
পেনশ্যন ভোগী শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু দীননাথ রায় গুপ্ত।

শ্রীযুত বাবু শ্রীশচন্দ্র রায় উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

শ্রীযুত বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ নদীয়া জিলার অন্তর্গত রাণাঘাট মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।
পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ ডি গ্রাণ্ট সাহেব।
আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত আর ডবলিউ কালাহন সাহেব।
তালুকদার শ্রীযুত বাবু বাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়।
জমীদার ও উকীল শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায়।
মেদিনীপুর কালেজের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ দাস।
জমীদার ও মহাজন শ্রীযুত বাবু রামচাঁদ দত্ত।
উকীল ও আমমোক্তার শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন মিত্র।
জমীদার ও মহাজন শ্রীযুত বাবু রাজারাম কুণ্ডু।
জমীদারীর কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু যদুনাথ বসু।
উকীল ও তালুকদার শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ আলি।

১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।—হাবড়া মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা হাবড়ার সিবিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত জে, জে পিলচর সাহেবকে ৮৮১।৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়ক —১৮৮ সাল ৯ আগষ্ট।—শ্রীযুত রায় নিমাইচরণ বসু বাহাদুর বালেশ্বর জিলার অন্তগত ভদ্রকের শাখাপথকর কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

হরেস এ কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন

৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট।—গত জুন মাসের ১৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৬৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ মাসের ৬ তারিখের বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করিয়া ১৮৮১ সালের ১৮ আপ্রিলে চিকিৎসাব্যবসায়ের যে পরীক্ষা হয় তাহাতে উত্তীর্ণ সিবিল হাঁস্পাতাল আসিষ্টাণ্টদের নিম্নলিখিত নিয়মপত্র সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

নাম।	যে স্থানে নিযুক্ত।	প্রতিজ্ঞার তারিখ।	শ্রেণী।	পদের তারিখ।	গবর্ণমেণ্টের ১৮৮১ সালের ৭ জানুয়ারি তারিখের ১৪৪ নং ৬৩৬৯ সালের ৬ ধারা অনুসারে বেতন বৃদ্ধির উপযুক্ত হইয়াছেন ইহার তারিখ।	মন্তব্য।
সিবিলহাঁস্পাতাল আসিষ্টাণ্ট।						
শ্রীযুত দ্বারিকানাথ দাস	ভাগলপুরের সদর জেল হাঁস্পাতালে	১৮৭৩ সাল ১২ জুলাই	দ্বিতীয়	১৮৮১ সাল ১৮ আপ্রিল		
রামকুমার চক্রবর্ত্তী	বীরভূমের পোলীস হাঁস্পাতালে	১৮৭৪ সাল ১৮ মার্চ	ঐ	ঐ		
বনওয়ারীলাল চন্দ্র	বীরভূমের অন্তর্গত হেতমপুরের দাতব্য ঔষধালয়ে	১৮৭১ সাল ৩ জুন	ঐ	ঐ		
কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন	যশোহরের অন্তর্গত নড়াইল মহকুমায় ও ঔষধালয়ে	১৮৭৫ সাল ২৮ ফেব্রুয়ারি	ঐ	ঐ		
উমেশচন্দ্র দাস	যশোহরের অন্তর্গত শ্রীধরপুরের দাতব্য ঔষধালয়ে	১৮৬৭ সাল ১৭ আপ্রিল	প্রথম	ঐ		
সূর্য্যকান্ত ভট্টাচার্য্য	যশোহরের অন্তর্গত খুলনা মহকুমায় ও ঔষধালয়ে	১৮৬৪ সালের ৬ ডিসেম্বর	ঐ	ঐ		
আনন্দচন্দ্র সেন	বঙ্গদেশের উত্তর দিগের ষ্টেট রলওয়ের ট্রাবিলিং সিবিল হাস্পাতাল আসিষ্টাণ্ট সৈয়দপুরে।	১৮৭৪ সাল ১৭ ফেব্রুয়ারি	দ্বিতীয়	ঐ		
„ গৌরমোহন সেন	ফরীদপুরের অন্তর্গত লোমসিংহ ঔষধালয়ে	১৮৭০ সাল ২৯ জুলাই	ঐ	ঐ	১৮৮১ সাল ১৮ আপ্রিল	দ্বিতীয়বার পরীক্ষায়।
দ্বারকানাথ ঘোষ	মেদিনীপুরের অন্তর্গত ক্ষীরপায় ঔষধালয়ে।	৮৫৭ সাল ৩ আপ্রিল	প্রথম	ঐ		
হরিশ্চন্দ্র রায়	মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁসাই খণ্ডের জলসেচন কার্য্য বিভাগে।	১৮৭৩ সাল ৫ নবেম্বর	দ্বিতীয়	ঐ		

এচ এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

ROAD CESS NOTIFICATION
DISTRICT OF DACCA

The 16*th August* 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Dacca have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881, at the maximum rate of six pies or two pice, on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT

No 3434 A

The 10*th August* 1881 —The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Jhenidah Bench in the district of Jessore, and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class —

Baboo Jogendra Nath Sircar Vakil | Kaimuddin Joardar Talookdar
Munshi Iradutoollah, Mazoomdar

Baboo Raghuram Hazra, Zemindar and Talookdar, is appointed to be an Honorary Magistrate for the Bishenpore Bench in the district of Bankoora and is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

The 11*th August* 1881 —Baboo Murali Lal Roy is appointed to be an Honorary Magistrate for the Contai Bench in the district of Midnapore and is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

The 16*th August* 1881 —Baboo Shoodhungshoo Bhoosun Roy Moonsif of Seetamurhee in the district of Mozufferpore, is appointed to be a Moonsif in the district of Backergunge, and to be ordinarily stationed at Perozepore

Baboo Kopali Prosunoo Mookerjee M A and B L is appointed to act, until further orders as a Moonsif in the district of Mozufferpore and to be ordinarily stationed at Seetamurhee

Baboo Benode Behary Mitter, Moonsif of Commillah in the district of Tipperah, on leave is appointed to be a Moonsif in the district of Dacca and to be ordinarily stationed at Manickgunge with effect from the date on which Baboo Kishna Behary Mookerjee retires

Baboo Benode Behary Mitter is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such Courts up to the value of Rs 25

Mr W R Bright Assistant Magistrate and Collector Patna, is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

Mr D J Macpherson Assistant Magistrate and Collector, in charge of the Seetamurhee Division of the Mozufferpore District, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in Section 222 of the Criminal Procedure Code

Mr Macpherson is appointed under the provisions of Section 3, Act II of 1869 to act as a Justice of the Peace within the territories under the Lieutenant Governor s control

Mr E W Collin Assistant Magistrate and Collector 24 Pergunnahs, is appointed under the provisions of Section 3 Act II of 1869 to act as a Justice of the Peace within the territories under the Lieutenant Governor's control

LEAVE OF ABSENCE TO MUNSIFS —*The* 10*th August* 1881 —Baboo Koylash Chunder Mozoomdar 1st Munsif of Moolfutgunge in the district of Furreedpore, is allowed leave of absence for 15 days, under Section 133, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 21st August 1881

Baboo Atul Chundra Ghose First Munsif of Narail in the district of Jessore is allowed leave of absence for one month, under Rule 1, Section 72 of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it

Baboo Kali Prosunna Bose, a Munsif of Perozepore, in the district of Backergunge, is allowed leave of absence for one month and 10 days under note to Rule 1, Section 72 of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it

[*Government Gazette*, 23*rd August* 1881]

চাকা জিলার
পথকর বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৬ আগষ্ট।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে ঢাকা জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ টাকা প্রতি ৴২০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন, উক্ত হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত হওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে তাহা এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ, এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

৩৪৩৪ A নম্বর।*

১৮৮১ সাল ১০ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা যশোহর জিলার অন্তর্গত ঝিনিদহ বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

উকীল শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ সরকার। | তালুকদার শ্রীযুত কায়মুদ্দীন জোয়ারদার।
শ্রীযুত মুনশী ইরাদতুল্লা মজুমদার।

জমীদার ও তালুকদার শ্রীযুত বাবু রঘুরাম হাজরা বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১১ আগষ্ট।—শ্রীযুত বাবু মুরলীধর রায় মেদনীপুর জিলার অন্তর্গত কাঁথি বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট।—মজফরপুর জিলার অন্তর্গত সীতামঢীর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু সুধাংশুভূষণ রায় বাকরগঞ্জ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত পিরোজপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু কপালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, এম, এ ও বি, এল, যদবধি অন্য আজ্ঞা না হয়, মজফরপুর জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত সীতামঢীতে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের তারিখ অবধি ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কমিল্লার ছুটীপ্রাপ্ত মুনসেফ শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী মিত্র ঢাকা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত মাণিকগঞ্জে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী মিত্র ছোট আদালতের বিচার্য্য ২৫০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

পাটনার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ অর ব্রাইট সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মজফরপুর জিলার অন্তর্গত সীতামঢী মহকুমার কর্ম্মের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ডি জে মাকফরসন সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২২২ ধারার লিখিত অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত মাকফরসন সাহেব শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ১৮৬৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে শান্তিরক্ষার্থ অফিসের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পরগনার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ই, ডবলিউ কলিন সাহেব, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ১৮৬৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে শান্তিরক্ষার্থ অফিসের ক্ষমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮১ সাল ১০ আগষ্ট।—ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত মুলফৎগঞ্জের প্রথম মুনসেফ, শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৩ ধারামতে ১৮৮১ সালের ২১ আগষ্ট অবধি পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

যশোহর জিলার অন্তর্গত নড়াইলের প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণমত এক মাসের ছুটী পাইলেন।

বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন বসু যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাস পনর দিনের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

The 13th August 1881 The leave for one month and 10 days under Rule 1 Section 72 of the Civil Leave Code granted to Baboo Shyam Lall Haldar Munsif of Khoolna in the district of Jessore on the 8th July 1881 is commuted to leave under the note to Rule 1, Section 72 of that Code

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 10th August 1881 —Under the provisions of Section 8 of the Code of Civil Procedure (Act X of 1877) the Lieutenant Governor extends Section 274 of the said Code to the Calcutta Court of Small Causes

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT —BENGAL

The 11th August 1881

No 227 —*Notification* —The services of Baboo Kally Prosono Mookerjee Assistant Engineer Second Grade Bhagulpore Division are temporarily placed at the disposal of the Commissioner Patna Division for employment as District Engineer of the Patna Road Cess Committee during the absence of Mr A M Salmon or until further orders

The 13th August 1881

No 228 —*Leave* —Baboo Krith Chunder Chowdry Assistant Engineer Second Grade Cossye Division is granted privilege leave for one month under Section 136 of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it

The 1[illegible]th August 1881

No 229 —Lieutenant G F Wilson R E Assistant Engineer First Grade Tirhoot State Railway is granted one month's privilege leave with effect from 1st September 1881 or such subsequent date as he may avail himself of it

No 230 —Mr W M Johnston Traffic Superintendent Tirhoot and Patna Gya State Railways has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India four months leave in continuation of the leave granted him in notification No 1[illegible]5 of the 5th June 1880

No 231 —*Posting* —With reference to Government of India Public Works Department Notification No 221 dated the 10th June 1881 Baboo Bhoobun Mohun Bose Assistant Engineer First Grade reported his arrival at Calcutta on the afternoon of the 13th August 1881, and is posted to the Bhagulpore Division

RAILWAY

The 1[illegible]th August 1881

No 232 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose viz for the extension of the Northern Bengal State Railway from the old ghât station at Sara southward along the river Ganges to a more suitable site on its bank it is hereby declared that for the above purpose a strip of land about [illegible] miles and 820 feet in length with a width varying from 67 feet to 9[illegible] feet passing through the undermentioned villages in the district of Pubna is required

The declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

Name of village	Name of pergunnah	Name of district
Brahmungram	Nazirpore	Pubna
Sara	Pazoorush	Pubna
Rooppore	Islampore	Pubna

G E L S NEILL *Major* R E
Asst Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

[*Government Gazette*, 23rd August 1881]

৮৮১ সাল ৩ আগষ্ট।—যশোহর জিলার অন্তর্গত খুলনার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল হাল দার সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণমতে যে এক মাস দশ দিনের ছুটী পান- তাহা উক্ত বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণের মম্মানুযায়ী ছুটী বলিয়া গণ্য করা গেল।

হরেস এ কক্রেল।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১০ আগষ্ট।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ১০ আইনের ৮ ধারার বিধানমতে উক্ত আইনের ২২৪ ধারা কলিকাতার ছোট আদালতে প্রচলিত করিলেন।

হরেস এ কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

৮৮১ সাল ১১ আগষ্ট।

২২৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুত এ এল সলেমন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ভাগলপুর খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় পাটনার পথকর কার্য্যের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রস্বরূপ নিযুক্ত হওনার্থে পাটনা খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৩ আগষ্ট।

২২৮ নম্বর।—ছুটী।—কাঁসাই খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র চৌধুরী যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৩৬ ধারামতে এক মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

৮৮১ সাল ১৫ আগষ্ট।

২২৯ নম্বর।—ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র লেপ্টেনেণ্ট শ্রীযুত জি এফ উইলসন সাহেব আর, ই ৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

২৩০ নম্বর।—ত্রিহুত এবং পাটনা গয়া ষ্টেট রেলওয়ের ট্রাফিক সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ এম জনসন সাহেব ১৮৮ সালের ৫ জুনের ৫৫ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত ভারত বর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব তাঁহাকে চারি মাসের ছুটী দিয়াছেন।

২৩১ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের ১৮৮১ সালের ১৬ জুনের ২২১ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু ভুবন মোহন বসু ৮৮১ সালের ১ আগষ্টের অপরাহ্নে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন রিপোর্ট করিয়া ভাগলপুর খণ্ডে অবস্থাপিত হইলেন।

রেলওয়ে বিষয়ক।

৮৮১ সাল ৫ আগষ্ট।

২৩২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ গয়ার পুরাতন ঘাট ষ্টেশন হইতে দক্ষিণমুখে গঙ্গানদীর সঙ্গে উক্ত নদীর তটের আরো সুবিধা স্থান পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের উত্তর দিকের ষ্টেট রেলওয়ে বৃদ্ধি করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সম্বাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে পাবনা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত কএক গ্রামের মধ্যে দিয়া ২ মাইল ৮২০ ফুট দীর্ঘ ও ৬৭ অবধি ৯১২ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সম্বাদ দেওয়া গেল।

গ্রামের নাম।	পরগণার নাম।	জিলার নাম।
ব্রহ্মণগ্রাম।	নাজিরপুর।	পাবনা।
সার।	নাজুরস।	
রূপপুর।	ইসলামপুর।	

জি এফ, ই এস নীল মেজর এম এস সি
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২১ আগষ্ট।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাপত্র।

বঙ্গদেশস্থ কোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদেশ মতে প্রচারিত সরকুলার।

দেওয়ানী।

০ নম্বর বিধি। ১৮৮ সাল ১৮ মে।

প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক ৮ সালের ৫ আইন বিধিবদ্ধ হওয়াতে দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

৩ অধ্যায়ের ১২৮ পৃষ্ঠায় ' ৮৭০ সালের ২১ আইন ' এই কথার পরিবর্ত্তে ' ১৮৮১ সালের ৫ আইন ' এই কথা দিতে হইবে।

১৫৭ পৃষ্ঠায় ৪ নং পাঠের শিরোভাগে ' ৮৬৫ সালের ০ আইনের ৩১ খণ্ডের এই কথার পর " ও ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৫ অধ্যায়ের এই কথাগুলি দিতে হইবে।

দেওয়ানী।

নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮১ সাল ১৯ মে।

টাকা লইবার ও দিবার বিধির ৫৩ পৃষ্ঠার তুল্য দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৮৬ পৃষ্ঠায় ৩ অধ্যায়ের ৮ নং পাঠের প্রথম খণ্ডের ২ ঘরের শীর্ষকে " আমানতের নম্বর ও তারিখ এই কথার পরিবর্ত্তে ' আমানতের তারিখ এই কথা দিতে হইবে।

দেওয়ানী।

১১ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ৮১ সাল ২০ মে।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৩০৯ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ৫০ ধারার ২ প্রকরণের (ক) দফার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত দফাটি দিতে হইবে।

(ক) যে সকল খাজানার মোকদ্দমায় কোন রায়তের বা প্রজার খাজানা বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন করিবার স্বত্ব ঘটিত প্রশ্নের কিম্বা ভূমির স্বত্ব সংক্রান্ত বা ভূমিগত কোন স্বার্থ সংক্রান্ত বা তদ্বিষয়ের দাওয়াদার বিবাদী পক্ষদের মধ্যগত কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি রাখে না হয় বা থাকে সেই সকল মোকদ্দমায়[1] টাকা বা ক্ষতিপূরণ পাইবার কিম্বা অস্থাবর সম্পত্তি ঘটিত চুক্তি অনুসারে বিশেষমতে কার্য্য হইবার কিম্বা অস্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমায় ... ৩ বৎসর।

[1] এই অংশ ১৮৮১ সালের ২ মেয় ১২ নং সরকুলর অর্ডর দ্বারা যোজিত হইয়াছে।

দেওয়ানী।

১৩ নম্বর বিধি। ৮৮১ সাল ০ মে।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ২৩৫ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ১০ ধারার ৪ প্রকরণে—

৩য় শ্রেণীর পেয়াদা	৫৲ টাকা।
২য় শ্রেণীর পেয়াদা	৬৲ ,,

এই কথার পরিবর্ত্তে

২য় শ্রেণীর পেয়াদা	৬৲

এই কথা দিতে হইবে।

[1] ৮৮১ সালের ২০ মেয় ৩ নং বিধিক্রমে ৩য় শ্রেণীর পেয়াদা উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে।

রাজস্ব বিষয়ক সরকুলার।

১৮৮১ সাল ফেব্রুয়ারি মাস।

মান্যবর শ্রীযুক্ত এচ, এল ডাম্পিয়র সাহেব।

নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন স স্করণের ১ বালামের ২০ পৃষ্ঠায় ১ অধ্যায়ের ৯ পরিচ্ছেদের ১০ ধারায় নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা গেল —

১। খাজানাখানা বা মহকুমার খাজানাখানার ভার লইবার সময় ভারগ্রহণকারী কর্মচারির দেখিয়া সর্টিফিকেট দেওয়া আবশ্যক যে যে কর্মচারির নিকট হইতে ভারগ্রহণ করা হইল তিনি আসল এবং নকল দুইপ্রস্থ চাবী উঁহার অধিকারে সমর্পণ করিয়াছেন।

২। বোর্ড খণ্ডের কমিশ্যনরদিগকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাহাদিগের বিভাগস্থ খাজানাখানা এবং মহকুমার খাজানাখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণের নিকট বিধি অনুমোদিত দুইপ্রস্থ চাবী আছে কিনা এখন বিশেষ করিয়া রিপোর্ট করিবেন যদি না থাকে প্রত্যেক স্থলে তাহার কারণ বর্ণনা করিতে হইবে।

---

২ নম্বর।

১৮৮০ সালের ১ নবেম্বরের ১ ৩৪ T নং।
৮৮ সালের ২৮ ডিসেম্বরের
৩৪২৫ ১৮০৩ L R নং।

পার্শ্বলিখিত গবর্নমেণ্টের আজ্ঞা উপলক্ষে রাজানুপালিত এবং ক্রোকক্রত মহালের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত কর্মকারকদিগের উপদেশার্থ বিধির ৪ পৃষ্ঠার তৃতীয় পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত বিষয় ৩ ক ধারা বলিয়া যোগ করিতে হইবে।

৩ ক। যে সকল কর্মচারির নাম গেজেটে উঠে তাঁহারা যে কোন পদাভিষিক্তই হউন না কেন কেহ পূর্ব্বে গবর্নমেণ্টের অনুমোদন না লইয়া মহালের কার্য্যাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। কিন্তু পাকা বন্দোবস্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যদি কালেকটর রাজানুপালিত বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য কিছু দিনের মত কোন কাঁচা বন্দোবস্ত করেন কিম্বা তত্তৎস্থানস্থিত কোন গবর্নমেণ্ট কর্মচারীকে উক্তরূপ মহালের ভার লইবার জন্য নিযুক্ত করেন তাহাতে কোন আপত্তি হইবে না।

অত্যন্ত বড় মহাল ব্যতীত অন্য সর্ব্বত্র যে সকল লোক গবর্নমেণ্টের চাকরি করে না তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করা উচিত। যে কোন স্থল হউক না কেন যে সকল কর্মচারীর নাম গেজেটে উঠে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হইলে মনোনীত করিবার ভার গবর্নমেণ্টের থাকিবে কারণ গবর্নমেণ্ট জানেন কোন লোককে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যখন যে স্থলে উপযুক্ত বোধে কমিশনরেরা বোর্ডে যেরূপ অনুরোধ করিয়া থাকেন সেইরূপ করিতে থাকিবেন। যে সকল লোকের নাম গেজেট হয় তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার উপরিলিখিত নিয়ম আমলাদিগকে অথবা যাহাদিগের নাম গেজেট হয় না তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবারবেলা খাটিবে না।

---

৩ নম্বর।

৮৮১ সালের জানুয়ারি মাসের ২ নম্বর বোর্ডের সরকুলারে উল্লিখিত ১৮৮০সালের বঙ্গীয় ৯ আইন অনুযায়ী বোর্ডের কর সংক্রান্ত বিধির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ২ ধারার শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোজনা করিতে হইবে —

প্রত্যেক পরবর্ত্তী বৎসরের জানুয়ারি মাসে এই প্রকার রিপোর্ট দিতে হইবে।

---

৪ নম্বর।

বনোমালিলাল সাহু প্রতিবাদী এবং মহাবীরপ্রসাদ সিং দিগর বাদির মোকদ্দমার বিচারকালে প্রিবিকৌন্সিল যে নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন (যাহা বেঙ্গল লা রিপোর্টের ১২ বালামের ২৯৭পৃষ্ঠায় রিপোর্ট হইয়াছে) বোর্ডের বিশ্বাস এই যে অনেক সময়ে সেই নিয়ম অনুসারে কার্য্য হয় না এই জন্য বোর্ডের ইচ্ছা যে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারিগণ ঐ নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলেন। সেই নিয়ম এই যে কোন মহাল বিক্রয় হইবার পূর্ব্বে কোন২ স্থলে নোটিস জারী করিবার আদেশসূচক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ধারার যে তৃতীয় প্রকরণ আছে যে স্থলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন অনুসারে কোন মহাল বা তাহার কোন অংশ ক্রোক করা যায় সেই স্থলে ঐ মহালাদি যদি দেনা পরিশোধের জন্য ডিক্রীদার খাতকের দরখাস্তক্রমে নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষের হস্তে থাকে তাহা হইলেও ঐ প্রকরণ খাটিবে।

---

৫ নম্বর।

গবর্নমেণ্ট মহালের একজন তহসীলদারের তহবীল তসরুফ করা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে লেখালেখী হয় তাহারে যে অংশে জিলার কর্তৃপক্ষদের দায়িত্ব সম্বন্ধীয় কথা আছে তাহার প্রতি বিশেষত বোর্ড গবর্নমেণ্টে যেপত্র লিখেন উহার দ্বাদশ প্রকরণের প্রতি, মনোযোগ আকর্ষণ করা বোর্ডের ইচ্ছা।

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ৮৮১। ২৩ আগষ্ট]

বোর্ড হইতে গবর্ণমেণ্টে লিখিত ১৮৮০ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৮ তারিখের ৮৩২ A নম্বরের পত্রের উদ্ধৃত অংশ।

'৮। যখন বর্ত্তমান কালেক্টর সাহেব জিলার ভার বুঝিয়া পাইলেন তখন তিনি দেখিলেন যে একজন বিচক্ষণ ডেপুটী কালেক্টরের হাতে তহসীল বিভাগের ভার আছে এবং বোধ হয় তিনি মনে২ স্থির করিলেন গবর্ণমেণ্ট মহালের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বন্দোবস্তের দায়িত্ব তাঁহার আর নাই। কোন কালেক্টরের পক্ষে এইরূপ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা অতি ভয়ানক কথা। জিলার কর্ত্তৃপক্ষের কোন শাসন সম্বন্ধীয় বিভাগের কোন দোষ ঘটিলে অধীনস্থ একজন ডেপুটী কালেক্টর ঐ বিভাগের অব্যবহিত ভারপ্রাপ্ত বলিয়া নিজের কোন হাত ছিল না বলিয়া বলেন ইদানীং জিলার কর্ত্তৃপক্ষদিগের এ প্রকার ব্যবহারের বিষয় বোর্ড যে এই সর্ব্ব প্রথম বলিতেছেন এরূপ নহে।

৯। জিলার প্রধান রাজস্ব কর্ম্মচারীর উপর যে সমস্ত ভার পড়ে তাহার মধ্যে এই কাজটি কি ও কাজটি কালেক্টর নিজে করিবেন বলিয়া নিবদ্ধ করা যে মারাত্মক ভ্রম একথা বোর্ড ক অনেকে নির্ব্বন্ধ সহকারে বারম্বার বলিয়াছেন। অনেকে বলেন যে কালেক্টরের উপর যেসকল কার্য্যভার পড়ে সেই সমুদায়ের সামন্ত দায়িত্ব প্রবল করিবার একমাত্র উপায় এই আছে যে তিনি অপন ইচ্ছামত আপন বিবেচনা অনুসারে অধীনস্থগণের প্রতি খুকন্দা কর্ম্মের সমস্ত ভার দিতে পারিবেন কিন্তু যে ফল হয় তাহার তত্ত্বাবধান করা ও অবশেষে তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহার উপর থাকিবে। এই কালেক্টর যেরূপ আপত্তি করিয়াছেন তাহা গ্রাহ্য করিতে গেলে এপ্রণালীতে কার্য্য করিব র সম্বন্ধে চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবে। যদিও জিলার কর্ত্তৃপক্ষেরা কোন২ কার্য্য সম্পাদনের ভার অধ নস্থ দিগের প্রতি সমর্পণ করিতে পারেন তথাপি তাঁহারা যে তাঁহাদিগের শাসনে ক্রম গত দোষ ঘটিলে সে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না একথা তাঁহাদের মনে যত দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয় ততই ভাল।

১০। রাজস্ব সংগ্রহ করাই কালেক্টরের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং এবিষয়ের দায়িত্ব তিনি অন্যের উপর সমর্পণ করিতে পারেন না। এই বিভাগের উত্তমরূপ তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহার সর্ব্বদা বিশেষ মনোযোগ দেওয়া ও নিজে বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক এবং ইহা অপেক্ষাও যে সকল হিসাব ও রিটর্ণ অর্পণ করা হয় তাহা ঠিক কি না নির্ণয় করিবার জন্য সুপ্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক।

১১। কালেক্টর নির্দ্ধারিত সময়ে দাঁড়ামত পরীক্ষা করিয়া যেরূপ হিসাব রাখা হয় তাহার মধ্যে কিছু দোষ দেখিতে না পারেন ইহা আমরা স্বীকার করি কিন্তু বোর্ডের ধারণা এই যে যখন অনেক বাকী পড়ায় ত প্রতি মনোযোগ পড়িল ও যখন কালেক্টর তদারক করিতে লাগিলেন তখন সন্দেহে চাপা দিয়া তহসীলদারকে সেই বাকী সাফ করিয়া লইতে দেওয় উচিত হয় নাই কারণ একবার সন্দেহ হইলেই আবিষ্কৃত হইয়া যাইত কল দ্বারায় ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে।

১২। যদিও বোর্ড যে ঘটনা হইয়াছে তাহার দায়িত্ব হইতে কালেক্টরকে অব্যাহতি দিতে পারেন না তথাপি তাঁহাদের আশঙ্কা এই যে খাস মহালের জন্য আদায়ের অব্যব হিত ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকদি গর কার্য্যপ্রণালীর উপর ভালরূপ তত্ত্বাবধারণ ও দৃষ্টি রাখা বিষয়ে যে তিনি একাই অমনোযোগী এরূপ নহে। এই বিষ য় অল্প দিন হইল গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ঐ কালেক্টর সাহেবের এসম্বন্ধে যে দোষ হউক না কেন কিন্তু অল্প দিন হইল যে সকল বিশেষ আদেশ এবং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার পর কেহ ঐরূপ অমনোযোগ অপরাধে দোষী হইলে তাঁহার দোষ গুরুতর হইবে।

বোর্ডের প্রতি ৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৪ তারিখের ৩৩২ নম্বর গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা হইতে

উদ্ধৃত অংশ।

৩। খাস তহসীল বিভাগের তত্ত্বাবধানে অমনোযোগ সম্বন্ধে কালেক্টর যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না এবিষয়ে বোর্ড এবং কমিশ্যনরের সহিত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব একমত। একজন ডেপুটী কালেক্টর কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া কালেক্টর যে সে বিভাগের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বোর্ড ভালই করিয়াছেন। কালেক্টর যে এক বৃহৎ জিলার রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় প্রত্যেক বিভাগে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সমস্ত কার্য্য সম্ভবত নিজে সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারেন না একথা কাহাকেও বুঝ হয়া দিতে হইবে না। কিন্তু কালেক্টরের কার্য্য এই তিনি সকল বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে উপদেশ দিবেন তাহাদের সুক্ষ্ম কার্য্য সকল তদারক করিবেন এবং তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর তত্ত্বাবধান করিবেন। যদি কালেক্টরের অধীনস্থ লোকে জানে যে তিনি কার্য্যপ্রণালীর সকল বিভাগের উপরে নজর রাখেন তাহা হইলে শুদ্ধ সেই জানা থাকাতেই কাজ ভালরূপে চলা উচিত। বোর্ড যে বলিয়াছেন কালেক্টর যেরূপ আপত্তি করিয়াছেন সে আপত্তি গ্রাহ্য করিতে গেলে এ প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিবার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবে ইহা যথার্থ কথা। কালেক্টর যে আর এক আপত্তি করিয়াছেন যে তিনি উপস্থিত স্থলে কোন সূত্র না পাওয়ায় গোলমাল ধরিতে পারেন নাই এ আপত্তিও গ্রাহ্য হইতে পারে না। যখন রায়তি বন্দোবস্তের প্রদেশে ১৮৭৯ সালের জুন মাসে যে ত্রৈমাসের শেষ হয় তাহার রিটর্ণে অত্যন্ত অধিক বাকী দেখান হইয়াছিল তখন সেই তাহার সূত্র। যদি তিনি তাঁহার যেরূপ উচিত ছিল উহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য পরিশ্রম করিতেন তাহা হইলে কোথায় গোলযোগ ছিল অনায়াসে ধরিতে পারিতেন

শ্রীযুত সি, টি, বকল্যাণ্ড সাহেব।

৬ নম্বর।

বোর্ডের আবকারী বিধির A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রে বাহির ভাটির লাইসেন্সের ২৫ নং পাঠে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

ঐ পাঠের ৮ প্রকরণে যাহাদের প্রতি সন্দেহ থাকে এমত কোন লোককে দোকানে আশ্রয় দিবেন না এই২ কথার পরিবর্ত্তে কোন মাতাল লোককে দোকানে থাকিতে দিবেন না এই২ কথা দিতে হইবে।

২। ঐ পাঠের ৯ প্রকরণে জুয়াখেলা এই শব্দের পূর্ব্বে মাতলামি এই শব্দটি দিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

যুক্ত পোষ্টকার্ড ক্রয় করিতে হইবে। উহাতে আরও দৃষ্ট হইবে যে সর্ব্বিস ডাকটিকিট বিক্রয়ের নিয়ম সকল সর্ব্বিস পোষ্ট কার্ড বিক্রয়ের প্রতি খাটিবে বিশেষ এই যে সর্ব্বিস কার্ড বিক্রয় করিতে হইলে অন্যূন ২ খানি কার্ড বিশিষ্ট তাড়ার বিক্রয় করিতে হইবে।

---

২ নম্বর।

কর্ম্মচারিদিগকে বিজ্ঞাপন করিবার জন্য ও উপদেশ দিবার জন্য ১৮৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৩য় বোর্ডের সরকুলর অর্ডরের অনুক্রমে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অর্ডরের নিম্নলিখিত প্রতিলিপি প্রকাশ করা যাইতেছে। ইহা ১৮৮১ সালের জানুয়ারি মাসের ৬ই তারিখের ১। নম্বরের গবর্ণমেণ্ট সরকুলার প্রদত্ত হইয়াছিল ইহার দ্বিতীয় প্রকরণ বিশেষ দ্রষ্টব্য।—

১৮৭৮ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ৩১ নং গবর্ণমেণ্টের সরকুলর অর্ডরের প্রতি যাহাতে বিশেষ দৃষ্টি পড়ে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে। ঐ অর্ডরের এক এক খণ্ড প্রতিলিপি। ৮৭৯ সালের ১ই জানুয়ারি তারিখের এই আফিসের ১৭৭ নং পত্রের সহিত জিলার জজ সাহেবদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। আমার বক্তব্য এই যে গতবর্ষের সময় যখন শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ভ্রমণার্থে বহির্গত হইয়াছিলেন তখন তিনি যে সকল কাছারী ও আদালত ঘর দেখিতে পান তাহা এরূপ ময়লা ও বেমেরামত অবস্থায় থাকে যে বাবস্থার তিনি তাহা না লক্ষ্য করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার বোধ হইল যে অনেক কর্ম্মচারিরা মনে করেন যে ছাদে কলীকরান, দেয়াল ঝাড়া এবং জানালা পরিষ্কার রাখাও সাধারণ পূর্ত্ত কার্য্য বিভাগের কর্ম্ম সুতরাং যতদিন চাতুর্ব্বার্ষিক সংস্কারের সময় না আইসে ততদিন ঐ সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া রাখেন। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের সংস্কার এই যে যদি জজ এবং জেলার কর্ত্তৃপক্ষেরা এবং তাঁহাদের অধীনস্থগণ সচরাচর ভদ্রলোকেরা আপন আপন বাসস্থানের প্রতি যেরূপ মনোযোগ করিয়া থাকেন আপন আপন কাছারির প্রতি তাদৃশ মনোযোগও করেন তাহা হইলে চাতুর্ব্বার্ষিক সংস্কারের ব্যয় অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইতে পারিবে এবং গবর্ণমেণ্টের বাড়ী গুলি দেখিতে অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে।'

২। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ইচ্ছা এই যে সিবিল কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে যাহাদের অধীনে সরকারী বাড়ী আছে তাঁহারা সদাসর্ব্বদা ঐ সকল বাড়ীর তত্ত্বাবধান করিবেন এবং যাহাতে উহা পরিষ্কার থাকে তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন দ্বার জানালা কাঠের কাম মাঝে মাঝে রঙ্গ করা হয় কিনা দেখিবেন কলী ফিরান এবং অন্যান্য সামান্য মেরামত কার্য্য আবশ্যক হইলে তৎক্ষণাৎ সমাধা করিবেন এবং আসবাব সকল পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখিতে যত্ন করিবেন। এরূপ করিলে চাতুর্ব্বার্ষিক সংস্কার নাম মাত্রে পরিণত হইবে। যে সময়ে কড়ী বদলান, কাঠের কামের কর্ম প্রভৃতি গুরুতর সংস্কার আবশ্যক হইবে সেই সময়েই সাধারণ পূর্ত্ত কার্য্য বিভাগের সহায়তা প্রার্থনা করিতে হইবে।

৩। এই সরকুলার অর্ডর যাহাতে সুন্দর রূপে প্রতিপালিত হয় তাহার জন্য শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থির করিয়াছেন ৮৮১।৮২ সালের জন্য ৪০,০০০ টাকা প্রদান করিবেন। প্রত্যেক কমিশনর, জজ মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর এবং ডেপুটী কমিশনর সাহেবের হাতে আপন আপন আফিসের সামান্য সামান্য সংস্কার সমাধা করিবার জন্য ১৫০ টাকা থাকিবে এবং জিলার জজ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে ডেপুটী কমিশনর সাহেবের হাতে অধীনস্থ আদালত এবং অধীনস্থ কাছারী সমূহকে বর্ণনাপত্রে যে টাকা ফেলা থাকিবে তাহারও তত্ত্বাবধানের ভার থাকিবে। সবর্ডিনেট জজ মুন্সেফ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট অসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট বা ডেপুটী কালেক্টরের আফিস এবং আসবাব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য প্রতিবৎসরে ৫০২ টাকা এবং সব ডেপুটী কালেক্টরকে সচরাচর যেরূপ ছোট বাড়ী দেওয়া হয় তাহার জন্য ২০ টাকা হইলেই যথেষ্ট হইবে এরূপ বিবেচনায় উক্ত টাকা বন্টন করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগের বিচারালয় সমূহের জন্য প্রদত্ত টাকা জিলার জজ সাহেবের তত্ত্বাবধানাধীনে এবং কাছারী সমূহের জন্য প্রদত্ত টাকা জিলার কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানাধীনে থাকিবে। এইরূপ করিলে একজন মুন্সেফ বা ডেপুটী কালেক্টরকে প্রদত্ত টাকা হইতে যদি কিছু বাঁচে তাহা হইলে ইহা অন্য বিচারসংক্রান্ত বা রাজকার্য্যসম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিদ্বারা প্রয়োজন মত ব্যবহৃত হইতে পারিবে অন্যান্য কারণে প্রদত্ত টাকার যেরূপ রীতিমত হিসাব দিতে হয় উক্ত বর্ণনা ক্রমে প্রদত্ত টাকার খরচেরও সেইরূপ 'সামান্য গঠন ও সংস্কার এই দফাতে হিসাব নিকাশ দিতে হইবে।'

---

৩ নম্বর।

যেহেতু প্রত্যেক লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইষ্টাম্পবিক্রেতার পক্ষে জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট নিজ কারবারের চুম্বক হিসাব মাসে মাসে দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ হয় অতএব ইষ্টাম্প বিক্রেতাকর্ত্তৃক কালেক্টরের নিকট প্রতিমাসের শেষে দেয় এতৎসংযুক্ত হিসাবের পাঠ ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৫৫ ধারামতে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক প্রণীত নিয়ম ১৭ ধারার বিধান উপলক্ষে রেবিনিউ বোর্ড নির্ণয় করিয়া দিলেন।

২। এই সকল পাঠ একণে ছাপা হইতেছে, জিলার কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রতি অনুরোধ এই যে তাঁহারা কাগজ কলম সম্বন্ধীয় তত্ত্বাবধারকের নিকট এইপাঠ চাহিয়া পাঠাইবেন এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে বিনা ব্যয়ে দিবার জন্য যত প্রয়োজন হয় আপনার নিকট মৌজুদ রাখিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

A।—১৮৮ সালের অমুক মাসে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইষ্টাম্পবিক্রেতা শ্রীঅমুক যে মূল্যের যত রেবিনিউ ও কোর্ট ফী ইষ্টাম্প সাদা কাগজ বিক্রয় করেন ও যত তাঁহার হস্তে থাকে তৎপ্রদর্শক সংক্ষিপ্ত বর্ণনাপত্র।

প্রকারের ইষ্টাম্প।	মাসারম্ভে যে ইষ্টাম্প মৌজুদ ছিল।				মাসের মধ্যে প্রাপ্ত				মোট।				মাসের মধ্যে বিক্রীত।				মাসাবসানে হাতে যত থাকে।				মন্তব্য।
	যত	যে মূল্যের			যত	যে মূল্যের			যত	যে মূল্যের			যত	যে মূল্যের			যত	যে মূল্যের			
১	২	৩			৪	৫			৬	৭			৮	৯			১০	১১			১২
		টাকা	আনা	পাই		টাকা	আনা	পাই		টাকা	আনা	পাই		টাকা	আনা	পাই		টাকা	আনা	পাই	
।																					
ল রেবিনিউ ইষ্টাম্প																					
।না।																					
ল কোর্ট ফী ইষ্টাম্প																					
।না।																					
,,																					
,,																					
,,																					
,,																					
,,																					
,,																					
।কা।																					
,,																					
,,																					
,,																					
,,																					
,,																					
,,																					
,,																					
,																					
ফী ইষ্টাম্পে বুশাদা কাগজ																					
াই																					

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

B ।— ৮৮ সালের অমুক মাসে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইষ্টাম্প বিক্রেতা শ্রীঅমুক যে মূল্যের যত সাধারণ (বিচারসম্পর্কশূন্য বিক্রয় করেন ও যত তাহার হস্তে থাকে তৎপ্রদর্শক সংক্ষিপ্ত বর্ণন পত্র।

যে প্রকারের ইষ্টাম্প।	মাসারম্ভে যে ইষ্টাম্প মৌজুদ ছিল।				মাসের মধ্যে প্রাপ্ত।				মোট।				মাসের মধ্যে বিক্রীত।				মাসাবসানে হাতে যত থাকে।			
	যত	যে মূল্যের			যত	যে মূল্যের			যত	যে মূল্যের			যত	যে মূল্যের			যত	যে মূল্যের		
১	২	৩			৪	৫			৬	৭			৮	৯			১০	১১		
সাধারণ বা বিচারসম্পর্কশূন্য ইষ্টাম্প		টাকা	আ	পা		টাকা	আ	পা		টাকা	আ	পা		টাকা	আ	পা		টাকা	আ	পা
৵ আনা																				
।০																				
।।০																				
১৲ টাকা																				
।।০ ,,																				
১২৲ ,,																				
২।।০ ,,																				
৩৲ ,,																				
৩।০ ,,																				
৪৲ ,,																				
৪।।০																				
৫																				
৬৲ ,,																				
৭৲																				
৭।।০ ,,																				
৮৲																				
৯৲																				
৲ ,,																				
।।০ ,,																				
৫৲ ,,																				
১৬৲																				
৭।।০																				
২০৲ ,,																				
২২।।০ ,,																				
২৫৲ ,,																				
২৭।।																				
৩০৲																				
৩২।।০																				
৩৫৲																				
৩৭।।০																				
৪০৲ ,,																				
৪২।।০ ,,																				
৪৫৲																				
৪৭।।০																				
৫০৲ ,,																				

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট]

C।—১৮ সালের অমুক মাস লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইষ্টাম্পবিক্রেতা শ্রীঅমুক যে মূল্যের যত ভিন্নদেশীয় বিলের ও শ্যার হস্তান্তরণের ইষ্টাম্প বিক্রয় করেন ও যত তাঁহার হস্তে থাকে তৎপ্রদর্শক সংক্ষিপ্ত বর্ণনাপত্র।

যে প্রকারের ইষ্টাম্প।	মাসারম্ভে যে ইষ্টাম্প মোজুদ থাকে		মাসের মধ্যে প্রাপ্ত		মোট।		মাসের মধ্যে বিক্রীত।		মাসাবসানে হাতে যত থাকে।		মন্তব্য
	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
ভিন্নদেশীয় বিলের আটাল ইষ্টাম্প		টাকা। আনা। পাই		টাকা। আনা। পাই		টাকা। আনা। পাই		টাকা। আনা। পাই		টাকা। আনা। পাই	
৶০ আনা											
৵০											
।											
।৶০ ,											
॥০ ,											
৸০											
১৲ টাকা											
১॥০ ,											
২৲											
৩৲ ,											
৪॥০ ,											
৬৲ ,											
৯৲ ,											
১২৲ ,,											
১৮৲ ,											
২৪৲											
শেয়ার হস্তান্তর করণের আটাল ইষ্টাম্প											
৶০ আনা											
।০ ,											
॥০ ,,											
৸											
১৲ টাকা											
।০ ,,											
,											
৬৸০ ,,											
৫৲ ,,											
৬।০ ,											
৭॥০ ,											
৲ ,,											
২০৲ ,,											

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

L।— ৮৮ সালের অমু- মাসে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইষ্টাম্প-বিক্রেতা শ্রীঅমুক যে মূল্যের যত ডাকের ইষ্টাম্প বিক্রয় করেন ও তাঁহার হাতে থাকে তৎপ্রদর্শক সংক্ষিপ্ত বর্ণনাপত্র

প্রকারের ইষ্টাম্প।	মাসারম্ভে যে ইষ্টাম্প মৌজুদ থাকে		মাসের মধ্যে প্রাপ্ত		মোট।		মাসের মধ্যে বিক্রীত।		মাসাবসানে যত হাতে থাকে।		মন্তব্য।
	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০		২
		টাকা আ পা		টাকা আ পা		টাকা আ পা		টাকা আ পা		টাকা আ পা	
ান্য ডাকের ইষ্টাম্প।											
ীয় পোষ্টকার্ড ৮ ানায় ১ প্যাকেট।০ আনা, ৪৮০ খানায় রিম ৭॥ টাকা।											
ঃদেশীয় পোষ্টকার্ড ৬ খানায় ১ প্যাকেট ১।।০ ৪৮০ খানায় ১ রিম ৪৫৲ টাকা।											
ধ আনার খাম ৬ ানায় প্যাকেট ॥ ৪৮০ খানায় ১ রিম ৫৲ টাকা।											
আনার খাম ৬খা ায় ১প্যাকেট ১৲ ৪৮০ খানায় ১ রিম ৮০৲ টাকা।											
৪ আনার টিকিট ৩২০ খানায় ১ শিট ১৲ টাকা।											
৫ পয়সার টিকিট ৩২০ খানায় শিট ৫৲ টাকা।											
ক আনার টিকিট ৩২ খানায় ১ শিট ২০৲ টাকা।											
২ আনার টিকিট, ৩২০ খানায় ১ শিট ৪০৲ টাকা।											
রি আনার টিকিট ৩২ খানায় ১ শিট ৮০৲ টাকা।											
য আনার টিকিট ৩ খানায় ১ শিট ২০৲ টাকা।											
ট আনার টিকিট ৩২ খানায় ১ শিট ৬ টাকা।											
[illegible] আনার টিকিট, ৩২০ খানায় ১ শিট ৪০৲ টাকা।											
ক ০ কার টিকিট ৩২০ খানায় ১ শিট ৩২ টাকা।											

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট]

১৮৮১ সাল মার্চ মাস।

মান্যবর শ্রীযুত এচ এল ডাম্পিয়র সাহেব।

১নম্বর।

বোর্ডের করসংক্রান্ত বিবরণ ৩৮ পৃষ্ঠায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনমতে কর সংক্রান্ত মূল্য নিরূপণ ও পুনমূল্য নিরূপণ যতদূর হইয়াছে তাহার মাসিক বর্ণনাপত্র পূরণ করিবার আদেশের মধ্যে বর্ণনাপত্রের ২ ও ২১ ঘর সম্বন্ধীয় শেষ প্রকরণের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত প্রকরণটি দিতে হইবে।

এই টিকার ২ ঘরে ১ ৩, ৯ ও ১০ নং রেজিষ্টরের সম্মুখে যে অঙ্ক লেখা থাকে তাহা ২১ ঘরেও দিতে হইবে ২ ঘরে ৭ ও ৪ নং রেজিষ্টরের সম্মুখে সকল শ্রেণীর তালুক প্রভৃতির মাসিক মূল্য নিরূপণের এইটি সমষ্টি দেখাইতে হইবে। ২১ ঘরে এই ২ রেজিষ্টরের সম্মুখে কেবল প্রথম শ্রেণীর তালুক প্রভৃতির মূল্য নিরূপণ দেখাইতে হইবে এবং এই নিমিত্ত এই ঘরে কোন মহালের অন্তর্গত সকল তালুকের যে মূল্য নিরূপণ লিখিত থাকে তাহা ১নং বা স্থল বিশেষে ৩ নং রেজিষ্টরের পার্শ্বে প্রদর্শিত মহালের মূল্য নিরূপণ মধ্যে ধরা যাইবে।

যতকাল মূল্য নিরূপণ কার্য্য চলিতে থাকে এই বিবিধ কার্য্য সর্ব্বদা বুঝা যাইবে না কারণ একপ ঘটিতে পারে যে অনেক স্থলে কোন মহালের কতকগুলি তালুকের মূল্য নিরূপণ শেষ হইয়া রিটর্নে লেখা গিয়াছে অথচ অবশিষ্ট তালুকের রিটর্ণ না আসাতে সমুদয় মহালের মূল্য নিরূপণ শেষ করা যাইতে পারে না। কিন্তু মাসিক রিটর্ণ মূলক কার্য্য শেষ হইবার রিটর্ণে এই কারণে কোনরূপ প্রভেদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকবে না। উদাহরণ স্বরূপ মনে কর ২০ ০ টাকা মূল্যের কোন মহালের মধ্যে ১০ ০০০ টাকা মূল্যের এক পত্তনী তালুক আছে ঐ পত্তনী তালুকের মধ্যে ৮০০ টাকা মূল্যের এক দরপত্তনী আছে তাহা হইলে ঐ মহাল সম্বন্ধে যতদূর হইতে পারে ১ম রেজিষ্টরের সম্মুখে ২০ ও ২১ উভয় ঘরে ই ১২ ০ টাকা দেখান যাইবে কিন্তু ২ নং রেজিষ্টরের সম্মুখে ঐ ২ ঘরে যথাক্রমে ৮ ০০০ টাকা ও ১০ ০০০ টাকা দেখান যাইবে।

২। ভবিষ্যতে যে সকল বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করা যাইবে আদেশের এই পরিবর্ত্তনদ্বারা কেবল তাহাই স্পষ্ট হইবে। পুনর্মূল্য নিরূপণ সংক্রান্ত যে সকল বর্ণনাপত্র পূর্ব্বে হাতে লওয়া হইয়াছে তাহা এ পর্য্যন্ত যেরূপে প্রস্তুত করা যাইত সেইরূপে প্রস্তুত করা যাইবে।

২নম্বর।

বোর্ড দেখিয়াছেন যে ইজারদারদের স্থানে যে বাকী রাজস্ব পাওনা থাকে অনেক সময়ে ১০নং রিটর্ণে তাহার এরূপ কৈফিয়ত প্রদত্ত হয় যে আমানতী টাকা তিন বৎসরের অধিক কালের হওয়াতে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে ও যাবৎ উহা ফিরাইয়া দিবার অনুমতিসূচক আকৌণ্টাণ্ট জেনেরল সাহেবের উত্তর না পাওয়া যায় তাবৎ উহা রাজস্বের ঘরে জমা দেওয়া যাইতে পারে না।

২। এইরূপ আমানতী টাকা সম্বন্ধে বোর্ড আকৌণ্টাণ্ট জেনরল সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া সিবিল অকৌণ্ট বিধির ১১০ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ২৩ ধারার তলস্থ ১ মন্তব্যের দ্বিতীয় বাক্যের প্রতি সমুদয় কর্ম্মচারিদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন। উহাতে দৃষ্ট হইবে যে ঐ টাকা কালেক্টর সাহেব আমানতী টাকা বলিয়া রাখিতে চাহিলে উহা বাজেয়াপ্ত বলিয়া ধরিবার প্রয়োজন নাই।

৩। ইহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে ঐরূপ আমানতী টাকা বাজেয়াপ্ত টাকার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয় এবং অবিলম্বে রাজস্বের ঘরে জমা দিবার জন্য অথবা স্থলবিশেষে আমানতকারককে ফিরাইয়া দিবার জন্য পাওয়া যায়।

---

৩ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকে ২ খণ্ডের সংস্করণের ১ বালামের ২৩১ পৃষ্ঠায় ০ অধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ১৬ ধারায় নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রযোগ করিতে হইবে।

সাক্ষিদের পাথেয় বলিয়া নাজীরের কাছে যে টাকা আমানত করা যায় তিনি তাহার ঐরূপ রসিদ বহী রাখিবেন।”

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮০। ২৩ আগষ্ট।]

মাক্সায়র শ্রীযুক্ত এচ, এস, ডাম্পিয়র।

---

৪ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ অধ্যায়ের ৫ পরিচ্ছেদের ১৪ ধারায় “রাজকার্য্য নিয়মিতরূপে করিবার প্রতিভূস্বরূপ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকদের নিকট যে সরকারী সিকুরিটী রাখা হয় এই ২ কথার পর কণ্ট্রোলর জেনরল সাহেবের নামে পৃষ্ঠলিপি করিয়া তাহা আকৌণ্টাণ্ট জেনরল সাহেবের দ্বারা তাঁহার নিকট পাঠাইতে হইবে রাজস্ব ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮০ সালের আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখের ২৭৬ নং নির্দ্ধারণে এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই২ কথা ঐ ধারার অবশিষ্টাংশের পরিবর্ত্তে দিতে হইবে।

২। বোর্ডের বিধিপুস্তকের ৯ অধ্যায়ের ১২ পরিচ্ছেদের ২৪ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে।

২৪। ‘যে সকল সিকুরিটী একণে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে এবং রাজস্ব বা খাজানা দিবার প্রতিভূস্বরূপ আমানত করা যে সকল সিকুরিটী এপর্য্যন্ত নিজ কালেক্টর সাহেবের হস্তে রাখা হইয়াছে কণ্ট্রোলর জেনরল সাহেবের নামে পৃষ্ঠলিপি করিয়া তৎসমুদয় আকৌণ্টাণ্ট জেনরল সাহেবের দ্বারা তাঁহার নিকট পাঠাইতে হইবে, রাজস্ব ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮০ সালের আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখের ২৭৬ নং নির্দ্ধারণে এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।’

---

৫ নম্বর।

এই সংশোধনগুলি বন্দোবস্ত বিষয়ক পুস্তকের ৫১—৫২ পৃষ্ঠার ১৯ নং পাঠে করিতে হইবে।

মন্তব্য।—যে সকল পাঠ ব্যবহারের নিমিত্ত ছাপা হইয়াছে তাহাতে এই সংশোধনগুলি হাতে লিখিয়া দিতে হইবে।

১। পাঠের শিরোভাগে গ্রাম শব্দের পরিবর্ত্তে “মহাল শব্দ দিতে হইবে।

২। ঐ পাঠের বর্ত্তমান প্রথম টেবিলের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত টেবিল দিতে হইবে।

(১) কল্পিতমত বিঘানুযায়ী ভূমির পরিমাণ (২) একর অনুযায়ী ভূমির পরিমাণ (৩) য জমির জমা বন্দী হয় নাই, অর্থাৎ, (ক) বন জঙ্গল ও পতিত (খ) গ্রাম্য রাস্তা পুষ্করিণী ও অন্যরূপ কৃষিকার্য্যের অনুপযোগীভূমি (গ) নিষ্কর ভূমি (ঘ) চাকরাণ জমী, (ঙ) (ক) অবধি (ঘ) পর্য্যন্ত ঘরের মোট (৪) যে ভূমির জমাবন্দী হইয়াছে অর্থাৎ (ক) আবাদী ও কেলি বা রাখ (খ) আবাদ যোগ্য কিন্তু অনাবাদী, (গ) মোট (৫) ভূমির রাজস্ব (৬) মফস্বল খাজানার হিসাব (৭) গত পাঁচবৎসরের আদায়ের গড় পড়তা।

১ অবধি ৪ পর্য্যন্ত ঘরের সংবাদ নিম্নলিখিতরূপে তিন ছত্রে দিতে হইবে।

(১) সর্ব্ব প্রথম সংবাদ মত *

(২) পূর্ব্ববর্ত্তী শেষ জরীপ বা নিয়মিত বন্দোবস্ত কার্য্যমত †

(৩) বর্ত্তমান বন্দোবস্ত কার্য্যমত।

---

* সংবাদের তারিখ ও তাহা যদ্দ্বারা পাওয়া যায় এই খানে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

† পূর্ব্বকার বন্দোবস্ত হইবার তারিখ ও ঐ বন্দোবস্তের ভাব নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

৩। E টেবিলে “দখলী স্বত্ববিশিষ্ট এই কথার পরিবর্ত্তে ‘ভূমির দখল প্রাপ্ত’ এই কথা দিতে হইবে।

E টেবিলের ৪ ঘরের (ক) শীর্ষকে “ভূস্বামিদের কর্ত্তৃক’ এই কথার পরিবর্ত্তে “নিজ ভূস্বামিদের দখলে’ এই কথা দিতে হইবে।

২ টেবিলের ২ ঘরে ভূমির পরিমাণ” এই কথার পূর্ব্বে “কল্পিতমত বিঘা অনুযায়ী’ এই কথা দিতে হইবে।

---

৬ নম্বর।

বোর্ডের ৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৯ নং সরকুলার অর্ডরের অনুক্রমে, জিলার কর্ত্তৃপক্ষদের প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তাঁহারা নিম্নলিখিত পাঠ ৮ A নং রিটর্ন কমিশ্যনর সাহেবদের দ্বারা বোর্ডে পাঠান।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১।২৩ আগষ্ট।

১৮৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে ত্রৈমাস শেষ হয় তন্মধ্যে ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন মতে দাখিল করা সার্টিফিকেট বর্ণনাপত্র।

মন্তব্য।—৯ ঘরে যে সকল মোকদ্দমা দায়ের আছে দেখা যায় কৈফিয়তের কাগজে তাহার কৈফিয়ত দিতে হইবে।

যে প্রকারের সার্টিফিকেট।	পূর্ব্ব ত্রৈমাস হইতে যত দায়ের আছে।	এই ত্রৈমাস মধ্যে যত দাখিল করা হয়।	মোট।	এই ত্রৈমাস মধ্যে নিষ্পত্তি হইয়াছে।				দায়ের আছে।			এই ত্রৈমাস মধ্যে কমিশনর বা কালেক্টর সাহেব বরাবর যত আপীল হয় (১৩ খ। ।)	এই ত্রৈমাসে সার্টিফিকেট হইতে উদ্ভূত যত দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু করা হয় [৬ (খ) ৩৮ (খ) ধারা]
				আপত্তিক্রমে রহিত করা হয়।	খারিজ করা যায়।	সম্পূর্ণ রূপে সাধন করা যায়।	মোট।	তিন মাসের উপর।	তিন মাসের কম।	৪ ঘর হইতে ৮ ঘর বাদ দিয়া মোট।		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	•	১১	১২	৩
। ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৫ ধারামতে সকল প্রকারের												
। ৭ ধারার ৬ প্রকরণমতে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য বাকী খাজানা আদায় করণার্থ												
। ৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনমত বাঁধসংক্রান্ত পাওনা আদায় করণার্থ												
। ৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৩ আইন মত জলের রেট প্রভৃতি আদায় করণার্থ												
। ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনমত কর আদায় করণার্থ												
। ৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৭ ধারার ৭ প্রকরণ মত কোর্ট অব ওয়ার্ডসের প্রাপ্য আদায় করণার্থ												
। উপরি লিখিত সার্টিফিকেট ছাড়া অন্য যে প্রকারের সার্টিফিকেট জিলার অত্যন্ত অধিক সংখ্যক হওয়াতে কালেক্টর সাহেব স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইতে চাহেন												
২ অবধি ৭ পর্য্যন্ত দফার অন্তর্গত মতে এরূপ অন্য যে সকল সার্টিফিকেট ৭ ধারাতে লিখিত হয়												
মোট												

১৮৮ সাল }
তাং }

জিলার কর্ত্তৃপক্ষ।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট ১৮৮১ ২৩ মার্চ্চ।]

২। যদি কোন জিলার কোন বিশেষ ঘর পূরণ করা কঠিন বোধ হয় তবে তাহা শূন্য রাখিয়া রিটর্ণ পাঠাইতে হইবে, এবং কঠিন বোধ হইবার কারণ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কিন্তু বোর্ড বিবেচনা করেন যে বর্ত্তমান রেজিষ্টর সমূহ হইতে আবশ্যক সমস্ত বিবরণ পাওয়া যাইবে কেবল ১৩ ঘর ইহার ব্যতিরেক স্থল। অন্য প্রকারে যে বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা হইতে উক্ত ঘর পূরণ করাও কঠিন হইবে না।

৩। এক্ষণে ৮নং রিটর্ণে সর্টিফিকেট সম্বন্ধীয় যে বিবরণ প্রদত্ত হয় তাহা আর দিতে হইবে না কিন্তু এখন ৮নং রিটর্ণের বেলা যেরূপ করিতে হয় যে সকল সর্টিফিকেটর মোকদ্দমা ছয়মাসের উপর দায়ের থাকে তৎসম্বন্ধে কৈফিয়তের কাগজে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে।

৪। ১৮৮১ সালের ৩০ জুন তারিখে যে ত্রৈমাসের শেষ হয় সেই ত্রৈমাসের নিমিত্ত প্রথম রিটর্ণ ত্রৈমাস শেষ হইবার পরের দিন পর প্রচলিত প্রথামতে কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৫। জিলার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে ৮ A নং রিটর্ণের পাঠ দিবার নিমিত্ত ষ্টেশনরীর সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের প্রতি আদেশ দেওয়া গিয়াছে।

৬। বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২৯৯ পৃষ্ঠায় জিলার ও খণ্ডের রিটর্ণের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 'ত্রৈমাসিক শীর্ষ কর্ম্মের' '১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে দাখিল করা সর্টিফিকেটের ৮ A নং রিটর্ণ' এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে।

শ্রীযুত সি, টি, বকলাণ্ড সাহেব।

---

৭ নম্বর।

ইষ্টাম্পের মোকদ্দমার ২৬ নং রেজিষ্টর রাখিবার প্রথাসম্বন্ধে সাম্য স্থাপনার্থ বোর্ড এই আদেশ করিতেছেন যে ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩১ ধারামতে কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক কোন দলীল আটক করা গেলে কিম্বা ৩৫ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণমতে উহা তাঁহার নিকট পাঠান গেলে, তৎক্ষণাৎ রেজিষ্টরের ১ অবধি ৬ পর্য্যন্ত ঘর ও ৯ ঘর পূরণ করিতে হইবে। মোকদ্দমা যেমন চলিতে থাকে অবশিষ্ট ঘর পরে লেখা যাইবে। যখন কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞা দেওয়া হয় ৭, ৮ ও ১০ ঘর পূরণ করিতে হইবে এবং যখন দণ্ডের টাকা আদায় হয় ও দলীল তৎস্বামিকে ফিরাইয়া দেওয়া যায়, তখন ১১ ও ১২ ঘর পূরণ করিতে হইবে।

১৮৮১ সাল আপ্রিল মাস।

মাননীয় শ্রীযুত এচ এল ডাম্পিয়র সাহেব।

---

১ নম্বর।

কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমি যে মহালের পার্শ্বে দেখান যায় উক্ত ভূমির অংশমাত্র সেই মহালের অন্তর্গত হইলে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে নির্দ্দিষ্ট A ও B রেজিষ্টরে ভূমির পরিমাণ লিখিতে কোনং কালেক্টর যেরূপ সঙ্কট জ্ঞান করিয়া থাকেন তাহা দূর করিবার নিমিত্ত বোর্ড আজ্ঞা করিতেছেন যে এরূপ স্থলে সর্ব্বে রেজিষ্টরের অঙ্ক নকল করিয়াই উক্ত রেজিষ্টরদ্বয়ের ভূমির পরিমাণ' ঘর পূরণ করিতে হইবে এবং এই মর্ম্মের মন্তব্য লিখিতে হইবে যে এই ভূমির কিয়দংশ অন্যান্য মহালের অন্তর্গত আর বিশেষ বিবরণ নিমিত্ত সর্ব্বে রেজিষ্টরের উল্লেখ করিতে হইবে। কোন চলিত চিহ্নদ্বারা এই মন্তব্য ব্যক্ত করা সুবিধা, ঐ চিহ্নের অর্থ একবার রেজিষ্টরের শিরোভাগে ব্যাখ্যা করিয়া দিলেই চলিতে পারে।

---

২ নম্বর।

১৮৮০ সালের নবেম্বর মাসের ১ নম্বর সরকুলরে উল্লিখিত বোর্ডের পরিদর্শন সংক্রান্ত পুস্তিকার ৪৬ পৃষ্ঠায় মর্ম্মাত্মক লিপি' শীর্ষকের ১, ২ ও ৪ প্রকরণ হইতে নিম্নলিখিত কথাগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে।—

"A চিহ্নিত পাঠ দেখ।"
"B চিহ্নিত পাঠ দেখ।"
"C চিহ্নিত পাঠ দেখ।"

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M A AND B L, *Bengali Translator*

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 23 RD 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড ।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

জিলা ফরীদপুর।

নিলামের বিজ্ঞাপন। কাছারী কালেক্টরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরীদপুর জেলার অন্তপাতি নিম্নের লিখিত খাস মহালে গবর্ণমেন্টের মালিকি স্বত্ব ইংরাজি ১৮৮১ সালের ২ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ৬ আশ্বিন বুধবার জেলা ফরীদপুরের কালেক্টরীতে বিক্রয় হইবেক এই মহাল যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেন তিনি নিম্নলিখিত বিক্রয়ের নিয়ম সকলের অধীন থাকিবেন।

১। এই মহাল যে ব্যক্তি নীলামের প্রথম ডাকের উপর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডাকিবেক তাহাকেই দেওয়া যাইবেক। ক্রেতা মহালের মালিক বলিয়া গণ্য হইবে এ মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা তাহাকে বিক্রীত হইবে। কেবল চির নির্দ্ধারিত সদর জমা দিতে হইবে।

২। বর্ত্তমান পাট্টা এবং বন্দোবস্তের কার্য্য কি প্রবল আইন হইতে উৎপন্ন স্বত্ব সকল বিক্রয়ের পরেও বাহাল থাকিবেক রাজস্ব কার্য্যকারকদিগের কৃত জমাবন্দীতে যে যে খোদকস্তা রাইয়ত স্বাক্ষর করিয়াছে ক্রেতা তাহাদিগের স্বত্ব মানিতে বাধ্য হইবে।

৩। একশত টাকার অনধিক পণ হইলে সেই সমুদয় তৎক্ষণাৎ দিতে হইবেক।

৪। একশত টাকার অধিক হইলে ডাকপণের চারি অংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয়ের দিবস এক দিবস বলিয়া গণনা করিয়া বিক্রয়ান্তর পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্নকালে কিম্বা সেই দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপরে প্রথম যে দিন কাছারী খোলা যায় সেই দিনের মধ্যাহ্নকালে যদি অবশিষ্ট টাকা দাখিল না হয় তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক ও প্রথম বিক্রয়ের ন্যায় পুনরায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণপূর্ব্বক ঐ ত্রুটিকারি ক্রেতার ঝুঁকিতে সেই মহাল পুনরায় বিক্রয় হইবেক।

খাস মহালের নম্বর।	জিলার বহীর নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	ভূমির পরিমাণ।			সদর জমা।	নীলামের প্রথম ডাক।	মন্তব্য।
			একর।	রোড	পোল	নির্দ্ধারিত রাজস্ব।		
৩৩৪	৫৫৫৬	তাং রঘুরাম মজুমদার পং তেলিহাটী	২	১	১৮	৩৲	৬৲	১৮৮ সালের ১ এপ্রেল হইতে বিক্রয়ের ফল হইবেক।

ফরীদপুর কালেক্টরি।

J E B Jeffery, *Offg Collector*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

LAND ADVERTISEMENT ভূমি বিষয়ক ইস্তাহার

জিলা বীরভূম।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহাদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তগত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহ আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সাল ১৯ ভাদ্র শনিবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিঃবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ১১ জুলাই।

তফসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	পরগনা ও মহালের নাম।	যে প্রকার বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	নাম মালিক।	সদর জমা।	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী	১৪৩	পং বারবক সিংহ শ্যাম সুন্দরপুর,	বাকী রাজস্ব ৩১৮৶	৺ খেলচন্দ্র যে ষের ষ্টেটের এড মিনিষ্ট্রেটক্স কৃষ্ণমোহিনী দাসী ও মহিউন নেছাবিবি বিষ্ণুচন্দ্র কুণ্ডু।	২১১৩৮৴	সমুদয় মহাল বিক্রয় হইবে।

JOSEPH ARMSTRONG
Collector

বীরভূমের কালেক্টরী কাচারী } ১ জুলাই। ৮৮১।

জিলা বাখরগঞ্জ।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহ আদায় নিমিত্ত ১৮৮ সালের ২৩ আগষ্ট মো, ১২৮৮ সন ৮ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিঃশেষে বিক্রয় হইবে। ৮৮১ সাল তারিখ ২১ জুন।

তপসীল।

মহালের প্রকরণ	তৌজীর নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
প্রথম শ্রেণী।	৪০৩২ ম	পং বজুদ কালিকাপুর দেবপুর আবাদ ৺বিপ্রসাদ রায় পেদর দেহ নবী সাহেব ওগত তালুক।	এজমালি হি ॥৶ আনী মালিক শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী।	১১৯৫ ॥১	হাল খাজানা ১১৯৫॥১ বকয়া ১৪১ ॥৶২ ————— ২৬ ৬৶৩	এই মহালের হিস্যা পৃথক হওয়া ।৴ আনী অংশের নিলামের দিন ১৮৮১ সনের ২৫ জুন ধার্য্য ছিল ঐ তারিখে নিলামে ডাক আরম্ভ হইয়া বাকীর পরিমাণ ডাক না হওয়াতে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ১৪ ধারার ভ জোল আনা মহাল এজমাল হইয়া নিলাম হইবেক ইতি।
			তিনার পৃথক হওয়া হিঃ ।৴ আনী মালিক জগদীশ্বরী চৌধুরাণী ও মুক্তিলাল চক্রবর্ত্তী।	৫৪৩। ৭	বাকী হাল ১২৮৭ সনের কিং কালগুণের ৪০৬৴১ বকয়া ১২৮৫ সনের ৫২।৶১১ ১২৮৬ সনের ৫৪৩।৶৭ ————— ১ ৫২(৪	
				১৭৩৮৶৶৮	৩৬৫৮৶৭	

J C VEASEY, *Offg Collector*

জিলা পাবনা।

জমিদারী বিক্রয়ের এস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইস্তাহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্ন লিখিত মহাল ১৮৮১ সালের ৮ জুন তারিখের প্রাপ্য বাকি রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত সন ১৮৮১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মেং সন ১২৮৮ সালের ৪ আশ্বিন সোমবার দিবসে প্রকাশ্য কাছারীতে নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১। ২৮ জুলাই।

নম্বর তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
৬	ডিহি কন্তেপুর প ইসুক সাহি	কালীশঙ্কর সান্যাল প্রভৃতি।	২৭২ ।/ পুঃ ৩৩/	৯৭।⁄ ৮।৶	ই মহাল ১৮৫৯।১১ আইনমত হিসাব পৃথকাছে সরিক মধ্যে কালীশঙ্কর সান্যাল প্রভৃতির ১৭২৩৮৶ পুঃ ৭। আনা সদর জমার অংশে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১২৪	প বিবত চম্পাপঃ বাজু চম্পা	বিজয়গোবিন্দ চৌধুরি।	২৮৯৯।।৶ পু ৬।৶	৪৭৶ ।।⁄	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইন মত হিসাব পৃথক আছে সরিক মধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৭২৪৮⁄ পুঃ১।৶ আনা সদর জমার অংশে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩৩	ঐ	ঐ	২৮ ৯।৶ পু ৬।৶	৪৭৶ ।।⁄	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে সরিকমধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৭২৪⁄ পু ১।।৶ আনা সদর জমার অংশের এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩৪	ঐ	অভয়গোবিন্দ চৌধুরি প্রভৃতি	৯৬।।/ পু ২৶	২৪৶ ।।	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে সরিক মধ্যে অভয়গোবিন্দ চৌধুরি প্রভৃতির ৪৮৩। পু ১৶ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩৫	ঐ	বিজয়গোবিন্দ চৌধুরি।	৯৬৮।।/ পুঃ ২৶	১২। ।০	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইন মত হিসাব পৃথকাছে সরিক মধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ২৪১।।৶ পু ।। আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৬৩	তঃ শুজানগর প মাহামদ সহি	ঐ	৬ ৮। / রে স্ব ১৬৸৶	৪৫৲	এই মহাল ১৮৫ । ১১ আইন মত হিসাব পৃথকাছে সরিক মধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৪২২/ রোড্ষ্ স্ব ৭। আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৭৬	ত কালিকাবাড়ী প আমিনাবা	মথুরানাথ সাহা প্রভৃতি।	৫৩৬।।/ পু ৸/	৫।	এই মহল ১৮৫৯। ১১ আইনমত হিসাব পৃথকাছে সরিকমধ্যে মথুরানাথ সাহা প্রভৃতির ২৭৩।। আনা পুঃ ।৶ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।

W M CLAY *Collector*

জিলা নওয়াখালী। ইস্তাহার।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ৮৫৯ ইং আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা নওয়াখালীর মধ্যবর্ত্তি নিম্নের লিখিত মহালের ১৮৮১ ই২৮ জুনের সূর্য্যাস্তের প্রাপ্য বাকির জন্য আদায় নিমিত্তে ১৮৮১ ইং রেজি সনের ৯ সেপ্টেম্বর মে তাবক বাঙ্গলা ১২৮৮ সনের ৪ আশ্বিন রোজ সোমবার ঐ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনা জব প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ৮৮১ ইং রেজি ৩ জুলাই

নম্বর তৌজির।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকির সংখ্যা।
৪৫ নং	পং সুন্দ প বিসমত মজিদ্র নায় ষ্টেশন সুন্দীপ।	নিলাম খরিদ ঈশানচন্দ্র নন্দি	৬৩৭/ ১	১১৮৸৶

E V WESTMACOTT *Offg Collector*

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ৮৮১। ২৩ আগস্ট।]

জিলা ত্রিপুরা।
জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্ন লিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ৮৮১ ইং সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হওবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে ১৮৮১ সাল তারিখ ৫ আগষ্ট।

তপসীল।

নম্বর এ রেজেষ্টর	নম্বর তৌজি	মহালের নাম।	মালিকের নাম ধাম।	সদর জমা।	বাকীর সম্খ্যা সাং কি জৈষ্ঠ ১২৮৮ বাং।	কৈফিয়ৎ।
১০৫	১৪৮	লালপুর জোয়ার ।৶আনা কিসমত।	মুনসী কফিলদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী পি মৃত মুনসী শাকেমদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী সাং ভিন্না মানিক পং কাল্লিকপুর ষ্টেশন পালঙ্গ জিলে ফরীদপুর হি ।৶	২১৪॥০	০	এই দুই অংশের বাকী নাহি নিলাম হইবে।
			শ্রীমতী কাহামিদমেছা বেগম জওজে মুনসী শাকেমদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী সাং প তথা হি ।৶	২ ৪॥০	০	
			৸০	৫২৯	০	
			মে আলেক জাণ্ডর টামস সাহেব একজিকিউটর ষ্টেট মৃত মে জি পি ওযাতক্স সাহেব সাং হাল ঢাকা কুমারটুলি থানে সদর হি ।০ আনা	১৪৩	১৭৸৴১০	প্রকাশ থাকে যে উক্ত মহা
			১	৫৭২	৭৭৴১	

লের ৸০ আনা অংশ সদর জমা ৪২৯ টাকা যাহার মালিক মুনসী কাফলদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী ও শ্রীমতী কাহামিদমেছা বেগম বটে তাহার হিসাব ৮৫৯ ইং ১ আং ১০ ধারামতে স্বতন্ত্র হওয়াতে তদবশিষ্ট ।০ আনা অংশ মালিক আলেকজাণ্ডর টামস সাহেব একজিকিউটর ষ্টেট মৃত মে জি পি, ওযাইজ সাহেব সদর জমা ৪৩ টাকা বটে, তাহার উক্ত বাকীর কারণ নিলাম হইবেক।

নম্বর এ রেজেষ্টর	নম্বর তৌজি	মহালের নাম।	মালিকের নাম ধাম।	সদর জমা।	বাকীর সম্খ্যা সাং কি জৈষ্ঠ ১২৮৮ বাং।	কৈফিয়ৎ।
১৩৭৫	২০৪	উম্মফতান্নছা তালুক কি ৴ আনা পং পুরচণ্ডী।	গোবিন্দচন্দ্র পাল পি মৃত রাধামোহন পাল সাং শ্রীবংসা দাস প গুনা মন্দী থানে টুবগী বাগরা আনন্দমোহন কুণ্ডু পি মৃত চন্দ্রমাধব কুণ্ডু সাং মালথ নগর পং বিক্রমপুর থানা শ্রীনগর হাল সাং কাছারি শ্রীরামদী প পুরচণ্ডী।	৮৩৩॥৶৮	৩৬৸১	

G TOYNBEE, *Offg Collector*

[*Government Gazette, 23rd August* 1881]

জিলা হুগলী।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারী কালেক্টরী জিলা হুগলী।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলীর অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮৮ সালের ২৩ ভাদ্র বুধবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮১ সাল তারিখ

মহালের নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।				
৩৪৯৮ নং	পাচগাছিয়া পং বালী গড়ি।	অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায় ও রাধিকাপ্রসাদ সিংহ রায় ও অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায়।	১১৬৩৸৶	৲৬	
	ঐ				
৮৫২ নং	তেলিনীপাড়া পং বোর	পূর্ণচন্দ্র রায় দিগর—			
		খাজনা	১০ ১৬৴৩		
		চৌকীদারী	১১০ ।৶		
		রোডকণ্ড	১৶১১		
		বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ॥ আট আনার সদর জমা খাজানা	৫০০৸৶৭॥		
		চৌকীদারী	৫৬৸৴		
		রোডকণ্ড	॥৴৫॥		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী রাজনারায়ণ রায় রকম ॥ আনার সদর জমা খাজানা	৫০ ৸৶৭॥		
		চৌকীদারী	৫৬৸৴০	২৮।৶৬	এই অংশের বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।
		রোড কণ্ড	॥৴৫॥	।৮৺	
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই			

R CORNISH *Offg Collector*

জিলা ঢাকা।

বাকী খাজনা জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা ঢাকার মধ্যবর্ত্তি নিম্নলিখিত মহাল ৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকিরাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে জিলা ঢাকার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে ১৮৮১ সাল তারিখ ০ আগষ্ট।

নম্বর তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক	সদর জমা	বাকির পরিমাণ।	মন্তব্য।
৯১৭৮	পং কাশীম নগর রকম হিঃ ॥৴৮= ক্রান্ত জমিদারি বং মুনশী মাহাম্মদ হাকেজ। হিস বপৃথক।	মদনমোহন সাহা।	১৫৬ ।৶১ ।	১২৮৮ সালের লাং কিস্তি জৈষ্ঠ ৫৩২৸৮	অবশিষ্ট মহাল নিলাম হইবে।
	পং কাশীম নগর রকম হি ॥৴৮= ক্রান্ত জমিদারি বং মুনশী মাহাম্মদ হাকেজ হি ৶৫॥৬ দ্বীপ।	আজরমেছা খাতুন অম্বল খএরাত খাতুন ও কজলল হক	৮ ৮॥৴১৸		
	পং কাশীম নগর রকম হি ।৴৮= ক্রান্ত জমিদারি বং মুনশী মাহাম্মদ হাকেজ কিং পেচাঙ্গ খাল বাট বারশ রশী বাট সত্তর রশী বাট এগার রশী বাট আড়াই রশী এহার ॥৴১৪। ১ পহিস্যা।	জয়কিশোরী চৌধুরাণী মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরি আনন্দময়ী চৌধুরাণী রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরি দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরি ও হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৯ ৸৶		
			২১৬০৲		

DACCA COLLECTORATE,
The 11th August 1881　　　A C TUTE
J r Collector

[গবর্ণমেন্টগেজেট । ১৮৮১ । ২৩ আগষ্ট ।]

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ৮৮১ সালের ২৮ মার্চ্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ২৯ আগষ্ট মোতাবেক ১২৮৮ সালের ১৪ ভাদ্র সোমবার ঐ জিলার কালেকটর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮১। ৩ জুলাই।

নং তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।
	পরগণে উসঙ্গ।			
১৩৭	হিস্যা ৵ আনা জমিদারী ষোল আনা রকমে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিস্যা ।৴ আনা ২ দন্তী ৬৪ তিল।	ঈশানচন্দ্র শর্ম্মা ভাদুড়ী	৬২২।৶	৬১৸৴
ঐ	৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১১।১ জব।	রাণী রুদ্রাণী দেব্যা	৬৯৸৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৶১ ৸—২ দন্তী।	রাণী গৌরসুন্দরী দেব্যা	৩৫৩।	•
ঐ	৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৫।=১৬ তিল।	কালীকিশোর সিংহ	৯৬৴	•
ঐ	৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৴১।৷২ জব।	রাজা হরচন্দ্র সিংহ	১৩৯৸৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ।০৸ — ২ দন্তী।	রাণী রুদ্রাণী দাস্যা	৫ ২।।৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১১।১ জব।	রাজা মথুরাকান্ত সিংহ	৬৯৸৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১।১ দন্তী।	রাণী ব্রজময়ী দেব্যা	৬।৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৮।=১ দন্তী।	বিশ্বেশ্বরী দেব্যা	৫২।৴	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৭। = ক্রান্তী।	ব্রজকিশোরী দেব্যা	৪৬৴০	
ঐ	৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৪।।২ দন্তী।	রামশঙ্কর ভাদুড়ী	২৯৶	•
	পরগণে সেরপুর।			
১৪৪	জমীদারী হিস্যা ৴১৫ গণ্ডা	শিবদয়াল তেওয়ারী গয়রহ	২৬৪৩।।	৯২।০
	পরগণে আলাপ সিংহ।			
৫১৪৫	চরদরি কুষ্টীয়া ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিস্যা ৮১ —ক্রান্তী।	হরসুন্দরী দেব্যা চৌধুরাণী	২৬২।৶৮	২।।৶
ঐ	১৮৫১ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৪ = ক্রান্তী।	ঈশানচন্দ্র আচার্য্য	১৫।৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ।৴৬।।= ক্রান্তী।	রাজা সূর্য্য কান্ত আচার্য্য চৌধুরী	৩৯৫৶৪	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৴১১।‾ ক্রান্তী।	জগত কিশোর আচার্য্য চৌধুরী	৪১৮।।৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৩। — ক্রান্তী।	কেদার কিশোর আচার্য্য	৪৯।৶	•
ঐ	৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৩।— ক্রান্তী।	বিমলা দেব্যা	৪৯।৶	•
	দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল। পরগণে আলাপ সিংহ।			
৪৯১৫	চর জেহেলখালা ৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিস্যা ৮৬।—।। তিল।	কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী গয়রহ	৫১৪৸	১০৯।।
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ।২= ক্রান্তী।	রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	৬৩৫।।৶	১৫৯।।৶

নং তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।
৪৯৬৫	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৬। = ক্রান্তি	যাদবকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	৫১॥৴	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৷ । কড়া।	জগতকিশোর আচার্য্য	৬২৮৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৩। — ক্রান্তী।	প্রসন্ন নারায়ণ আচার্য্য	১০৩৴	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৩। — ক্রান্তি।	দীনময়ী দেব্যা	১০৩৴	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৩। — ক্রান্তি।	অমৃতনারায়ণ আচার্য্য	১০৩৴	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৪=১ তিল।	জগতময়ী দেব্যা	৩৪।৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৪=১	ভবেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য	৩৪।৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৪=১	যোগেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য	৩৪।৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৯৮—॥	ঈশানচন্দ্র আচার্য্য	৭৬৮৴	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ১৩।—ক্রান্তী।	হরসুন্দরী দেব্যা	১০৩৴	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৩—ক্রান্তী।	কেদারকিশোর আচার্য্য	২৫৮৴	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৩। ক্রান্তি। পরগণে ময়মনসিংহ।	বিমলা দেব্যা	২৫৮৴	•
৫৮৫	বিলচলজী পরগণে আলাপসিংহ।	শীতলচন্দ্র রায় চৌধুরী	৫৫৪৲	৫।৶
৬১২৯	তাং চর টিয়ার চর সংক্রান্ত বাহাদুরপুর	কমলমণী দেব্যা গয়রহ	৫২৲	১১॥৶

N S ALEXANDER
Collector

জিলা ২৪ পরগণা।

এস্তেহারনামা কাছারি কালেক্টরি জেলা ২৪ পরগনা এই যে,

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা ২৪ পরগণার নীচের লিখিত মহালাতের সন ৮৮১ সালের ২৮ জুন কিস্তির বাকি বাবত ইংরাজী সন ১৮৮১ সালের ৩০ আগষ্ট মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৮৮ সাল ১৫ ভাদ্র মঙ্গলবার ঐ জেলার কালেক্টরিতে বিনা ওজর নিলাম ধরা যাইবেক ইংরাজী সন ১৮৮১ সাল তারিখ ২০ জুলাই মোতাবেক সন ২৮৮ সাল তারিখ ৯ শ্রাবণ।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।

৯৭৪ নং পরগনে মাইকাটী দিগর মৌজে গজফরপুর ওগয়রহ লিখিত মালিক নেছার মহম্মদ খাঁ চৌধুরি ওগয়রহ সদর জমা ১৫৪০৲ ৪

রোডফণ্ড ১২।৶৯

১০৬৯ নং পরগনে মাগুরা হাট কালিগঞ্জ ওরফে হাট চেতলা লিখিত মালিক উপেন্দ্রনাথ সরকার ওগয়রহ সদর জমা ৩৫০০৲

রোডফণ্ড ৩৫৲

২৩০৯ নং পরগনে দাতিয়া কি দাতিয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক বর্ণময়ী দাসী ওগয়রহ সদর জমা ৪৭৩২১।৴৬। টাকার মধ্যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৵১।=/১৮৶ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে বর্ণময়ি দাসী ওগয়রহের নামে ৶১৮।—৶ ৸৶ আনার কাত সদর জমা ৮৬৪৫৸/২৬ টাকা তাহার সন ১২৮৮ সালের লাং জ্যৈষ্ঠ কিস্তি সন ১৮৮১ সনের লাং ২৮ জুন পর্য্যন্ত আদায় বাদে ৫১৶২ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

D R LYALL *Collector*

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

জেলা নদীয়া।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ কাছারি কালেক্টরি জেলা নদীয়া।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে জেলা নদীয়ার তৌজির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকলের ১৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখের প্রাপ্য বাকি মালগুজারির এবং অন্যান্য দাওয়া যাহা চলিত আইন ও আইন অনুসারে বাকি রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ২৪শে ভাদ্র তারিখে এই জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক।—

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	লিখিত মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ	মন্তব্য।
৪৪২	ডিহি বামুন পাড়া পং উখড়া	রমেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয় ও ভারপ্রাপ্ত জাং উমেশ্বর যোগেশ্বর অমৃতেশ্বর ও রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় গোকুলমণী দাসী অন্নদাপ্রসাদ সেন ম্যানেজার ষ্টেট রাজা সুপালিত মন্মথনাথ গিরিজানাথ, সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী নাবালগান নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী অমরেন্দ্রনাথরায় চৌধুরী, ভবতারিণী দেবী মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ও পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী।—	৫৩৫২॥৯ পোলিস ৩৪॥৪	৩০॥৶৬	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৴১২ আনা অংশ যাহার বার্ষিক ৫৩৫-৷০ টাকা সদর জমা ও ৩।৶৪ টাকা পুলিস রাজেন্দ্রনাথ ও মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিং নামে লেখে ঐ অংশে বাকি ১৮৵০ টাকা ও ঐ আইনের ঐ ধারামতে ৴২ আনা রকম যাহার বার্ষিক ৫৩৫৷০ টাকা সদর জমা ও ৩।৶৪ টাকা পুলিস নরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিং নামে লেখে ঐ অংশে ১২॥৬ টাকা বাকি পড়ায় ঐ দুই অংশ নিলাম হইবেক।—
৯০৮	ডিহি ধর্ম্মপুর পং উখড়া	মুন্সী হাফীজদ্দিন, তমিজন্নেছা বিবি আমতুজ্জহুরা বিবি আজিজন্নেছা বিবি, জাহেরন্নেছা বিবি বসিরন্নেছা বিবি, জয়নবন্নেছা বিবি মোবারকন্নেছা বিবি ওয়াহেদন্নেছা বিবি করিমন্নেছা বিবি, নবরন্নেছাবিবি, রকিবতন্নেছা বিবি ও আমিনাথ রায়।	৩৪৭৫৻১ পোলিস ৪৩॥১	১৬।৴৪	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
১৭৬৯	গোড়ভাঙ্গা মতিডাঙ্গা পংরাজপুর	গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় দীননাথ মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মনিমোহন মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেব্যা অলিমাতা জাং নাবালক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় মে আরচি বলডহিল সাহেব, অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নাবালগান জীবনকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অলিমাতা প্রসন্নময়ী দেব্যা ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় শশী সুন্দরী দেব্যা মহেন্দ্রনাথ ও বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় অছিয়ান জাং মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেব্যা ছোট দীননাথ মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুমুদিনী দেব্যা অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ক্ষেত্রপাল বন্দোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র ও ক্ষেত্রপাল বন্দোপাধ্যায় অছি জাং কালীপদ ও তারাপদ বন্দোপাধ্যায় নাবালগান —	৭৩৮৵০ রোডকং ৭।৵০	২॥৶৪	৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারার বিধানমতে পৃথক হওয়া অংশবাদে অবশিষ্ট ৷৷৶৪৷ আনা অংশ যাহা গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় দীননাথ মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মনিমোহন মুখোপাধ্যায়, নিস্তারিণী দেব্যা অলিমাতা জাং নাবালক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় মেং আরচিবলডহিল সাহেব অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নাবালগান জীবনকৃষ্ণ দে ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অলিমাতা প্রসন্নময়ী দেব্যা ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় শশী সুন্দরী দেব্যা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় অছিয়ান জাং মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশী সুন্দরী দেব্যা, ছোট দীননাথ মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুমুদিনী দেব্যা অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায় দিগরের নামে ৫১৭৶১০ টাকা সদর জমা ও ৫৶১১ টাকা রোডকণ্ড লেখা যায় ঐ অংশে বাকি পড়ায় উহা নিলাম হইবেক।—

জেলা নদীয়ার কালেক্টরি।
সন ১৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।

W V G TAYLER, *Collector*

[*Government Gazette*, *23rd August* 1881]

জিলা বাকরগঞ্জ।

জমিদারির বিক্রয়ের ইস্তাহার।

৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বকী বাবদ এবং যে সকল দাবি ৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মোতাবেক সন ১২৮৮ সনের ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবস প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ৩০ জুলাই।

তপসীল।

মহালের শ্রেণী	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ত।
প্রথম শ্রেণী।	১৯৮৩	জাহাপুর পরগনা।	এজমালী হিং দ দ৩দ৫ অংশের মালীক রজনীকান্ত দত্ত চৌধুরী গয়রহ	মোট জমা ৮৭৩ ॥৶১০ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয় অংশের জমা ১০ দ৶৬ / ৬৪৪৬৵৪	৭দ৶১॥	এই এজমালী দ১দ৩৭৫ অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৮ ৬	সিলিমাবাদ পরগনা হিং ৭ গণ্ডা।	হিং ৫।গণ্ডা এজমালী কালীপ্রসন্ন বসু গয়রহ।	২০৭৯দ৶৬। মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৫১৯–৬৶৭॥ / ৫৫৯দ৶ ১	১১৴৮দ	এই এজমালী ৫। গণ্ডা অংশ নিলাম হইবেক ইতি
ঐ	৩৮৪৬	সিলিমাবাদ ও গয়রহ পরগনা হিং ২। গণ্ডা।	হিং ৮৻১২॥ তিল এজমালী মালীক জগৎমোহিনী গয়রহ।	৩৮২৲৫ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ১২৬৫দ৩। / ২৪ ৬।৶২দ	৬৫৬৶৬দ	এই এজমালী ৮৻১২॥ তিল অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৪৮৭২	পং বোজর্গ ও মেদপুর বা গুরাম বসু তাং হং ॥আনা।	অমিলমেহা খাতুন গয়রহ।	১৪৪০।৴৩	৫৶৯	এই ষোল আনা তালুক নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৫১৯৫	জিরানগর পুরা চর।	এজমালী হিং ॥৴ আনা মৌলবী আকবর আলী চৌধুরী গয়রহ।	৯২৪ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৪০৪৷০ / ৫১ দ০ / মোট রাস্তা খরচ ৯৲ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের ৩দ৴ / ৫৴০	খাজানা ১।৴ রাস্তা খরচ ॥৴ / দ৶০	এই এজমালী ॥ আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।

ANUND CHUNDER SEN
for Offg Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

জেলা রাজসাহি ।

কালেক্টরী বাকী খাজানার বিজ্ঞাপন পাঠ ।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে অত্র জেলার মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল ১৮৮১ সালের লাগাএত কিস্তী মেইর প্রাপ্ত বাকী মালগুজারি এবং অন্য দাওয়া চলিত আইন ও আক্ট অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মোতাবেক সন ১২৮৮ সালের ২৮ ভাদ্র সোমবার অত্র কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজী তারিখ ২৯ জুলাই ।

তপসীল ।

তৌজির নম্বর ।	নাম মহাল ও পরগণা ।	নাম মালিক ।	সদরজমা ।	যে রাজস্ব বাকীর জন্য নিলাম হইবেক ।	কৈফিয়ৎ ।
১৮১	তরফ রাজারাম পুর ক চীগঞ্জ পং মাহামুদ পুর ।	সৈয়দ মহাম্মদ এহিয়া সৈয়দ মাহাম্মদ মুছা সৈয়দ আতাওর রহমান সৈয়দা বিবি দীনবন্ধু সান্যাল কাশীচন্দ্র তালুকদার শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজরপক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম নাবালগ বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৫৯ সনের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব ।	খাজানা ৩৭৮৩॥৶ পোলীস ৩৩৴ ৩৩১৫৷৷৶		হিসাব পৃথক করা অংশ বাদে একমালী অংশ নিলাম হইবেক ।
		বিশেষ নং ১ সৈয়দ মহাম্মদ এহিয়া	খাজানা ৩৬৫৫৷৷ পোলীস ৩৷৶ ৩৬৮৷৶		
		বিশেষ নং ২ সৈয়দ মাহাম্মদ মুছা	খাজানা ৩৬৪৷৵ পোলীস ৩৷৷৶ ৩৬৮৷৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের একমালি অংশ নিলাম হইবেক । সৈয়দ আতাওর রহমান সৈয়দা বিবি দীনবন্ধু সান্যাল কাশীচন্দ্র তালুকদার ও শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম ।	খাজানা ২৫৫৩৶ পোলীস ২৫॥৶ ২৫৭৮৵	৩৯৷৴ ১॥৶	
৯৯	তুগ রোল পং গবেরহাট ।	দৈবকীনন্দন ও ব্রজ দয়াল ও ও কমলাকান্ত ও রাধামাধব সেন ও আহ্লাদমণী গুপ্তা ।	খাজানা ৫৬৩৵৹ পোলীস ৩৶	৬৫৸৶	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক ।
২৩০	ডিহি খোর কোড়া পং তেগাছী ।	হেমাতুল্লা চৌধুরী কেরামতুল্লা চৌধুরী বিবি উম্মত ফতেমা সৈয়দ মাহাম্মদ হোসেন আতাওর হোসেন বিবি আবেদজেহা বিবি আহমতন্নেছা ও বিবি ফাতেমতন্নেছা অলী সৈয়দ লাহা আবদুল্লা রোহিণীনন্দন সেন দৈবকীনন্দন সেন যদুনন্দন সেন কৃপাময়ী দেব্যা হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর রায় রাণী মনমোহিনী দেব্যা জগদম্বা গুপ্তা মধুমতী গুপ্তা সারদাসুন্দরী দেব্যা কালীকমল মৈত্র তারকেশ্বর রায় হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে শশী শিখরেশ্বর রায় নাবালগ বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে স্বামিনী দেব্যা হেমাতুল্লা চৌধুরী ।	খাজানা ৪৫৫৮৶ পোলীস ১০৷৶ ৪৫৬৮৷৵৹		হিসাব পৃথক করা অংশ বাদ একমালী অংশ নিলাম হইবেক ।

চৌকির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে রাজস্ব বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৫৯ সনের ১ আইনমত পৃথক হিসাব বিশেষ নং ১ কৃপাময়ী দেব্যা	খাজানা ৵৮০।০ পোলীস ৸৶		
		বিশেষ নং ২ যদুনন্দন সেন দিগর	৬৮১৶ খাজানা ১৬৭৲ পোলীস ।৶		
		বিশেষ নং ৩ হেফাজতুল্লা চৌধুরী	১৬৭।৶ খাজানা ৭৯১।০ পোলীস ১৸০		
		বিশেষ নং ৪ হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে শশী শিখরেশ্বর রায় নাবালগ।	৭৯৩ খাজানা ৩১৯৸৴ পোলীস ৸৫		
		বিশেষ নং ৫ কালীকমল মৈত্র	৩২০॥৴ খাজানা ২১৮৸৶ পোলীস ॥৵০		
		বিশেষ নং ৬ কেরামতুল্লা চৌধুরী	২১৯॥৴ খাজানা ৭০৩।৴ পোলীস ১॥৴		
			৭০৫৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণের এজমালী আংশ নিলাম হইবেক বিবি উম্মত ফতেমা সৈয়দ মাহাম্মদ হোসেন আতাহার হোসেন বিবি আবেদন্নেছা বিবি আছমতন্নেছা ও বিবি অছিফতন্নেছার অলী সৈয়দ সাহাবতুল্লা হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর রায় রাণী মনমোহিনী দেব্যা জগদম্বা গুপ্তা মধুমতী গুপ্তা সারদাসুন্দরী দেব্যা তারকেশ্বর রায় বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে স্বর্ণময়ী দেব্যা হেরাছতুল্লা চৌধুরী।	২৫৮৬৸৶ খাজানা ১৯৭৭।৶ পোলীস ৪॥৵	১৩৬৬	

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে রাজস্ব বাকী জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
২৫৬	ডিহি ছানতি পং গোবিন্দপুর।	নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে রাণী শুভদ্রা কুমারি সাহেবা যাদব চন্দ্র বাগচী রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর নন্দলাল ট্রষ্টী পক্ষে ব্রজনাথ রায় গোবিন্দনাথ সেন স্বয়ং অধ্যক্ষ পক্ষে গুরুপ্রসাদ সেন বামাসুন্দরী দাস্যা ইচ্ছময়ী দাস্যা ট্রষ্টী পক্ষে ভুবনেশ্বরী দাস্যা গুরুদাস চৌধুরি কালীনাথ চৌধুরি।	খাজানা ৬৭৪৮॥৶ পোলীস ২৪৲		*
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ১৮৫৯ সনের ১ আইনমত পৃথক হিসাব।	৬৭৭২॥৶		
		বিশেষ নং ১ নন্দলাল রায ট্রষ্টী পক্ষে ব্রজনাথ রায।	খাজানা ৭২৫৴ পোলীস ৩৲		
		বিশেষ নং ২ রাণী শুভদ্রা কুমারি সাহেবা।	৭৮৫৸৶ খাজানা ৩১৩৩॥ পোলীস ০৶		
		বিশেষ নং ৩ গোবিন্দনাথ সেন দিগর।	৩১৪৩॥৶ খাজানা ৩৯॥০ পোলীস ॥		
		বিশেষ নং ৪ বামাসুন্দরী দাস্যা	৺৯৩৲ খাজানা ২৪২৸৴ পোলীস ৸৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবেক যাদব চন্দ্র বাগচী রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর ইচ্ছাময়ী দাস্যা ট্রষ্টী পক্ষে ভুবনেশ্বরী দাস্যা গুরুদাস চৌধুরী কালীনাথ চৌধুরী।	২৪৩॥৶ খাজানা ২৺৭৸৶ পোলীস ৮।৶	৮৪॥০ ০	
২৯৬	প৲ বোনগাঁও জায়গীর।	করমচাঁদ বাবু স্বয় ও অপী পক্ষে রাখাল চুগড নাবালগ দীনবন্ধু সান্যাল শ্রীমন্নারাযণ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে সৈযদ আবদুল ছেলাম সৈযদ মাহম্মদ মুস, সৈযদ মাহম্মদ এহিয়া মেয়দা বিবি আনন্দমোহন মৈত্র।	খাজানা ৺৫৪৶০ পোলীস ১৫৶০		
			৪৬৮।০		

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ও মালিক।	সদর	যে ২ অংশ বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৫৯ সালের ১ আইনমত পৃথক হিসাব।			
		বিশেষ নং ১ সৈয়দ মহম্মদ মুস	খাজানা ২৬১॥/০ পোলীস ১॥৶০		
			২৭৯৵০		
	•	বিশেষ নং ২ সৈয়দ মাহম্মদ এছিয়া।	খাজানা ২৬ ॥৴ পোলীস ১॥৶০		
			২৭৪।		
		বিশেষ নং ৩ সৈয়দ আবদুল ছেলাম।	খাজানা ৪৩৮৫৸৶০ পোলীস ৪৪৵০		
			৪৮১ ৲		
		বিশেষ নং ৪ করমচাদ দুগড আলী অধ ক্ষ পক্ষে বাখালচাঁদ দুগড নাবালগ।	খাজানা ১৩১১।৶ পোলীস ৩।/০		
			৩৩৭৲		
		বিশেষ নং ৫ আনন্দমোহন মৈত্র দীনবন্ধু সান্ন্যাল।	খাজানা ১৫১২৸৶ পোলীস ১৫।০		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবেক।	৯৮৭৩॥৶০		
		সৈয়দাবিবি ও করমচাদ বাবু	খাজানা ৬ ৮॥০ পোলীস ১৬৴	২২২৶০ ৩৸৶০	

F H RUDDOCK *Offg Collector*

কালেক্টরি জেলা বগুড়া।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা বগুড়ার মধ্যের নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এব অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং ভাক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮ সালের ১০ সে প্টেম্বর তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় যাইবে। ৮৮১। ২৯ জুলাই।

অত্র কালেক্টরির তৌজীর ৮৬৩। ২৬ নং মহাল পরগনে ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত লাট গোবিন্দপুর যাহার ৬৭৬৯॥৶০ পাই সদর জমায় জমিদারী লিখা যায় তাহার মধ্যে যাহা যাহা নিলাম হইবে তাহার বিস্তারিত নিম্নে দৃষ্ট হইবে।

লাটের নাম ও নম্বর	মালিকের নাম।	সদর জমা	বাকী	কৈফিয়ৎ।
নং ৮৬৩। ২৬ নং পরগনে ঘোড়াঘাট লাট গোবিন্দপুর॥	মহারাকান্ত ঘোষ ম্যানেজার গোপালকৃষ্ণ ঘোষ।	১৫৩৯।৶৮	৫৯৶৮	১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারা মত এই অংশের হিসাব পৃথক আছে।
ঐ	গোপীকান্ত ঘোষ	১১৩৮।৶৮	৫৭৸৶১১	ঐ
ঐ	রুক্মিণীনন্দন চৌধুরাণী হরবন্ধু ম চৌধুরাণী।	২ ৫৮৶১০	৮৪৵০	হিসাব পৃথক হওয়া অংশ সকল বাদে এই অবশিষ্ট অংশ।

BOGRA COLLECTORATE
The 29th July 1881

H G SHARE *Offg Collector*

[*Government Gazette* 3rd *August* 1881]

NOTICE is hereby given under Section 6 Act XI of 1859 that the undermentioned estate in the district of Furreedpore will be put up to public and unreserved sale at the Collector's Office of that district on the 29th August 1881 corresponding with 14th Bhadra 1288 B S, for arrears of revenue and other demands which by the Regulations and Acts in force are directed to be realized in the same manner as arrears of revenue due on 28th January 1881

Numl r on th towji	Nam f st t a d ɪ ɢu h	Nam f o l l ɪ pri to	G m t e	\ t t
			R	R
369	Clar Bhadra an pergunr h Clar M k d	Sl am h S kdar Mr lhu Sud in Cl ulh ɪ d tl	1634	1 817

FURREEDPORE COLLECTORATE *the 16th July* 1881 J E B JEFFERY, *Offg Collector*

জিলা ফরীদপুর।

এস্তাহার নামা সাহরী কালেকটরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারায় জানান যাইতেছে ১৮৫৯। ১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা ফরীদপুরের মধ্যবর্ত্তী নীচের লিখিত মহাল ৮৮১ সনের ২৯ আগস্ট মোতাবেক ১২৮৮ সনের ৪ ভাদ্র সোমবার এজিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি ১৮৮১। তারিখ ৯ জুলাই।

প্রথম শ্রেণী ও এস্তমুরারি জমাধার্য্য হওয়ার মহাল।

তৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা ও মালীকের নাম।	সদর জমা।	বকীর পরিমাণ।
৩৬৯ নং	পরগনে চর মুকন্দীয়া অন্তর্গত চর ভদ্রাসনের হিস্যা স্বতন্ত্রের অংশীদার অটলচন্দ্র ভুমক ও সোমেশ্বর শিকদার দিগরের হিস্যা॥ আনীব ১৮৮১ সনের ল ং জানুয়ারির বাকী খাজানার নিলামে কেহ না ডাকায় ১৮৫০ সনের ১১ আইনের ১৪ ধারামতে বক্রী॥ আনীর অংশীদার মধুসূদন চৌধুরী প্রভৃতির নামে নুটিস জারীহওয়া স্বত্বে তাহারা নিয়মিত কালমধ্যে সমুদয় বাকী দাখল করিয়া ক্রয় না করায় সম্পূর্ণ মহল নিলামের বিষয়।	সদর জমা। ৪৭৮৫ রোড ফণ্ড। ৭৮ ———— ৪৮ ৪	ইং কিস্তি জানুয়ারি লাং জুন ১৮৮১ খাজানা। ১৭৯০ রোড ফণ্ড ৪ ———— ১৮১৭

J E B JEFFERY *Offg Collector*

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করাণ যাইতেছে যে জেলা ঢাকার অধীন মুনশীগঞ্জ থানার লগ্ন ধলেশ্বরী নদীর তীরে যে প্রতি বৎসর বিখ্যাত কার্ত্তিক বারুণীর মেলা হইয়া থাকে তাহা ইংরাজি ৮৮১ সনের ৫ই নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গালা ২৮৮ সনের ২১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভঙ্গ হইবেক বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি।

C C STEVENS

জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮১। ২৩ আগস্ট]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতাস্থ ভূম্যাধিকারীগণকে বা তাঁহাদের কর্ম্মচারি, ট্রষ্টী একজেকুটর আডমিনিষ্ট্রেটরদিগকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে গত আপ্রেল মাসের ১ তারিখ হইতে রাজস্ব সম্পর্কীয় চলিত ৮৮১। ৮২ সালের ভূমির যে রাজস্ব পাওনা হইয়াছে তাহা আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখে বা তৎপূর্ব্বে এই কালেক্টরীতে দাখিল করিতে হইবে দাখিল করা না গেলে তাহা আদায় করিবার জন্যে আইন মত দৃঢ়তম বিধান প্রবল করা যাইবে।

জি, এম গুড্রিক ডেপুটী কালেক্টর

কলিকাতার কালেক্টরী ৪ বঙ্কশাল ষ্ট্রীট ৮৮ সাল ৩ আগষ্ট।

INSOLVENCY NOTICE

Court for the Relief of Insolvent Debtors at Calcutta

In the matter of RAM NARAIN SREEMANY an insolvent

Notice is hereby given that Tuesday the 6th day of September next is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee from the 1st day of April 1861 until the 31st day of July last has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk Any creditor or other person interested who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent will be heard notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing

The like notice In the matter of JOSEPH HUGHESDON AND ANOTHER, (HUGHESDON BROTHERS) insolvents Wherein the account of the Official Assignee from 1st July 1875 to 31st July last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of JOHN PALMER an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from 1st November 1873 to 31st July last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of NATHANIEL LAVAL an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from 2nd April 1878 to 31st July last, has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of HAMILTON ANSTRUTHER AND ANOTHER, (ANSTRUTHER & Co) insolvents Wherein the account of the Official Assignee from 1st March 1879 to 31st July last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of JAMES CALDER AND OTHERS (MACKINTOSH & Co) insolvents Wherein the account of the Official Assignee from 1st March 1879 to 31st July last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of EDGAR CHARLES RADCLIFFE an insolvent Wherein the account of the Official Assignee, from 10th September 1880 to 31st July last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of GEORGE GILLISPIE RADCLIFFE an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from 10th September 1880 to 31st July last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of ARNOLD & Co AGA MAHOMED HOSSAIN SHIRAJEE and T S M BREWER Insolvent Wherein the account of the Official Assignee from 11th September 1880 to 31st July last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of SIMON KOCH an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from 7th December 1880 to 31st July last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of BROJO GOPAUL BYSACK an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from 1st February 1881 to 31st July last has been field in the Chief Clerk's Office

Official Assignee's Office
Calcutta, 17th August 1881

A B Miller,
Official Assignee
(18—1)

[*Government Gazette, 23rd August* 1881]

NOTICE

IN continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in, the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied or advertisement, notice, &c, inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA,
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

NOTE —*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

	Rs.
Full page per issue	20
Half „	10
Casual advertisements —4 annas per line	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাজলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয় যাইবে না ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাজাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাজাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্টান্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর / এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

	টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের .. .. — ..	২০৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা , — — —	১০৲
কখনং ইশ্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পঁক্তি .. — —	।০

[*Government Gazette*, 23*rd August* 1881]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন মরিস্ লুইস্ সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1287—740—23-8 81

Numb 2196 ২১৯৬

[REGISTERED NO 30]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 30 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART I

Resolutions Orders, and Notifications of the Government of India

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

LEGISLATIVE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Simla, the 19th August 1881

No 24—The Governor General in Council has been pleased to appoint Mr C Boulnois Barrister at Law to be Reporter for the Judicial Committee of the Privy Council on the staff of the Indian Law Reports with effect from the 1st October, 1881, *vice* Mr N H Thomson, who has resigned from the 30th September 1881

R J CROSTHWAITE,
Offg Secy to the Govt of India

HOME DEPRTMENT

NOTIFICATION —SANITARY

Simla the 18th August 1881

No 158—*Appointment*—Surgeon Major A S Lethbridge, M D Inspector General of Jails in Bengal, to officiate as Sanitary Commissioner for Bengal in addition to his own duties during the absence on three months leave of Surgeon Major R Lidderdale M D, or until further orders

C GRANT
Secy to the Govt of India

FOREIGN DEPARTMENT

NOTIFICATION —POLITICAL

Simla, the 17th August 1881

No 233*G P*—Subject to the confirmation of Her Majesty s Government, His Excellency the Viceroy and Governor General in Council is pleased to recognise the appointment of Mr C C Bancroft as Acting Vice Consul for the United States of America at Calcutta during the absence of Mr A B Cobb

A C LYALL
Secy to the Govt of India

লেজিসলেটিব ডিপার্টমেণ্ট।

— —

বিজ্ঞাপন।

সিমলা ৮৮১ সাল ৯ আগস্ট।

২৪ নম্বর।—শ্রীযুত এম এচ তামসন সাহেব ১৮৮১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর অবধি কর্ম্ম ত্যাগ করায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব, বারিষ্টার আট লা শ্রীযুত সি বুলনয়স সাহেবকে প্রিবি কৌন্সিলের জুডিশ্যাল কমিটীর পক্ষে ৮৮১ সালের ১ অক্টোবর অবধি ইণ্ডিয়ান লা রিপোর্টের ইংলণ্ড রিপোর্টরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

আর জে, ক্রস্থোওয়েট
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

— — — —

স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ক-বিজ্ঞাপন।
সিমলা ৮৮১ সাল ৮ আগস্ট।

৭৮ নম্বর।—নিয়োগ।—সর্জন মেজর শ্রীযুত আর লিউবডেল এম ডি সাহেবের তিন মাসের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বঙ্গদেশের জেল সমূহের ইন্সপেক্টর জনরল সর্জন মেজর শ্রীযুত এ এস লেথব্রিজ সাহেব এম ডি আপন কর্ম্ম তিরিক্ত বঙ্গদেশের সানিটরী কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিবেন।

সি গ্রাণ্ট
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

ফরিন ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন—পোলিটিকাল।
সিমলা ৮৮ সাল ১৭ আগস্ট।

২৩৩ G P নম্বর।—শ্রীযুত এ বি, কব্ সাহেবের অনুপস্থিতি কালে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহিমবর শ্রীযুত রাজ প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল সাহেব শ্রীশ্রীমতীর গবর্ণমেণ্টের দূতীকরাচীপক্ষার আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটের পক্ষে একটিং-বাইস কনসলের পদে শ্রীযুত সি সি বাংক্রফট সাহেবের নিয়োগ স্বীকার করিলেন।

এ সি লায়ল
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

TUESDAY AUGUST 30, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট ।

PART II

Resolutions Orders and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

No 3352 A

GENERAL —*The 16th August* 1881 —Baboo Bhobotosh Banerjee Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24 Pergunnahs, returned from leave on the forenoon of the 10th instant

The 17th August 1881 —Baboo Isser Chunder Mitter Deputy Magistrate and Deputy Collector 24 Pergunnahs is transferred to Howrah

The 19th August 1881 —Mr R H Wilson has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India an extension of furlough for 14 days

Baboo Mohendro Nath Seal temporary Sub Deputy Collector, Tipperah, returned from leave on the forenoon of the 9th instant

The 20th August 1881 —Baboo Adhar Lal Sen Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector Jessore is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district

The 23rd August 1881 – Mr F J G Campbell, Officiating District and Sessions Judge Rungpore is appointed to be a District and Sessions Judge of the Second Grade with effect from the 13th instant

Mr H W Gordon Temporary District and Sessions Judge Mozufferpore, on leave, is appointed to act as District and Sessions Judge of that district with effect from the 13th instant

Mr A Manson, Officiating Magistrate and Collector Chittagong is allowed leave for one month under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 10th instant

Mr J Kennedy Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector Chittagong is appointed to act as Magistrate and Collector of that district during the absence, on leave of Mr A Manson or until further orders

Baboo Gobindo Mohun Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector Durbhunga is allowed leave for six months under Section 127 of the Civil Leave Code with effect from the date on which he availed himself of it

Baboo Kristo Coomar Sen Deputy Magistrate and Deputy Collector, Backergunge, is allowed leave for one month and twenty one days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 26th September next

Baboo Kali Prosonno Sircar Deputy Magistrate and Deputy Collector Bassirhat, 24 Pergunnahs is transferred to Noakholly

Baboo Rajani Nath Chatterjee Deputy Magistrate and Deputy Collector on deputation as Manager of the Soorajpore Estate in Purneah is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code

Mr I M Reily Deputy Magistrate and Deputy Collector Diamond Harbour 24 Pergunnahs is allowed leave for two months and sixteen days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he availed himself of it

Baboo Tara Prosad Chatterjee Deputy Magistrate and Deputy Collector 24 Pergunnahs is appointed to have charge of the Diamond Harbour division of that district, during the absence on leave of Mr I M Reily or until further orders

Mr F R Middleton Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jessore is allowed leave for two and half months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

Moulvie Syed Obedullah Deputy Magistrate and Deputy Collector Noakholly is allowed leave for two months under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code

Mr T F Fairlie Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, 24 Pergunnahs is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district

Baboo Tariny Coomar Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector, Khoolna Jessore is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that sub division

[*Government Gazette* 30*th August* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

৩৫৫২ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট।—২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মাসের ১০ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে ছুটীহইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

১৮৮১ সাল ১৭ আগষ্ট।—২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র বারভায় প্রেরিত হইলেন।

৮৮১ সাল ১৯ আগষ্ট।—ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীযুত আর এচ উইলসন সাহেবকে আর চৌদ্দদিনের নিয়মিত ছুটী দিয়াছেন।

ত্রিপুরার কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ শীল এই মাসের ৯ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে ছুটীহইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

৮৮১ সাল ২০ আগষ্ট।—যশোহরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু অধরলাল সেন উক্ত জিলায় ৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেকটরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট — রঙ্গপুরের একটি ডিষ্ট্রিকট ও সেশন জজ শ্রীযুত এফ, জে জি, কাম্বেল সাহেব এই মাসের ১৩ তারিখ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিষ্ট্রিকট ও সেশন জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটী প্রাপ্ত মজঃফরপুরের কিয়ৎকালীন ডিষ্ট্রিকট ও সেশন জজ শ্রীযুত এচ, ডবলিউ, গর্ডন সাহেব এই মাসের ৩ তারিখ অবধি উক্ত জিলার ডিষ্ট্রিকট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের একটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এ মাক্সন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারামতে এই মাসের ১০ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এ মাক্সন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় চট্টগ্রামের একটি জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে কেনেডি সাহেব উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

দ্বারভঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গোবিন্দমোহন ঘোষ যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ২৭ ধারামতে ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

বাকরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণকুমার সেন সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ২৬ তারিখ অবধি এক মাস একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

২৪ পরগনার অন্তর্গত বসিরহাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার নওয়াখালীতে প্রেরিত হইলেন।

পুরনিয়ার অন্তর্গত সুলতানপুর ষ্টেটের কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ প্রেরিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

২৪ পরগনার অন্তর্গত কল্যাগাছীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ই এম রাইলী সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাস ষোল দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত ই এম, রাইলী সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় উক্ত জিলার অন্তর্গত কল্যাগাছী মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত ই, আর মিডলটন সাহেব অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণের তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আড়াই মাসের ছুটী পাইলেন।

নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ আবদুল্লা সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

২৪ পরগনার একটি জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত এল, ই পরগিটর সাহেব উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেকটরের ক্ষমতা পাইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত খুলনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু তারিণীকুমার ঘোষ উক্ত মহকুমায় ৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেকটরের ক্ষমতা পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

Baboo Hurri Mohun Sanyal Temporary Sub Deputy Collector, Jamui Monghyr is transferred to the district of the Sonthal Pergunnahs for employment on settlement work in that district

Baboo Koylas Chunder Chatterjee, Sub Deputy Collector, Banka, Bhagulpore is transferred to the district of the Sonthal Pergunnahs, for employment on settlement work in that district

Moulvie Nazimuddin Ahmed Temporary Sub Deputy Collector, Arrareah Purneah is transferred to the district of the Sonthal Pergunnahs for employment on settlement work in that district

Baboo Baroda Das Bose Temporary Sub Deputy Collector Narail, Jessore is appointed to be a Sub Deputy Collector of the Second Grade, *vice* Baboo Gopal Chunder Banerjee deceased

Baboo Baroda Das Bose is also appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the First Grade

Baboo Khudiram Poddar Officiating Sub Deputy Collector Bagirhat Jessore, is appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the Second Grade, *vice* Baboo Baroda Das Bose

Mr J Anderson Officiating Magistrate and Collector Bankoorah is allowed leave for two months under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 15th proximo

Mr R C Dutt Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector Bankoorah is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence on leave of Mr J Anderson or until further orders

Baboo Kali Nath Bose Deputy Magistrate and Deputy Collector Bhagulpore is allowed leave for four months under Sections 127 and 139 of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under the order of the 17th June last

POLICE —*The 23rd August* 1881 —Mr E M Showers District Superintendent of Police, Nuddea is allowed leave for two months under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 16th instant

Mr W M Calbraith Officiating Assistant Superintendent of Police Nuddea is appointed temporarily to have charge of the office of the District Superintendent of Police of that district with effect from the 16th instant

Mr C A Fisher Assistant Superintendent of Police, is appointed to act until further orders as a District Superintendent of Police in Assam with effect from the 8th May last

Mr G H P Livesay is re appointed to act, until further orders, as an Assistant Superintendent of Police in Assam with effect from the 8th May last

Mr W B Savi Assistant Superintendent of Police is appointed to act until further orders as a District Superintendent of Police in Assam with effect from the 12th June 1881

REGISTRATION —*The 23rd August* 1881 —Moulvie Abdool Hye is appointed to be Special Sub Registrar of Chumparun *vice* Moulvie Syed Ali Quily Khan resigned

EDUCATION —*The 20th August* 1881 —Moulvie Abdool Hak Khan is appointed to be a member of the District School Committee of Noakholly *vice* Moulvie Anwaruddin Khan resigned

The 22nd August 1881 —Baboo Bireswar Mitra, M A, Head Master Kishnaghur Collegiate School is allowed leave for six months, under Section 127 Chapter X of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under the order of the 11th January last

The following gentlemen are appointed to be Additional Members of the District School Committee of Hooghly —

The Sub Divisional Officer of Serampore | The Sub Divisional Officer of Jehanabad

Baboo Jogendra Nath Bandapadhya M A, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Hooghly

[*Government Gazette,* 30*th August* 1881]

মুঙ্গেরের অন্তর্গত জমুইয়ের কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সান্যাল সাঁওতাল পরগনা জিলায় বন্দোবস্তী কার্য্যে নিযুক্ত হওনার্থে সেই জিলায় প্রেরিত হইবেন।

ভাগলপুরের অন্তর্গত বাঁকার সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাঁওতাল পরগনা জিলায় বন্দোবস্তী কার্য্যে নিযুক্ত হওনার্থে সেই জিলায় প্রেরিত হইলেন।

পুরুণিয়ার অন্তর্গত আররিয়ার কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী নাজিমুদ্দীন সাঁওতাল পরগনা জিলায় বন্দোবস্তী কার্য্যে নিযুক্ত হওনার্থে সেই জিলায় প্রেরিত হইলেন।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়াতে যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বরদাদাস বসু দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু বরদাদাস বসু কিয়ৎকালের নিমিত্তে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু বরদাদাস বসুর পরিবর্ত্তে যশোহরের অন্তর্গত বাগেরহাটের একটিং সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু খুদিরাম পোদ্দার কিয়ৎকালের নিমিত্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বাঁকুড়ার একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জে আণ্ডরসন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি মাসের ৫ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত জে, আণ্ডরসন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বাঁকুড়ার একটি জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত আর সি দত্ত উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু কালীনাথ বসু গত জুন মাসের ১৭ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১২৭ ও ১৩৯ ধারামতে চারি মাসের ছুটী পাইলেন।

পোলীস বিষয়ক।— ৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—নদীয়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ই এম শোয়ার্স সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ১৬ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

নদীয়ার পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ এম, গালব্রেথ সাহেব এই মাসের ১৬ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের নিমিত্তে উক্ত জিলার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত সি এ ফিশর সাহেব গত মে মাসের ৮ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় আসামে পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জি, এচ পি লা বেসে সাহেব, গত মে মাসের ৮ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, আসামে পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ বি, সাবি সাহেব ৮৮১ সালের ২ জুন অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, আসামে পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।— ৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ আলিক্কিল্লি খাঁ কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত মৌলবী আবদুল হাদি, চাম্পারণের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।— ৮৮১ সাল ২০ আগষ্ট।—শ্রীযুত মৌলবী অনওয়ারুদ্দীন খাঁ কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত মৌলবী আবদুল হক খাঁ নওয়াখালী জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর মিত্র এম এ, গত জানুয়ারি মাসের ১১ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হুগলী জিলার স্কুল কমিটীর আডিশ্যনল মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীরামপুর মহকুমার কর্তৃপক্ষ। | জাহানাবাদ মহকুমার কর্তৃপক্ষ।

হুগলীর একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

The 23rd August 1881.—Mr. Syed Abdur Rahman, Barrister-at-Law, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is appointed to be a Member of, and Secretary to, the District School Committee of Dinagepore, *vice* Baboo Nobin Chunder Das, transferred.

Medical.—*The 22nd August* 1881.—Surgeon J. C. Smith, of the 37th Regiment Bengal Native Infantry, Buxa, Julpigoree, is appointed to have civil medical charge of that station, in addition to his own duties, *vice* Surgeon-Major T. P. Wright, deceased.

The 23rd August 1881.—Surgeon C. P. Lukis, of the 40th Regiment N. I., is appointed to have medical charge of the Lock Hospital at Barrackpore, in addition to his other duties, *vice* Surgeon-Major H. S. Muir, on leave.

Marine.—*The 18th August* 1881.—Under the provisions of Section 2 of Act V (B. C.) of 1862 (an Act to provide for the Periodical Survey of Steam Vessels in the Port of Calcutta), and with the previous sanction of the Government of India, the Lieutenant-Governor has appointed Mr. D. Mitchell, Assistant Builder and Surveyor in the Government Dockyard, Kidderpore, temporarily to be a Surveyor for the purposes of the said Act.

Port Trust.—*The 23rd August* 1881.—The following gentlemen are reappointed to be Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta, under Act V (B. C.) of 1870:—

Baboo Doorga Churn Law.
Captain W. J. Searle, Superintendent of Marine, Eastern Division.

Road Cess.—*The 20th August* 1881.—The Lieutenant-Governor is pleased to appoint the following gentlemen to form a Branch Road Cess Committee at Jehanabad in the district of Gya:—

The Collector of the District, Chairman		*Ex officio.*
Sub-Divisional officer, Vice-Chairman		
Mr. W. B. Chardon	Zemindar	*Members.*
Baboo Gokhul Chund Purohit	do.	
Thakur Narain Singh	do.	
Intniraj Singh	do.	
Lachuman Pershad Singh	do.	
Moulvie Fozil Ullah	do.	
Kabiruddin Ahmed	do.	

The Lieutenant-Governor is pleased to appoint the following gentlemen to form a Branch Road Cess Committee at Aurungabad in the district of Gya:—

The Collector of the District, Chairman		*Ex officio.*
Sub-Divisional Officer, Vice-Chairman		
Maharajah Kumar Bhikham Narain Singh	Zemindar	*Members.*
Baboo Sumbhoo Partap Narain Singh	do.	
Bahadur Singh	do.	
Shiu Parshad Narain Singh	do.	
Narsingdeo Narain Singh,	do.	
Abhiram Singh	do.	
Prabhu Dyal	do.	

In supersession of the notification of the 9th June last, the Lieutenant-Governor is pleased to appoint the following gentlemen to form a Branch Road Cess Committee at Nowada in the district of Gya:—

The Collector of the District, Chairman		*Ex officio.*
Sub-Divisional Officer, Vice-Chairman		
Sub-Deputy Collector at Nowada		*Members.*
Baboo Lal Narain Singh,	Zemindar	
Tilakdhari Saho	do.	
Purusram Narain Singh	do.	
Jadu Nundun Shahai, Sub-Inspector of Schools		
Moonshi Amir Husein, Mookhtear		
Mewa Lall	do.	
Moulvie Tiasat Hosein	Zemindar	
Quazi Afzul Ali	do.	
Baboo Mahiput Singh	do.	
Lallji Saho	do.	

[*Government Gazette*, 30*th August* 1881.]

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র দাস স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে দিনাজপুরের একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর বারিস্টার আট লা শ্রীযুত সৈয়দ আবদুর রহামান দিনাজপুর জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বর ও সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২২ আগষ্ট।—সর্জন মেজর টি পি বাইসা হবের মৃত্যু হওয়াতে জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বক্সার বঙ্গদেশীয় ৩৭ সংখ্যক পদাতিক পল্টনের সর্জন শ্রীযুত জে সি সিম্প সা হব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত উক্ত ষ্টেশনের সিবিল চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থ নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—সর্জন মেজর শ্রীযুত এচ এস ম্যুর সাহেব ছুটী লওয়াতে ৪০ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক পলটনের সর্জন শ্রীযুক্ত সি পি লিউকিস সাহেব আপন অন্যান্য কর্ম্মাতিরিক্ত বারাকপুর লাক হাঁস্পাতালের চিকিৎসাকার্য্যের ভারগ্রহণার্থ নিযুক্ত হইলেন।

সমুদ্র সম্পর্কীয়।—১৮৮১ সাল ১৮ আগষ্ট।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা বন্দরে বাষ্পীয় জাহাজের অবস্থার সন্ধান নিরূপিত সম্বন্ধে লণ্ডনের বিধান করিবার ১৮৬২ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২ ধারার বিধানমতে এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক খিদিরপুরস্থ গবর্ণমেণ্টের ডকইয়ার্ডের আসিষ্টান্ট বিলডর ও সরবেয়র শ্রীযুত ডি, মিচেল সাহেবকে উক্ত আইনের কার্য্যার্থ কিয়ৎকালের জন্যে সরবেয়রের পদে নিযুক্ত করিলেন।

পোর্ট ট্রষ্টবিষয়ক।—১৮৮১ সালে ২৩ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনেতে কলিকাতা বন্দর সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ লাহা।

পূর্ব্বকথিত মেরিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তা শ্রীযুত ডবলিউ এল, সেরল সাহেব।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২০ আগষ্ট।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত মহাশয়দিগকে গয়া জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদের শাখা পথকর কমিটী স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন।

জিলার কালেক্টর সাহেব সভাপতি
মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিনিধি সভাপতি } স্ব২ পদোপলক্ষে।

জমীদার শ্রীযুত ডবলিউ সি চার্ডন সাহেব,
" " বাবু গোকুলচাঁদ পুরোহিত
" " ঠাকুর নারায়ন সিংহ
" " তীর্থরাজ সিংহ
" লক্ষমন প্রসাদ সিংহ,
মৌলবী গজনউল্লা
" কমরুদ্দীন অহম্মদ } মেম্বর।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত মহাশয়দিগকে গয়া জিলার অন্তর্গত আরঙ্গাবাদের শাখাপথকর কমিটী স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন।

জিলার কালেক্টর সাহেব সভাপতি
মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিনিধি সভাপতি } স্ব২ পদোপলক্ষে।

জমীদার শ্রীযুত মহারাজ কুমার ত্রিভুবননারায়ন সিংহ
বাবু শম্ভুপ্রতাপ নারায়ন সিংহ
" বাবু ঠাকুর সিংহ
" " " শিবপ্রসাদ নারায়ন সিংহ
" " " নবরঙ্গদেও নারায়ন সিংহ
" " " আদিবরণ সিংহ
" " প্রভুনাথ } মেম্বর।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব গত জুন মাসের ৯ তারিখের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া নিম্নলিখিত মহাশয়দিগকে গয়া জিলার অন্তর্গত নবদহের শাখাপথকর কমিটী স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন।

জিলার কালেক্টর সাহেব সভাপতি
মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিনিধি সভাপতি } স্ব২ পদোপলক্ষে।

নবদহের সব ডেপুটী কালেক্টর
জমীদার শ্রীযুত বাবু জুগলনারায়ন সিংহ
" " " নীলকণ্ঠ সাহু
" " " পরসান নারায়ন সিংহ
স্কুলসমূহের সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু যদুনন্দন সহায়
মোক্তার শ্রীযুত মুনশী জাহির হুসেন
" " " মেওয়ালাল
জমীদার " মৌলবী এনায়েৎ হুসেন
" " " কাজী আফজল অলি
" " বাবু মহিপৎ সিংহ
" " বাবু শামদেনী সহু } মেম্বর।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

The 22nd August 1881 —The following gentlemen are appointed to be Members of the District Road Cess Committee of Hazaribagh —

Mr J Bowman, Tea Planter Seetagurrah, *vice* Mr Maxhubert

„ J Auld, Tea Planter Poondri, *vice* Mr W Murray

Baboo Huri Churn Mitter, Pleader and Landholder, Hazaribagh *vice* Baboo Dhormnath Misser

Moonshee Goolab Chund, Pleader and Landholder, Hazaribagh, *vice* Mr W Johnston

The 23rd August 1881 —The undermentioned gentlemen are appointed to be Members of the Branch Road Cess Committee of Muddehpura, in the district of Bhagulpore —

Moonshi Ghonshayam Lall, Zemindar

Baboo Sree Coomar Chowdry, Manager of the estate of Baboo Kedar Nath Chuckerbutty

Baboo Shama Podo Ghose, Assistant Surgeon, Muddehpura

In supersession of all previous orders the following gentlemen are appointed to be Members of the Tajpore Branch Road Cess Committee in the district of Durbhunga —

The Collector of the District Chairman } *Ex officio*
„ Sub Divisional Officer, Vice Chairman }

Baboo Suraj Deo Narain, Zemindar

Mr Maxwell Smith of Hursingpore Factory

Moulvie Waris Ali, Temporary Sub Deputy Collector

Mr Walter Mackenzie of Jetwarpore

„ R Abercrombie Manager Nurhun Estate

Baboo Godar Pershad Zemindar

Mr MacNaghten of Ranadpore

The following Notification is republished from the *Assam Gazette* —

No 161 —*The 12th August* 1881 —During the absence on privilege leave of Colonel A K Comber Deputy Commissioner of Durang Mr A J Primrose Officiating Assistant Commissioner First Grade is appointed to act in the Fourth Grade as Deputy Commissioner of Darrang

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 20th August 1881 —In continuation of the notification of the 28th June 1881, published in the *Calcutta Gazette* of the 29th idem, it is hereby notified that Mr G H P Livesay Officiating Assistant Superintendent of Police Assam passed in Assamese by the Lower Standard at the first half yearly departmental examination of Assistant Magistrates and others in 1881

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 11th August 1881 —Under the provisions of Section 5 of Act XV of 1881 (the Indian Factories Act) the Lieutenant Governor is pleased to appoint the Civil Surgeon of Maldah to be Certifying Surgeon for the whole of that district

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 23rd August 1881 —In the exercise of the power conferred on him by Section 78 Act V (B C) of 1876 the Lieutenant Governor sanctions the levy of a fee on the registration of carts in the Sasseram Municipality in the district of Shahabad

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette 30th August* 1881]

১৮৮১ সাল ২২ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হাজারীবাগ জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মার্কবর্ট সাহেবের পরিবর্ত্তে সীতাগড়ের চা কর শ্রীযুত জে বৌমান সাহেব।

ডবলিউ মরে সাহেবের পরিবর্ত্তে পুস্কিরির চা কর শ্রীযুত জ ওঁলড সাহেব।

, বাবু ধর্ম্মনাথ মিশ্রের পরিবর্ত্তে হাজারিবাগের উকীল ও ভূম্যধিকারী শ্রীযুত বাবু হরিচরণ মিত্র।

, ডবলিউ অনষ্টন সাহেবের পরিবর্ত্তে হাজারিবাগের উকীল ও ভূম্যধিকারী শ্রীযুত মুন্সী গোলাবচাঁদ।

৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত মধেপুরার শাখাপথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জমীদার শ্রীযুত মুনশী ঘনশ্যাম লাল।

বাবু কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর ইষ্টেটের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু শ্রীকুমার চৌধুরী।

মধেপুরার আসিষ্টান্ট চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু শ্যামাপদ ঘোষ।

পূর্ব্বের সকল আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত তাজপুরের শাখা পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিলার কালেক্টর সাহেব সভাপতি } স্বং পদোপলক্ষে।
মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিনিধি সভাপতি

জমীদার শ্রীযুত বাবু সূর্য্যদেব নারায়ণ।

মুরসি চ াব রুটীর শ্রীযুত ম্যাক্সওয়েল স্মিথ সাহেব।

কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী ওয়ারিস আলি।

জেতওয়ারপুরের শ্রীযুত ওয়ালটর মাকেঞ্জি সাহেব।

মহল ইষ্টেটের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত আর, আবরক্রম্বি সাহেব।

জমীদার শ্রীযুত বাবু গোদাব প্রসাদ।

বাজিদপুরের শ্রীযুত মাকনাটেন সাহেব।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

৬১ নম্বর।—৮৮১ সাল ১২ আগষ্ট।—দরঙ্গের ডেপুটী কমিশনর কর্ণেল শ্রীযুত এ কে কোম্বর সাহেবের অসুস্থ হেতু ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে প্রথম শ্রেণীর একটি আসিষ্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত এ জে প্রিমরোস সাহেব দরঙ্গে চতুর্থ শ্রেণীমতে ডেপুটী কমিশনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

হরেস এ কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী

বিজ্ঞাপন।

৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।—৮৮ সালের জুলাই মাসের ৫ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত ঐ সালের ২৮ জুনের বিজ্ঞাপনাতিরিক্ত এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৮১ সালের প্রথম ভাগে কার্য্যবিভাগ সংক্রান্ত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির যে পরীক্ষা হয় তাহাতে আসামের পোলীস একটিং আসিষ্টান্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জি এচ, পি, লাইবসে সাহেব নিম্নতর কষ্টিমতে আসামী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন।

হরেস এ, কক্রেল।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১১ আগষ্ট। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব মান্যবরের সিবিল চিকিৎসককে ভারতবর্ষীয় কারখানাবিষয়ক ৮৮১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার বিধানমতে উক্ত জিলার সর্ব্বত্র সর্টিফিকট দিবার সর্জ্জনের পদে নিযুক্ত করিলেন।

এ, ম্যাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট —শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত শাসিরাম মুনিসিপালিটীর মধ্যে, গরুর গাড়ী রেজিষ্টরী করিবার ফী আদায় করণের অনুমতি দিলেন।

এচ, এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF LOHARDUGGA

The 23rd August 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Lohardugga have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881, at the following rates, being the maximum rates, and the said rates having been approved by the Commissioner of the Division, are hereby published for general information —

1 Six pies, or two pice on each rupee of the annual value of lands

2 Six pies, or two pice, on each rupee of the annual net profits of mines, quarries, tramways, railways, and other immovable property

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 23rd August 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose viz the improvement of a Lane in Mohullah Moradpore Mahrampore, it is hereby declared that for the above purpose a plot of land, measuring 1 cottah 2 dhurs 1 dhurkee and 19 phurkee more or less situated in Mohullah Moradpore Mahrampore Thanah Peerbahore Pergunah Azimabad in the district of Patna, is required The land is bounded on the north and south by the existing Moradpore Lane on the east by the houses of Baboo Kumhar, Dhakhiya Titia and Punchum on the west by the houses of Ram Sahay Mithoo, and Kunhai

This declaration is made under the provisions of Section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 23rd August 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose viz for improving Sikdarparah Street in the Town of Calcutta, it is hereby declared that for the above purpose pieces of land Nos 376 Upper Chitpore Road 21, 22 23, 24 25 26, 33, 10 and 9 1 Sikdarparah Street, and 26 and 28 Rutton Sircar's Garden Street, measuring more or less 4 cottahs 10 chittacks and 5 square feet are required The descriptions of the lands are as follow —

Portion marked A on plan, a strip of land to the north of Sikdarparah Street, and east of Chitpore Road of the average width of 7 feet more or less bounded on the north by the portions not to be acquired, of premises No 376 Upper Chitpore Road, and premises Nos 21 22, 23, 24, 25, 26 and 33 Sikdarparah Street

Portion marked B on the plan bounded on the north and east by Sikdarparah Street on the south by premises Nos 9 1 and 10 Sikdarparah Street, on the west by premises No 9 1 Sikdarparah Street

Portion marked C on plan bounded on the north by Rutton Sircar's Garden Street, on the east partly by premises No 26, and partly by premises No 28 Rutton Sircar's Garden Street on the south by Sikdarparah Street, and on the west by Rutton Sircar's Garden Street

Plans and specifications of the lands are filed in the office of the Commissioners for the Town of Calcutta for public inspection

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette*, 30*th August* 1881]

লোহারডগা জিলার পথকর বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে করসম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে লোহারডগা জিলার পথকরসম্পর্কীয় কমিটী নিম্নলিখিত অত্যুচ্চ হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।—

১। ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকাপ্রতি ৴১০ দুই পয়সা।

২। খনির ও প্রস্তরের খনির ও ট্রামওয়ের ও রেলওয়ের এবং স্থাবর অন্যান্য সম্পত্তির বার্ষিক নিট লভ্যের উপর টাকা প্রতি ৴১০ দুই পয়সা।

এচ, এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মোরাদপুর মহরমপুর মহল্লার গলি পথের উৎকর্ষ সাধনার্থে পাটনা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগণার পিরবহর থানার সামিল মোরাদপুর মহরমপুর মহল্লায়স্থিত ন্যূনাধিক ৴১ কাঠা ২ ধুর ১ ধুরকী ১৯ ফুর্কী পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও দক্ষিণ সীমা বর্ত্তমান মোরাদপুরের গলি পথ পূর্ব্ব সীমা বাবু কমহর ও ধান্মিয়া ও ভিভিয়া ও পঞ্চমের বাড়ী, পশ্চিম সীমা রামসহায় মিশ্র ও কানাইয়ের বাড়ী

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ কলিকাতানগরে শীকদার পাড়া ষ্ট্রীটের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতা মুনসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে অপর চিৎপুর রোডের ৩৭৬ নং এবং শীকদার পাড়া ষ্ট্রীটের ২১ ২২ ২৩,২৪ ২৫ ২৬,৩৩ ১০ ও ৯ ১ নং এব রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীটের ২৬ ও ২৮ নং অর্থাৎ ৴৪॥৶ ছটাক ৫ বর্গফুট পরিমিত এই কএক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন উক্ত কএক খণ্ড ভূমির বিবরণ এই,—

নক্সার A চিহ্নিত অংশ শীকদার পাড়া ষ্ট্রীটের উত্তর ও চিৎপুর রোডের পূর্ব্ব গড়ে ন্যূনাধিক ০ ফুট প্রস্ত এক খণ্ড ভূমি ইহার উত্তর সীমা অপ্রয়োজনীয় অংশ, চিৎপুর রোডের ৩৭৬ নং বাড়ী এবং শীকদারপাড়া ষ্ট্রীটের ২ ,২২ ২৩,২৪ ২৫ ২৬ ও ৩৩ নং বাড়ী।

নক্সার B চিহ্নিত অংশ উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা শীকদারপাড়া ষ্ট্রীট, দক্ষিণ সীমা শীকদারপাড়া ষ্ট্রীটের ৯—১ ও ১ নং বাড়ী পশ্চিম সীমা শীকদারপাড়া ষ্ট্রীটের ৯—১ নং বাড়ী।

নক্সার C চিহ্নিত অংশ, উত্তর সীমা রতন সরকারের গার্ডন ষ্ট্রীট, পূর্ব্ব সীমা অংশত রতন সরকারের গার্ডন ষ্ট্রীটের ২৬ নং ও অংশত ২৮ নং বাড়ী, দক্ষিণ সীমা শীকদারপাড়া ষ্ট্রীট, ও পশ্চিম সীমা রতন সরকারের গার্ডন ষ্ট্রীট।

উক্ত ভূমির নক্সা ও বিশেষ বিবরণ সাধারণের দেখিবার জন্যে কলিকাতা নগরের কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮ ।৩০ আগষ্ট।]

DECLARATION

The 23rd August 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that and is required to be taken by Government at the expense of the Calcutta Municipality or a public purpose viz for the improvement of Badoor Bagan Bustee it is hereby declared that for the above purpose pieces of land No 83 4 Upper Circular Road and No 12 Badoor Bagan Lane measuring more or less two cottahs ten chittacks and forty two square feet are required The boundaries of the lands are as follow —

Portion of premises No 83 4 Upper Circular Road Bounded on the north by premises No 83 4, Upper Circular Road on the east by Upper Circular Road on the south by premises No 83 4 Upper Circular Road on the west by Ramkissen Doss Lane

Portion of premises No 12 Badoor Bagan Lane Bounded on the north by Badoor Bagan Lane on the east by premises No 12 Badoor Bagan Lane on the south by the new Road and on the west by premises No 13 Badoor Bagan Lane

Plans and specifications of the lands are filed in the Office of the Commissioners for the Town of Calcutta for public inspection

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT

No 5505A

The 16th August 1881 —The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench at the Sudder Station of the Julpigorie district and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class —

Mr C S Stewart Izardar of Bykuntpore
Mr W K Darley Tea Planter
Baboo Jadub Chunder Dey District Engineer
Bhowanee Churn Ghuttuck Manager Bykuntpore Estates
Hurrish Chunder Dass B L Pleader
Mr W M Green Assistant Conservator of Forests

The 17th August 1881 —The Lieutenant Governor accepts the resignation tendered by Baboo Hurkishore Roy and Moulvie Enait Ullah of their appointments of Honorary Magistrates of the Brahmanbariah Bench in the district of Tipperah

The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the bench at Behar in the district of Patna and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class —

Moulvie Ali Ahmed Zemindar | Shah Ata Hossain Zemindar

The 19th August 1881 —Baboo Aghore Chunder Hazra B L is appointed to act as a Moonsif in the district of Jessore and to be ordinarily stationed at Narail during the absence on leave of Baboo Otool Chunder Ghose or until further order

Baboo Pran Krishna Biswas B L is appointed to act as a Moonsif in the district of Backergunge and to be ordinarily stationed at Perozepore during the absence, on leave of Baboo Kali Prosunno Bose, or until further orders

Moulvie Mahomed ul Nobi Sub Deputy Collector, Sewan Sarun is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Cutwa Bench in the Burdwan District and are vested with the powers mentioned opposite their names —

Name	Powers
Baboo Hurri Churn Ghose Government Pensioner	Powers of a Magistrate of the Second Class
Baboo Jagabundu Barat Zemindar	Powers of a Magistrate of the Third Class
Golap Lal Shaha	
Ram Lall Mookerjee Government Pensioner	
Denobundho Nath Zemindar	
Hurri Doyal Chatterjee do	

[*Government Gazette 30th August* 1881]

The 20th August 1881.—Baboo Atul Behary Moitra, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class.

The 23rd August 1881.—Moulvie Bazlul Karim, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Purneah, is vested with the powers of a Magistrate of the First Class.

Baboo Upendro Chunder Ghose, B.L., Moonsiff of Nubeegunge, in the district of Sylhet, on leave, is transferred temporarily to the district of Midnapore, and to be ordinarily stationed at the Sudder Station of that district during the absence, on leave, of Baboo Benode Behary Chowdry, or until further orders.

Baboo Upendro Chunder Ghose is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such Courts up to the value of Rs. 50.

Baboo Gonesh Chunder Chowdry, Subordinate Judge and Small Cause Court Judge, Rajshahye, is allowed leave for two months under Section 72, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 23rd proximo.

ERRATUM.—*The 20th August* 1881.—In the notification dated the 30th June 1881, published in Part I, page 694 of the *Calcutta Gazette* of the 6th ultimo, appointing certain gentlemen to be Honorary Magistrates for the Sudder Bench in the district of Backergunge, *for* Mr. J. H. Reily, Superintendent of Nawab Ashanullah's Estates in Backergunge, *read* Mr. J. H. Reily, Agent to Nawab Ashanullah of Dacca.

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFF.—*The 18th August* 1881.—Baboo Mohendronath Roy, Second Moonsiff of Alipore, in the district of the 24-Pergunnahs, is allowed leave of absence for 15 days under Section 127 of the Civil Leave Code, with effect from the 6th of August 1881.

HORACE A. COCKERELL,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The [illegible] August 1881.—It is hereby notified that Nobin Chunder Ghose, late Head Clerk of the office of the District Superintendent of Police, Dacca, who has been sentenced to four years' rigorous imprisonment and to pay a fine of Rs. 200, or in default to undergo a further term of imprisonment for six months, on conviction of criminal breach of trust as a public servant and forgery, is declared incapable of serving Government again in any capacity.

The following descriptive roll of the late Head Clerk is published for general information:—

Descriptive Roll of Nobin Chundra Ghose.

[illegible]	[illegible]	Sex and age.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sentence.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

HORACE A. COCKERELL,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 15th August 1881.—It is hereby notified, under the provisions of Section 15 of Act V of 1861, that the villages of Deotola, Bhajjara, Karaitollah, Kochamchara, Talleshur, Soubari, Jatrakhali, Amtollee, Bamna, Boliabuniah, Golaghata, Katakhali, Lattabuniah, and Barokataliah, in the Perozepur sub-division in the district of Backergunge, being still in a very disturbed and dangerous state owing to the existence of disputes regarding the possession of lands and collection of rents, and owing to the animosity between the rival parties, whilst the disputes in which the new village of Bokaibooneah is involved are likely to

৮৮১ সাল ২০ আগষ্ট।—মেদিনীপুরের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অটলবিহারী মৈত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমত পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—পূরণিয়ার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী বজলল করিম প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী চৌধুরীর ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ছিলট জিলার অন্তর্গত নবীগঞ্জের ছুটী প্রাপ্ত মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বি এল কিয়ৎ কালের জন্যে মেদিনীপুর জিলায় প্রেরিত হইয়া সাময়িক সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

রাজশাহীর সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ শ্রীযুত বাবু গণেশ চন্দ্র চৌধুরী সিবিল কার্য্য-কারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগামি মাসের ২৩ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

অশুদ্ধশোধন।—১৮৮১ সাল ২০ আগষ্ট।—বাকরগঞ্জ জিলার সদর স্টেশনে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে কএক মহাশয়ের নিয়োগ বিষয়ক গত জুন মাসের ৩০ তারিখের যে বিজ্ঞাপন গত মাসের ১২ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৫২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহাতে নবাব আশানুল্লার বাকরগঞ্জস্থ ইষ্টেটের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে এচ, বাইলী সাহেব এইং কথার পরিবর্ত্তে ঢাকার নবাব আশানুল্লার কর্ম্মচারি শ্রীযুত জে এচ বাইলী সাহেব পাঠ করিতে হইবে।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত আলিপুরের দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১২৭ ধারামতে ১৮৮১ সালের ৬ আগষ্ট অবধি পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

ফরেস এ কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন

৮৮১ সাল ৩ আগষ্ট।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ঢাকার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের আফিসের ভূতপূর্ব্ব প্রধান কেরাণী শ্রীনবীন চন্দ্রঘোষ রাজকীয়কর্ম্মচারী হইয়া অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃত্রিম করণাপরাধের অপরাধি প্রমাণহওয়াতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত চারি বৎসরের কারাদণ্ড ও ২০৲ টাকা অর্থ দণ্ড এবং দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে আর ছয় মাসের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হওয়াতে আর কখন কোনরূপে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পাইতে পারিবে না বলিয়া প্রকাশ করা গেল।

ভূতপূর্ব্ব প্রধান কেরাণীর বিবরণ সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

নবীনচন্দ্র ঘোষের বিবরণ।

পিতার নাম সুদ্ধ নাম।	উচ্চতা ও শরীরের অন্যান্য বিশেষ চিহ্ন।	পুরুষ কি স্ত্রী ও বয়স	ধর্ম্ম ও জাতি।	বাসস্থান।	অপরাধ।	যে পদ হইতে পদচ্যুত হয়।	দণ্ডআজ্ঞা।
রামমোহন ঘোষেরপুত্র শ্রীনবীন চন্দ্র ঘোষ।	৫ ফুট ৭॥ ইঞ্চি উচ্চ শ্যামবর্ণ বাম হাতের কবজীতে আঁচিল ডাইন হাতে বসন্তর জের টীকার দাগ।	পুরুষ প্রায় ৩৬ বৎসর।	হিন্দুবাঙ্গালি সদ গোপ।	হুগলী জিলার অন্তর্গত হুগলী পোলীস থানার পাচ খী।	কেরাণী হইয়া অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকত ও কৃত্রিম কর।	ঢাকার পোলীস ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আফিসের প্রধান কেরাণী	কঠিন পরিশ্রম সহিত চারি বৎসরের কারাদণ্ড ও টকা অর্থ দণ্ড দণ্ডের টাকা না দিলে আরছয় মাসে কারাদণ্ড।

ফরেস এ কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১৫ আগষ্ট।—১৮৬১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার বিধানমতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুর মহকুমার সামিল দেবলা ও ভৈজরা ও করাইটোলা ও কোটেন চারা ও তারেশ্বর ও সোণাডিয়া ও জাফরাখালী ও আমতলী ও বামনা ও বলাইবনিয়া ও গোপাঘাটা ও কাটাখালী ও পত্তাবনিয়া ও বড়কাঠালিয়া গ্রামে জমির দখল ও খাজানা আদায় লইয়া এবং বিবাদি পক্ষদ্বয়ের বিদ্বেষহেতু অন্যাপি গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলাবস্থা থাকায় এবং বলাইবুনিয়া নামক নূতন গ্রামে যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হওয়াতে

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

ead to a breach of the peace the Lieutenant Gov rnor has sanctioned the retention of a educed special force of 1 Sub Inspector 2 Head Constables and 30 Constables for a further period of three months, commencing from the 16th August 1881 to be quartered at the ... fifteen villages for the purpose of keeping the peace between the members of the family of the Bamna Chowdhuries and their rivals respecting the estate known as Jooar Jamna Bamna

2 The total cost of the force noted below will be assessed and levied from the inhabitants of the villages in proportion to their respective means —

	Rs	A	P
One Sub Inspector Fourth Grade	50	0	0
Two Head Constables First Grade @ Rs 25	50	0	0
Twenty Constables First Grade @ Rs 9	180	0	0
Ten Constables Second Grade @ Rs 8	80	0	0
Pensionary charges @ 2 annas per rupee	45	0	0
Contingencies @ 10 per cent	36	0	0
One Sub Inspector's boat hire	20	0	0
Hire of two dak boats @ Rs 25 each	50	0	0
Total	511	0	0
or for three months	1,533	0	0
Clothing allowance of 32 men for three months	32	0	0
Repairs of barracks	40	0	0
Grand total for three months	1 605	0	0

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT —BENGAL

The 18th August 1881

No 233 —*Posting* —Baboo Kally Podo Sen, Assistant Engineer Second Grade who has recently been transferred from the Military Works Branch to Bengal reported his arrival in Calcutta on the forenoon of the 18th instant and is posted to the Julpigoorie Division

The 22nd August 1881

No 234 —*Notification* —Mr H L B Frost Assistant Engineer Second Grade Arrah Division passed the Lower Standard Examination in Hindustani on the 6th June last

No 235 —*Posting* —With reference to Government of India, Public Works Department Notification No 185 dated the 13th May last Mr D I Hogarth Executive Engineer First Grade is posted to the Office of the Superintending Engineer Western Circle which he joined on the afternoon of the 11th instant

H C LEVINGE
Secy to the Govt of Bengal
P W Dept

ACCOUNTS

The 22nd August 1881

No 237 —*Declaration under Section* 6 *of Act* X *of* 1870 *of the Government of India* — Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for making bricks it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 23 beegahs 18 cottahs 2 dhoors of standard measurement situated in village Allygunge, pergunnah Kasimnagar, zillah Dacca bounded on the north by the land of Sheik Bikani

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব জুয়ার রামকামেনা নামক ইষ্টেট সম্পর্কে বামনার চৌধুরী গোষ্ঠী ও তাহাদের প্রতিযোগ দলের মধ্যে শান্তি রক্ষার্থে একজন সব-ইনিস্পেক্টর, দুই জন হেড কনষ্টবল ও ত্রিশ জন কনষ্টাবলের মুখ্যমী কৃত এক বিশেষ পোলীস দল উক্ত পনের গ্রামে ১৮৮১ সালের আগষ্ট মাসের ১৬ তারিখঅবধি তিন মাসের জন্য রাখিবার অনুমতি দিলেন।

২। উক্ত পোলীস দলের নিম্নলিখিত সমুদয় খরচ উক্ত সকল গ্রামবাসিদের স্ব২ অবস্থানুসারে হার,হারীমতে ধার্য্য হইয়া তাঁহা দর স্থানে আদায় করা যাইবে।

	টাকা।
চতুর্থ শ্রেণীর এক জন সব ইনিস্পেক্টর	৫০৲
২৫৲ টাকা করিয়া প্রথম শ্রেণীর দুই জন হেড কনষ্টবল	৫০৲
৯৲ , বিশ জন কনষ্টবল	১৮০৲
৮৲ , দ্বিতীয় দশ জন কনষ্টবল	৮০৲
পেনশ্যনের উপলক্ষে টাকায় ৵ আনা করিয়া	৪৫৲
শতকরা ৲ টাকার হিসাবে নৈমিত্তিক খরচ	৩৬৲
এক জন সব-ইনস্পেক্টরের নৌকা ভাড়া	১০৲
২৫৲ টাকা করিয়া দুইখান ডাক নৌকা ভাড়া	৫০৲
মোট	৫১ ৲
বা তিন মাসে	১৫৩৩৲
৩২ জনের তিন মাসের কাপড়ের খরচ	৮২৲
বারিক মেরামতের	৪০৲
সর্ব্ব সুদ্ধ তিন মাসের মোট খরচ	১,৬৭৫৲

হরেস এ কক্রেল
বঙ্গদেশারব গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

৮৮১ সাল ১৮ আগষ্ট।

২৩৩ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।— মিলিটারী কার্য্যশাখা বঙ্গদেশ হইতে সম্প্রতি প্রেরিত দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু কালীপদ সেন, এই মাসের ১৮ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন রিপোর্ট করিয়া জলপাইগুড়ি খণ্ডে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২২ আগষ্ট।

২৩৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—আরা খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এচ এফ, বি, ক্রুষ্ট সাহেব গত ৬ জুনে নিম্নতর কক্ষি মতে হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২৩৫ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পবলিকওর্কস ডিপার্টমেন্টের গত মে মাসের ১৩ তারিখের ১৮৫ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর একসেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডি, এফ কোপ্রার্থ সাহেব পশ্চিম চক্রের সুপরিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়রের আফিসে অবস্থাপিত হইয়া এই মাসের ১১ তারিখের অপরাহ্নে তথায় কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

এচ সি, লেবিঞ্জ,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

হিসাব বিষয়ক।

৮৮১ সাল ২২ আগষ্ট।

২৩৭ নম্বর।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারামত বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইট প্রস্তুত করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ঢাকা জিলার অন্তর্গত কাসিমনগর পরগনার আলিগঞ্জ গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ২৩৮৩ কাঠা ২ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন, উক্ত

on the east by the Naraingunge road, on the south by the land temporarily rented by Government for brick making purposes, and on the west by the river Booriganga, is required

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

LOCAL COMMUNICATIONS

The 22nd August 1881

No 238 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Road Cess Department of the district of Maldah for a public purpose viz for the purpose of an Inspection Bungalow in the village of Jhelim pergunnah Chundlai zillah Maldah it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 12 cottahs of standard measurement, bounded on the north by waste land and a tamarind tree east by waste land south, by waste land and west by waste land is required within the aforesaid village of Jhelim situated on the southern bank of Dirgahi Dighi

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 239 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for an Inspection Bungalow in the village of Kowakol pergunnah Roh zillah Gya it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 3 beeghas and 9 cottahs of standard measurement bounded on the north by the Lachamba Road on the south by the cultivated land of Curdoyal Ghatwal on the east by the cultivated lands of Meghu Ray and Bhawani Ray and on the west by the cultivated land of Sukan Dhobee is required within the aforesaid village of Kowakole

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

RAILWAY

The 22nd August 1881

No 240 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for the Executive Engineer's bungalow in the village of Motihari pergunnah Monghu zillah Chumparun it is hereby declared that for the above purpose, a piece of land measuring more or less 21 beeghas 11 cottahs 1 chittack of standard measurement bounded on the north by existing road on the south by other lands of the village on the east by the Motihari lake on the west by other lands of the village is required within the aforesaid village of Motihari

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

G F L S NEILL *Major*, M S C
Asst Secy to the Govt of Bengal, W Dept

The 23rd August 1881

No 241—*Posting* —With reference to Government of India Public Works Department Notification No 221 dated the 16th June last Mr B W Cantopher Assistant Engineer first Grade reported his arrival at Calcutta on the forenoon of the 22nd August 1881, and is posted to the South Western Circle

No 242—*Leave* —Mr A W U Pope Officiating Traffic Superintendent, Tirhoot and Patna Gya State Railways is granted one month and ten days privilege leave with effect from 1st September 1881 or such subsequent date as he may avail himself of it

H C LEVINGE,
Secy to the Govt of Bengal
P W Dept

[*Government Gazette*, *30th August* 1881]

ভূমির উত্তর সীমা শেখ বিকামির জমি পূর্ব্ব সীমা নারায়ণগঞ্জ পথ, দক্ষিণ সীমা ই করিবার জন্যে কিয়ৎকালের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খাজানা করিয়া লওয়া জমি ও পশ্চিম সীমা বুড়িগঙ্গা নদী।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

স্থানীয় বর্ত্মাদি বিষয়ক।
১৮৮১ সাল ২২ আগস্ট।

২৩৮ নম্বর।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মালদহ জিলার অন্তর্গত চন্দ্রপাট পরগণার মোলিগ্রামে ইনস্পেকশন বাঙ্গালাঘর করিবার জন্যে মালদহ জিলার পথকর সম্পর্কীয় কার্য্য বিভাগের অর্থ ব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত মোলিম গ্রামে মরগাছি দীঘীর দক্ষিণ তটস্থিত কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ।।২ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পতিত ভূমি ও তেঁতুল গাছ পূর্ব্ব সীমা পতিত ভূমি দক্ষিণ সীমা পতিত ভূমি ও পশ্চিম সীমা পতিত ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সম্বাদ দেওয়া গেল।

২৩৯ নম্বর।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ গয়া জিলার অন্তর্গত পেচ পরগণার কৌয়াকোল গ্রামে ইনস্পেকশন বাঙ্গালাঘর করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত কৌয়াকোল গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ।৮ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পচম্বা পথ দক্ষিণ সীমা ... লাল ঘাটওয়ালের কর্ষিত ভূমি পূর্ব্ব সীমা মেঘু রায় ও ভবানী রায়ের কর্ষিত ভূমি ও পশ্চিম সীমা সুকন গোবীর কর্ষিত ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

রেলওয়ে বিষয়ক।
১৮৮ সাল ২২ আগস্ট।

২৪০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চাম্পারণ জিলার অন্তর্গত মেঘু পরগণার মাতহারি গ্রামে একুসে কটিব হগ্‌ নবাবের বাঙ্গলা ঘর করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত মতিহারি গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ২১।। / ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা বর্ত্তমান পথ দক্ষিণ সীমা গ্রামের অন্যান্য ভূমি, পূর্ব্ব সীমা মতিহারী হ্রদ, পশ্চিম সীমা গ্রামের অন্যান্য ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

জি এফ ই এস নীল মেজর এম স সি
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

১৮৮১ সাল ২৩ আগস্ট।

২৪ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের গত জুন মাসের ১৬ তারিখের ২২১ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বি ডবলিউ কাঁন্টফর সাহেব ১৮৮১ সালের ২২ আগস্টের পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন রিপোর্ট করিয়া দক্ষিণ পশ্চিম চক্রে অবস্থাপিত হইলেন।

২৪২ নম্বর।—ছুটী।—ত্রিহুত ও পাটনা-গয়া ষ্টেট রেলওয়ের একটিং ট্রাফিক সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এ ডবলিউ ইউ, পোপ সাহেব ৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি এক মাস দশ দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

এচ সি লেবিঞ্জ
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮ । ৩০ আগস্ট।]

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 23rd August 1881

No 244 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for the construction of a road from the 24th mile post of the road from Bogra to Dinagepore to the Jeypore Railway Station of the Northern Bengal State Railway passing through the villages of Sakerdarpara Talsome Dasra, Fakirpara, Kelateepara Talabadul, Malopara Baniapara, Chotor, Koorgram, Shobeegaon, Hitchmi, Bamboo, Shagno Haral Panchoorchuck Patterpara Parol, Hatil and Jeypore pergunnahs Sugoonah Kangore and Pulladassee zillah Bogra it is hereby declared that for the above purpose a piece of land about 34 300 feet in length and 50 to 55 feet in breadth, measuring more or less 127 beeghas 6 cottahs 13 chittacks of standard measurement, is required within the aforesaid villages of Sakerdarpara, Talsome Dasra Fakirpara, Kelatee para Talabadul, Malopara Baniapara, Chotor, Koorgram, Shobeegaon, Hitchmi, Bamboo, Shagno Haral, Panchoorchuck Patterpara, Parol Hatil and Jeypore

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

A plan of the land can be seen at the office of the Road Cess Committee of the Bogra district

G F F S NEILL *Major* M S C,
Asst Secy to the Govt of Bengal P W Dept

[*Government Gazette*, 30*th August* 1881]

স্থানীয় বস্ত্রাদি বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।

২৪৪ নম্বর।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বগুড়া জিলার অন্তর্গত সগুনা কাজের ও পরগানাসী পরগনার সকেরদার পাড়া ও তালসোন ও দাসবা ও ফকীর পাড়া ও কেলাতীপাড়া ও তলাবদল ও মালোপাড়া ও বেণীয়াপাড়া ও চোতর ও কুরগ্রাম ও শবীগাঁ ও হিচমি ও বাম ও সাগনে ও হরল ও পাঁচুরচক ও পাট্টেরপাড়া ও পারোল ও হাতিল ও জয়পুর গ্রামের মধ্য দিয়া বগুড়া অবধি দিনাজপুর পর্য্যন্ত পথের ২৪ মাইল নিরূপক স্তম্ভ হইতে বঙ্গদেশের উত্তরদিকের ষ্টেট রেলওয়ের জয়পুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত পথ করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত সকেরদারপাড়া ও তালসোন ও দাসবা ও ফকীরপাড়া ও কেলতীপাড়া ও তলাবদল ও মালোপাড়া ও বেণীয়াপাড়া ও চোতর ও কুরগ্রাম ও শোবীগাঁ ও হিচমি ও বমু ও সগনো ও হরল ও পাঁচুরচক ও পাট্টেরপাড়া ও পারোল ও হাতিল ও জয়পুর গ্রামে ৩৪,৩০০ ফুট দীর্ঘ ও ৫০ অবধি ৫৫ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ কড্ডিমতে ন্যূনাধিক ১২৭।১ ৮/ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদের অবগত্যর্থ ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

উক্ত ভূমির নকশা বগুড়া জিলার পথকর কমিটীর আফিসে দেখা যাইতে পারিবে।

জি, এফ, ই, এল নীল মেজর এল, এস সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 30, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড ।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

৮০ তোলার সেরের হিসাবে

নম্বর	জিলা।	গম।			যব।			ভাল চাউল।			সামান্য চাউল।			কঙ্গু ও বাজরা		
		এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ
	পূর্ব্বদিকস্থ জিলা।															
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১	ঢাকা	ণ ৷৪৷৷	৷৪৷৷	৷৫৶	১৴	১৴	৸০	৷৷৫	৷৷৫	৷৷১৷৷	৸২	৸৫৷৷	৷৷৫			
১৮	ফরিদপুর	ভ ৷৷১	৷৷১	৷৷০	৸২	৸২	১৴০	৴৭৷৷	৴৮	৴৬৷	৷৷৬৷	৷৷৭	৷৷১			
১৯	বাকরগঞ্জ*	থ						৷৷০	৷৷	৷৬	৸	৸০	৷৷০			
২	ময়মনসিংহ	দ ৷৩	৷৩৷	৷৪				৷৷৩	৷৷৩	৷৯	৷৷৭	৷৷৮	৷৷৫			
২১	চট্টগ্রাম	ধ ৷২৷	৷২৷	৷২৷				৷৪	৷৩	৷৭	৷৷৪	৷৷০	৷৷২			
১	নওয়াখালী।	ষ						৷৷৪	৷৷৬	৷৷২	৷৷৯	৸১	৷৷৩			
২৩	ত্রিপুরা।	৷৪	৷৪	৷৪				৷৷২৷৷	৷৷৩	৷৷৩	৸৪৷৷	৸৪	৸৫৷৷			
২৪	চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ							৷৬	৷৬	৷২৷৴০	৷৭৶	৷৭৶	৷৬			
	ত্রিপুরা পর্ব্বত	৷২	৷২	৴৮				৷৷৮	৸০	৷৫	৸৮	৸৯	৷৷২			••
	বেহার															
২৫	পাটনা	৷৯	৷৷১৷৷	৷৷১	৸৭৷৷	১৴	৸০	৷৪	৷৫	৷২	৷৷২	৷৷২	৷৷০			
২৬	গয়া	প ৷৷৯	৷৷৯৷৷	৷৷০	৸৭	৸৮	৸০	৷২৷৷	৷২৷৷	৴৯	৷৷০	৷৷১	৷৮			
২৭	শাহাবাদ	ক ৷৬৷৷ ৷৮	৷৭৷৷	৷৮৷৷	৸৫	৸৫	৸০	৷৮৷৷ ৷৷ ৷৷	৮৷৷	৷৭৷	৷৷২ ৷২৷	৷৷২ ৷৷৩	৷৮৷৷			
২৮	দারভঙ্গা	ষ ৷৭	৷৮	৷৷০৷৷	৸৩	১৴৫	৸৭৷৷	৷৪৷৷	৷৮	৷২	৷৷০	৷৷০	৷৬৷৷			
২৯	মজঃফরপুর।	ত ৷৷০	৷৷	৷৷২	১৴	১৴	৸৫	৷১	৷১	৷১	৷৯	৷৷০	৷৭			
৩০	সারণ	৷৭	৷৮৪	৷৭৷৷	১৴১	৸৮	৸৩	৷০৷৷	৷০৷৷	৴৯৷	৷৷২৷৷	৷৷২৷৷	৷৭৷৷			••
৩১	চাম্পারণ	য ৷৷২	৷৷২	৷৷২	১৴৯	১৷০	৸৬	৷৪	৷৪	৷২	৷৷২	৷৷১	৷৫৷৷			
৩২	মুঙ্গের	৷৭৸৴০	৷৯৸৶	৷৯৸৶	৸২৸৵০	১৴২	৸১৷৷	৷৫৸	৷৪৷৷৶	৷২৷৷৴	৷৯৸৶	৷৯৸৶	৷৭৸৴			
৩৩	ভাগলপুর	য ৷৫৶	৷৫৶	৷৭৷৷৶	১৴৪৷৶০	১৴৷৶	৸৭৸৵	৷৭৷৷৶	৷৭৷৷৶	৷৬ ৩১	৷৷০৶	৷৷০৶০	৷৮৷৴			

ণ। মফঃস্বলের দর এইরূপ।—গম (জাফরগঞ্জে) ৷৷২ সের যব (জাফরগঞ্জে) ১৴৫ সের, ভাল চাউল ৷৩ সের অবধি ৷৷৯ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷৷৫ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৷৷০ সের জ্বালানি কাষ্ঠ ২৴মণ অবধি ৩৴মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৴৮ সের অবধি ৴৯৸ সের পর্য্যন্ত।

ভ। ঐ ঐ ।—গম (গোয়ালন্দে) ৷৷১ সের, যব (গোয়ালন্দে) ৸২ সের ভাল চাউল ৷২ সের অবধি ৷৷৩ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷৷৬ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ৷৩ অবধি ৷৷২ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ৩৴ মণ অবধি ৫৴ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৴৮ সের অবধি ৷০ সের পর্য্যন্ত,।

থ। ঐ ঐ ।—গম ৷৷০ সের অবধি ৷৷৭ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷৷৪ সের অবধি ৸০ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৷০ সের অবধি ৷৮ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ১৷৷০ মণ অবধি ৫৴ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৮ সের।

দ। ঐ ঐ ।—গম ৷ সের অবধি ৷৪৷৷ সের পর্য্যন্ত, ভাল চাউল ৷০ সের অবধি ৸০ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চাউল ৷৮ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ৷০ সের অবধি ৷৮ সের পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৮ অবধি ৴৯৸ সের পর্য্যন্ত।

য। ঐ ঐ ।— ভাল চাউল (কক্সবাজারে) ৷৷২ সের সামান্য চাউল ৷৷৪ সের অবধি ৸০ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ (কক্সবাজারে) ৫৷৪ সের, ও লবণ ৴৬ সের।

ষ। ঐ ঐ ।—ভাল চাউল ৷২ সের অবধি ৸৫ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চাউল ৷৷৮ সের অবধি ১৴ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৴৬ সের অবধি ৮ সের পর্য্যন্ত।

প। ঐ ঐ ।—গম ৷৮ সের অবধি ৷৷১ সের পর্য্যন্ত, যব ৸২ সের অবধি ১৴৫ সের পর্য্যন্ত, ভালচাউল (জাহানাবাদে) ৷২৷৷ সের সামান্য চাউল ৷৷১ সের অবধি ৷৷৫ সের পর্য্যন্ত রাগীপ্রভৃতি (মবদহে] ১৴৫ সের ছোলা ৷৮ সের অবধি ৸৫ সের পর্য্যন্ত জ্বালানিকাষ্ঠ ২৴ মণ অবধি ৩৷৷০ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৴৮ সের অবধি ৴৯ সের পর্য্যন্ত।

[Government Gazette, 30th August 1881]

৮০ তোলার সেরের হিসাবে

নম্বর।	জিলা।	গম। এই সপ্তাহের রিটর্ণ	গম। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গম। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	যব। এই সপ্তাহের রিটর্ণ	যব। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	যব। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ভাল চাউল। এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ভাল চাউল। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	ভাল চাউল। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	সামান্য চাউল। এই সপ্তাহের রিটর্ণ	সামান্য চাউল। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	সামান্য চাউল। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	বজু ও বাজরা। এই সপ্তাহের রিটর্ণ	বজু ও বাজরা। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	বজু ও বাজরা। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ
	বেহার।															
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
৩৪	পুরণিয়া	যঃ১ ।৷৬	৷।২	,৬	১/	১/	১/	৷৷১	৷৷	।৬	৷।৫	৷।৮	৷৷			
৩৫	মাল হ	।৮	৷।০	।৮৷৷				।৬	।৯	।৬	৷৷৪	৷।৪	৷।২			
৩৬	সাঁওতাল পরগণা।	।৫	।৪	।২				৷।৪	৷৷৪	।৬	৷।৭৷৷	৷।৭৷৷	৷৷২			
	উড়িষ্যা।															
৩৭	কটক *															
৩৮	পুরী	যঃ২ ।৭/	।৭/	।১৸/				।৯৷।৶	৷৷১	।	।২।/*	৷৷৩৷।৶	।৫৮	৷		
৩৯	বালেশ্বর	।৬	।৬	।৬				৷৷১	৷৷১	।৬	৸২	৸২	৷৷১			
	ছোট নাগপুর। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের এজেণ্টী।															
৪	হাজারীবাগ	যঃ৩ ।৬৷৷	।৮	।৫		৷৷৪	৷৷৪	।২	।২	।১	।৮৷৷	।৮	৷৷৪			
৪১	লোহারডগা	৭	।৮	।২			৷।৪	৷৷০	৷৷	।৯	৷৷৪	৷।২	৷।৩			
৪২	সিংহভূম	৷৷৪	৷৷৪	।২	১/	১/	৸	৸২	২	৸২	৸৬	৸৬	৸৬			
৪৩	মানভূম	যঃ৪ ।২	।৫	।৩।	১/	১/	।৪	৷৷০	।৮	।৭	৸	৸০	৷৷৭			

যঃ১। মফঃসলের দর এইঃ।—গম ।২ সের অবধি ।৷৬ সের পর্য্যন্ত যব / মণ, ভাল চাউল ।৬ সের অবধি ১ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷।৩ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৷।০ সের অবধি ৷৷২ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ১৷৷৪ সের অবধি ৩/ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ /৮ সের।

যঃ২। খুর্দ্দহে দর এইঃ।—ভাল চাউল।৩৷।৶ সের সামান্য চাউল ৸১। সের ছোলা ৷৷১ সের জ্বালনী কাষ্ঠ ৪৸ মণ ও লবণ। সের।

যঃ৩। মফঃসলের দর এইঃ।—গম ।৬ সের অবধি ।৮ সের পর্য্যন্ত যব ৸৫ সের অবধি ১/ মণ পর্য্যন্ত, ভাল চাউল ।২ সের অবধি ।৬ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।৭ সের অবধি ৷।৬ সের পর্য্যন্ত, রাগীপ্রভৃতি ১/ মণ অবধি ১৷৷ সের পর্য্যন্ত জমেরা ৸৫ সের, অবধি ১/ মণ পর্য্যন্ত ছোলা ৷৷৩৷৷ সের অবধি ৷৷৮ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ৪/ মণ অবধি ৮/ মণ পর্য্যন্ত লবণ /৷ সের অবধি /৮৷৷ সের পর্য্যন্ত

কলিকাতা।
১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।

টাকায় যত পাওয়া যায়।

চোলম ও জোয়ার।			রাগী বা মাড়ুয়া ও চীনা।			জমেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			জিলা।
এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	
																		বেহার।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	মণ	মণ	মণ	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	
									।।৫	।।৩	।৮	৩/	৩/	৩/	/৮	/৮	/৮	পুরুলিয়া।
									।।৭	।।৮	।।০	৪/	৩/	৩/	/৯	/৯	/৮।।	মালদহ।
						৸২	৸২	।।৮	।।৪	।।৪	।৬	৫/	৫/	৫/	/৮	/৮	/৮	সাঁওতাল পরগনা।
																		উড়িষ্যা।
																		কটক *।
									।৮।৶	৷৯।।৶	।৩৸/	২।।	২।।	২।।	/৯৶	/৯৶	।১৸/	পুরী।
									।৬	।৬	।৩	৩/	৩/	৩/৮	/৯।	/৯	/৯	বালেশ্বর।
																		ছোট নাগপুর দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্সী।
			১/৮	৸১		১/২	৸৩		।।৩	।।৪	।।২	৫/	৫/	৫/	/৮	/৮	/৮	হাজারীবাগ।
			১/৮	১/৮	৸৪				।৮	।৮	।৩	৩।।	৩।।	৪/	/৬।।	/৬।।	/৭	লোহারডগা।
									।।১	।।৪	।৬	৪/	৪/	৪/	/৬	/৭	/৬	সিংহভূম।
১/০	১/০	৸২	১।।৪	১।।৪	১।।৪			।।৬	।।	।।১	।৬	৩।।	৩/	৪/	/৮।।	/৮।।	/৯	মানভূম।

* ৪। মফ স্বলের দর এই২।—গম ।৪ সের অবধি ।৮ সের পর্য্যন্ত যব (গোবিন্দপুরে) ।৮ সের ভাল চাউল ।।৬ সের অবধি ৸৪ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।৭ সের অবধি ১/ মণ পর্য্যন্ত বাজরা (গোবিন্দপুরে) ।।৮ সের রাগী প্রভৃতি ১।। সের জমেরা (গোবিন্দপুরে) ৸২ সের ছোলা ।৮ সের অবধি ।।২ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ৩।। অবধি ৬/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ /৯ সের অবধি ৯।। সের পর্য্যন্ত।

সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা গেল

এচ এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

দুই সপ্তাহ অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্য দ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ থোকে বিক্রয়ের বাজার দর।

বদের দর।

চাউল ও জোয়ার।			রাগী বা বাজরা ও চীনা।			জবেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ			লবণ।			বন্দর।
এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
১।।০	১।	২।।				৸/	৲৸	২৲	১।৶	১।৶	২৲	৶৩	।৵৩	।৶৩	৪৲	৪৲	৪৲	কলিকাতা
									১৸/	১৸৶	২।০				৪।	৪।	৪।/	শেরাজগঞ্জ।
									১৸৶	১৸৶	২৶	।/	।/	।/	৪৶	৪৲	৪৶০	ঢাকা
									২৲	২৲	২।	।	।।	।	৪৶	৪৶	৪।	ময়মনসিংহ
																		চট্টগ্রাম।
						৭	১৭	১।/৩	১।	১৶৩	১।/৬	।/৩	।/৩	।৶	৪৶০	৪/	৪।।৶	পাটনা।
									২।।	২।।	৺৶	।/	।/৪	।/	৪।/	৪।৶	৪।৶	বালেশ্বর
																		পুরী
																		কটক*

সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা গেল

এচ এম কিশ

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১ ৩০ আগষ্ট।]

জেলা বৰ্দ্ধমান ।

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী জেলা বৰ্দ্ধমান।

এতদ্দ্বারা জ্ঞাত যাইতে হ যে নিম্নের লিখিত বিক্রয়ের শর্ত অনুসারে বৰ্দ্ধমান জেলাস্থিত নিম্নলিখিত রেইলওয়েসি ক্রাশ ভূমি রেইলওয়ে কোম্পানির আবশ্যক না থাকা প্রযুক্ত সন ৮৮১ সালের ২৬ অক্টোবর মোতাবেক সন ১ ৮৮ সালের ১ কাৰ্ত্তিক বুধবার তারিখে দিবা দুইপ্রহরের স য়ে জেলা বৰ্দ্ধমানের কালেক্টরী কাছারিতে নিলামে বিক্রয় হইবেক।

১। যদি খরিদের মূল্য ১০০ শত টাকার অধিক না হয় ত ব নিলামি মূল্য তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক।

২। খরিদের মূল্য ১০০ টাকার অধিক হইলে মূল্যের চতুর্থাংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক ক্রয়ের দিবস এক দিবস গণনা করিয়া বিক্রয়ের দিনহইতে পঞ্চদশ দিনে দিবা দুই প্রহরের মধ্যে বক্রী টাকা দাখিল করিতে হবেক ঐ দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপর প্রথম যে দিন ক হারী খুলিবেক সেই দিনে দুইপ্রহরের মধে দাখিল করিতে হইবেক দাখিল না করিলে বিক্রয় রহিত ও বায়নার টাকা সরকারে জব্দ হইয়া প্রথম স্থানীয় বিক্রয়ের নিয়মানুসারে ইস্তাহার জারী করিয়া ত্রুটি কারি খরিদারের ঝুকিতে পুনরায় নিলাম কর যাইবেক।

৩। প্রত্যেক লাটের যে মূল্য অবধারিত হইল তদতিরিক্ত মূল্যে ঐ সকল ভূমি নিষ্করূপে নিলামের দ্বারা বিক্রয় করা যাইবেক।

৪। নিলাম মঞ্জুর হইলে খরিদারদিগকে দ ল দেওয়া যাইবেক।

লাটের ক্রমিক নম্বর।	জেলা।	পরগনা মৌজা।	যে নম্বর মাইলে জমি আছে।	রেইলওয়ের কোন পার্শ্বে আছে।	জমীর ন্যূনাধিক পরিমাণ।		ধার্য্য কৃত মূল্য।	জমির বউরি।
					একর হিসাবে।	বিঘার পরিমাণ।		
১	বৰ্দ্ধমান	বু বা পং সু পুর।	৯৬	পশ্চিম	৫ রুড পো ১৯১২।	বিঘ ৫৮৮৪৮	৭ ৫	অজয় নদীর দক্ষিণ রেইলওয়ে বি কেলাশ জমির পশ্চিম ৯ মাইলের খুটার উত্তর বুদবার মালের জমির পূর্ব্ব।
২	ঐ	ঐ	৯৭	পশ্চিম	৩। ।৯২	/ ৷৷	১ ৫	৯৭ মাইলের খুটার দক্ষিণ রেইলওয়ে বি ক্রাশ জমির পশ্চিম ভেদিয়ার উত্তর বুদবার মালের জমির পূর্ব্ব।
৩	ঐ	ভ দয়া পং মনোহর শাহি।	৯৫	পশ্চিম	১ ।২।২	৪।।৯।।	১	বুদবা গ্রামের দক্ষিণ রেইল ওয়ে বিঃ ক্রাশ জমির পশ্চিম কান্দড়ের উত্তর ভেদিয়ার মালের জমির পূর্ব্ব।

W R LARMINIE *Collector*

জিলা ফরীদপুর।

নিলামের বিজ্ঞাপন। কাছারী কালেক্টরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরীদপুর জেলার অন্তঃপাতি নিম্নের লিখিত খাস মহালে গবর্ণমেন্টের মালিকি স্বত্ব ইংরাজি ১৮৮১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ৬ আশ্বিন বুধবার জেলা ফরীদপুরের কালেক্টরীতে বিক্রয় হইবেক এই মহাল যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেন তিনি নিম্নলিখিত বিক্রয়ের নিয়ম সকলের অধীন থাকিবেন।

১। এই মহাল যে ব্যক্তি নীলামের প্রথম ডাকের উপর সর্ব্বাপেক্ষ উচ্চ ডাকিবেক তাহাকেই দেওয়া যাইবেক। ক্রেতা মহালের মালিক বলিয়া গণ্য হইবে এবং মহাল গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা তাঁহাকে বিক্রীত হইবে। কেবল চির নির্দ্ধারিত সদর জমা দিতে হইবে।

২। বর্ত্তমান পাট্টা এবং বন্দোবস্তের দ্বারা কি প্রবল আইন হইতে উৎপন্ন স্বত্ব সকল বিক্রয়ের পরেও বলবৎ থাকিবেক এজন্য কায়্যকারকদিগের কৃত জমাবন্দীতে যে যে খোদকস্তা রাইয়তের স্বত্ব স্বীকার করিয়াছে ক্রেতা তাহাদের স্বত্ব মানিতে বাধ্য হইবে।

। ১০০ টাকার ন্যূনাধিক পা হইলে সেই সমুদয় তৎক্ষণাৎ দিতে হইবেক।

৪। এক শত টাকার অধিক হইলে ডাকপণের চারি অংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, বিক্রয়ের দিবস এক দিবস বলিয়া গণনা করিয়া বিক্রয়ান্তর পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্নকালে বরং সেই দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপরে প্রথম যে দিন কাছারী খোলা যায় সেই দিনের মধ্যাহ্নকালে

যদি অবশিষ্ট টাকা দাখিল না হয় তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক ও প্রথম ক্ষণীয় বিক্রয়েরন্যায় পুনরায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণপূর্ব্বক ঐ ত্রুটিকারি ক্রেতার ঝুঁকিতে সেই মহাল পুনরায় বিক্রয় হইবেক।

খাজ মহা লের নম্বর।	জিলার বহীর নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	ভূমির পরিমাণ। একর।	বোড	পোল	সদর জমা। নির্দ্ধারিত বা জমা।	নীলামের প্রথম ডাক।	মন্তব্য।
৩৩৪	৫৫৫৬	তাং রঘুরাম মজুমদার পং তেলিহাটী	২	১	১৮	৩	৬৭	৮৮ সালের ১ এপ্রেল হইতে বিক্রয়ের ফল হইবেক।

ফরীদপুর কালেক্টরি।　　　J I B JEFFERY *Offg Coll* [illegible]

LAND ADVERTISEMENT　　　ভূমি বিষয়ক ইস্তাহার

জিলা পাবনা।—জমিদারী বিক্রয়ের এস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে, জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল ১৮৮১ সালের ৮ জুন তারিখের প্রাপ্য বাকি রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন মতে আদায় হওয়ার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত সন ৮৮১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মে সন ২৮৮ সালের ৪ আশ্বিন সোমবার দিবসে প্রকাশ্য কাছারীতে নীলাম বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১। ২৮ জুলাই।

নম্বর তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
৬	ডিহি কতেপুর পং ইসুফ সাহি	কালীশঙ্কর সান্যাল প্রভৃতি।	২৭২ ।/ পুঃ ৩৩/	৯।।৶ ৮।৶	ই মহাল ১৮৫৯ ১১ আইনমত হিসাব পৃথকাছে সরিক মধ্যে কালীশঙ্কর সান্যাল প্রভৃতির ১৪২৩ ৶ পুঃ ৭। আনা সদর জমার অংশে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১২৪	পং বিরবন্দ চণ্ডাপ বাজু চণ্ডা	বিজয়গোবিন্দ চৌধুরি।	২৮৯৯।।৵ পু ৬।৵	৪৭৵ ।।।	এই মহাল ১১৫৯। ১১ আইন মত হিসাব পৃথক আছে সরিক মধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৭২৪৮৶ পুঃ ১।৵ আনা সদর জমার অংশে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩১	ঐ	ঐ	২৮ ৯।।৶ পু ৬।৵	৪৭৶ ।।৶	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে সরিকমধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৭২৪৶ পু ১।।৵ আনা সদর জমার অংশের এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩৪	ঐ	অভয়গোবিন্দ চৌধুরি প্রভৃতি	৬৬।।/ পু ২৵	২৪৵ ।	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে সরিক মধ্যে অভয়গোবিন্দ চৌধুরি প্রভৃতির ৪৮৩। পু ১৵ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩৫	ঐ	বিজয়গোবিন্দ চৌধুরি।	১৬৮।।/ পু ২৵	১২। ।	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইন মত হিসাব পৃথকাছে সরিক মধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ২৪১।৵ পু ।। আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৬০	তঃ সুজানগর পং মাহামদ সাহি	ঐ	৬ ৮। বেডফণ্ড ১১৮৵	৪৫৲	এই মহাল ৮৫৯। ১১ আইন মত হিসাব পৃথকাছে সরিক মধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৪২২/ রোডফণ্ড ৪। আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৬	তঃ কালকাবাড়ী পং আমিরাবাদ	মথুরানাথ সাহা প্রভৃতি।	৫৩৬।।/ পু ৮/	৫।	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইনমত হিসাব পৃথকাছে সরিকমধ্যে মথুরানাথ সাহা প্রভৃতির ৬৭। আনা পুঃ ।৶ আনা সদর জমার অংশে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।

W M CLAY *Collector*

[কলিকাতা গেজেট। ৮১ [illegible] ৮১ সাল।]

জিলা ত্রিপুরা।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্ন লিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ ইং সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হওবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে ১৮৮১ সাল তারিখ ৫ আগষ্ট।

তপসীল।

নম্বর এ রেজেষ্টর	নম্বর তৌজি	মহালের নাম।	মালিকের নাম ধাম।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা মাং কিস্তি জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ বাং।	কৈফিয়ৎ।
১০৫	১৪৮	লালপুর জোয়ার ।৶আনা কিসমত।	মুনসী কফিলদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী পিং মৃত মুনসী শামসুদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী সাং ডিঙ্গামানিক পং কার্ত্তিকপুর ষ্টেসন পালঙ্গ জিলে ফরীদপুর হিং ।৶	১১৪॥০	০	
			শ্রীমতী কাহামিদন্নেছা বেগম জওজে মুনসী নাজমদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী সাং পং তথা হিং ।৶	২৭॥০	০	এই দুই অংশের বাকী নাহি নিলাম হইবেক না।
			৸০	৪২৯	০	
			মে আলেক জাণ্ডর টামস সাহেব একজিকিউটর ষ্টেট মৃত মে জি পি ওয়াইজ সাহেব সাং হাল ঢাকা কুমারটুলি থানে সদর হিং ।০ আং।	১৪৩	৭৭৴১০	প্রকাশ থাকে যে উক্ত মহা-
			১	৫৭২	৭৭৴১০	

লের ৸০ আনা অংশ সদর জমা ৪২৯ টাকা যাহার মালিক মুনসী কফিলদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী ও শ্রীমতী কাহামিদন্নেছা বেগম বটে তাহার হিসাব ১৮৫৯ ইং ১১ আং ১০ ধারামতে স্বতন্ত্র হওয়াতে অবশিষ্ট ।০ আনা অংশ মালিক আলেকজাণ্ডর টামস সাহেব একজিকিউটর ষ্টেট মৃত মে জি পি, ওয়াইজ সাহেবের সদর জমা ৪৩ টাকা বটে তাহার উক্ত বাকীর কারণ নিলাম হইবেক।

নম্বর এ রেজেষ্টর	নম্বর তৌজি	মহালের নাম।	মালিকের নাম ধাম।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা	কৈফিয়ৎ।
১৩৭৫	২০৪	উলফতন্নেছা তালুক কিং ৶ আনা পং পুরচণ্ডী।	গোবিন্দচন্দ্র পাল পিং মৃত রাধামোহন পাল সাং শ্রীবৎসা দাস পং গুনা নন্দী থানে টুবগী বাগরা	৮৩১।৶৮	৩৬৸০	
			আনন্দমোহন কুণ্ডু পিং মৃত চন্দ্রমাধব কুণ্ডু সাং মালখানগর পং বিক্রমপুর থানা শ্রীনগর হাল সাং কাছারি শ্রীরামদী পং পুরচণ্ডী।			

G TOYNBEE *Offg Collector*

[*Government Gazette*, 30th *August* 1881]

জেলা নদীয়া।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ কাছারি কালেক্টরি জেলা নদীয়া।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে জেলা নদীয়ার তৌজির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকলের ১৮৮১ সালের ৮ জুন তারিখের প্রাপ্য বাকি মালগুজারির এ পর্য্যন্ত দাওয়া যাহা চলিত আইন ও আক্ট অনুসারে বাকি রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ২৪শে ভাদ্র তারিখে এই জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক।—

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনা নাম।	লিখিত মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৪৪১	ডিহি বামুনপাড়া পংছত্রখড়া	রমেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয় ও ভাবপ্রাপ্ত জাং উমেশ্বর যোগেশ্বর অমৃতেশ্বর ও রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় গোকুলমণী দাসী অন্নদাপ্রসাদ সেন ম্যানেজার স্টেট রাজাসুপালিত মন্মথ নাথ গিরিজানাথ সতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী নাবালগান, নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী অমরেন্দ্রনাথরায় চৌধুরী ভবতারিণী দেবী মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ও পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী।—	৫৩৫২॥৯ পোলিস ৩৪॥৪	৩০॥১৬	৮১৯ সালের ১১[*] আইনের ১০ ধারামতে ৴১২ আনা অংশ যাহার বার্ষিক ৫৩৫- ।০ টাকা সদর জমা ও ৩।৶৪ টাকা পুলিস রাজেন্দ্রনাথ ও মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিং নামে লেখে ঐ অংশে বাকি ১৮৶০ টাকা ও ঐ আইনের ঐ ধারামতে ৴১২ আনা রকম যাহার বার্ষিক ৫৩৫।০ টাকা সদর জমা ও ৩।৶৪ টাকা পুলিস নরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিং নামে লেখে ঐ অংশে ১২॥৬ টাকা বাকি পড়ায় ঐ দুই অংশ নিলাম হইবেক।—
৯৮৮	ডিহি ধর্ম্মপুর প. উখড়া	মুন্সী তাফীজদ্দিন তমিজন্নেছা বিবি আমতজহুরা বিবি আজিজন্নেছা বিবি, জাকেরন্নেছা বিবি বসিরন্নেছা বিবি জয়নবন্নেছা বিবি মোবারকান্নেছা বিবি ওয়াছেতন্নেছা বিবি করিমন্নেছা বিবি সববন্নেছাবিবি রকিবতন্নেছা বিবি ও আদিনাথ রায়।	৩৪৭৫৲১ পোলিস ৪৩॥১	১৬।৴৪	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
৭৬৯	গাড়ভাঙ্গা মতিডাঙ্গা পংরাজপুর	গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় দীননাথ মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মনিমোহন মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেব্যা অলিমাতা জা নাবালক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় মে. আরচি বল্ডহিল সাহেব অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নাবালগান জীবনকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অলিমাতা প্রসন্নময়ী দেব্যা ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেব্যা মহেন্দ্রনাথ ও বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় অছিয়ান জা. মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেব্যা ছোট দীননাথ মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুমুদিনী দেব্যা অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র ও ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অছি জা কালীপদ ও তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগান।—	৭৩৮৶০ রোডফণ্ড ৭।৶০	২॥৶৪	৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারার বিধানমতে পৃথক হওয়া অংশবাদে অবশিষ্ট ।৷৴৪। আনা অংশ যাহা গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় দীননাথ মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মনিমোহন মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেব্যা অলিমাতা জা. নাবালক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় মে. আরচি বলডহিল সাহেব অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নাবালগান জীবনকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অলিমাতা প্রসন্নময়ী দেব্যা ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, শশীসুন্দরী দেব্যা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় অছিয়ান জা মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশী সুন্দরী দেব্যা ছোট দীননাথ মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুমুদিনী দেব্যা অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায় দিগরের নামে ৫১৭৶১০ টাকা সদর জমা ও ৫৶১১ টাকা রোডফণ্ড লেখা যায় ঐ অংশে বাকি পড়ায় উহা নিলাম হইবেক।—

জেলা নদীয়ার কালেক্টরি।
সন ১৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।

W V G TAYLER, *Collector*

[*Government Gazette* 30th *August* 1881]

জিলা বাকরগঞ্জ।

জমিদারির বিক্রয়ের ইস্তাহার।

৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সনের ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ৩০ জুলাই।

তপসীল।

মহালের শ্রেণী	তৌজির নম্বর।	মহলের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সঙ্খ্যা।	কৈফিয়ত।
প্রথম শ্রেণী।	১৯৮৩	জাহাপুর পরগনা।	এজমালী হি৲ ৫১৫৩৫৫ অংশের মালীক রজনীকান্ত দত্ত চৌধুরী গয়রহ।	মোট জমা ৮৫৩ ।৵১০ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ২০৮৫৶৬ / ৬৪৪৩৵৪	৭৫৶৴১৷	এই এজমালী ৫১৫৩৫৫ অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৮৭৬	সিলিমাবাদ পরগনা হি ৭ গণ্ডা।	হিং ৫৷ গণ্ডা এজমালী কালীপ্রসন্ন বসু গয়রহ।	২০৭৯৫৶৬৷৷ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৫১৯৩৵৭৷৷ / ১৫৫৯৫৵ ১	১১৴৮৫	এই এজমালী ৫। গণ্ডা অংশ নিলাম হইবেক ইতি
ঐ	৩৮৪৬	সিলিমাবাদ ও গয়রহ পরগনা হিং ২। গণ্ডা।	হিং ৮৲১২৷৷ তিল এজমালী মালীক জগৎমোহিনী গয়রহ।	৩৮২৵৫ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ১২৬৫৫২। / ২৪ ৬।৵২৫	৬৫৬৶৯৫	এই এজমালী ৮৲১২৷৷ তিল অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৪৮৭২	পং বোজর্গ ও মেদপুর বা ম্ভারাম বসু তা৲হ ৷৷আন।	জমিলন্নেছা খাতুন গয়রহ।	১৪৫০।৴৩	৪৵৯	এই ষোল আনা মহাল নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৫ ৯৫	জজিরানবিপুরা চর।	এজমালী হি ।৴ আনা মৌলবী আকবর আলী চৌধুরী গয়রহ।	৯২৪ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৪০৪।০ / ৫১ ৫০ / মোট রাস্তা খরচ ৯৲ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের ৩৫৵ / ৫৴০	খাজানা ১।৴ রাস্তা খরচ ।৴ / ১৸৶০	এই এজমালী ।৴ আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।

ANUND CHUNDER SEN
For Offg Collector

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জেলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাহাল সন ১২৮৮ সালের লাগাএদ জ্যৈষ্ঠী কিস্তির বাকী রাজস্ব আদায় জন্য সন ৮৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবক সন ১২৮৮ সালের ২৯ ভাদ্র মঙ্গলবার তারিখে জেলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১ সাল। ২৯ জুলাই।

বহির নম্বর।	মহালের প্রকার।	তৌজির নম্বর	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম তালুকদার	সদর জমা।	কৈফিয়ৎ।
১	প্রথমশ্রেণীর মহাল	৫৫	কিং পং খড়গাঁ পং খড়গাঁ।	উম্মত জাহেরা ওরফে উম্মত বিবি খোনকার আবদুল রহিম সদত মেছা বিবি জাহেদা বিবি ওরফে ছোগরা বিবি উম্মতজাহেরা ওরফে জাহেরা বিবি সকাতমনেছা বিবি স্বয়ং এবং আবদুল গফুর নাবালগের মেনাজার বক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগের মেনাজার বক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুর্ণদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী সারদ প্রসাদ রায় চৌধুরি ধনদাপ্রসাদ রায় চৌধুরি তারিণীপ্রসাদ রায় চৌধুরি আসগর হোসেন নিত্যকেশী দেবী এলোকেশী দেবী বনওয়ারিলাল মুখোপাধ্যায় মধুসূদন রায় চৌধুরি বামাসুন্দরী দেব্যা মৃন্ময়ী চৌধুরাণী হরিলাল ওরফে ছবিলাল রায় চৌধুরি সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় রামেশ্বরী দেবী নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শিশুের মেনাজার রাজমণী দেব্যা চৌধুরাণী কমলাকান্ত রায় চৌধুরী চন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরি আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় কাঙ্গালিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিলাল মুখোপাধ্যায় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভবতারিণী দেবী বনওয়ারি লাল মুখোপাধ্যায় ভবসুন্দরী দেবী তিনকড়ি ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য নাবালগের মেনাজার তস্য মাতা ভবসুন্দরী দেব্যা পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নাবালগের মেনাজার সর্ব্বেশ্বরী দেব্যা বামাইসুন্দরী দেব্যা ভবানন্দ কারফরমা সচ্চিদানন্দ কারফরমা নাবালগের মেনেজার বামাসুন্দরী দেব্যা অখিলেশ্বরী দেব্যা রামতরণ ভট্টাচার্য্য অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য হরিশ্চন্দ্র কারফরমা চন্দ্রবতি দেব্যা ওরফে কেহু দেব্যা রামজয় রায় রামচন্দ্র মণ্ডল চন্দ্রশেখর মণ্ডল যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রইশা বিবি সারদাসুন্দরী দেব্যা অতুলবেহারি হাজরা পুরিদাস হাজরা অচ্যুতানন্দ হাজরা কৃষ্ণকুমার হাজরা বিষ্ণুকুমার হাজরা নন্দলাল হাজরা ও কোর্ট অবওয়ার্ডসের অধীন আবদু সালেম নাবালগ।	২৩১ ৸/৯	এই মাহালের মধ্যে তারিণী প্রসাদ সারদাপ্রসাদ ধনদাপ্রসাদ পূর্ণদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী এলোকেশী ও নিত্যকেশী দেবী রামযাদব মুখোপাধ্যায়, বনওয়ারিলাল মুখোপাধ্যায় বক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ও প্রতাপচন্দ্র মধুসূদন কালীকুমার প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগদিগের মেনেজার রামজয় রায় বামাসুন্দরী দেব্যা হরিশচন্দ্র কারফরমা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরমানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তরণানন্দ কারফরমা সচ্চিদানন্দ কারফরমা নাবালগদিগের মেনেজার বামাসুন্দরী দেব্যা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণকুমার হাজরা পুরীদাস হাজরা দিগরের পৃথক করিয়া লওয়া ॥ ১৯ ৸৶১১ তিল অংশ বাদে বক্রী খোনকার আবদুলরহিম দিগরের এজমালি ।৶ /৪ তিল অংশের কাত ৮৮৯।৷৶১ পাই টাকা সদরজমা নিলাম হইবেক।
২	প্রথম শ্রেণীর মহল	৪৫৫	কিং শক্তিপুর পং পলাশী	শ্রীদামচন্দ্র সেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় দিননাথ মুখোপাধ্যায় গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেব্যা অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় দিননাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কোর্টঅফ ওয়ার্ডসেরঅধীন আবদু সালেম নাবালগ ও কুমুদিনী দেব্যা অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায় নাবালগ সৈয়দ আতাওর রহমান সৈয়দ আবদুল কতাথ বরা বিবি তাজেবা বিবি ও নাবালগ সৈয়দ মাহাম্মদ মুশা অলিমাতা ফাতেমা বিবি সৈয়দ মাহাম্মদ তাহা রহিমনেছা ব ও সৈদাবিবি।	১৪ ৩।৷৶৩	এইমহালের মধ্যে বৈদনাথ মুখোপাধ্যায় দিগরের পৃথক অংশ ।/৮৸—২ দন্তি বাদে বক্রী শ্রীদামচন্দ্র সেন দিগরের এজমালি অংশ ।৷৶১ ৸ˉ দন্তি কাত সদরজমা ১৫৮৫।৷৶৬ টাকা নিলাম হইবেক।
৩	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৪৫৫	কিং শক্তিপুর পং পলাশী।	ঐ	২৪ ৩।৷৶৩	এইমহালের মধ্যে শশী সুন্দরী দেব্যার পৃথক অংশ ৫।৷২ পাঁচগোণ্ডা দুইকড়া ২ দন্তি কাত ৪১।৷৶৯ টাকা সদ জমা নিলাম হইবেক।
৪	দ্বিতীয় শ্রেণী ঐ	৫৮৪	কিং দেয়াড় শিবনগর পং নস্করপুর।	রাণী মনমোহনী রাণী স্বর্ণময়ী রাণী কমাসুন্দরী রাণী জয়সুন্দরী দেব্যাও রাণী শ্যামাসুন্দরী দেব্যা মাতা পক্ষে পরেশ নারায়ণ রায় হরগোবিন্দ বসু মেনেজার পক্ষে গোপাল ইন্দ্র নারায়ণ রায় যোগেশ নারায়ণ রায় ও তারকনারায়ণ রায় নাবালগ ত্রয়ের মেনেজার নিম নারায়ণ রায় ও স্বয়ং রাণী স্বর্ণময়ি দেব্যা (দ্বিতীয়) মহারাণী সরৎসুন্দরী দেব্যা মাতা কুমার যোতীন্দ্র নারায়ণ রায় নাবালগ।	৭৭৬৸০	সমুদয় মহাল নিলাম হইবেক।

H. MOSLEY, *Offg Collector*

[*Government Gazette, 30th August* 1881]

জেলা রাজসাহি।

কালেক্টরী বাকী খাজানার বিজ্ঞাপন পাঠ।

ইহাদ্বারা স বাদ দেওয়া যাইতেছে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে অত্র জেলার মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল ১৮৮১ সালের লাগাএত কিস্তী মেইর প্রাপ্ত বাকী মালগুজারি এবং অন্য দাওয়া চলিত আইন ও আক্ট অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা অদায় জিম্মিত্ত ১৮৮১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মোতাবেক সন১২৮৮ সালের ২৮ ভাদ্র সোমবার অত্র কালেক্টরির কাছারিতে বিং ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজী তারিখ ২৯ জুলাই।

তপসীল।

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদরজমা।	যে রাজস্ব বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১৮১	তরফ রাজারামপুর কালীগঞ্জ পং মাহামুদপুর।	সৈয়দ মহাম্মদ এহিয়া সৈয়দ মাহাম্মদ মুছা সৈয়দ আতাওর রহমন সৈয়দা বিবি দীনবক্সু সান্ন্যাল কাশীচন্দ্র তালুকদার শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজরপক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম নাবালগ।	খাজানা ৩৩৮০॥৵ পোলীস ৩৩৴ ৩৩১৫॥৶		হিসাব পৃথক করা অংশ বাদে এজমালী অংশ নিলাম হইবেক।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৫৯ সনের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।			
		বিশেষ নং ১ সৈয়দ মহম্মদ এহিয়া	খাজানা ৩৬৪৸০ পোলীস ৩॥৶ ৩৬০।৶		
		বিশেষ নং ২ সৈয়দ মাহাদ মুছা	খাজানা ৩৮৪৸০ পোলীস ৩॥৶ ৩৬৮।৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালি অংশ নিলাম হইবেক। সৈয়দ আতাওর রহমান সৈয়দা বিবি দীনবন্ধু সান্ন্যাল কাশীচন্দ্র তালুকদার ও শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম।	খাজানা ২৫৫৩৶ পোলীস ২৫॥৶ ২৫৭৮৸	৩৯।৴ ১।৶	
৯৯	ডুগবোল পং রেহাচ।	দৈবকীনন্দন ও ব্রজ দয়াল ও কলাবাস্তু ও মাধামাধব সেন ও হ্লাদিনী গুপ্ত।	খাজানা ৫৬৩৸/১ পোলীস ৩৶	৮৫৸৶	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২৩০	ডিহি খেন কোডা প তেগাছা।	হেফাজতুল্লা চৌধুরী কেরামতুল্লা চৌধুরী বিবি উম্মত ফতেমা সৈয়দ মাহাম্মদ হোসেন আতাহর হোসেন বিবি আবেদজেন্নেছা বিবি আজমতন্নেছা ও বিবি অ'জ্রুফতন্নেছা রঅলী সৈয়দ সাহা আবদুল্লা রোহিণীনন্দন সেন দেবকীনন্দন সেন যদুনন্দন সেন কৃপাময়ী দেব্যা হরগোবিন্দ সু মেনেজর পক্ষে বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর রাব রণী মনমোহিনী দেব্যা জগদম্বা গুপ্তা ঃধুমতী গুপ্ত সারদাসুন্দরী দেব্যা কালীকমল মৈত্র তারকেশ্বর রায় হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে শশী শিখরেশ্বর রায় নাবালগ বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে স্বর্ণময়ী দেব্যা হেরাছ্‌ঁ চৌধুরী।	খাজানা ৪৭৫৮৴ পোলীস ৩॥৶ ৪৭৬৮৸৵০		হিসাব পৃথক করা অংশ বাদ এজমালী অংশ নিলাম হইবেক।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮ । ৩০ আগষ্ট]

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে রাজস্ব বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৫৯ সনের ১ আইনমত পৃথক হিসাব বিশেষ ন০ ১ কৃপাময়ী দেব্যা	খাজানা ৮০।০ পোলীস ৸৶		
			৩৮১৶		
		বিশেষ নং ২ যদুনন্দন সেন দিগর	খাজানা ১৬৭৲ পোলীস ।৶		
			১ ৭।৶		
		বিশেষ নং ৩ হেফাজতুল্লা চৌধুরী	খাজানা ৭৯ ।০ পোলীস ১৸৹		
			৭৯৩		
		বিশেষ নং ৪ হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে শশী শিখরেশ্বর রায় নাবালগ।	খাজানা ৩১৲৸৴ পোলীস ৸৹		
			২০॥৴		
		বিশেষ নং ৫ কালীকমল মৈত্র	খাজানা ২ ৮৸৶ পোলীস ॥৵০		
			২ ৯॥৴		
		বিশেষ নং ৬ কেরামতুল্লা চৌধুরী	খাজানা ৭ ৩। ৴ পোলীস ১॥৴		
			৭০৫৵		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবেক বিবি উম্মত ফতেমা সৈয়দ মাহাম্মদ হোসেন আতাহার হোসেন বিবি আবেদতন্নেছা বিবি আজমতন্নেছা ও বিবি আছফতন্নেছাব অলী সৈয়দ সাহা আবদুল্লা হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর রায় রাণী মনমোহিনী দেব্যা জগদম্বা গুপ্তা মধুমতী গুপ্তা সারদাসুন্দরী দেব্যা তারকেশ্বর রায় বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে স্বর্ণময়ী দেব্যা হেরাছতুল্লা চৌধুরী।	২৫৮৬৸৶ খাজানা ৯৭৭।৶ পোলীস ৪।৵	৩৲৬	

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	য রাজস্ব বাকীর জন্য নিলাম হই বেক।	কৈফিয়ৎ।
২৫৬	ডিহি ছামতি পং গোবিন্দ পুর।	নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে রাণী শুভদ্রা কুমারি সাহেবা যাদব চন্দ্র বাগচী রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর নন্দলাল ট্রষ্টী পক্ষে ব্রজনাথ রায় গোবিন্দনাথ সেন স্বয়ং অধ্যক্ষ পক্ষে গুরুপ্রসাদ সেন বামাসুন্দরী দাস্যা ইচ্ছাময়ী দাস্যা ট্রষ্টী পক্ষে ভুবনেশ্বরী দাস্যা গুরুদাস চৌধুরি কালীনাথ চৌধুরি।	খাজানা ৬৭৪৮॥৶ পোলীস ২৪৲ —— ৬৭৭২॥৶		*
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।			
		বিশেষ নং ১ নন্দলাল রায় ট্রষ্টী * পক্ষে ব্রজনাথ রায়।	খাজানা ৭৮২৸৶ পোলীস ৩৲ —— ৭৮৫৸৶		
		বিশেষ নং ২ রাণী শুভদ্রা কুমারি সাহেবা।	খাজানা ৩১৩৩॥০ পোলীস ১০৶ —— ৩১৪৩৷৶		
		বিশেষ নং ৩ গোবিন্দনাথ সেন দিগর।	খাজানা ৩৯ ॥০ পোলীস ॥ —— ৩৯৩৲		
		বিশেষ নং ৪ বামাসুন্দরী দাস্যা	খাজানা ২৪২৸৶ পোলীস ৸৶ —— ২৪৩৷৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবেক যাদব চন্দ্র বাগচী রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর ইচ্ছাময়ী দাস্যা ট্রষ্টী পক্ষে ভুবনেশ্বরী দস্যা গুরুদাস চৌধুরী কালীনাথ চৌধুরী।	খাজানা ২ ৯৭৸৶ পোলীস ৮।৶	৮৪॥০ ০	
২৯৬	পং বোনগাঁও জায়গীর	করমচাঁদ বাবু স্বয় ও অন্য পক্ষে রাখাল দুগড় নাবালগ দীনবন্ধু সান্নাল শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম সৈয়দ মাহম্মদ মুসা সৈয়দ মাহম্মদ এহিয় সৈয়দা বিবি আনন্দমোহন মৈত্র।	খাজানা ৴৫৪৶০ পোলীস ১১২৶০ —— ১৪৬৮।০		

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ও মালিক।	সদর	যে রাজস্ব বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।			
		বিশেষ নং ১ সৈয়দ মহম্মদ মুসা	খাজানা ১২৬১॥/০ পোলীস ১২॥৶০		
	*	বিশেষ নং ২ সৈয়দ মাহম্মদ এহিয়া।	১২৭৪।০ খাজানা ২৬ ॥/০ পোলীস ২॥৶০		
		বিশেষ নং ৩ সৈয়দ আবদুল ছেলাম।	১২৭৫।০ খাজানা ৪৩৮৫৷৵০ পোলীস ৪৪৵০	*	
		বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ ছুগড় অলী অধ্যক্ষ পক্ষে রাখালচাঁদ ছুগড় নাবালগ।	৪৪৩০৲ খাজানা ১৩২৩॥৶০ পোলীস ৩।/০		
		বিশেষ নং ৫ আনন্দমোহন মৈত্র দীনবন্ধু সান্যাল।	৩৩৭৲ খাজানা ১৫১২৸৶ পোলীস ১৫।০		
	৲	বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবেক।	৯৮৪৩॥৶০		
		সৈয়দাবিবি ও করমচাঁদ বাবু	খাজানা ৬০৮॥০ পোলীস ১৬৶	২৲২৶০ ৩৸৶০	

F H RUDDOCK, *Offg Collector*

কালেক্টরি জেলা বগুড়া।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা বগুড়ার মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ০ সেপ্টম্বর তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ১৮৮১। ২৭ জুলাই।

অত্র কালেক্টরির তৌজীর ৮৬৩। ২৬০ নং মহাল পরগনে ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত লাট গোবিন্দপুর যাহা ৬৭৬৯৷৶৩ পাই সদর জমায় জমিদারী লিখা যায় তাহার মধ্যে যাহা যাহা নিলাম হইবে তাহার বিস্তারিত নিম্নে দৃষ্ট হইবে।

মহালের নাম ও নম্বর।	মালিকের নাম।	সদর জমা	বাকী	কৈফিয়ৎ।
নং ৮৬৩। ৬০ পরগনে ঘোড়াঘাট লাট গোবিন্দপুর।	মথুরাকান্ত ঘোষ ম্যানেজার পক্ষে জয়কান্ত ঘোষ।	১৫৩৯।৶৮	৫৯/৮	১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারা মত এই অংশের হিসাব পৃথক আছে।
ঐ	গোপীকান্ত ঘোষ	১৫৩৯।৶৮	৫৭৷৴১১	ঐ
ঐ	ব্রজসুন্দরী চৌধুরাণী হরিসুন্দরী চৌধুরাণী।	২ ৫৮৶১০	৮৪৲/০	হিসাব পৃথক হওয়া অংশ সকল বাদে এই অবশিষ্ট অংশ।

BOGRA COLLECTORATE
The 29th July 1881

H G SHARP, *Offg Collector*

[*Government Gazette*, 30*th August* 1881]

জিলা মেদিনীপুর।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত নিম্ন লিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাঁহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর আমলি ১২৮৯ সালের ২ আশ্বিন বাং ১২৮৮ সালের ১১ আশ্বিন সোমবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষ বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ১৭ আগষ্ট।

তফসীল।

তফসীল নম্বর।	রেবেনিউ রোলের নম্বর।	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১	৮৬	৫৪	ম আলাল পা ভা পং গাগনাপুর	চিরবন্দবস্তী। যমুনামণী দাসী ও সদানন্দ মাসান্ত নাবালগের মাতা বসুমতী দাসী ও নবদ্বীপচাঁদ মাসান্ত নাবালগের মাতা ও দ্বারিকানাথ মাসান্ত ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমাকিঙ্করী দেবী ও বল্লভ ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভূঞার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেব্যা যদুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালগের মাতা ও রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও মধুসূদন মাসান্ত।	১১৯৬৮৶২		
				বাদ মধুসূদন মাসান্তর পৃথক হিসাব	৪৪৮৮৶৯		
				বাকী যমুনামণী দাসী সদানন্দ মাসান্তর নাবালগের মাতা ও বসুমতী দাসী নবদ্বীপ চাঁদ মাসান্ত নাবালগের মাতা ও দ্বারিকানাথ মাসান্ত ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমাকিঙ্করী দেবী ও বল্লভ ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ও ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভূঞার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেব্যা যদুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালগের মাতা ও রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।	৭৪৮৴৫	৩৭।৶৭	
২	১১০	৬৯	ম আমতলা পং তুর্কাচোর	শ্রীমত্যা মতুরামণি দেই ও দ্বারিকানাথ মাইতি ও সুবল মাইতি ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও শিখিরাম গিরি ও নন্দরাম রাউত ও শ্রীমতী সারদামণী দেবী ও লক্ষ্মীনারাণ কর মহাপাত্র ও বনমালী বিসুই ও গোবিন্দপ্রসাদ বিসুই।	৬১২৮৶১১	৪।৵০	
৩	৭৩	৩৫	ম বেড়াবেড়িয়া প কাশীযোড়া	উদ্ধবনারায়ণ মাসান্ত	৯৯১।১১	৫৭২৶০	
৪	২৩০	১৫৫৭	ম কাঁটাপাল প খড়্গপুর	কৃষ্ণ বহারি রায় ও শ্রীনাথ চরণ পাল ও নগেন্দ্রকুমার দে ও দ্বারিকানাথ পাল ও ক্ষেত্রমোহন পাল ও প্রাণগোবিন্দ নাগ ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার নাগ ও যতীন্দ্রকুমার নাগ ও রবীন্দ্রকুমার ও নগেন্দ্রকুমার ও গুনেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার নাগ নাবালগগণ কোর্ট অবওয়ার্ডসের অধীন ম্যানাজর দ্বারিকানাথ পাল।	মায়বোড ফণ্ড ১০৩০৲	১১৩॥৶৯	
	৩০০	১৮৭	ম বালগোবিন্দপুর ও গোপালপুর প অমরশী	নরনারায়ণ রায় ও গঙ্গারাম মাইতি আনন্দলাল রায় লক্ষ্মণনারায়ণ রায় ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ চন্দ্রমোহন, গজেন্দ্রনারায়ণ রায় স্বয়ং ও হিরম্বনারায়ণ রায় নাবালগের মথাফেজ পোষ্যমাতা শ্রীমত্যা পার্ব্বতী ব্রহ্ম ও কুড়ারাম রায় ও শিবনারায়ণ রায় শ্রীমতী লথিকন বিবি মাতা রক্ষক জাল খা ও অলতাপ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আলাদাদ খা নাবলগগণ ও চাঁন্দমণী ও মধুসূদন সিং।	৬০৩॥৶৯		

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

তৌজীর নম্বর।	এঃ রেজেষ্টরির নম্বর।	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী র জন্যর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				বাদ কুড়ারাম রায় ও শিবনারায়ণ রায়ের পৃথক হিসাব ৬০।৯			
				বাদ শ্রীমত্যা লফিজনবিবি মাতারক্ষক জাল খাঁ ও আলতাপ খাঁ ও খেদন খাঁ ও আলাদাদ খাঁ নাবালগগণের পৃথক হিসাব ১ ৸৴			
				বাদ চাঁদমণীর পৃথক হিসাব ৭৫। ৶১০			
				বাদ মধুসূদন সিং পৃথক হিসাব ৪৭৲৩	২৯৫৸১০		
				বাকী নরনারায়ণ রায়	৩০৭৸১১	৫৸৶২	

ও গঙ্গারাম মাইত আনন্দলাল রায় লক্ষ্মণনারায়ণ ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ চন্দ্রমোহন গজেন্দ্রনারায়ণ রায় জয় ও হিরন্ময়নারায়ণ রায় নাবালগের মহ ক্ষেত্র পোষ্য মাতা শ্রীমতো পার্ব্বতী ব্রহ্মর এজমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।

তৌজীর নম্বর।	এঃ রেজেষ্টরির নম্বর।	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী র জন্যর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১	৪ ২	২৭১	ম৲ বাড়ইশী প৲ খান্দার	হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও জনার্দ্দন মাইতি ও	১৯১৫৲৸/১		

খয়রাত আলি ও শ্যামরাউত ও মধুসূদন মালা প্যারীমণী দাসী স্বর্ণমণী নরহরি মানিক বেচারাম আচার্য্য ঝাড়েশ্বর বেরা অক্ষয়নারায়ণ বেরা নবদ্বীপচন্দ্র রায় স্বয়ং শিবচন্দ্র রায় নাবালগের রক্ষক বৈদ্যনাথ সম্পতি ব্রাহ্মণী মধুসূদন রায় ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়রাম মধুসূদন জানা ঠাকুরদাস মাধবচন্দ্র পাল ক্ষেত্রমোহন লাল মোহন মহেন্দ্রনাথ পাল জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস গোবিন্দরাম নিলমণি মণ্ডল কৃষ্ণপ্রসাদ, মধুসূদন ভট্ট জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস জয়নারায়ণ দে রাধামোহন দ্বারকানাথ গোপীনাথ মাইতি রাধানাথ সাহু শ্রীমত্যা আদরমণী দেব্যা রঘুনাথ সীতানাথ দাস পহরাজ মহাপাত্র ও শ্রীমত্যা ঈশ্বরমণী দেব্যা শ্রীমতী আদরমণী দাসী শ্রীমতী আনন্দমণী দাসী শ্রীমতী দিগম্বরী ভাগবৎচন্দ্র দর পত্নী মাতঙ্গিনী দাসী স্বরূপনারায়ণ মাইতির পত্নী তারকনাথ ভোলানাথ মাইতি নাবালক গণের মাতা মহাক্ষেত্র শ্রীমত্যা শশীমণী দাসী শ্রীমতী আহ্লাদিনী দাসী শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী শ্রীমতী দস্তুমণী দাসী কোর্টঅবওয়ার্ডের অধীন ম্যানেজার দ্বারিকানাথ মাল ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার যতীন্দ্র রবীন্দ্র নগেন্দ্র গুণেন্দ্র যোগেন্দ্রকুমার নাম নাবালক লালমোহন ইন্দ্রমোহন এবং ভুবনমোহন মেইকাপ ও নবীনচন্দ্র বদ্দন ও অরুণচন্দ্র বদ্দন।

তৌজীর নম্বর।	এঃ রেজেষ্টরির নম্বর।	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী র জন্যর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				বাদ নবীনচন্দ্র বদ্দন ও অরুণচন্দ্র বদ্দনর পৃথক হিসাব।	১৮৸৶৬		
				বাকী হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী	১৯৩৭৸৶৭॰	৮২৫।৶৯	

ও জনার্দ্দন মাইতি ও খয়রাতআলী ও শ্যামরাউত মধুসূদন মালা প্যারিমণী দাসী স্বর্ণমণী নরহরি মানিক বেচারাম আচার্য্য ঝাড়েশ্বর বেরা অক্ষয়নারায়ণ বেরা নবদ্বীপচন্দ্র রায় স্বয়ং শিবচন্দ্র রায় নাবালগের রক্ষক বৈদ্যনাথ পশুপতি রত্নমণী মধুসূদন রায় ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়রাম মধুসূদন জানা ঠাকুরদাস মাধবচন্দ্র পাল ক্ষেত্রমোহন, লালমোহন মহেন্দ্রনাথ পাল জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস গোবিন্দরাম নিলমণি মণ্ডল কৃষ্ণপ্রসাদ মধুসূদন ভট্ট জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস জয়নারায়ণ দে রাধামোহন দ্বারকানাথ গোপীনাথ মাইতি রাধানাথ সাহু শ্রীমত্যা আদরমণী দেব্যা রঘুনাথ সীতানাথ দাস পহরাজ মহাপাত্র শ্রীমত্যা ঈশ্বরমণী দেব্যা শ্রীমতী আদরমণী দাসী শ্রীমতী আনন্দমণী দাসী শ্রীমতী দিগম্বরী ভাগবতচন্দ্র দর পত্নী মাতঙ্গিনী দাসী স্বরূপনারায়ণ মাইতির পত্নী তারকনাথ, ভোলানাথ মাইতি নাবালগের মাতা মহাক্ষেত্র শ্রীমত্যা শশিমণী দাসী শ্রীমতী আহ্লাদিনী দাসী শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী শ্রীমতী দস্তুমণী দাসী কোর্টঅবওয়ার্ডের অধীন ম্যানাজার দ্বারিকানাথ মাল ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার যতীন্দ্র রবীন্দ্র নগেন্দ্র গুণেন্দ্র যোগেন্দ্রকুমার নাম নাবালগ লালমোহন, ইন্দ্রমোহন, এবং ভুবনমোহন মেইকাপের এজমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।

ক্রমিক নম্বর।	এংরেজে তৌজিনম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী খাজানার জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১	৬৬১	৩৯১	মঃ ভিতর বিনন্দ প.ভপে বা-লী সীতা	গঙ্গানারায়ন মাসান্ত ও ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসান্ত ও উদ্ধবনারাণ মাসান্ত।	১৬৫৮৮/৩৯	১৮৬১	
১১	৭৫০	৪৩৭	মৎ চকফতে ও সিংহপুর প খান্দার	চন্দ্রচুড চতুর্ভুজ চৌধুরি ও উদ্ধব নারায়ণ মাইতি ও চিন্তামণি মহেন্দ্রনাথ কৈলাস সীতানাথ, কালীপ্রসাদ অযোধ্যারাম, দীনবন্ধু দ্বারিকানাথ, ভজহরি ও বেহারি দে।	১১৩৩১০		
				বাদ চিন্তামনী মহেন্দ্রনাথ কৈলাস সীতানাথ কালীপ্রসাদ অযোধ্যারাম দীনবন্ধু দ্বারিকানাথ ভজহরি ও বেহারি দের পৃথক হিসাব।	৫১৩।৶১০		
				বাকী চন্দ্রচুড চতুর্ভুজ চৌধুরি ও উদ্ধব নারায়ন মাইতির এজমালী অংশ যাহা বাকী বা-জস্বর জন্য নিলাম হইবেক।	৬ ৯৷৷৶১১	৵০	
১২	৮২০	৪৬৩	ম চাবই ও বরা ইপং বাটীটাবী	প্রেমচাদ মাসান্ত ও উদ্ধব নারায়ণ মাসান্ত।	৭১৮৷৷৫	৭৮৷৷০	
৩	৮৯৬	৫০৬	ম ছুচছুড়া পং কেদারকুণ্ডু	মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসান্ত প্রেমচাঁদ মাসান্ত।	৯৮১ ০		
				বাদ মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ, গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসান্তর এজমালী অংশ	৬৪১৶৮		
				বাকী প্রেমচাঁদ মাসান্তর পৃথক হিসাব যাহ সরকারি বাকী মালগুজারির জন্য নিলাম হইবেক	৩২০। /৪	৩৫৶৪	
১৪	৯৩৭	৫২৭	ম দীগলাবাড পং বিংকাশী যোড়া	নবকাল খাঁ	মাষপুলীস ৫৩৭৷৶৮	মাষপুলীস ৫২৬।৷/১	বর্দ্ধমান ১৮৮১ সালের গত ১২

জানুয়ারি পূর্ণা অন্তর বাকী মালগুজারি এই এই ৫২৬। /১ টাকার জমা এই রিসেল নিলাম হইবেক এই মাহালের গত ম৮ কিস্তি হইতে বাকী মালগুজারির দাইক হাল খরিদদার হইবেন ও ঐ হাল খরিদারের খরিদ উক্ত ২ই জানুয়ারির পর তারিখ ৩ই জানুয়ারি হইতে গ্রবণ হইবেক

তরতীব নম্বর।	এ রেজেষ্টরির নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।

ও মাধবচন্দ্র কর ও কুঞ্জরনারা সংপতি ও শ্রীমতী মটুদামণী ও সুন্দরনারাণ সড়ঙ্গী শীতলপ্রসাদ ঘোষ নরেন্দ্রনাথ সংপতি শ্রীমতী সরস্বতী দেব্যা উপেন্দ্রনাথ সংপতি ও দীননাথ সংপতি, ও বৈকুণ্ঠনাথ সংপতি নাবালগগণের মাতা, রক্ষক ও মহাফেজ ও দ্বারিকানাথ সংপতির এজমালী অং। যাহা সরকারী বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।

তরতীব নম্বর।	এ রেজেষ্টরির নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
২৩	৭৩	৯৩৮	ম খেলাড় ও নমপাটনা পর্গকি নারাণগড়।	নরহরি মহারিক প্যারীমণী দাসী আদরমণী দেব্যা রঘুনাথ দাস, পহরাজ মহাপাত্র সীতানাথ দাস, মহাপাত্র, শ্রীমতী ঈশ্বরামণী দেব্যা গঙ্গানারায়ণ সিংহ ও নবনারাণ সিংহ ও হরনরায় সিংহ।	৩৪৩ ॥৭	১১৫॥৵১১	
২৪	৮২	৯৮১	ম মাধুরি পরকা গৈযোড়া।	দীনবন্ধু নন্দী স্বয়ং রক্ষক নবদ্বীপচন্দ্র	৮৭৭৬৵৭	২৭২॥ ০	

নন্দী ও প্রেমচাঁদ নাসান্ত ও গোপীনাথ ও নন্দলাল নাসান্ত ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী মাতা রক্ষক রামজীবন ও রামলোচন ও রাধামোহন নাসান্ত।

তরতীব নম্বর।	এ রেজেষ্টরির নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
২৫	৯৭১	২০৫	ম মকরামপুর প পটাশপুর।	মিয়াদি বন্দবস্ত। হরশাহিলাল ভকত ও শ্রীমতী অভয়াসুন্দরী দাসী ও লক্ষ্মণনারায়ণ ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ ও গজেন্দ্রনারায়ণ রায় স্বয়ং হিরন্ময়নারায়ণ রায়ের পোষ্য মাতা, শ্রীমতী পার্ব্বতী ব্রহ্মি ৺রামনারায়ণ রায়ের পত্নী।	১৩৪৬৲	৪৭৶৬	
২৬	২০	১১০০	ম নিশ্চিন্ত ও গেড়াগেড়া পং সবঙ্গ।	চিরবন্দবস্তী। অক্ষয়নারায়ণ সেন ও রাজনারায়ণ সেন মদনমোহন দে ও চন্দ্রমোহন দে ও বঙ্গলতা দেই মাবরে মহাফেজ রাধানাথ	৬৫৩॥৵৭	১৩৬৲৯	

দে ও ঠাকুরদাস দে নাবালগ ও জানকী দেই ও বঙ্গলতা দেই ও শ্রীমতী হরমনোমহিনী দাসী ও দুর্গামণী দাসী ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী।

তরতীব নম্বর।	এ রেজেষ্টরির নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
২৭	২০৪৭	২৪	ম মানকার মৌজে তাপ্তী প মাজনামুঠ ও	ব্রজনাথ রায় মহাশয় মেজেষ্টর ও পূর্ণচন্দ্র মিত্র নাবালগ শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী মৃত কুঞ্জর নারায়ণ রায়ের পত্নী ও শ্রীমতী	২ ৬৩।৴৪		

আনন্দময়ী দেবী ৺গজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পত্নী ও শীতল প্রসাদ রায় মহাশয় ও সুধাকৃষ্ণ রায় মহাশয় ও জতীশচন্দ্র বসু মাতা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও নন্দগোপাল বর্দ্ধন ও পরমানন্দ বর্দ্ধন ও শ্রীমতী দীনময়ী দেবী মাতা ভবানীনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আদরমণী দেব্যা ও শ্রীরঘুনাথ দাস পহরাজ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস মহাপাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরামণী দেব্যা, রাম নিধিকুণ্ডু ও রামানন্দ কুণ্ডু ও মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু শ্রীমতী দিগম্বরী দাসী পীতাম্বর দেব পত্নী।

[Government Gazette, 30th August 1841]

[illegible] নম্বর।	এ রেজেষ্টরির নম্বর	তৌজির নম্বর।	নাম মহল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
				বাদ রামনিধি কুণ্ডু ও রামানন্দ কুণ্ডু ও মহেন্দ্র নাথ কুণ্ডুর পৃথক হিসাব ৭০৩৮৫			
				বাদ শ্রীমতী দিগম্বরি দাসী পীতাম্বর দের পত্নীর পৃথক হিসাব ৩৪৪॥১	১০৪৮।৬		
				বাকী ব্রজনাথ রায় মহা	১০৮৫৭০	৮৬১১	

শয় মেনাজর ও পূর্ণচন্দ্র মিত্র নাবালগ শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী, মৃত কুঞ্জনারায়ণ রায়ের পত্নী শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী ৺ গজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পত্নী ও শীতল প্রসাদ রায় মহাশয় ও সুধাংশু রায় মহাশয় ও যতীশচন্দ্র বসু মাতা শ্রীমত্যা প্রসন্নময়ী দাসী ও নন্দগোপাল বর্দ্ধন ও পরমানন্দ বর্দ্ধন শ্রীমতী দাসময়ী দেবী, মাতা লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমত্যা আদরমণী দেব্যা ও রঘুনাথ দাস পত্তরাজ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস মহাপাত্র ও শ্রীমত্যা ঈশ্বরমণী দেব্যার এজমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।

[illegible] নম্বর।	এ রেজেষ্টরির নম্বর	তৌজির নম্বর।	নাম মহল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
২৮	২১৫৭	১১৭	ম পশ্চিম মগুড়া ও বেতাল খটীয়া ম প ভুঞা মুঠা।	আনন্দলাল রায় ও শ্রীমত্যা সত্যভামা শ্রীমত্যা ব্রমমি পোষ্য মাতা রক্ষক উপেন্দ্রলাল রায় নাবালগ ও মুরারিলাল রায়।	৩৬২০॥৴৮	১১৬৸৩	
২৯	২৮০	১২০৮	ম পদীমা পং কুকল চোর।	শ্রীমত্যা থাকমনী দেই চৌধুরী ও চৌধুরী গোপেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র।	৭৬০॥৪	৮১/০	
৩০	২৩৪৭	১২০৭	ম বেজুড়া প কুকল চোর।	গোবিন্দপ্রসাদ বিশুই ও	১১২৩৴১		

অনিরুদ্ধ গিরি ও গোপীনাথ গিরি ও পীতাম্বর ও নৃসিংহচরণ ও ধ্রুবচরণ ও অভিরাম গিরি ও সাধুচরণ মাহানা ও আনন্দরাম গিরি ও লালমোহন গিরি ও শ্রীমত্যা দাসী দেই, মাতা রক্ষক নিত্যানন্দ গিরি ও শ্রীমত্যা ত্রিপুরা দেই ও সুবল চরণ গিরি প্রকাশিত দাস ও গৌরমোহন গিরি স্বয়ং ও ভ্রাতা রক্ষক পঞ্চানন্দ গিরি নাবালগ ও কুঞ্জর নারায়ন রায় চৌধুরী ও রাধাকৃষ্ণ গিরি কৃষ্ণপ্রসাদ দাস ও মধুসূদন দাস ও শ্রীমত্যা জোহরা দেই মাদরে রাধামোহন দাস ও ব্রজমোহন ও নিল মোহন দাস ও গুরুপ্রসাদ বিশুই ও দুর্গাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ও মদন মোহন বিশুই।

[illegible] নম্বর।	এ রেজেষ্টরির নম্বর	তৌজির নম্বর।	নাম মহল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
				বাদ কৃষ্ণপ্রসাদ দাস ও মধুসূদন দাস ও শ্রীমত্যা জোহরা দেই মাদরে রাধামোহন দাস ও ব্রজমোহন ও নিল মোহন দাসের পৃথক হিসাব ৪০২৸৩			
				বাদ গুরুপ্রসাদ বিশুই ও দুর্গাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ও মদনমোহন বিশুইর পৃথক হিসাব ৮৩৸১০	৪৮৬॥৴১		
				বাকী গোবিন্দ প্রসাদ	৬৩৬।৵	৫৫৴৩	

বিশুই ও অনিরুদ্ধ গিরি ও গোপীনাথ গিরি ও পীতাম্বর ও নৃসিংহ চরণ ও ধ্রুবচরণ ও অভিরাম গিরি ও সাধু চরণ মাহানা ও আনন্দরাম গিরি ও লালমোহন গিরি ও শ্রীমত্যা দাসী দেই মাতা রক্ষক নিত্যানন্দ গিরি ও শ্রীমত্যা ত্রিপুরা দেই ও সুবলচরণ গিরি প্রকাশিত দাস ও গৌরমোহন গিরি স্বয়ং ও ভ্রাতারক্ষক পঞ্চানন্দ গিরি নাবালক ও কুঞ্জর নারায়ণ রায় চৌধুরি ও রাধাকৃষ্ণ গিরির এজমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

তরতীব নম্বর।	ঐ রেজেষ্টরির নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবে	কৈফিয়ৎ।
৩১	২৩৫৭	১২৯৩	ম বাধানগর প খটনগর	পঞ্চানন কানুনগোই ও নরনারায়ণ দাস কানুনগোই ও গুরুপ্রসাদ দে ও পঞ্চানন্দ আচার্য্য ও জিতরাম রায় ও সাধুচরণ মানা ও হাড়চরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ জানা হরনারায়ণ জানা ও উমাপ্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ দে ও লালমোহন দাস গোকুলচরণ ব্রহ্ম ও দামোদর ব্রহ্ম ও বলরাম ব্রহ্ম ও শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী রামনারায়ণ রায়ের বনিতা ও বাদল খাঁ	২৬৭।৫৮/১		
				বাদ গোকুল চরণ ব্রহ্ম ও দামোদর ব্রহ্ম ও বলরাম ব্রহ্মর পৃথক হিসাব ৯৮৵৯।			
				বাদ শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী রাম নারায়ণ রায়ের বনিতার পৃথক হিসাব ২৪।৭			
				বাদ বাদল খাঁর পৃথক হিসাব ৪৬৮ ১০	৬৯॥৵১		
				বাকী পঞ্চানন কানুনগোই ও নরনারায়ণ দাস কানুনগো ও গুরুপ্রসাদ দে ও পঞ্চানন্দ আচার্য্য ও জিতরাম রায় ও সাধুচরণ মানা ও হাড়চরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ জানা ও হরনারায়ণ জানা ও উমাপ্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ দে ও লালমোহন দাসের এজমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী মালগুজারির জন্য নিলাম হইবেক।	৪৮৲।০	৫৮৵৮	
৩২	৫৮৯	১৪৪১	ম শালীযোড়া প, খটনগর	হরিপ্রসাদ দাস ও ব্রজনাথ ও ইন্দ্রনাথ দাস ও বৃন্দাবনপ্রসাদ দাস ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দাসী ৺ মথুরমোহন দাসের পত্নী ও দ্বারিকানাথ দাস ও শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেই ও প্রাণগোবিন্দ নাগ ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিধিরাম গিরি ও মাধবরাম জানা ও প্যারীমোহন দে ও ভোলানাথ সিংহ ও বৈদ্যনাথ সাহু ও গিরিধারীপ্রসাদ মহাপাত্র ও শ্রীধরচরণ পণ্ডা ও দুর্গাপ্রসাদ পণ্ডা ও বিদ্যাধর পণ্ডা ও পীতাম্বর পড়া ও বণিকমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ ও ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ও বিনোদবেহারি ও মুরলীবেহারি ও গোলোকবেহারি ঘোষ ও রাধামোহন দে ও গোলোকমোহন দে ও প্যারীমোহন দে ও দীননাথ মহাপাত্র ও গোপালপ্রসন্ন দাস নাবালগের পিতা ও রক্ষক যজ্ঞেশ্বর দাস ও নবদ্বীপচন্দ্র রায়।	৩৫৲১/৮		
				বাদ গোপালপ্রসন্ন দাস নাবালগের পিতা ও রক্ষক যজ্ঞেশ্বর দাসের পৃথক হিসাব ১৯৮/৩			
				বাদ নবদ্বীপচন্দ্র রায়ের পৃথক হিসাব ১ ৭৲	১৪৬৮/৩		
				বাকী হরিপ্রসাদ দাস ও ব্রজনাথ ও ইন্দ্রনাথ দাস ও বৃন্দাবনপ্রসাদ দাস ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দাসী মথুরমোহন দাসের পত্নী ও দ্বারিকানাথ দাস ও শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেই ও প্রাণগোবিন্দ নাগ ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিধিরাম গিরি ও মাধবরাম জানা ও প্যারীমোহন দে ও ভোলানাথ সিংহ ও বৈদ্যনাথ সাহু ও গিরিধারি প্রসাদ মহাপাত্র ও শ্রীধরচরণ পণ্ডা ও দুর্গাপ্রসাদ পণ্ডা ও বিদ্যাধর পণ্ডা ও পীতাম্বর পড়া ও বণিকমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ও বিনোদবেহারি ও গোলোক বেহারি ও মুরলীবেহারি ঘোষ ও রাধামোহন দে ও গোলোকমোহন দে ও প্যারীমোহন দে ও দীননাথ মহাপাত্রের এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।	১৫০৬।৫	৯৲/১০	
৩৩	২৭৩৬	১৫০৮	ম ভেড়কই প দাতুনচার	রামানন্দ কুণ্ডু ও সুন্দর নারায়ণ সাড়ঙ্গী ও পঞ্চানন্দ সড়ঙ্গী ও শ্রীমতী মটুর মণী দেয়া ও মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ও রামনিধি কুণ্ডু	১২৬১/৮	২৭॥/১	

তওজীব নম্বর	এর রেজেষ্টরির নম্বর	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
৩৪	২৭৬৫	৫২৪	ম উত্তর পলসা প কাঃ কাশী যে ডা	গোপালচাঁদ ও নিশমনী ও নন্দলাল পণ্ডা ও গোপালচাঁদ পণ্ডা কাশীনাথ দাস ও জগদীশ পণ্ডা ও কৈলাস চন্দ্র মাইতি ওরফে পণ্ডা সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও পরেশনাথ পণ্ডা সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ দাস ও রামচাঁদ বেরা ও চন্দ্রশেখর পণ্ডা শ্রীমতী নয়নতারা দেবী পত্নী লাল মোহন পণ্ডা।	মায় পুলীস ২০৩৯/২		
				বাদ শ্রীমতী নয়নতারা দেবী পত্নী লাল মোহন পাণ্ডার পৃথকহিসাব।	মায় পুলীস ১০৪১/৮		
				বাকী গোপালচাঁদ ও নিশমনি ও নন্দলাল পণ্ডা ও গোপালচাঁদ পণ্ডা ও কাশীনাথ দাস ও জগদীশ পণ্ডা ও কৈলাস চন্দ্র মাইতি ওরফে পণ্ডা সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও পরেশনাথ পণ্ডা সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ দাস ও রামচাঁদ বেরা ও চন্দ্রশেখর পাণ্ডার একত্রমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।	মায় পুলীস ৯৯৬৸৵৬	১৮৷৶৩	

W LIDDIAN Offg Collector

জিলা বীরভূম।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহাদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সাল ৯ ভাদ্র শনিবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ১১ জুলাই।

তফসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	পরগনা ও মহালের নাম।	যে প্রকার বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	নাম মালিক।	সদর জমা।	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী	১৪৩	পং বারবক সিংহ গ্রাম সুন্দরপুর,	বাকী রাজস্ব ৩১৮৶	৺ খেলচন্দ্র ঘোষের ষ্টেটের এড মিনিষ্ট্রেটরস্ কৃষ্ণমোহিনী দাসী ও মতিউন নেছাবিবি বিষ্ণুচন্দ্র কুণ্ডু।	২১১৩৸৵	সমুদয় মহাল বিক্রয় হইবে।

JOSEPH ARMSTRONG,
Collector

বীরভূমের কালেক্টরী কাছারী }
১১ জুলাই। ৮৮১। }

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

The Hymns of the Rig Veda in the Samhita and Pada Text by Professor F Max Müller M A in two Volumes Price Rs 24 packing and postage R 1 12

"The Rig Veda the oldest book of Indian literature has very properly been made one of the principal class books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India and though at present a scholar like knowledge of the Vedic hymns is in the examinations required of the more advanced students only yet as soon as editions translations grammars and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country —*Extract from Preface*

OFFICE OF SUPDT GOVT PRINTING No 8 Hastings Street Calcutta

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিনকোনা।

ইহা জ্বরনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি মাত্র মূল্যে একবারে ন্যূন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা প্রতি পাউণ্ড টীন ১৬।৩০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ডাক্তারখানায় ও মফস্বলের ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।৵০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা ডাকমাসুল দিতে হইবে।

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant Governor of Bengal by C D Field M A, LL D of the Inner Temple, Barrister at Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service District and Sessions Judge of Burdwan Member of the Rent Commission

Price Rs 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant Bengal Secretariat

N B—Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার আট ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ ও রেণ্ট কমিশনের মেম্বর ইনর টেম্পালের শ্রীযুত সি ডি, ফিল্ড এম, এ ও এল, এল,ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংগ্রহ।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য। উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

Rates of Subscription to the Bengali Government Gazette
FROM 1st JANUARY 1872

Payable in advance

For one year without postage	Rs	10	0	0
Ditto with postage	„	12	8	0

When postage stamps are remitted in payment of subscription one anna in the Rupee should be added for discount.

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার

ডাকমাসুল বিনা এক বৎসরের	ঐ	১০
ডাকমাসুল সুদ্ধ	ঐ	১২॥০

ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠান গেলে টাকা প্রতি এক আনা মূল্যের একং খান ডাকের টিকিট ডিস্কৌণ্ট দিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮। ৩০ আগষ্ট।]

NOTICE

In continuation of notice dated the 20th November 1877 intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied or advertisement notice &c inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

NOTE — *Rates of Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

	Rs.
Full page per issue	[illegible]
Half	[illegible]
Casual advertisements — 4 annas per line	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গল গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তান্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর / এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

	টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করিলে	[illegible]
আধ পৃষ্ঠা	[illegible]
সময়ে২ ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পংক্তি	

[*Government Gazette* 30*th August* 1881]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন মরিস্ লুইস্ সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1814—740 30 8-81

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

No 3683A

GENERAL —*The 26th August* 1881 —Baboo Shama Churn Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector Julpigoree is allowed leave for one month, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 10th September next

Baboo Juggutbundhoo Bhuttacharjee Officiating Personal Assistant to the Commissioner of the Presidency Division is confirmed in that appointment

The 28th August 1881 —Baboo Benode Behary Sircar Sub Deputy Collector, Beerbhoom is allowed leave for one month under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 10th proximo or such subsequent date as he may avail himself of it

Baboo Annoda Prosad Bose Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Backergunge is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870, in that district

Baboo Annada Prosad Bose Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Backergunge is transferred temporarily to the Patual hally division of that district

The 29th August 1881 —Baboo Pran Kumar Das Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is transferred to Gya and is posted to the Sudder station of that district

The services of Baboo Ram Churn Lal Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Chumparun are placed temporarily at the disposal of the Board of Revenue for employment on Batwara work in the district of Mozuff rpore *vice* Baboo Sant Pershad

The 30th August 1881 —Mr W M Clay Magistrate and Collector Pubna, is appointed to act until further orders in the First Grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 12th instant *vice* Mr J Ware Edgar C S I

Mr H G Cooke Officiating Magistrate and Collector, Dinagepore is appointed to act until further orders in the Second Grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 12th instant *vice* Mr W M Clay

Baboo Bhoyrubnath Palit Deputy Magistrate and Deputy Collector Rungpore, is allowed leave for five weeks under Section 127 Chapter X of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under orders of the 22nd ultimo

Baboo Nilmoney Gooar Deputy Magistrate and Deputy Collector Lohardugga is transferred to the district of Mymensingh and is posted to the Sudder station of that district

Baboo Judunath Sircar Sub Deputy Collector Gopalgunge Sarun, is allowed leave for two months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code

Mr Stephen Ulfut Hossein Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Chumparun on leave is transferred to Bhagulpore

In modification of the orders of the 6th instant Baboo Rutton Lall Ghose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Rungpore, on leave is transferred to Tipperah, and is posted to the Sudder station of that district

Baboo Tarini Sunker Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector Tipperah, is appointed to have charge of the Chandpore division of that district during the absence, on leave of Baboo Rojoni Coomar Dutt or until further orders

POLICE —*The 26th August* 1881 —Mr H W J Bamber District Superintendent of Police Rajshahye is appointed to act until further orders in the Second Grade of District Superintendents of Police, with effect from the 24th July last, *vice* Colonel W Gordon on leave

Mr A Arkey District Superintendent of Police Dinagepore, is appointed to act until further orders in the Third Grade of District Superintendents of Police, with effect from the 24th July last *vice* Mr H W J Bamber

The 27th August 1881 —Mr H V H Roberts, Assistant Superintendent of Police, is appointed to act as District Superintendent of Police Nuddea, during the absence, on leave of Mr E M Showers, or until further orders, with effect from the date on which he joins that appointment

[*Government Gazette 6th September* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

---

৮৮৩ A নম্বর।

সাধারণ।— ৮৮ সাল ২৬ আগস্ট।—জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ টাপারাও সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ... তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

রাজশাহীর কমিশ্যনর সাহেবের একটি স্থায়ী আসিষ্টান্ট শ্রীযুত বাবু জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য সেই পদে স্থায়ী রূপে নিযুক্ত হইলেন।

৮৮ সাল ২৮ আগস্ট।—বীরভূমের সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী সরকার আগামি মাসের ১২ তারিখ অবধি অথবা তাহার পরে যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাস ছুটী পাইলেন।

বাকরগঞ্জের একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বসু উক্ত জিলায় ৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাকরগঞ্জের একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বসু কিয়ৎ কালের জন্য উক্ত জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালী মহকুমায় প্রেরিত হইলেন।

৮৮১ সাল ২৯ আগস্ট।—ময়মনসিংহের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার দাস গয়ায় প্রেরিত হইয়া উক্ত জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুত শম্ভুপ্রসাদ বাবুর পরিবর্ত্তে চাম্পারণের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রামচরণ লাল মজফরপুর জিলায় বাঁটওয়ারার কার্য্যে নিযুক্ত হওনার্থে কিয়ৎকালের জন্যে রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

৮৮১ সাল ৩০ আগস্ট।—শ্রীযুত জে ওয়ার এডগার, সি এস আই, সাহেবের পরিবর্ত্তে পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ এম ক্লে সাহেব, এই মাসের ১২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ এম ক্লে সাহেবের পরিবর্ত্তে দিনাজপুরের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ, জি কুক সাহেব এই মাসের ১২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ভৈরবনাথ পালিত গত মাসের ১২ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৭ ধারামতে পাঁচ সপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

লোহারডগার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নীলমণি কুমার ময়মনসিংহ জিলায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

সারণের অন্তর্গত গোপালগঞ্জের সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু যদুনাথ সরকার সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাস ছুটী পাইলেন।

চাম্পারণের ছুটীপ্রাপ্ত একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী উলফৎ হুসেন ভাগলপুরে প্রেরিত হইলেন।

এই মাসের ৬ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল রঙ্গপুরের ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রতনলাল ঘোষ ত্রিপুরায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রজনীকুমার দাসের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু তারিণীশঙ্কর রায় উক্ত জিলার অন্তর্গত চাঁদপুর মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থ নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—৮৮১ সাল ২৬ আগস্ট।—কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ গর্ডন সাহেবের ছুটী লওয়াতে রাজশাহীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, ডবলিউ জে বাম্বর সাহেব গত জুলাই মাসের ২৪ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এচ, ডবলিউ, জে, বাম্বর সাহেবের পরিবর্ত্তে দিনাজপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এ আবলী সাহেব গত জুলাই মাসের ২৪ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

৮৮১ সাল ২৭ আগস্ট।—শ্রীযুত টি এম, শৌয়র্স সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিত কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, বি এচ রবর্টস সাহেব কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি নদীয়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

The 30th August 1881 —Mr C Raban, Officiating District Superintendent of Police Furreedpore is allowed leave for six weeks, under Section 71 Chapter V of the Civil, Leave Code, with effect from the 1st proximo, or from such subsequent date as he may be relieved

Mr R F Guise Assistant Superintendent of Police Shahabad is appointed to act as District Superintendent of Police Furreedpore during the absence on leave of Mr C Raban or until further orders on being relieved of his present appointment as Officiating District Superintendent of Police Rungpore

Mr G H French, District Superintendent of Police, Tipperah on leave, is posted to the district of Rungpore

Mr C M Whitle, Officiating Assistant Superintendent of Police, Chittagong Hill Tracts, is transferred to Burdwan

REGISTRATION - *The 30th August* 1881 — Mr H H Risley Assistant Commissioner Hazaribagh is appointed to be Sub Registrar of that station from the date on which he takes over charge of the Sudder Registration Office from Mr A H Collins

Moulvie Mooza Ally is appointed to be Rural Sub Registrar of Shahzadpore, in the district of Pubna *vice* Moulvie Mohamed Abdoor Rahman deceased

EDUCATION — *The 29th August* 1881 — Baboo Nilmani Mookerjee M A Assistant Professor of Sanskrit, Presidency College Calcutta is allowed leave for two months, under Section 127 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 19th July last

Baboo Syama Charan Mookerjee, Head Pundit Hindu School is appointed to officiate as Assistant Professor of Sanskrit Presidency College, Calcutta in the Third Class of the Subordinate Educational Service, during the absence, on leave, of Baboo Nilmani Mookerjee, or until further orders

The 30th August 1881 —In supersession of the orders of the 16th July last, Mr J A Martin Professor Krishnaghur College is allowed leave for one month and twenty four days under Section 72—1 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May 1881

OPIUM — *The 29th August* 1881 —Mr A W Osborne, Assistant Sub Deputy Opium Agent Benares Agency is allowed leave for three months, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 1st instant

The 30th August 1881 — Mr H F Campbell, Sub Deputy Opium Agent, Azimgurh, Benares Agency was on leave under Section 127 of the Civil Leave Code, from the 25th April to the 3rd May and from the 6th to the 15th May 1881

Mr H Hastings Officiating Sub Deputy Opium Agent of Futtegurh, acted as Sub Deputy Opium Agent of Azimgurh, from the 25th April to the 3rd May 1881, *vice* Mr H F Campbell

Mr C J Mendham Officiating Sub Deputy Opium Agent Monghyr acted as Sub Deputy Opium Agent of Azimgurh, from the 6th to the 15th May 1881, *vice* Mr H F Campbell

MEDICAL — *The 26th August* 1881 —The order of the 23rd instant published in the *Calcutta Gazette* of the 24th idem appointing Surgeon C P Lukis of the 40th Regiment Native Infantry to have medical charge of the Lock Hospital at Barrackpore, in addition to his other duties is cancelled

The 28th August 1881 —Surgeon C H Joubert Second Resident Surgeon, Presidency General Hospital is appointed to act as First Resident Surgeon in that Hospital, and as Superintendent of the Presidency Jail, during the absence, on leave, of Surgeon F C Nicholson or until further orders

Surgeon A Barclay Officiating Civil Surgeon, Jessore, is appointed to act as Second Resident Surgeon Presidency General Hospital, during the absence, on deputation, of Surgeon C H Joubert or until further orders

The 29th August 1881 —Surgeon Major D O'C, Raye, M D, Professor of Surgical and Descriptive Anatomy Medical College is allowed leave for two months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 9th October next

[*Government Gazette, 6th September* 1881]

৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।—ফরীদপুরের পোলীসের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট সুপেরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত সি রেবাম সাহেব, আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভার অর্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে ছয় সপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত সি, রেবাম সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শাহাবাদের পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপেরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত আর এফ ক্যাম্বল সাহেব রঙ্গপুরের পোলীসের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট সুপেরিন্টেণ্ডেণ্টস্বরূপ স্বীয় বর্ত্তমান কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিয়া ফরীদপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপেরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত ত্রিপুরার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপেরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জি এচ ফ্রেঞ্চ সাহেব রঙ্গপুর জিলায় অবস্থাপিত হইলেন।

চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপেরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত সি এম উইণ্টল সাহেব বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।—হাজারীবাগের আসিষ্টাণ্ট কমিশানর শ্রীযুত এচ এচ, রিসলী সাহেব শ্রীযুত এ এচ কলিন্স সাহেবের স্থানে যে তারিখে রেজিষ্টরী করণকার্য্যের সদর আফিসের কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন তদবধি উক্ত মোকামের সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মৌলবী মহম্মদ আবদুর রহমানের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত মৌলবী মুজা আলি পাবনা জিলার অন্তর্গত শাজাদপুরের গ্রাম্য সব রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—৮৮১ সাল ২৯ আগষ্ট।—কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কালেজে সংস্কৃতের সহকারি অধ্যাপক শ্রীযুত বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১ অধ্যায়ের ১২৭ ধারামতে গত জুলাই মাসের ১৯ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় হিন্দু স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, অধম শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীমতে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কালেজে সংস্কৃতের সহকারি অধ্যাপকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।—গত জুলাই মাসের ৬ তারিখের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা দেওয়া গেল। কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত জে এ, মার্টিন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ১ ধারামতে ১৮৮১ সালের ১ মে অবধি এক মাস চব্বিশ দিনের ছুটী পাইয়া পাইলেন।

আফীম বিষয়ক।—৮৮১ সাল ২৯ আগষ্ট।—বানারস এজেন্টীর আফীসের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত এ ডবলিউ, অসবর্ণ সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ১ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।—বানারস এজেন্টীর অন্তর্গত আজিমগড়ের আফীসের সব ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত এচ এফ কাম্বেল সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১২৭ ধারামতে ১৮৮১ সালের অপ্রিল মাসের ২৫ তারিখ অবধি মে মাসের ৩ তারিখ পর্য্যন্ত ও মে মাসের ৬ তারিখ অবধি ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী লইয়া ছিলেন।

শ্রীযুত এচ, এফ, কাম্বেল সাহেবের পরিবর্ত্তে ফতেগড়ের আফীসের একটিং সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত এচ, হেষ্টিংস সাহেব ৮৮১ সালের অপ্রিল মাসের ২৫ তারিখ অবধি মে মাসের ৩ তারিখ পর্য্যন্ত আজিমগড়ের আফীসের সব ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত এচ, এফ কাম্বেল সাহেবের পরিবর্ত্তে মুঙ্গেরের আফীসের একটিং সব ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত সি ই মেণ্ডাম সাহেব ৮৮১ সালের মে মাসের ৬ তারিখ অবধি ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত আজিমগড়ের আফীসের সব ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিয়াছেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৬ আগষ্ট।—৪০ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক পলটনের সর্জ্জন শ্রীযুত সি পি লিউকিস সাহেবের আপন অন্যান্য কর্ম্মাতিরিক্ত বারাকপুর লাক হাস্পাতালের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিয়োগ বিষয়ক এই মাসের ২৩ তারিখের যে আজ্ঞা এই মাসের ৩০ তারিখের বাঙ্গল গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা রহিত করা গেল।

১৮৮১ সাল ২৮ আগষ্ট।—সর্জ্জন শ্রীযুত এফ সি নিকলসন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, প্রেসিডেন্সী জেনরল হাসপাতালের দ্বিতীয় রেসিডেণ্ট সর্জ্জন সর্জ্জন শ্রীযুত সি, এচ জোবর্ট সাহেব উক্ত হাস্পাতালে প্রথম রেসিডেণ্ট সর্জ্জনের এবং প্রেসিডেন্সী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ব্রাক্‌ঃ[illegible] সর্জ্জন শ্রীযুত সি এচ জোবর্ট সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, যশোহরের একটিং সিবিল চিকিৎসক সর্জ্জন শ্রীযুত এ বার্ক্লে সাহেব প্রেসিডেন্সী জেনরল হাস্পাতালের দ্বিতীয় রেসিডেণ্ট সর্জ্জনের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন

১৮৮১ সাল ২৯ আগষ্ট।—মেডিকাল কালেজে ব্যবচ্ছেদ ও শারীর তত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক সর্জ্জন মেজর শ্রীযুত ও, সি রে সাহেব এম ডি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭[illegible] ধারামতে আগামি অক্টোবর মাসের ৯ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট ৬ সেপ্টেম্বর। ১৮৮১।]

ECONOMIC MUSEUM —*The 30th August* 1881 —The undermentioned gentlemen are appointed to be members of the Local Economic Museum Committee, Hooghly —

Dr W H Gregg, Civil Surgeon of Hooghly, *vice* Dr Thompson
Dr Udoy Chand Dutt Civil Medical Officer of Serampore
Mr R Carstairs Sub Divisional Officer Serampore *vice* Mr Jeffery transferred
T Inglis Assistant Magistrate and Collector Hooghly
Baboo Surjo Coomar Sen, Sub Divisional Officer Jehanabad
,, Bemola Churn Bhuttacharjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly
Okhoy Churn Sircar Honorary Magistrate Hooghly
,, Romesh Chunder Mundle, Municipal Commissioner, Chinsurah and Hooghly
Unooroop Chunder Mookerjee, Honorary Magistrate and Zemindar

MUNICIPAL —*The 23rd August* 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Jungypore Municipality in the district of Moorshedabad —

Baboo Ooma Charan Banerjea	Baboo Gokool Chandra Shaha

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Hazareebaugh Municipality —

Mr H H Risley C S	Mr J Bowman Tea planter

The undermentioned gentlemen are appointed to be Commissioners of the Municipality of Pooree —

Baboo Ram Gopal Chatterjea
,, Nista Patnaik
,, Bhicu Misra
Hurokrishna Das Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* —

The 18th August —Mr I J Murray Officiating Deputy Commissioner Fourth Grade to officiate in the Third Grade *vice* Major Lloyd

Mr G W Place Officiating Assistant Commissioner, Second Grade, will officiate in the First Grade *vice* Captain Gray, appointed to officiate as Deputy Commissioner, Fourth Grade in Notification No 121 dated the 16th June 1881

Mr R T Greer, Assistant Commissioner Third Grade, to officiate as Assistant Commissioner, Second Grade *vice* Mr G W Place

No 165 —The services of Mr H V H Roberts Assistant Superintendent of Police Kamrup are placed at the disposal of the Government of Bengal

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 29th August 1881 —Baboo Jadub Chunder Deb, Officiating Assistant Superintendent of Police, Serajgunge, Pubna passed in Bengali by the higher standard at the Departmental Examination held in May 1879

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF DINAGEPORE

The 26th August 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Dinagepore have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette, 6th September* 1881]

ইকনমিক মিউজিয়ম বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হুগলীর স্থানীয় ইকনমিক মিউজিয়ম কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তার শ্রীযুত ডাবসন সাহেবের পরিবর্ত্তে হুগলীর সিবিল চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুত ডবলিউ, এচ প্রেগ সাহেব।

শ্রীরামপুরের সিবিল চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুত উদয় চাঁদ দত্ত।

শ্রীযুত প্রেন্স্রি সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে শ্রীরামপুর মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুত আর কাষ্টে য়ার্স সাহেব।

হুগলীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত টি, ইংলিস সাহেব।

জাহানাবাদ মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুত বাবু দুর্গাকুমার সেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য।

হুগলীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু অক্ষয়চরণ সরকার।

চুঁচড়া ও হুগলীর মুনিসিপল কমিশনর শ্রীযুত বাবু রমেশচন্দ্র মণ্ডল।

অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও জমীদার শ্রীযুত বাবু অনুরূপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জঙ্গিপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। | শ্রীযুত বাবু গোকুলচন্দ্র শাহা।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হাজারীবাগ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এচ এচ রিসলী সাহেব, সি, এস।—ডাক্তার শ্রীযুত জে, বৌমান সাহেব।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুরী মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

" " নিষ্ঠা পট্টনায়ক।

" ভিকারী মিশ্র।

এক্টিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু হরকৃষ্ণ দাস।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

১৮৮১ সাল ১৮ আগষ্ট।—মেজর শ্রীযুত বয়ড সাহেবের পরিবর্ত্তে চতুর্থ শ্রেণীর একটিং ডেপুটী কমিশ্যনর শ্রীযুত টি, জে, মরে সাহেব, তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিবেন।

কাপ্তান শ্রীযুত গ্রে সাহেব ১৮৮১ সালের ১১ জুনের ২১ নং বিজ্ঞাপনক্রমে চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত জি, ডবলিউ প্লেস সাহেব প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিবেন।

শ্রীযুত জি ডবলিউ প্লেস সাহেবের পরিবর্ত্তে তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত আর, টি, গ্রীর সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিবেন।

১৬৫ নম্বর।—কামরূপের পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, বি, এচ, রবর্টস সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

হরেস এ, কক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৯ আগষ্ট।—পাবনার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র দেব, ১৮৮১ সালের মে মাসে কার্য্যবিভাগ সম্পর্কীয় যে পরীক্ষা হয় তাহাতে উচ্চতর কল্পমতে বঙ্গ ভাষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

হরেস এ, কক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

দিনাজপুর জিলার পথকর বিষয়ক
বিজ্ঞাপন

১৮৮১ সাল ২৬ আগষ্ট।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৮১ সালের অক্টোবের মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে দিনাজপুর জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চহারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৷১০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ, এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

ROAD CESS NOTIFICATION

District of Pubna

The 26th August 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Pubna have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice on each rupee of the annual value of lands, and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M Kisch,
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

District of Rajshahye

The 26th August 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Rajshahye have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M Kisch
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

District of Sarun

The 29th August 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Sarun have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M Kisch
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTICE

The 24th August 1881 —It is hereby notified, under Section 8 Act V (B C) of 1876 that the Lieutenant Governor intends to declare the village Rajgunge Dowlutpore thana Hemtabad, in the district of Dinagepore to be a Second Class Municipality unless good reason to the contrary be shown within one month from the date of publication of this notice within the village

2 The following are the boundaries of the proposed Municipality —

On the north —Domra and Mohanbati, otherwise called Paraigram
On the east —Noapara and Shijgram
On the south —Bhat Ghora Koshba and Goalpara
On the west —Kotegram and Nasharathpore

H M Kisch
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 25th August 1881 —In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Indian Forest Act VII of 1878 the Lieutenant Governor hereby declares

পাবনা জিলার পথকর বিষয়ক

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৬ আগষ্ট।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে পাবনা জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৵১০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম কিশ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

রাজশাহী জিলার পথকর বিষয়ক

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৬ আগষ্ট।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে রাজশাহী জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৵১ দুই পয়সা হার পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন, সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম, কিশ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

সারণ জিলার পথকর বিষয়ক

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৯ আগষ্ট।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে সারণ জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৵১০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন, সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম, কিশ

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৪ আগষ্ট।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৮ ধারামতে দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত হেমতাবাদ থানার সামিল বাইগঞ্জ—দৌলতপুর গ্রাম দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিসিপালিটী বলিয়া প্রকাশ করিবার কল্পনা করিয়াছেন উক্ত গ্রামে এই বিজ্ঞাপন প্রচার হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে এতদ্বিপক্ষ উত্তম কারণ দর্শান না গেলে ঐগ্রাম দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিসিপালিটী হইবে বলিয়া প্রকাশ করা যাইবে।

২। প্রস্তাবিত মুনিসিপালিটীর সীমা এই২

উত্তর সীমা।—দোমরা ও মোহনবাটী বা পাটৈগ্রাম।

পূর্ব্ব সীমা।—নোয়াপাড়া ও শিক্ষগ্রাম।

দক্ষিণ সীমা।—ভাতঘোরা ও কশবা ও গোয়ালপাড়া।

পশ্চিম সীমা।—কোটগ্রাম ও মাধরখপুর।

এচ এম কিশ

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৫ আগষ্ট—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ১৯ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে তাঁহা

the lands described below to be a Reserved Forest, with effect from the 6th May 1881 —

District	Pergunnah or other Sub division	Name of Forest	Description of boundaries.
Chittagong Hill Tracts		Sungoo Forest Reserve	The area drained by the Sungoo and its feeders bounded as follows — *North* —A demarcated line from the ridge Yambong Tong down a spur across the Sungoo river at the Rangtong village and up a spur meeting the eastern boundary on a ridge at Mbdhoogri Tong *East and South* —Arracan Tract *West* —The water parting between the Matamori and its feeders on one side, and the Sungoo and its feeders on the other

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 29th August 1881 —Under Section 3, Act V (B C) of 1875, the Lieutenant Governor of Bengal has determined that a survey shall be made of the lands from base lines to be laid down by the Dearah Survey party, along and between the banks of the rivers Megna, Ilsha, Tetoolia and their channels commencing from the points where the line of survey notified in the *Calcutta Gazette* of the 21st June 1876, page 677 ends in the Megna This survey will extend southwards to the Bay of Bengal, passing through the districts of Backergunge and Noakholly It will include Dukhin Shabazpore Hattva Sundeep and other islands situated at the mouth of the Megna with their intervening and boundary channels The boundaries of such mouzahs and estates will be demarcated as are considered necessary by the Superintendent of the Dearah Survey

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 30th August 1881 —The Lieutenant Governor of Bengal is pleased to notify that the area of Reserved Forest contained within the boundaries specified below, is transferred from the Kurseong Forest Division to the Teesta Forest Division —

BOUNDARIES

North and West —From the Reyang river, the boundary of the Government Cinchona Plantation lands to Sitong, thence a ridge to the source of the Sivoke river

South —The Sivoke river

East —The Teesta river

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT

No 3684A

The 25th August 1881 —Kumar Rameshwara Sing, Assistant Magistrate and Collector, Bhagulpore is vested with the powers of a Magistrate of the First Class

The 28th August 1881 —Baboo Charoo Chunder Chatterjea Deputy Inspector of Schools, is appointed to be an Honorary Magistrate for the Bankoora Bench, in the district of Bankoora and is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

Baboo Ambika Charan Choudhuri of Bamnia is appointed to be an Honorary Magistrate for the Bishenpore Bench in the district of Bankoora, and is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

[*Government Gazette, 6th September* 1881]

করিয়া তিনি নিম্নলিখিত ভুমি ৮৮১ সালের মে মাসের ৬ তারিখ অবধি রক্ষিত বন হইবার আদেশ করিলেন।—

জিলা।	পরগণা বা অন্য উপখণ্ড।	বনের নাম।	সীমার বিবরণ।
চট্টগ্রামের পর্বতীয় প্রদেশ।		সঙ্গু রক্ষিত বন।	সঙ্গু ও তৎপোষক নদী দ্বারা যে স্থানের জল নির্গত হয় তাহার সীমা এই২ উত্তর সীমা।—ইয়াংবোজ টোঙ্গ পর্ব্বত শ্রেণীহইতে পর্ব্বতনালিকা বিশেষ দিয়া নামিয়া রঙ্গ টোঙ্গ গ্রামে সঙ্গু নদী পার হইয়া পর্ব্বত নালিকা বিশেষ দিয়া উঠিয়া যে চিহ্নিত রেখা পর্ব্বত শ্রেণীর উপর মধুগিরি টোঙ্গে পূর্ব্ব সীমায় মিলেত হয়। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা।—আরাকান প্রদেশ। পশ্চিম সীমা।—একদিকে মাতামুড়ি ও তৎপোষক নদী ও অন্য দিকে সঙ্গু ও তপোষক নদী এই উভয়ের মধ্যগত জলক্ষেপি ভুমি।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৯ আগস্ট।—বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৫ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩ ধারামতে এই স্থির করিয়াছেন যে ১৮৭৬ সালের ২৭ জুনের বাঙ্গল গবর্ণমেন্ট গেজেটের ৫৫৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত জরীপ মেঘনার যে২ স্থানে শেষ হয় তথাহইতে মেঘনা ও ইলশা ও তেতুলিয়া নদীর ও তৎখালের সঙ্গে২ ও মধ্যগত তটে দ্বিগবা জরি াী শাখা দারকেরা যে ব্যাস রেখা টানিবেন তদন্তর্গত ভুমির জরীপ করা যাইবে। এই জরীপ বাকরগঞ্জ ও নওয়াখালী জিলার মধ্য দিয়া দক্ষিণ মুখে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত চলিবে। এতন্মধ্যে দক্ষিণ সাহাজপুর ও হাতিয়া ও সন্দ্বীপ এবং মেঘনা নদীর মহনাস্থ অন্যান্য দ্বীপ ও তন্মধ্য ভেদকারি ও সীমাকারি অন্যান্য খাল ধরা যাইবে। দ্বিহাবা জরিপী কার্য্যের সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব যেং মৌজার ও মহালের সীমার চিহ্ন দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন সেই২ মৌজার ও মাহালের সীমার চিহ্ন দেওয়া যাইবে।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।—বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এই আদেশ করিলেন যে নিম্ননির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে যে রক্ষিত বন আছে তাহা কর্সিয়ঙ্গ বন খণ্ডহইতে তিস্তা বন খণ্ড ভুক্ত করা গেল।

সীমা।

উত্তর ও পশ্চিম সীমা।—রেবঙ্গ নদীহইতে সিটোঙ্গ পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্টের সিঙ্কোণা আবাদের ভুমির সীমা, তথাহইতে শিবোক নদীর উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত পর্ব্বত শ্রেণী।
দক্ষিণ সীমা।—শিবোক নদী।
পূর্ব্ব সীমা।—তিস্তা নদী।

এ, মাকেঞ্জি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

৩৮৮৫A নম্বর।

১৮৮০ সাল ২৫ আগষ্ট।—ভাগলপুরের আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত কুমার রামেশ্বর সিংহ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৮ আগষ্ট।—স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্সপেক্টর শ্রীযুত বাবু চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বাঁকুড়া বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ব মনিয়ার শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ চৌধুরী বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।

The Lieutenant Governor accepts the resignation tendered by Baboo Kali Kumar Aikat of his appointment of Honorary Magistrate for the Bishenpore Bench, in the district of Bankoora

The 29th August 1881 —Baboo Chunder Coomar Doss, Moonsiff of Madanpore, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such Courts up to the value of Rs 50 The local limits within which the Moonsiff will exercise these powers will correspond with the limits of his Moonsiffee jurisdiction

Baboo Mohendro Nath Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

In modification of the order of the 21st May last Baboo Poresh Nath Banerjeea Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of Patna is allowed leave for two months under the note to Rule 1, Section 72 of the Civil Leave Code, with effect from the afternoon of the 31st May 1881

Baboo Poresh Nath Banerjeea, returned from leave, on the afternoon of the 22nd ultimo

The 30th August 1881 —Baboo Nolini Nath Mitter B L, is appointed to act until further orders as a Moonsif in the district of Chittagong, and to be ordinarily stationed at Meerserai with effect from the date on which he joined that appointment

Baboo Digumber Canoongoe Moonsif of Perozepore, in the district of Backergunge on leave is appointed to be a Moonsif in the district of Rungpore and to be ordinarily stationed at Gyebanda during the absence on leave of Baboo Gopee Mohun Mookerjee, or until further orders

Baboo Digumber Canoongoe is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such Courts up to the value of Rs 50

Major H P Peacock Officiating Agent to the Governor General with the King of Oudh and Officiating Superintendent of Political Pensions is vested with the powers of a Magistrate of the First Class and with powers under Sections 518 and 521 of the Criminal Procedure Code within the premises of the King of Oudh

Baboo Mothoora Nath Gupta, Subordinate Judge of Chittagong on leave is transferred to the district of the 24 Pergunnahs

Baboo Amirto Lall Pal Moonsiff of Burdwan is appointed to be a Moonsiff in the district of Backergunge and to be ordinarily stationed at Burrisal on being relieved of his present duties as Officiating Subordinate Judge of Sarun

Baboo Bhoobun Chunder Mookerjee Subordinate Judge, 24 Pergunnahs, is transferred to Sarun

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFFS —*The 30th August* 1881 —Baboo Shyam Kishore Bose Moonsif of Chintamun, in the district of Dinagepore is allowed leave of absence for one month, under Section 127 of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 30th June 1881

The leave for fifteen days granted to Baboo Kylash Chunder Mozoomdar Moonsif of Moolfutgunge in the district of Furreedpore, under the order of the 10th August 1881, is cancelled at his own request

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 29th August 1881 —Under the provisions of Section 5 of the Indian Registration Act, III of 1877 the Lieutenant Governor sanctions the abolition of the registration sub-district of Kutubdiva in the sub division of Cox s Bazar in Chittagong The sub district will revert to the sub district of Cox s Bazar This notification will take effect on and from the 15th September 1881

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette 6th September* 1881]

শ্রীযুত বাবু কালীকুমার আয়কৎ বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর ষেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ স্বীয় পদত্যাগকরণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

১৮৮১ সাল ২৯ আগষ্ট।—মাদারীপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার দাস ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকাপর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাই লেন। উক্ত মুনসেফ যে স্থান সীমারমধ্যে উক্ত ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিবেন তাহা স্বীয় মুনসেফী বিচারাধি পত্যের সীমার সহিত মিলিবে।

লোহারডাগার একটি-ং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

গত মে মাসের ২১ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। পাটনার সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ শ্রীযুত বাবু পরেশ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণের মন্তব্যমতে ১৮৮১ সালের ৩১ মের অপরাহ্ণ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত মাসের ২২ তারিখের অপরাহ্ণে ছুটী হইতে প্রত্যা-গমন করিয়াছেন।

১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।—শ্রীযুত বাবু নলিনীনাথ মিত্র বি এল যে তারিখে কর্ম্ম গ্রহণ করেন তদবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, চট্টগ্রাম জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত মিরসরাইয়ে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুরের ছুটীপ্রাপ্ত মুনসেফ শ্রীযুত বাবু দিগম্বর কানুনগো রঙ্গপুর জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত গাইবান্ধায় অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু দিগম্বর কানুনগো ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

অযোধ্যার রাজার সঙ্গে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের একটিং এজেণ্ট, এবং পোলিটিকাল পেনশ্যনের একটিং সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট মেজর শ্রীযুত এচ, পি, পীকক সাহেব অযোধ্যার রাজবাটীর সীমার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮ ও ৫২১ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

চট্টগ্রামের ছুটীপ্রাপ্ত সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ গুপ্ত ২৪ পরগনা জিলায় প্রেরিত হইলেন।

বর্দ্ধমানের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু অমৃতলাল পাল সারণের একটিং সব ডিনেট জজস্বরূপ স্বীয় বর্ত্তমান কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিয়া বাকরগঞ্জ জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বরিশালে অবস্থাপিত হইবেন।

২৪ পরগনার সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সারণে প্রেরিত হইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮১ সাল ৩০শে আগষ্ট।—দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত চিন্তামনের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শ্যামকিশোর বসু ১৮৮১ সালের ৩০ জুনের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্য-কারকদের ছুটীর বিধির ১২৭ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত মুলফৎগঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার ১৮৮১ সালের ১০ আগষ্টের আজ্ঞামতে যে পনের দিনের ছুটী পান তাহা তাঁহার প্রার্থনামতে রহিত করা গেল।

হরেস এ, কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন

১৮৮১ সাল ২৫ আগষ্ট।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টেরীকরণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ৫ ধারার বিধানমতে চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্সবাজার মহকুমায় রেজিষ্টরীকরণ সম্পর্কে কুতবদিয়া সব-ডিষ্ট্রিক্ট উঠাইয়া দিবার আদেশ করিলেন। উক্ত সব ডিষ্ট্রিক্ট পুনর্ব্বার কক্সবাজার সব ডিষ্ট্রিক্ট ভুক্ত হইবে। আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখ অবধি এই বিজ্ঞাপন ফলবৎ হইবে।

হরেস এ কক্রেল।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৭ সেপ্টেম্বর।]

NOTIFICATION

The 29th August 1881 —Under Section 3 Act I (B C) of 1876 (an Act to provide for the voluntary registration of Mahomedan marriages and divorces) the Lieutenant Governor has been pleased to grant a license to Munshi Salamutullah, authorizing him to register Mahomedan marriages and divorces and to exercise the other functions of a Mahomedan Registrar within Thanas Sudharam and Farash anj in the district of Noakholly, from the 4th May to the 6th June 1881, and from the 21st June to the 20th July 1881

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 25th August 1881 — It is hereby notified that the Lieutenant Governor authorizes the extension of the provisions of Section 34 of Act V of 1861, to the Joynagur Municipality in the district of the 24 Pergunnahs

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT,—BENGAL.

The 26th August 1881

No 245 —*Leave* —With reference to Notification No 36, dated 13th May 1881, of the Director General of Railways Mr T E Curry, Assistant Engineer, First Grade, is granted an extension of privilege leave up to the 6th October 1881

The 29th August 1881

No 246 —*Notifications* —With reference to Notification No 98 of the 23rd May last, Mr C W Odling Executive Engineer First Grade, returned to the Arrah division from special duty on the forenoon of the 3rd August 1881, and is re appointed Executive Engineer of that division

No 247 —Baboo Krishna Chundra Bandopadhya Assistant Engineer, Second Grade Patna Division passed the Departmental Standard Examination in the Native language, on the 20th August 1881

The 30th August 1881

No 248 —*Corrigendum* —In Notification No 142 of the 20th June 1881, *for* " on the forenoon of the 10th idem *read* " on the forenoon of the 4th June 1881," being the date on which Mr W H Parker assumed charge of the Central Bengal Railway

No 249 —*Leave* —Mr J P Scotland, Executive Engineer Fourth Grade, temporary rank Buxar Division, is granted privilege leave for three months, under Section 136 of the Civil Leave Code, with effect from the afternoon of the 21st August 1881

No 250 —*Posting* —Mr A G Bremner, Assistant Engineer, First Grade, on privilege leave is posted to the First Calcutta Division

H C LEVINGE,
Secy to the Govt of Bengal,
P W Dept

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৯ আগস্ট।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব মুসলমানদের বিবাহ ও তালাক এক্তীয়ার মতে রেজিষ্টরী করিবার বিধান করণার্থ ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৩ ধারামতে শ্রীযুত মুনশী সালামত উল্লাকে লাইসেন্স দিয়া নওয়াখালী জিলার অন্তর্গত সুধারাম ও ফরাসগঞ্জ থানার এলাকার মধ্যে ১৮৮১ সালের মে মাসের ৪ তারিখ অবধি জুন মাসের ৬ তারিখ পর্য্যন্ত ও জুন মাসের ২১ তারিখ অবধি জুলাই মাসের ২০ তারিখ পর্য্যন্ত মুসলমানদের বিবাহ ও তালাক রেজিষ্টরী করিবার ও মুসলমান রেজিষ্ট্রারের অন্যান্য ক্ষমতামতে কার্য্যকরিবার ক্ষমতা দিলেন।

হরেস এ, ককেরেল
বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের সেক্রেটরী

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৫ আগস্ট।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব, ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত জয়নগর মুনিসিপালিটীতে ১৮৭১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি করিলেন।

হরেস এ, ককেরেল
বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮১ সাল ২৬ আগস্ট।

২৪৫ নম্বর।—ছুটী।—রেলওয়ে সমূহের ডৈরেক্টর জেনরল সাহেবের ১৮৮১ সালের ১৩ মের ৩৬ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত টি ই করি সাহেব ১৮৮১ সালের ৬ অক্টোবর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

৮৮১ সাল ২৯ আগস্ট।

২৪৬ নম্বর।— বিজ্ঞাপন।—গত মে মাসের ২৩ তারিখের ৯৮ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত সি, ডবলিউ অডলি সাহেব বিশেষ কার্য্য হইতে ১৮৮ সালের ৩ আগস্টের পূর্ব্বাহ্নে আরা খণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া উক্ত খণ্ডের একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

২৪৭ নম্বর।—পাটনা খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮১ সালের ২০ আগস্টে কার্য্যবিভাগ সংক্রান্ত কষ্টিমত এদেশীয় ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন।

৮৮১ সাল ৩০ আগস্ট।

২৪৮ নম্বর।—অশুদ্ধ শোধন।—৮৮ সালের ২০ জুনের ১৪২ নং বিজ্ঞাপনে "এই মাসের ১০ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে" এই২ কথার পরিবর্ত্তে "১৮৮১ সালের ৪ জুনের পূর্ব্বাহ্নে" পাঠ করিতে হইবে এই তারিখে শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, পার্কর সাহেব বঙ্গদেশের মধ্যস্থলের রেলওয়েতে কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

২৪৯ নম্বর।—ছুটী।—বক্সার খণ্ডের কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে, পি, স্কটলাণ্ড সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১১৬ ধারামতে ৮৮১ সালের ২১ আগস্টের অপরাহ্ন অবধি তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

২৫০ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—অনুগ্রহের ছুটীপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এ জি, ব্রেমনর সাহেব কলিকাতার প্রথম খণ্ডে অবস্থাপিত হইলেন।

এচ সি, লেবিঞ্জ
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

সপ্তম খণ্ড।

রাজস্ব বিষয়ক সরকুলর।

১৮৮১ সাল মে মাস।

মান্যবর শ্রীযুক্ত এচ এল ডাম্পিয়র সাহেব।

১ নম্বর

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালামের ১৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ অধ্যায়ের ২ পরিচ্ছেদের ৩ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে।

৩। যখনই আবশ্যক দেখা যায় কোন জিলার রাজস্বের তালিকা অর্থাৎ তৌজী নূতন করিয়া নকল করিতে হইবে। নূতন নকল শেষ হইলে পুরাতন তৌজীর আসল কাগজপত্র নির্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইতে হইবে। এরূপ সাবধান হইবার উদ্দেশ্য এই যে সংশোধিত যে সকল কালেক্টরী কাছারীতে রাখা হয় পাছে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। বোর্ড নূতন তৌজীর প্রতিলিপি চাহেন না।

শ্রীযুক্ত রেনল্ডস সাহেব।

২ নম্বর।

ইষ্টাম্প ঘটিত মোকদ্দমায় পুরস্কার দানসম্বন্ধীয় ১৮৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসের বোর্ডের ২ নং সরকুলর অর্ডরের ২ প্রকরণে নিম্নলিখিত সংশোধন করিতে হইবে।

২ প্রকরণের তৃতীয় পংক্তিতে "আবশ্যক বোধ হইলে" এই কথার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে যথা

"এবং অপরাধ নির্ণয় না হইলেও বা অর্থদণ্ড আদায় না হইলেও পুরস্কার দেওয়া বাঞ্ছনীয় বোধ হইলে"

৩ নম্বর।

ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৯ ১৫ ১৭ ৩২ ৫১ ও ৫৬ ধারামতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত নিম্নলিখিত সংশোধিত বিধি বোর্ডের ১৮৭৯ সালের মার্চ্চ মাসের ২ নং ও আপ্রিল মাসের ৫ নং সরকুলর অর্ডরের সহিত প্রেরিত বিধির ও আজ্ঞার পরিবর্ত্তে জিলার কর্তৃপক্ষের অবগতি ও উপদেশ নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল।—

৮৭৫ নম্বর।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।

ফোর্ট উইলিয়ম ১৮৮১ সাল ২৬ ফেব্রুয়ারি।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রতি ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ৯ ও ১৫ ও ১৭ ও ৩২ ও ৫১ ও ৫৬ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিলেন।

প্রথম অধ্যায়।—উপক্রমণিকা।

১। ১৮৭৯ সালের ১৯ আপ্রিলের ৯৬ নং ও ৬ জুনের ৯৯৬ নং এবং ১৮৮০ সালের ১০ জানুয়ারির ৯২ নং ও ৮ ফেব্রুয়ারির ৪৭৯ নং বিজ্ঞাপনক্রমে প্রচারিত বিধি রহিত করিয়া এই বিধি ১৮৮১ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখ অবধি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রবল হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

২। এই বিধিতে যেং শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করা গেল ও ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্পবিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনে যাহার অর্থ করা গিয়াছে উক্ত আইনে সেইং শব্দের ও বাক্যের যেং অর্থ করা গিয়াছে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্পবিষয়ক ৮৭৯ সালের আইনমতে নিদর্শনপত্রের মাসুল দেওয়া ব্যক্ত করণার্থে দুই প্রকার ইষ্টাম্প থাকিবে যথা

(ক) ছাপা করা ইষ্টাম্প ইহার মধ্যে

ছাপা করা ইষ্টাম্প কাগজ—অর্থাৎ খণ্ডং কাগজে বিবিধ মূল্য প্রকাশক ইষ্টাম্প মুদ্রিত হয়। এই বিধি অনুসারে ব্যবহারের নিমিত্ত সাধারণের নিকট বিক্রীত হয়

ছাপা করা টিকিট এই বিধির তৃতীয় অধ্যায়ের আদেশমতে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণ বসাইয়া ও ছাপা করিয়া দিবেন।

(খ) আটাল ইষ্টাম্প, এই বিধি অনুসারে সাধারণের ব্যবহারার্থে সাধারণের নিকট বিক্রীত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।—ছাপা করা ইষ্টাম্পকাগজের কথা।

৪। হুণ্ডীভিন্ন যে সকল দলীলের উপর মাসুল লাগে তাহা ছাপা কর ইষ্টাম্প কাগজের উপর লেখা যাইতে পারিবে, এবং উক্ত আইনের ৩ ধারার ও এই বিধির বর্জ্জিত স্থলভিন্ন তদ্রূপে লিখিতে হইবে।

৫। (ক) ছাপা করা ইষ্টাম্প কাগজে কোন নিদর্শনপত্র লিখিতে হইলে উক্ত নিদর্শনপত্রে যে মাসুল দিতে হয় তাহা ১০০৲ টাকার অধিক না হইলে এক খণ্ড ইষ্টাম্পে লিখিতে হইবে, কিন্তু

প্রয়োজনীয় ইষ্টাম্পের নিমিত্ত খাজানাখানায় প্রার্থনা করা গেলে সেই খাজানাখানার কর্ত্তৃপক্ষ, কিম্বা

ইষ্টাম্প বিক্রেতার নিকট প্রার্থনা করা গেলে সেই ইষ্টাম্প বিক্রেতা,

প্রার্থিত মূল্যের এক খণ্ড ইষ্টাম্প দিতে পারেন না ইহা শংসিতমতে জানাইলে, এক খণ্ড ইষ্টাম্পে না লিখিলেও চলিবে।

(খ) কোন নিদর্শনপত্রে যে মাসুল দিতে হয় তাহা ১০০৲ টাকার অধিক হইলে, কিম্বা (ক) প্রকরণমতে খাজানাখানার কর্ত্তৃপক্ষ বা ইষ্টাম্প বিক্রেতা সেই মূল্যের এক খণ্ড ইষ্টাম্প দিতে পারেন না ইহা শংসিতমতে জানাইলে, অত্যাল্পসংখ্যক যত খানি ইষ্টাম্প দ্বারা সেই মূল্য পূরণ করিতে পারেন বলিয়া উক্ত খাজানাখানার কর্ত্তৃপক্ষ বা ইষ্টাম্পবিক্রেতা শংসিতপত্র দেন উক্ত প্রত্যেক স্থলে ঐ নিদর্শনপত্রের মাসুল দেওয়া ব্যক্ত করণার্থে তাহার অধিক সংখ্যক ইষ্টাম্প ব্যবহার করিতে হইবে না।

(গ) ইষ্টাম্প বিক্রেতার অত্যধিক যে মূল্যের ইষ্টাম্প বিক্রয় করিবার ক্ষমতা আছে তদধিক মূল্যের ইষ্টাম্প মাসুল প্রয়োজন হইলে ইষ্টাম্প বিক্রেতা (ক) কিম্বা (খ) প্রকরণমতে তাহার সর্টিফিকেট দিবেন না।

(ঘ) কোন নিদর্শনপত্রে যে মাসুল লাগে এই ধারামতে তাহা পূরণ করিবার নিমিত্ত দুই বা তদধিক ছাপা করা ইষ্টাম্পকাগজ ব্যবহার করা গেলে উক্ত প্রত্যেক কাগজের উপর নিদর্শনপত্রের কতক অংশ লিখিতে হইবে।

(ঙ) এই ধারামতে এক তক্তা কাগজের যে পৃষ্ঠে ইষ্টাম্প করা আছে সেই পৃষ্ঠে নিদর্শন পত্রের সমুদয় কথা লিখিতে কুলায় না দেখা গেলে ঐ নিদর্শনপত্রের শেষ পর্য্যন্ত লিখিবার নিমিত্ত যত আবশ্যক তত সাদা কাগজ তাহাতে যোড় যাইতে পারিবে। কিন্তু উক্ত প্রত্যেক স্থলে ছাপা করা ইষ্টাম্প কাগজের যে দিকে ইষ্টাম্প করা আছে সেই দিকে নিদর্শনপত্রের প্রয়োজনীয় কোন অংশ লিখিয়া পূর্ণ করা না গেলে ঐ ইষ্টাম্প কাগজে সংযুক্ত অন্য সাদা কাগজে ঐ নিদর্শনপত্রের কোন অংশ লিখিতে হইবে না। পরন্তু নিদর্শনপত্রের যে অংশ সাদা কাগজে লেখা যায় নিদর্শনপত্র যাহারা সম্পাদন করিলেন তাঁহারা ও তাহার সাক্ষিরা আপনং নাম লিখিয়া বা চিহ্ন দিয়া তাহা প্রমাণ করিবেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

তৃতীয় অধ্যায়।—ছাপাকরা টিকিটের কথা।

১। নিম্নলিখিত নিদর্শনপত্রের ও তদনুলিপির উপর ছাপা করা টিকিট বসান যাইতে পারে যথা —

(১) দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র।
(২) আফিডেবিট।
(৩) ক্ষমতানুসারে সম্পাদিত নিয়োগপত্র।
(৪) কোম্পানি সমবায়ের নিয়মাবলী।
(৫) ক্লার্কের নিয়মপত্র।
(৬) বিল অফ লেডি।
(৭) চার্টর পার্টি।
(৮) ম্যাসের নির্দ্দেশপত্র।
(৯) অধিকারপত্র বা মূল্যবান অন্য নিদর্শনপত্র গচ্ছিত রাখিয়া অথবা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ঋণ লওয়া গেলে ঋণ শোধ করিবার প্রতিভূস্বরূপ নিয়মের প্রমাণসূচক নিদর্শনপত্র।
(১০) প্রাচ্য ভাষায় ছাপা ও পাতরে ছাপা করা পাট্টা, যে ভাগ হাতে লিখিয়া পূরণ করা যায় তাহা ছাপার লেখার চারি ভাগের এক ভাগের অধিক না হইলে।
(১১) কোম্পানি সমবায়ের মর্ম্মাত্মকপত্র।
(১২) প্রটেস্ট লিপি।
(১৩) নূতন প্রকার দ্রব্য গঠনের নির্দ্দেশপত্র অর্পণের অনুমতি প্রভৃতির প্রার্থনাপত্র।
(১৪) বিমাপত্র।
(১৫) ম্যাস অন্যথাকরণপত্র।
(১৬) মাল প্রাপ্তির ওয়ারেন্ট।

ও নিম্নলিখিতপত্র—ইউরোপীয় কোন ভাষায় লিখিত হইলে। কিন্তু ইংরেজী ভিন্ন ইউরোপীয় কোন ভাষায় লিখিত নিদর্শনপত্রের সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ থাকিবে।

(১৭) ইষ্টাম্প বসাইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারির বিবেচনায় যে নিয়মপত্র বা নিয়মপত্রের মর্ম্মাত্মক লিপি সুবিধামতে ছাপা করা ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইতে পারে না তাহা।
(১৮) নিদর্শনপত্র পার্চমেন্টে ইংরেজী রীত্যনুসারে লিখিত হইলে কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তাহা সুবিধামতে ছাপাকরা ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইতে পারে না বোধ হইলে।
(১৯) মীমাংসাপত্র।
(২০) চাহিবামাত্র দেয় নয় ও ব্রিটিষ ভারতবর্ষে লিখিত এমত বিল অব এক্সচেঞ্জ।
(২১) নিস্কপত্র।
(২২) নীলামের সর্টিফিকেট।
(২৩) সধুখাতকী প্রতিজ্ঞাপত্র।
(২৪) সমর্পণপত্র।
(২৫) বন্ধকী সম্পত্তির উপর আরো দায় বর্ত্তাইবার নিদর্শনপত্র।
(২৬) কর্ম্মশিক্ষা করণার্থ নিদর্শনপত্র।
(২৭) সমুদ্রসমুত্থান বিষয়ক নিদর্শনপত্র।
(২৮) সমুদ্রসমুত্থান বিলোপ বিষয়ক নিদর্শনপত্র।
(২৯) সম্পত্তি বিনিময়পত্র।
(৩০) দানপত্র।
(৩১) বণ্টনপত্র।
(৩২) ভোগানুমতিপত্র।
(৩৩) খাতকী অনুমতিপত্র।
(৩৪) বন্ধকীপত্র।
(৩৫) মোখ্তারনামা।
(৩৬) বন্ধকগ্রহীতার অধিকারস্থিত বন্ধকী সম্পত্তির পুনঃ সমর্পণপত্র।
(৩৭) মুক্তিপত্র।
(৩৮) নিরূপণপত্র।
(৩৯) ইষ্টাম্প আইনের প্রথম তফসীলের ৬০ নম্বরের (খ) ও (গ) ও (ঘ) প্রকরণের লিখিত হস্তান্তরপত্র।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ সেপ্টেম্বর।]

৭। এই বিধির ৬ধারার লিখিত নিদর্শনপত্রের উপর নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিরা ইষ্টাম্পযুক্ত টিকিট বসাইতে পারিবেন।

(ক) কলিকাতার ও করাচীর কালেক্টর সাহেবেরা।

(খ) মান্দ্রাজের ও বোম্বাইর ও লাহোরের ও রাঙ্গুনের ও মলমেনের ও আকাবের ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা।

(গ) উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ও অযোধ্যার ইষ্টাম্পের কমিশ্যানর সাহেব।

(ঘ) এজমের ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (পোলিটিকাল রেসিডেন্ট) সাহেব।

৮। (ক) এই বিধির ৬ধারার লিখিত কোন নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হওয়ার পূর্ব্বে ইষ্টাম্পযুক্ত টিকিট বসাইয়া লইবার নিমিত্তে উক্ত প্রত্যেক কর্ম্মচারির নিকটে আনিয়া প্রার্থক যে মূল্যের টিকিট বসাইতে চাহেন সেই মূল্য দিলে তিনি সেই মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত টিকিট তাহাতে ইষ্টাম্পিং যন্ত্রদ্বারা বসাইয়া দিয়া সেই টিকিটের উপর আপন নামের আদ্যক্ষর ও টিকিট বসাইবার তারিখ লিখিয়া প্রার্থককে সেই নিদর্শনপত্র ফিরাইয়া দিবেন। নিদর্শনপত্র পার্চ্চমেণ্টে লেখা গেলে টিকিটগুলি ধাতুময় শ্রেণী দ্বারা বিশেষমতে সংরক্ষিত হইবে।

(খ) ইষ্টাম্পের মূল্য ২০৲ টাকা বা তদধিক হইলে উক্ত কর্ম্মচারী সচরাচর যেরূপ স্বাক্ষর করিয়া থাকেন তদ্রূপ ঐ নিদর্শনপত্রের যে স্থানে টিকিট বসান গেল তাহার অব্যবহিত নিম্নভাগে স্বাক্ষরও করিবেন।

৯। (ক) উক্ত আইনের ১০ ধারামতে আটাল ইষ্টাম্প যে হুণ্ডীতে বসান যাইতে পারে তদ্ভিন্ন হুণ্ডী গবর্ণমেণ্ট বিক্রয়ার্থে যে কাগজ দেন ও যে কাগজে এই বিধির ৭ ধারার (খ) প্রকরণের লিখিত কোন কর্ম্মচারী কিম্বা কলিকাতার ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ইষ্টাম্পযুক্ত টিকিট বসাইয়া এই বিধির ৮ ধারার বিধানমতে তাহা বসাইয়াছেন সেই কাগজে লিখিতে হইবে।

(খ) উক্ত প্রত্যেক খণ্ড কাগজ দীর্ঘে ৮॥ ও প্রস্থে ৫॥ ইঞ্চির কম হইবে না ও তাহাতে অন্য শাদা কাগজ সংযোগ করা যাইবে না।

১০ (ক) বিল অফ এক্সচেঞ্জ ও চ্যাক ও প্রমিসরী নোট ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে সম্পাদিত অন্য যেং নিদর্শনপত্র ব্রিটিষ ভারতবর্ষে পাওয়া গেলে পর ইষ্টাম্প বসান আবশ্যক তাহাতে কেবল ছাপা করা টিকিট বসাইয়া মাসুল দেওয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।

(খ) উক্ত কোন নিদর্শনপত্র উক্ত আইনের ১৭ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের সমীপে আনা গেলে তিনি কলিকাতার বা করাচীর কালেক্টর সাহেব না হইলে উক্ত নিদর্শনপত্র সম্পর্কে যত মাসুল দেওয় হইয়াছে তাহার সহিত এই বিধির ৭ ধারার লিখিত কোন কর্ম্মচারির নিকট সেই নিদর্শনপত্র পাঠাইবেন এবং উক্ত কর্ম্মচারী এই বিধির ৮ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে উক্ত নিদর্শনপত্রে ইষ্টাম্প করিয়া তাহাতে আপন নামের আদ্যক্ষর ও তারিখ লিখিয়া যে ব্যক্তি তাহা আনিয়া দিয়াছেন তাঁহাকে দিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট ফিরিয়া পাঠাইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।—আটাল ইষ্টাম্পের কথা।

১১। বিল অফ এক্সচেঞ্জ চাহিবামাত্র পরিশোধনীয় না হইলে ও সেট করিয়া লেখা গেলে প্রত্যেক সেটের এবং অংশের ৷৹ আনার অধিক ইষ্টাম্প মাসুল না লাগিলে তাহাতে আটাল ইষ্টাম্প বসান যাইতে পারিবে।

২। এই সকল বিধিতে অন্যরূপ বিধান না থাকিলে আটাল যে ইষ্টাম্প এক আনা মাসুল ব্যক্ত করণার্থে ব্যবহৃত হয় তাহাতে one anna লেখা থাকিবে।

৩। নিম্নলিখিত নিদর্শনপত্রে আটাল ইষ্টাম্প বসান গেলে নিম্নলিখিতমতে ইষ্টাম্প করিতে হইবে।—

(ক) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ ও চ্যাক ও প্রমিসরী নোট লেখা বা করা যায় তাহার উপর যে আটাল ইষ্টাম্প বসান যাইবে তাহাতে Foreign bill এই কথা লেখা থাকিবে।

(খ) প্রকাশ্য কোম্পানির বা সমাজের যে শ্যার পৃষ্ঠলিপিক্রমে হস্তান্তর করা যায় তাহার আটাল ইষ্টাম্পের উপর 'Share Transfer' কথা লেখা থাকিবে।

(গ) কোন হাইকোর্টের নাম নিবন্ধপত্রে আডবোকেট বা উকীল বা আটর্ণিস্বরূপে নাম লেখাইলে তাহাতে যে আটাল ইষ্টাম্প লাগিবে তাহার উপর Advocate Vakil বা 'Attorney' লেখা থাকিবে।

(গেজেটে যাহার নাম প্রকাশ করা যায় হাইকোর্টের এমত কোন কর্ম্মচারির তত্ত্বের ও দায়ের অধীনে ঐ ইষ্টাম্প বসান যাইবে তিনি ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে ইষ্টাম্প আনাইবেন ও তজ্জন্য তাঁহার নিকট হিসাব দিবেন। গেজেটে প্রকাশিত যে কর্ম্মচারী ইষ্টাম্প বসান তিনি তদুপরি আপন স্বাভাবিক স্বাখর ও স্বাক্ষর করিবার তারিখ লিখিয়া সেই নিদর্শনপত্র ফিরাইয়া দিবেন)।

(ঘ) নোটারির কার্য্যে আটাল ফরিন্ বিল ইষ্টাম্প দেওয়া যাইবে, ঐ ইষ্টাম্পের উপর 'Notorial শব্দ ছাপা থাকিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

১৪। অন্য নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে মাসুল দেওয়া হইয়াছে এই কথা উক্ত আইনের ৫ ধারামতে এক খান নিদর্শনপত্রে ব্যক্ত করা আবশ্যক হইলে, কালেক্টর সাহেব শেষোক্ত নিদর্শনপত্রে স্বহস্তে পৃষ্ঠলিপি করিয়া সেই মাসুল দেওয়া যে হইয়াছে ইহা ব্যক্ত করিবেন।

১৫। উক্ত আইনের ৩০ ধারামতে যে টাকা দিতে হয়, তাহা নগদ দিতে হইবে।

১৬। উক্ত আইনের ষষ্ঠ অধ্যায় অনুসারে কোন ব্যক্তি টাকা ফেরৎ পাইবার বা ইষ্টাম্প পরিবর্ত্তন করিয়া লইবার দাওয়া করিলে কালেক্টর সাহেব তাঁহাকে বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাঁহার মোক্তারকে শপথ বা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বাচনিক এজাহার দিতে কিম্বা যাহা হইতে সেই দাওয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া আফিডেবিট দিতে কহিবেন। অপিচ কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে, দাওয়াদার বা তাঁহার মোক্তার বাচনিক যাহা বলিয়াছেন বা আফিডেবিটে যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রতিপোষক সাক্ষির সাক্ষ্য তলব করিতে পারিবেন।

১৭। কোন মাজিষ্ট্রেট ইষ্টাম্পবিষয়ক আইনের ৮ অধ্যায়মতে কোন অপরাধির অপরাধ নির্ণয় বা বিচার করিলে যে ব্যক্তি অপরাধ নির্ণয় বিষয়ে সাহায্য করেন তাঁহাকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে পুরস্কার দিতে পারিবেন।

---

৪ নম্বর।

ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৫৫ ধারামতে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট উক্ত আইনমতে ব্যবহৃত ইষ্টাম্প যোগাইবার ও ব্যবহার করিবার নিম্নলিখিত যে বিধি প্রচার করিয়াছেন, বোর্ডের ৮৭৯ সালের জুলাই মাসের ৭ নং সরকুলার অর্ডর সংযুক্ত বিধির পরিবর্ত্তে তৎপ্রতি সমুদয় রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্যকারকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইষ্টাম্পবিক্রেতাদিগকে দিবার নিমিত্ত এই বিধির মুদ্রিত বেশী কএক খণ্ড কাগজ জিলার কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট স্বতন্ত্র করিয়া পাঠান যাইবে।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৫ আপ্রিল।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৫৫ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি ইষ্টাম্প ও ইষ্টাম্প করা কাগজ যোগাইবার ও বিক্রয় করিবার ও যাহারা কেবল সেই বিক্রয়কার্য্য চালাইবেন তাঁহাদের কার্য্যের ও বেতনের নিয়ম করণার্থ নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিলেন।

১। উক্ত আইনের ৯ ও ১৫ ও ১৭ ও ৩২ ও ৫১ ও ৫৬ ধারামতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত যে বিধি ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের ২৯ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের প্রথম খণ্ডের ৪১ অবধি ৫৯ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তদনুসারে ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক আইনমতে নিদর্শনপত্রের উপর মাসুল দেওয়া ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত দুই প্রকার ইষ্টাম্প আছে যথা—

(ক) ছাপাকরা ইষ্টাম্প—ইহার মধ্যে ছাপা করা ইষ্টাম্প কাগজ অর্থাৎ খণ্ড২ কাগজে বিবিধ মূল্য প্রকাশক ইষ্টাম্প মুদ্রিত হইয়া এই বিধি অনুসারে ব্যবহারের নিমিত্ত সাধারণের নিকট বিক্রীত হয়।

ইষ্টাম্পযুক্ত টিকিট উপরোক্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিধির ৩ অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্টমতে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ বসাইয়া ও ছাপা করিয়া দিবেন।

(খ) আটাল ইষ্টাম্প—উক্ত বিধিমতে ব্যবহারার্থে সাধারণের নিকট বিক্রীত হয়।

কলিকাতার কালেক্টর সাহেব কলিকাতার ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট হইতে লইয়া ইষ্টাম্পযুক্ত টিকিট যোগাইয়া রাখিবেন এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত উপরোক্ত বিধির ৩ অধ্যায়ের লিখিত নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার নিকট আনা গেলে যত মূল্যের প্রয়োজন হয় সেই মূল্যের এক বা কএক খান টিকিট তাহাতে ঐ বিধিমতে লাগাইয়া দিবেন। ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অন্য দুই প্রকার ইষ্টাম্প (অর্থাৎ ছাপা করা ইষ্টাম্প কাগজ ও আটাল ইষ্টাম্প) যোগাইয়া রাখিবেন এবং জিলার কালেক্টর সাহেবদের ও ডেপুটী কমিশ্যনর দের এবং জিলার অন্য যে কর্ত্তৃপক্ষেরা বোর্ডের স্থানে ক্ষমতা পাইয়া ইষ্টাম্প পাইবার নিমিত্ত একেবারে ইষ্টাম্প আফিসে ইণ্ডেণ্ট করিতে (চাহিয়াপাঠাইতে) পারেন তাঁহাদের ইণ্ডেণ্টমতে দিবেন, বোর্ড যেরূপে ও যে বিধিমতে আদেশ করেন, কালেক্টর সাহেব কি ডেপুটী কমিশ্যনর সাহেব কিম্বা উপরোক্ত অন্য কর্ত্তৃপক্ষ তদ্রূপে ও সেই বিধিমতে তাহা রাখিবেন ও প্রত্যেক জিলার সদর স্থানের খাজাঞ্চীকে বা ইষ্টাম্পের দারগাকে ও মহকুমার নাজীরদিগকে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাঁহাদের অধীন যে কর্ম্মচারিরা ইষ্টাম্প জিম্মায় রাখিয়া বিক্রয় করেন তাঁহাদিগকে দিবেন, এবং পশ্চাল্লিখিতমতে স্বীয় পদোপলক্ষে কিম্বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদের দ্বারা সাধারণের নিকট বিক্রয় করাইবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

জেলা বর্দ্ধমান।

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী জেলা বর্দ্ধমান।

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে নিম্নের লিখিত বিক্রয়ের শর্ত্ত অনুসারে বর্দ্ধমান জেলাস্থিত নিম্নলিখিত রেইলওয়ে সি ক্লাশ ভূমি রেইলওয়ে কোম্পানির আবশ্যক না থাকা প্রযুক্ত সন ৮৮১ সালের ২৬ অক্টোবর মোতাবেক সন ১২৮৮ সালের ১ কার্ত্তিক বুধবার তারিখে দিবা দুইপ্রহরের সময় জেলা বর্দ্ধমানের কালেক্টরী কাছারিতে নিলামে বিক্রয় হইবেক।

১। যদি খরিদের মূল্য ১০০ শত টাকার অধিক না হয় তবে নিলামি মূল্য তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক।

২। খরিদের মূল্য ০০ টাকার অধিক হইলে মূল্যের চতুর্থাংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয়ের দিবস এক দিবস গণনা করিয়া বিক্রয়ের দিন হইতে পঞ্চদশ দিনে দিবা দুই প্রহরের মধ্যে বক্রী টাকা দাখিল করিতে হইবেক ঐ দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপর প্রথম যে দিন কাছারী খুলিবেক সেই দিনে দুইপ্রহরের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক দাখিল না করিলে নিকর রহিত ও বায়নার টাকা সরকারে জব্দ হইয়া প্রথম স্বকীয় বিক্রয়ের নিয়মানুসারে ইস্তাহার জারী করিয়া ত্রুটি কারি খরিদারের ঝুকিতে পুনরায় নিলাম করা যাইবেক।

৩। প্রত্যেক লাটের যে মূল্য অবধারিত হইল তদতিরিক্ত মূল্যে ঐ সকল ভূমি নিষ্কররূপে নিলামের দ্বারা বিক্রয় করা যাইবেক।

৪। নিলাম মঞ্জুর হইলে খরিদারদিগকে দখল দেওয়া যাইবেক।

লাটের তরতীব নম্বর।	জেলা।	পরগনা মৌজা।	যে নম্বর মাইলে জমি আছে।	রেইলওয়ের কোন পার্শ্বে আছে।	জমীর ন্যূনাধিক পরিমাণ। একর হিসাবে।	জমীর ন্যূনাধিক পরিমাণ। বিঘার পরিমাণে।	ধার্য্য কৃত মূল্য।	জমির বাউণ্ডরি।
১	বর্দ্ধমান	বুদবা পং সুপুর।	৯৬	পশ্চিম	এ ক পে ১৯।২।০	বিঘা ৫ ৮৪৮	৭৭৫	অজয় নদীর দক্ষিণ রেইলওয়ে বি কেলাশ জমির পশ্চিম ৯০ মাইলের খুটার উত্তর বুদবার মালের জমির পূর্ব্ব।
২	ঐ	ঐ	৯৫	পশ্চিম	৩।১।১২	১০/১৶	১৩৫	৯৫ মাইলের খুটার দক্ষিণ রেইলওয়ে বি ক্লাশ জমির পশ্চিম ভেদিয়ার উত্তর বুদবার মালের জমির পূর্ব্ব।
৩	ঐ	ভেদিয়া পং মনোহর শাহি।	৯৫	পশ্চিম	১।২।২	৪।।১।।	১০	বুদবা গ্রামের দক্ষিণ রেইলওয়ে বি ক্লাশ জমির পশ্চিম কান্দড়ের উত্তর ভেদিয়ার মালের জমির পূর্ব্ব।

W R LARMINII *Collector*

জিলা ফরিদপুর।

নিলামের বিজ্ঞাপন কাছারী কালেক্টরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরীদপুর জেলার অন্তঃপাতি নিম্নের লিখিত খাস মহালে গবর্ণমেন্টের মালিকি স্বত্ব ক্রমাগত ৮৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ৮ আশ্বিন বুধবার জেলা ফরীদপুরের কালেক্টরীতে বিক্রয় হইবেক এই মহাল যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেন তিনি নিম্নলিখিত বিক্রয়ের নিয়ম সকলের অধীন থাকিবেন।

১। এই মহাল যে ব্যক্তি নীলামের প্রথম ডাকের উপর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডাকিবেক তাহাকেই দেওয়া যাইবেক। ক্রেতা মহালের মালিক বলিয়া গণ্য হইবে ও মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা তাহাকে বিক্রীত হইবে। কেবল চির নির্দ্ধারিত সদর জমা দিতে হইবে।

২। বর্ত্তমান পাট্টা এবং বন্দোবস্তের যা কিছু প্রবল আইন হইতে উৎপন্ন স্বত্ব সকল বিক্রয়ের পরেও বাহাল থাকিবেক প্রজাস্থ কায়েমী রাইয়তদিগের কৃত জমাবন্দীতে যে যে মোদকস্থা রাইয়ত স্বাক্ষর করিয়াছে ক্রেতা তাহাদিগের স্বত্ব মানিতে বাধ্য হইবে।

৩। একশত টাকার অনধিক পণ হইলে সেই সমুদয় তৎক্ষণাৎ দিতে হইবেক।

৪। একশত টাকার অধিক হইলে ডাকপণের চতুর্থাংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয়ের দিবস এক দিবস বলিয়া গণনা করা বিক্রয়ান্তর পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্নকালে কিম্বা সেই দিবস বন্ধের দিন হইলে তৎপরে প্রথম যে দিন কাছারী খোলা যায় সেই দিনের মধ্যাহ্নকাল প

[Government Gazette 6th September 1881]

যদি অবশিষ্ট টাকা দাখিল না হয় তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক ও প্রথম তলীয় বিক্রয়েবনাম পুনরায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণপূর্ব্বক ঐ ত্রুটিকারি ক্রেতার ঝুঁকিতে সেই মহাল পুনরায় বিক্রয় হইবেক।

খাস মহালের নম্বর।	জিলার বহীর নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	ভূমির পরিমাণ। একর।	রোড	পোল	সদর জমা। নির্দ্ধারিত রাজস্ব।	নীলামের। প্রথম ডাক।	মন্তব্য।
৩৩৪	৫৫৫৬	তাং রঘুরাম মজুমদার পং তেলিহাটী	২	১	১৮	৩৲	৩৲	১৮৮ সালের ১ এপ্রেল হইতে বিক্রয়ের ফল হইবেক।

ফরীদপুর কালেক্টরি। J L B JEFFERY Offg Collector

LAND ADVERTISEMENT — ভূমি বিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা পাবনা।—জমিদারী বিক্রয়ের এস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল ১৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখের প্রাপ্য বাঁকি রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত সন ১৮৮১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মে সন ১২৮৮ সালের ৪ আশ্বিন সোমবার দিবসে প্রকাশ্য কাছারীতে নীলাম বিক্রয় হইবেক। ইতি সন ১৮৮১। ২৮ জুলাই।

নম্বর তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
৬	ডিহি কতেপুর পং ইসুফ সাহি	কালীশঙ্কর সান্যাল প্রভৃতি।	২৭২ ।/ পুঃ ৩৩/	৯৫।৶ ৮৶	ই মহাল ১৮৫৯ ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে সরিক মধ্যে কালীশঙ্কর সান্যাল প্রভৃতির ১৪২৩৸৶ পুঃ ৭। আনা সদর জমার অংশে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১২৪	পং কি বাজু চপ্পা পং বাজু চপ্পা	বিজয়গোবিন্দ চৌধুরি।	২৮৯৯।৷৶ পুঃ ৬৷৶	৪৭৶ ৷৷৶	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইন মত হিসাব পৃথক আছে সরিক মধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৭২৪৸৶ পু ১৷৷৶ আনা সদর জমার অংশে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩৩	ঐ	ঐ	২৮৯৭।৷৶ পুঃ ৬৷৶	৪৭৶ ৷৷৶	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে সরিকমধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৭২৪৶ পু ১৷৷৶ আনা সদর জমার অংশের এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩৪	ঐ	অভয়গোবিন্দ চৌধুরি প্রভৃতি	৬৬।/ পু ২৶	২৪৶ ৷৷	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে সরিক মধ্যে অভয়গোবিন্দ চৌধুরি প্রভৃতির ৪ ৩। পু ১৶ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩৫	ঐ	বিজয়গোবিন্দ চৌধুরি।	৯৬৬৷৷/ পুঃ ২৶	১২। ।	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইন মত হিসাব পৃথক আছে সরিক মধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ২৪১৷৷৶ পু ৷৷ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৬৩	তঃ গুজানগরপং মাহামদ সহি	ঐ	১৬৮।/ রোডফণ্ড ১৬৸৶	৪৫৲	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইন মত হিসাব পৃথক আছে সরিক মধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৪২২/ রোডফণ্ড ৯। আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৭৬	ত কালিকাবাড়ী প আমিরাবাদ	মথুরানাথ সাহা প্রভৃতি।	৫৩৬৷৷/ পুঃ ৸/	৫।	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে সরিক মধ্যে মথুরানাথ সাহা প্রভৃতির ৮৭৩৷ আনা পুঃ ।/ আনা। সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল তাহাই নিলাম হইবেক

W M CLAY Collector

জেলা নদীয়া।

বাকী খাজানার অপিলপত্রের পাঠ কাছারি কালেক্টরি জেলা নদীয়া।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে জেলা নদীয়ার তৌজির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকলের ৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখের প্রাপ্য বাকি মালগুজারির এবং অন্যান্য দাওয়া যাহা চলিত আইন ও আক্ট অনুসারে বাকি রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ২৪শে ভাদ্র তারিখে এই জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক।—

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	লিখিত মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৪৪২	ডিহি বামুনপাড়া পং উখড়া	রমেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয় ও ভারপ্রাপ্ত জাং উমেশ্বর যোগেশ্বর অমৃতেশ্বর ও রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় গোকুলমণী দাসী, অন্নদাপ্রসাদ সেন ম্যানেজার ষ্টেট রাজানুপালিত মন্মথনাথ, গিরিজানাথ, সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী নাবালগান, নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ভবতারিণী দেবী, মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ও পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী।—	৫৩৫২৷৷৯ পোলিস ৩৪৷৷৪	৩০৷৶৬	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ⁄১২ আনা অংশ যাহার বার্ষিক ৫৩৫৷০ টাকা সদর জমা ও ৩৷৶৪ টাকা পুলিস রাজেন্দ্রনাথ ও মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিং নামে লেখে ঐ অংশে বাকি ১৮৷৶০ টাকা ও ঐ আইনের ঐ ধারামতে ⁄১২ আনা রকম যাহার বার্ষিক ৫৩৫৷০ টাকা সদর জমা ও ৩৷৶৪ টাকা পুলিস নরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিং নামে লেখে ঐ অংশে ১২৷৷৴ টাকা বাকি পড়ায় ঐ দুই অংশ নিলাম হইবেক।—
৭৯৮	ডিহি ধর্ম্মপুর পং উখড়া	মুন্সী হাফীজদ্দিন তমিজন্নেছা বিবি আমতজহুরা বিবি আজিজন্নেছা বিবি জাহেরন্নেছা বিবি বসিরন্নেছা বিবি জয়লবন্নেছা বিবি, মোবারকন্নেছা বিবি ওয়াছেতন্নেছা বিবি করিমতন্নেছা বিবি, সবরন্নেছা বিবি রকিবতন্নেছা বিবি ও আদিনাথ রায়।	৩৪৭৫৲১ পোলিস ৪৩৷৷৩	১৬৷⁄৪	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২৭৬৯	গোড়ভাঙ্গা নতিডাঙ্গা পং রাজপুর	গোপালচরণ মুখোপাধ্যায়, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মনিমোহন মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেব্যা অলিমাতা জা নাবালক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, মে॰ আরচি বল্ড হিল সাহেব, অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নাবালগান জীবনকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অলিমাতা প্রসন্নময়ী দেব্যা ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, শশীসুন্দরী দেব্যা, মহেন্দ্রনাথ ও বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় অছিয়ান জাং মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেব্যা, ছোট দীননাথ মুখোপাধ্যায়, অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুমুদিনী দেব্যা অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র ও ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অছি জাং কালীপদ ও তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগান।—	৭৩৮৶০ রোডকণ্ড ৭৷৶০	২৷৷৶৪	৮৫৯ সালের ১ আইনের ০ ধারার বিধানমতে পৃথক হওয়া অংশ হতে অবশিষ্ট ৷৷৴৪৷ আনা অংশ যাহা গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় দীননাথ মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মনিমোহন মুখোপাধ্যায়, নিস্তারিণী দেব্যা অলিমাতা জা নাবালক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় মেং আরচি বল্ডহিল সাহেব, অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নাবালগান জীবনকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অলিমাতা প্রসন্নময়ী দেব্যা ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেব্যা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় অছিয়ান জা মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশী সুন্দরী দেব্যা, ছোট দীননাথ মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুমুদিনী দেব্যা অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায় দিগরের নামে ৫১৭৶১০ টাকা সদর জমা ও ৫৴১১ টাকা রোডকণ্ড লেখা যায় ঐ অংশে বাকি পড়ায় উহা নিলাম হইবেক।—

জেলা নদীয়ার কালেক্টরি।
সন ১৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।

W V G TAYLER, *Collector*

[*Government Gazette, 6th September* 1881]

জিলা বাকরগঞ্জ।

জমিদারির বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মোতাবেক সন ১২৮৮ সনের ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ৩০ জুলাই।

তপসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ত।
প্রথম শ্রেণী।	১৯৮৩	আগাপুর পরগনা।	এজমালী হিং ৮ ৮৩৮৫ অংশের মালিক রজনীকান্ত দত্ত চৌধুরী গয়রহ।	মোট জমা ৮৫৩ ॥৶১০ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ১০৮৶৬	৭৮৶১॥	এই এজমালী ৮১৮৩৮৫ অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৬৩৬	সিলিমাবাদ পরগনা হিং ৭ গণ্ডা।	হিং ৭ গণ্ডা এজমালী কালীপ্রসন্ন বসু গয়রহ।	৬৪৪৩৶৪ ২০৭৯৮৶৬॥ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৫১৯৩৶৭॥	১ ৴৮৮	এই এজমালী ৭ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবেক ইতি
ঐ	৩৮৫৬	সিলিমাবাদ ও গয হ পরগনা হিং ২। গণ্ডা।	হিং ৮৫১২॥ তিন এজমালী মালীক জগৎমোহিনী গয়রহ।	১৭৫৯৮৶ ১ ৩৮৮২৶৫ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ২৬৭৮৭	৬৫৬৬৶৯৮	এই এজমালী ৮৫১২॥ তিন অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৪৮৭২	পং বোজর্গ ও মেদপুর বাঞ্চু রাম বসু ত ৎাহ ॥ আনা	অমিলমেহা খাতুন গয়রহ।	২৪১৬।৶২৮ ১৪৪০।৴৯	৪৶৯	এই ষোল আনা মহাল নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৫ ৯৫	জগিরামতি পুরা চর।	এজমালী হিং ॥৴ আনা মৌলবী আকবর আলী চৌধুরী গয়রহ।	৯২৪ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৪০৪।০ ৫১ ৮ মোট রাস্তা খরচ ৯৲ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের ৩৮৴ ৫৴০	খাজানা ১।৴ রাস্তা খরচ ॥৴ ৮৶০	এই এজমালী ॥৴০ আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।

ANUND CHUNDER SEN,
For Offg Collector

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

জেলা রাজশাহী।

কালেক্টরী বাকী খাজানার বিজ্ঞাপন পাঠ।

ইহাদ্বারা স বাদ দেওয়া যাইতেছে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে অত্র জেলার মধ্য বর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল ১৮৮১ সালের লাগাএত কিস্তী মেইর প্রাপ্ত বাকী মালগুজারি এবং অন্য দাওয়া চলিত আইন ও আক্ট অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মে তাবেক সন১২৮৮ সালের ২৮ ভাদ্র সোমবার অত্র কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজী তারিখ ২৯ জুলাই।

তপসীল।

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পর গনা।	নাম মালিক।	সদরজমা।	যে রাজস্ব বাকীতজন্য নিলামহই বেক।	কৈফিয়ৎ।
১৮	তরফ বাজারাম পুর কালীগঞ্জ পং মাহামুদ পুর।	সৈয়দ মহাম্মদ এছিয়া সৈয়দ মাহা ম্মদ মুছা সৈয়দ আতাওর রহ- মন সৈয়দা বিবি দীনবন্ধু সান্নাল কাশীচন্দ্র তালুকদার শ্রীমন্নারা য়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজরপক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম মা লগ বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৫৯ সনের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।	খাজানা ৩৭৮২৷৷৴ পোলীস ৩৩৴ ——— ৩৬৭৫৷৷৶		হিসাব পৃথক করা অংশ বাদে এজ- মালী অংশ নিলাম হইবেক।
		বিশেষনং ১ সৈয়দ মাহাম্মদ এছিয়া	খাজানা ৩৬৪৮৶০ পোলীস ৩৷৷৴ ——— ৩৬৮৷৴		
		বিশেষ নং ২ সৈয়দ মাহাম্মদ মুছা	খাজানা ৩৬৪৮৶০ পোলীস ৩৷৷৴ ——— ৩৬৮৷৴		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমা ল অংশ নিলাম হইবেক। সৈয়দ আতাওর রহমান সৈয়দা বিবি দীনবন্ধু সান্নাল কাশী চন্দ্র তালুকদার ও শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম।	খাজানা ২৫৫৩৶ পোলীস ২৫৷৴ ——— ২৫৭৮৮৴	৩৯৷৴ ২৷৷৶	
১৯৯	ডুগরোল পং গবেরহাট।	দৈবকীনন্দন ও ব্রজ দয়াল ও ও কমলাকান্ত ও রাধামাধব সেন ও আহ্লাদমণী গুপ্তা।	খাজানা ৫৬৩৮৴০ পোলীস ৩৴	৬৪৮৶	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২৩০	ডিহি ধোন কোড়া পং তেগাছী।	হেফাজতুল্লা চৌধুরী কেরামতুল্লা চৌধুরী বিবি উম্মত ফতেমা সৈয়দ মাহাম্মদ হোসেন আতা হর হোসেন বিবি আবেদন্নেছা বিবি আহ্মতন্নেছা ও বিবি অজিকতন্নেছারঅলী সৈয়৴ সাহা আবদুল্লা রোহিনীনন্দন সেন দেবকীনন্দন সেন যদুনন্দন সেন কৃপাময়ী দেব্যা হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর রায় রাণী মনমোহিনী দেব্যা জগদম্বা গুপ্তা মধুমতী গুপ্ত সারদাসুন্দরী দেব্যা কালীকমল মৈত্র তারকেশ্বর রায় হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে শশী শিখরেশ্বর রায় নাবালগ বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে স্বর্ণময়ী দেব্যা হেফাজতুল্লা চৌধুরী।	খাজানা ৪৫৫৮৴ পোলীস ১০৷৶ ——— ৪৫৬৮৸০		হিসাব পৃথক করা অংশ বাদে এজ মালী অংশ নিলাম হইবেক।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে গবর্ণ বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৫৯ সনের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব বিশেষ নং ১ কৃপাময়ী দেব্যা	খাজানা ৬৮০।০ পোলীস ৸৶ ৬৮১৶		
		বিশেষ নং ২ যদুনন্দন সেন দিগর	খাজানা ১৬৭৭ পোলীস ।৴ ১৮৭।৶		
		বিশেষ নং ৩ হেফাজতুল্লা চৌধুরী	খাজানা ৭৯ ।০ পোলীস ১৸৴ ৭৯১		
		বিশেষ নং ৪ হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে শশী শিখরেশ্বর রায় নাবালগ।	খাজানা ৩১০৸৴ পোলীস ৸৹ ৮২০।৴		
		বিশেষ নং ৫ কালীকমল মৈত্র	খাজানা ২ ৮৸৶ পোলীস ।।৵০ ২১৯।৴		
		বিশেষ নং ৬ কেরামতুল্লা চৌধুরী	খাজানা ৭ ।৴ পোলীস ১।৴ ১০৫৫৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবেক বিবি উম্মত ফতেমা সৈয়দ মাহাম্মদ হোসেন আতাতার হোসেন বিবি আবদস্তেহা বিবি আছুম মেছা ও বিবি আছুফত মেছাব অলী সৈয়দ সাহা আবদুল্লা হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর রায় বাবু মনমোহিনী দেব্যা জগদম্বা গুপ্তা ধুমতী গুপ্তা সাবদাসুন্দরী দেব্যা তারকেশ্বর রায় বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে স্বর্ণময়ী দেব্যা হেরাজতুল্লা চৌধুরী।	২৫৮৬৸০ খাজানা ১৯৭৭।৶ পোলীস ৪।৶	৩৲৬	

[Government Gazette, 6th September 1881]

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে রাজস্ব বকীতে জমা নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
২৫৬	ডিহি ছানতি পং গোবিন্দপুর।	নবীনকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে রাণী শুভদ্রা কুমারি সাহেবা যাদব চন্দ্র বাগচী রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর নন্দলাল ট্রেষ্ট্রী পক্ষে ব্রজনাথ রায় গোবিন্দনাথ সেন স্বয় অধ্যক্ষ পক্ষে গুরুপ্রসাদ সেন বামাসুন্দরী দাস্যা ইচ্ছাময়ী দাস্যা ট্রেষ্ট্রী পক্ষে ভুবনেশ্বরী দাস্যা গুরুদাস চৌধুরি কালীনাথ চৌধুরি।	খাজানা ৬৭৪৮॥৶ পোলীস ২৪৲ ৬৭৭২॥৶		
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।			
		বিশেষ নং ১ নন্দলাল রায় ট্রেষ্ট্রী পক্ষে ব্রজনাথ রায়।	খাজানা ৭ ২৮৶ পোলীস ৩৲ ৭৮৲৮৶		
		বিশেষ নং ২ রাণী শুভদ্রা কুমারি সাহেবা।	খাজানা ৩১৩৩॥ পোলীস ১০৶ ৩১৪৩॥৶		
		বিশেষ নং ৩ গোবিন্দনাথ সেন দিগর।	খাজানা ৩৯ ॥৹ পোলীস ॥ ৴৯৩৲		
		বিশেষ নং ৪ বামাসুন্দরী দাস্যা।	খাজানা ২৪১৮৶ পোলীস ৮৶ ২৪৩।৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবেক যাদ চন্দ্র বাগচী রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর ইচ্ছাময়ী দাস্যা ট্রেষ্টী পক্ষে ভুবনেশ্বরী দাস্যা গুরুদাস চৌধুরী কালীনাথ চৌধুরী।	খাজানা ২ ৵৭৮৶ পোলীস ৮৶	৮৪।৹	
২৯৬	পং বোনগাঁও জায়গীর।	করমচাঁদ বাবু স্বয় ও অপর পক্ষে রাখাল জুগড় মাবালগ দীনবন্ধু সান্যাল শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম সৈয়দ মাহম্মদ মুসা সৈয়দ মাহম্মদ এাহ সৈয়দা বিবি আনন্দমোহন মৈত্র।	খাজানা ১ ৵৫৫৶৹ পোলীস ১ ৶৹ ১৪৬৮।৹	৹	

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ও মালিক।	জমা।	যে রাজস্ব বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৫৯ সালের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।			
		বিশেষ নং ১ সৈয়দ মাহাম্মদ মুন	খাজানা ১৬১॥৴০ পোলীস ১১॥৶০		
		বিশেষ নং ২ সৈয়দ মাহাম্মদ এহিয়া।	১২৭৭। খাজানা ২৬ ॥৴ পোলীস ১২। ৶০		
		বিশেষ নং ৩ সৈয়দ আবদুল ছেলাম।	১২৭৮। খাজনা ৪৩৮।৶৴০ পোলীস ৪৪৶০		
		বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ ঢুগড অলী অধ্যক্ষ পক্ষে বাখালচাঁদ ঢুগড ন,বালগ।	৪৪৩ ৲ খাজানা ১১১ ॥৶ পোলীস ৩।৴০		
		বিশেষ নং ৫ আনন্দমোহন মৈত্র দীনবন্ধু সান্যাল।	৩৩৭৲ খাজানা ১৫১২৸৶ পোলীস ৫।০		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবেক।	৮৪৩॥৶০		
		সৈয়দাবিবি ও করমচাঁদ বাবু	খাজানা ৬ ৮॥০ পোলীস ১৬৴	২,২৶০ ৩৸৶০	

F H RUDDOCK *Offg Collector*

কালেক্টরি জেলা বগুড়া।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা বগুড়ার মধ্যের ঐ নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ৮৮১। ২৭ জুলাই।

অত্র কালেক্টরির তৌজীর ৮৬৩। ২৬ নং মহাল পরগণে ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত লাট গোবিন্দপুর যাহা ৬৭৬৲॥৶৩ পাই সদর জমার জমিদারী লিখা যায় তাহার মধ্যে যাহ যাহা নিলাম হইবে তাহার বিস্তার নিম্নে দৃষ্ট হইবে।

মহালের নাম ও নম্বর	মালিকের নাম।	সদর জমা	বাকী	কৈফিয়ৎ।
নং ৮৬৩। ২৬ পরগণে ঘোড়াঘাট লাট গোবিন্দপুর।	মথুরাকান্ত ঘোষ ম্যানেজার পক্ষে জয়কান্ত ঘোষ।	১৫৩১।৶৮	৫৯৴৮	১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারা মত এই অংশের হিসাব পৃথক আছে।
ঐ	গোপীকান্ত ঘোষ	১৫৩৮।৶৮	৫৭৸৴১১	ঐ
ঐ	ব্রজসুন্দরী চৌধুরাণী হরিসুন্দরী চৌধুরাণী।	২ ৫৮৶১০	৮৪৸৴	হিসাব পৃথক হওয়া অংশ সকল বাদে এই অবশিষ্ট অংশ।

BOGRA COLLECTORATE, The 29th July 1881 }

H G SHARP *Offg Collector*

[*Government Gazette, 6th September* 1881]

জিলা মেদিনীপুর।—

জমিদারির বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা অ দায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর আমলি ১২৮৯ সালের ২ আশ্বিন বাং ১২৮৮ সালের ১১ আশ্বিন সোমবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ৮৮১ সাল তারিখ ১৭ আগষ্ট।

তফসীল।

তরতীব নম্বর।	এরেজেষ্ট্রি নম্বর।	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীরাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				চিরবন্দবস্তী।			
১	৮৬	৫৪	ম আলাল পাডা পং গাগনাপুর	যমুনামণী দাসী ও সদানন্দ মাসান্ত নাবালগের মাতা বসুমতী দাসী ও নবদ্বীপচাঁদ মাসান্ত নাবালগের মাতা ও দ্বারিকানাথ মাসান্ত ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমাকিঙ্করী দেবী ও বল্লভ ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভূঞার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেব্যা যদুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালগের মাতা ও বক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও মধুসূদন মাসান্ত।	১১৯৬৸৵২		
				বাদ মধুসূদন মাসান্তর পৃথক হিসাব	৪৪৮৬৵৯		
				বাকী যমুনামণী দাসী সদানন্দ মাসান্তর নাবালগের মাতা ও বসুমতী দাসী নবদ্বীপ চাঁদ মাসান্ত নাবালগের মাতা ও দ্বারিকানাথ মাসান্ত ও দর্পনারায়ণ মাসন্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমাকিঙ্করী দেবী ও বল্লভ ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ও ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভুঞার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেব্যা যদুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালগের মাতা ও বক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্ববজন্য নিলাম হইবেক।	৭৪৮৵৫	৩৭৷৶৭	
২	১১০	৬৯	ম আমডদা পং তুর্কাচোর	শ্রীমত্যা মটুবামণি দেই ও দ্বারিকানাথ মাইতি ও স্বরূপ মাইতি ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিধিরাম গিরি ও নন্দরাম রাউত ও শ্রীমতী সারদামণী দেবী ও লক্ষ্মীনারায়ণ কর মহাপাত্র ও বনমালী বিসুই ও গোবিন্দপ্রসাদ বিসুই।	৬১২৬৷৶১১	৪৷৵০	
৩	১৭৩	৩৫	ম বেডাবেড়িয় প. কাশীযোডা	উদ্ধবনারায়ণ মাসান্ত	৯৯১। ১	৫৭১৵১০	
৪	২৩০	১৫৫৭	ম কাঁটাপাল পং খড়্গাপুর	কৃষ্ণবেহারি রায় ও শ্রীনাথ চরণ পাল ও রামকুমার দে ও দ্বারিকানাথ পাল ও ক্ষেত্রমোহন পাল ও প্রাণগোবিন্দ নাগ ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার নাগ ও যতীন্দ্রকুমার নাগ ও রবীন্দ্রকুমার ও নগেন্দ্রকুমার ও গুনেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার নাগ নাবালগগণ কোর্ট অবওয়ার্ডসের অধীন ম্যানাজর দ্বারিকানাথ মাল।	মায়রোড ফণ্ড ১০৩০৲	১১৩৷৵৯	
৫	৩০০	১৮৭	ম বালগোবিন্দপুর ও গোপালপুর পং অমরশী	নরনারায়ণ রায় ও গঙ্গারাম মাইতি আনন্দলাল রায় লক্ষ্মণনারায়ণ রায় ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ চন্দ্রমোহন গজেন্দ্রনারায়ণ রায় স্বয় ও হিরন্মনারায়ণ রায় নাবালগের মহাফেজ পোষ্যমাতা শ্রীমত্যা পার্ব্বতী ব্রহ্ম ও কুড়ারাম রায় ও শিবনারায়ণ রায় শ্রীমত্যা লথিফন বিবি মাতা রক্ষক লাল খা ও অলতাপ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আলাদাদ খা নাবলগগণ ও চাঁন্দমণী ও মধুসূদন সিং।	৬০৩৷৷৵৯		

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

ও তৌব নম্বর।	এঃ রেজেষ্টরি নম্বর।	নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী র জন্যর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				বাদ কুড়ারাম রায়ে ও শিবনারায়ণ রায়ের পৃথক হিসাব ৮০।৯			
				বাদ শ্রীমত্যা লথিফন বিবি মাতাবরুক লাল খাঁ ও জালতাপ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আসাদাদ খাঁ নাবালগগণের পৃথক হিসাব ১২৮/			
				বাদ চাঁদমণীর পৃথক হিসাব ৭৫৷।৶১০			
				বাদ মধুসূদন সিং পৃথক হিসাব ৪৭৲৩	২৯৫৸১০		
				বাকী নরনারায়ণ রায়	৩০৭৮ ১	৪৮৶২	

ও গঙ্গারাম মাইতি আনন্দলাল রায় লক্ষ্মণনারায়ণ ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ চন্দ্রমোহন গজেন্দ্রনারায়ণ রায় স্বয় ও হিরন্ময়নারায়ণ রায় নাবালগের মহাফেজ পোষ্য মাতা শ্রীমত্যা পার্ব্বতী ব্রহ্মর এজমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।

ও তৌব নম্বর।	এঃ রেজেষ্টরি নম্বর।	নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী র জন্যর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
৬	৪১২	২৭১	মং বাড়বাঁশা প, খান্দার	হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও জনার্দ্দন মাইতি ও	১৯১৫৬৸/১		

খয়রাত আলি ও শ্যামরাউত ও মধুসূদন মানা প্যারীমণী দাসী স্বর্ণমণী নরহরি মাবিক বেচারাম আচার্য্য, ঝাড়েশ্বর বেরা অক্ষয়নারায়ণ বের নবদ্বীপচন্দ্র রায় স্বয়ং শিবচন্দ্র রায় নাবালগের রক্ষক, বৈদ্যনাথ সতপতি রত্নমণী মধুসূদন রায় ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়রাম মধুসূদন জানা ঠাকুরদাস মাধবচন্দ্র পাল ক্ষেত্রমোহন লালমোহন মহেন্দ্রনাথ পাল জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস গোবিন্দরাম নিলমণি মণ্ডল বৃন্দাপ্রসাদ মধুসূদন ভট্ট জগমোহন, যুধিষ্ঠির দাস জয়নারায়ণ দে রাধামোহন দ্বারকানাথ গোপীনাথ মাহতি রাধানাথ সাহু শ্রীমত্যা আদরমণী দেব্যা রঘুনাথ সীতানাথ দাস পদ্মরাজ মহাপাত্র ও শ্রীমত্যা ঈশ্বরামণী দেব্যা শ্রীমতী আদরমণী দাসী, শ্রীমতী আনন্দমণী দাসী শ্রীমতী দিগম্বরী ভাগবৎচন্দ্র দের পত্নী মাতঙ্গিনী দাসী স্বরূপনারায়ণ মাহতির পত্নী তারকনাথ ভোলানাথ মাইতি নাবালকগণের মাতা মহাফেজ শ্রীমত্যা শশীমণী দাসী শ্রীমতী আহ্লাদিনী দাসী শ্রীমত্যা পার্ব্বতী দাসী শ্রীমতী দাসুমণী দাসী কোর্টঅবওয়ার্ডের অধীন ম্যানেজর দ্বারিকানাথ মাল ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার যতীন্দ্র রবীন্দ্র নগেন্দ্র গুণেন্দ্র যোগেন্দ্রকুমার নাগ নাবালক লালমোহন ইন্দ্রমোহন এবং ভুবনমোহন মেহকাপ ও নবীনচন্দ্র বর্দ্ধন ও অরুণচন্দ্র বর্দ্ধন।

ও তৌব নম্বর।	এঃ রেজেষ্টরি নম্বর।	নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী র জন্যর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				বাদ নবীনচন্দ্র বর্দ্ধন ও অরুণচন্দ্র বর্দ্ধনের পৃথক হিসাব।	১৮৶৶৬		
				বাকী হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী	১৯১৩৭৸৶৭	৮২৫।৶৯	

ও জনার্দ্দন মাইতি ও খয়রাত আলি ও শ্যামরাউত মধুসূদন মানা প্যারিমণী দাসী স্বর্ণমণী নরহরি মারিক, বেচারাম আচার্য্য ঝাড়েশ্বর বেরা অক্ষয়নারায়ণ বেরা নবদ্বীপ চন্দ্র রায় স্বয়ং শিবচন্দ্র রায় নাবালগের রক্ষক, বৈদ্যনাথ শতপতি রত্নমণী মধুসূদন রায় ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়রাম, মধুসূদন জানা ঠাকুরদাস, মাধবচন্দ্র পাল ক্ষেত্রমোহন লালমোহন মহেন্দ্রনাথ পাল জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস, গোবিন্দ রায়, নিলমণি মণ্ডল বৃন্দাপ্রসাদ মধুসূদন ভট্ট জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস জয়নারায়ণ দে রাধামোহন, দ্বারকানাথ গোপীনাথ মাহতি, রাধানাথ সাহু শ্রীমত্যা আদরমণী দেব্যা রঘুনাথ সীতানাথ দাস পদ্মরাজ মহাপাত্র শ্রীমত্যা ঈশ্বরামণী দেব্যা শ্রীমতী আদরমনী দাসী শ্রীমতী আনন্দমণী দাসী, শ্রীমতী দিগম্বরী ভাগবতচন্দ্র দের পত্নী মাতঙ্গিনী দাসী, স্বরূপনারায়ণ মাহতির পত্নী তারকনাথ ভোলানাথ মাহতি নাবালগের মাতা মহাফেজ শ্রীমত্যা শশমণী দাসী শ্রীমতী আহ্লাদিনী দাসী শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী শ্রীমতী দাসুমণী দাসী কোর্ট অবওয়ার্ডের অধীন ম্যানাজার দ্বারিকানাথ মাল ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার যতীন্দ্র রবীন্দ্র নগেন্দ্র গুণেন্দ্র যোগেন্দ্রকুমার নাগ নাবালগ লালমোহন, ইন্দ্রমোহন, এবং ভুবনমোহন মেইকাপের এজমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।

তরতীব নম্বর।	এ রেজেষ্টরির নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
৭	৪৩	২৭২	ম বেলকী পং খান্দার।	শ্রীমত্যা আদরমণী দেব্যা চৌ রঘুনাথ দাস পহরাজ মহাপাত্র সীতানাথ দাস ঈশ্বরামণী এবং চৌ প্রেমচাঁদ মাসান্ত ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ প্যারীমোহন মাসান্ত, মদনমোহন মাসান্ত ঈশ্বরচন্দ্র মাসান্ত, মহেন্দ্রনাথ মাসান্ত। বাদ শ্রীমত্যা আদরমণী দেব্যা চৌ রঘুনাথ দাস পহরাজ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস, ও ঈশ্বরামণী ও চৌ প্রেমচাঁদ মাসান্তর এজমালী অংশ ৪৪১৵৩ বাদ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ প্যারীমোহন মাসান্ত পৃথক হিসাব ২৬৶৬ বাদ মদনমোহন মাসান্তর পৃথক হিসাব ১২৬৶৭ বাদ মহেন্দ্রনাথ মাসান্তর পৃথক হিসাব ১২৬৶৮ এ বাকী ঈশ্বরচন্দ্র মাসান্তর পৃথক হিসাব যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক	৯৪১॥৵৪ ৮২০।৶১০ ২৬৶৬	৩৬৵১০	
৮	৪৯০	৩১৭	ম বৈদ্যাগেড়্যা ও কেশবস্ত্রাপ দাতুনচোর।	কেদারনাথ ও রমানাথ ব্রজনাথ ও মহেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য ও শীতলনারাণ বসু ও কালিদাস দত্ত ও রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশরথী পাহাড়ী ও রামগোবিন্দ পাহাড়ী ও রাজীবলোচন পাহাড়ী ও রামকুমার নস্কর মেনেজার কোর্ট ওয়ার্ডের অধীন রাধাগোবিন্দ পাল নাবালগ রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাদ রামকুমার নস্কর ম্যানেজর ও কোর্ট ওয়াডে সর অধীন রাধাগোবিন্দ পাল নাবালগের পৃথক হিসাব ১৮৪৵৩ বাদ রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃথক হিসাব ১২৫৶১০ বাকী কেদারনাথ ও রমানাথ ও ব্রজনাথ ও মহেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য ও শীতলনারাণ বসু ও কালিদাস দত্ত ও রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশরথী পাহাড়ী ও রামগোবিন্দ পাহাড়ী ও রাজীবলোচন পাহাড়ীর এজমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।	১২৯৩।৵৫ ৩১০৲৩ ৮৩।৶১	১৶১	
৯	৫২১	৩৩৬	ম বারাজীত প. বারাজীত	সুন্দরনারাণ ও সদানন্দ মণ্ডল ও মটুরামণী দেব্যা ও রামনিধি ও রামানন্দ ও মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু।	৬৯৩।/৪	১১/১১	

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

তৌজীর নম্বর।	এ রেজে ষ্টরি নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী বাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১	৬৬১	৩৯১	মঃ ভিতর বিনন্দ পং ভপে বালী সীতা	গঙ্গানারায়ণ মাসান্ত ও ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসান্ত ও উদ্ধবনারাণ মাসান্ত।	১৬৫৮৸৵৯	১৮১৲১	
১১	৭৫০	৪৩৭	মং চকফতে ও সিংহপুর পং খান্দার	চন্দ্রচুড চতুর্ভুজ চৌধুরি ও উদ্ধব নারায়ণ মাইতি ও চিন্তামনি মহেন্দ্রনাথ কৈলাস সীতানাথ, কালীপ্রসাদ অযোধ্যারাম, দীনবন্ধু দ্বারকানাথ ভজহরি ও বেহারি দে।	১১৩৩৶১০		
				বাদ চিন্তামনী, মহেন্দ্রনাথ কৈলাস, সীতানাথ কালীপ্রসাদ অযোধ্যারাম দীনবন্ধু দ্বারিকানাথ ভজহরি ও বেহারি দের পৃথক হিসাব।	৫১৩।৶১০		
				বাকী চন্দ্রচুড চতুর্ভুজ চৌধুরি ও উদ্ধব নারায়ণ মাইতির এজমালী অংশ যাহা বাকী বাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।	৬ ৯॥৶১১	৵০	
১২	৮২০	৪৬৩	ম চাকই ও বমাহপ বাটীটাকী	প্রেমচাদ মাসান্ত ও উর্দ্ধব নারায়ণ মাসান্ত।	৭১৮॥৫	৭৮॥০	
১৩	৮৯৬	৫০৬	ম ছুচছুড়া পং কেদারকুণ্ড	মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসান্ত প্রেমচাঁদ মাসান্ত।	৯৬১৸০		
				বাদ মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ, গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসান্তর এজমালী অংশ	৬৪১৶৮		
				বাকী প্রেমচাঁদ মাসান্তর পৃথক হিসাব যাহা সরকারি বাকী মালগুজারির জন্য নিলাম হইবেক	৩২০॥৴৪	৩৫৶৪	*
১৪	৯৩৭	৫২৭	ম দীগলাবাড় পং কিংকাশী যোড়া	নবালল খাঁ।	মায়পুলীস ১৫৩৭৷৶৮	মায়পুলীস ৫২৬॥৴১	বর্দ্ধমান ১৮৮১ সালের গত ১২

জানুয়ারি পূর্ব্বা আন্তের বাকী মালগুজারি এই এই ৫২৬॥৴১ টাকার জন্য এই রিসেল নিলাম হইবেক এই মাহালের গত মাচ কিস্তি হইতে বাকী মালগুজারির দাইক হাল খরিদদার হইবেন ও ঐ হাল খরিদারের খরিদ উক্ত ১২ই জানুয়ারির পর তারিখ ১৩ই জানুয়ারি হইতে প্রবল হইবেক

তৌজীর নম্বর।	নং রেজেষ্টরির নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১৫	১ ১৭	৬ ৫	ম শুমুকপোতা পংকাশীযোড়া	ধরণীধর রায়	মায়পুলীস ৩১৮৫৲	মায়পুলীস ৩৪৯৲	
১৬	১ ৭১	৬৫৩	ম শুমাই প২বাটীটাকী	ইন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ গে পেন্দ্রনাথ ও পাং রিমো নমাসান্ত প্রে মময়ীদাসী সুবলচরণ পাত্রা ও কামেশচরণ পাল ও ব্রজদাস পাত্রা	৬৫৫৸২	১১১॥৵০	
১৭	১২০১	৬৭৮	ম গোগ্রাম পং কেদারকুণ্ডু	প্রাণগোবিন্দ নাগ দ্বারিকানাথ মাল মেমেজর ও জ্ঞানেন্দ্র কুমার যতীন্দ্রকুমার রবীন্দ্রকুমার নগেন্দ্র কুমার যোগেন্দ্রকুমার নাগ নাবালগ কোর্টও য়াডেসের অধীন।	৭২৪৮০	৩৫৶৫	
				মিয়াদি বন্দবস্ত।			
১৮	১২২৫	১১১	ম গোকুলপুর পংপটাসপুর	চৌধুরী গোপেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র।	২৩৫৩৪৲	৮৩২৸৬	এই মহাল ১২৮২সাল হইতে ২৯১ সাল পর্য্যন্ত মিয়াদে বন্দবস্তআছে।
				চিরবন্দবস্তী।			
১৯	১২৬৯	৬৯২	ম হরিনারাণ চক প কাশী যোড়া	দিগম্বর পণ্ডা পিতা ও মেনেজর ও শ্রীমতী অপূর্ব্বময়ী দেব্যা নবালিক শ্রীমতি শ্যামাসুন্দরী দেব্যা ও শ্রীমতী নয়নতারা দেব্যা	২৪০০৲	২৩২৸৶৮	
২০	১৩১৬	৭৩১	ম হাড়তুমাচক পংময়নাচোর	কমলকুমারী দাসী বৈকুণ্ঠ মাইতির পত্নী শ্রীমতী সুখদা দাসী গোপালচন্দ্র মাইতির পত্নী।	২৯৬৩৲০	৩২৫৲	
২১	১৪২০	৭৯৫	ম জকলা প্র খড়গপুর	দ্বারিকানাথ দর্পনারাণ	৮৭৩।৵০	৸৵০	

মাসান্ত শ্রীমতী যমুনামণী দাসী মাতা ও মেনেজর সদানন্দ মাসান্ত নাবালগ শ্রীমতী বসুমতী দাসী মাত রক্ষক নবদ্বীপচন্দ্র মাসান্ত নাবালগ শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও উমাচরণ মহাপাত্র।

২২	১৫৩৩	৮৬১	ম কাস্তাবোল পং গগনেশ্বর	শ্রীমতী প্রতিমা দেব্যা	১৭৫৪৸৵৭		

কৈলাসচন্দ্র উপাধ্যায়ের মাতা ব্রজমোহন জানা মৃত্যুঞ্জয় জানা, মহেন্দ্রনাথ জানা করুণা দেই, ধরণীধর জানা, নাবালগের মাতা ও রক্ষক রঘুনাথ কর ও মাধবচন্দ্র কর, কুঞ্জরনারাণ সৎপতি, শ্রীমতী মটুরামণী ও সুন্দরনারাণ সড়ঙ্গী শীতলপ্রসাদ ঘোষ নরেন্দ্রনাথ সৎপতি শ্রীমতী সরস্বতী দেব্যা উপেন্দ্রনাথ সৎপতি ও দীননাথ সৎপতি, ও বৈকুণ্ঠনাথ সৎপতি নাবালগগনের মাতা রক্ষক ও মহাকেজ ও দ্বারিকানাথ সৎপতি ও বৈদ্যনাথ দত্ত ও দ্বারকানাথ দত্ত।

				বাদ বৈদ্যনাথ দত্ত ও দ্বারকানাথ দত্তর পৃথক হিসাব।	৬৬৩।৶৪		
				বাকী শ্রীমতী প্রতিমা	১০৯২২।৶৩	১৸১১	

দেব্যা কৈলাসচন্দ্র উপাধ্যায়ের মাতা ব্রজমোহন জানা মৃত্যুঞ্জয় জানা মহেন্দ্রনাথ জানা, করুণা দেই ধরণীধর জানা, নাবালগের মাতা ও রক্ষক রঘুনাথ কর

তৌজীর নম্বর।	এই রেজেষ্টরির নম্বর	ভৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
				বাদ রামনিধি কুণ্ডু ও আনন্দ কুণ্ডু ও মহেন্দ্র নাথ কুণ্ডুর পৃথক হিসাব ৭০৵৮৫			
				বাদ শ্রীমতী দিগম্বরি দাসী পীতাম্বর দেব পত্নীর পৃথক হিসা ৩৪৪৷	১ ৪৮৷৬		
				বাকী ব্রজলাল রায় মহাশয়ে নাজর ও পূর্ণচন্দ্র মিত্র নাবালগ শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী, মৃত কুঞ্জনারায়ণ রায়ের পত্নী শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী ও গজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পত্নী ও শীতল প্রসাদ রায় মহাশয় ও সুবারকৃষ্ণ রায় মহাশয় ও যশীশচন্দ্র বসু মাতা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও নন্দগোপাল নন্দন ও প্রমানন্দ নন্দন শ্রীমতী দানময়ী দেবী মাতা লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আনন্দময়ী দেব্যা ও রঘুনাথ দাস পরমজ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস মহাপাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরমণী দেব্যার এজমালী তৎ। যাহা সরকারী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।	১০৮৫৲০	৮৬৷১১	
২৮	২১৫৯	১ ৯	ম পশ্চিম মণ্ডা ও বেতাল পটীখা নপ ভুঞা মুঠা।	কানাইলাল রায় ও শ্রীমতী সত্যভামা শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবী মাতা রক্ষক উপেন্দ্রলাল রায় নাবালগ ও মুরারিলাল রায়।	৮৬২৩॥৮	১১৬৵৩	
২৯	২১৮০	১২০৮	ম পাদীমা পং কুকল চোর।	শ্রীমতী থাকমণী দেই চৌধুরী ও চৌধুরী গোপেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র।	৭৪০॥৪	৮১৵০	
৩০	২৩৪৯	১২৮৭	ম বেজুড়া প কুকল চোর	গোবিন্দপ্রসাদ বিশুই ও অনিরুদ্ধ গিরি ও গোপীনাথ গিরি ও পীতাম্বর ও নৃসিংহচরণ ও ধ্রুবচরণ ও অভিরাম গিরি ও সাধুচরণ মাহামা ও আনন্দরাম গিরি ও লালমোহন গিরি ও শ্রীমতী দাসী দেই মাতা রক্ষক নিত্যানন্দ গিরি ও শ্রীমতী ত্রিপুরা দেই ও সুবল চরণ গিরি প্রকাশ ত দাস ও গৌরমোহন গিরি স্বয়ং ও ভ্রাতা রক্ষক পঞ্চানন্দ গিরি নাবালগ ও রুদ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী ও রাধাকৃষ্ণ গিরি কৃষ্ণপ্রসাদ দাস ও মধুসূদন দাস ও শ্রীমতী জাহ্নবী দেই মাদবে রাধামোহন দাস ও ব্রজমোহন ও নিল মোহন দাস ও গুরুপ্রসাদ বিশুই ও দুর্গাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ও মদন মোহন বিশুই।	১ ২৩৵১		
				বাদ কৃষ্ণপ্রসাদ দাস ও মধুসূদন দাস ও শ্রীমতী জাহ্নবী দেই মাদবে রাধামোহন দাস ও ব্রজমোহন ও নিল মোহন দাসের পৃথক হিসাব ৪০ ৮৩			
				বাদ গুরুপ্রসাদ বিশুই ও দুর্গাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ও মদনমোহন বিশুইর পৃথক হিসাব ৮৩৮ ০	৪৮৬॥৵১		
				বাকী গোবিন্দ প্রসাদ বিশুই ও অনিরুদ্ধ গিরি ও গোপীনাথ গিরি ও পীতাম্বর ও নৃসিংহ চরণ ও ধ্রুবচরণ ও অভিরাম গিরি ও সাধু চরণ মাহামা ও আনন্দরাম গিরি ও লালমোহন গিরি ও শ্রীমতী দাসী দেই মাতা রক্ষক নিত্যানন্দ গিরি ও শ্রীমতী ত্রিপুরা দেই ও সুবলচরণ গিরি প্রকাশ ত দাস ও গৌরমোহন গিরি স্বয়ং ও ভ্রাতারক্ষক পঞ্চানন্দ গিরি নাবালক ও রুদ্র নারায়ণ রায় চৌধুরি ও রাধাকৃষ্ণ গিরির এজমালী তৎ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।	৬৩৬।।৶	৫৫৵৩	

তরতীব নম্বর।	এ রেজেষ্টরির নম্বর।	তৌজির ন	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে টাকী রাজস্ব জমা নিলাম হইবে	কৈফিয়ৎ।
৩১	২৩৫৭	১২৯৩	ম রাধানগর পং খটনগর	পঞ্চানন্দ কানন্গোই ও নরনারায়ণ দাস কানন্গোই ও গুরুপ্রসাদ দে ও পঞ্চানন্দ আচায্য ও জিতরাম রায় ও সাধুচরণ মানা ও হাড়চরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ জানা ও হরনারায়ণ জানা ও উমাপ্রসাদ দ ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ দে ও লালমোহন দাস গোকুলচরণ ব্রহ্ম ও দামোদর ব্রহ্ম ও বলরাম ব্রহ্ম ও শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী রামনারায়ণ রায়ের বনিতা ও বাদল খাঁ	২৬৫৪৸/২		
				বাদ গোকুল চরণ ব্রহ্ম ও দামোদর ব্রহ্ম ও বলরাম ব্রহ্মর পৃথক হিসাব ৯৮৶৯।			
				বাদ শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী রাম নারায়ণ রায়ের বনিতর পৃথক হিসাব ২৪॥৭			
				বাদ বদল খাঁর পৃথক হিসাব ৪৬৸৶১০	১৬৯॥৶২		
				বাকী পঞ্চানন কানন গোঃ ও নরনারায়ণ দাস কানন গোঃও গুরুপ্রসাদ দে ও পঞ্চানন্দ আচায্য ও জিতরাম রায় ও সাধুচরণ মানা ও হাড়চরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ জানা ও হর নরায়ণ জানা ও উমাপ্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ দে ও লালমোহন দাসের এজমালী অংশ যাহা সরকারি বকী মালগুজারির জন্য নিলাম হইবেক।	২৪৮৫৷৹	১৫৸৶৴	
৩২	২৫৮৯	১৪৪১	ম শালীযোড়া পং খটনগর	হরিপ্রসাদ দাস ও ব্রজনাথ ও ইন্দ্রনাথ দাস ও বৃন্দাবনপ্রসাদ দাস ও শ্রীমত্যা মহেশ্বরী দাসী ৺ মথুরমোহন দাসের পত্নী ও দ্বারিকানাথ দাস ও শ্রীমত্যা কৃষ্ণপ্রিয়া দেই ও প্রাণগোবিন্দ নাগ ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিধিরাম গিরি ও মাধবরাম জানা ও প্যারীমোহন দে ও ভোলানাথ সিংহ ও বৈদ্যনাথ সাহু ও গিরিধারীপ্রসাদ মহাপাত্র ও শ্রীধরচরণ পণ্ডা ও দুর্গাপ্রসাদ পণ্ডা ও বিদ্যাধর পণ্ডা ও পীতাম্বর পড়্যা ও রসিকমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ ও ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ও বিনোদবেহারি ও মুরলীবেহারি ও গোলোকবেহারি ঘোষ ও রাধামোহন দে ও গোলোকমোহন দে ও প্যারীমোহন দে ও দীননাথ মহাপাত্র ও গোপালপ্রসন্ন দাস নাবালগের পিতা ও রক্ষক যজ্ঞেশ্বর দাস ও নবদ্বীপচন্দ্র রায়।	৬৫৩/৮		
				বাদ গোপাল প্রসন্ন দাস নাবালগের পিতা ও রক্ষক যজ্ঞেশ্বর দাসের পৃথক হিসাব ২৯৸/৩			
				বাদ নবদ্বীপচন্দ্র রায়ের পৃথক হিসাব ১ ৭৲	৪৬৸/৩		
				বাকী হরিপ্রসাদ দাস ও ব্রজনাথ ও ইন্দ্রনাথ দাস ও বৃন্দাবনপ্রসাদ দাস ও শ্রীমত্যা মহেশ্বরী দাসী ৺ মথুরমোহন দাসের পত্নী ও দ্বারিকানাথ দাস ও শ্রীমত্যা কৃষ্ণপ্রিয়া দেই ও প্রাণগোবিন্দ নাগ ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিধিরাম গিরি ও মাধবরাম জানা ও প্যারীমোহন দে ও ভোলানাথ সিংহ ও বৈদ্যনাথ সাহু ও গিরিধারি প্রসাদ মহাপাত্র ও শ্রীধরচরণ পণ্ডা ও দুর্গাপ্রসাদ পণ্ডা ও বিদ্যাধর পণ্ডা ও পীতাম্বর পড়্যা ও রসিকমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ ও ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ও বিনোদবেহারি ও গোলোক বেহারি ও মুরলীবেহারি ঘোষ ও রাধামোহন দে ও গোলোকমোহন দে ও প্যারীমোহন দে ও দীননাথ মহাপাত্রের এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।	১৫০৬৫	৯।/১০	
৩৩	২৭৩৬	৫০৮	মঃ তোড়রুই প দাতুনচোর	রামানন্দ কুণ্ডু ও সুন্দর নারাণ সড়ঙ্গী ও পঞ্চানন্দ সড়ঙ্গী ও শ্রীমত্যা মটুরামণী দেব্যা ও মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ও রামনিধি কুণ্ডু	১২৬১/৮	২৭॥/১	

বর্ত্তীর নম্বর	এ রেজেষ্টরির নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যেবাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবে	কৈফিয়ৎ।
৩৪	২৭৬৫	১৫২৪	ম উত্তর পলসা প কীঃ কাশী যোড়া	গোপালচাঁদ ও নিলমণী ও নন্দলাল পণ্ডা ও গোপালচাঁদ পণ্ডা ও কাশীনাথ দাস ও জগদীশ পণ্ডা ও কৈলাস চন্দ্র মাইতি ওরফে পণ্ডা, সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও পরেশনাথ পণ্ডা সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ দাস ও রামচাঁদ বেরা ও চন্দ্রশেখর পণ্ডা শ্রীমতী নয়নতারা দেবী পত্নী লাল মোহন পণ্ডা।	মায় পুলীস ২০৩৯/২		
				বাদ শ্রীমতী নয়নতারা দেবী পত্নী লাল মোহন পাণ্ডার পৃথকহিসাব।	মায় পুলীস ১০৪১/৮		
				বাকী গোপালচাঁদ ও নিলমনি ও নন্দলাল পণ্ডা ও গোপালচাঁদ পণ্ডা ও কাশীনাথ দাস ও জগদীশ পণ্ডা ও কৈলাস চন্দ্র মাইতি ওরফে পণ্ডা সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও পরেশ নাথ পণ্ডা সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ দাস ও রামচাঁদ বেরা ও চন্দ্র শেখর পণ্ডার এজমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হওক।	মায় পুলীস ৯৯৭৮০/৬	১৮।৶৩	

W LIDDIAN *Offg Collector*

জিলা নওয়াখালী। ইস্তাহার।

এতদ্দারা সংবাদ দেওয়া যা তেছে যে ৮৫৯ ই ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা নওয়াখালীর মধ্যবর্ত্তি নিম্নের লিখিত মহালের ৮৮১ ই ২৮ জনের সূর্য্যাস্তের প্রাপ্য বাকির জন্য আদায় নিমিত্তে ৮৮১ ইংরেজি সনের ৯ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮৮ সনের ৪ আশ্বিন রোজ সোমবার ঐ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজি ৩ জুলাই।

নম্বর তৌজির।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকির সংখ্যা।
৪৫ নং	পং সুন্দ প কিসমত মহিল্লে মায় মুণ চৈসন সুন্দীপ।	নিলাম খরিদ ঈশানচন্দ্র নন্দি	৬৩৭/১১	১১৮৬৯

I V WESTMACOTT *Offg Collector*

জিলা ২৪ পরগনা।

৮৭৯ সালের নবেম্বর মাহার রুলের ১৭ ধারামতে নোটীস।

এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যাহার নক্সা সুন্দরবনের কমিশ্যনর সাহেবের আপীসে দেখিবার নিমিত্ত আছে এতৎসহ দত্ত তফসীলের লিখিত সেই ভূমির পাট্টা শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীকৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে উক্ত ভূমির উপর (৮৬৩ সালের ২৩ আইনমতে অর্থাৎ পতিত ভূমির উপর দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার বিধান করণার্থ আইনমতে) দাওয়া বা আপত্তি করা প্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে নিলাম বহিত বা মুলতবি না হইলে তাহা ৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাসের ১লা তারিখ মোং ১২৮৮ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ শুক্রবার মধ্য হ্নকালে বিক্রিত হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিনকোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডন) ... বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে একবালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬॥০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাদের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।৹ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸৹ বার আনা ডাকমাসুল দিতে হইবে।

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant Governor of Bengal by C D Field M A LL D of the Inner Temple Barrister at Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service District and Sessions Judge of Burdwan Member of the Rent Commission

Price Rs 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant Bengal Secretariat

N B —Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

ব্যারিস্টার আট লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্বিসে নিযুক্ত ... দের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ ও রেণ্ট কমিশনের মেম্বর ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি ডি ফিল্ড এম এ ও এল এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

এক খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গালা সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট এক খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৶ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য। উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

Rates of Subscription to the Bengali Government Gazette

FROM 1st JANUARY 18..

Payable in advance

For one year without postage	Rs 10	0	0
Ditto with postage	12	8	0

When postage stamps are remitted in payment of subscription one anna in the Rupee should be added for discount

১৮৭১ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার।

ডাকমাসুল বিনা এক বৎসরের	৬৲
ডাকমাসুল শুল্ক	১।

ডাকের টিকিট দ্বারা কাগজের মূল্য পাঠান গেলে টাকা প্রতি এক আনা মূল্যের একখানি করিয়া টিকিট ডিস্কৌণ্ট দিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮ । ৮ সেপ্টেম্বর।]

NOTICE

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied or advertisement notice &c inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

Rajendra Nath Mitra
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

Note —Rates fo Advertisements in the Calcutta Gazette

	Rs
Full page per issue	24
Half „	12

Casual advertisements —4 annas per line

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাইবে না ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তাহামত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র
বাঙ্গালের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

মন্তব্য —কলিকাতা গেজেটে ইশ্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই — টাকা।

পুরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের — [illegible]
আধ পৃষ্ঠা — [illegible]
অমনি ইশ্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পংক্তি — ৴

[*Government Gazette 6th September* 1881]

কলিকাতা বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডওয়ার্ড মরিস্‌ লুইস্‌ সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল

B 1342—740—6 9 81

Numb 2198 ২১৯৮ [REGISTERED NO 80]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART I

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

LEGISLATIVE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Simla the 31st August 1881

No 25 —His Excellency the Viceroy and Governor General has been pleased to accept the resignation by the Hon ble G H P Evans of his office of Additional Member of the Council of the Governor General of India for the purpose of making Laws and Regulations

R J CROSTHWAITE,
Offg Secy to the Govt of India

DEPARTMENT OF REVENUE AND COMMERCE

NOTIFICATION

Simla the 2nd September 1881

No 2778 —In exercise of the power conferred by Section 8 of Act I of 1879 (The Indian Stamp Act 1879) the Governor General in Council is pleased to remit the stamp duty chargeable under the said Act on instruments executed by Government officers and their sureties either before or after the publication of this order, to secure the due accounting for property received by such officers by virtue of their office

T C HOPE
Offg Secy to the Govt of India

ব্যবস্থাপক কার্য্যবিভাগ ।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা ১৮৮ সাল ৩১ আগস্ট ।

২৫ নম্বর।—মান্যবর শ্রীযুত জি এচ পি ইবান্স সাহেব আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার অতিরিক্ত সভাপদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

আর, জে, ক্রোস্থোএট
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী ।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগ ।

বিজ্ঞাপন

সিমলা ৮৮১ সাল ২ সেপ্টেম্বর ।

২৭৭৮ নম্বর।—রাজকীয় কার্য্যকারকেরা স্ব২ পদের বলে যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন তাহার নিয়মিত হিসাব রাখিবার প্রতিভূস্বরূপ উক্ত কার্য্যকারকেরা ও তাঁহাদের জামিনেরা এই আজ্ঞা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে বা পরে যে নিদর্শনপত্র সম্পাদন করেন তাহাতে ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে যে ইষ্টাম্প মাসুল দিতে হয় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব উক্ত আইনের ৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে মাফ করিয়া সেই মাসুল না দিবার আজ্ঞা করিলেন।

টি সি, হোপ
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটি সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 1881.

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL

No 3809A

GENERAL —*The 23rd August* 1881 —Mr J Kennedy, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Chittagong is vested with powers, under Section 85 of the Land Registration Act, VII (B C) of 1876, to hear appeals against orders of Sub Deputy Collectors

This cancels the order of the 8th July last, vesting Mr H P Peterson with these powers

The 31st August 1881 —Mr J O'Kinealy has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India, an extension of furlough for one month

Mr H Gillon has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India, an extension of furlough for eighteen days

The 1st September 1881 —The services of Mr A Mackenzie, Officiating Secretary to the Government of Bengal, in the Revenue and General Departments, are placed at the disposal of the Government of India, in the Home Department

The 2nd September 1881 —Baboo Nobin Krishna Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on deputation as General Manager of Wards' Estates in Moorshedabad, is allowed leave for two months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it

The 5th September 1881 —Baboo Obhoy Chunder Das, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is posted to the Sudder station of the district of the 24-Pergunnahs

Baboo Mokunda Deb Mookerjee Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Noakholly, is transferred to Burdwan and is posted to the Sudder station of that district

Baboo Ashutosh Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Rajshahye, is vested with the powers of a Collector under Act IX (B C) of 1880, in that district

Baboo Nobin Krishna Banerjee, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector Fureedpore, is transferred to Jessore, and is posted to the Sudder station of that district

Baboo Pyari Mohun Bose, Temporary Sub Deputy Collector, Nowada Gya, is allowed leave for one month under Section 136, Rule 2, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 15th instant

The 6th September 1881 —Mr C J S Faulder, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Mudhubanee division of the Durbhunga district, is allowed leave for one month and twenty one days, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 10th instant

Baboo Deenonath Addy, Deputy Magistrate and Deputy Collector Durbhunga, is appointed temporarily to have charge of the Mudhubanee division of that district, during the absence, on leave of Mr C J S Faulder, or until further orders

Mr A W Cosserat, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Buxa, Julpigoree, is allowed leave for thirty seven days under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 15th instant, or from such subsequent date as he may be relieved

Baboo Omullo Churn Mullick Deputy Magistrate and Deputy Collector, Julpigoree on settlement duty, is appointed to have charge of the Buxa division of that district, during the absence on leave, of Mr A W Cosserat, or until further orders

Mr C H Swinden, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cox s Bazar Chittagong, is allowed leave for three months, under Section 127 1 of the Civil Leave Code with effect from the 31st ultimo

Mr R R Pope, Assistant Magistrate and Collector, Chittagong Hill Tracts, is appointed to have charge of the Cox s Bazar division of the district of Chittagong, during the absence, on leave, of Mr C H Swinden, or until further orders

Mr C G M Shircore, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Nowada, Gya, is allowed leave for thirty days, under Section 133, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 23rd ultimo

Moulvie Ramizoodin, Supernumerary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Gya, is appointed to have charge of the Nowada division of that district, during the absence, on leave, of Mr C G M Shircore, or until further orders

[*Government Gazette*, 13*th September* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

৩৮০৯ Aম্বর।

সাধারণ।—১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—চট্টগ্রামের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে, কেনেডি সাহেব সব ডেপুটী কালেক্টরদের আজ্ঞার বিপক্ষে আপীল শুনিতে ভূমি রেজিষ্টরী-করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৮৫ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত এচ, পি, পিটরসন সাহেবের প্রতি উক্ত ক্ষমতা দান বিষয়ক গত জুলাই মাসের ৮ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

১৮৮১ সাল ৩১ আগষ্ট।—ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীযুত জে ওকিনীলি সাহেবকে আর এক মাসের নিয়মিত ছুটী দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীযুত এচ, গিলন সাহেবকে আর আঠার দিনের নিয়মিত ছুটী দিয়াছেন।

১৮৮১ সাল ১ সেপ্টেম্বর।—রেবিনিউ ও জেনরল ডিপার্টমেণ্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী শ্রীযুত এ, মাকেঞ্জি সাহেব হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২সেপ্টেম্বর।—রাজাভুপালিতের ইষ্টেটের সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ প্রেরিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৫সেপ্টেম্বর।—ছুটী প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অভয়চন্দ্র দাস ২৪ পরগনা জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

নওয়াখালীর একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বৰ্দ্ধমানে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

রাজশাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ফরীদপুরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যশোহর জিলায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

গয়ার অন্তর্গত নবদহের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পেয়ারীমোহন বসু সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৬ ধারার ২ প্রকরণমতে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত মধুবনি মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি, জে এস ফলড, সাহেব, সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ১০ তারিখ অবধি এক মাস একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত সি, জে, এস, ফলডর সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দ্বারভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দীননাথ আঢ্য কিয়ৎকালের নিমিত্তে উক্ত জিলার অন্তর্গত মধুবনি মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বক্সার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, ডবলিউ, কমিরাট সাহেব এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভার অর্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে সাঁইত্রিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীত এ, ডবলিউ কমিরাট সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অমূল্যচরণ মল্লিক, উক্ত জিলার অন্তর্গত বক্সা মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্সবাজারের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি, এচ, সুইণ্ডেন সাহেব, সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১২৭ ১ ধারামতে গত মাসের ৩১ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত সি, এচ সুইণ্ডেন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত আর আর, পোপ সাহেব, চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত কক্সবাজার মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

গয়ার অন্তর্গত নবদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি, জি, এম, শার্কোর সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৮৩ ধারামতে গত মাসের ২৩ তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত সি, জি, এম, শার্কোর সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, গয়ার অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী রফিউদ্দীন উক্ত জিলার অন্তর্গত নবদহ মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮১। ৩ সেপ্টেম্বর।]

LEGISLATIVE —*The 1st September* 1881 —The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr A Mackenzie, of his seat in the Council of the Lieutenant Governor of Bengal, for making Laws and Regulations

POLICE —*The 5th September* 1881 —Mr E M Showers, District Superintendent of Police, Nuddea is allowed leave for one month, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under the order of the 23rd ultimo

The 6th September 188 -Mr H N Harris Officiating District Superintendent of Police Howrah is appointed to act until further orders, in the Third Grade of District Superintendents of Police with effect from the 2nd ultimo, *vice* Mr J M E Gouldsbury, on leave

Mr J B Birch, District Superintendent of Police Bankoorah, is appointed to act, until further orders, in the Fourth Grade of District Superintendents of Police, with effect from the 2nd ultimo, *vice* Mr H N Harris

Lieutenant Colonel C T Hitchins, District Superintendent of Police, Cuttack, is appointed to act, until further orders, in the First Grade of District Superintendents of Police, with effect from the 10th ultimo, *vice* Colonel W T Fagan, on deputation

Mr W W Daly, District Superintendent of Police, Cachar, is appointed to act, until further orders, in the Second Grade of District Superintendents of Police, with effect from the 10th ultimo *vice* Lieutenant Colonel C T Hitchins

REGISTRATION —*The 2nd September* 1881 —Baboo Krishna Nand Dass, Officiating Rural Sub Registrar of Panchkura, is confirmed in that appointment

EDUCATION —*The 5th September* 1881 —Moulvie Gowar Ali Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Durbhunga is appointed to be Secretary to the District School Committee of Durbhunga *vice* Baboo Atal Behary Moitra transferred

OPIUM —*The 23rd August* 1881 —Mr W H T Howey, is appointed to act as an Assistant Sub-Deputy Opium Agent in the Benares Agency, until further orders

Mr F M Ramsay, is appointed to act as an Assistant Sub Deputy Opium Agent in the Benares Agency, until further orders

MEDICAL —*The 31st August* 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the Charitable Dispensary at Moonshigunge, in the district of Dacca —

Baboo Brindaban Chander Das, Court Sub Inspector, *vice* Baboo Mohananda Datta
„ Kali Nath Chatterjee, Sheristadar, First Moonsif's Court, *vice* Baboo Shoshi Bhoosun Mullick

The 5th September 1881 —Dr R A Barker, Civil Medical Officer, Bogra, is allowed leave for forty two days, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 15th instant

Assistant Surgeon Kishoree Mohan Ghose a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the civil station of Bogra during the absence, on leave, of Dr R A Barker, or until further orders

Assistant Surgeon Doyal Krishna Ghose, in charge of the Sooltangacha Dispensary, in the Hooghly district, is allowed leave for one year, under Section 133 of the Civil Leave Code

Assistant Surgeon Kedar Nath Sen, a Supernumerary at Howrah, is appointed to have charge of the Sooltangacha Dispensary, in the Hooghly district, during the absence, on leave of Assistant Surgeon Doyal Krishna Ghose, or until further orders

MUNICIPAL —*The 25th August* 1881 —The following gentlemen are re appointed to be Commissioners of the Meherpore Municipality in the district of Nuddea —

Baboo Mohendro Nath Mookerji | Baboo Gobindo Chunder Ghose.

The Lieutenant Governor approves the re-election, by the Commissioners of the Meherpore Municipality, of Baboo Brojo Coomar Mullick to be their Vice-Chairman for 1881 82

The 30th August 1881 —The Resident Engineer of the Darjeeling Himalayan Railway, is appointed an *ex officio* Commissioner of the Municipality of Kurseong, in the district of Darjeeling

The 31st August 1881 —The following gentlemen are re appointed to be Commissioners of the South Barrackpore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs —

Baboo Hurri Kissen Sirkar | Baboo Nil Madhab Chatterjee

[*Government Gazette*, 13*th September* 1881]

ব্যবস্থাপন বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত এ, মাকেঞ্জি সাহেব আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার আসন ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—নদীয়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ক্ট এম পৌরার্স সাহেব, গত মাসের ২৩ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত জে এম, ই, গুসনবরি সাহেব ছুটী লওয়াতে হাবড়ার পোলীসের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ এম হারিস সাহেব, গত মাসের ২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এচ, এম, হারিস সাহেবের পরিবর্ত্তে বাঁকুড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে বি, বচ সাহেব গত মাসের ২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ টি ফেগান সাহেব রাজকার্য্যে গমন করাতে কটকের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল শ্রীযুত সি, টি, হিচিন্স সাহেব, গত মাসের ১০ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল শ্রীযুত সি টি হিচিন্স সাহেবের পরিবর্ত্তে কাছাড়ের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, ডবলিউ, ডালি সাহেব গত মাসের ১০ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২ সেপ্টেম্বর।—পাঁচকুড়ার একটিং গ্রাম্য সব-রজিষ্ট্রার শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণানন্দ দাস সেই পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত বাবু অটলবিহারী মৈত্র স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে দ্বারভঙ্গার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী গোয়র আলি দ্বারভঙ্গা জিলার স্কুল কমিটীর সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

আফীন বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—শ্রীযুত ডবলিউ এচ টি হোমে সাহেব, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বাণারস এজেন্টীতে আফীমের আসিষ্টান্ট সব ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এফ এম বামসে সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বাণারস এজেন্টীতে আফীমের আসিষ্টান্ট সব-ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৩১ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুনসীগঞ্জস্থ দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু মহানন্দ দত্তের পরিবর্ত্তে কোর্ট সব ইনিস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র দাস।

শ্রীযুত বাবু শশীভূষণ মল্লিকের পরিবর্ত্তে প্রথম মুনসেফের আদালতের সেরিশ্তাদার শ্রীযুত বাবু কালী নাথ চট্টোপাধ্যায়।

১৮৮১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর।—বগুড়ার সিবিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত আর এ, বার্কর সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি বিয়াল্লিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

ডাক্তর শ্রীযুত আর এ বার্কর সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত কিশোরীমোহন ঘোষ, বগুড়ার সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

হুগলী জিলার অন্তর্গত সুলতানগাছা ঔষধালয়ের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত দয়ালকৃষ্ণ ঘোষ সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৩৩ ধারামতে এক বৎসরের ছুটী পাইলেন।

আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত দয়ালকৃষ্ণ ঘোষের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় হাবড়ার অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত কেদারনাথ সেন, হুগলী জিলার অন্তর্গত সুলতানগাছা ঔষধালয়ের কার্য্যের ভারগ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—৮৮১ সাল ২৫ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নদীয়া জিলার অন্তর্গত মেহেরপুর মুনসিপলিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। | শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

মেহেরপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু ব্রজকুমার মল্লিককে ১৮৮১। ৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্টগবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট—দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়র স্বীয় পদোপলক্ষে দার্জিলিং জিলার অন্তর্গত কর্সিয়ঙ্গ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৩১ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ বারাকপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু হরিকৃষ্ণ সরকার। | শ্রীযুত বাবু নীলমাধব চট্টোপাধ্যায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৩ সেপ্টেম্বর।]

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the North Dum Dum, Municipality in the district of the 24 Pergunnahs —

Baboo Bishto Chandra Mittra *vice* Baboo Cali Das Dutt
„ Raj Kristo Chuckerbutty

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Nattore Municipality in the district of Rajshahye —

The Police Inspector, in charge of the Nattore sub division } *Ex officio*.
The Medical Officer in charge of the Nattore sub division }
The Sub Deputy Collector of Nattore }
Moulvie Mahomed Asad Khan, Zemindar
Mr M P Jackson, Jotedar

Baboo Mahin Chandra Roy L M S Medical Practitioner
„ Komul Chundra Mozoomdar, Head Master
„ Madhab Chandra Mozoomdar, Jotedar
Nilmony Dass Medical Practitioner

The 1st September 1881 —Baboo Ram Ruttun Mozoomdar, is appointed to be a Commissioner of the Bhagulpore Municipality, *vice* Moulvie Imdad Ali Khan Bahadoor

Baboo Surrut Chunder Dass Deputy Inspector of Schools is appointed to be a Commissioner of the Pubna Municipality *vice* Baboo Girdharee Bose transferred

The 3rd September 1881 —Baboo Buldeo Lall Khar Khowka, is appointed to be a Commissioner of the Gya Municipality

ROAD CESS —*The 3rd September* 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the District Road Cess Committee of Furreedpore —

Baboo Ambica Churn Majumdar, Pleader *vice* Baboo Syama Sanker Majumdar
Hurrish Chunder Sen Pleader *vice* Baboo Someswar Sikdar

The 5th September 1881 —Baboo Kali Sunker Sen Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Noakholly is appointed to be a member of the District Road Cess Committee of Noakholly *vice* Apothecary L Lyons resigned

The following gentlemen are appointed to be members of the Branch Road Cess Committee of Madaripore in the district of Furreedpore —

Baboo Pyari Mohun Banerjee *vice* Baboo Ram Chunder Roy Chowdry
Pratap Chander Ghose *vice* Baboo Koylash Chander Bose

The 6th September 1881 —Surgeon H W Hill, Civil Surgeon Manbhoom is appointed to be a Member and Vice Chairman of the District Road Cess Committee of Manbhoom

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 1st September 1881 —Under the provisions of Section III Regulation VI of 1819 the Lieutenant Governor is pleased to declare the ferry Bhagakalaighat over the river Noleya on the Kristopore road, within the police station of Kalligunge in the district of Rungpore, to be a public ferry

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION
DISTRICT OF MOZUFFERPORE

The 2nd September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Mozufferpore have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal.

[*Government Gazette, 13th September* 1881]

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উত্তর দমদমা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কালিদাস দত্তের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু বিষ্ণুচন্দ্র মিত্র।

„ বাবু রাজকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নাটোর মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত পোলীসের ইনস্পেকটর
নাটোর মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক
নাটোরের সব ডেপুটী কালেক্টর।
} স্বং পদোপলক্ষে

জমীদার শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ আসদ খাঁ।
যোতদার শ্রীযুত এম, পি, জ্যাকসন সাহেব।
চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু মোহিমচন্দ্র রায় এল এম, এস।
প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু কমলচন্দ্র মজুমদার।
যোতদার শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মজুমদার।
চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু নীলমনি দাস।

১৮৮১ সাল ১ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত মৌলবী ইমদাদআলি খাঁ বাহাদুরের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বা রামরতন মজুমদার ভাগলপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু গিরিধারী বসু স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযু বাবু শরচ্চন্দ্র দাস পাবনা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৩ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত বাবু বলদেব লাল খাঁর খোকা গয় মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৩ সেপ্টেম্বর।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ফরীদপুর জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্যামাশঙ্কর মজুমদারের পরিবর্ত্তে উকীল শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার।

„ বাবু সোমেশ্বর পীতদারের পরিবর্ত্তে উকীল শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র সেন।

১৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—আপথিকরি শ্রীযুত টি উলিয়মস্ সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে নওয়াখালীর একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কালাশঙ্কর সেন নওয়াখালী জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত মাদারীপুর শাখা পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র রায় চৌধুরীর পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু পেয়ারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

„ বাবু কৈলাসচন্দ্র বসুর পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ।

১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—মানভূমের সিবিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুত এচ ডবলিউ হিল সাহেব মানভূম জিলার পথকর কমিটীর মেম্বর ও প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

হরেস এ, কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১ সেপ্টম্বর।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব, রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ পোলীস থানার এলাকার সামিল কৃষ্ণপুর পথের সোনেয়া নদীর উপর ভোটমারীর ঘাটের খেয়া ঘাট ১৮ ৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে সরকারী ঘাট বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

এচ এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

মজফরপুর জিলার পথকর বিষয়ক
বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে মজফরপুর জিলার পথকর কমিটী অত্যুচ্চহার অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৵০ দুই পয়সা করিতে স্থির করিয়াছেন, সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন কর অবগতার্থে এতদ্দারা প্রকাশ করা গেল।

রয়, এম এ।

বঙ্গদেশ

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৩ সেপ্টেম্বর।

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF MANBHOOM

The 3rd September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Manbhoom, have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881, at the maximum rate of six pies, or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH

Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF JESSORE

The 6th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Jessore have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH

Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF JULPIGOREE

The 6th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Julpigoree have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH

Offg Secy to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT

No 5510A

The 31st August 1881 —The leave granted to Baboo Bolack Chand Subordinate Judge of Bhagulpore and Judge of the Small Cause Courts of Bhagulpore and Monghyr under the orders of the 22nd May and the 23rd June 1880 is commuted to leave under Section 72 Rule 1 of the Civil Leave Code

The Lieutenant Governor accepts the resignation tendered by Shah Mehdi Hossein of his appointment as an Honorary Magistrate for the Behar Bench

The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Culnah Bench in the district of Burdwan and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class —

Baboo Upendro Narain Ghose Zemindar
„ Chunder Nath Roy Pleader
„ Aghore Nath Chatterjee B A, B L, Vakeel
„ Benode Behary Bose Pleader
„ Surbessur Bidyarutno, Pleader and Zemindar

The Lieutenant Governor accepts the resignation tendered by Baboo Dinobundhoo [illegible] his appointment as an Honorary Magistrate for the Culnah Bench in the district of [B]urdwan

[illegible] gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Sudder [illegible] of Rajshahye, and are vested with the powers of a Magistrate of the [illegible]

[illegible] Mohun Neogy Deputy Inspector of Schools
[illegible]ur, M A, Superintendent of the Rajshahye Madrassah

[*Government Gazette, 13th September* 1881]

মানভুম জিলার পথকর বিষয়ক
বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৩ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে মানভুম জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চহারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকাপ্রতি ৵১০ পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন, সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ, এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

যশোহর জিলার পথকর বিষয়ক
বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে যশোহর জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চহারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকাপ্রতি ৵০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন, সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম, কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

জলপাইগুড়ি জিলার পথকর বিষয়ক
বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে জলপাইগুড়ি জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চহারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকাপ্রতি ৵০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্ট।

৩৮১০ A নম্বর।

১৮৮১ সাল ৩১ আগস্ট।—ভাগলপুরের সবর্ডিনেট জজ এবং ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের ছোট্ট আদালতের জজ, শ্রীযুত বলাকচাঁদ বাবু ১৮৮০ সালের ২২ মের ও ২৩ জুনের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তাহা সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণমত ছুটী বলিয়া গণ্য করা গেল।

শ্রীযুত শাহ মেহেদি হুসেন বিহার বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনা বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জমীদার শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।
উকীল শ্রীযুত বাবু চন্দ্রনাথ রায়।
উকীল শ্রীযুত বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ও বি এল।
উকীল শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী ঘোষ।
উকীল ও জমীদার শ্রীযুত বাবু সর্ব্বেশ্বর বিদ্যারত্ন।

শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু নন্দী বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনা বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজশাহী জিলার অন্তর্গত সদর বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী।
রাজশাহী মদরাসার সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত মৌলবী আবদুল খয়র, এম, এ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ৮৮। ১৩ সেপ্টেম্বর।]

The 1st September 1881 —The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary, Magistrates for the Egra Bench, in the district of Midnapore, and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

Baboo Sarada Prosad Mittra, Sub Inspector of Schools

" Joy Gopal Khan, Naib of the Zemindar of Amorsi station, Pataspur

The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench at Berhampore in the district of Moorshedabad, and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class —

Baboo Baroda Prosad Bagchi, Pleader
" Nafar Das Rai Zemindar
Bhabani Kissore Chuckerbutty Pleader
Saroda Prosad Mookerjee, Pleader

The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench of Magistrates at Kandi, in the Moorshedabad district, and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class —

Baboo Gopi Krishna Singh, Zemindar
" Punchanun Mookerjee Zemindar
" Saroda Prosad Rai Chowdry, Zemindar
" Mohendra Nath Roy, Zemindar
" Upendra Sunder Tribidi Zemindar
" Kailas Chunder Roy, Zemindar
Radha Mohun Ghose Zemindar

The 5th September 1881 —Baboo Gunganath Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Chumparun is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

Baboo Obhoy Chunder Das Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24 Pergunnahs is vested with the powers of a Magistrate of the First Class

The 6th September 1881 —Baboo Omullo Churn Mullick Deputy Magistrate and Deputy Collector, Buxa, Julpigoree, is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

Baboo Bhooputty Roy Subordinate Judge Burdwan, is allowed leave for twenty one days under Section 127 Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may avail himself of it

Baboo Promotho Nath Banerjee, Moonsif of Burdwan, is appointed to act as Subordinate Judge of Burdwan, during the absence, on leave, of Baboo Bhooputty Roy, or until further orders

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFS —*The 1st September* 1881 —Mr A C Mitter, Officiating Second Moonsif of Baraset in the district of the 24 Pergunnahs is allowed leave for fifteen days under Rule 1 Section 72 of the Civil Leave Code with effect from the 1st September 1881, or from such date as he may avail himself of it

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT,—BENGAL

The 3rd September 1881

No 251 —*Leave* —Mr F Rawson Assistant Engineer Second Grade Mahanuddy Division is granted privilege leave for three months under section 73 of the Civil Leave Code

The 5th September 1881

No 252 —*Transfer* —Mr G J R Leeson, Executive Engineer, Third Grade, is transferred in the interests of the public service from the Circular and Eastern Canals, to the Cossye Division which he joined on the afternoon of the 20th August 1881

No 253 —*Leave* —Mr W H Nightingale, Executive Engineer, Second Grade, First Calcutta Division is granted privilege leave for two months and twenty days, under Section 73 of the Civil Leave Code with effect from the 10th instant, or such date as he may avail himself of it

No 254 —*Notification* —Mr T D Davies Executive Engineer, Fourth Grade, temporary rank, is appointed to be Executive Engineer of the First Calcutta Division, during the absence, on privilege leave, of Mr W H Nightingale or until further orders

G F E S NEILL, *Major*, M S C,
Asst Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

১৮৮১ সাল ১ সেপ্টেম্বর।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদনীপুর জিলার অন্তর্গত এগ্রা বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

স্কুলসমূহের সব ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত বাবু সারদা প্রসাদ মৈত্র।

অমর্ষি থানার সামিল পটাশপুরের জমীদারের ম্যানেজর শ্রীযুত বাবু জয়গোপাল খাঁ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত বহরমপুর বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

উকীল শ্রীযুত বাবু বরদা প্রসাদ বাগচী।

জমীদার শ্রীযুত বাবু নফর দাস রায়।

উকীল শ্রীযুত বাবু ভবানীকিশোর চক্রবর্ত্তী।

উকীল শ্রীযুত বাবু শারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কান্দি বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জমীদার শ্রীযুত বাবু গোপীকৃষ্ণ সিংহ।

,,　,, বাবু পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

,　, বাবু শারদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

,　,, বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়।

,,　,, বাবু উপেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

,　, বাবু কৈলাশচন্দ্র রায়।

,　, বাবু রাধামোহন ঘোষ।

১৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—চাম্পারনের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গঙ্গানাথ রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অভয়চন্দ্র দাস প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বক্সার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অমূল্যচরণ মল্লিক দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বর্দ্ধমানের সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু ভূপতি রায় যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ২২৭ ধারামতে একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু ভূপতি রায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বর্দ্ধমানের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানের সবর্ডিনেট জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মুনসেফদের ছুটী —১৮৮১ সাল ১ সেপ্টেম্বর।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারসতের একটিং দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত এ সি মিত্র ১৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর অবধি অথবা যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণ মতে পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

হরেস এ, কক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮১ সাল ৩ সেপ্টেম্বর।

২৫১ নম্বর।—ছুটী।—মহানদী খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এফ রাসম সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭৩ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।

২৫২ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—তৃতীয় শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জি জে, আর লীসন সাহেব রাজকার্য্যের স্বার্থের নিমিত্তে সরকুলর ও পূর্ব্ব খাল খণ্ড হইতে কাঁসাই খণ্ডে প্রেরিত হইয়া ১৮৮১ সালের ২০ আগষ্টের অপরাহ্ণে তথায় কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

২৫৩ নম্বর।—ছুটী।—কলিকাতার প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডবলিউ এচ, মাইটিজেল সাহেব এই মাসের ১০ তারিখ অবধি অথবা যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল, কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭৩ ধারামতে দুই মাস বিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

২৫৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুত ডবলিউ এচ, মাইটিজেল সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে, ডি, ডেবিস সাহেব, কলিকাতার প্রথম খণ্ডের একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জি, এফ, ই, এস, নীল মেজর এম, এস, সি,
পাব্লিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

CIVIL BUILDINGS

The 5th September 1881

No 255 —*Declaration*—Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal, that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for a site for sub divisional buildings in the village of Mukutpore, pergunnah Khorak deha, zillah Hazaribagh, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 28 bigahs of local measurement bounded on the north, east and west by the land of Mukutpore village, the property of the Equitable Coal Company, Limited, and on the south by the Pachumba road is required within the aforesaid village, Mukutpore

This declaration is made, under the provisions of Section 6 Act X of 1870 to all whom it may concern

S T TREVOR, *Lieut Col*, R E,
Joint-Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

The 6th September 1881

No 256 —*Posting*—With reference to Notification, No 241 of the 23rd ultimo, Mr B W Cantopher Assistant Engineer First Grade is posted to the Nuddea Rivers Division, which he joined on the afternoon of the 27th idem

No 257 —*Leave*—Mr H Joll Executive Engineer First Grade has been granted an extension of six weeks furlough by Her Majesty s Secretary of State for India

No 258 —*Addendum*—In Notification No 210 of the 26th July 1881 after the word ' Railway ' add the words ' in addition to his own duties

No 259 —*Leave*—In modification of Notification, No 199 of the 21st July last, Mr F Behrmann Assistant Engineer First Grade is granted privilege leave, from 12th July to 19th August 1881 both days inclusive under Section 136 of the Civil Leave Code, Mr F Behrmann is posted to the South Western Circle

No 260 —*Declaration*—Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal, that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz for road diversion and station purpose of the East Indian Railway Company, in mouzah Kodallymaut, pergunnah Arsha zillah Hooghly it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less 2 acres and 37 poles or 6 bigahs 15 cottahs and one half chittack of standard measurement bounded on the north by Panna Lall Seal s land on the south by road on the east by Kally Doss Neogy Moulvie Nuzeeroodeen, and Nilmony Doss land on the west by East Indian Railway Company's permanent land and road is required within the aforesaid village of Kodallymaut

This declaration is made, under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

G F E S NEILL, *Major*, M S C
Asst Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

সিবিল অট্টালিকা বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।

২৫৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হাজারীবাগ জিলার অন্তর্গত খরকডিহা পরগনার মুকুটপুর গ্রামে মহকুমার ঘর নির্ম্মাণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয় আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত মুকুটপুর গ্রামে স্থানীয় মাপের ন্যূনাধিক ২৮/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা মুকুটপুর গ্রামের ভূমি দ্বারা সীমাবদ্ধ এক্সটেবল কোল কোম্পানির সম্পত্তি ও দক্ষিণ সীমা পচস্থাপথ।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এস টি ট্রেবর লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল আর ই
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের জাইণ্ট সেক্রেটরী।

১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

২৫৬ নম্বর —অবস্থিতির কথা।—গত মাসের ২৩ তারিখের ২৪১ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর আসিস্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বি ডবলিউ কার্টফর সাহেব, নদীয়ার নদীখণ্ডে অবস্থাপিত হইয়া উক্ত মাসের ২৭ তারিখের অপরাহ্নে খায় কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

২৫৭ নম্বর।—ছুটী।—ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব প্রথম শ্রেণীর এক্সেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এচ, জল সাহেবকে আর ছয় সপ্তাহের নিয়মিত ছুটী দিয়াছেন।

২৫৮ নম্বর।—কথাযোগ করিবার কথা।—১৮৮১ সালের ২৬ জুলাইর ২১০ ন বিজ্ঞাপনে "সাহেব" শব্দের পর আপন কর্ম্মাতিরিক্ত' এই কথা যোগ করিতে হইবে।

২৫৯ নম্বর।—ছুটী।—গত জুলাই মাসের ২১ তারিখের ১৯৯ নং বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। প্রথম শ্রেণীর আসিস্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ই বেহরমান সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৩৬ ধারামতে ১৮৮১ সালের ২ জুলাই অবধি ১৯ আগষ্ট পর্য্যন্ত অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন। তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম চক্রে অবস্থাপিত হইলেন।

২৬ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত আর্শা পরগনার কোদালী মাঠ মৌজায় পথ ফিরাইবার ও ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির ষ্টেশনের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত কোদালিয়া মাঠ গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ? একর ৩৭ পোল অর্থাৎ ৬৮, ০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পান্নালাল শীলের জমি দক্ষিণ সীমা পথ পূর্ব্ব সীমা কালিদাস বিযোগী, ও মৌলবী নজীরুদ্দীন ও নীলমণি দাসের জমি পশ্চিম সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির চিরকালীন ভূমি ও পথ।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

জি এফ ই, এস, নীল, মেজর এম এস সি
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড ।

ইশ্তিহার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব্ব

৪০ সেরের

নম্বর	গঞ্জ।	গম।			যব।			ভাল চাউল।			মাঝারি চাউল।			কঙ্গু ও বাজরা।		
		এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা	২৸৴	২৸৶	২॥০	১।০	১।	১৸	৫৲	৫৲	৬॥০	২॥	২॥	৩।০			
২	সেরাজগঞ্জ	১।৶	১।৶	১৸				৩।৶	৩৲	৩॥	১।৴	১।	১।৶			
৩	ঢাকা	২৸৴	১॥৶	২॥৴	৸৶	৸৶	১৶	১॥৶	১॥	১৸	১।	১৶	১।৶			
৪	নারায়ণগঞ্জ							১।৶	১।৵	১॥৶	।০	১।	১॥			
৫	চট্টগ্রাম							২॥	২॥০	২।	১।	১॥৴	১৸৴			
৬	পাটনা	২৴৯	২ ৯	১৸৶৬	৲	১৲	১।৴৩	২॥৶৬	২ ৴৯	৬।৴	৸৴	১৸৴	২৴৯			
৭	বালেশ্বর	২॥	২॥	২॥				১৸৵	১৸৶	২॥	১।	১।	১৸৴৬			
৮	পুরী										১॥৶৬	১৸	২।৶			
৯	কটক*															

*রিটর্ণ পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতা
১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

জিলা বৰ্দ্ধমান ।—নিলামের বিজ্ঞাপন ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে বৰ্দ্ধমান জিলাস্থিত নিম্নলিখিত সম্পত্তিতে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকী স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত বিক্রয়ের সর্ত্তানুসারে ইং সন ১৮৮১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মোং বাং সন ১২৮৮ সালের ১২ আশ্বিন মঙ্গলবার তারিখে বৰ্দ্ধমানের কালেক্টরি কাছারিতে বিক্রয় করা যাইবেক ।

খরিদারগণ নিম্নলিখিত বিক্রয়ের শর্ত্ত সকলের বাধ্য থাকিবে ।

বিক্রয়ের শর্ত্ত ।

১। অবধারিত মূল্যের উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ডাক করিবেক এই সম্পত্তি তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক খরিদারকে ঐ সম্পত্তির মালিক বিবেচনা করা যাইবেক এবং এই সম্পত্তিতে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকী স্বত্ব আছে তাহা তাহাকে অর্পণ করা যাইবেক কেবল চিরকালের জন্য অবধারিত রাজস্ব দিতে হইবেক ।

২। প্রচলিত আইন ও বন্দোবস্তের কায়দানুসারে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহার এবং বর্ত্তমান পাট্টা সকলের শর্ত্তের অধীনতায় এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবেক । এবং রাজস্বের হাকিমান কর্ত্তৃক যে করদায়ের কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে যে সকল প্রজা দস্তখত করিয়াছে খরিদারগণ তাহাদিগের স্বত্ব সকল স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেক ।

৩। যদ্যপি বিক্রয়ের মূল্য ১০০৲ একশত টাকা কিম্বা কম হয় তাহা হইলে সমস্ত টাকা একবারে দাখিল করিতে হইবেক ।

৪। যদ্যপি বিক্রয়ের মূল্য ১০০৲ একশত টাকার অধিক হয় তাহা হইলে তাহার চতুর্থাংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বাকী টাকা বিক্রয়ের দিবস হইতে গণনা করিয়া ১৫ দিবসের মধ্যাহ্ন কালের মধ্যে অথবা সেই দিবস কাছারি বন্দ থাকিলে তাহার পর দিবস মধ্যাহ্ন কালের মধ্যে দাখিল না করিলে ঐ বিক্রয় রহিত হইবেক এবং যে টাকা দাখিল হইয়াছে তাহাও গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক এবং প্রথম বিক্রয় সম্বন্ধে যেরূপ বিজ্ঞাপন জারি হইয়াছিল তদ্রূপ বিজ্ঞাপন জারির পর ত্রুটিকারক খরিদারের দায়ে ঐ সম্পত্তি পুনর্ব্বার বিক্রয় করা যাইবেক ।

গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তির ষ্টেটমেণ্টেতে যে নম্বর আছে তাহা ।	তৌজির নম্বর ।	সম্পত্তি ও পরগনার নাম ।	একরের মাপানুসারে অনুমানক পরিমান ।	গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব যাহা ধার্য আছে ।	অবধারিত মূল্য ।	মন্তব্য ।
৬৪	৭৫১৯	কাশীপুর পরগনা বানীঘাটী খাস নং ৬৪ ।	এ ক প ৩ ৩	৩৲ তিন টাকা ।	৬৲ ছয় টাকা ।	

BURDWAN COLLECTORATE } The 3rd August 1881 }

W. R. LARMINIE, Collector.

জেলা বৰ্দ্ধমান ।

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী জেলা বৰ্দ্ধমান ।

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে নিম্ন লিখিত বিক্রয়ের শর্ত্তানুসারে বৰ্দ্ধমান জেলাস্থিত নিম্নলিখিত রেইলওয়ের সিকমি ভূমি রেইলওয়ের কোম্পানির আবশ্যক না থাকা প্রযুক্ত সন ৮৮ সালের ২৬ অক্টোবর মোতাবেক সন ১২৮৮ সালের ১১ কার্ত্তিক বুধবার তারিখে দিবা দুই প্রহরের সময়ে জেলা বৰ্দ্ধমানের কালেক্টরী কাছারিতে নিলামে বিক্রয় হইবেক ।

১। যদি খরিদের মূল্য ১০০ শত টাকার অধিক না হয় তবে নিলামি মূল্য তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক ।

২। খরিদের মূল্য ১০০ টাকার অধিক হইলে মূল্যের চতুর্থাংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয়ের দিবস এক দিবস গণনা করিয়া বিক্রয়ের দিন হইতে পঞ্চদশ দিনে দিবা দুই প্রহরের মধ্যে বক্রী টাকা দাখিল করিতে হইবেক ঐ দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপর প্রথম যে দিন কাছারী খুলিবেক সেই দিনে দুইপ্রহরের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক দাখিল না করিলে বিক্রয় রহিত ও বায়নার টাকা সরকারে জব্দ হইয়া প্রথম স্থলীয় বিক্রয়ের নিয়মানুসারে ইস্তাহার জারী করিয়া ত্রুটি কারি খরিদারের ঝুঁকিতে পুনরায় নিলাম করা যাইবেক ।

[Government Gazette, 13th September 1881.]

৩। প্রত্যেক লাটের যে মূল্য অবধারিত হইল তদতিরিক্ত মূল্যে ঐ সকল ভূমি নিষ্করূপে নিলামের দ্বারা বিক্রয় করা যাইবেক।

৪। নিলাম মঞ্জুর হইলে খরিদারদিগকে দখল দেওয়া যাইবেক।

লাটের ক্রমিক নম্বর।	জেলা।	পরগনা মৌজা।	যে নম্বর মাইলে জমি আছে।	রেইলওয়ের কোন পার্শ্বে আছে।	জমীর ন্যূনাধিক পরিমাণ। একর হিসাবে।	জমীর ন্যূনাধিক পরিমাণ। বিঘার পরিমাণে।	ধার্য্য হওয়া মূল্য।	জমির বাউণ্ডরি।
১	বর্দ্ধমান	বুদবা পং সুপুর।	৯৬	পশ্চিম	৫ রূপে ৯১২।	বিঘা ৫ ৮৪৮	৭৭৫	অজয় নদীর দক্ষিণ রেইলওয়ে বি কেলাশ জমর পশ্চিম ৯৭ মাইলের খুটার উত্তর বুদবার মালের জমির পূর্ব্ব।
২	ঐ	ঐ	৯৫	পশ্চিম	৩ ১ ।৫২	১৬/১৮	১০৫	৯৫ মাইলের খুটার দক্ষিণ রেইলওয়ে f ক্লাশ জমর পশ্চিম ভেদিয়ার উত্তর বুদবার মালের জমির পূর্ব্ব।
৩	ঐ	ভেদয়া পং মনোহর শাহি।	৫	পশ্চিম	১ ।২ ।২	৪।১৫।	১	বুদবা গ্রামের দক্ষিণ রেইলওয়ের বি ক্লাশ জমির পশ্চিম কান্দড়ের উত্তর ভেদিয়ার মালের জমির পূর্ব্ব।

W. R. LARMINIE, *Collector*

জিলা ফরীদপুর।

নিলামের বিজ্ঞাপন। কাছারী কালেক্টরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরীদপুর জেলার অন্তঃপাতি নিম্নের লিখিত খাস মহালে গবর্ণমেণ্টের মালিকি স্বত্ব রাজি ৮৮১ সালের ২ সেপ্টেম্বর মাতাবক ১২৮৮ সালের ৬ আশ্বিন বুধবার জেলা ফরীদপুরের কালেক্টরীতে বিক্রয় হইবেক এই মহাল যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেন তিনি নিম্নলিখিত বিক্রয়ের নিয়ম সকলের অধীন থাকিবেন।

১। এই মহাল যে ব্যক্তি নীলামের প্রথম ডাকের উপর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডাকিবেক তাহা কই দেওয়া যাইবেক। ক্রেতা মহালের মালিক বলিয়া গণ্য হইবে এ মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিক স্বত্ব আছে তাহা তাহাকে বিক্রীত হইবে। কেবল তিনি নির্দ্ধারিত সদর জমা দিতে হইবে।

২। বর্ত্তমান পাট্টা এবং বন্দোবস্তের কার্য্য কি প্রবল আইন হইতে তৎপর স্বত্ব সকল বিক্রয়ের পরেও বাহাল থাকিবেক রাজস্ব কার্য্যকারকদিগের কৃত জমাবন্দীতে যে যে খোদকস্ত রাইয়ত স্বাক্ষর করিয়াছে ক্রেতা তাহাদিগের স্বত্ব মানিতে বাধ্য হইবে।

৩। একশত টাকার অনধিক পণ হইলে সে সমুদয় টাকা দিতে হইবেক।

৪। একশত টাকার অধিক হইলে ডাকপণের চারি অংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয়ের দিবস এক দিবস বলিয়া গণনা করত বিক্রয়ান্তর পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্নকালে কিম্বা সেই দিবস বন্ধের দিন হইলে তৎপরে প্রথম যে দিন কাছারী খোলা যায় সেই দিনের মধ্যাহ্নকালে যদি অবশিষ্ট টাকা দাখিল না হয় তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক ও প্রথম ক্রেতার বিক্রয়ের নামে পুনর্ব্বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণপূর্ব্বক ঐ প্রতিকার ক্রেতার ঝুকিতে সেই মহাল পুনরায় বিক্রয় হইবেক।

খাস মহালের নম্বর।	জিলার বহীর নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	ভূমির পরিমাণ। একর।	ভূমির পরিমাণ। রোড।	ভূমির পরিমাণ। পোল।	সদর জমা। নির্দ্ধারিত জমা।	নীলামের প্রথম ডাক।	মন্তব্য।
৩৩৪	৫৫৫৬	তাং রঘুরাম মজুমদার পরগণে জলালি	২	১	৮	৩১	৬১	১২৮৮ সালের ১ এপ্রেল হইতে বিক্রয়ের ফল হইবেক।

ফরীদপুর কালেক্টরি।

J. E. B. JEFFERY, *Offg. Collector*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৩ সেপ্টেম্বর।]

জিলা ত্রিপুরা।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহাদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্ন লিখিত মহাল সকল ত্রিপুরা জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ৮৮ ই সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার যোগ্য তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে ৮৮১ সাল তারিখ ৫ আগষ্ট।

তপশীল।

নম্বর এ রেজেষ্টরি	নম্বর তৌজি	মহালের নাম।	মালিকের নাম ধাম।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা নাং কিস্তি জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ বাং।	কৈফিয়ৎ।
১০৫	১৪৮	লালপুর জোয়ার ।৶ আনা কিসমত।	মুনসী কফিলদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী পিতা মৃত মুনসী নাছমদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী সাং ডিনামানিক পং বাড়িকন্দপুর ষ্টেসন পালঙ্গ জিলে ফরীদপুর হি ।৶	২১৪॥০	০	এই দুই অংশের বাকী না থাকায় নিলাম হইবেক না।
			শ্রীমতী শাহামিদন্নেছা বেগম জওজে মুনসী নাছমদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী সাং পং তথা হি ।৶	২১৪॥	০	
			৸০	৪২৯	০	
			মি আলেকজাণ্ডর টামস সাহেব এক্সিকিউটর ষ্টেট মৃত মেজর জি পি ওয়াইজ সাহেব সাং হাল ঢাকা কুমারটুলি থানে সদর হি ।০ আনা	১৪৩	৭৵০	প্রকাশ থাকে
			১	৫৭২	৭৸৴১০	যে উক্ত মহা-

লের ৸০ আনা অংশ সদর জমা ৪২৯ টাকা যাহার মালিক মুনসী কফিলদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী ও শ্রীমতী শাহামিদন্নেছা বেগম বটে তাহার হিসাব ৮৫৯ ই. ১১ আ ১০ ধারামতে স্বতন্ত্র হওয়াতে তদবশিষ্ট ।০ আনা অংশ মালিক আলেকজাণ্ডর টামস সাহেব এক্সিকিউটর ষ্টেট মৃত মেজর জি পি, ওয়াইজ সাহেবের সদর জমা ৪৩ টাকা বটে তাহার উক্ত বাকীর কারণ নিলাম হইবেক।

নম্বর এ রেজেষ্টরি	নম্বর তৌজি	মহালের নাম।	মালিকের নাম ধাম।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা নাং কিস্তি জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ বাং।	কৈফিয়ৎ।
১৩৭৫	২০৪	উদয়চন্দ্র তালুক হি ।/ আনা পং পুরচণ্ডী।	গোবিন্দচন্দ্র পাল পিতা মৃত রাধামোহন পাল সাং শ্রীবৎসদাস পং গুণা মন্দী থানে টুবগী বাগ। আনন্দমোহন কুণ্ডু পিতা মৃত চন্দ্রমাধব কুণ্ডু সাং মালখানগর পং বিক্রমপুর থানা শ্রীনগর হাল সাং শাহারি শ্রীরামদী পং পুরচণ্ডী।	৮৩।৵৮	৩৬৸৩	

G TOYNBEE, *Offg Collector*

জিলা বাকরগঞ্জ।

জমিদারির বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মোতাবেক সন ১২৮৮ সনের ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ৩০ জুলাই।

তপসীল।

শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ত।
প্রথম শ্রেণী।	১৯৮৩	জাহাপুর পরগনা।	এজমালী হিং ৷৶৩৶৫ অংশের মালিক রজনীকান্ত দত্ত চৌধুরী গয়রহ।	মোট জমা ৮৫৩ ॥৶১০ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয় অংশের জমা ১০৷৷৶ ৮৪৪৸৶৪	৭৷৶১॥	এই এজমালী ৷৶১৷৶৩৶৫ অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৮৩৬	সিলিমাবাদ পরগনা হিং ৭ গণ্ডা।	হিং ৭ গণ্ডা এজমালী কালীপ্রসন্ন বসু গয়রহ।	২০৭৯৷৶৬॥ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয় অংশের জমা ৫১৯৸৶॥ ১৫৫৯৷৶ ১	১৶৮	এই এজমালী ৭ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৮৫৬	সিলিমাবাদ ও গয়রহ পরগনা হিং ২। গণ্ডা।	হিং ৮৲১৩॥ তিল এজমালী মালীক জগৎ মোহিনী গয়রহ।	৩৮৮২৶৫ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ২৬৫৷৶২। ২৪১৬৷৶২৷৶	৬৫৷৶৯৷৶	এই এজমালী ৮৲১৩॥ তিল অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৪৮৭২	পরং বোজর্গ ও মেদপুর পরং গুরুরাম বসু তা হিং॥ আনা।	জমিলমেহা খাতুন গয়রহ।	১৫৪০।৶৩	৪৶৯	এই ষোল আনা মহাল নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৫৯১	জফিরাবাদ পুরা চর।	এজমালী হিং ॥৶ আনা মৌলবী আকবর আলী চৌধুরী গয়রহ।	৯২৪ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৪০৪।০ ৫১৯৸০ মোট রাস্তা খরচ ৯৲ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের ৩৸৶ ৫।০	খাজানা ।৶ রাস্তা খরচ ॥৶ ৸৶০	এই এজমালী ।৶০ আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।

ANUND CHUNDER SEN
For Offg Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৩ সেপ্টেম্বর।]

তরতীব নম্বর ।	এর রেজেষ্টরির নম্বর ।	তৌজির নম্বর ।	নাম মহাল ও পরগণা ।	নাম মালিক ।	সদর জমা ।	যে বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক ।	কৈফিয়ৎ ।
৭	৪১৩	২৭২	ম বেলকী পং খান্দার ।	শ্রীমত্যা আদরমণী দেব্যা চৌ রঘুনাথ দাস পহরাজ মহাপাত্র সীতানাথ দাস ঈশ্বরমণী এব চৌ প্রেমচাঁদ মাসান্ত ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ প্যারীমোহন মাসান্ত মদনমোহন মাসান্ত ঈশ্বরচন্দ্র মাসান্ত মহেন্দ্রনাথ মাসান্ত ।	৯৪৮।।৵৪		
				বাদ শ্রীমত্যা আদরমণী দেব্যা চৌ রঘুনাথদাস পহরাজ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস ও ঈশ্বরামণী ও চৌ প্রেমচাঁদ মাসান্তর এ জমালী অংশ ৪৪১৸৭ বাদ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্র নাথ গোপেন্দ্রনাথ প্যারীমোহন মাসান্ত পৃথক হিসাব ২০৶৬ বাদ মদনমোহন মাসান্তর পৃথক হিসাব ১২৬৶৭ বাদ মহেন্দ্রনাথ মাসান্তর পৃথক হিসাব ১২০৶৬ এ	৮২৭।৵০		
				বকী ঈশ্বরচন্দ্র মাসান্তর পৃথক হিসাব যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক	২৬৶৬	১৩৮৶০	
৮	৪৯০	২১৭	ম বেচাগোপাল ও কেশবপুর প দাতুন চোর ।	কেদারনাথ ও রমানাথ ব্রজনাথ ও নরেন্দ্র নাথ ও মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য ও শীতলনারায়ণ বসু ও কালিদাস দত্ত ও রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশরথী পাহাড়ী ও রামগোবিন্দ পাহাড়ী ও রাজীবলোচন পাহাড়ী ও রামকুমার নস্কর ম্যানেজার কোর্ট ওয়ার্ডের অধীন রাধাগোবিন্দ পাল নাবালগ । রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।	১২৯৩।৵৫		
				বাদ রামকুমার নস্কর ম্যানেজর ও কোর্ট ওয়ার্ডের অধীন রাধাগোবিন্দ পাল নাবালগের পৃথক হিসাব ৮৪৸৫ বাদ রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃথক হিসাব ২৫৶	৩ ৩		
				বাকী কেদারনাথ ও রমানাথ ও ব্রজনাথ ও নরেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য ও শীতলনারাণ বসু ও কালিদাস দত্ত ও রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশরথী পাহাড়ী ও রামগোবিন্দ পাহাড়ী ও রাজীবলোচন পাহাড়ীর এজমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক ।	৮৩।৵১	।৵১	
৯	৫২১	৩৩৬	ম বারাজীত প. বারাজীত	সুন্দরনারাণ ও সদানন্দ সভুক্তি ও ।টুরামণী দেব্যা ও রামানিধি ও রামনন্দ ও মহেন্দ্র নাথ কুণ্ডু ।	৬৯৩/৪	৫৶	

তরতীব নম্বর।	এওয়েজে হরিরনম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী খাজ নার জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১	৬৬১	৩৯১	মঃ ভিতর বিনন্দ প তপে বা লী সীতা	গঙ্গাধার ঘন মাসান্ত ও ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও প্যা রীমোহন মাসান্ত ও উদ্ধবনারায়ণ মাসান্ত।	১১৫৮৮৵৭৵৯	৮৻১	
১১	৭৫০	৪৩৭	মং চকফতে ও সিংহপুর প খান্দার	চন্দ্রচুড় চতুর্ভুজ চৌধুরি ও উদ্ধব নারায়ণ মাইতি ও চিন্তামণি মহেন্দ্র নাথ কৈলাস সীতা নাথ, কালীপ্রসাদ অযোধ্যারাম দীনবন্ধু দ্বারকানাথ ভগবতি ও বেণীবি দেব।	১১৩৩৫৵ ০		
				বাদ মঃ চিন্তামণি মহেন্দ্র নাথ কৈলাস সীতা নাথ কালীপ্রসাদ অ যোধ্যারাম দীনবন্ধু দ্বারিকানাথ ভগবতি ও বেণীবি দেব পৃথক হিসাব।	৫১৩।৶১০		
				বাকী চন্দ্রচুড় চতুর্ভুজ চৌ ধুরি ও উদ্ধব নারায়ণ মাইতির এজমালী অংশ যাহা বাকী খা জনার জন্য নিলাম হইবেক।	৬ ৯॥৶১১	৴০	
১২	৮২০	৪৬৩	ম চাকই ও বলা প নাটীটাবী	প্রেমচাদ মাসান্ত ও উদ্ধ ব নারায়ণ মাসান্ত।	৭ ৮॥৫	৭৮॥০	
৩	৮৯৬	৫ ৬	ম চুচড়া প কেদারকুণ্ডু	মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্র নাথ ও প্যারীমোহন মাসান্ত প্রেমচাঁদ মা সান্ত।	৯৬ ৮০		
				বাদ মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্র নাথ ও প্যারীমোহন মাসান্তর এজমালী অংশ	৬৪ ৶৮		
				বাকী প্রেমচাঁদ মসান্তর পৃথক হিসাব যাহা সরকারি বাকী মালগু জারির জন্য নিলাম হইবেক।	৩২০॥৴৪	৩৫৶৪	
১৪	৯৩৭	৫২৭	ম দীঘলাবাড় পং কিংকাশী গোড়া	নবালল খাঁ।	মায়পুলীস ১৫৩৭৸৵৮	মায়পুলীস ৫২৬॥৴১	বর্ত্তমান ১৮ ৮১ সালে র গত ১২

* জানুয়ারি সূর্য্য অস্তের বাকী মালগুজারি এই এই ৫২৬॥৴১ টাকার জন্য এই রিসেল নিলাম হইবেক এই মাহালের গত মাচ কিস্তি হইতে বাকী মালগুজারির দায়িক হাল খরিদদার হইবেন ও ঐ হাল খরিদারের খরিদ উক্ত ২ই জানুয়ারির পর তারিখ ১৩ই জানুয়ারি হইতে প্রবল হইবেক

জিলা নওয়াখালী। ইস্তাহার।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ ইং ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা নওয়াখালীর মধ্যবর্ত্তি নিম্নের লিখিত মহালের ৮৮১ ইং ২৮ জুনের সূর্য্যাস্তের প্রাপ্য বাকির জন্য আদায় নিমিত্তে ১৮৮১ ই রেজি সনের ৯ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ২৮৮ সনের ৪ আশ্বিন রোজ সোমবার ঐ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজি ১৩ জুলাই।

নম্বর তৌজির।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকির সংখ্যা।
৪৫ নং	পং সুন্দ প কিসমত মহিন্দ্র নার য়ণ ষ্টেসন সুন্দীপ।	নিলাম খরিদ ঈশানচন্দ্র নন্দি	৬৩৭/১১	১১৮৮৬

I V WESTMACOTT *Offg Collector*

জিলা ২৪ পরগনা।

১৮৭৯ সালের নবেম্বর মাহর রুলের ১৭ ধারামতে নোটিস।

এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যাহার নকসা সুন্দরবনের কমিশনার সাহেবের আপীসে দেখিবার নিমিত্ত আছে এতৎসহ দত্ত তফসীলের লিখিত সেই ভূমির পাট্টা শ্রীরাজকুমার ব্যানোপাধ্যায় ও শ্রী.গরিশচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীকৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে উক্ত ভূমির উপর (৮৬৩ সালের ২৩ আ.ইনমতে অর্থাৎ পতিত ভূমির উপর দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার বিধান করণার্থ আইনমতে) দাওয়া বা আপত্তি করা প্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে নিলাম রহিত বা স্থগিত না হইলে তাহা ৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখ মোং ১২৮৮ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ শুক্রবার মধ্যাহ্নকালে বিক্রীত হইবে।

২। নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে ও ২৪ পরগনা ও যশোর ও বাকরগঞ্জের অন্তর্গত সুন্দরবনের পতিত ভূমির পাট্টা বিক্রয়ার্থ ১৮৭৯ সালের নবেম্বর মাসের ২ তারিখের বিধিমত যে সাধারণ নিয়মাধীনে উক্ত ভূমির পাট্টা দেওয়া যাইবে।

নিয়ম এই।

উক্ত ভূমি বর্ত্তমান পথ ও জল ও অন্য সকল স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্বের নিয়মাধীন থাকবে।

নৌকা গম্য সকল জলস্রোত ও খাল ব্যবহার করিবার স্বত্ব সাধারণের থাকিবে ও উক্ত প্রত্যেক জলস্রোতের ও খালের উভয় পার্শ্বে ২৫ ফুটের কম না হয় এমত প্রশস্ত গুন টানিবার পথ ও ব্যবহারার্থে রাখা যাইবে।

উক্ত ভূমির ধাতু প্রভৃতি খনির উপর গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব থাকিবে তদ্ভিন্ন সেই ধাতু প্রভৃতি তুলিবার ও পাইবার ও লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথস্বত্ব রক্ষা করা এবং যুক্তি সঙ্গত অন্য যে সুবিধা করা আবশ্যক তাহা করিতে হইবে। উক্ত ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের মালিকি স্বত্বও থাকিবে ও পাট্টাধারিকে কেবল দখলি স্বত্ব দেওয়া যাইবে। সেই স্বত্ব পুরুষানুক্রমিক ও হস্তান্তর যোগ্য হইবে।

(তফসীল।)

	লাটের নম্বর।	জেলা সব ডিবিজান ও থানা।	রকবা।	সীমানা।	
১	৩৬ নং লাটের পূর্ব্ব খণ্ড।	জেলা ২৪ পরগনা সব ডিবিজান বারুইপুর থানা জয়নগর	ন্যূনাধিক ৩৫ /	উত্তর ৩৭ নং লাট পূর্ব্ব বেনিখি নদী দক্ষিণ বাগনদী পশ্চিম ডিপুটী কালেক্টরী মে এগ্লিসন সাহেবের ১৮০/৮১ সালের নকশায় অঙ্কিত নূতন ভেড়ি যদ্দ্বারা এই খণ্ডের পশ্চিম ও অত্র লাটের পশ্চিম খণ্ডের পূর্ব্ব সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।	
২	৬ নং লাটের পশ্চিম খণ্ড।	ঐ	ন্যূনাধিক ৩ /	উত্তর ঠৈকলা কি বগাখাল এবং উপরোক্ত পূর্ব্ব খণ্ডের পশ্চিম সীমানার নূতন ভেড়ি। পূর্ব্ব উপরোক্ত নূতন ভেড়ি। দক্ষিণ বাগনদী। পশ্চিম ঠৈকলা অথবা বগা খাল	

SUNDERBUN COMMISSIONER'S OFFICE AT ALIPORE
The 31st August 1881

F E PARGITER
Offg Commissioner Sunderbun

[*Government Gazette*, 15th September 1881]

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করাণ যাইতেছে যে জেলা ঢাকার অধীন মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সংলগ্ন ধলেশ্বরী নদীর তীরে যে প্রতি বৎসর বিখ্যাত কার্ত্তিক বারুণীর মেলা হইয়া থাকে তাহা ইংরাজি ১৮৮১ সনের ৫ই নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ২১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভঙ্গ হইবেক বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি।

C C Stevens
জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতাস্থ ভূস্বামিগণকে বা তাঁহাদের কর্ম্মচারি, ট্রষ্টী একসেকুটর আডমিনিষ্ট্রেটরদিগকে এতদ্দারা জানান যাইতেছে যে, গত আপ্রিল মাসের ১ তারিখ হইতে রাজস্ব সম্পর্কীয় চলিত ১৮৮১। ৮২ সালের ভুমির যে রাজস্ব পাওনা হইয়াছে তাহা আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখে বা তৎপূর্ব্বে এই কালেক্টরীতে দাখিল করিতে হইবে, দাখিল করা না গেলে তাহা আদায় করিবার জন্য আইনের দৃঢতম বিধান প্রবল করা যাইবে।

জি এম, গুড্রিক, ডেপুটী কালেক্টর,

কলিকাতার কালেক্টরী, ৪ বংশাল ষ্ট্রীট ১৮৮১ সাল ১০ আগষ্ট।

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিনকোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪৷৷০ টাকা, প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮৷৷০ টাকা প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬৷৷০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫৷৷০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০৷৷০ টাকা পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ডিস্পেন্সরী ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ৷৷০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা ডাকমাসুল দিতে হইবে

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৩ সেপ্টেম্বর।]

Rates of Subscription to the Bengali Government Gazette

FROM 1ST JANUARY 1872

Payable in advance

	Rs		
For one year, without postage	10	0	0
Ditto, with postage	12	8	0

When postage stamps are remitted in payment of subscription one anna in the Rupee should be added for discount.

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার।

ডাকমাসুল বিনা এক বৎসরের	১০৲
ডাকমাসুল সুদ্ধ ঐ	১২৸০

ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠান গেলে টাকা প্রতি এক আনা মূল্যের একং থান ডাকের টিকিট ডিস্কৌণ্ট দিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

NOTICE

IN continuation of notice dated the 20th November 1877 intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied or advertisement notice &c inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA

Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

NOTE —*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

	Rs
Full page per issue	20
Half "	10

Casual advertisements —4 annas per line

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র,

বাঙ্গালদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

বক্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

	টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	১০৲
প্রথমং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

[*Government Gazette*, 13*th September*, 1881]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন মরিস্ লুইস্ সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1370—740—13 9 81

Numb 2199 ২১৯৯

[REGISTERED NO 30]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 20, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২০ সেপ্টেম্বর।

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART I

Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিদ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATIONS —ESTABLISHMENTS

Simla the 6th September 1881

No 275 —The services of the Hon'ble C Grant C S C S I Secretary to the Government of India in the Home Department are placed at the disposal of the Foreign Department

No 277 —Mr A Mackenzie C S, Secretary to the Government of Bengal is appointed to officiate as Secretary to the Government of India in the Home Department

The Hon'ble Mr Grant made over and Mr Mackenzie received charge of the office of Secretary to the Government of India in the Home Department on the forenoon of the 6th instant

F C DAUKES
Under Secy to the Govt of India

FOREIGN DEPARTMENT

NOTIFICATIONS —GENERAL

Simla the 8th September 1881

No 1686 *G* —Under Section 19 of the Civil Leave Code Sir A C Lyall K C B, Secretary to the Government of India in the Foreign Department is granted furlough to Europe on private affairs for eight months with effect from the 20th September 1881 or from any subsequent date on which he may avail himself of it

No 1688 *G* —The Hon'ble C Grant C S C S I Additional Member of the Council of the Governor General for making Laws and Regulations and Secretary to the Government of India in the Home Department is appointed to officiate as Secretary to the Government of India in the Foreign Department with effect from the 7th September 1881 *vice* Sir A C Lyall K C B proceeding on furlough

H M DURAND
Under Secy to the Govt of India

DEPARTMENT OF REVENUE AND COMMERCE

NOTIFICATIONS

Simla the 9th September 1881

No 2833 —The services of Mr A P MacDonnell C S have been replaced at the disposal of the Government of Bengal from the 31st August 1881

The 6th September 1881

No 2866 —In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Sea Customs Act VIII of 1878 His Excellency the Governor General in Council is pleased to exempt all materials and apparatus used in the construction and maintenance of lines of telephonic communication from the customs duties to which they are liable under the Indian Tariff Act 1875

The 9th September 1881

No 286[illegible] —Mr E Logan having been appointed to officiate as Accountant General, Bengal received charge of that office before noon on the 31st August 1881

No 2882 —Babu Ishan Chandra Basu M A having been appointed to officiate as Assistant Accountant-General Bengal received charge of that office before noon on the 31st August 1881

[*Government Gazette, 20th September* 1881]

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

সিবিলসর্ব্বিস বিষয়ক—বিজ্ঞাপন।

সিমলা ১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

২৭৫ নম্বর।—হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী মান্যবর শ্রীযুত সি গ্রাণ্ট সাহেব সি, এস ও সি, এস, আই ফরিন ডিপার্টমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

২৭৭ নম্বর।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী শ্রীযুত এ মাকেঞ্জি সাহেব সি, এস হোম ডিপার্ট মেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মান্যবর শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব ও শ্রীযুত মাকেঞ্জি সাহেব পরস্পর এই মাসের ৬ তারিখের পূর্ব্বাহ্ণে হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর কর্ম্মের ভার অর্পণ ও গ্রহণ করিলেন।

এফ সি, ডব্লু,

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

ফরিন্ ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।—সাধারণ।

সিমলা ১৮৮ সাল, ৮ সেপ্টেম্বর।

৬৮৬ G G নম্বর।—ফরিন্ ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী শ্রীযুত সর এ সি লায়ল সাহেব, কে সি বি, ৮৮১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্তে সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫৯ ধারামতে ইউরোপে গমনার্থে আট মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৬৮৮ G G নম্বর।—শ্রীযুত সর এ সি লায়ল সাহেব কে সি, বি নিয়মিত ছুটী লইয়া গমন করাতে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার অতিরিক্ত মেম্বর ও হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী মান্যবর শ্রীযুত সি গ্রাণ্ট সাহেব সি এস ও সি এস আই ৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখ অবধি ফরিন্ ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এচ এম, ডুরাণ্ড

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন

সিমলা ৮৮১ সাল ৯ সেপ্টেম্বর।

২৮৫৩ নম্বর।—শ্রীযুত এ পি মাকডোনেল সাহেব বি সি এস ১৮৮ সালের ৩১ আগস্ট অবধি বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে পুন সংস্থাপিত হইলেন।

৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

২৮৬৬ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রতি, সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৮ আইনের ২৩ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি দূর হইতে শব্দ চালনের তার প্রস্তুত ও তাহা বশীকরণার্থে যেং দ্রব্যের ও যন্ত্রের ব্যবহার হয় তাহার উপর ভারতবর্ষীয় তারিফ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনমতে কষ্টমের যত মাসুল দিতে হয় তাহা না দিবার আজ্ঞা করিলেন।

৮৮১ সাল ৯ সেপ্টেম্বর।

২৮৬৯ নম্বর।—শ্রীযুত আর লোগান সাহেব বঙ্গদেশের আকৌণ্টাণ্ট জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে ১৮৮১ সালের ৩১ আগস্টের পূর্ব্বাহ্ণে উক্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

২৮৮২ নম্বর।—শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু, এম এ বঙ্গদেশের আসিষ্টাণ্ট আকৌণ্টাণ্ট জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে ১৮৮১ সালের ৩১ আগস্টের পূর্ব্বাহ্ণে উক্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২০ সেপ্টেম্বর।]

No 2967 —In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Indian Stamp Act 1879, the Governor General in Council is pleased to remit in the whole of British India the stamp duty payable on leases or counterparts thereof executed at the time of settlements made directly by Government with existing occupants of land whether zemindars or tenants and whether self cultivating or not provided that no fine or premium is paid in consideration of such lease

T C HOPE
Offg Secy to the Govt of India

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Simla, the 8th September 1881

No 294 —Mr W deW Peel, Executive Engineer, Fourth Grade is transferred from the Railway Establishment of the Government of Bengal to the Office of the Consulting Engineer to the Government of India for Guaranteed Railways Calcutta, with effect from the date that he returns from special privilege leave

W S TREVOR R E *Colonel*
Offg Secy to the Govt of India

[*Government Gazette*, 20*th September* 1881]

২৯৬৭ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রতি ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি ভূমির বর্ত্তমান অধীনকারের (অর্থাৎ জমীদার বা প্রজা হউন ও নিজে দখলকার হউন বা না হউন, কৃষক তাহার) সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্ত করণকালে পাট্টার তদনুলিপির (কবুলিয়তের) উপর ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যে ইষ্টাম্প মাসুল দিতে হয় তাহা না দিবার আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তদ্রূপ পাট্টা সম্বন্ধে অর্থদণ্ড বা অগ্রিম টাকা দেওয়া গেলে ইষ্টাম্প মাসুল দিতে হইবে।

টি সি হোপ
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা ১৮৮১ সাল ৮ সেপ্টেম্বর।

২৯৪ নম্বর।—চতুর্থ শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডবলিউ সি, ডবলিউ পাল সাহেব বিশেষ অনুগ্রহের ছুটীহইতে প্রত্যাগমনের তারিখ অবধি বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে শিরিশ্‌তা হইতে কলিকাতার গারাণ্টিড রেলওয়ের পক্ষে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কনসল্‌টিং ইঞ্জিনিয়রের আফিসে প্রেরিত হইলেন।

ডবলিউ এস ট্রেবর, আর ই কর্ণেল,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 20, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২০ সেপ্টেম্বর ।

PART II

Resolutions Orders and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নিদ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

No 3927A

GENERAL —*The 1st September* 1881 —Mr A P MacDonnell is appointed to act as Secretary to the Government of Bengal in the Revenue and General Departments, during the absence on deputation of the Hon ble H J Reynolds or until further orders

The 7th September 1881 —Baboo Koylash Chunder Das Temporary Sub Deputy Collector now employed as Court of Wards Manager in Chittagong is allowed leave for one and a half months under Section 136 Rule 2 Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

The 9th September 1881 —Mr J Kellcher Joint Magistrate and Deputy Collector who reported his arrival in India on the 5th instant is posted to Jessore

The 10th September 1881 —Baboo Raj Mohun Das Temporary Sub Deputy Collector Noakholly is allowed leave for one month, under Section 133 Chapter X of the Civil Leave Code

The 12th September 1881 —Baboo Obhoy Chunder Das Deputy Magistrate and Deputy Collector joined his appointment at the Sudder station of the 24-Pergunnahs on the forenoon of the 6th instant

Baboo Kristo Chunder Dutt Deputy Magistrate and Deputy Collector Furreedpore is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district

Mr H E J Kean has been granted by Her Majesty s Secretary of State for India an extension of leave for one month on medical certificate

Mr J White Deputy Magistrate and Deputy Collector, has been granted by Her Majesty s Secretary of State for India an extension of leave for two months on medical certificate

Major W I Samuells Assistant Commissioner in charge of the Gobindpore division of the Manbhoom district is transferred to the Sudder station of that district

Mr A H Collins Assistant Magistrate and Collector Hazareebagh, is transferred to Manbhoom and is appointed to have charge of the Gobindpore division of that district

The 13th September 1881 —Mr T J C Grant Officiating Magistrate and Collector Cuttack is appointed to act until further orders as Magistrate and Collector of Pooree

Mr C Godfrey Officiating Magistrate and Collector, Pooree is appointed to act until further orders as a Joint Magistrate and Deputy Collector of the First Grade and to have charge of the Khoorda division of the district of Pooree

Baboo Komul Nath Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector, in temporary charge of the Khoorda division of the Pooree district is transferred to the Sudder station of that district

Baboo Amarnath Bhuttacharjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector Barripore 24 Pergunnahs is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district

Baboo Juggomohun Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is vested with the powers of a Collector under Section 100 of Act IX (B C) of 1880 in that district

Baboo Rajendra Nath Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector Sarun is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district

The following promotions and confirmations are made in the Subordinate Executive Service —

Confirmed in the Fourth Grade

Moulvie Mahomed Deputy Magistrate and Deputy Collector Kissoregunge, Mymensingh with effect from the 9th July 1881

Promoted temporarily to the Fourth Grade

Baboo Dwarka Nath Sen Deputy Magistrate and Deputy Collector Jungypore Moorshedabad *vice* Moulvie Mahomed

Confirmed in the Fifth Grade

Baboo Nund Kishore Das Deputy Magistrate and Deputy Collector, on deputation, as Assistant Superintendent, Tributary Mehals Cuttack, *vice* Moulvie Mahomed

[*Government Gazette 20th September* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

৯২৭ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮১ সাল ১ সেপ্টেম্বর।—র জকার্য্যোপলক্ষে মাননীয় শ্রীযুত এচ জে, রেনল্ডস সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত এ পি মাকডনেল সাহেব রাজস্ব ও সাধারণ কার্য্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।—চট্টগ্রামে সম্প্রতি কোর্ট অবার্ডের কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ নিযুক্ত কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র দাস অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৭৬ ধারার ২ প্রকরণ মতে দেড় মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৯ সেপ্টেম্বর।—জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে কেলেহের সাহেব এই মাসের ৫ তারিখে ভারতবর্ষে পঁহুছনের রিপোর্ট করিয়া যশোহরে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১০ সেপ্টেম্বর।—নওয়াখালীর কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজমোহন দাস সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৩ অধ্যায়ের ১১৩ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

৮৮১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।—ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অভয়চন্দ্র দাস এই মাসের ৬ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে ২৪ পরগনার সদর মোকামে আপন কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ফরীদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত উক্ত জিলায় ৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীযুত এচ এফ জে কীন সাহেবকে চিকিৎসকের সার্টিফিকটক্রমে আর এক মাসের ছুটী দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে, ওয়াইট সাহেবকে চিকিৎসকের সার্টিফিকটক্রমে আর দুই মাসের ছুটী দিয়াছেন।

মানভূম জিলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনার মেজর শ্রীযুত ডবলিউ এল স মুরেলস সাহেব উক্ত জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

হাজারিবাগের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এ এচ বলিঙ্গ সাহেব মানভূম প্রেরিত হইয়া উক্ত জিলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।—কটকের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত টি জে সি গ্রাণ্ট সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পুরীর একটিং মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জি গডফি সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া পুরী জিলার অন্তর্গত খুর্দ্দা মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

পুরী জিলার অন্তর্গত খুর্দ্দা মহকুমার কিয়ৎকালীন অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কমলনাথ ঘোষ উক্ত জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

২৪ পরগনার অন্তর্গত বারুইপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অমরনাথ ভট্টাচার্য্য উক্ত জিলায় ৮৭০ সালের ৩ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগমোহন রায় উক্ত জিলায় ১৮৭৭ সালের ৯ আইনের ১০০ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায় উক্ত জিলায় ১৮৭ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সবর্ডিনেট একুসেকিটিব সার্ব্বিসে নিম্নলিখিত পদ বৃদ্ধি ও স্থায়ি করা গেল।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ ৮৮১ সালের ৯ জুলাই অবধি

চতুর্থ শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদের পরিবর্ত্তে মুরশিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ সেন

কিয়ৎকালের নিমিত্তে চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদের পরিবর্ত্তে কটকের পেশকশ মহালের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টস্বরূপ প্রেরিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নন্দকিশোর দাস

পঞ্চম শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

Confirmed in the Sixth Grade

Baboo Chunder Coomar Dutt Deputy Magistrate and Deputy Collector, temporarily posted to Patuakhally Backergunge, *vice* Baboo Nund Kishore Das

Mr A H Warde Jones Deputy Magistrate and Deputy Collector on deputation, with effect from the 24th July 1881 *vice* Baboo Judoo Nath Choudhury deceased

Promoted temporarily to the Sixth Grade

Baboo Umesh Chunder Batabyal Deputy Magistrate and Deputy Collector, Tumlook, Midnapore *vice* Mr A H Warde Jones

Confirmed in the Seventh Grade

Mr E McL Smith, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pakoor Sonthal Pergunnahs *vice* Baboo Chunder Coomar Dutt

Moulvie Bazlul Karim Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector Purneah, *vice* Mr A H Warde Jones

The following Officiating Deputy Magistrates and Deputy Collectors are appointed temporarily to the Seventh Grade of the Subordinate Executive Service —

Baboo Dwarka Nath Mookerjee employed on the Dearah Survey *vice* Baboo Umesh Chunder Batabyal

" Shama Churn Das, Serampore Hooghly *vice* Moulvie Abdool Waheb, deceased

POLICE —*The 9th September* 1881 —Mr J F Leadbeater Inspector of Police is promoted from the Second to the First Grade with effect from the 1st August 1881, *vice* Baboo Gopal Hurry Mullick

Baboo Kali Prosonno Mookerjee, Inspector of Police is promoted from the Third to the Second Grade *vice* Mr J F Leadbeater promoted

The 12th September 1881 —Mr P A Sandilands, Officiating Assistant Superintendent of Police Rungpore is allowed leave for three months under Section 136 Rule 2 Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may avail himself of it

The 13th September 1881 —Mr G M M Ridsdale District Superintendent of Police, Chittagong, is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 15th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it

Baboo Gopal Hurry Mullick Assistant Superintendent of Police Jessore is appointed to act as District Superintendent of Police Chittagong during the absence on leave, of Mr G M M Ridsdale or until further orders

Mr C Jennins Assistant Inspector General Railway Police, is allowed leave for one month under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code

Mr S H James District Superintendent of Police Jessore is appointed to act as Assistant Inspector General Railway Police, during the absence on leave, of Mr C Jennins or until further orders

Mr J Lambert, Deputy Commissioner of Police Calcutta is allowed leave for one month and fifteen days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 26th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it

Major A R Wilkinson Personal Assistant to the Inspector General of Police, is appointed to act as Deputy Commissioner of Police, Calcutta during the absence, on leave of Mr J Lambert or until further orders

Mr H G Wilkins District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Personal Assistant to the Inspector General of Police during the absence, on deputation of Major A R Wilkinson or until further orders

Mr H N Harris Officiating District Superintendent of Police Howrah, is appointed to act as District Superintendent of Police, 24 Pergunnahs, during the absence, on deputation, of Mr H G Wilkins, or until further orders

[*Government Gazette, 20th September* 1881]

শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকিশোর দাসের পরিবর্ত্তে বাকরগঞ্জের অন্তর্গত পটুয়াখালীতে কিয়ৎকালের নিমিত্তে অবস্থাপিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত ও

বাবু যদুনাথ চৌধুরীর মৃত্যু হওয়াতে ৮৮১ সালের ২৪ জুলাই অবধি রাজকার্য্যে প্রেরিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, এচ, ওয়ার্ডি জোন্স সাহেব
ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এ, এচ ওয়ার্ডি জোন্স সাহেবের পরিবর্ত্তে মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল কিয়ৎকালের নিমিত্ত
ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দত্তের পরিবর্ত্তে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পাকুড়ের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই, মকলস্মিথ সাহেব ও

শ্রীযুক্ত এ, এচ ওয়ার্ডি জোন্স সাহেবের পরিবর্ত্তে পুরণিয়ার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী বজলল করিম
সপ্তম শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরা কিয়ৎকালের জন্যে সবর্ডিনেট একজেকিটিব সর্ব্বিসের সপ্তম শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যালের পরিবর্ত্তে বিহারা জরীপীকার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।

মৌলবী আবদুল ওয়াহেবের মৃত্যু হওয়াতে হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামা চরণ দাস।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল হরি মল্লিকের পরিবর্ত্তে পোলীসের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত জে এফ লেডবীটর সাহেব ১৮৮১ সালের আগষ্ট মাসের ১ তারিখ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জে এফ লেডবীটর সাহেব উচ্চ পদভুক্ত হওয়াতে পোলীসের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।—রঙ্গপুরের পোলীসের একটিং আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত পি, এ, সাণ্ডিলাণ্ডস সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ৩৬ ধারার ২ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।—চট্টগ্রামের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জি, এম, এম রিডসডেল সাহেব এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জি, এম এম রিডসডেল সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় যশোহরের পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু গোপালহরি মল্লিক চট্টগ্রামের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রেলওয়ে পোলীসের আসিষ্টান্ট ইনস্পেক্টর জেনরল শ্রীযুক্ত সি, জেনিঙ্গ সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত সি জেনিঙ্গ সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় যশোহরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এ এচ, জেমস সাহেব রেলওয়ে পোলীসের আসিষ্টান্ট ইনস্পেক্টর জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতার পোলীসের ডেপুটী কমিশ্যনর শ্রীযুক্ত জে, লাম্বর্ট সাহেব, এই মাসের ২৬ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাস পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, লাম্বর্ট সাহেবর ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের স্বকীয় আসিষ্টান্ট মেজর শ্রীযুক্ত এ, আর, উইলকিন্সন সাহেব কলিকাতার পোলীসের ডেপুটী কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে মেজর শ্রীযুক্ত এ, আর উইলকিন্সন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এচ, জি উইলকিন্স সাহেব পোলীসের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের স্বকীয় আসিষ্টান্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত এচ, জি, উইলকিন্স সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবড়ার পোলীসের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এচ, এল, হারিস সাহেব, ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২০ সেপ্টেম্বর।]

REGISTRATION —*The 12th September* 1881 —Baboo Rajkrishna Banerjee, Special Sub Registrar Tipperah is allowed leave for one month, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 26th instant or such subsequent date as he may avail himself of it

Baboo Anand Chunder Guha is appointed to act as Special Sub Registrar of Tipperah during the absence on leave of Baboo Rajkrishna Banerjee or until further orders

EDUCATION —*The 12th September* 1881 —Baboo Nrishingha Churn Nundy, is appointed to be a member of the Culnah School Committee, in the district of Burdwan *vice* Baboo Dinobundhoo Nandy resigned

MEDICAL —*The 6th September* 1881 —Baboo Bhagabati Charan Chowdhuri, is appointed to be a member of the Committee for the management of the Mancoor Dispensary in the Burdwan district

The 12th September 1881 —Assistant Surgeon Poorna Chunder Sing, in charge of the Burrisal Dispensary in the district of Backergunge is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved

Assistant Surgeon Laini Churn Dutt a Supernumerary at the Presidency is appointed to have charge of the Burrisal Dispensary in the district of Backergunge, during the absence on leave of Assistant Surgeon Poorna Chunder Sing or until further orders

The 13th September 1881 —Apothecary J F Mills Steward, Presidency General Hospital is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 1st on which he may avail himself of it

FORESTS —*The 3rd September* 1881 —Mr W M Green Assistant Conservator of Forests Julpigoree Division is allowed privilege leave for forty days under Section 136, Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the 1st September 1880, or any subsequent date on which he may avail himself of it

Mr F B Monson, Assistant Conservator of Forests Kurseong Division is appointed to take charge of the Julpigoree Division in addition to his own duties during the absence, on leave of Mr Green, or until further orders

The 12th September 1881 —In supersession of the Notification of the 27th April last Mr W F Hobson Sub Assistant Conservator of Forests Chittagong Division was allowed privilege leave for one month and five days from the 15th March 1881, under Section 71, of the Civil Leave Code Mr Hobson reported his return from leave, on the forenoon of the 21st April 1881

ECONOMIC MUSEUM —*The 12th September* 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the Local Economic Museum Committee of Manbhoom —

Mr F A Dawson Officiating District Superintendent of Police
Surgeon H W Hill Civil Surgeon
The Sub divisional Officer of Govindpore
Baboo Biraj Krishna Ghose Moonsif of Raghunathpore
  " Nilmoney Das Moonsif of Barabazar

The 13th September 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the Local Economic Museum Committee of Moorshedabad —

Mr J Perrin head manager of Messrs L Payne & Co's silk factories
Baboo Akhoy Kumar De Assistant Surgeon, City, Moorshedabad
  " Beni Madhub Bose ditto Berhampore
  " Amrita Lal Mozumdar ditto Azimgunge
  " Chundra Kumar Gupta ditto Kandi
  " Bejoy Gobind Chowdry ditto Jungipore
  " Brojendro Nath Sen ditto Lalgola
Mr F A Lang Domkole factory
  " T Beatty Offg Executive Engineer Nuddea Rivers Division
  " W R Johnston Toll Collector of Jungipore
The Sub divisional officer of Kandi
Baboo Eshan Chunder Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector

[*Government Gazette, 20th September* 1881]

রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।—ত্রিপুরার বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মাসের ২৬ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন

শ্রীযুতবাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত বাবু আনন্দ চন্দ্র গুহ ত্রিপুর র বিশেষ সব রেজিষ্ট্রারের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু নন্দী কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত বাবু নৃসিংহচন্দ্র নন্দী বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ চৌধুরী বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত মানকরের ঔষধালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।—বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বরিশালের ঔষধালয়ের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র সিংহ যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র সিংহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত তারণীচরণ দত্ত বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বরিশালের ঔষধালয়ের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।—প্রেসিডেন্সী জেনরল হাঁস্পাতালের ষ্টুয়ার্ট আপথিকারি শ্রীযুত জে এফ, মিলস, সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

বন বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৩ সেপ্টেম্বর।—জলপাইগুড়ি খণ্ডের সহকারি বনরক্ষক শ্রীযুত ডবলিউ এম গ্রীন সাহেব ১৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৬ ধারামতে চল্লিশ দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত গ্রীন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় কসিয়ঙ্গ খণ্ডের সহকারি বনরক্ষক শ্রীযুত এচ বি, মজন সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত জলপাইগুড়ি খণ্ডের কর্ম্মের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২ সেপ্টেম্বর।—গত আপ্রিল মাসের ২৭ তারিখের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। চট্টগ্রাম খণ্ডের সব আসিষ্টান্ট বনরক্ষক শ্রীযুত ডবলিউ এফ হবসন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭১ ধারামতে ১৮৮১ সালের ৪ মার্চ অবধি এক মাস পাঁচ দিনের অনুগ্রহের ছুটী পান। তিনি ১৮৮১ সালের ২১ আপ্রিলের পূর্ব্বাহ্নে ছুটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।

ইকনমিক মিউজিয়ম বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মানভূমের স্থানীয় ইকনমিক মিউজিয়ম কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীসের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এফ এ ডাসন সাহেব।

সিবিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুত এচ, ডবলিউ, হিল সাহেব।

গোবিন্দপুর মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ।

রঘুনাথপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু বিরাজকৃষ্ণ ঘোষ।

বড়বাজারের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু নীলমণি দাস।

১৮৮১ সাল ৩ সেপ্টেম্বর।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মুরশিদাবাদের স্থানীয় ইকনমিক মিউজিয়ম কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মেসর্স এল পেন কোম্পানির রেশমকুঠীর প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত জে, পেরিন সাহেব।

শহর মুরশিদাবাদের আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার দে।

বহরমপুরের আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত বাবু বেণী মাধব বসু।

আজিমগঞ্জের	ঐ	„	বাবু মৃত লাল মজুমদার।
কান্দির	ঐ	„	বাবু চন্দ্রকুমার গুপ্ত।
জঙ্গিপুরের	ঐ	„	বাবু বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী।
লালগোলার	ঐ	„	বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেন।

ডোমকোল কুঠীর শ্রীযুত ই, এ, ল্যাং সাহেব।

নদীয়ার নদী খণ্ডের একটিং একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত টি নিয়াটী সাহেব।

জঙ্গিপুরের কুঠি কলেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ আর জনষ্টন সাহেব।

কান্দি মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র সেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২০ সেপ্টেম্বর।]

MUNICIPAL —*The 5th September* 1881 —The following gentlemen are reappointed to be Commissioners of the North Barrackpore Municipality in the district of the 24-Pergunnahs —

Baboo Huro Lal Pal. | Baboo Kedar Nath Banerjee

The 6th September 1881 —The following gentlemen are reappointed to be Commissioners of the Culna Municipality —

1 Baboo Chandra Nath Roy, Pleader
2 Baboo Nemy Charan Gangooly, Zemindar
3 Baboo Surja Narain Survadhicari, Medical Practitioner

The 9th September 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the Municipal Committee of Purulia —

1 Baboo Nilmadhab Gangooly, Talookdar
2 Baboo Rajkrishna Bhuttacharjea
3 Baboo Mohendra Nath Nag Pleader

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Chittagong Municipality of Mr J Kennedy, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice Chairman

ROAD CESS —*The 12th September* 1881 —Baboo Nrishingha Churn Nundy is appointed to be a member of the Branch Road Cess Committee of Culnah in the district of Burdwan *vice* Baboo Dinobundhoo Nundy, resigned

The following Notifications are re published from the *Assam Gazette* —

No 176 —*The* 31*st August* 1881 —During the absence, on privilege leave, of Lieu tenant Colonel A F Campbell, Deputy Commissioner Sibsagar Mr R T Greer c s Supernumerary Assistant Commissioner, Third Grade, is appointed to act in the Fourth Grade, as Deputy Commissioner of that district

No 63 —*The* 1*st September* 1881 —Mr H V H Roberts, Assistant Superintendent of Police, Kamrup was relieved of his duties on the afternoon of the 26th ultimo

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 13th September 1881 —It is hereby notified for general information, that the next half yearly Departmental Examination of Assistant and Deputy Magistrates, in the Regulation and Non Regulation districts and of officers in the Police, Medical and Opium Departments, will begin on Monday, the 14th November 1881

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF HAZARIBAGH

The 6th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Hazaribagh have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881, at the maximum rate of six pice, or two pice on each rupee of the annual value of lands and annual net profits of mines, and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF BHAGULPORE

The 7th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Bhagulpore, have determined to levy road cess for the cess year commencing from

the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice, on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 12th September 1881 —Under the power vested in him by Section I of Act V (B C) of 1880 The Bengal Vaccination Act the Lieutenant Governor hereby declares his intention to extend the provisions of the said Act to the Municipality of Bograh

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 7th September 1881 —It is hereby notified that under the powers vested in him by Section 32 Act V (B C) of 1876 the Lieutenant Governor is pleased to exclude from the operation of the said Act the following roads lying within the limits of the Chittagong Municipality and to authorize their transfer to the charge of the Road Cess Committee of the district —

1 The Hathazari road, from the point where it enters the Municipality up to the Commissioner s Cutcherry

2 The Bakolia road from the point where it enters the Municipality to where it joins the Hathazari road near the racquet Court

3 The Halishahar road from the point where it enters the Municipality to where it joins the Imperial Dacca road

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTICE

The 5th September 1881 —Notice is hereby given under clause 2 Section 34 of Act V (B C) of 1876 that the Lieutenant Governor intends to vest in the Commissioners of the Municipality of Baraset in the district of the 24 Pergunnahs the Charitable Dispensary situated within the Municipality the said Dispensary not being private property, or the property of any religious institution or society

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 10th September 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Comillah Municipality for a public purpose viz for a trenching ground for the night soil of the Comillah Municipality in the village of Daulatpur tuppeh Khash pergunnah Meharkul zillah Tipperah it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 6 beegahs 17 cottahs 3½ chittacks of standard measurement is required The land is bounded on the north by Bibir Bazar Road, on the east by Bharas Chang s jote lands on the south by a channel or jola and on the west by the jote lands of Lochan Chang and Man Gazi

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette, 20th September* 1881]

কমিটী অত্যাভ্যন্তরে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৵০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবীজে টিকা দেন বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে তিনি এতদ্দ্বারা বগুড়া মুনিসিপালিটীতে উক্ত আইনের বিধান প্রচলিত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

এচ এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩২ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে তিনি চট্টগ্রাম মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত নিম্নলিখিত পথ উক্ত আইনের কার্য্যপ্রচলন হইতে মুক্ত করিয়া উক্ত জেলার পথকর কমিটীর কর্ত্তৃত্বাধীনে অর্পণ করিবার আদেশ করিলেন।

১।—হাট হাজারীপথ মুনিসিপালিটীর যে স্থানে প্রবেশ করে তথা হইতে কমিশ্যনরদের কাছারী পর্য্যন্ত।

২।—বাকোলিয়া পথ মুনিসিপালিটীর যে স্থানে প্রবেশ করে তথা হইতে স্মালকজ আদালতের নিকট যে স্থানে হাটহাজারিরপথে মিলে সেই স্থান পর্য্যন্ত।

৩।—হালিশহর পথ মুনিসিপালিটীর যে স্থানে প্রবেশ করে তথা হইতে ইম্পিরিয়ল ঢাকা পথে যে স্থানে মিলে সেই স্থান পর্য্যন্ত

এচ এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত বারাসত মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে দাতব্য ঔষধালয় আছে তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি না হওয়াতে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণমতে উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের প্রতি অর্পণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

এচ এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৩ সেপ্টেম্বর।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত মেহেরকুল পরগনার খাস তপ্পের দৌলৎপুর গ্রামে কমিল্লা মুনিসিপালিটীর বিষ্ঠানিক্ষেপার্থ গর্ত্তখননের জন্যে কমিল্লা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত কমিল্লা মতে ন্যূনাধিক ৬৫২৶১০ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা বিবির বাজার পথ পূর্ব্ব সীমা ভারতচন্দ্রের যোত ভূমি দক্ষিণ সীমা খাল বা জলা, পশ্চিম সীমা লোচন চন্দ্রের ও মা [illegible] জির যোত ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালে ১০ আইনের ৬ ধারার বিধান মতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২০ সেপ্টেম্বর।]

JUDICIAL DEPARTMENT

No 30?8A

The 9th September 1881 —Mr J Kell h r Joint M gistr te and Deputy Collector, Jessore is vested with the powers of M g t te of the First Class and with the power to try summarily the offences mentioned in Section 222 of the Criminal Procedure Code

The 11th Septemb r 1881 — Baboo Jogendr nath Deb, is appointed to act as a Moonsif in the district of the 24 Pergunnahs and to be ordinarily stationed at Alipore during the absence of Baboo Mohendronath Roy or until further orders

Baboo Bimola Churn Bhuttacharjee Deputy Magistrate a d Deputy Collector Hooghly, is vested with the powers under Sections 142 and 521 of the Criminal Procedure Code

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFS —*The 10th September* 1881 —Baboo Krishna Dhun Chowdhry Moonsif of Jamalpore in the district of Mymensingh, is allowed leave of absence for two months under the Note to Rule 1 Section 72 of the Civil Leave Code, with effe t from the 23rd September 1881, or such subsequent date as he may avail himself of it

Baboo Mohendronath R y Second Moonsif of Alipore in the district of the 24 Pergunnahs is allowed leave of absence for one month, under Section 1?7 Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the 2?th ultimo

HORACE A COCKERELL,
Secy to th Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 8th Septemb r 1881 —It is hereby notified that Hurry Nath [illegible] late N zir of the Rungpore Collectorate who has been convicted of crimin l breach of trust and sentenced to three months imprisonment and to pay a fine of Rs ?0 is declared incapable of serving Government again in any capacity

The following descriptive roll of the prisoner is published for general information —

Descriptive roll of Hurry Nath Sandial late Nazir of the Rungpore Collectorate who, being convicted of the offence of criminal breach of trust has been dismissed from Government service —

Name with [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	REMARKS
Hurry Nath Sandyal	[illegible]	[illegible]	[illegible] Brahmin	[illegible]	[illegible]	Government [illegible] Collectorate	June 25 1881	[illegible] imprisonment [illegible] 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette, 20th September* 1881]

জুডিশ্যল ডিপার্টমেণ্ট।

৩৯২৮ A নম্বর।

১৮৮১ সাল ৯ সেপ্টেম্বর।—যশোহরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে কেলেহর সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২২২ ধারার লিখিত অপরাধের সবাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

১৮৮১ সাল ১১ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়ের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ দেব ২৪-পরগনা জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামানাত আলিপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১৪২ ও ৫২১ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮১ সাল ১০ সেপ্টেম্বর।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত জামালপুরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন চৌধুরী ১৮৮১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণের মন্তব্যমতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত আলিপুরের দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৭ ধারামতে গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

হরেস এ, কক্রেল।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৮ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, রঙ্গপুরের কালেক্টরীর ভূতপূর্ব্ব নাজীর শ্রীহরিনাথ সান্যাল অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণাপরাধের অপরাধী প্রমাণ হইয়া তাহার তিন মাস কারাদণ্ডের ও ৩০ টাকা অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হওয়াতে সে আর কখন কোনরূপে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পাইতে পারিবে না বলিয়া প্রকাশ করা গেল।

বন্দীর নিম্নলিখিত বিবরণ সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা যাইতেছে।

রঙ্গপুরের কালেক্টরীর ভূতপূর্ব্ব নাজীর যে শ্রীহরিনাথ সান্যাল অপরাধভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা পরাধের অপরাধি প্রমাণ হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে তাহার বিশেষ বিবরণ।

পিতার নাম যুক্ত নাম।	উচ্চতা, বিবরণ ও শরীরের অন্যান্য বিশেষ চিহ্ন।	পুরুষ বা স্ত্রী ও বয়স।	ধর্ম্ম ও জাতি।	বাসস্থান।	দণ্ডবিধির আইনের যে ধারা যুক্ত অপরাধ।	কয়েদ হইবার পূর্ব্বে ব্যবসায়।	দণ্ডাজ্ঞা।					মন্তব্য।
							তারিখ।	প্রকার।				
									বৎসর।	মাস।	দিন।	
নফরচন্দ্র সান্যালের পুত্র শ্রী হরিনাথ সান্যাল।	উচ্চতা ৫ ফুট ৩॥ ইঞ্চি কৃষ্ণ বর্ণ ঘন কাল চুল ডাইন হাতে বৃদ্ধাঙ্গুলে ঠিকার দাগ ডাইন হাঁটুর ভিতর দিকে শাদি দাগ ডাইন জঙ্ঘার দাগ।	পুরুষ।—২৮ বৎসর।	হিন্দু।—ব্রাহ্মণ।	নদীয়া জিলার অন্তর্গত শান্তিপুর থানার সামিল শান্তিপুর।	তারিখ বর্ণিত মত বিধির আইনের ৪০৯ ধারামতে রাজকীয় কার্য্য কারক কর্ত্তৃক অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করা।	রাজকীয় কার্য্যকারক রঙ্গপুরের কালেক্টরীর নাজীর।	১৮৮১ সাল ২১ জুন।	সামান্য কারা দণ্ড ও ৩০৲ টাকা অর্থদণ্ড।	০	৩	০	জামীন করে নাই।

হরেস এ, কক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২০ সেপ্টেম্বর।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT,—BENGAL.

The 12th September 1881

No 261 —*Posting* —With reference to Notification No 259 of the 6th instant Mr E Behrmann, Assistant Engineer, First Grade, is posted to the Circular and Eastern Canals Division

H C Levinge
Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

The 12th September 1881

No 264 —*Transfer* —Mr E T Faulkner, Assistant Engineer, Second Grade is transferred in the interests of the public service from the Second Calcutta, to the Calcutta Workshop Division, which he joined on the 9th August 1881

No 265 —*Leave* —Baboo Aughor Nath Mukerjee, Assistant Engineer, First Grade, Chittagong Division is granted privilege leave for three months under Section 136 of the Civil Leave Code

S T Trevor, *Lieut Col*, R E,
Joint Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

IRRIGATION

The 12th September 1881

No 266 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for an Escape Channel from the Rampore Distributary it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 3 290 feet in length, and averaging from 63 to 118 feet in width and containing an area of six acres two roods and six poles more or less is required in the village of Mainpoor, pergunnah Chowsa in the district of Shahabad

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 267 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for an Escape Channel from the Unwas Distributary it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 2 170 feet in length and varying from 50 to 100 feet in width and containing an area of three acres and 22 poles more or less, is required in mouzahs Kuch Jugdis, and Mastafapoor, pergunnah Chowsa, in the district of Shahabad

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 268 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by the Government at the public expense for a public purpose, viz for an Escape Channel from the Kheri Distributary it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 3 450 feet in length, and varying from 70 feet to 92 feet in width and containing an area of 6 acres 2 roods and 31 poles

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।

২৬১ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—এই মাসের ৬ তারিখের ২৫৯ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর আসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ই বেহর্ন্মন্ সাহেব সরকুলর ও পূর্ব্বখাল খণ্ডে অবস্থাপিত হইলেন।

এচ, সি লেবিঞ্জ
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

১৮৮১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।

২৬৪ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ই টি, ফলকনর সাহেব রাজকার্য্যের স্বার্থের নিমিত্তে কলিকাতার দ্বিতীয় খণ্ড হইতে কলিকাতার কারখান৷ খণ্ডে প্রেরিত হইয়া ১৮৮১ সালের ৯ আগষ্টে তথায় কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

২৬৫ নম্বর।—ছুটী।—চউগ্রাম খণ্ডের প্রথম শ্রেণীর আসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৩৬ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন

এস টি, ট্রেবর, লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল আর ই,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের জাইণ্ট সেক্রেটরী।

জলসেচন।

১৮৮১ সাল ১২ সেপ্টম্বর।

২৬৬ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রামপুর জলবিতরণের নালা হইতে জলনির্গমনের নালাকরিবার জন্যে রাজকীয অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত চৌসাপরগনার মাইনপুর গ্রামে ৩২৯০ ফুট দীর্ঘ ও গড়ে ৬৩ অবধি ১১৮ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্ত অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৬ একর ২রুড ও ৬ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২৬৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ অনওয়াস জলবিতরণের নালাহইতে জলনির্গমনের নালা করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যযে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত চৌসা পরগনার কচ জগদীশ ও মস্তাকাপুর মৌজায় ২১৭০ ফুট দীঘ ও ৫০ অবধি ১০০ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্ত অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৩ একর ২২ পোল পরিমি এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সম্বাদ দেওয়া গেল।

২৬৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ খেরি জল বিতরণের নালা হইতে জল নির্গমের নালা করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যযে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত চৌসা পরগনার খেরি ও খরিকা মৌজায় স্থিত প্রায় ৩৪৫০

more or less situated in mouzahs Kheri and Kharika, pergunnah Chowsa, is required in the district of Shahabad

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 269 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal, that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz for an Escape Channel from the Indour Distributary, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 5 960 feet in length varying from 57 feet to 80 feet in width, and containing an area of 8 acres and 2 roods of land more or less situated in mouzahs Indour and Dewha, pergunnah Dinarah, is required in the district of Shahabad

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 270 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal, that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz for the construction of a workshop in connection with the Orissa Coast Canal Works in the town of Balasore zillah Balasore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring 6 acres 1 rood and 37 poles more or less, bounded on the—

North —By the river Burraballong

East —By the lands appertaining to mouzah Purma Balasore, Shyamanandpore, and Mohamedpore, pergunnah Sunheet

South —By the cultivated land of Jaganath Dass and others and

West —By the houses of Jagarnath Dass and Bhagbut Mullick—is required within the aforesaid town of Balasore

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

G F E S NEILL, *Major*, M S C,
Asst Secy to the Govt of Bengal P W Dept

The 13*th September* 1881

No 271 —*Notifications* —Messrs F Rawson and A S Thomson, Assistant Engineers, Second Grade, passed the Lower Standard Examination in Hindustani, on the 3rd instant

---

IRRIGATION

No 273 —*Notification* —Under Section 3 of the Bengal Survey Act, V of 1875, the Lieutenant Governor is pleased to order that a survey demarcation and settlement be made of all the existing public embankments in the district of Moorshedabad including those described in Schedule D of the Bengal Embankment Act, VI of 1873 and that the boundaries of all such embankments and adjacent estates be demarcated

H C LEVINGE
Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

The 13*th September* 1881

No 274 —*Notifications* —With reference to Notification No 250 of the 30th ultimo, Mr A G Bremner, Assistant Engineer, First Grade, joined the First Calcutta Division, on the 1st instant

[*Government Gazette*, 20*th September* 1881]

ফুট দীর্ঘ ও ৭০ অবধি ৯২ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্ত অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৬ একর ২ রুড ৩১ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২৬৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইন্দৌর জল বিস্তারণের নালা হইতে জল নির্গমনের নালা করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত দিনারা পরগনার ইন্দৌর ও দেউহা মৌজায় প্রায় ৩৯৫০ ফুট দীর্ঘ ও ৫৭ অবধি ৮০ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্ত অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৮ একর ২ রুড পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২৭০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বালেশ্বর জিলার অন্তর্গত বালেশ্বর নগরে উড়িষ্যার সমুদ্রতীরবর্ত্তি খালের কার্য্যসক্রান্ত কারখানাবাড়ী প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত বালেশ্বর নগরে ন্যূনাধিক ৬ একর ১ রুড ৩৭ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই২ —

উত্তর সীমা।—বড়বলঙ্গ নদী।

পূর্ব্ব সীমা।—সুনহিত পরগনার পরম বালেশ্বর ও শ্যামানন্দপুর ও মহম্মদপুর মৌজার সামিল জমি।

দক্ষীন সীমা।—জগন্নাথ দাস প্রভৃতির কর্ষিত ভূমি এবং

পশ্চিম সীমা।—জগন্নাথ দাস ও ভগবৎ মল্লিকের বাটী।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

জি এফ, ই, এস মীল মেজর এম এস সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

১৮৮১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।

২৭১ নম্বর। বিজ্ঞাপন।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এফ বার্নস সাহেব ও শ্রীযুত এ এস, তামসন সাহেব এই মাসের ৩ তারিখে নিম্নতর কমিটিতে হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন।

জলসেচন সম্পর্কীয়।

২৭৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বঙ্গদেশের জরীপকরণ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের ৫ আইনের ৩ ধারামতে এই আজ্ঞা করিলেন যে, বঙ্গদেশীয় বাঁধবিষয়ক ৮৭৩ সালের ৬ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট বাঁধ সুদ্ধ মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রাজকীয় বর্ত্তমান সকল বাঁধ জরীপ করিয়া চিহ্ন দিবার ও বন্দোবস্ত করিবার এবং উক্ত সকল বাঁধের ও তন্নিকটবর্ত্তি মহালের সীমার চিহ্ন দিবার আদেশ করিলেন।

এচ, সি, লেভিঞ্জ
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

---

৮৮১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।

২৭৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—গত মাসের ৩০ তারিখের ২৫০ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এ, জি, ব্রেমনর সাহেব এই মাসের ১ তারিখে কলিকাতার প্রথম খণ্ডে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২০ সেপ্টেম্বর।]

No 126 d t 19th J 1881
167 dated 4th July 1881

The unexpired portion of the privilege leave, granted to Mr Bremner in the orders marginally noted is hereby cancelled

No 275 —Honorary Lieutenant and Deputy Assistant Commissary S S Saunders Assistant Engineer, Second Grade joined the First Calcutta Division, on the forenoon of the 1st instant

The unexpired portion of the privilege leave granted to him, is hereby cancelled

No 276 —*Transfer* —Baboo Rakhal Dass Chatterjee Assistant Engineer Second Grade is transferred in the interests of the public service from the Dacca to the Chittagong Division

No 277 —*Leave* —Baboo Haran Chunder Banerjee Assistant Engineer Second Grade Burdwan Division, is granted privilege leave for two months under Section 136 of the Civil Leave Code

S T TREVOR *Lieut Col* R E,

Joint Secy to the Govt of Bengal P W Dept

১৮৮১ সালের জুনের ১২৪ নং। ১৮৮১ সালের ৪ জুলাইর ১৬৭ নং। শ্রীযুত ব্রেমনর সাহেব পার্শ্বলিখিত যে আজ্ঞামতে অনুগ্রহের ছুটী পান তাহার অবশিষ্টাংশ এতদ্দ্বারা বহিত করা গেল।

২৭৫ নম্বর।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র অনরেরি লেপ্টেনেণ্ট ও ডেপ্‌টী আসিষ্টাণ্ট কমিসরি শ্রীযুত এস এস সণ্ডাস সাহেব এই মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতার প্রথম খণ্ডে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

তিনি যে অনুগ্রহের ছুটী পান তাহার অবশিষ্টাংশ এতদ্দ্বারা বহিত করা গেল।

২৭৬ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু রাখাল দাস চট্টোপাধ্যায় রাজকার্য্যের স্বার্থের জন্যে ঢাকা খণ্ড হইতে চট্টগ্রাম খণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

২৭৭ নম্বর।—ছুটী—বৰ্দ্ধমান খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল বায্যবারনদের ছুটীর বিধির ৭৩৬ ধারামতে দুই মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

এস টি ট্রেবর লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল, আর ই
পবলিক ও র্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের জাইণ্ট-সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 20, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২০ সেপ্টেম্বর।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তিহার প্রভৃতি।

জিলা বৰ্দ্ধমান ।—নিলামের বিজ্ঞাপন ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে বৰ্দ্ধমান জিলাস্থিত নিম্নলিখিত সম্পত্তিতে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকী স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত বিক্রয়ের শর্ত্তানুসারে ই, সন ১৮৮১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মোং বাং সন ১২৮৮ সালের ১২ আশ্বিন মঙ্গলবার তারিখে বৰ্দ্ধমানের কালেক্টরি কাছারিতে বিক্রয় করা যাইবেক।

খরিদারগণ নিম্নলিখিত বিক্রয়ের শর্ত্ত সকলের বাধ্য থাকিবে।

বিক্রয়ের শর্ত্ত ।

১। অবধারিত মূল্যের উপর যে ব্যক্তি অত্যুচ্চ মূল্য ডাক করিবেক এই সম্পত্তি তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। খরিদারকে এই সম্পত্তির মালিক বিবেচনা করা যাইবেক এবং এই সম্পত্তিতে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকী স্বত্ব আছে তাহা তাহাকে অর্পণ করা যাইবেক কেবল চিরকালের জন্য অবধারিত রাজস্ব দিতে হইবেক।

২। প্রচলিত আইন ও বন্দোবস্তের কার্য্যানুসারে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহার এবং বর্ত্তমান পাট্টা সকলের শর্ত্তের অধীনতায় এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবেক। এবং রাজস্বের হাকিমান কর্ত্তৃক যে করপ্রাপ্যের কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে যে সকল বাসেন্দা প্রজা দস্তখত করিয়াছে খরিদারগণ তাহাদিগের স্বত্ব সকল স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেক।

৩। যদ্যপি বিক্রয়ের মূল্য ১০০৲ একশত টাকার কম হয় তাহা হইলে সমস্ত টাকা একবারে দাখিল করিতে হইবেক।

৪। যদ্যপি বিক্রয়ের মূল্য ১০০৲ একশত টাকা অধিক হয় তাহা হইলে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বাকী টাকা বিক্রয়ের দিবস ছাড়িয়া গণনা করিয়া ১৫ পনের দিবসের মধ্যাহ্ন কালের মধ্যে, অথবা সেই দিবস কাছারি বন্দ থাকিলে তাহার পর দিবস মধ্যাহ্নকালের মধ্যে দাখিল না করিলে ঐ বিক্রয় রহিত হইবেক এবং যে টাকা দাখিল হইয়াছে তাহাও গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক এবং প্রথম বিক্রয় সম্বন্ধে যেরূপ বিজ্ঞাপন জারী হইয়াছিল তদ্রূপ বিজ্ঞাপন জারির পর ত্রুটি কারক খরিদারের দায়ে ঐ সম্পত্তি পুনর্ব্বার বিক্রয় করা যাইবেক।

গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তির ষ্টেটমেণ্টেতে যে নম্বর আছে তাহা।	তৌজির নম্বর।	সম্পত্তি ও পরগনার নাম।	একরের মাপানুসারে আন্দাজী মকপরিমাণ।	গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব যাহা ধার্য্য আছে।	অবধারিত মূল্য।	মন্তব্য।
			এ রু পা			
৯৪	৪৩১৯	কাশীপুর পং রাধানগর খাস নং ৯৪।	০ ৩ ৩	৩৲ তিন টাকা।	৬৲ ছয় টাকা।	

BURDWAN COLLECTORATE,
The 3rd August 1881.

W R LARMINIE, *Collector*

জিলা বৰ্দ্ধমান।

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী জেলা বৰ্দ্ধমান।

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে নিম্নের লিখিত বিক্রয়ের শর্ত্ত অনুসারে বৰ্দ্ধমান জেলাস্থিত নিম্নলিখিত রেইলওয়ের সি ক্লাশ ভূমি রেইলওয়ে কোম্পানির আবশ্যক না থাকা প্রযুক্ত সন ১৮৮১ সালের ২৬ অক্টোবর মোতাবেক সন ১২৮৮ সালের কার্ত্তিক বুধবার তারিখে দিবা দুই প্রহরের সময়ে জেলা বৰ্দ্ধমানের কালেক্টরী কাছারিতে নিলামে বিক্রয় হইবেক।

১। যদি খরিদের মূল্য ১০০ শত টাকার অধিক না হয় তবে নিলামি মূল্য তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক।

২। খরিদের মূল্য ১০০ টাকার অধিক হইলে মূল্যের চতুর্থাংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয়ের দিবস এক দিবস গণনা করিয়া বিক্রয়ের দিনহইতে পঞ্চদশ দিনে দিবা দুই প্রহরের মধ্যে বাকী টাকা দাখিল করিতে হইবেক ঐ দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপর প্রথম যে দিন কাছারি খুলিবেক সেই দিনে দুইপ্রহরের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক দাখিল না করিলে বিক্রয় রহিত ও বায়না টাকা সরকারে জব্দ হইয়া প্রথমস্থলীয় বিক্রয়ের নিয়মানুসারে ইস্তাহার জারী করিয়া ত্রুটি কারি খরিদারের ঝুঁকিতে পুনরায় নিলাম করা যাইবেক।

[*Government Gazette, 20th September* 1881.]

৩। প্রত্যেক লাটের যে মূল্য অবধারিত হইল তদতিরিক্ত মূল্যে ঐ সকল ভূমি নিষ্করূপে নীলামের দ্বারা বিক্রয় করা যাইবেক।

৪। বিক্রয় মঞ্জুর হইলে খরিদারদিগকে দখল দেওয়া যাইবেক।

লাটের ক্রমিক নম্বর।	জেলা।	পরগনা মৌজা।	যে নম্বর মাইলে জমি আছে।	রেইলওয়ের কোন পার্শ্বে আছে।	জমীর ন্যূনাধিক পরিমাণ। একর হিসাবে।	বিঘার পরিমাণে	ধার্য্য কৃত মূল্য	জমির চৌহদ্দি।
১	বর্দ্ধমান	বুদবা পং সুপুর।	৯৬	পশ্চিম	৫ ক্রঃ পে ১৯।২।১০	বিঘা ৫ ৸৪৸	৭৭৫	অজয় নদীর দক্ষিণ রেইলওয়ের বি ক্লাশ জমির পশ্চিম ৯ মাইলের খুটার উত্তর বুদবার মালের জমির পূর্ব্ব।
২	ঐ	ঐ	৯৫	পশ্চিম	৩।১।১২	০/১৶	১৩৫	৯৫ মাইলের খুটার দক্ষিণ রেইলওয়ে বি ক্লাশ জমির পশ্চিম ভেদিয়ার উত্তর বুদবার মালের জমির পূর্ব্ব।
৩	ঐ	ভেদিয়া পং মনোহর শাহি।	৯৫	পশ্চিম	১।২।১২	৪৷৷১৷৷	০	বুদবা গ্রামের দক্ষিণ রেইলওয়ে বি ক্লাশ জমির পশ্চিম কান্দড়ের উত্তর ভেদিয়ার মালের জমির পূর্ব্ব।

W R Larminie *Collector*

জিলা ফরীদপুর।

নিলামের বিজ্ঞাপন। কাছারী কালেক্টরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরীদপুর জেলার অন্তঃপাতি নিম্নের লিখিত খাস মহাল গবর্ণমেন্টের মালিকি স্বত্ব ইংরাজি ১৮৮১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ৮ আশ্বিন বুধবার জেলা ফরীদপুরের কালেক্টরীতে বিক্রয় হইবেক এই মহাল যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেন তিনি নিম্নলিখিত বিক্রয়ের নিয়ম সকলের অধীন থাকিবেন।

১। এই মহাল যে ব্যক্তি নীলামের প্রথম ডাকের উপর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডাকিবেক তাহাকেই দেওয়া যাইবেক। ক্রেতা মহালের মালিক বলিয়া গণ্য হইবে এ মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা তাহাকে বিক্রীত হইবে। কেবল চিরনির্দ্ধারিত সদর জমা দিতে হইবে।

২। বর্ত্তমান পাট্টা এবং বন্দোবস্তের কার্য্য কি প্রবল আইন হইতে উৎপন্ন স্বত্ব সকল বিক্রয়ের পরেও বাহাল থাকিবেক রাজস্ব সংগ্রাহকদিগের কৃত জমাবন্দীতে যে যে খোদকস্তা রায়তের স্বাক্ষর করিয়াছে ক্রেতা তাহাদিগের স্বত্ব মানিতে বাধ্য হইবে।

৩। একশত টাকার অনধিক পণ হইলে সেই সমুদয় তৎক্ষণাৎ দিতে হইবেক।

৪। একশত টাকার অধিক হইলে ডাকপণের চারি অংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয়ের দিবস এক দিবস বলিয়া গণনা করিয়া বিক্রয়ান্তর পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্নকালে কিম্বা সেই দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপরে প্রথম যে দিন কাছারী খোলা যায় সেই দিনের মধ্যাহ্নকালে যদি অবশিষ্ট টাকা দাখিল না হয় তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেন্টে জব্দ হইবেক ও প্রথম স্থলী বিক্রয়ের ন্যায় পুনরায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণপূর্ব্বক ঐ ত্রুটিকারি ক্রেতার ঝুঁকিতে সেই মহাল পুনরায় বিক্রয় হইবেক।

খাস মহালের নম্বর।	জিলার বহীর নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	ভূমি পরিমাণ। একর।	রোড	পোল	সদর জমা। নির্দ্ধারিত বা জমা।	নীলাম দর। প্রথম ডাক।	মন্তব্য।
৩৩৪	৫৫৫৬	ভাং রঘুরাম মজুমদার পং তেলহাটী	২	১	৮	৶	৬৲	১২৮৮ সালের ১ বৈশাখ হইতে বিক্রয়ের ফল হইবেক।

ফরীদপুর কালেক্টরি। J L B Jeffery *Offg Collector*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২০ সেপ্টেম্বর।]

জিলা বাকরগঞ্জ।

জমিদারির বিক্রয়ের ইস্তাহার।

৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইল বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মোতাবেক সন ২৮৮ সনের ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ৩ জুলাই।

তপসীল।

লাটের শ্রেণী	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ত।
প্রথম শ্রেণী।	১৯৮৩	আহাপুর পরগনা।	এজমালী হিং ৸১৶৩৫ অংশের মালীক রজনীকান্ত দত্ত চৌধুরী গয়রহ	মোট জমা ৮১৩ ॥৶১০ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ২০৮৸৶৬ / ৬৪৪৬/৪	৭৬৶/১॥	এই এজমালী ৸১৶৩৫ অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৮৩৬	সিলিমাবাদ পরগনা হিং ৭ গণ্ডা।	হিং ৭ গণ্ডা এজমালী কালীপ্রসন্ন বসু গয়রহ।	২০৭৯৬৶৬॥ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৫১৯-৬৶৭॥ / ১৫৫৯৬৶ ১	১ /৮৬	এই এজমালী ।৬। গণ্ডা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৮৪৬	সিলিমাবাদ ও গয়রহ পরগনা হিং ২। গণ্ডা।	হিং ৮(১২॥ তিল এজমালী মালীক জগৎমোহিনী গয়রহ।	৩৮৮২৶৫ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ২৬৫৸২। / ২৪১৬।৶২৬	৬৫৬৶৯৬	এই এজমালী ৮(১২॥ তিল অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৪৮৭২	পং বোজর্গ ও মেদপুর বা ক্ষুদিরাম বসু তাং হিং ৷ আনা	অবিলয়েতা খাতুন গয়রহ।	১৫৪০।৶৯	৪৶৯	এই ষোল আনা মহাল নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৫১৯৫	অজিয়ারদি পুরা চর।	এজমালী হিং ॥৶ আনা মৌলবী আকবর আলী চৌধুরী গয়রহ।	২৬ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৪০৪।০ / ৫১৯৬০ মোট রাস্তা খরচ ৯৲ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের ৩৮৶ / ৫৶০	খাজানা ১।৶ রাস্তা খরচ ॥৶ / ১৸৶০	এই এজমালী ।৶০ আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।

ANUND CHUNDER SEN

For Offg. Collector

[*Government Gazett'e, 20th September* 1881]

জিলা মেদিনীপুর।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১ আইনের ৬ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা মেদনীপুরের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী র জন্য এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ২৬ সেপ্টম্বর আমল ১২৮৯ সালের ২ আশ্বিন বা ১২৮৮ সালের ১ আশ্বিন সোমবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষ বিক্রয় হইবে। ১৮৮ সাল তারিখ ১৯ আগষ্ট।

তপসীল।

তপসীলের নম্বর।	রেবেনিউ রেজেষ্টরির নম্বর	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা	নাম মালিক।	সদর জমা।	পেসকী জমা যত জমার জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।			
১	৮	৫৪	ম আলাল পাল ডাংপ গাগ নাপুর	যমুনামণী দাসী ও সদানন্দ মাসান্ত নাবালগের মাতা ও বসুমতী দাসী ও নবদ্বীপচাঁদ মাসান্ত নাবালগের মাতা ও দ্বারিকানাথ মাসান্ত ও দর্পনারায়ণ	১ ৯৮৫/১২		

মাসান্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমাকিঙ্করী দেবী ও বল্লভ ভট্টাচার্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভূঞার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেব্যা যদুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালগের মাতা ও রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও মধুসূদন মাসান্ত।

				নাম মালিক।	সদর জমা।	পেসকী জমা	
				বাদ মধুসূদন মাসান্তর পৃথক হিসাব	৪৪৮৫/৯		
				বাকী যমুনামণী দাসী সদানন্দ মাসান্তর নাবালগের মাতা ও বসুমতী দাসী নবদ্বীপ	৭৪৮/৫	৩৭। ৭	

চাঁদ মাসান্ত নাবালগের মাতা ও দ্বারিকানাথ মাসান্ত ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমাকিঙ্করী দেবী ও বল্লভ ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ও ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভূঞার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেব্যা যদুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালগের মাতা ও রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।

তপসীলের নম্বর।	রেবেনিউ রেজেষ্টরির নম্বর	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা	নাম মালিক।	সদর জমা।	পেসকী জমা যত জমার জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
২	১০	৬৯	ম জামডদা পং তুর্কাচোর	শ্রীমত্যা মটুরানণি দেই ও দ্বারিকানাথ মাইতি ও সুবল মাইতি ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও	৬১২৬০১	৫॥৶০	

নিধিরাম গিরি ও নন্দরাম রাউত ও শ্রীমতী সারদারাণী দেবী ও লক্ষ্মীনারায়ণ কর মহাপাত্র ও বনমালী বিসুই ও গোবিন্দপ্রসাদ বিসুই।

তপসীলের নম্বর।	রেবেনিউ রেজেষ্টরির নম্বর	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা	নাম মালিক।	সদর জমা।	পেসকী জমা যত জমার জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
৩	১৭৩	১৫	ম বেড়াবেড়িয় প কাশীযোড়া	উদ্ধবনারায়ণ মাসান্ত	৯৯১।১১	৫৭১৶০	
৪	২১০	৫৫৭	ম কাঁটাপাল প খড়্গাপুর	কৃষ্ণবেহারি রায় ও শ্রীনাথচরণ পাল ও রামকুমার দে ও দ্বারিকানাথ পাল ও ক্ষেত্রমোহন পাল ও প্রাণগোবিন্দ নাগ ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার	মাসাবাড় কড ৩১৭	১৩॥/৯	

নাগ ও যতীন্দ্রকুমার নাগ ও রবীন্দ্রকুমার ও নগেন্দ্রকুমার ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার নাগ নাবালগগণ কোর্ট অবওয়ার্ডসের অধীন ম্যানাজর দ্বারিকানাথ পাল।

তপসীলের নম্বর।	রেবেনিউ রেজেষ্টরির নম্বর	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা	নাম মালিক।	সদর জমা।	পেসকী জমা যত জমার জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
৫	৬০০	১৮৭	ম বালগোবিন্দপুর ও গোপালপুর পং অমরশী	নরনারায়ণ রায় ও গঙ্গারাম মাইতি আনন্দলাল রায় লক্ষ্মণনারায়ণ রায় ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ চন্দ্রমোহন গজেন্দ্রনারায়ণ রায় স্বয় ও হরেন্দ্রনারায়ণ রায়	৬ ৩॥/৯		

নাবালগের মহাফেজ পোষ্যমাতা শ্রীমত্যা পার্ব্বতী ব্রহ্ম ও বুড়ারাম রায় ও শিবনারায়ণ রায় শ্রীমতী লখিমন বিবি মাতা রক্ষক লাল খাঁ ও জালতাপ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আপাদাদ খাঁ নাবালগ চাঁন্দমণী ও মধুসূদন সিং।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২০ সেপ্টেম্বর।]

তরতীব নম্বর ।	এ রেজেষ্টরির নম্বর ।	তৌজির নম্বর ।	নাম মহাল ও পরগনা ।	নামে মালিক ।	সদর জমা ।	যে বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক ।	কৈফিয়ৎ ।
৭	৪৩	২৭২	ম বেলকী পং খান্দার ।	শ্রীমতী আদরমণী দেব্যা চৌ রঘুনাথ দাস পহরাজ মহাপাত্র, সীতানাথ দাস, ঈশ্বরমণী এবং চৌ প্রেমচাঁদ মাসান্ত ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ, গোপেন্দ্রনাথ প্যারীমোহন মাসান্ত মদনমোহন মাসান্ত ঈশ্বরচন্দ্র মাসান্ত, মহেন্দ্রনাথ মাসান্ত ।	৯৪৬৷।৶৪		
				বাদ শ্রীমতী আদরমণী দেব্যা চৌ রঘুনাথ দাস পহরাজ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস, ও ঈশ্বরমণী ও চৌ প্রেমচাঁদ মাসান্তর এজমালী অংশ ৪৪৶৩ বাদ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ প্যারীমোহন মাসান্ত পৃথক হিসাব ২৺৶৬ বাদ মদনমোহন মাসান্তর পৃথক হিসাব ১২৬৶৭ বাদ মহেন্দ্রনাথ মাসান্তর পৃথক হিসাব ২৺৶ এ	৮২০৷৶১০		
				বাকী ঈশ্বরচন্দ্র মাসান্তর পৃথক হিসাব যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক	২৬৶৬	৩৶ ০	
৮	৪৯০	৩১৭	ম বড়্যাগেড়্যা ও কেশবস্ত্রাপ দাহুর চোর ।	কেদারনাথ ও রমানাথ ব্রজনাথ ও মহেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য ও শীতলনারাণ বসু ও কালিদাস দত্ত ও রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশরথী পাহাড়ী ও রামগোবিন্দ পাহাড়ী ও রাজীবলোচন পাহাড়ী ও রামকুমার নস্কর ম্যানেজার কোর্ট অবওয়ার্ডের অধীন রাধাগোবিন্দ পাল নাবালগ রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।	১২৯৩৷৶৫		
				বাদ রামকুমার নস্কর ম্যানেজর ও কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন রাধাগোবিন্দ পাল নাবালগের পৃথক হিসাব ৮৪৶৭ বাদ রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃথক হিসাব ২১৶১০	৩১০৶৩		
				বাকী কেদারনাথ ও রমানাথ ও ব্রজনাথ ও মহেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য ও শীতলনারাণ বসু ও কালিদাস দত্ত ও রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশরথী পাহাড়ী ও রামগোবিন্দ পাহাড়ী ও রাজীবলোচন পাহাড়ীর এজমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক ।	৮৩৷৶২	৷৶১	
৯	৫২১	৩৩৬	ম নারাজীত পং বারাজিত	সুন্দরনারাণ ও সদানন্দ সডঙ্গি ও মটুবামণী দেব্যা ও রামানন্দ ও রামানন্দ ও মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ।	৬৯৩৷৶৪	১৫৶	

তরতীব নম্বর।	এঃ রেজে- ষ্টরির নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজ স্বর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১৫	১১৭	৬১৫	ম গুমুকপোতা পংকাশী যোড়া	ধরনীধর রায়	মায়পুলীস ৩১৮৫৲	মায়পুলীস ৩৪৯৲	
১৬	১১৭১	৬৫৩	ম গুমাই পং বাটীটাকী	ইন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও প্রিয়মোহন মাসান্ত, প্রেময়ীদাসী, ভুবনচরণ পাণ্ডা ও কামেশ্বরচরণ পাল ও ব্রজদাস পাণ্ডা	৬৫৫৯২	১১।/০	
১৭	১২০১	৬৭৮	ম গোপগ্রাম পং কেদারকুণ্ড	প্রাণগোবিন্দ নাগ দ্বারিকানাথ নাগ মেজেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র কুমার যতীন্দ্রকুমার রবীন্দ্রকুমার নগেন্দ্র কুমার যোগেন্দ্রকুমার নাগ নাবালগ কোর্টও য়াড়েসের অধীন। মিয়াদি বন্দবস্ত।	৭২৪৬০	৩৬/।	
১৮	১২২৫	৭১১	ম গোকুলপুর পংপটাসপুর	চৌধুরী গোপেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র। চিরবন্দবস্তী।	২৩৫৩৪৲	৮৩২৶৬	এই মহাল ১২৮২ সাল হইতে ১২৯ সাল পর্যন্ত মিয়াদে বন্দবস্ত আছে।
১৯	১২৬৯	৬৯২	ম হরিনারাণ চক পংকাশী যোড়া	দিগম্বর পণ্ডা পিতা ও মেনেজর ও শ্রীমত্যা অপূর্ব্বময়ী দেব্যা নাবালিকা শ্রীমতী শ্যামা সুন্দরী দেব্যা ও শ্রীমতী নয়নতারা দেব্যা	২৪০০৲	২৭২৶৮	
২০	১৩১৬	৭৩১	ম ছাডডুয়াচক পংময়নাগোর	কমলকুমারী দাসী রেকৃষ্ণ মাইতির পত্নী শ্রীমতী সুখদা দাসী গোপাল চন্দ্র মাইতির পত্নী।	২৯৬৭৲০	৩২৫৲	
২১	১৪২০	৭৯৫	ম জকলা পং খড়গপুর	দ্বারিকানাথ দর্পনারাণ মাসান্ত শ্রীমত্যা যমুনামণী দাসী মাতা ও মহাদেক্ষ সদানন্দ মাসান্ত নাবালগ শ্রীমত্যা বসুমতী দাসী মাতারক্ষক নন্দীপচন্দ্র মাসান্ত নাবালগ শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও উমাচরণ মহাপাত্র।	৮৭৩।৶০	৸৶০	
২২	১৫৩৩	৮৬১	ম কান্তারোল পং গগনেশ্বর	শ্রীমতী প্রতিমা দেব্যা। টৈলাসচন্দ্র উপাধ্যায়ের মাতা ব্রজমোহন জানা মৃত্যুঞ্জয় জানা, মহেন্দ্রনাথ জানা করুণা দেই, ধরণীধর জানা, নাবালগের মাতা ও রক্ষক রঘুনাথ কর, ও মাধবচন্দ্র কর, কুঞ্জরনারাণ সতপতি, শ্রীমত্যা মথুরামণী ও সুন্দরনারাণ সড়ঙ্গী শীতলপ্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সৎপতি শ্রীমতী সরস্বতী দেব্যা উপেন্দ্রনাথ সৎপতি ও দীননাথ সৎপতি ও বৈকুণ্ঠনাথ সৎপতি নাবালগগণের মাতা রক্ষক, ও মহাদেব ও দ্বারিকানাথ সৎপতি ও বৈদ্যনাথ দত্ত ও দ্বারকানাথ দত্ত।	১৭৫৪৬৶৭।		
				বাদ বৈদ্যনাথ দত্ত ও দ্বারকানাথ দত্তর পৃথক হিসাব।	৬৬২।৶৪		
				বাকী শ্রীমতী প্রতিমা দেব্যা কৈলাসচন্দ্র উপাধ্যায়ের মাতা ব্রজমোহন জানা মৃত্যুঞ্জয় জানা, মহেন্দ্রনাথ জানা, করুণা দেই ধরণীধর জানা, নাবালগের মাতা ও রক্ষক রঘুনাথ কর	০৯২।৶৩	১/১১	

নতীব নম্বর।	এ কেজে ষ্টরির নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যেবাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।

ও মাধবচন্দ্র কর ও বুঙরনারাণ সৎপতি, ও শ্রীমত্যা মটুরামণী ও সুন্দরনাবাণ সতজী, শীতলপ্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সৎপতি শ্রীমতী সরস্বতী দেব্যা, উপেন্দ্রনাথ সৎপতি, ও দীননাথ সৎপতি, ও বৈকুণ্ঠনাথ সৎপতি নাবালগগণের মাতা রক্ষক ও মহাফেজ ও দ্বারিকানাথ সৎপতির এজমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।

নতীব নম্বর।	এ কেজে ষ্টরির নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যেবাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
২৩	৭ ৩	৯৩৮	ম খেলাড়ি ও বনপাটনা পং কি নারাণগড়।	নরহরি, মহারিক প্যারী মণী দাসী, আদরমণী দেব্যা, রঘুনাথ দাস, পহরাজ মহাপাত্র, সীতানাথ দাস, মহাপাত্র, শ্রীমত্যা ঈশ্বরা মণী দেব্যা গঙ্গা নারায়ণ সিংহ ও নরনারাণ সিংহ ও হরনারাণ সিংহ	৩৪৩ ॥৭	১১৫॥৵১১	
২৪	৮২১	৯৮১	ম মাগুরি প, কাশীযোড়া।	দীনবন্ধু নন্দী স্বয়, রক্ষক নবদ্বীপচন্দ্র	৩৭৭৬৸৴৭	২৭২॥ ০	

নন্দী ও প্রেমচাঁদ নাসাস্ত, ও গোপীনাথ ও নন্দলাল নাসান্ত ও শ্রীমত্যা পার্ব্বতী দাসী মাতা রক্ষক রামজীবন ও রামলোচন ও রামস্মরণ নাসান্ত।

নতীব নম্বর।	এ কেজে ষ্টরির নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যেবাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
২৫	১৯৭১	২০৫	মঃ মকরামপুর পংপটাশপুর।	মিয়াদি বন্দবস্ত। হবশাহিলাল ভকত ও শ্রীমতী অভয়াসুন্দরী দাসী ও লক্ষ্মণ,নারায়ণ ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ ও গজেন্দ্র নারায়ণ রায় স্বয়ং হিরন্ময়নারায়ণ রায়ের পোষ্য মাতা, শ্রীমত্যা পার্ব্বতী ব্রহ্মি ৺রাম-নারায়ণ রায়ের পত্নী।	১৩৪৬৲	১৪৭৶৬	
২৬	২০১	১১০০	ম নিশ্চিন্ত ও খাগড়াগেড়ে পং সবঙ্গ।	চিরবন্দবস্তী। অক্ষয়নারায়ণ সেন ও রাজনারায়ণ সেন ও মদনমোহন দে ও	৬৫৩।৶৭	১৩৬৲৯	

ইন্দ্রমোহন দে ও রঙ্গলতা দেই মাদরে মহাফেজ, রাধানাথ দে ও ঠাকুরদাস দে নাবালগ ও জানকী দেই ও রঙ্গলতাদেই ও শ্রীমতী হরমনমোহিনী দাসী ও দুর্গামণী দাসী ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী।

নতীব নম্বর।	এ কেজে ষ্টরির নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যেবাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
২৭	২০৪৭	২৪	ম নানকার বাজে আস্তী প মাজনা মুঠা ও।	ব্রজনাথ রায় মহাশয় মেমেজর ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র নাবালগ শ্রীমতী	২১৩৩।৴৪		

হরিপ্রিয়া দেবী মৃত কুঙর নারায়ণ রায়ের পত্নী ও শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী ৺ গজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পত্নী ও শীতল প্রসাদ রায় মহাশয় ও সুধাকৃষ্ণ রায় মহাশয় ও জতীশচন্দ্র বসু মাতা শ্রীমত্যা প্রসন্নময়ী দাসী ও নন্দগোপাল বর্দ্ধন ও পরমানন্দ বর্দ্ধন ও শ্রীমতী দীনময়ী দেবী মাতা লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আদরমণী দেব্যা ও শ্রীরঘুনাথ দাস পহরাজ মহা-পাত্র ও সীতানাথ দাস মহাপাত্র ও শ্রীমত্যা ঈশ্বরামণী দেব্যা, রামনিধি কুণ্ডু ও রামানন্দ কুণ্ডু ও মহেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, শ্রীমতী দিগম্বরী দাসী পীতাম্বর দেব পত্নী।

ভাণ্ডীর নম্বর।	এ রেজেষ্টরির নম্বর	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
				দ রামনিধি কুণ্ডু ও রামানন্দ কুণ্ডু ও মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর পৃথক হিসাব ৭০৩৸৫ বাদ শ্রীমতী দিগম্বরী দাসী পীতাম্বর দের পত্নীর পৃথক হিসাব ৩৪৪॥১	১ ৪৮৶৬		
				বাকী ব্রজনাথ রায় মহা	১০৮৫৲০	৮৬।১১	

শয় মেনাক্ষর ও পূর্ণচন্দ্র মিত্র নাবালগ শ্রীমতী ক্ষিরিপ্রিয়া দেবী, মৃত কুণ্ডবনারায়ণ রায়ের পত্নী শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী ৺ গজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পত্নী ও শীতল প্রসাদ রায় মহাশয় ও সুধাকৃষ্ণ রায় মহাশয় ও যতীশচন্দ্র বসু মাতা শ্রীমত্যা প্রসন্নময়ী দাসী ও নন্দগোপাল বর্দ্ধন ও পরমানন্দ বর্দ্ধন শ্রীমতী দীনময়ী দেবী, মাতা লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমত্যা আদরমণী দেব্যা ও রঘুনাথ দাস পটরাজ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস মহাপাত্র ও শ্রীমত্যা ঈশ্বরানন্দ দেব্যার এজমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।

ভাণ্ডীর নম্বর।	এ রেজেষ্টরির নম্বর	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
২৮	২১৫৯	১ ৯১	ম পশ্চিম মশড়া ও বেতাল খটীবান প. ভুঞা মুঠা।	আনন্দলাল রায় ও শ্রীমত্যা সত্যভামা শ্রীমত্যা ব্রহ্মময়ি পোষ্য মাতা রক্ষক উপেন্দ্রলাল রায় নাবালগ ও মুরারিলাল রায়।	৬২০॥৶৮	১১৬৶৩	
২৯	২১৮০	১২০৮	ম পদীমা পং কুকল চোর।	শ্রীমত্যা থাকমণী দেই চৌধুরী ও চৌধুরী গোপেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র।	৭৪০॥৪	৮১/০	
৩০	২৩৪৯	১২৮৭	ম বেজুড়া পং কুরুল চোর।	গোবিন্দপ্রসাদ বিসুই ও	১১২৩৶/১		

অনিরুদ্ধ গিরি ও গোপীনাথ গিরি ও পীতাম্বর ও নৃসিংহচরণ ও ধ্রুবচরণ ও অভিরাম গিরি ও সাধুচরণ মাহান্তা ও আনন্দরাম গিরি ও লালমোহন গিরি ও শ্রীমত্যা দাসী দেই মাতা রক্ষক নিত্যানন্দ গিরি ও শ্রীমত্যা ত্রিপুরা দেই ও শুবল চরণ গিরি প্রকাশিত দাস ও গৌরমোহন গিরি স্বয়ং ও ভ্রাতা রক্ষক পঞ্চানন্দ গিরি নাবালগ ও কুঙর নারায়ন রায় চৌধুরী ও রাধাকৃষ্ণ গিরি কৃষ্ণপ্রসাদ দাস ও মধুসূদন দাস ও শ্রীমত্যা জোইত্রা দেই মাদরে রাধামোহন দাস ও ব্রজমোহন ও নিলমোহন দাস ও গুরুপ্রসাদ বিশুই ও দুর্গাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ও মদন মোহন বিশুই।

ভাণ্ডীর নম্বর।	এ রেজেষ্টরির নম্বর	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
				বাদ কৃষ্ণপ্রসাদ দাস ও মধুসূদন দাস ও শ্রীমত্যা জোহত্রা দেই মাদরে রাধামোহন দাস ও ব্রজমোহন নিলমোহন দাসের পৃথক হিসাব ৪০ ৸৩ বাদ গুরুপ্রসাদ বিশুই ও দুর্গাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ও মদনমোহন বিশুইর পৃথক হিসাব ৮৩৸১০	৪৮৬॥/১		
				বাকী গোবিন্দ প্রসাদ	৬৩৬।।৶	৫৫/৩	

বিশুই ও অনিরুদ্ধ গিরি ও গোপীনাথ গিরি ও পীতাম্বর ও নৃসিংহ চরণ ও ধ্রুবচরণ ও অভিরাম গিরি ও সাধু চরণ মাহান্তা ও আনন্দরাম গিরি ও লালমোহন গিরি ও শ্রীমত্যা দাসী দেই মাতা রক্ষিক নিত্যানন্দ গিরি ও শ্রীমত্যা ত্রিপুরা দেই ও সুবলচরণ গিরি প্রকাশিত দাস ও গৌরমোহন গিরি স্বয়ং ও ভ্রাতারক্ষক পঞ্চানন্দ গিরি নারালক ও কুঙর নারায়ণ রায় চৌধুরি ও রাধাকৃষ্ণ গিরির এজমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।

ওরতীব নম্বর	এ রেজে ষ্টবির নম্বর।	তৌজির নম্বর	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবে	কৈফিয়ৎ।
৩১	২৩৫৭	১২৯৩	মঃ রাধা নগর পং খটনগর	পঞ্চানন কাননগোই ও নবনারায়ণ দাস কাননগোই ও গুরুপ্রসাদ দে ও পঞ্চানন্দ আচার্য্য ও জিতবাম বায় ও সাধুচরণ মান্না ও হাড়চরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ জানা ও হরনারায়ণ জানা ও উমাপ্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ দে ও লালমোহন দাস গোকুলচরণ ব্রহ্ম ও দামোদর ব্রহ্ম ও বলরাম ব্রহ্ম ও শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী, রামনারায়ণ রায়ের বনিতা ও বাদল খাঁ	২৬৫৪৸৴২		
				বাদ গোকুল চরণ ব্রহ্ম ও দামোদর ব্রহ্ম ও বলরাম ব্রহ্মর পৃথক হিসাব ৯৮৶৯			
				বাদ শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী রামনারায়ণ রায়ের বনিতার পৃথক হিসাব ২৪॥৭			
				বাদ বদল খাঁর পৃথক হিসাব ৪৬৸৶১০	১৬৯॥৶২		
				বাকী পঞ্চানন কাননগোই ও নবনারায়ণ দাস কাননগোইও গুরুপ্রসাদ দে ও পঞ্চানন্দ আচার্য্য ও জিতবাম রায় ও সাধুচরণ মানা ও হাড়চরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ জানা ও হর নরায়ণ জানা ও উমাপ্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ দে ও লালমোহন দাসের এজমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী মালগুজারির জন্য নিলাম হইবেক।	২৪৮৫৶১০	১৫৸৶৮	
৩২	২৫৮৯	১৪৪১	মঃ শলীঘোড়া পং খটনগর	হরিপ্রসাদ দাস ও ব্রজনাথ ও ইন্দ্রনাথ দাস ও বৃন্দাবনপ্রসাদ দাস ও শ্রীমত্যা মহেশ্বরী দাসী ৺ মথুরমোহন দাসের পত্নী ও দ্বারিকানাথ দাস ও শ্রীমত্যা কৃষ্ণপ্রিয়া দেই ও প্রাণগোবিন্দ নাগ ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিধিরাম গিরি ও মাধবরাম জানা ও প্যারীমোহন দে ও ভোলানাথ সিংহ ও বৈদ্যনাথ সাহু ও গিরিধারীপ্রসাদ মহাপাত্র ও শ্রীধরচরণ পণ্ডা ও দুর্গাপ্রসাদ পণ্ডা ও বিদ্যাধর পণ্ডা ও পীতাম্বর পড়া ও রসিকমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ ও ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ও বিনোদবেহারি ও মুরলীবেহারি ও গোলোকবেহারি ঘোষ ও রাধামোহন দে ও গোলোকমোহন দে ও প্যারীমোহন দে ও দীননাথ মহাপাত্র ও গোপালপ্রসন্ন দাস নাবালগের পিতা ও রক্ষক যজ্ঞেশ্বর দাস ও নবদ্বীপচন্দ্র রায়।	১৬৫৩৴৮		
				বাদ গোপালপ্রসন্ন দাস নাবালগের পিতা ও রক্ষক যজ্ঞেশ্বর দাসের পৃথক হিসাব ২৯৸৴৩			
				বাদ নবদ্বীপচন্দ্র রায়ের পৃথক হিসাব ১১৭	১৪৬৸৴৩		
				বাকী হরিপ্রসাদ দাস ও ব্রজনাথ ও ইন্দ্রনাথ দাস ও বৃন্দাবনপ্রসাদ দাস ও শ্রীমত্যা মাহেশ্বরী দাসী ৺ মথুরমোহন দাসের পত্নী ও দ্বারিকানাথ দাস ও শ্রীমত্যা কৃষ্ণপ্রিয়া দেই ও প্রাণগোবিন্দ নাগ ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিধিরাম গিরি ও মাধবরাম জানা ও প্যারীমোহন দে ও ভোলানাথ সিংহ ও বৈদ্যনাথ সাহু ও গিরিধারি প্রসাদ মহাপাত্র ও শ্রীধরচরণ পণ্ডা ও দুর্গাপ্রসাদ পণ্ডা ও বিদ্যাধর পণ্ডা ও পীতাম্বর পড়া ও রসিকমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ ও ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ও বিনোদবেহারি ও গোলোক বেহারি ও মুরলীবেহারি ঘোষ ও রাধামোহন দে ও গোলোকমোহন দে ও প্যারীমোহন দে ও দীননাথ মহাপাত্রের এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।	১৫০৬।৫	৯।৴০	
৩৩	২৭৩৬	৫০৮	মঃ তোড়রাই প দাতুনচোর	রামানন্দ কুণ্ডু ও সুন্দর নারাণ সড়ঙ্গী ও পঞ্চানন্দ সড়ঙ্গী ও শ্রীমত্যা মটুরামণী দেব্যা ও মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ও বামনিধি কুণ্ডু	১৬১৴৮	২৭॥৴১	

তওজীব নম্বর।	এর রেজেষ্টরির নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যেবাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
৩৪	২৭৬৫	১৫২৪	ম উত্তর পনসা পং কীং কাশী যে ডা	গোপালচাঁদ ও নিলমণী ও নন্দলাল পণ্ডা ও গোপালচাঁদ পণ্ডা ও কাশীনাথ দাস ও জগদীশ পণ্ডা ও কৈলাস চন্দ্র মাইতি ওবক্ষ পণ্ডা সেবাং শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ওপরেশনাথ পণ্ডা সেবাং শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ দাস ও রামচাঁদ বেরা ও চন্দ্রশেখর পণ্ডা শ্রীমতী নবনতারা দেবী পত্নী লাল মোহন পণ্ডা।	মায় পুলীস ১০৩৯৶২		
				বাদ শ্রীমতী নয়নতারা দেবী স্ত্রী লালমোহন পাণ্ডার পৃথকহিসাব।	মায় পুলীস ১০৪২৶৮		
				বাকী গোপালচাঁদ ও নিলমণি ও নন্দলাল পণ্ডা ও গোপালচাঁদ পণ্ডাও কাশীনাথ দাস ও জগদীশ পণ্ডা ও কৈলাস চন্দ্র মাইতি ওবক্ষে পণ্ডা সে বাং শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও পরেশ নাথ পণ্ডা সেবাং শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ দাস ও রামচাদ বের ও চন্দ্র শেখর পণ্ডার এজমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।	মায় পুলীস ৯৯৬৸৶৬	৮৸৶৩	

W. FIDDIAN Offg Collector

জিলা ঢাকা।

বাকী খাজানা জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা ঢাকার মধ্যবর্ত্তি নিম্নলিখিত মহাল ৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এর আক্টের অনুসার বাকি রাজস্বর ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে জিলা ঢাকার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ১৮৮১ সাল তারিখ ৩ আগষ্ট।

নম্বর তৌজি	মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা	বাকির পরিমাণ।	মন্তব্য।
৯৭৮	পং কাশীম নগর রকম হিঃ ।।৵৮= ক্রাপ্ত জমিদারি বং মুনশী মাহমদ হাকেজ।	মদনমোহন শাহা	১৫৬ ।৫১ ।	১২৮৮ সালের অবশিষ্ট মহাল দাং কিস্তি নিদর্ষইবে। জোষ্ঠ ৫৩২৸৮	
	হিসাবপৃথক।				
	পং কাশীম নগর রকম হিঃ।।৵৮= ক্রাপ্ত জমিদারি বং মুনশী মাহাম্মদ হাকেজ হি ৶৫।।৩ দ্বীপ।	আতরমেছা খাতুম অম্বল খএ রাত খাতুন ও কজলল হক।	৩০৮।।৴১৯	০	
	পং কাশীম নগর রকম হিঃ।৵৮= ক্রাপ্ত জমিদারি বং মুনশী মাহাম্মদ হাকেজ কিং পেচাক্ত খাল বাট বাহণ রসী বাট সত্তর রসী বাট এগার রসী বাট আড়াই রসী এবার।।৴১৪।১ দ্বীপ হন্যা।	জয়কিশোরী চৌধুরাণী মহিমা চন্দ্র রায় চৌধুরি আনন্দময়ী চৌধুরাণী রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরি দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরি ও হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।	২১ ৸৶		
			২১৩ ৭		

DACCA COLLECTORATE } The 11th August 1881 }

A C Lite for Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১ ২০ সেপ্টেম্বর।]

জিলা ২৪ পরগনা।

১৮৭৯ সালের নবেম্বর মাহার রুলের ১৭ ধারামতে নোটিস।

এতদ্দারা এই স বাদ দেওয়া যাইতেছে যে যাহার নক্সা শুন্দরবনের কমিশ্যনর সাহেবের আপীসে দেখিবার নিমিত্ত আছে এতৎস দত্ত তফসীলের লিখিত সেই ভূমির পাট্টা শ্রীরাজকুমার বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীকৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে উক্ত ভূমির উপর (৮৭৩ সালের ২৩ আইনমতে অর্থাৎ পতিত ভূমির উপর দাওয়াক নিষ্পত্তি করিবার বিধান করণার্থ আইনমতে) দাওয়া বা আপত্ত্য করা প্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে নিলাম বাহত বা স্থগিদ না হইলে তাহা ৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাসের ২রা তারিখ মোং ১২৮৮ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ শুক্রবার মধ্যাহ্নকালে f ক্রীত হইবে।

২। নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে ও ২৪ পরগনা ও যশোর ও বাকরগঞ্জের অন্তর্গত শুন্দরবনের পতিত ভূমির পাট্টা বিক্রয়ার্থ ১৮৭৯ সালের নবেম্বর মাসের ১২ তারিখের বিধিস যুক্ত সাধারণ নিয়মাধীনে উক্ত ভূমির পাট্টা দেওয়া যাইবে।

নিয়ম এই।

উক্ত ভূমি বর্ত্তমান পথ ও জল ও অন্য সকল স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্বের নিয়মাধীন থাকিবে।

নৌকা গম্য সকল জলস্রোত ও খাল ব্যবহার করিবার স্বত্ব সাধারণের থাকিবে ও উক্ত প্রত্যেক জল স্রোতের ও খালের উভয় পার্শ্বে ২৫ ফুটের কম না হয় এমত প্রশস্ত গুণ টানিবার পথ ও ব্যবহারার্থে রাখা যাইবে।

উক্ত ভূমির ধাতু প্রভৃতি খনির উপর গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব থাকিবে তদ্ভিন্ন সেই ধাতু প্রভৃতি তুলিবার ও পাইবার ও লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথস্বত্ব রক্ষা করা এব যুক্তি সঙ্গত অন্য যে সুবিধ করা আবশ্যক তাহা করিতে হইবে। উক্ত ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের মালিকি স্বত্বও থাকিবে ও পাট্টাধারিকে কেবল দখলি স্বত্ব দেওয়া যাইবে। সেই স্বত্ব পুরুষানুক্রমিক ও হস্তান্তর যোগ্য হইবে।

(তফসীল।)

	লাটের নম্বর।	জেলা সব ডিভিজান ও থানা।	রকবা।	সীমানা।	
১	৩৬ নং লাটের পূর্ব্ব খণ্ড।	জেলা ২৪ পরগনা সব ডিবিজান বারুই-পুর থানা জয়নগর	ন্যূনাধিক ৩৫০ /	উত্তর ৩৭ নং লাট পূর্ব্ব বেনিম্মি নদী দক্ষিণ বাগনদী পশ্চিম ডিপুটী কালেক্টর মে এলিসন সাহেবের ১৮৮১৮১ সালের নক্শায় অঙ্কিত নূতন ভেড়ি যদ্দারা এই খণ্ডের পশ্চিম ও অত্র লাটের পশ্চিম খণ্ডের পূর্ব্ব সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।	
২	৩৬ নং লাটের পশ্চিম খণ্ড	ঐ	ন্যূনাধিক ৬ /	উত্তর ঠৈজম্মা কি রগাংখাল এবং উপরোক্ত পূর্ব্ব খণ্ডের পশ্চিম সীমানার নূতন ভেড়ি। পূর্ব্ব উপরের উক্ত নূতন ভেড়ি। দক্ষিণ বাগনদী। পশ্চিম ঠৈজম অথবা বণা খাল	

SUNDERBUN COMMISSIONER'S OFFICE
at ALIPORE
31st August 1881

F E PARGITER
Offg Commissioner Sunderbun

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সাধারণকে জ্ঞাত করাণ যাইতেছে যে জেলা ঢাকার অধীন মুনসীগঞ্জ মহকুমার ল ঙ্গলবন্ধ ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে যে প্রতি বৎসর বিখ্যাত কার্ত্তিক বারুণীর মেলা হইয়া থাকে তাহা ই রাজি ৮৮১ সনের ৫ই নবেম্বর তারিখে বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ২১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভঙ্গ হইবেক, বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি।

C C STEVENS
জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট।

[Government Gazette, 20th September, 1881]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতার ভূস্বামিগণকে বা তাঁহাদের কর্ম্মচারি, ট্রষ্টী একজেকুটর আডমিনিষ্ট্রেটরদিগকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, গত আপ্রিল মাসের ১ তারিখ হইতে রাজস্ব সম্পর্কীয় চলিত ১৮৮১। ৮২ সালের ভূমির যে রাজস্ব পাওনা হইয়াছে তাহা আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখে বা তৎপূর্ব্বে এই কালেক্টরীতে দাখিল করিতে হইবে, দাখিল করা না গেলে তাহা আদায় করিবার জন্যে আইনের দৃঢ়তম বিধান প্রবল করা যাইবে।

জি এম, গুড্রিক ডেপুটী কালেক্টর

কলিকাতার কালেক্টরী ৪ বংশাল ষ্ট্রীট ১৮৮১ সাল ১০ আগষ্ট।

The Hvmns of the Rig Veda in the Samhita and Pada Text, bv Professor F Max Müller M A in two Volumes *Price Rs 24 packing and postage Re 1 12*

*. The Rig Veda the oldest book of Indian literature has very properly been made one of the principal class books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India and though at present a scholar like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only yet as soon as editions translations grammars and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country —*Extract from Preface*

OFFICE OF SUPDT GOVT PRINTING No 8 Hastings Street Calcutta

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিনকোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিকাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।।০ টাকা প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।।০ টাকা প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা ৪ আউন্স টীন ৫।।০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০।।০ টাকা ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা ডাকমাসুল দিতে হইবে।

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant Governor of Bengal by C D Field M A LL D of the Inner Temple Barrister at Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service District and Sessions Judge of Burdwan Member of the Rent Commission

Price Rs 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant Bengal Secretariat

N B —Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার আট লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশনের মেম্বর ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি ডি ফিল্ড এম, এ ও এল এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংগ্রহ।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌন্টান্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য। উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮ । ২০ সেপ্টেম্বর।]

Rates of Subscription to the Bengali Government Gazette

FROM 1ST JANUARY 1872

Payable in advance

	Rs		
For one year, without postage	10	0	0
Ditto with postage	12	8	0

When postage stamps are remitted in payment of subscription one anna in the Rupee should be added for discount

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার।

ডাকমাসুল বিনা এক বৎসরের	১০৲
ডাকমাসুল সুদ্ধ ঐ	১২॥০

ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠান গেলে টাকা প্রতি এক আনা মূল্যের একং খান ডাকের টিকিট ডিস্কৌণ্ট দিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

NOTICE

IN continuation of notice dated the 20th November 1877 intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied or advertisement notice &c inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

NOTE —*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

	Rs
Full page per issue	2
Half	1

Casual advertisements —4 annas per line

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া হইবেনা ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর / এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

মন্তব্য —কলিকাতা গেজেটে ইশ্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

	টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৲
কথনং ইশ্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।

[*Government Gazette 20th September*, 1881]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন মরিস্ লুইস্ সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1398—740—20 9 81

Numb 2200 ২২০০

[REGISTERED No 30]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 27, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২৭ সেপ্টেম্বর।

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART I

Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATION —MEDICAL

Simla the 15th September 1881

No 459 —The services of Surgeon J Lewtas M B (Queen's Own), Corps of Guides, are placed temporarily at the disposal of the Government of Bengal

A MACKENZIE
Offg Secy to the Govt of India

DEPARTMENT OF REVENUE, AND AGRICULTURE

NOTIFICATIONS —GENERAL

Simla, the 16th September 1881

No 127 —Mr C L Tupper, C S, Officiating Under Secretary to the Government of India, in the Revenue and Agricultural Department, is placed on special duty for two months, from the 15th September 1881

No 128 —Mr T W Holderness, C S, is appointed to officiate as Under Secretary to the Government of India, in the Revenue and Agricultural Department, during the absence of Mr C L Tupper on special duty

No 129 —Mr C L Tupper, C S, and Mr T W Holderness, C S, respectively made over and received charge of the office of Under Secretary to the Government of India, in the Revenue and Agricultural Department on the forenoon of the 15th instant

T C BUCK
Offg Secy to the Govt of India

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Simla, the 15th September 1881

No 301 —Mr J Ramsay Executive Engineer First Grade Engineer in Chief of the Indus Valley and Kandahar Railways is transferred to the Establishment of the Government of Bengal, Railway Branch, with effect from the date of the return of Mr H F Storey from privilege leave

W S TREVOR, *Colonel*, R E,
Offg Secy to the Govt India

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

চিকিৎসা বিষয়ক—বিজ্ঞাপন।

সিমলা ১৮৮১ সাল ১৫ সেপ্টেম্বর

৪৫৯ নম্বর।—(মহারাণীর স্বকীয়) গাইডস দলের সর্জন শ্রীযুত জে লিউটাস সাহেব, এম বি কিয়ৎকালের নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে স স্থাপিত হইলেন।

এ মাকেঞ্জি
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

রাজস্ব ও কৃষিকার্য্যসম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন—সাধারণ।

সিমলা ১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

১২৭ নম্বর।—রাজস্ব ও কৃষিকার্য্যসম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটি ছোট সেক্রেটরী শ্রীযুত সি, এল টপর সাহেব সি এস, ১৮৮১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর অবধি দুই মাসের নিমিত্তে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

২৮ নম্বর।—বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত সি এল টপর সাহেবের অনুপস্থিতিকালে শ্রীযুত সি ডবলিউ হোল্ডরনেস সাহেব সি এস রাজস্ব ও কৃষিকার্য্যসম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১২৯ নম্বর।—শ্রীযুত সি এল, টপর সাহেব সি এস ও শ্রীযুত টি ডবলিউ হোলডরনেস সাহেব সি এস, পরস্পর ক্রমান্বয় এই মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর কর্ম্মের ভার অর্পণ ও গ্রহণ করিলেন।

ই সি বক্
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮১ সাল, ১৫ সেপ্টেম্বর।

৩০১ নম্বর।—শ্রীযুত এচ, এফ ষ্টোরি সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী হইতে প্রত্যাগমনের তারিখ অবধি সিন্ধু উপত্যকার ও কাণ্ডাহার রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র ও প্রধান ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে, রামসে সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে শাখায় সিরিস্তায় প্রেরিত হইলেন।

ডবলিউ, এস, ট্রেবর, কর্ণেল, আর ই,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY SEPTEMBER 27 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২৭ সেপ্টেম্বর।

PART II

Resolutions Orders, and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

No 4021A

GENERAL —*The 16th September* 1881 —Baboo Deno Nath Addy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Durbhunga, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district

Baboo Raj Mohun Das temporary Sub Deputy Collector in the Chittagong Division is posted to Noakholly with effect from the date on which he joined that district

The 17th September 1881 —Baboo Grish Chunder Das, Temporary Sub Deputy Collector on settlement duty in Chittagong is allowed leave for fifteen days under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 10th October next

Mr R H Greaves Joint Magistrate and Deputy Collector is posted to Mymensingh on being relieved of his present duties as Officiating District and Sessions Judge of Dinagepore Mr Greaves is appointed to act until further orders, in the First Grade of Joint Magistrates and Deputy Collectors

Mr L C Abbott Joint Magistrate and Deputy Collector is posted to Bhagulpore Mr Abbott is appointed to act until further orders in the First Grade of Joint Magistrates and Deputy Collectors

Mr J Pratt, Joint Magistrate and Deputy Collector is posted to Purneah, on being relieved of his present duties as Officiating District and Sessions Judge of that district Mr Pratt is appointed to act until further orders, in the First Grade of Joint Magistrates and Deputy Collectors

EDUCATION —*The 19th September* 1881 —In continuation of the notification published in the *Calcutta Gazette* of the 25th May 1881 (Part I page 533) the following gentlemen are appointed to be members of the Board of Visitors of the Engineering College Howrah —

The Lord Bishop of Calcutta

Maharajah Jotendro Mohun Tagore C S I

Surgeon Major G King M B Superintendent Botanical Gardens

MEDICAL —*The 17th September* 1881 —Moulvi Syud Wakar Hossein is appointed to be Secretary to the Committee for the Management of the Charitable Dispensary at Colgong

Assistant Surgeon Bepin Vihari Gupta a Supernumerary at the Presidency, is appointed temporarily to have charge of the Doomraon Dispensary *vice* Assistant Surgeon Madu Suddun Gupta

Dr J A Greene Officiating Civil Medical Officer Tipperah is allowed subsidiary leave for fourteen days under Section 135 Rule 2 of the Civil Leave Code with effect from the 1st proximo or such subsequent date as he may be relieved

The 20th September 1881 —The order of the 13th instant granting Apothecary J F Mills Steward Presidency General Hospital leave for three months, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code is cancelled

PORT TRUST —*The 16th September* 1881 —The Lieutenant Governor accepts the resignation tendered by Mr L C Abbott of his appointment as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta

Mr C I Buckland Officiating Magistrate and Deputy Collector Howrah is appointed under the provisions of Act V (B C) of 1870 to be a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta

ECONOMIC MUSEUM —*The 17th September* 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the Local Economic Museum Committee of Rajshahye —

Mr D I Gordon Manager for Messrs Watson & Co

J H Livermore Manager for Messrs Watson & Co

H W J Bamber District Superintendent of Police

Baboo Prosonno Kumar Mozoomdar, Dewan of Maharanee Sarut Soondari of Pooteah

[*Government Gazette, 27th September* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

৪০২১ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—দ্বারভঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দীননাথ আঢ্য উক্ত জিলার ১৮৭০ সালের ৩ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

চট্টগ্রাম খণ্ডের কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রমণমোহন দাস নওয়াখালীতে যে তারিখে কর্ম্ম গ্রহণ করেন তদবধি উক্ত জিলায় সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।—চট্টগ্রামে বন্দোবস্তী কার্য্যে নিযুক্ত কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র দাস সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি অক্টোবর মাসের ১০ তারিখ অবধি পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত আর এচ ওয়িস সাহেব দিনাজপুরের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজস্বরূপ স্বীয় বর্ত্তমান কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিয়া ময়মনসিংহে অবস্থাপিত হইলেন। যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় তিনি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জাইণ্ট মজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এল সি আবট সাহেব হুগলিতে অবস্থাপিত হইলেন। যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় তিনি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে গ্রাট সাহেব পূর্ণিয়া জিলার একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজস্বরূপ স্বীয় বর্ত্তমান কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিয়া উক্ত জিলায় অবস্থাপিত হইলেন। যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় তিনি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।—১৮৮১ সালের মে মাসের ৩১ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৩১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের অতিরিক্ত নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হাবড়াস্থ ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের পরিদর্শক সভার মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতার শ্রীযুত লার্ড বিশপ সাহেব।
মহারাজা শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি, এস, আই।
কোম্পানির বাগানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সর্জন মেজর শ্রীযুত জি কিং সাহেব এম বি।

চিকিৎসাবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১৭ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ ওয়াজেদ হুসেন কাহাল গাঁয়ের দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত মধুসূদন গুপ্তের পরিবর্ত্তে রাজধানীর অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত বিপিনবিহারী গুপ্ত কিয়ৎকালের নিমিত্তে ডুমরাওন ঔষধালয়ের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ত্রিপুরার একটিং সিবিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত জে এ গ্রীন সাহেব আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তৎপর যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভার অর্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৩৫ ধারার ২ প্রকরণমতে চৌদ্দ দিনের আনুষঙ্গিক ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২০ সেপ্টেম্বর।—প্রেসিডেন্সী জেনরল হাঁস্পাতালের ষ্টুয়ার্ট আপথিকরি শ্রীযুত জে এফ মিলস সাহেবকে সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী দেওন বিষয়ক এই মাসের ১৩ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

পোর্ট ট্রষ্টবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১৬ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত এল সি আবট সাহেব কলিকাতা বন্দর সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশনরস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগকরণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

হাবড়ার একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত সি, ই বকলণ্ড সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দর সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ইকনমিক মিউজিয়ম বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১৭ সেপ্টেম্বর।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজশাহীর স্থানীয় ইকনমিক মিউজিয়ম কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মেসর্স ওয়াটসন কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত ডি টি, গর্ডন সাহেব।
মেসর্স ওয়াটসন কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত জে এচ লিবরমোর সাহেব।
পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ ডবলিউ, জে, বাম্বর সাহেব।
পুঁটিয়ার মহারাণী শ্রীমতী শরৎসুন্দরীর দেওয়ান শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার মজুমদার।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৭ সেপ্টেম্বর।

ROAD CESS —*The 19th September* 1881 —The following gentlemen, who are members of the Branch Road Cess Committee of the Darjeeling Terai, are appointed to be also members of the District Road Cess Committee of Darjeeling —

(1) The Joint Magistrate or Assistant Magistrate at Kurseong
(2) Baboo Harra Sunder Mozoomdar
(3) Mr A H Fletcher
(4) „ C Le Mesurier

It is hereby notified that under Section 169 of Act IX (B C) of 1880 the Lieutenant Governor revokes the order under which the Branch Road Cess Committee of the Darjeeling Terai has hitherto exercised the full powers of a District Road Committee The Branch Committee as now re constituted will consist of the following gentlemen —

1 The Joint Magistrate or Assistant Magistrate of Kurseong
2 Deputy Magistrate of the Terai
3 Mr A H Fletcher
4 „ O D Johnson
5 „ E P Tod
6 „ G L Mesurier
7 The Assistant Conservator of Forests
8 The Sub Inspector of Schools
9 Baboo Harra Sunder Mozoomdar
10 „ Pahar Sing Chowdhoori
11 Mr A Baptist
12 „ H P Bradford
13 Baboo Gobind Chunder Sircar
14 „ Kamal Sing Chowdhoori
15 „ Dhun Kant Shaha

The 20th September 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the Branch Road Cess Committee of Narail in the district of Jessore —

Baboo Doorga Prosanna Das Sub Registrar of Kaliya
„ Tarini Churn Banerjee ditto of Lakhipasa
„ Annoda Prosad Dutt ditto of Singasulpore

The following Notification are republished from the *Assam Gazette* —

No 188 —*The 5th September* 1881 —Privilege leave of absence for one month and eighteen days under Section 73 of the Civil Leave Code, is granted to Mr L E Fabre Tonnerre Assistant Superintendent of Police Nowgong with effect from the 1st September 1881 or the subsequent date on which he may avail himself of it

No 194 —*The 8th September* 1881 —Privilege leave of absence for three months under Section 71 of the Civil Leave Code is granted to Mr H Luttman Johnson c s Deputy Commissioner Sylhet with effect from the 10th October 1881 or the subsequent date on which he may avail himself of it

No 195 —During the absence on privilege leave of Mr H Luttman Johnson c s Deputy Commissioner Sylhet Mr J D Anderson c s Assistant Commissioner Third Grade is appointed to act as Deputy Commissioner of that district

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 9th August 1881 —It is hereby notified that Radha Kant Biswas late Mohurir in the Mymensingh Collectorate who has been sentenced to three years rigorous imprisonment and a fine of Rs 400 or in default to six months' further rigorous imprisonment, on a charge of criminal breach of trust as a public servant is declared incapable of serving Government again in any capacity

The following descriptive roll of the prisoner is published for general information —

Name &c	Residence &c	Description of person	Offence	Sentence
Radha Kant Biswas son of Ram [illegible] Biswas deceased caste Kayesta, Hindu	Village [illegible] Tappo [illegible] Bhowal [illegible] Zillah Mymensingh	Age 40 or 50 years Height [illegible] feet [illegible] inches Complexion black Stature tall Features flat Beard and moustache grey	Criminal breach of trust as a public servant under Section 409 Indian Penal Code	Three years rigorous imprisonment and a fine of Rs 400 or in default six months further rigorous imprisonment

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette, 27th September* 1881]

পথকর বিষয়ক।— ৮৮১ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।—দার্জ্জিলিঙ্গ তেরাইয়ের শাখাপথকর কমিটীর মেম্বর নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দার্জিলিঙ্গ জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরেরও প দে নিযুক্ত হইলেন।

(১) কর্সিয়ঙ্গের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট বা অ সিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট।
* (২) শ্রীযুত বাবু হরসুন্দর মজুমদার।
(৩) ,, এ এচ, ফ্লেচর সাহেব।
(৪) ,, জে লেমসুরিয়র সাহেব।

১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৬৯ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে দার্জিলিঙ্গ তেরাইর শাখা পথকর কমিটী যে আজ্ঞাক্রম এ পর্যন্ত জিলার পথকর কমিটীর ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে ছিলেন শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা রহিত করিলেন। এইক্ষণে যে শাখা কমিটী পুনঃ সংস্থাপন করা গেল তাহাতে নিম্নলিখিত মহাশয়েরা থাকিবেন।

১। কর্সিয়ঙ্গের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট বা আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট।
২। তেরাইর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট।
৩। শ্রীযুত এ এচ, ফ্লেচর সাহেব।
৪। ,, ও ডি জন্সন সাহেব।
৫। ই পি টড সাহেব।
৬। ,, জি লে,মসুরি র সাহেব।
৭। , সহকারি বনরক্ষক।
৮। স্কুল সমূহের সব ইনিস্পেক্টর।
৯। শ্রীযুত বাবু হরসুন্দর মজুমদার।
১০। , বাবু পাহাড়সিংহ চৌধুরী।
১১। , এ, বাপ্টিস্ট সাহেব।
১২। ,, এচ পি ব্রাডফর্ড সাহেব।
১৩। ,, বাবু গোবিন্দচন্দ্র সরকার।
১৪। ,, বাবু কমলসিংহ চৌধুরী।
১৫। ,, বাবু ধনকান্ত শাহ।

১৮৮১ সাল ২ সেপ্টেম্বর।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা যশোহর জিলার অন্তর্গত নড়াইলের শাখা পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

কালিয়ার সব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত বা দুর্গাপ্রসন্ন দাস।
লক্ষ্মীপাশ র ঐ বাবু তারিণী চরণ বন্দোপাধ্যায়।
শিআসলপুরের ঐ , বাবু অন্নদাপ্রসাদ দত্ত।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

১৮৮ নম্বর।—১৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর —নৌগাঁয়ের পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এল ই, কেবর-টনের সাহেব ৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭৩ ধারামতে এক ম স আঠার দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৯৪ নম্বর।—১৮৮১ সাল ৮ সেপ্টেম্বর।—ছিলটের ডেপুটী কমিশানর শ্রীযুত এচ লটমান জন্সন সাহেব সি এস ১৮৮১ সালের ১০ অক্টোবর অ ধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকা কদের ছুটীর বি ধিব ৭১ ধারামতে তিন মা সর অনুগ্র হর ছুটী পাইলেন।

১৯৫ নম্বর।—ছিলটের ডেপুটী কমিশানর শ্রীযুত এচ ল মান জন্সন সি এস সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট কমিশানর শ্রীযুত জে, ডি, আণ্ডরসন সাহেব, সি,এস উক্ত জিলার ডেপুটী কমিশানরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন,।

হরেস এ, কক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

৮৮১ সাল ৯ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই স বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ময়মনসিংহের কালেক্টরীর ভূতপূর্ব্ব মুহুরীর শ্রীরাধাকান্ত বিশ্বাস রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া অপরাধ ভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা করণা পরাধের অভিযোগে অপরাধী প্রমাণ হওয়াতে তাহার কঠিন পরিশ্রম সহিত তিন বৎসরের কারাদণ্ড ও ৪০০ টাকা অর্থদণ্ডের কিম্বা ঐ অর্থদণ্ড না দিলে কঠিন পরিশ্রম সহিত আর ছয় মাসের কারা দণ্ডের আজ্ঞা হওয়াতে আর কখন কোনরূপে গবর্ণমেন্টের কর্ম্ম পাইতে পারিবে না বলিয়া প্রকাশ করা গেল।

বন্দীর নিম্নলিখিত বিবরণ সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

নাম প্রভৃতি।	বাসস্থান প্রভৃতি।	শরীরের বর্ণনা।	অপরাধ।	দণ্ডাজ্ঞা।
মৃত রামকান্ত বিশ্বাসের পুত্র শ্রীরাধাকান্ত বিশ্বাস। জাতি কায়স্থ হিন্দু।	ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত গফরগাঁ থানার নাসিরুজিয়াল পরগণা ভূপেন্দ্র বাবু তো য়ালের মধ্যে উলন্তী গ্রাম।	বয়স ৪ বা ৫ বৎসর উচ্চতা ৫ফুট ৪ইঞ্চি কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার মুখ চেপ্টা ও দাড়ি ও গোঁপ পাকা।	ভারতবর্ষীয়দণ্ড বিধির আইনের ৪০৯ ধারামতে রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ।	কঠিন পরিশ্রম সহিত তিন বৎসরের কারাদণ্ড ও ৪০০ টাকা অর্থ ও কিম্বা অর্থ দণ্ডের টাকা না দিলে কঠিন পরিশ্রম সহিত আর ছয় মাসের কারা দণ্ড

এস, এম, কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ৮৮১। ২৭ সেপ্টেম্বর।]

NOTIFICATION

The 16th September 1881 —It is notified for general information that, except in cases in which special orders have been or may be issued, all public offices under the Government of Bengal will be closed from the 28th September to the 9th October inclusive on account of the Doorga and Lakshmi Poojahs The usual arrangements will be made by heads of departments and offices for any urgent matters that will not admit of postponement

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF RUNGPORE

The 14th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Rungpore have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF DARBHANGA

The 15th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Darbhanga have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies, or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division is hereby published for general information

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF PATNA

The 19th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Patna have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF MYMENSING

The 19th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Mymensing have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies, or two pice, on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette, 27th September* 1881]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১৬ সেপ্টেম্বর।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বিশেষ স্থলে যে আজ্ঞা করা গিয়াছে কি করা যাইবে তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অধীন সকল রাজকার্য্যালয় দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখ অবধি অক্টোবর মাসের ৯ তারিখ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে গুরুতর কোন কার্য স্থগিত না থাকে এই নিমিত্ত কার্য বিভাগের ও কার্য্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহার বিহিত বন্দোবস্ত করিবেন।

এচ এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

রঙ্গপুর জিলার পথকর বিষয়ক
বিজ্ঞাপন।

৮৮১ সাল ১৪ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে রঙ্গপুর জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৵১০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

দ্বারভঙ্গা জিলার পথকর বিষয়ক
বিজ্ঞাপন।

১৮৮ সাল ১৫ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে দ্বারভঙ্গা জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৵১০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

পাটনা জিলার পথকর বিষয়ক
বিজ্ঞাপন।

৮৮১ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে পাটনা জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৵১০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ, এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

ময়মনসিংহ জিলার পথকর বিষয়ক
বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে ময়মনসিংহ জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৵১০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন, সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ, এম, কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৭ সেপ্টেম্বর।]

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF MALDAH

The 19th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Maldah have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice, on each rupee of the annual value of lands, and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH,

Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF PURNEAH

The 19th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Purneah have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881, at the maximum rate of six pies or two pice, on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH

Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 15th September 1881 —A plan and estimate amounting to Rs 37 703 for making up the frontage and constructing an open cargo shed opposite the landing stage at Armenian Ghât having been submitted by the Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta with their Vice Chairman s letter No 872 dated 15th June 1881, the Lieutenant-Governor sanctions the execution of the work under the provisions of Section 35 of Act V (B C) of 1870

A P MACDONNELL

Offg Secretary to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT

No 4022A

The 17th September 1881 —The order of the 9th August last granting Baboo Baney Madhub Mitter First Subordinate Judge, Backergunge leave for two months, under Section 72—1, Chapter V of the Civil Leave Code, is cancelled

The 20th September 1881 —Baboo Abinash Chunder Mookerjee, Moonsif of Palamow Lohardugga, is appointed to be a Moonsif in the district of Noakholly, and to be ordinarily stationed at Sudharam

Baboo Kuronamoy Banerjee, First Moonsif of Sudharam Noakholly is appointed to be a Moonsif in the district of Lohardugga and to be ordinarily stationed at Palamow

Baboo Otool Chunder Ghose Moonsif of Narail, Jessore, is appointed to be a Moonsif in the district of Midnapore and to be ordinarily stationed at Dantoon

Baboo Kali Nath Dhur Moonsif of Dantoon Midnapore is appointed to be a Moonsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Narail

Baboo Nilmoni Das, Officiating Moonsif of Burrabazar in the district of Manbhoom is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class and with those of a Deputy Collector under Act X of 1859

Baboo Tara Prosonna Banerjee, Moonsif of Motihari, Chumparun, is appointed to be a Moonsif in the district of Moorshedabad, and to be ordinarily stationed at Berhampore

Baboo Hem Chander Mitter Second Moonsif of Berhampore Moorshedabad, is appointed to be a Moonsif in the districts of Sarun and Chumparun, and to be ordinarily stationed at Motihari

HORACE A COCKERELL,

Secy, to the Govt of Bengal

[*Government Gazette, 27th September* 1881]

মালদহ জিলার পথকর বিষয়ক
বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসরে আরম্ভ হয় সেই বৎসর মালদহ জিলার পথ কর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকাপ্রতি ৴১০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

পূর্ণিয়া জিলার পথকর বিষয়ক।
বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে পূর্ণিয়া জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৴১০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ, এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১৫ সেপ্টেম্বর।—আর্ম্মিনিঘাটে মাল নামাইবার মঞ্চের সম্মুখে সম্মুখের স্থান ও মাল রাখিবার খোলা শেড প্রস্তুত করণার্থে কলিকাতা বন্দর সৌষ্ঠব করণার্থে কমিশ্যনরেরা আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির ১৮৮১ সালের ১৫ জুনের ৮৭২ নং পত্রের সঙ্গে যে নক্সা ও ৮১৭০৩৲ টাকা ব্যয়ের যে অনুমানপত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৫ ধারার বিধান মতে সেই কার্য্য করিবার অনুমতি দিলেন।

এ পি মাকডনেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

৪০২২ A নম্বর।

১৮৮১ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।—বাকরগঞ্জের প্রথম সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু বেণীমাধব মিত্রকে সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২-১ ধারামতে দুই মাসের ছুটী দেওন বিষয়ক গত আগষ্ট মাসের ৯ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

১৮৮১ সাল ২০ সেপ্টেম্বর।—লোহারডগার অন্তর্গত পালামৌয়ের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নওয়াখালী জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সুধারামে অবস্থাপিত হইবেন।

নওয়াখালীর অন্তর্গত সুধারামের প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় লোহারডগা জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ পালামৌয়ে অবস্থাপিত হইবেন।

যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ মদিনীপুর জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ দাঁতনে অবস্থাপিত হইবেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত দাঁতনের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কালীনাথ ধর যশোহর জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ নড়াইলে অবস্থাপিত হইবেন।

মানভূম জিলার অন্তর্গত বড়বাজারের একটিং মুনসেফ শ্রীযুত বাবু নীলমণি দাস তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

চাম্পারনের অন্তর্গত মতিহারীর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মুরশিদাবাদ জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বহরমপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

মুরশিদাবাদের অন্তর্গত বহরমপুরের দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু হেমচন্দ্র মিত্র সারণ ও চাম্পারণ জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মতিহারীতে অবস্থাপিত হইবেন।

হরেস এ কক্রেল।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৭ সেপ্টেম্বর।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT,—BENGAL.

IRRIGATION

The 19th September 1881

No 278 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for an extension of the Dunwar Escape Channel it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 3 miles and 895 feet in length, and varying from 104 to 200 feet in width and containing an area of 18 acres 2 roods and 9[1] poles more or less passing through Mouzahs Rajpore Bishonpore Imadpore Phs Peeroo and Ahiree Pergunnah Bhojepore is required in the district of Shahabad

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

No 279 —*Notification* —Mr A R MacDonald Assistant Engineer Second Grade Northern Bengal State Railway passed the Lower Standard Examination in Hindustani on the 1st August 1881 and the Departmental Standard Examination on the 30th idem

H C LEVINGE

Secy to the Govt of Bengal P W Dept

COMMUNICATIONS

The 19th September 1881

No 280 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for the construction of a cart road from Silligoree in the district of Julpigoree, to Sivoke in the district of Darjeeling passing through the jotes of Soji Mir Bhola Camasta, Krista Mangal and Chyan Chundra Byragee Harak Das Chcharu Das Khalye Das Monu Das Gora Chand Das, and Budu and Washi Das in taluk Dibgram and then through the private forest known as jungle mehal belonging to Ranee Jagadishwari of Julpigoree up to the boundary line between the district of Julpigoree and Darjeeling—all in pergunnah Baikantpore zillah Julpigoree it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less, 59 acres and 30 poles of standard measurement is required in the aforesaid taluk and the jungle mehal pergunnah Baikantpore zillah Julpigoree

This declaration is made under the provisions of Section 6 Act X of 1870 to all whom it may concern

A plan of the land can be seen at the office of the Deputy Commissioner Julpigoree

---

CIVIL BUILDINGS

The 19th September 1881

No 281 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for the site for a Court house for the Moonsif of Nawabgunge in the village of Manikpara pergunnah Mohashungpur zillah Bogra it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 6 bighas 14 cottahs 6 chittacks of standard measurement bounded on the north by the river Toolsheegunga on the south by the Nawabgunge and Khettal road on the west by Koomer Harry's lands and on the east by Kristo Byragee's land and house is required within the aforesaid village of Manikpara

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 282 —*Notification* —Mr W P Milne Assistant Engineer First Grade, Burdwan Division passed the Departmental Standard Examination in the Native language on the 12th instant

S T TREVOR *Lieut Col* R E

Joint Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

[*Government Gazette* 27*th September* 1881]

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

জল সেচন বিষয়ক।

৮৮১ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।

২৭৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ দামওদার জল নির্গমনের নালা বৃদ্ধি করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থ ব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলায় প্রায় ৩ মাইল ৮৯৫ ফুট দীর্ঘ ও ১০৪ অবধি ২০ পর্য্যন্ত ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৪৮ একর ২ রুড ৯।। পোল পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি ত্রোনোর পরগনায় গাজপুর ও বিষ্ণুপুর ও ইমাদপুর ও কাসপিক ও আক্ষা মৌজার মধ্য দিয়া যায়।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সম্বাদ দেওয়া গেল।

২৭৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—বঙ্গদেশের উত্তরদিকের স্টেট রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এ আর মাকডনাল্ড সাহেব ১৮৮১ সালের ১ আগস্টে নিম্নতর কষ্টিমতে হিন্দুস্থানী ভাষায় এবং ঐ মাসের ৩০ তারিখে কার্য্যবিভাগ সম্পর্কীয় কষ্টিমত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এচ সি লেবিঞ্জ
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বর্ম্মাদি বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ৯ সেপ্টেম্বর।

২৮০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর পরগনার দেবগ্রাম তালুকের গোস্বামিগণ ভোল গোমস্তা ও কৃষ্ণমণ্ডল ও জ্ঞানচন্দ্র বৈরাগী ও হরক দাস ও চৈতন্য দাস ও খালাই দাস ও মণিয়া দাস ও গোবিন্দ দাস ও লছু ও ওাশা দাসের যোতের এবং পরে জলপাইগুড়ির নদী জগদীশ্বরীর জঙ্গল মহাল নামক জঙ্গলের মধ্যে দিয়া জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙ্গ জিলার মধ্যগত সীমার রেখা পর্য্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিঙ্গ জিলার অন্তর্গত ... পর্য্যন্ত গরুরগাড়ী যাইবার পথ প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর পরগনার উক্ত তালুকের ও জঙ্গল মহালে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৮৯ একর ৩ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

উক্ত ভূমির নকশা জলপাইগুড়ির ডেপুটী কমিশ্যনরের আফিসে দেখা যাইতে পারিবে।

সিবিল অট্টালিকা বিষয়ক।

৮৮১ সাল ৯ সেপ্টেম্বর।

২৮১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বগুড়া জিলার অন্তর্গত মহাস্থিপুর পরগনার মানিকপাড়া গ্রামে নবাবগঞ্জের মুন্সেফের কাছারীঘরের স্থানের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত মানিকপাড়া গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৬।।৪।৴ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা তুলসীগঙ্গা নদী দক্ষিণ সীমা নবাবগঞ্জ ও খেটালপথ পশ্চিম সীমা কুমের ছাড়ির জমি ও পূর্ব্ব সীমা কৃষ্ণ বৈরাগীর জমি ও বাড়ী।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২৮২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—বর্দ্ধমান খণ্ডের প্রথম শ্রেণীর আসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডবলিউ পি মিলনী সাহেব এই মাসের ২ তারিখে কার্য্যবিভাগ সম্পর্কীয় কষ্টিমতে দেশীয় ভাষার পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এস টি ট্রেবর লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল, আর ই
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের জাইন্ট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮ । ২৭ সেপ্টেম্বর।]

LOCAL COMMUNICATIONS

The 20th September 1881

No 284 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for road diversion of the East Indian Railway in the village of Varrah, pergunnah Sherghur zillah Burdwan it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 1 beegah 7 cottahs 12 chittacks of standard measurement bounded on the north by railway line south by Niamatpur road east by Kangali Mondle and Nobin Mondle s jote land and west by Sheik Noorally s house and Nobin Mondle and Buckoo Ghosh s jote land is required within the aforesaid village of Varrah

This declaration is made, under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

S T TREVOR, *Lieut Col*, R E
Joint Secy to the Govt of Bengal P W Dept

স্থাবর বস্ত্বাদি বিষয়ক।
১৮৮১ সাল ২০ সেপ্টেম্বর।

৯৮৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত শেরগড় পরগনার বাচা গ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পথ ফিরাইবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এ কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত বাঁচা গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ১। ৮ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রেল পথ দক্ষিণ সীমা নিজামৎপুর পথ পূর্ব্ব সীমা কাঙ্গালী মণ্ডল ও নাজিম মণ্ডলের যোতভূমি ও পশ্চিম সীমা শেখ নুরালির বাটী এবং নবীন গুপ্তের ও বকু ঘোষের যোত ভূমি।

* উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ৮৭০ সালের ০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এস টি ট্রেবর লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল আর ই
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের জাইন্ট সেক্রেটরী।